তাফসীরে তাবারী শরীফ

নবম খণ্ড

আল্লামা আবূ জা'ফর মুহাম্মদ
ইবন জারীর তাবারী (রহ.)

Contents

তাফসীরে তাবারী শরীফ

নবম খণ্ড

আল্লামা আবু জা'ফর মুহাম্মদ ইব্ন জারীর তাবারী (র)

সম্পাদনা পরিষদের তত্ত্বাবধানে অনূদিত এবং তৎকর্তৃক সম্পাদিত

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

তাফসীরে তাবারী শরীফ (নবম খণ্ড)
তাফসীরে তাবারী প্রকল্প

প্রকাশকাল
আশ্বিন ১৪০৭
রজব ১৪২১
অক্টোবর ২০০০

ইফাবা অনুবাদ ও সংকলন প্রকাশনা : ১৭৫
ইফাবা প্রকাশনা : ১৯৯১
ইফাবা গ্রন্থাগার : ২৯৭.১২২৭
ISBN : 984 - 06 - 0576 - 3

প্রকাশক
মোহাম্মদ আবদুর রব
পরিচালক, অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
আগারগাঁও, শেরে বাংলানগর, ঢাকা-১২০৭

মুদ্রণ
মোঃ সিদ্দিকুর রহমান
প্রকল্প ব্যবস্থাপক (ভারপ্রাপ্ত)
ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রেস

প্রচ্ছদ : জসিম উদ্দিন

মূল্য : ২৪০.০০ টাকা মাত্র

TAFSIR-E-TABARI SHARIF (9th Volume) (Commentary on the Holy Qur'an): Written by Allama Abu Jafar Muhammad Ibn Jarir Tabari (Rh.) in Arabic, translated into Bengali under the supervision of the Editorial Board of Tabari Sharif and published by Director, Translation and Compilation, Islamic Foundation Bangladesh, Agargaon, Sher-e-Banglanagar, Dhaka—1207. October 2000

Price : Tk 240.00 US Dollar. 10.00

সম্পাদনা পরিষদ

১.	মাওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম	সভাপতি
২.	মাওলানা মুহাম্মদ ফরীদুদ্দীন আত্তার	সদস্য
৩.	ডঃ এ. বি. এম. হাবীবুর রহমান চৌধুরী	ঐ
৪.	মাওলানা মুহাম্মদ তমীযুদ্দীন	ঐ
৫.	মাওলানা ওয়াহীদুয্‌যামান	সদস্য
৬	হাফেয মাওলানা ওয়ালিউর রহমান	সদস্য
৭.	মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রব পরিচালক, অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ	সদস্য -সচিব

অনুবাদকমণ্ডলী

১. মাওলানা আ. ব. ম. সাইফুল ইসলাম

২. মাওলানা ইসহাক ফরিদী

৩. মাওলানা সৈয়দ মুহাম্মদ এমদাদ উদ্দীন

৪. মাওলানা আবু তাহের

সম্পাদনা পরিষদ

১.	মাওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম	সভাপতি
২.	মাওলানা মুহাম্মদ ফরীদুদ্দীন আত্তার	সদস্য
৩.	ডঃ এ. বি. এম. হাবীবুর রহমান চৌধুরী	ঐ
৪.	মাওলানা মুহাম্মদ তমীযুদ্দীন	ঐ
৫.	মাওলানা ওয়াহীদুয্যামান	সদস্য
৬	হাফেয মাওলানা ওয়ালিউর রহমান	সদস্য
৭.	মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রব পরিচালক, অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ	সদস্য -সচিব

অনুবাদকমণ্ডলী

১. মাওলানা আ. ব. ম. সাইফুল ইসলাম

২. মাওলানা ইসহাক ফরিদী

৩. মাওলানা সৈয়দ মুহাম্মদ এমদাদ উদ্দীন

৪. মাওলানা আবু তাহের

মহাপরিচালকের কথা

এ দেশের মানুষকে প্রকৃত অর্থে ধার্মিক এবং ধর্মীয় জ্ঞানে সমৃদ্ধ করার মানসে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ কুরআন, হাদীস, তাফসীর, ফিকাহ প্রভৃতি আরবিসহ অন্যান্য ভাষায় রচিত দীনী গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ প্রকাশের এক মহাপরিকল্পনা গ্রহণ করে এ যাবত অসংখ্য গ্রন্থের অনুবাদ প্রকাশ করেছে। এসব গ্রন্থ জনগণের নিকট বিপুলভাবে সমাদৃত হয়েছে। এ সব গ্রন্থের মধ্যে তাফসীর গ্রন্থের গুরুত্ব সর্বাধিক। কারণ তাফসীর গ্রন্থ হলো মূলত: আল-হাদীসের মাধ্যমে মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ। আল কুরআন আল্লাহ্ তা'আলার তরফ থেকে মহানবী (সা)-এর উপর ওহীর মাধ্যমে নাযিলকৃত গ্রন্থ হওয়ায় সাধারণ মানুষের পক্ষে এর অন্তর্নিহিত ভাব ও মর্ম সম্যকভাবে অনুধাবন করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। এজন্য ইসলামের প্রথম থেকেই কুরআন ও হাদীসে বিশেষজ্ঞ 'আলিমগণ সাধারণ মানুষের জন্য সহজসাধ্য করে রচনা করেছেন তাফসীর গ্রন্থ। বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন করে ইসলামিক ফাউন্ডেশন মুসলিম জাহানে সমাদৃত নির্ভরযোগ্য তাফসীর গ্রন্থমালা বাংলা ভাষায় অনুবাদ করে যাচ্ছে।

এসব তাফসীর গ্রন্থমালার মধ্যে পবিত্র কুরআনের প্রখ্যাত ভাষ্যকার আল্লামা আবূ জা'ফর মুহাম্মদ ইবন জারীর তাবারী (র) প্রণীত তাফসীরে তাবারী অন্যতম। পবিত্র কুরআনের সঠিক ব্যাখ্যায় অধিক সংখ্যক হাদীস ব্যবহৃত হওয়ায় গ্রন্থখানি মুসলিম জাহানে বিশেষভাবে সমাদৃত। তত্ত্ব ও তথ্যের বিশুদ্ধতার জন্য পাশ্চাত্য জগতের পণ্ডিত-গবেষকগণও এ তাফসীরখানার প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়েছেন। ১৯৮৮ সালে অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস তাফসীরটির প্রথম খণ্ডের ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশ করেছে। আল্লাহ্ তা'আলার অপার অনুগ্রহে আমরা বিশ্বব্যাপী খ্যাতিসম্পন্ন এই তাফসীর গ্রন্থের ৮ম খণ্ড পর্যন্ত বাংলা অনুবাদ ইতিপূর্বে প্রকাশ করেছি। এবার ৯ম খণ্ড প্রকাশ করতে পেরে আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে শুকরিয়া আদায় করছি। আমি ইসলামিক ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে এর অনুবাদ ও সম্পাদকমণ্ডলীকে জানাই আন্তরিক মুবারকবাদ। অনুবাদ ও সংকলন বিভাগের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীসহ এর প্রকাশনায় যারা বিভিন্নভাবে সাহায্য সহযোগিতা করেছেন, তাঁদেরকেও জানাই মোবারকবাদ।

পরম করুণাময় আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের এই প্রচেষ্টাকে ইবাদত হিসেবে কবুল করুন। আমীন।

মওলানা আবদুল আউয়াল
মহাপরিচালক
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রকাশকের কথা

কুরআন মজীদের ভাষা আরবী, যে কারণে এর অর্থ, মর্ম ও ব্যাখ্যা জানার জন্য যুগে যুগে নানা ভাষায় কুরআন মজীদের অনুবাদ হয়েছে, এর ভাষ্যও রচিত হয়েছে। ভাষ্য রচনার ক্ষেত্রে যে সব তাফসীর গ্রন্থকে মৌলিক, প্রামাণ্য ও প্রাচীন হিসেবে গণ্য করা হয়, তাফসীরে তাবারী শরীফ সেগুলোর মধ্যে অন্যতম। এই তাফসীরখানার রচয়িতা আল্লামা আবূ জা'ফর মুহাম্মদ ইবন জারীর তাবারী (র) (জন্ম ঃ ৮৩৯ খৃষ্টাব্দ/২২৫ হিজরী, মৃত্যু ঃ ৯২৩ খৃষ্টাব্দ/৩১০ হিজরী)। কুরআন মজীদের ভাষ্য রচনা করতে যেয়ে প্রয়োজনীয় যত তথ্য ও তত্ত্ব পেয়েছেন, তা তিনি এতে সন্নিবেশিত করেছেন। ফলে এই তাফসীরখানা হয়ে উঠেছে প্রামাণ্য মৌলিক তাফসীর, যা পরবর্তী মুফাস্‌সিরগণের নিকট তাফসীর প্রণয়নের নির্ভরযোগ্য সহায়ক গ্রন্থ হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। এই তাফসীরখানা তাফসীরে তাবারী শরীফ নামে সমধিক পরিচিত হলেও এর আসল নাম 'জামিউল বায়ান ফী তাফসীরিল কুরআন'।

পাশ্চাত্য দুনিয়ার পন্ডিত মহলে ঐতিহাসিক এবং সমালোচনমূলক গবেষণার জন্য এই তাফসীরখানা বিশেষভাবে সমাদৃত। আমরা প্রায় সাড়ে এগারো শ' বছরের প্রাচীন এই জগদ্বিখ্যাত তাফসীর গ্রন্থখানির বাংলা তরজমা প্রকাশ করতে পারায় আল্লাহ্ তা'আলার মহান দরবারে অগণিত শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি।

আমরা ক্রমান্বয়ে তাফসীরে তাবারী শরীফের প্রতি খণ্ডের তরজমা প্রকাশ করবো ইনশাআল্লাহ্। বর্তমান ৯ম খণ্ডের অনুবাদ ও সম্পাদনার সাথে যাঁরা সম্পৃক্ত ছিলেন, তাঁদের সবাইকে জানাই মোবারকবাদ। সেই সঙ্গে এই খণ্ডখানি প্রকাশে যাঁরা আমাদের বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন, তাঁদের সবাইকেও মুবারকবাদ জানাচ্ছি। আমরা সর্বাত্মক চেষ্টা করেছি নির্ভুলভাবে এই পবিত্র গ্রন্থখানা প্রকাশ করতে, তবুও এতে যদি কোনরূপ ভুল-ভ্রান্তি কোন পাঠকের নজরে পড়ে, তাহলে মেহেরবানী করে তা আমাদের জানালে আমরা ইনশাআল্লাহ্ পরবর্তী সংস্করণে সংশোধন করে দেবো। আশা করছি অন্যান্য খণ্ডের ন্যায় বর্তমান খণ্ডটিও পাঠকপ্রিয়তা লাভ করবে।

মোহাম্মদ আবদুর রব
পরিচালক
অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

সূচিপত্র

সূরা মায়িদা

৪৪ হতে ১২০ আয়াত

Contents

[বার]

সূরা আন‘আম

১ হতে ৮৫ আয়াত

Contents

[ষোল]

তাবারী শরীফ

নবম খণ্ড

Contents

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সূরা মায়িদা

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে ॥

৪৪. নিশ্চয়ই আমি তাওরাত নাযিল করেছিলাম, যাতে রয়েছে হিদায়াত ও নূর (যার দ্বারা) আল্লাহ পাকের নবীগণ ইয়াহুদীদের মধ্যে বিচার মীমাংসা করে দিতেন। আর আল্লাহ ওয়ালা ও আলেমগণও (সে অনুসারে আদেশ করতেন) এ জন্যে যে আল্লাহ পাকের কিতাবের হিফাযতের দায়িত্ব তাদেরকে প্রদান করা হয়েছিল। আর তারা তার উপর সাক্ষী ছিল। কাজেই তোমরা মানুষকে ভয় করো না এবং শুধু আমাকেই ভয় করো। আর আমার আয়াতসমূহ তুচ্ছ মূল্যে বিক্রি করোনা। এবং যারা আল্লাহ পাকের নাযিলকৃত বিধান অনুসারে বিধান দেয় না, তারাই কাফির।

সূরা আন'আম

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে ॥

১. সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন, আর তৈরী করেছেন অন্ধকার ও আলো, তা সত্ত্বেও কাফিররা তাদের প্রতিপালকের সমকক্ষ সাব্যস্ত করে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ٥

সূরা মায়িদা

মাদানী সূরা, ৪৪ থেকে ১২০ আয়াত

মহান আল্লাহর বাণী—

(٤٤) اِنَّآ اَنْزَلْنَا التَّوْرٰىةَ فِيْهَا هُدًى وَّنُوْرٌ ۚ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّوْنَ الَّذِيْنَ اَسْلَمُوْا لِلَّذِيْنَ هَادُوْا وَالرَّبّٰنِيُّوْنَ وَالْاَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوْا مِنْ كِتٰبِ اللّٰهِ وَكَانُوْا عَلَيْهِ شُهَدَآءَ ۚ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلَا تَشْتَرُوْا بِاٰيٰتِىْ ثَمَنًا قَلِيْلًا ۚ وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْكٰفِرُوْنَ ٥

৪৪. নিশ্চয় আমি তাওরাত নাযিল করেছিলাম, যাতে রয়েছে হিদায়াত ও নূর (যার দ্বারা) আল্লাহ পাকের নবীগণ ইয়াহুদীদের মধ্যে বিচার মীমাংসা করে দিতেন। আর আল্লাহ ওয়ালা ও আলেমগণও (সে অনুসারে আদেশ করতেন) এ জন্যে যে, আল্লাহ পাকের কিতাবের হিফাযতের দায়িত্ব তাদেরকে প্রদান করা হয়েছিল। আর তারা তার উপর সাক্ষী ছিল। কাজেই তোমরা মানুষকে ভয় করো না এবং শুধু আমাকেই ভয় করো। আর আমার আয়াতসমূহ তুচ্ছ মূল্যে বিক্রি করোনা। এবং যারা আল্লাহ পাকের নাযিলকৃত বিধান অনুসারে বিধান দেয় না, তারাই কাফির।

ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম আবু জা'ফর তাবারী (র.) বলেন , এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেছেন, আমি তাওরাত নাযিল করেছি। বিবাহিত ব্যভিচারকারীর শাস্তি সম্পর্কে ইয়াহুদীরা আপনার কাছে যা জিজ্ঞেস করছে, তাওরাতে তার সমাধান রয়েছে। তাছাড়া তাওরাত নূরও বটে। অর্থাৎ যে বিষয়টি তাদের কাছে অন্ধকারাচ্ছন্ন এবং যে বিধান সম্পর্কে তারা বিভ্রমে পতিত, তাওরাতে রয়েছে তার আলোকজ্জ্বল পথ -নির্দেশ।

يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّوْنَ الَّذِيْنَ اَسْلَمُوْا অর্থাৎ ইয়াহুদীরা যে, বিষয়ে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের কাছে বিচার প্রার্থনা করেছিল, সে বিষয়ে মহান আল্লাহর নির্দেশ মান্যকারী নবীগণ তাওরাতের বিধান অনুযায়ী ফয়সালা দিতেন।

এতদ্বারা আল্লাহ তা'আলার উদ্দেশ্য প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর পূর্ববর্তী নবীগণ। উল্লেখ্য, প্রিয়নবী (সা.) ব্যভিচারকারী বিবাহিত ইয়াহুদীকে রজমের দন্ড দিয়েছিলেন এবং কিসাস ও দিয়াতের ক্ষেত্রে বানু নাযীর ও বানু কুরায়যার বৈষম্য ঘুচিয়ে দিয়েছিলেন।

১২০০৬. সুদ্দী (র.) বলেন, اِنَّا اَنْزَلْنَا التَّوْرٰىةَ فِيْهَا هُدًى وَّ نُوْرٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّوْنَ الَّذِيْنَ اَسْلَمُوْا। আয়াতে নবী করীম (সা.) কে বোঝান হয়েছে।

১২০০৭. কাতাদা (র.) বলেন, আমাদের কাছে বর্ণিত হয়েছে যে, এ আয়াত নাযিল হলে পরে নবী করীম (সা.) বলে উঠেন— আমরা ইয়াহুদী ও অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের বিচার-নিষ্পত্তি করব।

১২০০৮. ইমাম যুহরী (র.) বলেন, আমরা সাঈদ ইবনুল মুসায়্যাব (র.) এর মজলিসে উপবিষ্ট ছিলাম। এমন সময় বানূ মুযায়না গোত্রীয় জনৈক ব্যক্তি হযরত আবু হুরায়রা (রা.) এর সূত্রে বর্ণনা করল যে, ইয়াহুদীদের এক পুরুষ ও নারী ব্যভিচার করে বসল। তারা পরস্পরে বলল, চলো আমরা এই নবীর কাছে যাই। তিনি সহজতর বিধানসহ প্রেরিত হয়েছেন। তিনি রজম ভিন্ন অন্য কোন ফয়সালা দিলে আমরা তা গ্রহণ করব এবং আল্লাহর কাছে তদ্বারা নিজেদের সাফাই দিব। আমরা বলব, এটা তোমারই মতো একজন নবীর ফয়সালা। সে মতে তারা রাসূলে কারীম সল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লামের নিকট উপস্থিত হল। তিনি তখন সাহাবায়ে কিরামকে নিয়ে মসজিদে বসা ছিলেন। তারা বলল, হে আবুল-কাসিম! একটি নারী ও পুরুষ ব্যভিচার করেছে। আপনি তাদের কি ফয়সালা দেন?

তিনি এর জবাবে কিছু না বলে তাদের মিদরাসে (ধর্মীয় শিক্ষালয়) চলে গেলেন। তিনি দরজায় দাঁড়িয়ে বললেন, আমি তোমাদেরকে আল্লাহর শপথ দিয়ে জিজ্ঞেস করছি, যিনি হযরত মূসার প্রতি তাওরাত নাযিল করেছেন, বল তো, তাওরাত গ্রন্থে বিবাহিত ব্যভিচারীর জন্য কি শাস্তির ব্যবস্থা রাখা হয়েছে? তারা বলল, তাকে মসিলিপ্ত ও তাজবীহ করা হবে। তাজবীহ মানে ব্যভিচারী নর-নারীকে গাধার পিঠে পিঠাপিঠি বসিয়ে ঘোরান। তাদের মধ্যে একটি যুবক কিন্তু নীরব বসে ছিল। সে কোন উত্তর দেয় নি। প্রিয়নবী (সা.) তাকে নীরব দেখে পুনরায় বলিষ্ঠ কণ্ঠে শপথ দিলেন। তখন সে বলল, আপনি যখন শপথ দিয়ে জিজ্ঞেস করছেন তো শুনুন, তাওরাতে আমরা রজমের বিধানই পাই। প্রিয়নবী (সা.) বললেন, তা হলে কোন্ কারণে, তোমরা আল্লাহর বিধানকে লঘুকৃত করলে? সে বলল একবার আমাদের রাজ পরিবারের এক সদস্য ব্যভিচার করলে রাজা তার রজম মকুফ করে দেয়। এর পর সাধারণ পরিবারের একজন এ কাজ করে। তখন রাজা তাকে রজম করতে ইচ্ছা করে। লোকটির জ্ঞাতি -গোষ্ঠী প্রতিবাদ জানায়। তারা বলে ওঠে, আমাদের লোককে আপনি রজম করতে পারবেন না, যতক্ষণ না আপনি আপনার আত্মীয়কে রজম করেন। অনন্তর তারা একমত হয়ে এই শাস্তি স্থির করে নেয়। রাসূলে কারীম (সা.) বললেন, আমি তাওরাত অনুযায়ীই ফয়সালা দেব। সুতরাং তাঁর নির্দেশে তাদেরকে রজম করা হল। ইমাম যুহরী (র.) বলেন, আমরা জ্ঞাত হয়েছি যে, اِنَّا اَنْزَلْنَا التَّوْرٰىةَ فِيْهَا هُدًى وَّ نُوْرٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّوْنَ الَّذِيْنَ اَسْلَمُوْا বর্ণিত নবীদের মাঝে রাসূলে কারীম সল্লাল্লাহ 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম অন্যতম।

১২০০৯. 'ইকরিমা (র.) বলেন, يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّوْنَ الَّذِيْنَ اَسْلَمُوْا আয়াতে প্রিয় নবী (সা.) ও তাঁর পূর্ববর্তী আম্বিয়ায়ে কিরামকে বোঝান হয়েছে, যারা তাওরাতে বর্ণিত ন্যায় বিচার কার্যকর করতেন।

১২০১০. হযরত হাসান বসরী (র.) বলেন يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّوْنَ الَّذِيْنَ اَسْلَمُوْا আয়াতে প্রিয় নবী (সা.) কে বোঝান উদ্দেশ্যে এবং لِلَّذِيْنَ هَادُوْا মানে ইয়াহুদী সম্প্রদায়, অর্থাৎ হে নবী! আপনি তাদের মাঝে বিচার নিষ্পত্তি করুন। আপনি তাদেরকে ভয় করবেন না।

وَالرَّبَّنِيُّوْنَ وَالْاَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوْا مِنْ كِتٰبِ اللّٰهِ وَكَانُوْا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ -এর ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম আবূ জাফর তাবারী (র.) বলেন, আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেছেন, আল্লাহওয়ালা এবং বিদ্বানগণও আল্লাহর অনুগত আম্বিয়ায়ে কিরামের মত তাওরাতে প্রদত্ত বিধান অনুযায়ী প্রতি যুগে ফয়সালা দান করতেন।

اَلرَّبَّانِيُّوْنَ শব্দটি رَبَّانِيٌّ এর বহুবচন। অর্থ সেই সকল বিদ্বান ও প্রাজ্ঞ ব্যক্তি, যারা সমাজে নেতৃত্ব দান ও যাবতীয় বিষয়- ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা রাখে এবং তাদের কল্যাণ সম্পর্কে জ্ঞান রাখে। الاحبار অর্থ বিদ্বানগণ। ইতিপূর্বে আমি اَلرَّبَّانِيُّوْنَ এর অর্থ এবং তার ব্যাখ্যায় ব্যাখ্যাকারীগণের মত উদ্ধৃত করেছি।

الاحبار শব্দটি حَبْرٌ এর বহু বচন। এর অর্থ পরিপক্ক জ্ঞানী। এ অর্থেই কা'ব (র.) কে কা'ব আল-আহবার বলা হয়।

কাতাদা (র.) বলতেন, আমি অধিকাংশ ক্ষেত্রে আরবদেরকে এক বচনের স্থলেও الاحبار ব্যবহার করতে শুনেছি। حبر -এর (ح) যের যুক্ত।

কিছু ব্যাখ্যাকারের মতে এ স্থলে اَلرَّبَّنِيُّوْنَ وَالْاَحْبَارُ দ্বারা সুরিয়ার পুত্রদ্বয়কে বোঝান হয়েছে, যারা রাসূলের (সা) নিকট স্বীকার করেছিল যে, তাওরাতে আল্লাহ তা'আলা বিবাহিত ব্যভিচারকারীর জন্য রজমের ব্যবস্থা রেখেছেন।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১২০১১. সুদ্দী (র.) বলেন, ইয়াহুদীদের মধ্যে দুই ভাই, যারা ছিল সুরিয়ার পুত্র, রাসূলে কারীম সল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লামের অনুসরণ করত, যদিও তখন তারা ইসলাম গ্রহণ করেনি। তারা প্রিয়নবী সল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লামকে কথা দিয়েছিল যে, তিনি তাদেরকে তাওরাতের যে কোন বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবেন, তারা তাঁকে তা জানিয়ে দেবে। তাদের একজন ছিল 'রিব্বী' অন্যজন 'হাবৃর'। তারা কেবল এ জন্যই তাঁর অনুসরণ করত যে, তারা তাঁর নিকট শিক্ষা গ্রহণ করত। রাসূলে কারীম (সা.) তাদেরকে ডেকে জিজ্ঞেস করলে তারা জানাল ব্যভিচারের ক্ষেত্রে উচু-নীচু পরিবার ভেদে তারা কিরূপ শাস্তি প্রদান করত এবং তারা কিভাবে আল্লাহর বিধানকে পরিবর্তিত করে নিয়েছিল। এরই প্রেক্ষিতে

আয়াতটি নাযিল হয়। এতে নবী বলতে প্রিয়নবী (সা.) কে বোঝান হয়েছে। এরপর সুরিয়ার পুত্রদ্বয়ের উল্লেখ করে বলা হয়েছে, আরও বিধান দিত রব্বানীগণ এবং বিদ্বানগণ। কারণ তাদেরকে আল্লাহর কিতাবের রক্ষক করা হয়েছিল।

ইমাম আবু জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, আমার মতে এর সঠিক ব্যাখ্যা এই যে, আম্বিয়ায়ে কিরামের অনুসারীগণ এবং আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে যারা রব্বানী ও বিদ্বান, তারা ইয়াহুদীদেরকে তাওরাতের বিধান অনুযায়ী ফয়সালা দেন। তবে এতদ্বারা সুরিয়ার পুত্রদ্বয় প্রমুখকেও বোঝান যেতে পারে। কিন্তু বাহ্যত: আম্বিয়ায়ে কিরামের অনুসারীগণ এবং যে কোন 'রব্বানী' ও 'হাব্‌র'ই আয়াতের অন্তর্ভুক্ত।

আয়াতে এমন কোন ইশারা-ইঙ্গিত নেই, যদ্বারা প্রমাণ করা যাবে যে, এখানে বিশেষ 'রব্বানী' ও 'হাব্‌র' উদ্দেশ্য এবং এর পক্ষে অন্য কোন শিরোধার্য দলীল-প্রমাণও প্রতিষ্ঠিত হয়নি। কাজেই যে কোন 'রব্বানী' ও 'হাব্‌র-ই বাহ্যত: আয়াতের অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

ব্যাখ্যাকারগণ থেকেও অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১২০১২. দাহ্হাক (র.) বলেন, الربانيون ও الاحبار হচ্ছে তাদের বিদ্বান ও শাস্ত্রজ্ঞগণ।

১২০১৩. হাসান বসরী (র.) বলেন, الربانيون والاحبار অর্থ আইনবেত্তা ও বিদ্বানগণ।

১২০১৪. মুজাহিদ (র.) বলেন,الربانيون অর্থ বিদ্বান ও শাস্ত্রজ্ঞগণ, তারা الاحبار এর উপরে।

১২০১৫ . হযরত কাতাদা (র.) বলেন, الربانيون হচ্ছে ইয়াহুদীদের ফাকীহ (আইনবেত্তা) গণ এবং الاحبار তাদের বিদ্বান শ্রেণী।

১২০১৬. 'ইকরামা (র.) হতে বর্ণিত যে, الربانيون والاحبار এদের প্রত্যেকে তাওরাতে প্রদত্ত ন্যায় -বিচার অনুযায়ী ফয়সালা করত।

১২০১৭. ইবন যায়দ (র.) বলেন الربانيون অর্থ الولاة (শাসকবর্গ) এবং الاحبار অর্থ বিদ্বানগণ।

بِمَا اسْتُحْفِظُوْا مِنْ كِتَابِ اللّٰهِ অর্থাৎ তাওরাতের বিধান অনুযায়ী ফয়সালা দিতেন আল্লাহর অনুগত নবীগণ এবং রব্বানী ও হাব্‌রগণ যাদের নিকট আল্লাহর কিতাব তাওরাতের জ্ঞান গচ্ছিত রাখা হয়েছিল। بما استحفظوا এর ب অব্যয়টি الاحبار-এর صلة

وَكَانُوْا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ আল্লাহর কিতাবের আমানতবাহী রব্বানী ও হাব্‌রগণ আল্লাহর অনুগত নবী-রাসূলের সাথে ইয়াহুদীদের মাঝে বিচার নিষ্পত্তি করতেন এবং তারা এ কথার সাক্ষী থাকতেন যে, নবীগণ হযরত মূসা আলায়হিস সালামের প্রতি অবতীর্ণ কিতাব দ্বারা ইয়াহুদীদের মাঝে বিচার -নিষ্পত্তি করতেন।

১২০১৮. হযরত ইবন 'আব্বাস (র.) وَكَانُوْا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ এর ব্যাখ্যায় বলেন, রব্বানী ও হাব্‌রগণ রাসূলে কারীম সল্লাল্লাহ 'আলায়হি ওয়া সাল্লামের পক্ষে এ কথার সাক্ষী যে, তিনি সত্য নবী, আল্লাহ তা'আলার নিকট হতে প্রেরিত , তিনি আল্লাহর নবী মুহাম্মদ (সা.)। ইয়াহুদীরা তাঁর কাছে আসলে তিনি তাদের মাঝে ন্যায়সঙ্গত বিচার করেন।

فَلاَ تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلاَتَشْتَرُوْا بِاٰيٰتِيْ ثَمَنًا قَلِيْلاً এর ব্যাখ্য ঃ

ইমাম আবু জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, আল্লাহ তা'আলা এ বাক্যে ইয়াহুদী বিদ্বান ও তাদের শাস্ত্রজ্ঞদের লক্ষ্য করে বলছেন, আমি আমার বান্দাদের প্রতি যে বিধান আরোপ করেছি, তোমরা তা কার্যকর করতে গিয়ে মানুষকে ভয় করো না। কেননা আমার ইচ্ছা ব্যতিরেকে তারা তোমাদের কোন ক্ষতি বা উপকার করতে সক্ষম নয়। কাজেই বিবাহিত ব্যভিচারীর জন্য আমার আরোপিত রজমের দন্ডাদেশকে তোমরা গোপন রেখ না। বরং তোমরা আমার সকল সৃষ্টির বিপরীতে আমাকেই ভয় কর- কেননা যাবতীয় উপকার -অপকার আমারই হাতে। তোমাদের নিকট আমার কিতাবের যা কিছু গচ্ছিত রাখা হয়েছে, তা গোপন রাখার জন্য আমার শাস্তির ভয় রেখ।

১২০১৯. হযরত সুদ্দী (র) বলেন, فَلاَ تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ -এর অর্থ তোমরা মানুষকে ভয় করে আমার অবতীর্ণ বিধান গোপন কর না।

وَلاَتَشْتَرُوْا بِاٰيٰتِيْ ثَمَنًا قَلِيْلاً অর্থাৎ হে হাবরগণ! মূসার প্রতি আমি যে কিতাব অবতীর্ণ করেছি, তার বিধান মতে ফয়সালা বর্জন করে তুচ্ছ বিনিময় গ্রহণ করো না। আয়াতে এই বিনিময় গ্রহণকেই স্বল্পমূল্য সাব্যস্ত করা হয়েছে।

আল্লাহ্ তা'আলার বর্ণনার অর্থ হল তার কিতাবে পরিবর্তন এবং বিবাহিত ব্যভিচারীর প্রতি রাজমের দন্ড প্রভৃতি বিধানের বিকৃতি সাধন করে সর্ব সাধারণ হতে তারা যে উৎকোচ গ্রহণ করত, তা থেকে তাদেরকে নিষেধ করা।

১২০২০. ইবন যায়দ (র) বলেন, وَلاَتَشْتَرُوْا بِاٰيٰتِيْ ثَمَنًا قَلِيْلاً -এর অর্থ তোমরা আমার কিতাবের উপর ঘুষ খেও না, বা তোমরা তার বদলে উৎকোচ গ্রহণ কর না।

১২০২১. হযরত সুদ্দী (র) وَلاَتَشْتَرُوْا بِاٰيٰتِيْ ثَمَنًا قَلِيْلاً -এর ব্যাখ্যায় বলেন, আমার অবতীর্ণ বিধান গোপন করে তোমরা তুচ্ছ স্বার্থ চরিতার্থ কর না।

وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰئِكَ هُمُ الْكٰفِرُوْنَ - এর ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম আবূ জা'ফর তারাবী (র) বলেন, আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেছেন যে, তিনি তাঁর কিতাবে যে বিধান দিয়েছেন এবং বান্দাদের জন্য তাতে যে ফয়সালার ব্যবস্থা রেখেছেন, যারা তা গোপন রেখে অন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করে, তারাই কাফির। যেমন ইয়াহুদী সম্প্রদায় বিবাহিত ব্যভিচারকারীর ক্ষেত্রে রজমের বিধান গোপন করে তার পরিবর্তে মুখে চুনকালি লাগানো ও গাধার পিঠে চড়িয়ে ঘোরানোকে স্থির করে নিয়েছে। অনুরূপ তারা কতক নিহতের বদলে পূর্ণ দিয়াত (মুক্তিপণ) এবং কতকের বদলে অর্ধ-দিয়াতের আইন বানিয়ে নিয়েছে। অভিজাত বংশের নিহতের বদলে কিসাস আর নিম্ন বংশের ক্ষেত্রে দিয়াত সাব্যস্ত করা তাদের আরেকটি মনগড়া আইন। অথচ তাওরাত গ্রন্থে আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রতি এসব ক্ষেত্রে একই রকম বিধান দিয়েছেন। وَاُولٰئِكَ هُمُ الْكٰفِرُوْنَ অর্থাৎ যারা মহান আল্লাহর দেওয়া বিধান অনুযায়ী ফয়সালা করে না, বরং অন্য কোন আইন অবলম্বন করে এবং তাঁর অবতীর্ণ ন্যায় বিচারকে গোপন করে রাখে, তারাই কাফির। অর্থাৎ তারা সেই লোক, যারা সত্য-সঠিক বিধানকে মানুষের কাছে গোপন করে তদস্থলে অন্য কোন বিধান প্রকাশ করে। অথচ সেই সত্য বিধানকে প্রকাশ ও প্রচার করাই

ছিল তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য। বস্তুতঃ জনসাধারণ হতে উৎকোচ গ্রহণের লোভেই তারা এই দুর্নীতিতে লিপ্ত হয়েছে।

এ স্থলে কুফর শব্দের দ্বারা কি বোঝান হয়েছে, তা নিয়ে তাফসীরকারকগণের একাধিক মত রয়েছে। আমি উপরে যে অর্থ উল্লেখ করেছি, তাঁদের কেউ কেউ তাই বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা এর দ্বারা চিহ্নিত করে দিয়েছেন যারা আল্লাহর কিতাবে বিকৃতি এবং তাঁর আইনে পরিবর্তন সাধন করেছে, তারা ইয়াহুদী সম্প্রদায়।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১২০২২. হযরত বারা' ইবন 'আযিব (র) হতে বর্ণিত যে, সূরা মাইদার=(আয়াত ঃ ৪৫) ও=(আয়াত ঃ ৪) সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন যে, এর সম্পর্ক সেসব কাফিরদের সাথে, যারা মহান আল্লাহর নাযিলকৃত বিধানে বিশ্বাস করে না।

১২০২৩ . আবূ সালিহ (র) সূরা মাইদার =এ আয়াতত্রয় সম্পর্কে বলেন, এর কোনওটি মুসলিমদের সাথে সম্পৃক্ত নয়, বরং এর সম্পর্ক কাফিরদের সাথে।

১২০২৪. হযরত দাহ্হাক (র)-ও এ আয়াতত্রয় সম্পর্কে বলেন যে, এগুলো আহলে কিতাবের সম্পর্কে অবতীর্ণ।

১২০২৫. ইমরান ইবন হুদায়র বলেন, এক বার বানূ 'আমর ইবন সাদূস গোত্রের কতিপয় লোক[১] হযরত আবু মিজলায্ (র)-এর কাছে এসে বলল, হে আবূ মিজলায! আপনি কি লক্ষ্য করেছেন আল্লাহ তা'আলার এ বাণী وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُوْنَ হ্যাঁ। তারা বলল, وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ-এ-ও কি সত্য? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তারা আবার বলল, আল্লাহ আরও বলেছেন وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُوْنَ-এটাও কি সত্য? তিনি বললেন , হ্যাঁ। তখন তারা বলল, হে আবূ মিজলায! এসব শাসকবর্গ কি আল্লাহ যা নাযিল করেছেন, তদনুযায়ী ফয়সালা করে? তিনি বললেন, তারা তাদের দীনের উপর আছে, যে দীনের অনুসরণে তারা আল্লাহর আনুগত্য করে, যে দীনে তারা নিজেদের বিশ্বাস ঘোষণা করে এবং মানুষকেও তার অনুসরণের আহ্বান জানায়। হ্যাঁ তারা যদি এর কোন কিছু পরিত্যাগ করে তবে তজ্জন্য তারা গুনাহগার হবে। তারা বলল, না আল্লাহর কসম, আপনি ভয় করেন? তিনি বললেন, বরং তোমরাই এর বেশী উপযুক্ত। তোমরা যে ধারণা পোষণে কোন দ্বিধাবোধ করছ না, সে ধারণা আমার নয়। প্রকৃত পক্ষে এসব আয়াত ইয়াহূদী নাছারা, মুশরিক কিংবা এরূপ অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের সম্পর্কে অবতীর্ণ।

১২০২৬. অপর এক সূত্রে ইমরান ইব্ন হুদায়র থেকে বর্ণিত যে, ইবাযিয়্যা সম্প্রদায়ের একদল লোক একদিন হযরত আবূ মিজলায্ (র) এর মজলিসে এসে বলল, হে আবূ মিজলায্! আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করছেন, وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُوْنَ - فَاُولٰئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ - فَاُولٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُوْنَ-(এতদ দৃষ্টে বর্তমান শাসকদের ব্যাপারে আপনার মন্তব্য কি?) তিনি বললেন, তারা যা করছে তো করছে। (অন্যায় কিছু করে থাকলে) তারা জানে তা অপরাধ। তবে এ সকল আয়াত ইয়াহূদী নাছারাদের সম্পর্কে অবতীর্ণ। তারা বলল, আল্লাহর কসম! বিষয়টি আসলে আপনিও আমাদেরই মত জানেন, কিন্তু আপনি তাদেরকে ভয় করেন। তিনি বললেন, ভয় করার বেশি

১. এরা খারিজী সম্প্রদায়ের ইবাদিয়্যা গ্রুপভুক্ত ছিল। তারা হযরত 'আলী (রা)-কে (নাউযুবিল্লাহ্) কাফির মনে করত।

উপযুক্ত তোমরাই, আমি নই। তোমাদের মত ধ্যান-ধারণা আমাদের নয়। তারা বলল, আপনাদেরও ধারণা তাই; কিন্তু তাদের ভয়ে আপনারা নিজেদের বিশ্বাস কার্যকর করতে পারছেন না।

১২০২৭. ইবন বাশ্‌শার (র) এর সূত্রে বর্ণিত। وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُوْنَ এর ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, বনী ইসরাইল তোমাদের অতি উত্তম ভাই হত, যদি সব মিষ্টি হত তোমাদের আর সব তিতা হতো তাদের। তোমরা তো ইয়াহূদীদের পদাঙ্ক অনুসরণ করবে- একেবারে জুতোর ফিতা মাপে মাপে।

১২০২৮- দাহহাক (র) বলেন, وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُوْنَ – الْفَاسِقُوْنَ – الظّٰلِمُوْنَ – এ আয়াত তিনটি কিতাবীদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে।

১২০২৯. আবুল বাখতারী (র) বলল, হযরত হুযাইফা (র) কে এ আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে ইবন বাশ্‌শার (র) এর সূত্রে বর্ণিত তাঁর বক্তব্যের অনুরূপই জবাব দেন।

১২০৩০. একবার এক ব্যক্তি হযরত হুযায়ফা (র) কে এ আয়াত তিনটি সম্পর্কে প্রশ্ন করল। সে বলল, এ গুলো কি বনী ইসরাইল সম্পর্কে অবতীর্ণ? তিনি বললেন, বনী ইসরাইল তো তোমাদের উত্তম ভাই; যদি সব তেতো হত তাদের এবং সব মিঠে হত তোমাদের, তা হলে আল্লাহর কসম! তোমরা জুতোর ফিতা মাপে মাপে তাদের পথে চলতে।

১২০৩১. হযরত 'ইকরিমা (র) বলেন, এ সকল আয়াত আহলে কিতাব সম্পর্কে অবতীর্ণ।

১২০৩২. কাতাদা (র) وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُوْنَ সম্পর্কে বলেন, আমরা শুনেছি এ আয়াত ইয়াহূদীদের এক নিহত ব্যক্তি সম্পর্কে অবতীর্ণ, সে তাদেরই একজনের হাতে প্রাণ হারিয়েছিল।

১২০৩৩. 'ইকরিমা (র) এ আয়াতত্রয় সম্পর্কে বলেন যে, এ গুলো সকল আহলে কিতাব সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। কারণ তারা আল্লাহর কিতাব পরিত্যাগ করেছিল।

১২০৩৪. বারা' ইবন 'আযিব (র) বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম জনৈক ইয়াহূদী ব্যক্তির পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। লোকটিকে মসি লেপন ও চাবুকাঘাত করা হয়েছিল। তিনি তা লক্ষ্য করে তার সম্প্রদায়কে ডাকলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের ধর্মে ব্যভিচারের শাস্তি কি এটাই রাখা হয়েছে? তারা বলল , হ্যাঁ। তখন তিনি তাদের শাস্ত্রবেত্তাদের একজনকে ডেকে পাঠালেন। তিনি বললেন, আমি তোমাকে সেই আল্লাহর কসম দিয়ে জিজ্ঞেস করছি, যিনি মূসার প্রতি তাওরাত অবতীর্ণ করেছেন, বল তো, তোমাদের কিতাবে কি ব্যভিচারীর শাস্তি এইরূপ উল্লেখ আছে?

সে বলল, না, আপনি এরূপ কসম না করলে আমি একথা আপনাকে বলতাম না। আমাদের কিতাবে তার জন্য রজমের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। কিন্তু এক সময় আমাদের অভিজাত শ্রেণীর মাঝে ব্যভিচারের মাত্রা বেড়ে গেল। তখন আমরা উচু-নীচু ভেদে এ আইন কার্যকর করণের ক্ষেত্রে একটু পার্থক্য সৃষ্টি করি। অর্থাৎ অভিজাত শ্রেণীর কেউ এ অপরাধ করলে তাকে ছেড়ে দেই এবং নীচ শ্রেণীর কেউ করলে তাকে রজম করি। (কিন্তু এতে বিশৃংখলা দেখা দেয়) অবশেষে আমরা এ ব্যাপারে একমত হই, যে কেউ এ অপরাধ করবে, তাকে রজমের স্থলে মসি লেপন ও কষাঘাতের শাস্তি দেব। এ কথা শুনে হযরত রাসূলুল্লাহ (স) বললেন, আমিই প্রথম ব্যক্তি, যে তোমার বিধানকে পুনরুজ্জীবিত করবে, যখন তারা এটাকে দাফন করে ফেলেছিল। এই বলে তিনি উপরোক্ত ব্যক্তিকে রজম করার নির্দেশ দিলেন। তাঁর

নির্দেশ কার্যকর করা হল। এরই প্রেক্ষিতে يَاأَيُّهَا الرَّسُوْلُ لاَيَحْزُنُكَ الَّذِيْنَ يُسَارِعُوْنَ فِى الْكُفْرِ- হতে فَأُولٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُوْنَ পর্যন্ত আয়াতগুলো নাযিল হয়। এতে কাফির ও যালিম বলতে ইয়াহূদীদের এবং ফাসিক বলতে অপরাপর কাফিরদের বোঝান হয়েছে।

১২০৩৫. হযরত ইবন যায়দ (র) وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ فَأُولٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُوْنَ। আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, যে ব্যক্তি মহান আল্লাহর কিতাব পরিত্যাগ করে স্বহস্তে লিখিত কিতাব অনুযায়ী ফয়সালা দেয় এবং বলে তার সে কিতাবই আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে এসেছে, সে কাফির হয়ে যাবে।

১২০৩৬. হযরত বারা' ইবন 'আযিব (রা) হতে অপর এক সূত্রেও রাসূলু'ল্লাহ (স) এর উপরোক্ত হাদীস (নং ১২০৩৫) বর্ণিত হয়েছে। তবে তাতে ইয়াহূদী শাস্ত্রবেত্তার উক্তিতে এতটুকু অতিরিক্ত আছে যে, আমরা উচু-নীচু সকল শ্রেণীর জন্য অভিন্ন শাস্তি স্থির করতে একমত হলাম এবং সে হিসেবে রজমের বদলে চুনকালি মাখিয়ে রাজপথে ঘুরানো ও কষাঘাত স্থির করলাম। এ হাদীসের বাকি অংশ পূর্বে বর্ণিত হাদীসেরই অনুরূপ।

১২০৩৭. এক ব্যক্তি হযরত উবাইদু'ল্লাহ ইবন আবদুল্লাহ ইবন 'উতবা ইবন মাসউদ (র) কে আলোচ্য আয়াত তিনটি সম্পর্কে প্রশ্ন করে। তিনি বলেন, এ আয়াত ক'টিকে অনেকেই এমন সব স্থানে প্রয়োগ করার চেষ্টা করে, যে সম্পর্কে এ গুলো নাযিল হয়নি। এ গুলো তো নাযিল হয়েছে দুটো ইয়াহূদী গোত্র সম্পর্কে। একটি বনূ নযীর, অন্যটি বনূ কুরাইযা। রাসূলু'ল্লাহ সাল্লাল্লাহ 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনা শরীফে হিজরত করার আগে এদের এক গোত্র অন্য গোত্রের উপর হামলা করে এবং তাদেরকে সম্পূর্ণ কাবু করে ফেলে। তারপর তাদের মাঝে এভাবে সন্ধি হয় যে, প্রবল গোত্র দুর্বল গোত্রের কাউকে হত্যা করলে তার দিয়াত হবে পঞ্চাশ ওয়াসাক (ওয়াসাক অর্থ ষাট ছা') গম। পক্ষান্তরে দুর্বল গোত্র যদি প্রবল গোত্রের কাউকে হত্যা করে তবে তার দিয়াত (রক্তপণ) হবে একশ ওয়াসাক। দুর্বল গোত্র প্রবলের যুলুম নির্যাতনের ভয়ে এই বৈষম্যমুলক নীতি মেনে নিতে বাধ্য হয়। তাদের মাঝে এই বৈষম্য কার্যকর থাকা অবস্থাতেই এখানে রাসূলু'ল্লাহ (স) এর শুভাগমন ঘটে। তাঁর আগমনে উভয় গোত্রই নিজেদের বশ্যতা স্বীকার করে। কিন্তু তিনি তার উপর কোনরূপ শক্তিমত্তা প্রদর্শন করেননি। এভাবেই দিন গড়িয়ে যেতে থাকে। এরি মধ্যে দুর্বল গোত্রের এক ব্যক্তি প্রবল গোত্রের একটি লোককে হত্যা করে। নিয়ম অনুযায়ী প্রবল গোত্র তাদের কাছে একশ ওয়াসাক দাবী করে। দুর্বল গোত্র বলল, একই ধর্মের অনুসারী ও একই দেশে বসবাসরত দুই গোত্রের মাঝে আইনের এই প্রভেদ কখনই হতে পারে না যে, এক গোত্রের দিয়াত হবে অপর গোত্রের দ্বিগুণ? এ যাবত তো আমরা তোমাদের যুল্মের ভয়ে বাধ্য হয়ে তা আদায় করে এসেছি। আর নয়। মুহাম্মদ (স)কে আমাদের মাঝে বিচারক মান। তিনি এর ফয়সালা করবেন। তারা এতে সম্মত হল।

কিন্তু প্রবল গোত্রের চিন্তা হল। তারা আশংকা করল তিনি অপর গোত্র অপেক্ষা তাদের দ্বিগুণ দিয়াত কিছুতেই অনুমোদন করবেন না। অনেক ভেবে চিন্তে তারা তাদের মুনাফিক ভাইদের রাসূলুল্লাহ (স) এর কাছে প্রেরণ করল। তারা তাদের বলল, তোমরা গিয়ে মুহাম্মদ (স) এর মনোভাব জেনে আস। তিনি যদি আমাদের ইচ্ছামত ফয়সালা দেন তবে তাঁকে বিচারক মানব। অন্যথায় তাকে পরিত্যাগ করব, তার কাছে

ফয়সালার জন্য যাব না। সে মতে মুনাফিকরা তাঁর কাছে গেল। আল্লাহ্ তা'আলা এর সমুদয় কথা ওহী মারফত তাঁর রাসূলকে জানিয়ে দিলেন।

উবায়দুল্লাহ (র) বলেন, এরই প্রেক্ষিতে আল্লাহ্ তা'আলা يَـاَيُّهَا الرَّسُـوْلُ لاَيَـحْـزُنْـكَ الَّـذِيْـنَ يُـسَارِعُوْنَ فِـى الْـكُـفْـرِ হতে اَلْـفَاسِـقُـوْنَ। পর্যন্ত আয়াতগুলো নাযিল করেন। উবায়দুল্লাহ এক এক করে আয়াতগুলো পাঠ করেন এবং এর বিষয়বস্তু ব্যাখ্যা করে উপস্থিত লোকদের বোঝান। তারপর তিনি বললেন, আয়াতে ইয়াহুদীদেরকেই বোঝান হয়েছে এবং কাফির, যালিম ও ফাসিক বিশেষণগুলো তাদেরই প্রতি আরোপ করা হয়েছে।

অপর কতক তাফসীরকারের মতে اَلْـكَافِرُوْنَ দ্বারা মুসলিমদের اَلـظَّـالِـمُـوْنَ দ্বারা ইয়াহুদীদের এবং اَلْـفَاسِـقُـوْنَ দ্বারা নাসারাদের বোঝান হয়েছে।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১২০৩৮ ইবন ওয়াকী' আমির সূত্রে বর্ণনা করেন, اَلْـكَافِرُوْنَ এর আয়াতটি মুসলিমদের সম্পর্কে, اَلـظَّـالِـمُـوْنَ এর আয়াতটি ইয়াহুদীদের সম্পর্কে এবং اَلْـفَاسِـقُـوْنَ-- এর আয়াতটি নাসারাদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে।

১২০৩৯. ইবন ওয়াকী' অপর এক সূত্রেও হযরত আমির আ'শ শা'বী (র) এর উপরোক্ত উক্তি বর্ণনা করেছেন।

১২০৪০. আরও এক সূত্রে ইব্‌ন ওয়াকী' বর্ণনা করেন যে, ইমাম শা'বী (র) বলেন, একটি আয়াত আমাদের সম্পর্কে এবং দুইটি আহলে কিতাব সম্পর্কে। আমাদের সম্পর্কে হচ্ছে وَمَـنْ لَّـمْ يَـحْـكُـمْ بِـمَـا اَنْـزَلَ الـلّٰـهُ فَـاُولٰـئِـكَ هُـمُ الْـكَافِـرُوْنَ এবং আহলে কিতাবের জন্য وَمَـنْ لَّـمْ يَـحْـكُـمْ بِـمَـا اَنْـزَلَ الـلّٰـهُ فَـاُولٰـئِـكَ هُـمُ الـظَّـالِـمُـوْنَ ও اَلْـفَاسِـقُـوْنَ

১২০৪১. ইবনে ওয়াকী' (র) অপর এক সূত্রেও ইমাম শা'বী (রা)-এর প্রথমোক্ত উক্তি রিওয়ায়াত করেছেন।

১২০৪২. ইমাম শা'বী (রা) এতে বর্ণিত। وَمَـنْ لَّـمْ يَـحْـكُـمْ بِـمَـا اَنْـزَلَ الـلّٰـهُ فَـاُولٰـئِـكَ هُـمُ الْـكَافِـرُوْنَ। আয়াতটি সম্পর্কে তিনি বলেন, এটি মুসলিমদের সম্পর্কে অবতীর্ণ আর وَمَـنْ لَّـمْ يَـحْـكُـمْ بِـمَـا اَنْـزَلَ الـلّٰـهُ فَـاُولٰـئِـكَ هُـمُ الْـفَاسِـقُـوْنَ নাসারাদের সম্পর্কে।

১২০৪৩. ইয়াকূব ইবন ইবরাহীম (র) বর্ণনা করেন, ইমাম শা'বী (রা) সূরা মাইদার এ আয়াতত্রয়ের প্রথমটি পাঠ করে বলেন, এটি আমাদের এই মুসলিমদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে, দ্বিতীয়টি পাঠ করে বলেন, এটি ইয়াহুদীদের সম্পর্কে এবং তৃতীয়টি পাঠ করে বলেন এটি নাসারাদের সম্পর্কে।

১২০৪৪. মুহাম্মদ ইবন বাশশার (রা) বর্ণনা করেন, ইমাম শা'বী (র) আলোচ্য আয়াতত্রয় সম্পর্কে বলেন, এর প্রথমটি নাযিল হয়েছে মুসলিমদের সম্পর্কে, দ্বিতীয়টি ইয়াহুদীদের সম্পর্কে এবং তৃতীয়টি নাসারাদের সম্পর্কে।

১২০৪৫. হাসান ইবন ইয়াহ্য়া (রা)-ও ইমাম শা'বী (র)-এর উপরোক্ত বক্তব্য বর্ণনা করেছেন।

১২০৪৬. তাঁর অনুরূপ উক্তি হান্নাদ (রা)-ও নিজ সনদে বর্ণনা করেছেন।

কিছু সংখ্যক তাফসীরকার বলেন, এস্থলে কুফ্‌র দ্বারা كُفْرٌ دُوْنَ كُفْرٍ জুলুম দ্বারা ظُلْمٌ دُوْنَ ظُلْمٍ এবং ফিস্ক দ্বারা فِسْقٌ دُوْنَ فِسْقٍ বোঝান হয়েছে অর্থাৎ এ কুফর, জুলম ও ফিস্‌ক এমন নয়, যদ্দারা ব্যক্তি ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে যায়।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১২০৪৭. মুহাম্মদ ইবন বাশ্‌শার (র) বর্ণনা করেন যে, হযরত 'আতা (র) বলেন, وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُوْنَ - وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ এবং وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُوْنَ আয়াত তিনটির কুফর, জুলম ও ফিস্ক হচ্ছে كُفْرٌ دُوْنَ كُفْرٍ - ظُلْمٌ دُوْنَ ظُلْمٍ - فِسْقٌ دُوْنَ فِسْقٍ অর্থাৎ এর দ্বারা ব্যক্তি ইসলাম বহির্ভূত হয়ে যায় না।

১২০৪৮. ইবন বাশ্‌শার (রা) অপর এক সূত্রেও হযরত 'আতা (র)-এর উপরোক্ত বক্তব্য বর্ণনা করেছেন।

১২০৪৯-আল-মুছান্না (র) নিজ সনদে হযরত 'আতা (র)-এর উক্তি বর্ণনা করেন, যা উল্লিখিত উক্তির অনুরূপ।

১২০৫০. হান্নাদ ইবন্'স সিররী (র)-ও হযরত 'আতা (র)-এর একই উক্তি বর্ণনা করেছেন।

১২০৫১. অনুরূপ ইবন ওয়াকী' (র)-এর সূত্রেও হযরত 'আতা(র) এর উল্লিখিত উক্তি বর্ণিত আছে।

১২০৫২. হান্নাদ (র) ও ইবন ওয়াকী' (র)-এর সূত্রে বর্ণিত। হযরত তাউস (র) وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُوْنَ এর ব্যাখ্যায় বলেন, এটা সেই কুফর নয়, যা মানুষকে ইসলামের গন্ডি হতে বের করে দেয়।

১২০৫৩. হান্নাদ (রা) ও ইবন ওয়াকী' (রা)-এর সূত্রে বর্ণিত। হযরত ইবন 'আব্বাস (রা) وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُوْنَ-এর ব্যাখ্যায় বলেন, এটা কুফ্‌র বটে, তবে এর অর্থ আল্লাহ, তাঁর ফিরিশতা, কিতাব ও রাসূলের প্রতি কুফ্‌র ও অবিশ্বাস নয়।

১২০৫৪. হাসান (র)-এর সূত্রে বর্ণিত। জনৈক ব্যক্তি হযরত ইবন 'আব্বাস (রা)-কে এসব আয়াত দৃষ্টে প্রশ্ন করে যে, কেউ আল্লাহ তা'আলার নাযিলকৃত বিধান অনুযায়ী ফয়সালা না করলে সে কি কাফির হয়ে যাবে? তিনি বললেন, এরূপ যে করবে সে উক্ত বিধানের সাথে কুফরের আচরণ করল বটে। তবে সে তার মত নয়, যে আল্লাহ্ আখিরাত ও এরূপ অন্যান্য বিষয়ে কুফর করে।

১২০৫৫ হাসান ইবন ইয়াহয়া (রা) বর্ণনা করেন, হযরত ইবন 'আব্বাস (রা)-কে وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُوْنَ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন, এরূপ করলে সেটা কুফরী কাজ। ইবন তাউস (রা) বলেন, তাই বলে সে তাদের মত নয়, যারা আল্লাহ, ফিরিশতা, কিতাব ও রাসূলের প্রতি কুফরী করে।

১২০৫৬. হাসান ইবন ইয়াহ্য়া (রা) হযরত তাউস (র)-এর উক্তি বর্ণনা করেন যে, তিনি فَاُولٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُوْنَ এর ব্যাখ্যায় বলেন, এটা এমন কুফর, যা দীন থেকে খারিজ করে না। 'আতা (র)

বলেন, এটা ظُلْم دُونَ ظُلْم - كُفْر دُونَ كُفْر এবং فِسْق دُونَ فِسْق অর্থাৎ এ সেই কুফর জুলম ও ফিসক নয়, যদ্বারা ব্যক্তি ঈমানের গন্ডি থেকে বের হয়ে যায়।

অনেকের মতে এসব আয়াত আহলে কিতাবের সম্পর্কেই অবতীর্ণ, তবে এর দ্বারা মুসলিম-কাফির নির্বিশেষে সকল মানুষ উদ্দেশ্য।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১২০৫৭ হাসান ইবন ইয়াহয়া (রা) বর্ণনা করেন যে, হযরত ইবরাহীম নাখঈ (র) বলেন, এসব আয়াত বনী ইসরাঈল সম্পর্কে অবতীর্ণ। তবে এর বিষয়বস্তু এ উম্মতের জন্যও প্রযোজ্য।

১২০৫৮. ইবন ওয়াকী' (রা) বর্ণনা করেন যে, হযরত ইবরাহীম নাখঈ (রা) وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُوْنَ সম্পর্কে বলেন, এ আয়াত বনী ইসরাঈল সম্পর্কে অবতীর্ণ। তবে এর বিধান তোমাদের প্রতিও আরোপিত।

১২০৫৯. ইবনে বাশ্শার (রা)-এর সূত্রে বর্ণিত যে, ইবরাহীম (র) এ আয়াত সম্পর্কে বলেন, এটা বনী ইসরাইল সম্পর্কে নাযিল হয়েছে, তবে অপরাপর সকলের জন্যও এর বক্তব্য সমান প্রযোজ্য।।

১২০৬০. হযরত হাসান বসরী (র) এ আয়াত পাঠ করে বলেন, এটা ইয়াহুদীদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে, তবে আমাদের প্রতিও এটা অবধারিত।

১২০৬১. হযরত 'আলকামা (র) ও মাসরূক (রা) হযরত ইবন মাস্‌উদ (রা)-কে উৎকোচ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলেন যে, এর বিধান কি? তিনি বললেন এটা আয়াতে বর্ণিত- السحت -এর অন্তর্ভুক্ত। তারা বলল, সে কি বিচার কার্যে উৎকোচ? তিনি বললেন, সে তো কুফ্‌র। এই বলে তিনি পাঠ করলেন-وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُوْنَ

১২০৬২. হযরত সুদ্দী (রা) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, এর অর্থ আল্লাহ তা'আলা যা অবতীর্ণ করেছেন, তদনুযায়ী যারা ফয়সালা করে না, বরং তা ইচ্ছাকৃত পরিত্যাগ করতঃ জেনে শুনে জুলুম-অবিচার করে, তারা কাফির। আবার কেউ বলেন, এর অর্থ আল্লাহ যা নাযিল করেছেন, যারা তা অস্বীকার করত: তদনুযায়ী ফয়সালা করা হতে বিরত থাকবে, তারা কাফির। পক্ষান্তরে জালিম ও ফাসিক বলা হয়েছে তাদেরকে, যারা তা স্বীকার করে ঠিকই; কিন্তু তথাপি তদনুযায়ী বিচার-নিষ্পত্তি করে না।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১২০৬৩. আল্ মুছান্না (র)-এর সূত্রে বর্ণিত। হযরত ইবন 'আব্বাস (র) وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُوْنَ-এর ব্যাখ্যায় বলেন, আল্লাহ যা নাযিল করেছেন, তা যে অস্বীকার করে, সে কাফির। আর যে ব্যক্তি তা স্বীকার করে লয়, কিন্তু তদনুযাযী বিচার-নিষ্পত্তি করে না সে যালিম ও ফাসিক।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, আমার দৃষ্টিতে উপরোক্ত মতামতসমূহের মধ্যে তাদের মতই বিশুদ্ধ, যারা বলেন, এসব আয়াত আহলে কিতাবের মধ্যে কাফিরদের সম্পর্কে অবতীর্ণ। কেননা এর পূর্ব ও পরবর্তী আয়াত তাদেরই সম্পর্কে নাযিল হয়েছে এবং তদ্বারা তাদেরকেই বোঝান হয়েছে। এ আয়াত গুলোতেও তাদেরই অবস্থা ব্যক্ত করা হয়েছে। কাজেই বক্তব্য যে তাদেরই প্রতি আরোপিত হবে, এটা বলাই বাহুল্য।

যদি কেউ প্রশ্ন করে যে, আল্লাহ তা'আলা তো কাফির যালিম ও ফাসিক ব্যাপকভাবে সেই সকলকেই সাব্যস্ত করেছেন, যারা তার নাযিলকৃত আইন অনুযায়ী ফয়সালা করে না। কাজেই আপনি এটাকে বিশেষ শ্রেণীর সাথে সম্পৃক্ত করেন কি করে?

জওয়াবে বলা হবে, এসব বিশেষণকে আল্লাহ তা'আলা ব্যাপকভাবে সেই সমপ্রদায়ের প্রতি আরোপ করেছেন, যারা আল্লাহ তা'আলার সেই সকল আইন সম্পূর্ণ অস্বীকার করত, যা তিনি নিজ কিতাবে তাদের প্রতি নাযিল করেছেন। তাদের সম্পর্কে তিনি এই সংবাদ দিয়েছেন যে, তারা মহান আল্লাহর আইনকে অস্বীকার করে তদনুয়ায়ী বিচার নিষ্পত্তি না করার কারণে কাফির। অনুরূপ কথা তাদের সকলেরই জন্য প্রযোজ্য। যারা মহান আল্লাহর নাযিলকৃত আইনকে অস্বীকারপূর্বক তদনুযায়ী ফয়সালা করা হতে বিরত থাকবে, যেমন হযরত ইবন 'আব্বাস (রা) বলেছেন, কেননা, আল্লাহ তা'আলা তার কিতাবে যে আইন নাযিল করেছেন, যে তা জানার পরও তা অস্বীকার করবে, সে যেন ঐ ব্যক্তির মত, যে রাসূলুল্লাহ (স)-কে সত্য নবী জেনেও তার নবুওয়াতকে অস্বীকার করে।

মহান আল্লাহর বাণী—

(٤٥) وَ كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيْهَآ اَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ۙ وَ الْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَ الْاَنْفَ بِالْاَنْفِ وَ الْاُذُنَ بِالْاُذُنِ وَ السِّنَّ بِالسِّنِّ ۙ وَ الْجُرُوْحَ قِصَاصٌ ؕ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهٖ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهٗ ؕ وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ○

৪৫. তাদের জন্য তাতে বিধান দিয়েছিলাম যে, জীবনের বিনিময়ে জীবন এবং চোখের বদলে চোখ, নাকের বদলে নাক, কানের বদলে কান , দাঁতের বদলে দাঁত এবং যখমের বদলে অনুরূপ যখম। এরপর কেউ তা ক্ষমা করলে তাতে তার পাপ মোচন হবে। আল্লাহ যা নাযিল করেছেন, সে অনুসারে যারা বিধান দেয় না, তারাই যালিম ।

فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهٖ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهٗ وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ। এর ব্যাখ্যা ঃ ইমাম আবূ জা'ফর তারাবী (র) বলেন, এতে আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেছেন যে, হে মুহাম্মদ! যে ইয়াহূদীরা আপনার কাছে বিচার নিষ্পত্তির জন্য আসে আমি তাদের জন্য তাতে বিধান দিয়েছিলাম ----।

كَتَبْنَا অর্থ فَرَضْنَا বিধান দিয়েছিলাম। আর সে বিধান ছিল এই যে, অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করা হলে, তার প্রাণের বদলে তারা ঘাতককে হত্যা করার ফয়সালা করবে।

وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ অর্থাৎ তাদেরকে বিধান দিয়েছিলাম, কেউ যদি অন্যায়ভাবে কারও চোখ ফুঁড়ে দেয়, তবে বিচারে তারও চোখ ফুঁড়ে দেবে। অনুরূপ নাকের বদলে নাক ও কানের বদলে কান কেটে দেবে। আর একজন অন্যজনের দাঁত উপড়ে ফেললে পরিবর্তে তারও দাঁত উপড়ে ফেলবে। এমনভাবে আরও যতরকম যখম রয়েছে, তাতেও সমান বদলা গ্রহণ করবে।

এতদ্বারা আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রিয়নবী (স)-কে ইয়াহুদীদের সম্পর্কে অবহিত করেছেন এবং যারা তাঁর নবুওয়াতকে স্বীকার করে নেওয়ার পর পুনরায় তা প্রত্যাখ্যান করে এবং সম্মুখে এগিয়ে আসার পর আবার পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে, তাদের ব্যাপারে তাকে সান্ত্বনা দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ ইয়াহুদীরা আল্লাহ পাক ও তাঁর রাসূলের উপর বীরত্ব প্রকাশ করেছে এবং আল্লাহর কিতাবকে বিকৃত ও পরিবর্তিত করেছে।

আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন, হে মুহাম্মদ! ইয়াহুদীরা আপনার কাছে বিচারের জন্য এসেছে। সেখানে তারা কি করে আপনার বিচারে সন্তুষ্ট হতে পারে, যেখানে তাদের কাছে তাওরাত কিতাব রয়েছে? তারা তো তাওরাত সম্পর্কে বিশ্বাস করে যে, তা আমার কিতাব। আমি নবী মূসা (আ)-এর প্রতি নাযিল করেছিলাম। তাতে বিবাহিত ব্যভিচারীর প্রতি রজম কার্যকর করার আইন রয়েছে। আরও আছে যে, কেউ অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করলে তার বদলে তাকেও হত্যা করা হবে। কেউ অন্যায়ভাবে কারও চোখ ফুঁড়ে দিলে তারও চোখ ফুঁড়ে দেওয়া হবে। কেউ কারও নাক কেটে ফেললে তারও নাক কেটে ফেলা হবে, দাঁত উপড়ে ফেললে তারও দাঁত উপড়ে ফেলা হবে। অনুরূপ ভাবে কেউ কাউকে যখম করলে তাকেও সমান যখমের শাস্তি দেওয়া হবে। কিন্তু তারা তাওরাতে দেয়া আমার এ আইন হতে বিমুখ হয় এবং এ বিধান কার্যকর করা হতে বিরত থাকে।

এমতাবস্থায় তারা যে আপনার ফয়সালাও পরিত্যাগ করবে এবং কোনক্রমেই তা স্বীকার করে নেবে না, এটা তো বলাই বাহুল্য আমি যা বলেছি, ব্যাখ্যাকারগণও অনুরূপ বলেছেন।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১২০৬৪. ইবন জুরায়জ (র) বলেন, বানূ কুরায়যা গোত্রের ইয়াহূদীরা যখন দেখল নবী (স) রজমের ফায়সালা দিয়েছেন, অথচ তাদের কিতাবের প্রবিধান তারা গোপন রাখত, তখন বানূ কুরায়যা ব্যস্ত হয়ে বলে উঠল, হে মুহাম্মদ! আপনি আমাদের ও বানূ নাযীরের মাঝে ফয়সালা করে দিন। রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর আগমনের পূর্বে তাদের মাঝে একটি খুনের মামলা ছিল। বানূ নাযীর ছিল বানূ কুরায়যা অপেক্ষা শক্তিশালী। সে কারণে তাদের মাঝে দিয়াতের বৈষম্য ছিল। বানূ কুরায়যার উপর বানূ নাযীরের দ্বিগুণ দিয়াত ধার্য ছিল। তখন দিয়াত পরিশোধ করা হত খেজুর দ্বারা। বানূ নাযীর একশ চব্বিশ ওয়াসাক ও বানূ কুরায়যা সত্তর ওয়াসাক দিয়াত লাভ করত। রাসূলুল্লাহ (স) এর কাছে বিচার উত্থাপিত হলে তিনি বললেন, বানূ কুরায়যা ও বানূ নাযীর উভয়ের মর্যাদা সমান হবে। একথা শুনে বানু নাযীর ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। তারা বলল, আমরা আপনার রজমের ফয়সালা গ্রহণ করব না। বরং আমরা আমাদের প্রচলিত শাস্তির ব্যবস্থাই অনুসরণ করব। এরই প্রেক্ষিতে আয়াত নাযিল হয় أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُوْنَ। তবে কি তারা জাহিলী যুগের বিধিবিধান কামনা করে?

১২০৬৫. হযরত ইবন 'আব্বাস (রা) وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيْهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوْحَ قِصَاصٌ এ আয়াতটি পাঠ করে বললেন তাদের কি হল যে এ ক্ষেত্রে বৈষম্যের সৃষ্টি করে এবং এক ব্যক্তির স্থলে দুই ব্যক্তিকে হত্যা করে এবং একটি চোখের বদলে দু'টি চোখ ফুঁড়ে দেয়?

১২০৬৬. আবু মালিক (র) বর্ণনা করেন যে, আনসারগণের দুটি গোত্রের মধ্যে সংঘাত ছিল। এতে এক গোত্রের হাতে অন্য গোত্রের লোক নিহত হয়। তন্মধ্যে একটি গোত্র ছিল বেশী প্রতাপশালী।

রাসূল'ল্লাহ (স) এখানে আগমন করার পর উভয় গোত্রের আইনের বৈষম্য খুঁচিয়ে দেন এবং স্বাধীন ব্যক্তির বদলে স্বাধীন ব্যক্তিকে, গোলামের বদলে গোলামকে ও নারীর বদলে নারীকে মৃত্যু দন্ডের বিধান দেন। এ সম্পর্কেই নাযিল হয় اَلْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ -স্বাধীন ব্যক্তির বদলে স্বাধীন ব্যক্তি ও ক্রীতদাসের বদলে ক্রীতদাস (বাকারা ঃ ১৭৮)।

সুফইয়ান (র) বলেন, হযরত ইবন 'আব্বাস (র) হতে বর্ণিত আছে, اَلنَّفْسَ بِالنَّفْسِ দ্বারা এটা রহিত হয়ে গেছে।

১২০৬৭. হযরত মুজাহিদ (র) আলোচ্য আয়াত وَالْجُرُوْحَ قِصَاصٌ পর্যন্ত পাঠ করে বলেন, হযরত ইবন 'আব্বাস (র) হতে বর্ণিত আছে, বনী ইসলাইলের মাঝে নিহত ব্যক্তিদের বেলায় কিসাসের আইন কার্যকর ছিল; কিন্তু প্রাণনাশ ও যখমের বদলে দিয়াত এর আইন তাদের জন্য ছিল না। আল্লাহ তা'আলা وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيْهَا আয়াতের মাঝে সেকথাই উল্লেখ করেছেন। তারপর তিনি মুহাম্মদ (স) এর উম্মতের জন্য বিষয়টি আরও সহজ করে দেন। তাদের জন্য প্রাণনাশ ও যখমের ক্ষেত্রে দিয়াতের বিকল্পও রাখা হয়। বস্তুত: এটা প্রতিপালকের পক্ষ হতে এ উম্মতের জন্য অবকাশ ও অনুগ্রহস্বরূপ। فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهٖ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهٗ -এর মাঝে এ অবকাশের কথাই বলা হয়েছে।

১২০৬৮. হযরত ইবন 'আব্বাস (রা) এর সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيْهَا اَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْاَنْفَ بِالْاَنْفِ وَالْاُذُنَ بِالْاُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوْحَ قِصَاصٌ আয়াতাংশ পাঠ করে বলেন, কারও প্রাণনাশ, কাউকে যখম করা বা কারও দাঁত ভেঙে ফেলা, চোখ উপড়ে দেওয়া কিংবা নাক ভেঙ্গে ফেলার ক্ষেত্রে হযরত মূসা (আ) এর প্রতি অবতীর্ণ তাওরাত গ্রন্থে বাণী ইসরাইলকে দিয়াতের বিধান দেওয়া হয়নি। বিধান ছিল কিসাস (সম পরিমাণ বদলা) অথবা ক্ষমা প্রদর্শন।

১২০৬৯. হযরত কাতাদা (র) বলেন وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيْهَا অর্থাৎ আমি তাওরাতে তাদের প্রতি বিধান দিয়েছিলাম اَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ—প্রাণের বদলে প্রাণ।

১২০৭০. অপর এক সূত্রে আছে, ইবন যায়দ (র) وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيْهَا এর ব্যাখ্যা করেন যে, আমি তাওরাতে তাদেরকে বিধান দিয়েছিলাম- প্রাণের বদলে প্রাণ!

১২০৭১. হযরত ইবন যায়দ (র) وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيْهَا اَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ হতে وَالْجُرُوْحَ قِصَاصٌ পর্যন্ত পাঠ করে বলেন, এর অর্থ একটির বদলে আরেকটি।

১২০৭২. হযরত ইবন 'আব্বাস(র) সূত্রে বর্ণিত আছে যে, اَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ এর ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, এতে আল্লাহ তা'আলা বিধান দিয়েছেন প্রাণনাশের বদলে প্রাণনাশ করা হবে, চোখ ফুঁড়ে দেওয়ার বদলে চোখ ফুঁড়ে দেওয়া হবে, নাক কাটার বদলে নাক কাটা হবে, দাঁত উপড়ানোর বদলে দাঁত উপড়ান হবে এবং অপরাপর যখমের ক্ষেত্রেও অনুরূপ সমান বদলা নেওয়া হবে।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী বলেন, প্রাণনাশ বা তার নীচের আঘাতের ক্ষেত্রে এ বিধান স্বাধীন মুসলিমগণের জন্য এক বরাবর, নর-নারীর কোন ভেদাভেদ নেই। অনুরূপ ক্রীতদাস ও ক্রীতদাসীদের

নিজেদের মধ্যেও এটা সমানভাবে কার্যকর; যদি প্রাণনাশ বা তার চেয়ে লঘু আঘাত ইচ্ছাকৃত করা হয়ে থাকে।

আল্লাহ পাকের বাণী فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ —এর ব্যাখ্যা ঃ ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী বলেন فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ এর ব্যাখ্যা সম্পর্কে ব্যাখ্যাকারগণের মধ্যে একাধিক মত রয়েছে। কেউ বলেন, এর দ্বারা আহত ব্যক্তি ও নিহতের অভিভাবককে বোঝানো হয়েছে।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১২০৭৩. 'আবদুল্লাহ ইবন 'আম্‌র (রা) فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ —এর ব্যাখ্যায় বলেন, আহত ব্যক্তি যদি তার আঘাতকারীকে ক্ষমা করে দেয় তবে তার আঘাতের সমপরিমাণ গুনাহ মিটিয়ে দেওয়া হবে।

১২০৭৪. হযরত সুফ্ইয়ান (র) এর সূত্রেও 'আবদুল্লাহ ইবন আমর (রা) এর উক্ত ব্যাখ্যা বর্ণিত আছে।

১২০৭৫. মুহাম্মদ ইবনু'ল মুছান্না (র) এর সূত্রে বর্ণিত। হায়ছাম ইবনুল আসওয়াদ আবু'ল উরয়ান (র) বলেন, আমি হযরত মু'আবিয়া (রা) কে খাটের উপর উপবিষ্ট দেখলাম। তাঁর পার্শ্বে লাল বর্ণের এক লোক। মনে হচ্ছিল নেতৃ পর্যায়ের কেউ। জানা গেল, তিনি 'আবদু'ল্লাহ ইবন 'আমর (রা)। তিনি فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ -এর ব্যাখ্যায় বললেন, এর অর্থ যে ব্যক্তি তার আঘাতকারীকে ক্ষমা করবে তার উক্ত আঘাত বরাবর গুনাহ মাফ হয়ে যাবে।

১২০৭৬. ইব্‌রাহীম নাখঈ (র) আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, আহত ব্যক্তি ক্ষমা করলে তাতে তারই পাপ মোচন হবে।

১২০৭৭. জাবির ইবন যায়দ (র) অনুরূপ ব্যাখ্যা করেছেন।

১২০৭৮ জাবির ইবন যায়দ (র) হতে অপর এক সূত্রে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

১২০৭৯. ইব্‌রাহীম নাখঈ (র) সূত্রেও অনুরূপ বর্ণিত আছে।

১২০৮০. আবুস সাফ্‌র (র) বর্ণনা করেন, জনৈক কুরায়শী ব্যক্তি একজন আনসারী ব্যক্তির উপর আক্রমণ করে। ফলে তার সম্মুখের দুটি দাঁত ভেঙ্গে যায়। আনসারী ব্যক্তি মু'আবিয়া (রা)-এর কাছে বিচার প্রার্থী হয়। সে যখন এ নিয়ে পীড়াপীড়ি শুরু করে দেয় তখন মু'আবিয়া (রা) বললেন, তুমি তার থেকে বদলা নিয়ে নাও। এ সময় আবু'দ দারদা (রা) পাশে বসা ছিলেন। তিনি বললেন, আমি হযরত রাসূলুল্লাহ (স) কে বলতে শুনেছি, কোন মুসলিম যদি তার দেহে (অন্য কারও পক্ষ হতে) আঘাতপ্রাপ্ত হয়, অতঃপর সে তা ক্ষমা করে দেয়, তবে তার বদলে আল্লাহ তা'আলা তার মর্যাদা এক স্তর উন্নীত করে দেন এবং তার একটি পাপ মোচন করেন। আনসারী ব্যক্তি বলল, তুমি স্বয়ং হযরত রাসূলুল্লাহ (স) কে এরূপ বলতে শুনেছ? তিনি বললেন, আমার দু'কান শুনেছে এবং আমার হৃদয় ধারণ করে রেখেছে। তখন আনসারী ব্যক্তি কুরাইশী লোকটিকে ছেড়ে দিল। মু'আবিয়া (রা) বললেন, তোমরা এর (পুরস্কারস্বরূপ) কিছু অর্থ প্রদান কর।

১২০৮১. ইবনু'স সামিত (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স) কে বলতে শুনেছে, যদি কারও দেহের কোন স্থানে যখম হয় এবং সে তার যখমকারীকে ক্ষমা করে দেয়, তবে তার সে যখমের সম পরিমাণ গুনাহ মাচন হয়ে যায়।

১২০৮২. হাসান বসরী (র) বলেন, আয়তাংশের অর্থ হল, ক্ষমা করলে তা আহত ব্যক্তির কাফফারা হয়ে যায়।

১২০৮৩ যাকারিয়া (র) বলেন, আমি 'আমেরকে বলতে শুনেছি, এ আয়াতের অর্থ হচ্ছে ক্ষমা করলে তা তার গুনাহের কাফফারা হবে।

১২০৮৪. কাতাদা (র) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, নিহত ব্যক্তির অভিভাবক যদি ক্ষমা করে তবে নিহতের পাপ মোচন হয়।

১২০৮৫. আবু'ল 'উরয়ান (র) বলেন, আমি সিরিয়ায় ছিলাম। মু'আবিয়া (র)-এর কাছে উপস্থিত হয়ে দেখি; তাঁর সাথে নেতৃস্থানীয় এক লোক খাটে বসে আছেন। তিনি فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ এর ব্যাখ্যায় বলেন, যে ব্যক্তি তার আঘাতকারীকে ক্ষমা করে, আল্লাহ তা'আলা তার পাপ মোচন করে দেন। পরে জানতে পারি, ঐ নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ছিলেন 'আব্দুল্লাহ ইবন 'আমর (র)। অন্যান্য তাফসীরকারগণ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন, যে অপরাধীর প্রতি কিসাস বা দিয়াত ওয়াজিব হয়েছে, তাকে যদি ক্ষমা করে দেয়া হয় তবে অপরাধীর পাপ মোচন হয়ে যাবে। যে ব্যক্তি ক্ষমা করল, তার পুরস্কার আল্লাহ পাক দেবেন।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১২০৮৬. ইবন 'আব্বাস (র) আলোচ্য আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন, আহত ব্যক্তি ক্ষমা করলে আঘাতকারীর অপরাধ মোচন হবে। আর যে ব্যক্তি ক্ষমা করল, তার পুরস্কার আল্লাহ দেবেন।

১২০৮৭. মুজাহিদ (র) আবু ইসহাক (র)-কে উদ্দেশ্য কর আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় জিজ্ঞাসা করেন-হে আবু ইসহাক! কার পাপ মোচনের কথা বলা হয়েছে? আবু ইসহাক (র) বলেন, ক্ষমাকারীর। ইবন 'আব্বাস (র) বললেন, বরং আঘাতকারী অপরাধীর।

১২০৮৮. মুজাহিদ (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, এ আয়াতে আঘাতকারীর পাপ মোচনের কথা বলা হয়েছে।

১২০৮৯. মুজাহিদ (র) থেকে অপর এক সূত্রে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

১২০৯০. মুজাহিদ (র) ও ইবরাহীম নাখ্ঈ(র) فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ এর ব্যাখ্যায় বলেন, ক্ষমা করলে যাকে ক্ষমা করা হয় তার পাপ মোচন হবে। আর ক্ষমাকারীর প্রতিদান আল্লাহ তা'আলার দায়িত্বে।

১২০৯১. অপর এক সূত্রেও হযরত মুজাহিদ (র) হতে আয়াতের অনুরূপ ব্যাখ্যা বর্ণিত হয়েছে।

১২০৯২-হযরত 'আমির (র) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, ক্ষমা করলে তাতে অপরাধী ব্যক্তির পাপ মোচন (কাফ্ফারা) হবে।

১২০৯৩. হযরত মুজাহিদ (র) ও ইবরাহীম (র) হতে বর্ণিত। তাঁরা বলেন, আঘাতকারীর পাপ মোচন হবে। আঘাতপ্রাপ্ত ব্যক্তি যিনি ক্ষমাকারী, তার পুরস্কার তিনি পাবেন মহান আল্লাহর কাছ থেকে।

১২০৯৪-সুফইয়ান (র) বলেন, আমি যায়দ ইবন আসলাম (র)-কে বলতে শুনেছি, বাদী যদি অপরাধীকে ক্ষমা করে দেয় বা কিসাস গ্রহণ করে কিংবা দিয়াত গ্রহণ করে তবে তাতে অপরাধীর পাপ মোচন হবে।

১২০৯৫. হযরত মুজাহিদ (র) বলেন, ক্ষমা করলে আঘাতকারীর পাপ মোচন হয় আর ক্ষমাকারীর পুরস্কার আল্লাহর নিকট। কারণ আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللّٰهِ। অর্থাৎ যে ক্ষমা করে দেয়, আপোষ-নিষ্পত্তি করে, তার পুরস্কার মহান আল্লাহর নিকট আছে (সূরা শূরা ঃ ৪০)।

১২০৯৬. 'আলী ইবন আবী তালহা (র) বর্ণনা করেন যে, হযরত ইবন 'আব্বাস (রা) فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ-এর ব্যাখ্যায় বলেন, ক্ষমা করলে ক্ষমাপ্রাপ্ত ব্যক্তির পাপ মোচন হয়।

১২০৯৭. হযরত হুসায়ন (র)-এর সূত্রেও ইবন 'আব্বাস (র)-এর উক্ত ব্যাখ্যা বর্ণিত আছে।

১২০৯৮. হযরত সা'ঈদ ইবন জুবাইর (র) হতে বর্ণিত যে, ইবন 'আব্বাস (র) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, পাপ মোচন হয় তার, যাকে ক্ষমা করা হল। আর ক্ষমাকারীর পুরস্কার মহান আল্লাহর কাছে।

১২০৯৯. হযরত মুজাহিদ (র) বলতেন, হত্যাকারীকে ক্ষমা করে দিলে তার পাপ মোচন হয়ে যাবে। আর ক্ষমাকারীর পুরস্কার মহান আল্লাহর নিকট রয়েছে।

১২১০০. 'আদী ইবন ছাবিত (র) বর্ণনা করেন, হযরত মু'আবিয়া (র)-এর খিলাফতকালে এক ব্যক্তি আরেক ব্যক্তির সম্মুখের দাঁত ভেঙ্গে ফেলে। অপরাধী আহত ব্যক্তিকে একটি দিয়াত দিতে চাইল কিন্তু সে তা গ্রহণ করল না। তার পর দু'টি দিয়াত দেওয়ার প্রস্তাব করল। সে তাও গ্রহণ করল না। শেষে বলল, তিনটি দিয়াত দেব, কিন্তু সে তাতেও সম্মত হল না। অবশেষে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের একজন সাহাবী একটি হাদীস শোনালেন যে, প্রিয় নবী (র) ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি একটি খুন কিংবা তদপেক্ষা লঘু কোন অপরাধ ক্ষমা করে দেয়, তার জন্ম হতে এই ক্ষমা প্রদর্শনের দিন পর্যন্ত সমুদয় পাপরাশি মোচন হয়ে যায়। এ হাদীস শুনে লোকটি তাকে ক্ষমা করে দিল।

১২১০১. হযরত ইবন 'আব্বাস (র) وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ এর ব্যাখ্যায় বলেন, যে ব্যক্তি আহত হয় তারপর যে তার আহতকারীকে ক্ষমা করে দেয়, তার আহতকারীর বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণের অধিকার থাকে না। সে তার কিসাসও নিতে পারে না, দিয়াতও গ্রহণ করতে পারে না; কিংবা পারে না অন্য কিছু করতে। কারণ আহত ব্যক্তি তো তাকে ক্ষমা করেই দিয়েছে। এ ক্ষমা দ্বারা তার সে যুল্মের পাপ মোচন হয়ে গেছে।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, আমার নিকট তাদের ব্যাখ্যাই সঠিক, যারা বলেন, فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ- এ আয়াতাংশে আহত ব্যক্তির পাপ মোচনের কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ -

لَـهُ-এর সর্বনাম দ্বারা مَـنْ تَـصَـدَّقَ অর্থাৎ ক্ষমকারীকে বোঝান-ই অধিক যুক্তিযুক্ত। কেননা আয়াতে আঘাতকারীর কথা সুস্পষ্টভাবেই উল্লেখ নেই, বরং তা অর্থের মাঝে প্রচ্ছন্ন আছে মাত্র। তাছাড়া যাবতীয় ক্ষমা ও অনুগ্রহে পাপমোচন অনুগ্রহকারীরই হয়ে থাকে; যার প্রতি অনুগ্রহ করা হল, তার নয়। কাজেই, এ ক্ষেত্রেও নিয়ম তাই হওয়া উচিত।

কেউ যদি মনে করে, যদি কাউকেও অন্যায়ভাবে হত্যা করা হয়, তার পর ঘাতক থেকে কিসাস নেওয়া হয়, অর্থাৎ হত্যার বদলে তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়, তবে সে কিসাস দ্বারা হত্যাকারীর পাপমোচন হয়ে যায়। প্রিয় নবী (র) সাহাবা-ই কিরাম হতে বায়'আত গ্রহণকালে ইরশাদ করেন,اَنْ لاَّ تَـقْـتُـلُـوا وَلاَ تَـزْنُـوا وَلاَ تَـسْـرِقُـوا অর্থাৎ আমি তোমাদের বায়'আত গ্রহণ করছি এই মর্মে যে, তোমরা কাউকেও অন্যায়ভাবে হত্যা করবে না, ব্যভিচার করবে না এবং চুরি করবে না। তারপর ইরশাদ করেন فـمـن فـعـل مـن ذلـك شـيـئـا فـاقـيـم عـلـيـه حـده فـهـو كـفـارتـه- কেউ যদি এর কোনটি করে, আর তাকে শাস্তি দেওয়া হয়, তবে সে শাস্তি দ্বারা তার পাপমোচন হয়ে যাবে। এ হিসেবে আহত ব্যক্তি যদি ঘাতককে কিংবা নিহত ব্যক্তির অভিভাবক হত্যাকারীকে ক্ষমা করে দেয়, তবে তার বিধানও অনুরূপ হওয়া উচিত- অর্থাৎ ক্ষমা দ্বারা অপরাধীর পাপ মোচন হবে।

আমরা এর উত্তরে বলব, যদি বিষয়টি এমনই হওয়া অনিবার্য হয় তা হলে তো এটাও হওয়া অনিবার্য হওয়া উচিত যে, কেউ কোন বিবাহিত নির্দোষ মুসালিমের উপর ব্যভিচারের অপবাদ লাগানোর পর তার উপর অপবাদের শাস্তি আরোপ না করে যদি ক্ষমা করে দেওয়া হয় তবে তদ্বারা তার কৃত পাপও মোচন হয়ে যাবে, তার গুনাহ মিটে যাবে- অথচ এরূপ কথা কোন আলেম বলেছেন বলে আমাদের জানা নেই।

কাজেই, আমরা বলব, ব্যভিচারের অপবাদ আরোপকারীর প্রতি নির্ধারিত শাস্তি জারি না করে তাকে ক্ষমা করে দেওয়া হলে তদ্বারা যদি তার পাপ মোচন না হয়, তবে এ ক্ষেত্রেও আহত ব্যক্তি তার আঘাতকারী থেকে কিসাস গ্রহণ না করে ক্ষমা করে দিলে তদ্বারা আঘাতকারীর কৃত পাপ মোচন হয়ে যাবে না।

প্রশ্ন হতে পারে, আপনার মতে কি আহত ব্যক্তি তার ঘাতক থেকে কিসাস না নিয়ে দিয়াত গ্রহণ করতে পারে না?

জওয়াবে বলা যায়, অবশ্যই পারে।

যদি বলা হয়, দিয়াত গ্রহণের পর যদি আবার ক্ষমা করে দেয়, সে অবস্থায় আখিরাতে ঘাতককে শাস্তি ভোগ করতে হবে কি? জওয়াবে বলা যায়, এটা একটা অবাস্তব কথা। কেননা দিয়াত গ্রহণের অর্থই হলো তা গ্রহণ করা। তা না হলে দিয়াত গ্রহণ হয় কি করে? এমতাবস্থায় তা ক্ষমা করার কোন মানে হয় না। হ্যাঁ, দিয়াত গ্রহণ দ্বারা রক্তের ক্ষমা অর্থাৎ হত্যার বদলে মৃত্যুদন্ড হতে নিস্কৃতি দেওয়া হয় বটে। আর এটা যে বিধিসম্মত, তা ইতিপূর্বে প্রমাণ করেছি। এস্থলে তার পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন।

হ্যাঁ, দিয়াত গ্রহণের পর তা ক্ষমা করার অর্থ এটা হতে পারে যে, তা গ্রহণ করার পর আবার তাকে দান করে দেওয়া হবে। কিন্তু তাই বলে দিয়াত গ্রহণের পর তা ক্ষমা করা শুদ্ধ হলেও এটা অনিবার্য হয়ে

যায় না যে, অপরাধী আল্লাহ তা'আলার কাছে তার কৃত পাপের শাস্তি হতে রেহাই পেয়ে যাবে। কেননা কেউ কোন মু'মিনকে অন্যায়ভাবে হত্যা করার পর যদি তওবা না করে, তবে তজ্জন্য যে শাস্তির হুশিয়ারী দেওয়া হয়েছে, তা সুবিদিত। ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক, দিয়াত তো তাকে দিতেই হবে (কাজেই দিয়াত দ্বারা তওবাহ্ হয়ে যায় না)। সত্যিকারের তওবা তো তখনই হবে, যখন তা হবে তার স্বেচ্ছাজনিত ও সাগ্রহপ্রসূত এবং তাকে যে পুনরায় অপরাধে লিপ্ত হওয়ার উপর প্রাধান্য দেবে।

যদি কোন ব্যক্তি মনে করে, বিষয়টি যদিও ঐরূপ, তবু এর দ্বারা পাপ মোচন হওয়া উচিত, যেমনটি হত কিসাসের ক্ষেত্রে। তখন আমরা বলব, কিসাসকে আমরা পাপের প্রায়শ্চিত্ত তো এ কারণে বলি যে, এর দ্বারা অপরাধী তার কৃত পাপ হতে বিশুদ্ধচিত্ত হয়ে যায়। কারণ তার থেকে অপরাধের বদলা গ্রহণ করা হয় যে কারণে সে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করে, সে তখন অনুতাপ-দগ্ধ হয়। কাজেই রাসূলে কারীম (স) হতেও বর্ণিত আছে, এ শাস্তি তার পাপের প্রায়শ্চিত্ত।

পক্ষান্তরে আহত ব্যক্তি দিয়াত গ্রহণের পর তা যদি আবার ক্ষমা করে দেয় এবং এভাবে ঘাতকের উপর তার কৃত অপরাধের শাস্তি বিধান করা না হয়, তবে তার সিদ্ধান্ত রাসূলে আকারম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ হাদীছ দ্বারা হবে فمن اقيم عليه الحد فهو كفارته –যার উপর শাস্তি বিধান করা হয়, তার শাস্তি তার পাপ মোচন করে দেয়।'

এছাড়া فَمَنْ تَصَدَّقَ بِدَمٍ সহ রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু' আলাইহি ওয়া সাল্লামের যে সকল হাদীস ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, সেগুলোও আমাদের এ মতের সমর্থন করে।

যাঁরা বলেন, আয়াতে ঘাতকের পাপ মোচনের কথা বলা হয়েছে, অসম্ভব নয় যে, তারা হয়ত হযরত 'উরওয়া ইবনু'য-যুবাইর (র)-এর উক্তির প্রতিও লক্ষ্য করে থাকবেন।

১২১০২. হযরত মুজাহিদ (র) বলেন, যখন কেউ কাউকে আঘাত করে আর আঘাতপ্রাপ্ত ব্যক্তি না জানে তার ঘাতক কে, তখন ঘাতক যদি নিজ অপরাধ স্বীকার করে তবে তদ্বারা তার পাপ মোচন হয়ে যায়। হযরত মুজাহিদ (র) এ প্রসেঙ্গ উরওয়া ইবনু'য-যুবায়র (র) এর ঘটনা শোনাতেন যে, রুকনে ইয়ামানী চুম্বনকালে হযরত 'উরওয়া (র) কর্তৃক এক ব্যক্তির চোখে আঘাত লাগে। তিনি সাথে সাথে বলে ওঠেন, এই যে ভাই! আমি যুবাইর ইবন 'উরওয়া। তোমার চোখে আঘাত লেগে থাকলে এই আমার দ্বারাই তা হয়েছে।

বলা বাহুল্য হযরত উরওয়া (র) কর্তৃক উক্ত ব্যক্তির চোখে যে আঘাত লেগেছিল। তা তাঁর ইচ্ছাকৃত ছিল না; বরং ভুলে লেগে গিয়েছিল, কিন্তু তথাপি তিনি লোকটির কাছে নিজের অপরাধ স্বীকার করেন। ফলে লোকটি তাকে ক্ষমা করে দেয়। এরূপ যে-কোন ঘাতক ভুলে আঘাত করার পর নিজ ত্রুটি স্বীকার করে আহত ব্যক্তির পক্ষ হতে ক্ষমা প্রাপ্ত হলে দুনিয়া ও আখিরাত কোথাও তার জন্য শাস্তি অবধারিত হয় না। কারণ তার প্রতি যা অবধারিত হয়েছিল, তা কিসাস নয়, বরং অর্থদন্ড। কিন্তু এটা যার অধিকার, সে তাকে নিষ্কৃতি দিয়েছে। এ নিষ্কৃতি দান দ্বারা তার যে অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত হয়ে গেছে, সে জন্য তাকে

পাকড়াও করা হয়েছিল। এখন আর সে জন্য তার কোন কৈফিয়তের সম্মুখীন হওয়ার প্রশ্নই আসে না-না দুনিয়াতে না আখিরাতে। না তাকে সেজন্য কোন শাস্তি ভোগ করতে হবে। কেননা তার আঘাত ইচ্ছাজনিত ছিল না যে, সে কারণে সে পাপী সাব্যস্ত হবে এবং আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে তজ্জন্য শাস্তির উপযুক্ত হবে। যেসব কাজে বান্দার কোন ইচ্ছা থাকে না, বরং ভুলে হয়ে যায়, আল্লাহ তা'আলা সেসব কাজে বান্দাদের অপরাধ রহিত করে দিয়েছেন। তিনি কিতাবে ঘোষণা করেন-

وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ

যে সকল ব্যাপারে তোমরা কোন ভুল করে বস, তাতে তোমাদের কোন অপরাধ নেই। কিন্তু তোমাদের অন্তরে সংকল্প থাকলে অপরাধ হবে (সূরা আহ্যাব ঃ ৫)

আলোচ্য আয়াতংশে تصدق অর্থ রক্তপণ ক্ষমা করে দেওয়া।

وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ এর ব্যাখ্যা ঃ ইমাম আবু জা'ফর তাবারী (র) বলেন, এ আয়াতাংশে আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেন, যারা তাওরাতে বর্ণিত আল্লাহ তা'আলার বিধান অনুযায়ী অন্যায় হত্যার বদলে ঘাতককে হত্যা করেনি, চোখ ফুঁড়ে দেওয়ার বদলে অপরাধীর চোখ ফুঁড়ে দেয়নি; বরং কোনও ক্ষেত্রে সমপরিমাণ বদলা নিয়েছে, কোনও ক্ষেত্রে নেয়নি কিংবা একজন নিহত ব্যক্তির বদলে দুজনকে হত্যা করেছে, তারা যালিমদের অন্তর্ভুক্ত-অর্থাৎ তারা মহান আল্লাহর বিধানে সীমালংঘনকারী এবং নিজ কাজকে এমন স্থানে স্থাপনকারী। যে স্থানকে আল্লাহ তা'আলা তার কাজের জন্য নির্ধারিত করেননি।

মহান আল্লাহ্র বাণী—

(٤٦) وَقَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِمْ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ ۝

৪৬. আর আমি বনী ইসরাঈলের পশ্চাতে ঈসা ইবন মরইয়ামকে প্রেরণ করলাম তাঁর পূর্বে নাযিলকৃত তৌরাতের সমর্থকরূপে এবং আমি তাকে হিদায়াত এবং নূর সম্বলিত ইনজীল দান করি, যা তার পূর্ববর্তী তৌরাতের সত্যতা প্রমাণকারী ও পরহেজগার লোকদের জন্য হিদায়াত ও নছীহতের সামগ্রী।

ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, আল্লাহ তা'আলা وَقَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِمْ আয়াতাংশে ঘোষণা করেন যে, হে মুহাম্মদ! আমি আপনার পূর্বেকার অনুগত নবীগণের পেছনে পেছনে পাঠিয়েছিলাম মরইয়ম তনয় 'ঈসাকে (আ) তাঁকে পাঠিয়েছিলাম একজন নবীরূপে এবং পর্বে মূসা (আ)-এর উপর অবতীর্ণ তাওরাতের সমর্থকরূপে যে, তাওরাত সত্য কিতাব এবং ইনজীল দ্বারা তার যে সকল বিধান রহিত হয়নি, সেগুলো পালন করা অবশ্য কর্তব্য।

وَاٰتَيْنَاهُ الْاِنْجِيْلَ অর্থাৎ আমি তার প্রতি আমার ইনজীল নামক কিতাব নাযিল করেছিলাম।

فِيْهِ هُدًى وَّنُوْرٌ অর্থাৎ সে ইনজীলে মহান আল্লাহর ওই সকল বিধানের স্পষ্ট বর্ণনা ছিল, যা তার কালের লোক ভুলে গিয়েছিল আর তাতে ছিল অজ্ঞানতার অন্ধকার ঘোচানোর জন্য জ্যোতি।

وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ অর্থাৎ তার পূর্ব প্রত্যেক জাতির জন্য তার প্রতি আল্লাহ তা'আলা যে কিতাব নাযিল করেন, তাতে বর্ণিত হালাল হারাম প্রভৃতি বিষয়ক বিধান যে বাস্তবে অনুসরণ করার জন্য ছিল, আমি সে কথার সমর্থকরূপে ইনজীল কিতাব ঈসা (আ)-এর প্রতি নাযিল করেছিলাম। وَهُدًى وَّمَوْعِظَةً অর্থাৎ আমি 'ঈসা (আ)-এর প্রতি ইনজীল নাযিল করেছিলাম তার পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের সমর্থকরূপে এবং মহান আল্লাহর সেই সব বিধানের সুস্পষ্ট বর্ণনারূপে, যা তিনি তাঁর সমকালীন মুত্তাকী বন্দাহগণের জন্য পছন্দ করেছিলেন। সেই সাথে আল্লাহ তা'আলা যেসব কাজ অপছন্দ করেন, ইনজীল ছিল সে সম্বন্ধে মানুষকে সতর্ককারী ও মহান আল্লাহর প্রিয় কাজের প্রতি উৎসাহদাতা এবং তাতে চেতনা জাগরূককারী।

اَلْمُتَّقُوْنَ—মুত্তাকী তারা, যারা আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করে এবং তার শাস্তির ব্যাপারে শংকিত থাকে। তাতে তিনি যেসব কাজের নির্দেশ দিয়েছেন, তা পালন করার মাধ্যমে আল্লাহ ভীতির পরিচয় দেয় এবং যা কিছু করতে নিষেধ করেছেন, তাঁর ভয়ে তা থেকেও বিরত থাকে। তাক্ওয়ার অর্থ ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে। কাজেই এস্থলে তার পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন।

মহান আল্লাহ্র বাণী—

(٤٧) وَلْيَحْكُمْ اَهْلُ الْاِنْجِيْلِ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ فِيْهِ ؕ وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ۝

৪৭. আর ইনজীল অনুসারীগণ যেন আল্লাহ তাতে যা নাযিল করেছেন, সে অনুসারে বিধান দেয়। আল্লাহ যা নাযিল করেছেন সে অনুসারে যারা বিধান দেয় না, তারা ফাছেক।

ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম আবু জা'ফর তাবারী (র) বলেন وَلْيَحْكُمْ اَهْلُ الْاِنْجِيْلِ -এর পাঠ পদ্ধতিতে কিরা'আত বিশেষজ্ঞগণের মধ্যে একাধিক মত রয়েছে। আমি হিজায, বসরা ও কিছু সংখ্যক কুফাবাসী কিরা'আত বিশেষজ্ঞগণের পঠন রীতি অনুযায়ী لِيَحْكُمْ এর ل কে সাকিন করে وَلْيَحْكُمْ পড়েছি। তা হবে ইনজীল অনুসারীদের জন্য আদেশ সূচক বাক্য। অর্থাৎ এখানে আল্লাহ তা'আলা যে সকল বিধান দিয়েছেন, তারা যেন তদনুযায়ী ফয়সালা করে। এ হিসেবে আয়াতের অর্থ দাঁড়ায়-আমি পথ নির্দেশ, আলো ও পূর্ববর্তী কিতাব তাওরাতের সমর্থকরূপে এই ইনজীলকে তার প্রতি অবতীর্ণ করেছি এবং এর অনুসারীদেরকে নির্দেশ দিয়েছি যেন তারা আল্লাহর দেওয়া বিধান অনুযায়ী ফয়সালা করে। এমতাবস্থায়

বাক্যে وامرنا اهلـه (এবং এর অনুসারীদের নির্দেশ দিয়েছি) অংশ টুকু উহ্য ধরে নিতে হবে। আয়াতের বাকি অংশ দ্বারা এটা এমনিতেই বোঝা যায়।

কুফার এক দল কিরা'আত বিশেষজ্ঞগণ ل হরফে যের দিয়ে لِيَحْكُمَ পড়েছেন। এ হিসেবে আয়াতের অর্থ হবে, আমি পথ-নির্দেশ, আলো ও পূর্ববর্তী তাওরাত গ্রন্থের সমর্থকরূপে এই ইনজীল তার প্রতি অবতীর্ণ করেছি; যাতে এর অনুসারীগণ এতে দেওয়া আল্লাহর বিধান অনুযায়ী ফয়সালা করতে পারে।

আমরা বলব, উভয় পাঠ পদ্ধতিই সুপ্রসিদ্ধ এবং অর্থও কাছাকাছি। কাজেই পাঠক যেভাবেই পড়ুক, তার সে পাঠের অর্থ সঠিকই হবে। বস্তুতঃ আল্লাহ তা'আলা যে কোন নবীর উপর কোন কিতাব নাযিল করেছেন, তার উদ্দেশ্যে কেবল এটাই যে, যাদেরকে তা অনুরণের আদেশ দেওয়া হয়েছে, তারা তার অনুসরণ করবে। আর যে কোন কিতাব অবতীর্ণ করা হয়েছে, তাতে সংশ্লিষ্ট জাতির প্রতি এ নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, তারা যেন এর অনুসরণ করে। অর্থাৎ কিতাব নাযিল করা হয়েছে মানুষ তার অনুসরণ করবে- এই উদ্দেশ্যে এবং নাযিল করে আদেশ করা হয়েছে তারা যেন তার অনুসরণ করে। পবিত্র ইনজীলের ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। যেহেতু তাও আল্লাহ তা'আলার নাযিলকৃত কিতাবের একটি। এ কিতাব হযরত ঈসা (অব) এর প্রতি নাযিল করা হয়েছে মানুষের অনুসরণের জন্য। আবার নাযিল করার সাথে সাথে আদেশ করা হয়েছে তারা যেন এর অনুসরণ করে। কাজেই আজ্ঞাসূচক ক্রিয়া হিসেবে ل -এ জযম দিয়ে পড়া হোক, অথবা বিধেয় হিসেবে যের দিয়ে পড়া হোক, উভয়টিই সমান। অর্থের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য নেই।

হযরত উবায়্য ইবন কা'ব (রা) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি لِيَحْكُمْ এর শুরুতে ان- যোগ করে এবং لِيَحْكُمْ কে আজ্ঞাসূচক ক্রিয়া ধরে وَاَنْ لِيَحْكُمْ পড়তেন; কিন্তু এর বর্ণনাসূত্র বিশুদ্ধ নয়। আর যদি বর্ণনা সঠিক হয়ও তবু এর দ্বারা অপর দুই পাঠ পদ্ধতি অবলম্বন নিষিদ্ধ হয়ে যায় না। যেহেতু তার অর্থও সঠিক এবং কিরা'আত শাস্ত্রের প্রাচীন ইমামগণ সে অনুযায়ী পাঠ করতেন।

কিরা'আত সম্পর্কে উপরোক্ত আলোচনার পর এবার উভয় পাঠ পদ্ধতি অনুযায়ী আয়াতের ব্যাখ্যা পেশ করা যাচ্ছে।

لِيَحْكُمْ এর ل-এ যের দিয়ে পড়লে ব্যাখ্যা হবে এরূপ, আমি তার পূর্বে অবতীর্ণ তাওরাতের সমর্থকরূপে এবং মুত্তাকীগণের জন্য পথের নির্দেশ ও উপদেশরূপে 'ঈ'সা ইবন মারইয়ামকে ইনজীল দিয়েছিলাম; তাতে ছিল পথের নির্দেশ ও আলো। এটা প্রদান করার উদ্দেশ্য ছিল যাতে তারা এতে প্রদত্ত বিধান অনুযায়ী ফয়সালা দেয়। কিন্তু তারা তার বিধান পরিবর্তন করে ও তার বিরুদ্ধাচরণ করে। ফলে মহান আল্লাহর প্রদত্ত পথ হতে বিচ্যুত হয়ে পড়ে।

فَاُولٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُوْنَ অর্থাৎ তারা মহান আল্লাহর দেওয়া বিধান সংঘনকারী ও তাঁর আদেশ-নিষেধের বিরুদ্ধাচরণকারী।

আর ل হরফে জযম দিয়ে পড়লে তখন ব্যাখ্যা হবে, আমি ঈসা ইবন মারইয়ামকে ইনজীল দিয়েছিলাম। তার পূর্বে তাওরাতের সমর্থক, মুত্তাকীগণের জন্য পথ নির্দেশ ও উপদেশরূপে। তাতে ছিল পথের নির্দেশ ও আলো। আর আমি এর অনুসারীদের নির্দেশ দিয়েছিলাম তারা যেন এতে প্রদত্ত বিধান অনুযায়ী ফয়সালা করে। কিন্তু তারা আমার আদেশ পালন করল না, বরং তার বিরুদ্ধাচরণ করল। যারা আমার দেওয়া আদেশ অমান্য করল, তারাই তো সীমালংঘনকারী।

ইবন যায়দ (র) বলতেন اَلْفَاسِقُوْنَ শব্দটি এস্থলে এবং অন্যান্য স্থানেও মিথ্যাবাদী অর্থে ব্যবহৃত।

১২১০৩. ইউনুছ ইবন 'আব্দি'ল আ'লা (র) এর সূত্রে বর্ণিত। হযরত ইবন যায়দ (র) وَلْيَحْكُمْ اَهْلُ الْاِنْجِيْلِ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ فِيْهِ وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُوْنَ -এর অর্থ করেন ইনজীলে বিশ্বাসীগণের মধ্যে যাঁরা তাতে মহান আল্লাহর দেওয়া বিধান অনুয়ায়ী ফয়সালা করে না, তারাই মিথ্যাবাদী।

ইবন যায়দ (র) বলেন, দু'এক জায়গা ছাড়া কুরআন মাজীদের প্রায় সর্বত্রই ফাসিক শব্দটি মিথ্যাবাদী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন ইরশাদ হয়েছে يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَاٍ —হে মু'মিনগণ! কোন ফাসিক যদি তোমাদের নিকট কোন বার্তা নিয়ে আসে----(সূরা হুজুরাত ঃ৬)। ইবন যায়দ (র) বলেন, এখানে ফাসিক অর্থ মিথ্যাবাদী।

আমি ইতিপূর্বে الفسق -এর অর্থ দলীল-প্রমাণসহ বর্ণনা করেছি। কাজেই এস্থলে তার পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন।

মহান আল্লাহর বাণী—

(٤٨) وَاَنْزَلْنَآ اِلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتٰبِ وَ مُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَآءَهُمْ عَمَّا جَآءَكَ مِنَ الْحَقِّ ، لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَّمِنْهَاجًا ، وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ لَجَعَلَكُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً وَّلٰكِنْ لِّيَبْلُوَكُمْ فِيْ مَآ اٰتٰىكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرٰتِ ، اِلَى اللّٰهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيْعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُوْنَ ۝

৪৮. আমি আপনার প্রতি সত্যসহ কিতাব নাযিল করেছি, এর পূর্বে নাযিলকৃত কিতাবের সমর্থক ও সংরক্ষকরূপে। কাজেই আল্লাহ যা নাযিল করেছেন, সে অনুসারে আপনি তাদের বিচার নিষ্পত্তি করবেন এবং যে সত্য আপনার নিকট এসেছে, তা ত্যাগ করে তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করবেন না। তোমাদের প্রত্যেকের জন্য আইন ও স্পষ্ট পথ নির্ধারণ করেছি। ইচ্ছা করলে আল্লাহ পাক তোমাদেরকে এক জাতি করতে পারতেন, কিন্তু তিনি তোমাদেরকে যা দিয়েছেন, তা দিয়ে

তোমাদেরকে পরীক্ষা করতে চান। কাজেই সৎকর্মে তোমরা প্রতিযোগিতা করো। আল্লাহ পাকের দিকেই তোমাদের সকলের প্রত্যাবর্তন। এরপর তোমরা যে বিষয়ে মতভেদ করছিলে, সে বিষয়ে তিনি তোমাদেরকে অবহিত করবেন।

ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম আবু জা'ফর তাবারী (র) বলেন, এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রিয়নবী মুহাম্মদ (সা)-কে সম্বোধন করে বলছেন, হে মুহাম্মদ! আমি আপনার প্রতি কিতাব অর্থাৎ কুরআন অবতীর্ণ করেছি সত্যসহ। সত্যসহ মানে তাতে কোনরূপ মিথ্যার স্থান নেই এবং তা যে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে অবতীর্ণ, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتٰبِ অর্থাৎ এর পূর্বে অন্যান্য নবীগণের প্রতি আমি যে সকল কিতাব অবতীর্ণ করেছি, এ কিতাব সমর্থকরূপে নাযিল করেছি।

وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ অর্থাৎ হে মুহাম্মদ! আপনার প্রতি এ কিতাবকে অবতীর্ণ করেছি পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের জন্য সমর্থক ও সাক্ষ্যদাতারূপে যে, তা সত্য ও তা'আলার পক্ষ হতে অবতীর্ণ এবং সেগুলোর সংরক্ষকরূপে।

المهيمنة এর প্রকৃত অর্থ সংরক্ষণ করা, পাহারা দেওয়া। যখন কেউ কোন বস্তু পাহারা দেয় ও সংরক্ষণ করে এবং চোখে চোখে রাখে তখন বলা হয়-

قد هيمن فلان عليه – فهو يهيمن هيمنة وهو عليه مهيمن

ব্যাখ্যাকারগণ থেকেও অনুরূপ অর্থ বর্ণিত আছে। যদিও তাদের রীতি বিভিন্ন রকমের। তাদের কেউ কেউ বলেন, এর অর্থ সাক্ষ্যদাতা।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১২১০৩. ইবন 'আব্বাস (রা) বলেন وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ অর্থ তার পক্ষে সাক্ষীরূপে।

১২১০৪ সুদ্দী (র) হতেও অনুরূপ অর্থ বর্ণিত আছে।

১২১০৫. কাতাদা আলোচ্য আয়াত সম্পর্কে বলেন—আমি আপনার প্রতি কিতাব নাযিল করেছি এর পূর্বে বিগত কিতাবসমূহের সমর্থকরূপে এবং -وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ অর্থাৎ তার সাক্ষ্যদাতা ও সংরক্ষকরূপে।

১২১০৬. মুজাহিদ (র) বলেন وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ- অর্থ কুরআনের সংরক্ষক সাক্ষী ও সমর্থক। ইবন জুবায়র (র) বলেন, অন্যদের মতে কুরআন অন্যান্য কিতাবের মানদন্ড। কিতাবীগণ তাদের কিতাবের কোন বিষয় সম্পর্কে আমাদেরকে জানালে তা যদি কুরআনে থাকে তবে বুঝতে হবে তারা সত্য বলেছে, অন্যথায় তারা মিথ্যাবাদী। আবার কেউ কেউ বলেন وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ অর্থ তার সত্যতার মানদন্ড (امين)।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১২১০৭. ইবন 'আব্বাস (র) বলেন وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ অর্থাৎ সত্যতার মানদন্ড।

১২১০৮. ইবন 'আব্বাস (রা) হতে বিভিন্ন সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে।

১২১১৪. ইবন 'আব্বাস (র) وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ এর ব্যাখ্যায় বলেন, এর অর্থ বিশ্বস্ত তথা সত্যতা নির্ণয়ের মানদন্ড। তিনি বলেন, কুরআন তার পূর্ববর্তী সকল কিতাবের সত্যতা নির্ণয়ের মানদন্ড।

১২১১৫.অপর সূত্রে ইবন 'আব্বাস (রা) আলোচ্য আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন, এখানে কুরআন মাজীদের কথা বলা হয়েছে। এটা তাওরাত ও ইনজীলের সাক্ষী ও তার সমর্থক এবং সত্যতা নির্ণায়ক। এ কুরআন পূর্ববর্তী সকল কিতাবের ফয়সালা দানকারী।

১২১১৬. ইবন ওয়াকী (র) এর সূত্রে বর্ণিত আছে যে, ইবন 'আব্বাস(র) বলেন, সত্যতা নির্ণয়ের মাপকাঠি।

১২১১৭. ইবন ওয়াকী' (র) অপর এক সূত্রে ইবন 'আববাস (র) হতে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

১২১১৮. ইবন 'আব্বাস (র) হতে অনুরূপ আরেকটি বর্ণনা রয়েছে।

১২১১৯. সাঈদ ইবন জুবায়র (র) বলেন, وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ অর্থ কুরআন তার পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহের সত্যতা নির্ণায়ক।

১২১২০. আবূ রাজা' (র) বলেন, আমি হুসায়ন (র)কে আলোচ্য আয়াতাংশের অর্থ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, কুরআন এই সমস্ত কিতাবের সমর্থক এবং এর সত্যতা নির্ণয়কারী। আর 'ইকরিমা (র) কেও আমার উপস্থিতিতে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল। তিনি বললেন وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ অর্থ مؤتمنا عليه অর্থাৎ এর সত্যতা নির্ণয়ের মাপকাঠি।

অন্যান্য আফসারীকারগণের মতে اَلْمُهَيْمِنُ। অর্থ-اَلْمُصَدِّقُ। অর্থাৎ সমর্থক।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১২১২১. ইবন যায়দ (র)বলেন وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ অর্থ কুরআন তার সমর্থক বা সত্যতা প্রতিপাদন কারী। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তাওরাত ইনজীল যাবুর প্রভৃতি যে সকল কিতাব নাযিল করেছেন, কুরআন তার সমর্থক। কুরআন মাজীদে আল্লাহ তা'আলা যা-কিছু নাযিল করেছেন; তা ঐসব কিতাবে বর্ণিত বিষয়ের সত্যায়ন করে এবং তার উদ্ধৃতি দিয়ে যা বলা হয়, তার সত্যতা নির্ণয় করে।

অন্যান্য আফসীরকারগণের মতে আলোচ্য আয়াতাংশে নবী করীম (সা)-কে বোঝান হয়েছে।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১২১২২. মুজাহিদ (র) বলেন وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ এর অর্থ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম—কুরআন মাজীদের আমানতবাহী।

১২১২৩. মুজাহিদ (র) হতে অন্য এক সূত্রে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু জা'ফর তাবারী (র) বলেন, মুজাহিদ (র) এর ব্যাখ্যা অনুযায়ী আয়াতের অর্থ হবে এরূপ—আমি একজন বিশ্বাসভাজন হিসেবে আপনার প্রতি পূর্ববর্তী কিতাব সমূহের সমর্থক এই কিতাব অবতীর্ণ করেছি। এ হিসেবে مُصَدِّقًا শব্দটি الْكِتَٰبَ এর অবস্থাজ্ঞাপক বিশেষণ (حال) হবে এবং التصدق তথা সমর্থন করা এর কাজটি হবে الكتب এর গুণ। আর المهيمن হবে اليك এর সর্বনাম ك-(আপনি) এর বিশেষণ দ্বারা প্রিয় নবী (স) কে বোঝান হয়েছে। عليه রে সর্বনাম 'ه' প্রত্যাবর্তিত হয়েছে الكتب এর দিকে।

কিন্তু আরবী ভাষাশৈলী হিসেবে এ ব্যাখ্যাটি খুবই দূরের মনে হয়; বরং এটি একটি ভুল ব্যাখ্যা। কেননা المهيمن এর সংযোগ (عطف) হচ্ছে المصدق এর সাথে। এ হিসেবে المصدق যার বিশেষণ, المهيمن ও তারই বিশেষণ হবে। মুজাহিদ (র) হতে বর্ণিত ব্যাখ্যা অনুযায়ী বাক্যটি বরং এরূপ হত وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الْكِتٰبَ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتٰبِ مُهَيْمِنًا عَلَيْهِ কারণ اليك এর সর্বনামের পর তার (অর্থাৎ এ সর্বনামের) এমন কোন বিশেষণ যায়নি, যার সাথে مهيمنا এর সংযোগ সাধিত হতে পারে। এর সংযোগ তো المصدق এর সাথে المصدق যেমন الكتب এর বিশেষণ, এটাও তেমনি তারই বিশেষণ।

কেউ যদি বলে, মুজাহিদ (র) এর ব্যাখ্যা অনুযায়ী المصدق- শব্দটি اليك এর সর্বনামের বিশেষণ (الكتب এর নয়) তাহলে এটি হবে সম্পূর্ণ অবস্তাব। কেননা لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتٰبِ বাক্য দ্বারাই তা নস্যাৎ হয়ে যায়। এ বাক্যই প্রমাণ করে যে, المصدق কখনই اليك এর সর্বনাম ك -র বিশেষণ হতে পারে না। কারণ بَيْنَ يَدَيْهِ মধ্যম পুরুষ নয়; বরং কোন নাম পুরুষের দিকে ইঙ্গিত করা রয়েছে। এ স্থানে মধ্যম পুরুষ অর্থাৎ اليك দ্বারা যাকে সম্বোধন করা হয়েছে, তিনি হচ্ছেন নবী করীম সল্লাল্লাহু 'আলাইয়হি ওয়া সাল্লাম। কাজেই المصدق র সর্বনামের বিশেষণ হলে বাক্যটি এরূপ হত-وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الْكِتٰبَ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتٰبِ مُهَيْمِنًا عَلَيْهِ তখন বাক্যটির উক্ত ব্যাখ্যা সঠিক হত।

فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ -এর ব্যাখ্যা ঃ ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, এ বাক্যে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে তাঁর নবী মুহাম্মদ সল্লাল্লাহ 'আলায়হি ওয়া সল্লামকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তিনি যেন আহলে কিতাবসহ অন্যান্য যে কোন ধর্মাবলম্বী বিচারপ্রার্থীদের মাঝে তাঁর নাযিলকৃত কিতাব অনুযায়ী ফয়সালা করেন অর্থাৎ কুরআন অনুযায়ী যাকে তাঁর শরীআতের জন্য বিশেষভাবে অবতীর্ণ করা হয়েছে।

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, হে মুহাম্মদ ! আপনি কিতাবী ও মুশরিকদের মাঝে তাদের দায়েরকৃত বিষয়ে আমার অবতীর্ণ কিতাব ও আমার বিধান অনুসারে ফয়সালা দিন এবং সে হিসেবে হদ্দ, কিসাস যখমের বদলে যখম ও প্রাণের বদলে প্রাণ ইত্যাদি আইন কার্যকর করুন। অর্থাৎ বিবাহিত ব্যভিচারীকে রাজম করুন, অন্যায়ভাবে হত্যাকারীকে নিহত ব্যক্তির বদলে হত্যা করুন, চোখের বদলে চোখ ফুঁড়ে দিন

এবং নাক কাটার বদলে নাক কেটে দিন। কেননা আমি আপনার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ করেছি এসব বিষয়ে পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের সমর্থক রূপে এবং তার সাক্ষী ও সংরক্ষক হিসেবে। সেসব কিতাবে যে ফয়সালা দেওয়া হয়েছিল, এ গ্রন্থও সে অনুসারেই ফয়সালা দান করে। কাজেই আপনি ঐসব ইহুদীদের খেয়াল খুশীর অনুসরণ করবেন না, যারা বলে তোমাদেরকে যদি বিবাহিত ব্যভিচারীকে রাজমের বদলে চাবুক মারার, অভিজাত ব্যক্তিকে হত্যার বদলে নিম্ন শ্রেণীর হত্যাকারীকে হত্যা করার আর নিম্ন শ্রেণীর নিহত ব্যক্তির বদলে উচ্চ শ্রেণীর হত্যাকারীকে হত্যা না করার বিধান দেয় তবে তা গ্রহণ কর। অন্যথায় তাকে বর্জন কর। আপনি আপনার কাছে আল্লাহর পক্ষ হতে আগত সত্য অর্থাৎ কুরআন পরিত্যাগ করতঃ এরূপ বিভ্রান্তির উক্তিকারী ইয়াহুদীদের খেয়াল-খুশী অনুসরণ করবেন না। আল্লাহ তা'আলা বলছেন! হে নবী! তারা আপনার কাছে বিচার প্রার্থনা করার পর আপনি যদি তাদের মাঝে বিচার-নিষ্পত্তি করার ইচ্ছা করেন তবে সে ক্ষেত্রে আমার অবতীর্ণ কিতাব অনুসরণ করুন। আপনি তাদের খেয়াল -খুশীর অনুসরণ ও আমার প্রেরিত সত্যের উপর তাদের ইচ্ছা ও মর্জীকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে আমার কিতাবকে যেন পরিত্যাগ করে না বসেন।

১২১২৪. হযরত ইবন 'আব্বাস (রা) فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, আল্লাহ তা'আলা যা নাযিল করেছেন, সে অনুযায়ী অর্থাৎ আল্লাহর দন্ডাদেশ অনুযায়ী আপনি ফয়সালা করুন। আপনার নিকট যে সত্য এসেছে, তার পরিবর্তে আপনি তাদের খেয়াল-খুশির অনুসরণ করবেন না।

১২১২৫. মাসরূক সম্পর্কে 'আমির আ'শ-শা'বী(র) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি ইয়াহুদী-খ্রিষ্টানকে আল্লাহর নামে শপথ করাতেন। তারপর এ আয়াত পাঠ করতেন اَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ যাতে আপনি আল্লাহ যা নাযিল করেছেন, তদনুযায়ী বিচার নিষ্পত্তি করেন (মাইদা ঃ ৪৯)। আর আল্লাহ তা'আলা নাযিল করেছেন اَنْ لَا يُشْرِكُوْا بِهِ شَيْئًا - তোমরা তার কোন শরীক করবে না(আন'আমঃ ১৫১)।

لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَّمِنْهَاجًا -এর ব্যাখ্যা ঃ ইমাম আবু জা'ফর তাবারী (র) বলেন, এ বাক্যে আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা দেন যে আমি তোমাদের প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য নির্ধারণ করেছি শরী'আত।

اَلشِّرْعَةُ অর্থ শরীআত। এটা اَلشَّرِيْعَةُ -এর সমার্থক। شَرِيْعَةٌ এর বহুবচন شَرَائِعُ- তবে اَلشِّرْعَةُ এর বহুবচন شَرَائِعُ হলেই সঠিক হত যেহেতু اَلشِّرْعَةُ ও اَلشَّرِيْعَةُ এর অর্থ একই। তাই বহুবচনের ক্ষেত্রে তার অনুরূপ শব্দেরই অনুসরণ করা বিধেয়। যে কোন বিষয়ের শুরু যেখান থেকে, সেটাই সে বিষয়ের শরী'আত। এ জন্যই পানির ঘাটকে শরীআত বলে। কারণ পানি গ্রহণের সূচনা সেখান থেকে। ইসলামের বিধি বিধানকে শরীআত বলে যেহেতু ইসলামের অনুসারীগণ তদ্বারা ইসলাম পালন শুরু করে। যখন কোন কিছুতে একদল লোক সমপর্যায়ের হয় তখন তাদেরকে বলা হয় هُمْ شَرْعٌ —তারা সকলে বরাবর।

الـمنـهـاج-অর্থ সুস্পষ্ট ও সরল পথ। বলা হয় هُـوَ طَـرِيـقٌ نَـهـجٌ وَمِـنـهَـجٌ —এটা স্পষ্ট পথ। কবি বলেন—

مَـنْ يَـكُ فِـى شَـكٍّ فَـهٰذَا فَـلـجٌ – مَـاءٌرُوَاءٌ وَطَـرِيـقٌ نَـهـجٌ

যে ব্যক্তি সন্দেহে নিপতিত, সে জেনে রাখুক
এটা ফালজ্ উপত্যকা। এর পানি বহমান এর পথ সুস্পষ্ট।

অতঃপর যে কোন স্পষ্ট সরল ও সুগম বস্তু সম্পর্কে الـمـنـهـج। শব্দটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এ হিসেবে আয়াতের অর্থ হবে, আমি তোমাদের প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য সত্যের সুগম পথ ও অনুসরণযোগ্য সুস্পষ্ট রাস্তা নির্ধারণ করেছি।

لِـكُـلٍّ جَـعَـلْـنَـا مِـنْـكُـمْ এর উদ্দেশ্যে সম্পর্কে তাফসীরকারদের মধ্যে একাধিকমত রয়েছে। কেউ বলেন; এর দ্বারা বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীকে বোঝান হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক ধর্মবলম্বীর জন্য এক একটি শরী'আত ও সুস্পষ্ট পথ নির্ধারণ করেছেন।

যারা এমত পোষণ করেন ঃ

১২১২৬. হযরত কাতাদা (র) لِـكُـلٍّ جَـعَـلْـنَـا مِـنْـكُـمْ شِـرْعَـةً وَّ مِـنْـهَـاجًـا এর ব্যাখ্যায় বলেন, شِـرْعَـةً وَّ مِـنْـهَـاجًـا অর্থ পথ ও সুন্নাত (আদর্শ বা তরীকা)। আর সুন্নাত বিভিন্ন ধরনের। তাওরাতের এক নিয়ম, ইনজীলের এক নিয়ম এবং কুরআনের আরেক নিয়ম। এর প্রত্যেকটির ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলা যা ইচ্ছা হালাল করেন, যা ইচ্ছা হারাম করেন। বান্দার পরীক্ষা গ্রহণই এর একমাত্র উদ্দেশ্য । তিনি দেখতে চান কে তার আনুগত্য করে, কে হয় বিরুদ্ধবাদী। তবে সকল ক্ষেত্রে আল্লাহর দীন এক ও অভিন্ন। আর তা হচ্ছে তাওহীদ ও এক আল্লাহর নিষ্ঠা। সকল নবী-রাসূল এই একই দীনের দাওয়াত নিয়ে এসেছেন। এছাড়া আর কোন দীন গ্রহণযোগ্য নয় মহান আল্লাহর কাছে।

১২১২৭. হযরত কাতাদা (র) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, দীন এক ও অভিন্ন; তবে শরী'আত ভিন্ন ভিন্ন।

১২১২৮. হযরত 'আলী (র) বলেন, হযরত আদম (আ) এর দুনিয়ায় আগমন হতে আজ পর্যন্ত ঈমানের মূল কথা হলো, "আল্লাহ্ ব্যতীত কোন মাবুদ নাই"— এই সাক্ষ্যদান এবং তাঁর পক্ষ হতে যা কিছু বিধান আসে তাতে স্বীকৃতি দান। প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য তাদের শরী'আত ও পথই অনুসরণীয়। স্বীকারোক্তির পর কারও থেকে কোন বিষয় ছুটে গেলে তদ্বারা সে বর্জনকারী সাব্যস্ত হবে না ; বরং সে অনুগতই থাকবে।

অন্যান্য তাফছীরকারগণ বলেন, لِـكُـلٍّ جَـعَـلْـنَـا مِـنْـكُـمْ দ্বারা রাসূলে কারীম (স) এর উম্মতকে বোঝান হয়েছে। তারা বলেন, আয়াতের অর্থ তো এই যে, আমি আমার নবী মুহাম্মদ (স) এর প্রতি যে কিতাব নাযিল করেছি, হে মানুষ! তোমাদের মধ্যে যে কেউ ইসলামে প্রবেশ করবে এবং মুহাম্মদ (স) কে আমার নবী বলে স্বীকার করবে, আমি তাদের সকলের জন্য এ কিতাবকে শরী'আত ও সুস্পষ্ট পথরূপে নির্ধারণ করেছি।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১২১২৯. হযরত মুজাহিদ (র) لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَّمِنْهَاجًا এর ব্যাখ্যায় বলেন, شِرْعَةً-অর্থ সুন্নাত বা আইন مِنْهَاج অর্থ পথ এবং অর্থ যে কেউ মুহাম্মদ (স) এর দীনে প্রবেশ করবে। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা এরূপ সকলের জন্য কুরআনকে শরী'আত ও সুস্পষ্ট পথরূপে নির্ধারিত করেছেন।

ইমাম আবু জা'ফর তাবারী (র) বলেন, আমার নিকট তাদের মতই সঠিক, যাঁরা বলেন এর অর্থ—হে মানব গোষ্ঠী! আমি তোমাদের প্রত্যেক ধর্মাবলম্বীর জন্য এক একটি শরী'আত ও পথ নির্ধারিত করেছি।

আমি এমতকে সঠিক বলেছি এই কারণে যেহেতু আল্লাহ তা'আলা এর পরেই ইরশাদ করেন, وَلَوْشَاءَ اللّٰهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَّاحِدَةً আল্লাহ পাক ইচ্ছা করলে তোমাদেরকে একই জাতি করতে পারতেন। এমতাবস্থায় لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ দ্বারা উম্মতে মুহাম্মদীকে বোঝান হলে যারা একই জাতি বৈ নয় তাহলে وَلَوْشَاءَ اللّٰهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَّاحِدَةً- বলার কোন অর্থ হয় না। যেখানে তিনি তাদেরকে এক জাতি করেই ফেলেছেন। প্রকৃতপক্ষে প্রিয়নবী (স)- কে সম্বোধন করে এযাবত আল্লাহ তা'আলা যা কিছু ইরশাদ করেছেন, সে হিসেবে আয়াতের ব্যাখ্যা এই যে, আল্লাহ তা'আলা বনী ইসরাঈলের প্রতি তাওরাত গ্রন্থে যে বিধান দিয়েছিলেন এবং বাস্তব অনুসরণের জন্য তাদেরকে যে দিকনির্দেশনা তাতে দিয়েছিলন, প্রথমে তা উল্লেখ করেছেন। তারপর উল্লেখ করেছেন যে, তিনি ঈসা ইবন মরাইয়াম ('আ)-কে তার পূর্ববর্তী আম্বিয়ায়ে কিরামের পশ্চাতে প্রেরণ করেছিলেন এবং তার প্রতি ইনজীল নাযিল করে তার অনুসারীদেরকে তা মেনে চলার আদেশ করেছিলেন। তারপর আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে আলোচনা শুরু করেন। তিনি তাঁকে অবগত করেন যে, তার প্রতি তিনি এমন এক গ্রন্থ নাযিল করেছেন, যা তার পূর্ববর্তী সকল কিতাবের সমর্থক। তিনি নির্দেশ দিয়েছেন যেন তার অনুসারীগণ সে কিতাবের অনুসরণ করে এবং তাতে প্রদত্ত বিধান অনুযায়ীই বিচার-নিষ্পত্তি করে অন্যান্য-কিতাব অনুযায়ী নয়। আরও জানিয়েছেন যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর ও তাঁর উম্মতের জন্য একটি শরী'আত ও পথ নির্দিষ্ট করেছেন, যা বিগত আম্বিয়ায়ে কিরাম ও তাদের উম্মতের শরী'আত হতে স্বতন্ত্র। যদিও তাঁর ও তাঁদের দীন তথা তাওহীদ ও তাঁর পক্ষ হতে আগত বিধান গ্রহণের স্বীকারোক্তি এবং আদেশ-নিষেধ শিরোধার্য করার মনোবৃত্তি-এক্ষেত্রে কোন পার্থক্য নেই। এই অভিন্ন দীন সকলের প্রতি সমানভাবে আরোপিত, কিন্তু হালাল, হারাম প্রভৃতি বিধান তথা শরী'আতের ক্ষেত্রে প্রত্যেক নবী ও তার অনুসারীদের অবস্থা ভিন্ন ভিন্ন الشِّرْعَة। ও المِنْهَج। এর যে ব্যাখ্যা আমি উল্লেখ করেছি, তাফসীর বেত্তাগণের থেকেও অনুরূপ বর্ণিত আছে।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১২১৩০. হযরত ইবন 'আব্বাস (রা) বলেন, لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَّمِنْهَاجًا এর অর্থ আমি তোমাদের প্রত্যেকের জন্য এক একটি রীতি-নীতি (শরী'আত) ও পথ নির্দিষ্ট করেছি।

১২১৩১ নং হাদীস থেকে ১২১৩৭ পর্যন্ত সবকয়টি হাদীসই হযরত ইবন আব্বাছ (রা) থেকে ভিন্ন অর্থে বর্ণিত হয়েছে।

১২১৩৮. হাসান বসরী (র) বলেন اَلشِّرْعَةُ অর্থ সুন্নত অর্থাৎ বিধি-বিধান।

১২১৩৯. মুজাহিদ (র)ও এর অর্থ করেন সুন্নত ও পথ।

১২১৪০. মুজাহিদ (র) বলেন اَلشِّرْعَةُ অর্থ সুন্নত বা বিধি-বিধান এবং مِنْهَاج অর্থ পথ।

১২১৪১. মুজাহিদ (র)-এর উক্ত ব্যাখ্যা বর্ণিত আছে।

১২১৪২. হযরত ইবন আব্বাস (রা) لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَّمِنْهَاجًا এর অর্থ করেন আমি তোমাদের প্রত্যেকের জন্য বিধিবিধান ও পথ নির্ধারিত করেছি।

১২১৪৩. হযরত ইবন 'আব্বাস (র)-এর উক্ত ব্যাখ্যা বর্ণনা করেছেন।

১২১৪৪ হযরত সুদ্দী (র) হতে বর্ণিত شِرْعَةً وَّمِنْهَاجًا অর্থ পথ ও সুন্নত।

১২১৪৫. হযরত ইবন 'আব্বাস (রা) বলেন যে, এর অর্থ সুন্নত ও পথ।

১২১৪৬. কাতাদা (র) বলেন, لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَّمِنْهَاجًا দ্বারা পথ ও সুন্নত বোঝান হয়েছে।

১২১৪৭. দাহ্হাক (র) হতেও شِرْعَةً وَّمِنْهَاجًا এর অনুরূপ ব্যাখ্যা বর্ণিত আছে।

وَلَوْشَاءَ اللّٰهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَّاحِدَةً وَّلٰكِنْ لِّيَبْلُوَكُمْ فِيْمَا اٰتَاكُمْ -এর ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (রা) বলেন, এ বাক্যে আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা দেন যে, তোমাদের প্রতিপালক ইচ্ছা করলে তোমাদের এক এক সম্প্রদায়কে এক এক ধরনের শরী'আত ও পথ না দিয়ে বরং সকলের জন্য এক ও অভিন্ন শরী'আতও নির্দিষ্ট করতে পারতেন। ফলে তোমরা সকলে একই জাতি সত্তায় পরিণত হতে, পরস্পরের মাঝে মত ও পথের কোন পার্থক্য থাকত না। কিন্তু তা জেনেও আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য বিভিন্ন রকম শরী'আত দান করেছেন। তিনি দেখতে চান, কে তার আনুগত্য করে, আর কে হয় অবাধ্য? তিনি পরিষ্কার করে দিতে চান, কে তাঁর নবীর প্রতি নাযিলকৃত কিতাবের অনুসরণ করে, আর কে তার বিরুদ্ধাচরণে লিপ্ত থাকে।

الابتلاء- অর্থ পরীক্ষা করা। ইতিপূর্বে আমি দলীল-প্রমাণ সহ এ অর্থ বর্ণনা করে এসেছি।

فيما اتاكم অর্থাৎ তিনি তোমাদের প্রতি যে কিতাব অবতীর্ণ করেছেন। যেমন বর্ণিত আছে

১২১৪৮. ইবন জুরায়য (র) وَلٰكِنْ لِّيَبْلُوَكُمْ فِيْمَا اٰتَاكُمْ- অর্থ করেন, কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তোমাদের প্রতি যে কিতাব অবতীর্ণ করেছেন, তদ্বারা তোমাদের পরীক্ষা করতে চান।

কেউ প্রশ্ন করতে পারে, لِيَبْلُوَكُمْ فِيْمَا اٰتَاكُمْ দ্বারা কাকে সম্বোধন করা হয়েছে? তা ছাড়া আল্লাহ তা'আলা এটা বললেনই বা কি করে? যেখানে আপনি পূর্বে বলে এসেছেন যে, لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَّمِنْهَاجًا -এর দ্বারা পূর্ববর্তী আম্বিয়ায়ে কিরাম ও তাদের উম্মতদেরসহ আমাদের

Contents

প্রিয়নবী সল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া আল্লামকে বোঝান হয়েছে? আলোচ্য বাক্যে শুধু প্রিয় নবী (স)-কে সম্বোধন করা হল কিভাবে?

উত্তরে বলা হবে, সম্বোধন কেবল প্রিয় নবী (স)-এর প্রতি হলেও এর দ্বারা বিগত আম্বিয়ায়ে কিরাম ও তাদের উম্মতদেরকে বোঝানও উদ্দেশ্য। আরবী ভাষার এটা একটা বহুল প্রচলিত নিয়ম যে, মধ্যম পুরুষের সাথে তৃতীয় অনুপস্থিত কাউকে মিলিয়ে তার সম্পর্কে বলার ইচ্ছা হলে তখন মধ্যম পুরুষকে তার উপর প্রাধান্য দিয়ে মধ্যম পুরুষ হিসেবে উভয়ের সম্পর্কে বক্তব্য দান করা হয় لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَّمِنْهَاجًا এর মাঝেও সে পদ্ধতিই অবলম্বন করা হয়েছে।

فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللّٰهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন, হে মানুষ! তোমরা তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ কিতাবকে অনুসরণ করে সৎকর্ম ও আল্লাহর নৈকট্যের দিকে দ্রুত অগ্রসর হও। আল্লাহ তা'আলা তো তোমাদেরকে পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যেই তোমাদের প্রতি কিতাব নাযিল করেছেন, যাতে এর দ্বারা পাপিষ্ঠ হতে সৎকর্মপরায়ণের স্বাতন্ত্র্য ফুটে ওঠে। অতঃপর তোমরা যখন তাঁর কাছে ফিরে যাবে, তখন তোমাদেরকে নিজনিজ কর্ম অনুযায়ী কর্মফল দান করা হবে। বস্তুতঃ তোমাদের সকলের প্রত্যাবর্তন তো তাঁরই দিকে। সে সময় তিনি তোমাদের প্রত্যেক দলকে তাদের পারস্পরিক বিরোধ সম্পর্কে অবহিত করবেন এবং তাদের মাঝে বিচারক হিসেবে ফয়সালা করে দেবেন। কে হকপন্থী, তা তার পুরস্কারপ্রাপ্তি তথা জান্নাত লাভ দ্বারাই পরিষ্কার হয়ে যাবে। আর কে ভ্রান্ত পথের পথিক, তাও পরিস্ফুট হয়ে উঠবে তার জাহান্নামের শাস্তিভোগ দ্বারা। প্রত্যেক দলের অবস্থান সেদিন দিবালোকের মত সুস্পষ্ট হয়ে যাবে।

প্রশ্ন হতে পারে, যে সব বিষয়ে আমাদের মাঝে মতভেদ, তাকি আল্লাহ তা'আলা তার কাছে আমাদের প্রত্যাবর্তনের পূর্বেই হই জগতেই জানিয়ে দেননি?

উত্তর এই যে, হ্যাঁ; জানিয়েছেন বটে, তবে এটা নবী রাসূল ও দলীল প্রমাণের মাধ্যমে, প্রকাশ্য পুরস্কার ও শাস্তির মাধ্যমে নয়; যে কারণে কেউ এটা বিশ্বাস করে আর কেউ অবিশ্বাস। কিন্তু তার কাছে প্রত্যাবর্তনের পর তিনি এটা জানাবেন কর্মফল দানের মাধ্যমে। ফলে সত্যপন্থী ও বাতিলপন্থীর পরিচয় লাভে কারও কোন সন্দেহ থাকবে না এবং এ বিষয়ে কারও কোনরূপ বিভ্রম সৃষ্টিরও সুযোগ থাকবে না। আয়াতে আল্লাহ তা'আলা সে কথাই বলেছেন যে, তাঁর কাছে আমাদের প্রত্যাবর্তনের পর তিনি পারস্পরিক বিরোধ সম্পর্কে আমাদেরকে অবগত করবেন। তিনি বলছেন, হে মানুষ! তোমাদের সকলের প্রত্যাবর্তন একমাত্র আল্লাহরই দিকে। তখন তোমরা জানতে পারবে কে সত্যপন্থী আর কে ভ্রান্ত পথের অনুসারী।

১২১৪৯ দাহ্হাক (র) فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللّٰهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا-এর ব্যাখ্যায় বলেন, এতে মুহাম্মদ (স)-এর উম্মতকে সম্বোধন করা হয়েছে, তাদের মধ্যে কে সৎকর্মশীল আর কে পাপিষ্ঠ তা তারা আল্লাহর কাছে প্রত্যাবর্তনের পর জানতে পরবে।

মহান আল্লাহ্‌র বাণী—

(٤٩) وَاَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَآءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ اَنْ يَّفْتِنُوْكَ عَنْۢ بَعْضِ مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ اِلَيْكَ ؕ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ اَنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ اَنْ يُّصِيْبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوْبِهِمْ ؕ وَاِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ لَفٰسِقُوْنَ ○

৪৯. (কিতাব নাযিল করেছি) যাতে আল্লাহ্ যা নাযিল করেছেন, তদনুযায়ী তাদের বিচার নিষ্পত্তি কর, তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করবেনা এবং তাদের সম্পর্কে সতর্ক হও, যাতে আল্লাহ্ তোমার প্রতি যা নাযিল করেছেন, উহার কিছু অংশ থেকে তারা তোমাকে বিচ্যুত না করে। যদি তারা মুখ ফিরায় তবে জেনে রাখবে যে, তাদের কোন কোন পাপের জন্য আল্লাহ্ তাদেরকে শাস্তি দিতে চান। আর মানুষের মধ্যে অনেকেই তো সত্যত্যাগী।

ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَاَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ —হে মুহাম্মাদ (সা)! আমি আপনার প্রতি এমন এক কিতাব নাযিল করেছি, যা তার পূর্ববর্তী কিতাব সমূহের সমর্থক। আপনি তাদের মাঝে উক্ত কিতাবে আল্লাহর দেওয়া বিধান অনুযায়ী ফয়সালা করুন।

اَن শব্দটি ক্রিয়ার কর্মপদ হিসেবে نصب -এর স্থানে অবস্থিত। بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ মানে আল্লাহর বিধান অনুযায়ী, যা তিনি তাঁর কিতাবে নাযিল করেছেন।

وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَاءَهُمْ এ আয়াতাংশে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে তাঁর নবী (স)-কে নিষেধ করা হয়েছে, যে ইয়াহূদীরা তাদের ব্যভিচারী পুরুষ ও স্ত্রীলোকটির বিচার নিষ্পত্তি করার জন্য তার শরণাপন্ন হয়েছে, তাতে তিনি যেন তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ না করেন। নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তিনি যেন সে ব্যাপারে পবিত্র কুরআনের বিধান জারি করতেই দৃঢ় সংকল্প থাকেন।

وَاحْذَرْهُمْ اَنْ يَّفْتِنُوْكَ عَنْۢ بَعْضِ مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ اِلَيْكَ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবী মুহাম্মাদ (স)-কে বলছেন, হে নবী! আপনার কাছে বিচার প্রার্থী ইয়াহূদীদের ব্যাপারে আপনি সতর্ক থাকুন। তারা যাতে আপনাকে কুরআনের কোন বিধান হতে বিচ্যুত করতে না পারে এবং কুরআনী ফয়সালা হতে সরিয়ে আপনাকে তাদের মর্জী মাফিক ফয়সালা দানে প্রস্তুত করতে সক্ষম না হয়।

فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ اَنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ اَنْ يُّصِيْبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوْبِهِمْ অর্থাৎ যে সকল ইয়াহূদী আপনার কাছে বিচার নিষ্পত্তির জন্য এসেছে, তারা যদি আপনার ফয়সালা মানতে অস্বীকার করে এবং আপনার বিচার প্রত্যাখ্যান করে তা হলে জেনে রাখুন, আপনি সঠিক বিচার করার পরও তারা যে তা মানতে অস্বীকার করছে, তার কারণ শুধু এই যে, তাদের কতকে অপকর্মের দরুণ ইহ জগতেই আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে শাস্তি দানের ইচ্ছা রাখেন।

وَاِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُوْنَ –অর্থাৎ বহু ইয়াহূদী মহান আল্লাহর কিতাবের অনুসরণ বর্জন করেছে এবং তার আনুগত্যের সীমা লংঘন করে অবাধ্যতার দিকে ধাবিত হয়েছে।

আয়াতের যে ব্যাখ্যা আমি উল্লেখ করলাম, ব্যাখ্যাকারগণের থেকেও অনুরূপ বর্ণিত আছে।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১২১৫০. ইবন 'আব্বাস (রা) বর্ণনা করেন, কা'ব ইবন আসাদ, ইবন সূরিয়া ও শা'স ইবন কায়স একে অপরকে বলল, চল আমরা মুহাম্মাদের (ছা) কাছে যাই, হয়ত তাকে তার দীনের ব্যাপারে পরীক্ষায় ফেলতে পারি। তারা গিয়ে তাকে বলল, হে মুহাম্মাদ! আপনি জানেন, আমরা ইয়াহূদী ধর্মযাজক, তাদের মধ্যে মর্যাদাবান লোক এবং নেতৃস্থানীয়। আমরা আপনার অনুসরণ করলে ইয়াহূদী জনগণ আমাদের দেখাদেখি আপনার দীন মেনে নেবে। তারা আমাদের বিরুদ্ধাচরণ করবে না। আমাদের ও আপনাদের সম্প্রদায়ের মাঝে একটা বিবাদ আছে। আমরা আপনাকে বিচারক মানছি। আপনি আমাদের পক্ষে ফয়সালা দিন। তা হলে আমরা আপনার প্রতি ঈমান আনব ও আপনাকে বিশ্বাস করব। রাসূলুল্লাহ (স) তাদের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন। এ পরিপ্রেক্ষিতেই আল্লাহ তা'আলা وَاَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ وَلَاتَتَّبِعْ اَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ اَنْ يَّفْتِنُوْكَ عَنْ بَعْضِ مَااَنْزَلَ اللّٰهُ হতে لِقَوْمٍ يُّوْقِنُوْنَ পর্যন্ত সূরা মাইদার এ আয়াত দু'টি নাযিল করেন।

১২১৫১. ইবন যায়দ (র) আলোচ্য আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন, এখানে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, ইয়াহূদীরা আপনাকে বলবে, এ সম্পর্কে তাওরাতের বিধান হচ্ছে এরূপ, অথচ তাওরাতের বিধান কি, তা আমি আপনাকে জানিয়ে দিয়েছি। এরপর ইবন যায়দ (র) তিলাওয়াত করেন– (সূরা মায়িদা–৪৫)

১২১৫২. হযরত শা'বী (র) আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন, কিতাবীদের মধ্যে মাজূসী (অগ্নি পূজারী) সম্প্রদায়ও অন্তর্ভুক্ত।

মহান আল্লাহর বাণী—

(٥٠) اَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُوْنَ ، وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُّوْقِنُوْنَ ۵

৫০. এরা কি বর্বরতা যুগের মীমাংসা চায়? বিশ্বাসী লোকদের নিকট মীমাংসার ব্যাপারে আল্লাহ পাকের চেয়ে উত্তম কে হবে?

ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবী (স)-কে বলছেন, যে সব ইয়াহূদী বিচারপ্রার্থী হয়ে আপনার কাছে এল, এরপর আপনি ন্যায়ানুগ বিচার করলেন, অথচ তারা তা মানল না; তাহলে তারা কি জাহিলী যুগের বিধিবিধান কামনা করে?

حُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ এর অর্থ মুশরিকদের মধ্যে যারা প্রতিমা পূজারী, তাদের আইন-কানূন। আল্লাহ পাক বলছেন, তারা এটা কি করে কামনা করে যেখানে তাদের কাছে রয়েছে আল্লাহর কিতাব এবং তাতে উল্লেখ আছে যে, আপনি তাদের যে বিচার নিষ্পত্তি করেছেন, সেটাই যথার্থ ও সঠিক। এর বিপরীত ফয়সালা বৈধ নয়।

এরপর আল্লাহ তা'আলা সেই ইয়াহূদীদেরকে যারা রাসূলে কারীম (স)-এর ফয়সালা প্রত্যাখ্যান করে– তিরস্কার করে এবং তাদের কাজকে অজ্ঞতাপ্রসূত সাব্যস্ত করে বলেন, হে ইয়াহূদী সম্প্রদায়! কে সে ব্যক্তি , যে আল্লাহর একত্ব ও তাঁর রাবুবিয়্যাতে বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য বিধান দানে আল্লাহ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর? অর্থাৎ আল্লাহ পাকের বিধান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বিধান আর কি আছে বল তো– যদি তোমরা বিশ্বাস করে থাক যে, তোমাদের একজন প্রতিপালক আছেন এবং তোমরা তার একত্বে বিশ্বাসী? মুজাহিদ (র) হতেও অনুরূপ ব্যাখ্যা বর্ণিত আছে।

১২১৫৩. মুজাহিদ (র) বলেন, أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُوْنَ আয়াতে ইয়াহূদী সম্প্রদায়ের কথা বলা হয়েছে।

১২১৫৪. মুজাহিদ (র) হতে বিভিন্ন সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে।

মহান আল্লাহর বাণী—

(৫১) يَٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُوْدَ وَالنَّصٰرٰٓى أَوْلِيَآءَ ۘ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۚ وَمَنْ يَّتَوَلَّهُمْ مِّنْكُمْ فَإِنَّهٗ مِنْهُمْ ۗ إِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ○

৫১. হে মু'মিনগণ! তোমরা ইয়াহূদী ও খৃষ্টানদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করবেনা; তারা পরস্পর পরস্পরের বন্ধু। তোমাদের মধ্যে কেউ তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করলে সে তাদেরই একজন হবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ যালিম সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না।

ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, এ আয়াতে কার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, তা নিয়ে ব্যাখাকারগণের একাধিক মত রয়েছে, যদিও আদেশ সকল মু'মিনের প্রতি সমানভাবে প্রযোজ্য। কোন কোন ব্যাখ্যাকার বলেন, 'আব্দুল্লাহ ইবন উবাই ইবন সালূলের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (স)-এর প্রতি ইয়াহূদীদের শত্রুতা প্রকাশ পাওয়ার পর হযরত 'উবাদা (রা) তাদের সঙ্গের মৈত্রী ত্যাগ করেছিলেন, কিন্তু 'আব্দুল্লাহ ইবন উবাই পূর্বের মতই তাদের সাথে বন্ধুত্ব রক্ষা করেছিল। এ সম্পর্কেই আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাযিল করেন এবং প্রিয় নবী (স)-কে জানিয়ে দেন যে, 'আব্দুল্লাহ ইবন উবাই যখন তাদের বন্ধুত্বে অটল থাকল, তখন সে তাদেরই একজন হয়ে গেল, যেহেতু সে মহান আল্লাহ ও তাঁর প্রিয় রাসূলকে ত্যাগ করেছে, যেমন তারাও তাকে বর্জন করেছেন।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১২১৫৬. 'আতিয়্যা ইবন সা'দ (রা) বর্ণনা করেন, বানূ'ল হারিছ ইবনূ'ল খাযরাজ গোত্রের 'উবাদা ইবনু'স-সামিত রাসূলু'ল্লাহ (স)-এর নিকট এসে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! ইয়াহূদীদের মধ্যে আমার বহুসংখ্যক বন্ধু আছে। আমি আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূলের জন্য তাদের বন্ধুত্ব পরিত্যাগ করছি এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকেই বন্ধুরূপে গ্রহণ করছি। 'আব্দুল্লাহ ইবন উবাই বলল, আমার বিপদ-আপদের ভয় আছে। কাজেই, আমি আমার বন্ধুদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করব না। রাসূলু'ল্লাহ (স) 'আব্দুল্লাহ ইবন উবাইকে বললেন, হে আবুল হুবাব! ইয়াহূদীদের বন্ধত্বের কারণে তুমি 'উবাদা ইবনূ'স সামিতের প্রতি যে কার্পণ্য করবে, তার দায়-দায়িত্ব তোমারই উপর বর্তাবে, তার উপর নয়। সে বলল, স্বীকার করে নিলাম। এ পরিপ্রেক্ষিতেই يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارٰى اَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضٍ হতে فَتَرَى الَّذِيْنَ فِى قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ পর্যন্ত সূরা মায়িদাহ্র এ দু'খানা আয়াতে করীমাহ্ নাযিল হয়।

১২১৫৭. ইমাম যুহরী (র) বর্ণনা করেন, বদর যুদ্ধে মুশরিকদের পরাজয় ঘটলে ইয়াহূদী বন্ধুদেরকে মুসলিমগণ বললেন, আল্লাহ তা'আলা বদর যুদ্ধে কাফিরদের অনুরূপ দশা তোমাদেরও ঘটানোর পূর্বে তোমরা মু'মিন হয়ে যাও। একথার উত্তরে মালিক ইবন সাইফ বলল, আরে, যুদ্ধ বিদ্যায় অনভিজ্ঞ কুরাইশদের পরাস্ত করে তোমরা দেখছি রীতিমত আত্মপ্রসাদ বোধ করছ। আমরা যদি তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সংকল্প নেই, তা হলে আমাদের সাথে তোমরা এক মুহূর্ত টিকতে পারবে না। অনন্তর হযরত 'উবাদা (রা) রাসূলু'ল্লাহ (স)-এর কাছে ছুটে গেলেন। বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার ইয়াহূদী বন্ধুরা অত্যন্ত কঠোর প্রাণ, তাদের সমরাস্ত্রও প্রচুর এবং তাদের বেশ প্রভাব-প্রতিপত্তি। আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে সাক্ষ্য রেখে তাদের বন্ধুত্ব-ত্যাগের ঘোষণা দিচ্ছি। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ভিন্ন আমার আর কোন বন্ধু নেই। 'আব্দুল্লাহ ইবন উবাইও সেখানে ছিল। সে বলল, তবে আমি ইয়াহূদীদের বন্ধুত্ব ত্যাগ করছি না। তাদের ছাড়া আমার চলবে না। রাসূলুল্লাহ (স) বললেন, হে আবূ হুবাব! তুমি যে 'উবাদার উপর ইয়াহূদীগণের বন্ধুত্বকে প্রাধান্য দিচ্ছ, এর দায়ভার যে তোমারই উপর বর্তাবে, তার উপর নয়, তা চিন্তা করেছ? সে বলল, আমি তা স্বীকার করে নিচ্ছি। এ পরিপ্রেক্ষিতেই আল্লাহ তা'আলা يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارٰى اَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضٍ হতে وَاللّٰهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ পর্যন্ত ওহী নাযিল করেন।

১২১৫৮. 'উবাদা ইবনু'স-সামিত (রা) হতে বর্ণিত আছে যে, বানূ কায়নুকা গোত্রের ইয়াহূদীরা যখন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হল, তখন 'আব্দু'ল্লাহ ইবন উবাই তাদের বন্ধুত্বে অবিচল থাকল এবং তাদের সমর্থন করল। অন্যদিকে বানূ'আওফ ইবু'ল-খাযরাজ গোত্রের 'উবাদা ইবনু'স-সামিত (রা), ইয়াহূদীদের সাথে যার 'আব্দু'ল্লাহ ইবন উবাইর মতই বন্ধুত্ব ছিল, রাসূলু'ল্লাহ (স)-এর কাছে ছুটে গেলেন এবং তাদের সাথে বন্ধুত্ব ত্যাগের ঘোষণা দিয়ে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বন্ধুত্বেই পরিতৃপ্ত থাকলেন। তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি তাদের বন্ধুত্ব ত্যাগ করে মহান আল্লাহ তাঁর রাসূল এবং মু'মিনগণের

দিকে ছুটে এসেছি। আমি আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং মু'মিনদেরকেই বন্ধুরূপে গ্রহণ করছি। কাফিরদের সাথে আর আমার কোন বন্ধুত্ব ও মৈত্রী থাকল না। তাঁর ও 'আব্দু'ল্লাহ ইবন উবাই সম্পর্কেই সূরা মাইদার এ আয়াতসমূহ নাযিল হয়। يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَ تَتَّخِذُوا الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارٰى اَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضٍ

অন্যান্য তাফসীরকারগণের মতে এ আয়াত নাযিল হয়েছে একদল মু'মিন সম্পর্কে, যারা উহুদ যুদ্ধে মুশরিকদের হাতে মু'মিনগণের বিপদগ্রস্থ হওয়ার পর ইয়াহূদীদের সাথে সহযোগিতা চুক্তি করতে মনস্থ করেছিল। আল্লাহ তা'আলা এ আয়াতে তাদেরকে এরূপ পদক্ষেপ নিতে বারণ করেন এবং জানিয়ে দেন যে, কেউ এরূপ করলে সে তাদেরই একজন গণ্য হবে।

যাঁরা এ মত পোষণ করেন ঃ

১২১৫৯. হযরত সুদ্দী (র) يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَ تَتَّخِذُوا الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارٰى اَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَّتَوَلَّهُمْ مِّنْكُمْ فَاِنَّهُ مِنْهُمْ -এর শানে নুযূল সম্পর্কে বলেন, উহুদ যুদ্ধের পর একদল মুসলিম চিন্তিত হয়ে পড়ল। তাদের ভয় হল যে, কাফিররা তাদের উপর আধিপত্য বিস্তার করতে পারে। তাদের একজন বলল, আমি দাহলাক নামের ইয়াহূদীর সাথে দেখা করব এবং তার পক্ষ হতে নিরাপত্তা চেয়ে নিজেকে ইয়াহূদীরূপে পরিচয় দেব। আমার আশংকা হয় আমাদের উপর ইয়াহূদীদেরই আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হবে। আরেকজন বলল, আমি বরং সিরিয়ার জনৈক খৃষ্টানের সাথে দেখা করব এবং তার পক্ষ হতে নিরাপত্তার নিশ্চয়তা নিয়ে নিজেকে খৃষ্টানরূপে পরিচয় দেব। আল্লাহ তা'আলা তাদের উভয়কে এ কাজে নিষেধ করেই এ আয়াত নাযিল করেন– يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَ تَتَّخِذُوا الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارٰى اَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَّتَوَلَّهُمْ مِّنْكُمْ فَاِنَّهُ مِنْهُمْ اِنَّ اللّٰهَ لاَ يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ

কারও মতে এর দ্বারা আবূ লুবাবা ইবন 'আব্দু'ল-মুনযির (র)-কে বোঝান হয়েছে। কারণ বানূ কুরায়যা যখন হযরত সা'দ (রা)-এর নির্দেশে আত্মসমর্পণ করতে সম্মত হয়, তখন তিনি তাদেরকে ইঙ্গিতে জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, পরিণাম যবাই ছাড়া কিছু নয়। সে প্রেক্ষিতেই এ আয়াত অবতীর্ণ হয়।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১২১৬০. 'ইকরিমা (র) يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَ تَتَّخِذُوا الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارٰى اَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَّتَوَلَّهُمْ مِّنْكُمْ فَاِنَّهُ مِنْهُمْ -এর শানে নুযূল সম্পর্কে বলেন, আবু লুবাবা ইবন 'আব্দু'ল-মুনযির ছিলেন বানূ আওসের শাখা বানূ 'আমর ইবন 'আওফের লোক। বানূ কুরায়যা হযরত রাসূলু'ল্লাহ (স)-এর সাথে কৃত চুক্তি ভংগ করার পর যখন আত্মসমর্পণ করে দূর্গ ত্যাগের সিদ্ধান্ত নেয়, তখন প্রিয়নবী (স) আবূ লুবাবা (রা)-কে তাদের কাছে পাঠিয়েছিলেন। তিনি নিজের গলদেশ দেখিয়ে তাদেরকে জানিয়ে দেন যে, যবাই, যবাই-ই পরিণাম।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, এ ব্যাপারে আমার মতে সঠিক কথা হলো, আল্লাহ তা'আলা সকল মু'মিনকে নিষেধ করেছেন, যেন-আল্লাহ ও রাসূলে বিশ্বাসীদের পরিবর্তে তারা ইয়াহূদী-নাসারাকে মিত্র ও বন্ধুরূপে গ্রহণ না করে। সেই সঙ্গে জানিয়ে দিয়েছেন, যারা আল্লাহ, রাসূল ও মু'মিনদের ছেড়ে তাদেরকে বন্ধু, মিত্র ও সাহায্যকারীরূপে গ্রহণ করবে, তারা তাদেরই সাথে থাকবে আল্লাহ, রাসূল ও মু'মিনগণের বিরোধী দলের বলে গণ্য হবে। আল্লাহ— রাসূলের সাথে তাদের কোন সম্পর্ক থাকবে না। তবে আয়াতটি হযরত 'উবাদা ইবনু'স-সামিত (রা) 'আব্দু'ল্লাহ-ইবন উবাই ইবন সালূল ও তাদের ইয়াহূদী মিত্রদের সম্পর্কে কিংবা বানূ কুরায়যার গঠিত কর্মের কারণে হযরত আবূ লুবাবা (রা) সম্পর্কেও নাযিল হতে পারে। অথবা সেই দু'ব্যক্তি সম্পর্কেও নাযিল হতে পারে, যাদের সম্পর্কে হযরত সুদ্দী (র) বর্ণনা করেছেন যে, তাদের একজন দাহলাক নামক ইয়াহূদীর সাথে এবং অন্যজন সিরিয়ার জনৈক খৃষ্টানের সাথে মিলিত হওয়ার ইচ্ছা করেছিল। তবে শেষোক্ত ঘটনাত্রয় সম্পর্কে এ আয়াত নাযিল হয়েছে বলে এমন কোন হাদীস নেই, যাকে প্রমাণরূপে গ্রহণ করা যেতে পারে। কাজেই আমি প্রথমে যে কথা বলেছি, সেটাকেই সঠিক বলে স্বীকার করতে হবে।

অতএব, আয়াতের বাহ্য অবস্থা অনুযায়ী ব্যাপক অর্থ গ্রহণই সমীচীন। তবে তাফ্সীরবেত্তাগণের থেকে যা বর্ণিত হয়েছে, তাও সঠিক হতে পারে, যেহেতু তার বিরুদ্ধে কোন দলীল আমাদের হাতে নেই। হাঁ, এতটুকু নিশ্চিত বলা যায় যে, এ আয়াতটি এমন কোন মুনাফিক সম্পর্কেই নাযিল হয়েছে, যে কালচক্রের ভয়ে ভীত হয়ে কোন ইয়াহূদী বা খৃষ্টানকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছিল। কেননা এর পরবর্তী আয়াত একথার প্রমাণ বহন করে। ইরশাদ হয়েছে– فَتَرَى الَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ يُّسَارِعُوْنَ فِيْهِمْ يَقُوْلُوْنَ نَخْشٰى اَنْ تُصِيْبَنَا دَائِرَةٌ অর্থাৎ, যাদের অন্তঃকরণে ব্যাধি রয়েছে, তুমি তাদেরকে সত্বর তাদের সাথে মিলিত হতে দেখবে এই বলে যে, আমাদের আশংকা হয় আমাদের ভাগ্য বিপর্যয় ঘটবে।

بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضٍ অর্থাৎ মুসলিমগণের বিরুদ্ধে এক ইয়াহূদী অপর ইয়াহূদীর সহযোগী এবং তাদের বিরুদ্ধে তারা সকলে সংঘবদ্ধ। নাসারাদের অবস্থাও তদ্রূপ। তারাও তাদের ভিন্ন ধর্মাবলম্বী ও অপর আদর্শবাদীদের বিরুদ্ধে পরস্পর সহযোগী। এর দ্বারা আল্লাহ তা'আলা মু'মিনগণকে অবগত করছেন যে, যে কেউ তাদের বা তাদের কোন একজনের মিত্র হবে, সে তাদের মিত্র হবে তাদের প্রতিপক্ষ তথা মু'মিনদের বিরুদ্ধে। ইয়াহূদী-নাসারার মতই সে মু'মিনগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধকারী সাব্যস্ত হবে। মহান আল্লাহ বলেন, কাজেই হে মু'মিনগণ! তোমরা পরস্পরে একে অন্যের বন্ধু হও এবং ইয়াহূদী-নাসারার বিরুদ্ধে যুদ্ধরত থাক, যেমন, তারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত এবং একে অপরের বন্ধু। পক্ষান্তরে, তোমাদের কেউ তাদের সাথে বন্ধুত্ব করলে সে যেন মু'মিনগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ও তাদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ ঘোষণা করল এবং কেটে ফেলল তাদের মৈত্রী সম্পর্ক।

وَمَنْ يَّتَوَلَّهُمْ مِّنْكُمْ فَاِنَّهُ مِنْهُمْ -এর ব্যাখ্যা ঃ ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, আল্লাহ তা'আলা বলেন, যে ব্যক্তি মু'মিনগণের পরিবর্তে ইয়াহূদী ও খৃষ্টানকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করবে এবং মু'মিনদের বিরুদ্ধে তাদের সাহায্য-সহযোগিতা করবে, সে তাদেরই ধর্ম ও আদর্শভুক্ত হয়ে যাবে। কারণ,

একজন অপর একজনকে তখনই বন্ধুরূপে গ্রহণ করতে পারে, যখন সে তার ব্যক্তি-চরিত্র ও ধর্মাদর্শ এবং তার সবকিছু পছন্দ করে নেয়। আর এভাবে তার ব্যক্তি-চরিত্র ও ধর্মাদর্শ পসন্দ করে নেওয়ার পর তার বিপরীত সবকিছুকে সে অপসন্দ ও ঘৃণা করতে শুরু করে। ফলে তখন উভয়ের জন্য একই আইন বর্তায়। এ জন্যই কোন কোন ইমাম যবহ বিবাহ ইত্যাদি ক্ষেত্রে বানূ তাগিলবের নাছারাদের জন্য বানী ইসরাঈলের নাসারাদের অনুরূপ বিধান সাব্যস্ত করেন। কারণ বানূ তাগলিব ছিল তাদের মিত্র। তারা তাদের ধর্মাদর্শ পসন্দ করত এবং প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে তাদের সাহায্য-সহযোগিতা করত। অথচ উভয়ের বংশ পরম্পরা ও মৌল ধর্মাদর্শ ছিল পরস্পর বিরুদ্ধ।

এর দ্বারা আমাদের পূর্বোক্ত কথার বিশুদ্ধতা সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয় যে, যে ব্যক্তি কোন ধর্মাদর্শ সমর্থন করে তার উপর সে ধর্মাবলম্বীদের অনুরূপ বিধানই বর্তায়– তা সে ধর্মের সমর্থন ইসলাম আবির্ভাবের পূর্বেই করুক কিংবা পরে। তবে আমাদের ধর্মাবলম্বী তথা কোন মুসলিম যদি অন্য কোন ধর্মাদর্শ গ্রহণ করে লয়, তবে তার ক্ষেত্রে উক্ত নিয়ম প্রযোজ্য নয়। কেননা, সে যে ধর্মাদর্শ সমর্থন করতঃ তা গ্রহণ করে নিয়েছে, তাকে কিছুতেই তাতে বহাল রাখা যাবে না। তাকে তার ধর্মচ্যুতি ও ইসলাম ত্যাগের শাস্তিতে হত্যা করা হবে– যদি না শাস্তি আরোপের পূর্বে সে ইসলামে ফিরে আসে।

এমনিভাবে এতদ্বারা তাদের কথাও ভুল প্রমাণিত হয়, যারা বলেন, কেবল ইসরাঈলী কিংবা কুরআন নাযিলের পূর্বে যারা ইসরাঈলী দীন অবলম্বন করে নিয়েছে, তারা ভিন্ন আর কেউ কিতাবীদের ধর্মাদর্শ গ্রহণ করলে তার উপর সে ধর্মের বিধান বর্তাবে না। পাক কুরআন নাযিলের পর যে ব্যক্তি তাদের ধর্ম গ্রহণ করবে, অথচ ইতিপূর্বে সে তাদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না; না জাতিগত দিক থেকে, না গোত্রীয়ভাবে, তার প্রতি উক্ত ধর্মের বিপরীত আইনই জারি হবে।

তাফসীর বেত্তাগণের মধ্যে যারা আমার ব্যাখ্যার অনুরূপ ব্যাখ্যা করেছেন, নিম্নে তাদের উদ্ধৃতি দেওয়া গেল।

১২১৬১. হযরত সা'ঈদ ইবন জুবাইর (র) বলেন, হযরত ইবন 'আব্বাস (রা)-কে 'আরব খৃষ্টানদের যবহ করা পশু সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি এ আয়াত পাঠ করে শোনান– وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَاِنَّهُ مِنْهُمْ

১২১৬২. হযরত 'আলী ইবন আবূ তালহা (র) বর্ণনা করেন, হযরত ইবন 'আব্বাস (রা) يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُوْدَ وَالنَّصٰرٰى اَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَاِنَّهُ مِنْهُمْ -এর ব্যাখ্যায় বলেন, এটা যবহ করা পশু সম্পর্কে। যদি কেউ কোন সম্প্রদায়ের দীন কবূল করে তবে এ ব্যাপারে সে তাদেরই একজন বলে গণ্য হবে।

১২১৬৩. হযরত 'ইকরিমা (র) বর্ণনা করেন, হযরত ইবন 'আব্বাস (রা) বলেছেন, তোমরা বানূ তাগলিবের যবহ করা গোশত খাও এবং তাদের মেয়েদের বিবাহ কর। কেননা, আল্লাহ তা'আলা তাঁর কিতাবে ইরশাদ করেছেন– يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُوْدَ وَالنَّصٰرٰى اَوْلِيَاءَ

بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِّنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ এ আয়াত দ্বারা বোঝা যায় কেবল বন্ধুত্বের কারণেই তারা তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

১২১৬৪. হযরত হাসান বসরী (র) আরব খৃষ্টানদের যবহ করা (পশু-পাখী খাওয়া) এবং তাদের মেয়েদের বিবাহ করা দোষণীয় মনে করতেন না। তিনি এ প্রসঙ্গে এই আয়াত পাঠ করতেন- يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِّنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ

১২১৬৫. হারুন ইব্ন ইবরাহীম (র) হতে বর্ণিত। হযরত ইবন সীরীন (র)-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, যদি কোন ব্যক্তি খৃষ্টানদের কাছে যমীন বিক্রয় করে, যাতে তারা গীর্জা নির্মাণ করবে, তবে তার হুকুম কি? জওয়াবে তিনি পাঠ করলেন لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ

إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ -এর ব্যাখ্যা ঃ ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, আল্লাহ তা'আলা এ বাক্যে বলছেন যে, যারা অপাত্রে বন্ধুত্ব স্থাপন করে অর্থাৎ ইয়াহূদী ও নাসারা সম্প্রদায় আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং মু'মিনগণের দুশমন হওয়া সত্ত্বেও যারা মু'মিনগণের পরিবর্তে তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে এবং তাদের সাহায্য-সহযোগিতা করে, আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে হিদায়াতের তাওফীক দেন না। কেননা, যে ব্যক্তি তাদের সাথে বন্ধুত্ব করে, সে তো আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও মু'মিনগণের সাথে যুদ্ধকারী।

الظلم। -এর অর্থ ইতিপূর্বে সবিস্তারে বর্ণিত হয়েছে যে, এর অর্থ কোন বস্তু এমন স্থানে রাখা, যেটা মূলত; তার স্থান নয়। এ স্থলে পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন।

মহান আল্লাহর বাণী—

(٥٢) فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ ۚ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِندِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ ۝

৫২. আর যাদের অন্তকরণে ব্যাধি রয়েছে, তুমি তাদেরকে অবিলম্বে তাদের সাথে মিলিত হতে দেখবে এই বলে যে, "আমাদের আশংকা হয় আমাদের ভাগ্য বিপর্যয় ঘটবে।" হয়ত আল্লাহ বিজয় অথবা তাঁর নিকট হতে এমন কিছু দেবেন, যাতে তারা তাদের অন্তরে যা গোপন রেখেছিল তার জন্য অনুতপ্ত হবে।

এ আয়াতে কাদের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, তা নিয়ে ব্যাখ্যাকারগণের মধ্যে একাধিক মত রয়েছে। তাঁদের কেউ কেউ বলেন, এর দ্বারা 'আব্দুল্লাহ ইবন উবাই ইবন সালূলকে বোঝান হয়েছে।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১২১৬৬. 'আতিয়্যা ইবন সা'দ (র) বলেন, فَتَرَى الَّذِيْنَ فِىْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ (যাদের অন্তরে ব্যাধি আছে)-দ্বারা 'আব্দু'ল্লাহ ইবন উবাইর প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। يُسَارِعُوْنَ فِيْهِمْ (তারা তাদের দিকে ধাবিত হয়) অর্থ তাদের বন্ধুত্বের দিকে। يَقُوْلُوْنَ نَخْشٰى اَنْ تُصِيْبَنَا دَائِرَةٌ এর অর্থ (তারা বলে আমাদের আশংকা আমাদের ভাগ্য বিপর্যয় ঘটবে)। এভাবে 'আতিয়্যা পুরো আয়াতটি পাঠ করেন।

১২১৬৭. 'উবাদা ইবনু'স- সামিত (রা)-এর পৌত্র 'উবাদা ইবনু'ল-ওয়ালীদ (র) বলেন- আয়াতাংশে 'আব্দু'ল্লাহ ইবন উবাইকে বোঝান হয়েছে। সে বলত আমার আশংকা হয় আমার কোন বিপর্যয় ঘটবে। তার এ কথাই আয়াতে ব্যক্ত হয়েছে।

অন্যান্য ব্যাখ্যাকারগণ বলেন- এ আয়াত একদল মুনাফিক সম্পর্কে অবতীর্ণ। তারা ইয়াহূদীদের শুভাকাংখী ছিল আর মুসলিমদের সাথে রূঢ় আচরণ করত। তারা বলত, ইয়াহূদীরাই মুসলমানদের উপর জয় লাভ করবে।

যাঁরা এ মত পোষণ করেন ঃ

১২১৬৮. মুজাহিদ (র) হতে বর্ণিত। আলোচ্য আয়াতে মুনাফিকদের কথা বলা হয়েছে। তারা ইয়াহূদীদের সাথে অন্তরঙ্গ ছিল। তাদের সাথে গোপন আলাপ আলোচনা করত। তারা ইয়াহূদী ধাত্রীদের কাছে নিজেদের শিশুদের দুধ পানের দায়িত্ব দিত। তারা বলত- نَخْشٰى اَنْ تُصِيْبَنَا دَائِرَةٌ (আমাদের আশংকা হয় আমাদের ভাগ্য বিপর্যয় ঘটবে)। অর্থাৎ ইয়াহূদীরা বিজয় লাভ করবে।

১২১৬৯. আল-মুছান্না (র)-এর সূত্রেও মুজাহিদ (র)-হতে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

১২১৭০. কাতাদা (র) আলোচ্য আয়াতটি পাঠ করে বলেন, এতে কিছু সংখ্যক মুনাফিকের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। তারা মুমি'নদের পরিবর্তে ইয়াহূদীদের ভাল বাসত এবং তাদের কল্যাণ কামনা করত।

১২১৭১. সুদ্দী (র)-এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন مَرَضٌ অর্থ দ্বিধা, সন্দেহ এবং دَائِرَةٌ মানে তাদের উপর মুশরিকদের বিজয়।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, আমার মতে আয়াতের এ ব্যাখ্যাই সঠিক যে, এখানে আল্লাহ তা'আলা কিছু সংখ্যক মুনাফিক সম্পর্কে এই সংবাদ দিয়েছেন যে, তারা ইয়াহূদী নাসারার প্রতি আন্তরিক ছিল এবং মু'মিনদের সাথে প্রতারণা করত। তারা বলত, আমাদের আশংকা হয় কালচক্র মুসলমানদের বিরুদ্ধে যাবে এবং ইয়াহূদী-নাসারা কিংবা অংশীবাদী পৌত্তলিকদের ভাগ্য সুপ্রসন্ন হবে। অথবা মুনাফিক সম্প্রদায়ের কোন বিপর্যয় ঘটবে, তখন আমাদেরকে ইয়াহূদী-নাসারার দ্বারস্থ হতে হবে।

এ উক্তি আব্দু'ল্লাহ ইবন উবাই'র অথবা অন্য কারো হতে পারে। তবে এ উক্তি যে মুনাফিকের, তাতে সন্দেহ নেই। এ অবস্থায় আয়াতের অর্থ হল, হে মুহাম্মাদ! আপনি সত্বর দেখবেন যাদের অন্তরে ব্যাধি,

অর্থাৎ আপনার নবুওয়াত এবং স্বীয় প্রতিপালকের পক্ষ হতে আপনি যা কিছু নিয়ে আবির্ভূত হয়েছেন, সে সম্পর্কে যাদের অন্তরে সন্দেহ বিরাজমান, তারা ইয়াহূদী নাসারার সাথে বন্ধুত্ব স্থাপনের জন্য দ্রুত অগ্রসর হয়। সে সব মুনাফিকরা বলে, আমরা তো এ আশংকায় ইয়াহূদী-নাসারার সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে যাই যে, আমাদের শত্রুদের পক্ষ হতে আমাদের কোন বিপর্যয় ঘটতে পারে।

الدَّائِرَةُ। অর্থ ঘূর্ণন, চক্র। কবি বলেন–

تَرُدُّ عَنكَ القَدَرَ المَقْدُورَا - وَدَائِرَاتِ الدَّهرِ أَن تَدُورَا

তোমার উপর থেকে ফিরিয়ে দেওয়া হয় অবধারিত ভাগ্য

কালচক্রের আবর্তন তোমা হতে করা হয় রদ।

অর্থাৎ কালচক্রের আবর্তনে আমাদের কোন বিপর্যয় ঘটতে পারে। তখন তাদের সাহায্য আমাদের অপরিহার্য হয়ে পড়বে। এ জন্যই আমরা তাদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করি। আল্লাহ তা'আলা তাদের জওয়াবে বলছেন– فَعَسَى اللّٰهُ أَنْ يَّأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِنْدِهِ فَيُصْبِحُوْا عَلٰى مَاأَسَرُّوْا فِيْ أَنْفُسِهِمْ نَادِمِيْنَ অচিরেই আল্লাহ বিজয় অথবা তার নিকট হতে এমন কিছু দিবেন যাতে তারা তাদের অন্তরে যা গোপন রেখেছিল তজ্জন্য অনুতপ্ত হবে। (আয়াত নং- ৫২)

فَعَسَى اللّٰهُ أَنْ يَّأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِنْدِهِ فَيُصْبِحُوْا عَلٰى مَاأَسَرُّوْا فِيْ أَنْفُسِهِمْ نَادِمِيْنَ-এর ব্যাখ্যা ঃ ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, فَعَسَى اللّٰهُ أَنْ يَّأْتِيَ بِالْفَتْحِ অর্থ, হয়ত আল্লাহ তা'আলা বিজয় দান করবেন।

الفتح।-এর ব্যাখ্যা সম্পর্কে তাফসীরকারগণের একাধিক মত রয়েছে। কেউ বলেন, এ স্থলে الفتح। দ্বারা ফয়সালা বোঝান হয়েছে।

যাঁরা এ মত পোষণ করেন ঃ

১২১৭২. হযরত কাতাদা (র) বলেন, فَعَسَى اللّٰهُ أَنْ يَّأْتِيَ بِالْفَتْحِ অর্থ অচিরেই আল্লাহ তা'আলা ফয়সালা দান করবেন। অন্যান্য তাফসীরকারগণের মতে এর অর্থ মক্কা বিজয়।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১২১৭৩. হযরত সুদ্দী (র) বলেন– فَعَسَى اللّٰهُ أَنْ يَّأْتِيَ بِالْفَتْحِ অর্থ অচিরেই আল্লাহ তা'আলা মক্কা বিজয় করাবেন।

আরবী ভাষায় الفتح। শব্দটি القضاء। (ফয়সালা) অর্থে ব্যবহৃত হয়, যেমন হযরত কাতাদা (র) বলেছেন। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَ بَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ—হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের ও আমাদের সম্প্রদায়ের মধ্যে ন্যায্যভাবে ফয়সালা করে দাও (আ'রাফঃ ৮৯)।

তবে এ আয়াতে যে ফয়সালার প্রতিশ্রুতি আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নবী মুহাম্মাদ (স)-কে দিয়েছেন, সেটা মক্কা বিজয়ও হতে পারে। কেননা, মক্কা বিজয় ছিল আল্লাহ্ তা'আলার একটি মহা মীমাংসা। এর দ্বারা তিনি মু'মিন ও কাফিরদের মধ্যে চূড়ান্ত ফয়সালা করেছিলেন। মক্কা বিজয় কাফির ও মুনাফিকদের কাছে এটা সপ্রমাণ করে দিয়েছিল যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বাণীকে সমুন্নত করেই ছাড়বেন এবং তিনি কাফিরদের চক্রান্ত নস্যাত করেই দেবেন।

أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِنْدِهِ এর ব্যাখ্যা ঃ

১২১৭৪. হযরত সুদ্দী (র) أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِنْدِهِ এর الامر। অর্থ জিয্ইয়া কর।

হতে পারে এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা তার নবী (স)-কে যে الامر। -এর প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তার অর্থ জিয্ইয়াহ। এর অন্য অর্থও হতে পারে। তবে অর্থ যাই হোক, সেটা যে কাফিরদের বিরুদ্ধে মুসলিমগণের জন্য মঙ্গলজনক এবং মুনাফিকদের জন্য অপ্রীতিকর, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা করে দিয়েছেন যে, সেটা সাধিত হলে পরে মুনাফিকরা তাদের গোপন কর্ম-কান্ডের কারণে অনুতপ্ত হবে।

فَيُصْبِحُوْا عَلٰى مَا اَسَرُّوْا فِىْ اَنْفُسِهِمْ نٰدِمِيْنَ অর্থাৎ যে সকল মুনাফিক ইয়াহীদী ও নাসারাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে, তারা তাদের এই গোপন বন্ধুত্ব এবং মুসলিম-বিদ্বেষের কারণে সে দিন অনুতাপ-দগ্ধ হবে, যে দিন আল্লাহ্ তা'আলা ইয়াহূদী-নাসারা ও অপরাপর কাফিরদের বিরুদ্ধে মুসলিমগণের ভাগ্য প্রসন্ন করবেন, যেমন–

১২১৭৫. হযরত কাতাদা (র) বলেন– فَيُصْبِحُوْا عَلٰى مَا اَسَرُّوْا فِىْ اَنْفُسِهِمْ نٰدِمِيْنَ -এর অর্থ, তারা তাদের অন্তরে যে ইয়াহূদী-প্রীতি এবং ইসলাম ও মুসলিম-বিদ্বেষ গোপন রাখত, তজ্জন্য অনুতপ্ত হবে।

মহান আল্লাহ্র বাণী—

(৫৩) وَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَهٰٓؤُلَآءِ الَّذِيْنَ اَقْسَمُوْا بِاللّٰهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ ۙ اِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ ۚ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فَاَصْبَحُوْا خٰسِرِيْنَ ○

৫৩. আর মু'মিনগণ বলবে, "এরাই কি তারা, যারা আল্লাহ্র নামে দৃঢ় শপথ করেছিল যে, তারা তোমাদের সঙ্গেই আছে?" তাদের কার্য নিষ্ফল হয়েছে, পরিণামে তারা হয়েছে ক্ষতিগ্রস্ত।

ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, وَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا এর পাঠ পদ্ধতি নিয়ে কিরা'আত বিশেষজ্ঞগণের একাধিক মত রয়েছে। মদীনাবাসী কিরাআত বিশেষজ্ঞগণ পাঠ করেন– فَيُصْبِحُوْا

عَلٰى مَا اَسَرُّوْا فِىْ اَنْفُسِهِمْ نَادِمِيْنَ وَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَهٰؤُلاَءِ الَّذِيْنَ اَقْسَمُوْا بِاللّٰهِ অর্থাৎ তারা يَقُوْلُ -এর শুরুতে ওয়াও 'و' যোগ করেন না।

এ পাঠ হিসেবে আয়াতের অর্থ এরূপ, আল্লাহ্ তা'আলা যখন বিজয় বা তার নিকট হতে এমন কিছু দিবেন, যাতে মুনাফিকরা তাদের অন্তরে যা গোপন রেখেছিল, তজ্জন্য অনুতপ্ত হবে। মু'মিনগণ তাদের কপটতা, মিথ্যাচার এবং আল্লাহ তা'আলার প্রতি খল-বিশ্বাসের স্পর্ধা প্রদর্শন হেতু বিস্ময় প্রকাশ করে বলবে– এরাই কি তারা, যারা আল্লাহর নামে দৃঢ় শপথ করে বলেছিল যে, তারা আমাদেরই সাথে আছে, অথচ আমাদের সাথে ছিল তাদের মিথ্যা শপথ? হযরত মুজাহিদ (র)-ও তাঁর ব্যাখ্যায় এ কথাই বোঝাতে চেয়েছেন। যেমন–

১২১৭৬. হযরত মুজাহিদ (র) বলেন, فَعَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّاْتِىَ بِالْفَتْحِ اَوْ اَمْرٍ مِّنْ عِنْدِهٖ (অচিরেই আল্লাহ বিজয় অথবা তাঁর নিকট হতে একটা কিছু দিবেন) তখন– وَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَهٰؤُلاَءِ الَّذِيْنَ اَقْسَمُوْا بِاللّٰهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ اِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فَاَصْبَحُوْا خَاسِرِيْنَ

মু'মিনগণ বলবে, এরাই কি তারা যারা আল্লাহর নামে দৃঢ় শপথ করে বলেছিল যে, তারা তোমাদের সংগেই আছে? তাদের কার্য নিষ্ফল হয়েছে, পরিণামে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

মদীনাবাসীদের পঠিত মাসহাফে (কুরআনের কপিতে) ও আয়াতটি এভাবেই 'و' ব্যতিরেকে আছে।

জনৈক বসরাবাসী বিশেষজ্ঞ পাঠ করেন– وَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا অর্থাৎ 'و' সহযোগে এবং فَعَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّاْتِىَ بِالْفَتْحِ এর সাথে মিলিয়ে يقول কে منصوب (যবরযুক্ত) করে। তিনি বলেন, এর দ্বারা এ কথাই বোঝান যে, فَعَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّاْتِىَ بِالْفَتْحِ وَ عَسَى اَنْ يَّقُوْلَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا (হয়ত আল্লাহ বিজয় দান করবেন এবং হয়ত মু'মিনগণ বল্বে)। এ ছাড়া আয়াতের অন্য কোন অর্থ হতে পারে না। কেননা, এরূপ বলা বৈধ হবে না যে– وَ عَسَى اَنْ يَقُوْلَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا (অর্থাৎ অচিরেই আল্লাহ পাক মু'মিনগণকে বলবেন?)। এটা হলো اَكَلْتُ خُبْزًا وَلَبَنًا (আমি রুটি ও দুধ খেয়েছি)-এর অনুরূপ। এমনিভাবে কবি বলেন–

وَرَأَيْتِ زَوْجَكِ فِى الْوَغَى – مُتَقَلِّدًا سَيْفًا وَ رُمْحًا

তুমি দেখেছ তোমার পতিকে রণক্ষেত্রে
তরবারি ও বর্শা লটকানো অবস্থায়।

এ পাঠ পদ্ধতি অনুযায়ী আয়াতের অর্থ হবে এ রূপ— অচিরেই আল্লাহ তা'আলা মু'মিনগণ-কে বিজয় দান করবেন অথবা তার নিকট হতে এমন কিছু দান করবেন, যদ্বারা তাদের দুশমন কাফিরদের বিরুদ্ধে তাদের ভাগ্য-সুপ্রসন্ন করবেন। ফলে, মুনাফিকরা তাদের অন্তরে যা গোপন রাখত তজ্জন্য অনুতপ্ত হবে। আর অচিরেই মু'মিনগণ বলবে, এরাই কি তারা, যারা সুদৃঢ়ভাবে মিথ্যা শপথ করে বলত যে, তারা তোমাদেরই সাথে রয়েছে?

ইরাকীদের নিকট রক্ষিত মছহাফে (কুরআন মজীদে) 'و' সহযোগে এ আয়াত এভাবেই আছে وَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا

কূফী কিরা'আত বিশেষজ্ঞগণ পাঠ করেন– وَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا অর্থাৎ و সহযোগে এবং জয্‌ম ও নসব-দানকারী কারক হতে মুক্ত রেখে নতুন বাক্য হিসেবে মারফূ' তথা পেশ-যুক্ত করে।

এ হিসেবে আয়াতের অর্থ হবে, তখন মুনাফিকরা তাদের অন্তরে যা গোপন রাখত, সে জন্য অনুতপ্ত হবে। আর মু'মিনগণ বলবে....॥ يَقُوْلُ (তারা বলবে) একটি স্বতন্ত্র বাক্য হিসেবে পেশযুক্ত হবে।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, আমরা যে পাঠ পদ্ধতি অনুসরণ করি, তা হচ্ছে يَقُوْلُ অর্থাৎ 'و' সহযোগে এবং স্বতন্ত্র বাক্য হিসেবে মারফূ' বা পেশযুক্ত করে। আমাদের প্রাচ্যবাসীদের মাসহাফে (কুরআন শরীফ) আয়াতটি এভাবেই আছে।

এ হিসেবে আয়াতের অর্থ হবে, মুনাফিকরা তাদের অন্তরে যা গোপন রেখেছিল, সে জন্য অনুতপ্ত হবে। আর মু'মিনগণ বলবে, এরাই কি তারা, যারা সুদৃঢ়ভাবে মিথ্যা শপথ করে বলেছিল যে, তারা আমাদেরই সাথে রয়েছে?

আল্লাহ তা'আলা তাদের কপটতা ও কদর্য ক্রিয়াকলাপের অশুভ পরিণাম সম্পর্কে ঘোষণা করেন حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ অর্থাৎ তারা দুনিয়ায় যা-কিছু কর্ম করেছিল, তা নিষ্ফল হয়ে গেছে। তার কোন প্রতিদান ও পুরস্কার তারা পাবে না। কারণ সেসব কাজের পেছনে তাদের এ বিশ্বাস ছিল না যে, তাদেরকে তার প্রতিদান দেওয়া আল্লাহ পাকের জন্য অপরিহার্য। অনুরূপভাবে সেসব কাজের ক্ষেত্রে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি খাঁটি বিশ্বাসও ছিল না। বরং তারা তা এ জন্যই করত যে, এ অজুহাতে নিজেদের জান-মাল ও নারী-শিশুদেরকে মু'মিনদের হাত থেকে রক্ষা করবে। সওয়াব ও প্রতিদান পাওয়ার উদ্দেশ্য তাদের আদৌ ছিল না। তাই আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রতিদান বাতিল করে দিয়েছেন।

فَاَصْبَحُوْا خَاسِرِيْنَ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা যখন কাফিরদের বিরুদ্ধে মু'মিনদের বিজয় দান ও ভাগ্য প্রসন্ন করবেন, তখন সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে যে, আখিরাতের বদলে দুনিয়া খরীদ করে মুনাফিকরা যথার্থই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং চালাকিতে মার খেয়ে তারা নিজেদের ধ্বংস সাধন করেছে।

মহান আল্লাহ্‌র বাণী—

(٥٤) يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَنْ يَّرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهٖ فَسَوْفَ يَاْتِى اللّٰهُ بِقَوْمٍ يُّحِبُّهُمْ وَ يُحِبُّوْنَهٗۤ ۙ اَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اَعِزَّةٍ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ يُجَاهِدُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَ لَا يَخَافُوْنَ لَوْمَةَ لَاۤئِمٍ ؕ ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ○

৫৪. হে মু'মিনগণ! তোমাদের মধ্যে কেউ দীন হতে ফিরে গেলে আল্লাহ এমন এক সম্প্রদায় আনবেন, যাদের তিনি ভালবাসবেন এবং যারা তাঁকে ভালবাসবে; তারা মু'মিনদের প্রতি কোমল ও

কাফিরদের প্রতি কঠোর হবে; তারা আল্লাহর পথে জিহাদ করবে এবং কোন নিন্দুকের নিন্দার ভয় করবে না। এটি আল্লাহর অনুগ্রহ, যাকে ইচ্ছা তিনি দান করেন এবং আল্লাহ প্রাচুর্যময়, প্রজ্ঞাময়।

ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং তাঁর রাসূল মুহাম্মাদ (স)-যা এনেছেন তা স্বীকার করে নিয়েছে, তাদের সম্বোধন করে আল্লাহ পাক ঘোষণা দিয়েছেন যে, তোমাদের মধ্যে যে কেউ তার দীন হতে ফিরে গিয়ে তাকে পরিবর্তিত করে এবং ইয়াহূদী, খৃষ্টান কিংবা অন্য কোন জাতির কুফরী ধর্ম অবলম্বন করে, সে আল্লাহর বিন্দুমাত্র ক্ষতি করতে পারে না। বরং আল্লাহ তা'আলা তাদের স্থলে শীঘ্রই এমন একদল মু'মিনের আবির্ভাব ঘটাবেন, যারা তাদের দীন পরিবর্তন করেনি এবং তা ছেড়ে অন্য ধর্মে প্রবেশ করেনি। তারা হবে এসব ধর্মত্যাগী ও স্বধর্ম পরিবর্তনকারী সম্প্রদায় অপেক্ষাও উত্তম। তাদেরকে আল্লাহ তা'আলা ভাল বাসবেন এবং তারাও আল্লাহকে ভাল বাসবে।

এটা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে সেই সব লোকদের প্রতি সতর্কবাণী, যাদের সম্পর্কে তিনি জানতেন যে, নবী (স)-এর ওফাতের পরপরই তারা ধর্মদ্রোহী হয়ে যাবে এবং ইসলাম ত্যাগ করবে। সেই সাথে এ আয়াতে সে সব মু'মিনদের জন্য একটা প্রতিশ্রুতিও রয়েছে, যাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলার জানা ছিল যে, কোন অবস্থাতেই তারা দীন পরিবর্তন এবং তা ছেড়ে অন্য ধর্ম গ্রহণ করবে না। বাস্তবেও দেখা গেল যে, ওফাত মাত্রই যাযাবর শ্রেণীর কয়েকটি গোষ্ঠী এবং কিছু নগরবাসী ইসলাম ত্যাগ করেছে। আল্লাহ তা'আলা তাঁর ঘোষণা অনুযায়ী তাদের স্থলে উত্তম একদল মু'মিনকে আনলেন। এভাবে মু'মিনদের জন্য তাঁর প্রতিশ্রুতি এবং ধর্মত্যাগীদের জন্য তাঁর সতর্কবাণী বাস্তবায়িত হল। ব্যাখ্যাকারগণও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১২১৭৭. মুহাম্মাদ ইবন কা'ব (র) থেকে বর্ণিত যে, 'উমর ইবন 'আব্দি'ল 'আযীয (র) মদীনার গভর্নর থাকাকালে একদিন তাঁকে ডেকে পাঠান। বললেন, হে আবূ হাম্‌যা! একটি আয়াতের কারণে আমি গত রাতে একটুও ঘুমোতে পারিনি। মুহাম্মাদ (র) বললেন, হে আমীর! তা কী? তিনি বললেন, আল্লাহ তা'আলার এ বাণী– يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَنْ يَّرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهٖ হতে وَلَا يَخَافُوْنَ لَوْمَةَ لَائِمٍ পর্যন্ত পাঠ করলেন। মুহাম্মাদ (র) বললেন, হে আমীর! আল্লাহ তা'আলা اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا দ্বারা কুরায়শ শাসকবর্গকে বুঝিয়েছেন– যারা তাদের মধ্যে সত্য ত্যাগ করবে।

ব্যাখ্যাকারগণের মধ্যে এ ব্যাপারে একাধিক মত রয়েছে যে, সেই সব মু'মিন কারা, যাদেরকে আল্লাহ পাক ধর্মত্যাগীদের স্থলে এনেছেন?

কারো কারো মতে এরা হচ্ছেন হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) ও তাঁর সঙ্গীগণ, যারা ধর্মত্যাগীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তাদেরকে সে পথে ফিরিয়ে দেন যে পথে তারা এসেছিল।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১২১৭৮. হানান বস্‌রী (র) আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন, আল্লাহর কসম, এরা হচ্ছেন হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) ও তাঁর সঙ্গীগণ।

১২১৭৯. হাসান (র)-থেকে বিভিন্ন সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে।

১২১৮৩. দাহ্‌হাক (র) আলোচ্য আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন, তাঁরা হলেন আবূ বাকর (রা) ও তার সাথীগণ। আরবদের মধ্যে যারা ইসলাম ত্যাগ করেছে, তাদের বিরুদ্ধে এই মহান ব্যক্তিবর্গ যুদ্ধ করেন এবং তাদেরকে ইসলামে ফিরে আসতে বাধ্য করেন।

১২১৮৪. হযরত কাতাদা (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি مَنْ يَّرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهٖ فَسَوْفَ يَاْتِى اللّٰهُ بِقَوْمٍ يُّحِبُّهُمْ وَيُحِبُّوْنَهٗ হতে وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ পর্যন্ত পাঠ করে বলেন, এ আয়াত আল্লাহ্ তা'আলা যখন নাযিল করেন, তখন তিনি জানতেন, অদূর ভবিষ্যতে এ সকল ধর্মদ্রোহী ইসলাম ত্যাগ করবে। কাজেই, রাসূলে কারীম (স)-এর ওফাতের পরপরই তিনটি মসজিদের এলাকা ছাড়া বাকি অঞ্চলের আরব সম্প্রদায়গুলো ইসলাম ত্যাগ করল। উক্ত তিন এলাকার লোক হলো, মদীনাবাসী, মক্কাবাসী এবং বানূ 'আব্‌দিল'-কায়সের বাহ্‌রাইনবাসী। বাদবাকীরা বলল, আমরা সালাত ঠিক কায়েম করব, কিন্তু যাকাত দেব না। আল্লাহর কসম, আমরা আমাদের অর্থ হাত ছাড়া হতে দেব না। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-কে তাদের এ উক্তি জানান হলো এবং বলা হল যে, তারা বিষয়টি উপলব্ধি করতে পারলে যাকাত ঠিকই আদায় করত। তিনি বললেন, আল্লাহর কসম! আল্লাহ পাক যে দু'টি বিষয়কে একত্র করেছেন, তার মাঝে আমি কাউকে পার্থক্য করতে দেব না। তারা যদি একটা রশি পরিমাণও আদায় করতে অস্বীকার করে, অথচ: আল্লাহ ও তাঁর রাসূল তা তাদের উপর ফরয করেছেন, তবু আমি তাদের সাথে যুদ্ধ করব। ঠিকই, আল্লাহ তা'আলা হযরত আবূ বকর (রা)-এর সাথে একদল লোককে পাঠিয়ে দিলেন। তিনি তাদের নিয়ে রাসূলে কারীম (স)-এর নীতি অনুসারে যুদ্ধ করলেন। যাকাত অস্বীকারকারী ধর্মত্যাগীদের বহু লোক বন্দী ও নিহত হল। অনেককে অগ্নিদগ্ধ করা হল। অবশেষে তারা যাকাতের ন্যূনতম অংশও আদায় করতে রাজি হল। তারপর আরব সম্প্রদায়সমূহ আবূ বাকর (রা)-এর কাছে প্রতিনিধি পাঠাল। তিনি তাদেরকে 'অপমানজনক আত্মসমর্পণ কিংবা উৎ খাতকারী যুদ্ধ'– এ দু'টোর যে-কোন একটি গ্রহণ করতে বললেন। তারা অপমানজনক আত্মসমর্পণকেই বেছে নিল। কারণ তাদের জন্য এটাই স্বীকার করে নেওয়া সহজ ছিল যে, তাদের নিহতেরা সকলে জাহান্নামী, মু'মিনগণের নিহতগণ জান্নাতী আর মুসলিমগণের যে সব মালামাল তাদের হস্তগত হয়েছে, তা তারা ফেরত দিয়ে দেবে, কিন্তু তাদের যেসব মালামাল মুসলিমগণ হস্তগত করেছে, তা তাদের জন্য হালাল থাকবে।

১২১৮৫. হযরত ইবন জুরাইজ (র) يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَنْ يَّرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهٖ فَسَوْفَ يَاْتِى اللّٰهُ بِقَوْمٍ يُّحِبُّهُمْ وَيُحِبُّوْنَهٗ -এর ব্যাখ্যায় বলেন, রাসূলে কারীম সাল্লা'ল্লাহু

'আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওফাতের পর একদল লোক মুরতাদ হয়ে গিয়েছিল। হযরত আবূ বাক্র (রা) তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন।

১২১৮৬. হযরত 'আলী (রা) হতে বর্ণিত, তিনি يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ -এর ব্যাখ্যায় বলেন, আল্লাহ তা'আলা জানতেন কারা খাঁটী মু'মিন আর কারা ব্যাধিগ্রস্ত অন্তরের অধিকারী মুনাফিক এবং কারা অদূর ভবিষ্যতে মুরতাদ হয়ে যাবে। তিনি বলেন, فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ মানে আল্লাহ তা'আলা মুরতাদদের আবাসভূমিতে উপস্থিত করবেন بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ অর্থাৎ আবূ বাকর (রা) ও তাঁর সঙ্গী-সাথীদেরকে।

অন্যান্য তফসীরকারগণ বলেন, এ আয়াতে ইয়ামানের একদল মু'মিনকে বোঝান হয়েছে। এমত পোষণকারীদের অনেকে এ পর্যন্তও বলেছেন যে, তারা হলেন আবূ মূসা আ্-আশ'আরী (রা)-এর দল। হযরত আবূ মূসা-(রা)-এর আসল নাম 'আব্দু'ল্লাহ ইবন কায়স।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১২১৮৮. হযরত 'ইয়ায্ আল-আশ'আরী (র) হতে বর্ণিত। যখন يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ আয়াতটি নাযিল হয়, তখন হযরত রাসূলু'ল্লাহ (স) তাঁর কাছের একটি জিনিস দ্বারা আবূ মূসা (রা)-এর দিকে ইঙ্গিত করেন এবং বলেন, এরাই হচ্ছে আয়াতে বর্ণিত সম্প্রদায়।

১২১৮৯. সাম্পাকইবন হারব্ (র) বলেন, আমি আবূ মূসা (রা)-এর সূত্রে 'ইয়ায (র)-কে বর্ণনা করতে শুনেছি যে, হযরত রাসূলু'ল্লাহ (স) فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ আয়াতটি পাঠ করে বলেন, এর দ্বারা আবূ মূসার দলকেই বোঝান হয়েছে।

১২১৯০. 'ইয়ায আল-আশ'আরী (র) হতে অপর এক সূত্রেও অনুরূপ বর্ণিত আছে।

১২১৯১. আরেক সূত্রে বর্ণিত আছে যে,'ইয়ায আল-আশ'আরী (র) বলেন, হযরত রাসূলু'ল্লাহ (স) আবূ মূসা (রা)-কে লক্ষ্য করে বলেন, এরাই হচ্ছে فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ আয়াতে বর্ণিত সম্প্রদায়।

১২১৯২. অন্য এক সূত্রে বর্ণিত আছে, 'ইয়ায্ আল-আশ'আরী (র) বলেন, যখন فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ। আয়াতটি নাযিল হয়, তখন হযরত রাসূলু'ল্লাহ (স) বললেন, হে আবূ মূসা! তারা তোমারই সমগ্র দায়। বর্ণনান্তরে– তারা আবূ মূসারই সম্প্রদায়।

১২১৯৩. 'ইয়ায্ ইবন 'ইয়ায্ (র)-হতে বর্ণিত। فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ এ আয়াত দ্বারা ইয়ামানবাসীদের বোঝান হয়েছে।

১২১৯৪. শুরায়হ ইবন 'উবায়দ (র) বলেন, যখন يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ আয়াতটি নাযিল হয়, তখন 'উমর (রা) বলে উঠলেন, হে রাসূল! এ আয়াতে কি আমাকে ও

আমার সম্প্রদায়কে বোঝান হয়েছে? তিনি বললেন, না; বরং এই ব্যক্তি ও তাঁর সম্প্রদায়। তিনি আবূ মুসা (রা)-এর দিকে ইঙ্গিত করলেন।

তাদের মধ্যে অপর একদল বলেন, বরং সমস্ত ইয়ামানবাসীকে বোঝানো হয়েছে।

যাঁরা এ মত পোষণ করেন ঃ

১২১৯৫. মুহাম্মাদ ইবন 'আমর (র)-এর সূত্রে বর্ণিত। মুজাহিদ (র) يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ -এর ব্যাখ্যায় বলেন, এঁরা হচ্ছে ইয়ামানের কতিপয় লোক।

১২১৯৬. আল-মুছান্না (র)-এর সূত্রেও মুজাহিদ (র)-এর ব্যাখ্যা অনুরূপ বর্ণিত আছে।

১২১৯৭. ইবন ওয়াকী' (র)-এর সূত্রে বর্ণিত। মুজাহিদ (র) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, এরা হচ্ছেন সাবা সম্প্রদায়।

১২১৯৮. ইমাম শু'বা (র) বলেন, শাহ্‌র ইবন হাওশাব (র)-এর কাছ থেকে শুনে জনৈক ব্যক্তি আমাকে জানান, এরা হচ্ছেন ইয়ামানবাসী সম্প্রদায়।

১২১৯৯. মুহাম্মাদ ইবন কা'ব আল-কুরাযী (র) বলেন, 'উমার ইবন 'আবদি'ল-'আযীয (র) মদীনার গভর্ণর থাকাকালে একদিন তাকে ডেকে পাঠান। 'উমর (র) তাকে এ আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। তিনি বললেন, এ আয়াতে বর্ণিত সম্প্রদায় হচ্ছে ইয়ামানবাসী। 'উমর (র) বললেন, হায়, আমি যদি তাদের অন্তর্ভুক্ত হতাম! তিনি বললেন, আমীন।

অন্যান্য তফসীরকার বলেন, তারা হলেন হযরত রাসূল (স) এবং আনসার।

যাঁরা এ মত পোষণ করেন ঃ

১২২০০. সুদ্দী (র) يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَنْ يَّرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهٖ فَسَوْفَ يَاْتِى اللّٰهُ بِقَوْمٍ يُّحِبُّهُمْ وَيُحِبُّوْنَهٗ -এর ব্যাখ্যায় বলেন, ধারণা করা হয়ে থাকে এঁরা হচ্ছেন আনসার সম্প্রদায়।

যারা বলেন। এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা হযরত আবূ বাক্‌র (রা) ও তাঁর সঙ্গীদের বুঝানো হয়েছে এবং হযরত রাসূলু'ল্লাহ্‌ (স)-এর ওফাতের পর মুরতাদের বিরুদ্ধে তাদের যুদ্ধের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। তাদের মতানুসারে আয়াতের অর্থ হবে এই, হে মু'মিনগণ! তোমাদের মধ্যে যে-কেউ তার দীন পরিত্যাগ করবে, সে আল্লাহ তা'আলার কিছুই ক্ষতি করতে পারবে না। তোমাদের মধ্যে যে কেউ তার দীন ত্যাগ করবে, তার বিরুদ্ধে আল্লাহ তা'আলা শীঘ্রই এমন এক সম্প্রদায়কে পাঠাবেন, যাদেরকে তিনি ভালবাসেন এবং তারাও আল্লাহকে ভালবাসবে। তারা নিজ হাতে ধর্মত্যাগীদের শাস্তি দেবে।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১২২০১. হযরত 'আলী (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَنْ يَّرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهٖ فَسَوْفَ يَاْتِى اللّٰهُ بِقَوْمٍ يُّحِبُّهُمْ وَيُحِبُّوْنَهٗ -এর ব্যাখ্যায় বলেন, এতে

আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেন, ধর্মত্যাগীদের বিরুদ্ধে তিনি তাদের আবাসভূমিতে আবূ বকর (রা) ও তার সঙ্গীদের পাঠাবেন, যাদেরকে আল্লাহ তা'আলা ভালবাসেন এবং তারাও আল্লাহকে ভালবাসেন।

যারা বলেন, এতে আল্লাহ তা'আলা ইয়ামানবাসীদের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন, তাদের মতানুসারে এর অর্থ হবে এরূপ, হে মু'মিনগণ! তোমাদের মধ্যে যে কেউ নিজ দীন ত্যাগ করবে, তার স্থলে স্বধর্মে অটল মু'মিনগণের জন্য আল্লাহ তা'আলা এমন এক সম্প্রদায়ের আবির্ভাব ঘটাবেন, যাদের তিনি ভাল বাসেন এবং তারাও তাকে ভাল বাসেন। তারা এসব খাঁটী মু'মিনগণের সাহায্যকারী ও সহযোগী হবে। তাফসীরকারগণের পক্ষ থেকে এর সমর্থনেও রিওয়ায়াত পাওয়া যায়।

১২২০২. হযরত ইবন 'আব্বাস (রা) يَاَيُّهَاالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَنْ يَّرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهٖ -এর ব্যাখ্যায় বলেন, এটা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে এক সতর্কবাণী যে, তোমাদের মধ্যে কেউ মুরতাদ হয়ে গেলে আল্লাহ তা'আলা তার পরিবর্তে উত্তম লোকের আবির্ভাব ঘটাবেন।

যারা বলেন, এর দ্বারা আনসারগণকে বোঝান হয়েছে, তাদের মতানুযায়ী এর অর্থ হবে প্রথমোক্ত মতের অনুরূপ, অর্থাৎ যারা বলেন এর দ্বারা আবূ বকর (রা) ও তার সাথীদের বোঝান হয়েছে।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, আমার নিকট সঠিক ব্যাখ্যা হচ্ছে এই যে, এর দ্বারা হযরত আবূ মূসা (রা)-এর সম্প্রদায় ইয়ামানবাসীদেরই বোঝান হয়েছে, যেমন রাসূলুল্লাহ (স) হতে বর্ণিত আছে। প্রিয়নবী (স) হতে এরূপ বর্ণনা না থাকলে আমিও এ মতই পোষণ করতাম যে, এর উদ্দেশ্য হযরত আবূ বকর (রা) ও তাঁর সঙ্গীগণ। কেননা যারা রাসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে ইসলামের বিজয় যুদ্ধে শরীক থাকার পর পরবর্তীকালে আবার কাফির হয়ে যায়, তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ হযরত আবূ বকর (রা) ও তার সঙ্গীগণ ব্যতীত আর কেউ করেনি। তারাই মুরতাদদের বিরুদ্ধে সমগ্র লড়াই করেছিলেন। কিন্তু রাসূলে কারীম (স)-এর বর্ণনার কারণে আমি এ মত পরিত্যাগ করেছি, যেহেতু প্রিয়নবী (স) আল্লাহ তা'আলার ওয়াহী ও তাঁর পবিত্র কিতাবের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের উৎসস্থল।

যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে, প্রিয়নবী (স)-এর সাথে ইসলামের সাহায্য-সহযোগিতায় সক্রিয়ভাবে শরীক থাকার পর যারা নিজ ধর্ম পরিত্যাগ করবে, তাদের বিরুদ্ধে যে সম্প্রদায়ের আবির্ভাব ঘটবে বলে আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে, তারা যদি ইয়ামানবাসী হয় তা হলে জিজ্ঞাসা হলো, মুরতাদদের বিরুদ্ধে হযরত আবূ বকর (রা) যখন যুদ্ধ করেন, তখন কি ইয়ামানবাসী তাঁর সক্রিয় সহযোগিতা করেছিল? যদি করে থাকে তাহলে আয়াতের আপনি যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন, তা সঠিক হবে বটে। তা না হলে আয়াতের এরূপ ব্যাখ্যাকে আপনি সঠিক সাব্যস্ত করছেন কি করে– যেখানে আপনি জানেন আল্লাহ তা'আলার অংগীকারে কোন অন্যথা নেই?

উত্তরে বলব, আয়াতে আল্লাহ তা'আলা মু'মিনগণকে এ প্রতিশ্রুতি দেননি যে, মুরতাদদের ধর্মত্যাগ কালে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য আল্লাহ তা'আলা তাদের অপেক্ষা উত্তম সম্প্রদায় মু'মিনগণকে দান করবেন। বরং তিনি তো কেবল এই সংবাদ দিয়েছেন যে, মুরতাদদের পরিবর্তে উত্তম সম্প্রদায় তিনি

মু'মিনগণকে দিবেন। (মুরতাদদের বিরুদ্ধে তারা যুদ্ধ করবে কিনা তা অংগীকারে উল্লেখ নেই)। বস্তুতঃ অনতিকাল পরেই তিনি এ ওয়াদা পুরণ করেছিলেন। হযরত 'উমার (রা)-এর আমলে ঠিকই তিনি এমন এক শ্রেণীর উদ্ভব ঘটিয়েছিলেন, যারা ইসলাম ও মুসলিমগণের পক্ষে প্রশংসনীয় অবদান রেখেছিলেন। তারা ছিলেন ইসলাম ও মুসলিমগণের সাহায্যকারী এবং প্রিয়নবী (স)-এর ওফাত পরবর্তী সেই মুরতাদদের তুলনায় মুসলিমগণের জন্য ঢের উপকারী, যারা ছিল অসভ্য যাযাবর শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত এবং মুসলিমগণের জন্য উপকারী তো নয়ই; বরং অবাঞ্ছিত গলগ্রহ।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَنْ يَّرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهٖ -এর পাঠ পদ্ধতি নিয়ে একাধিক মত রয়েছে।

মদীনাবাসীগণ يرتد শব্দের দুই 'د'-কে সমীকৃত না করে বরং ভেঙে ভেঙে এবং দ্বিতীয় 'د' কে জযমযুক্ত করে এভাবে পড়েন يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَنْ يَّرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهٖ তাদের মাসহাফে (কুরআনের কপিতে)-ও এরূপই আছে।

পক্ষান্তরে 'ইরাকবাসীগণের কিরাআত হলো, يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَنْ يَّرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهٖ অর্থাৎ তারা যুক্ত 'د' কে ইদ্‌গাম বা সমীকৃত করে যবরের সাথে পাঠ করেন, আর এটা করেন দ্বিবচন হিসেবে। কেননা, এক বচনে যে জযমযুক্ত শব্দের যুক্তাক্ষর আলাদা হয়ে যায়, দ্বিবচনে তা সমীকৃত হয়ে থাকে। যেমন এক বচনের ক্ষেত্রে বলা হয় اُرْدُدْ يا فلان الى فلان حقه (হে অমুক! তুমি অমুকের পাওনা দিয়ে দাও), কিন্তু দ্বিবচনে বলা হয় رُدَّا يَا فُلَانُ, তখন আর اُرْدُدَا বলা হয় না। অনুরূপ বহুবচনে। اُرْدُدُوْا না বলে বরং رُدُّوْا বলা হয়। আরবী ভাষায় অনেক সময় একবচনকে দ্বিবচন অনুযায়ী পড়া হয়, আর একবচনে ক্রিয়ার শেষাক্ষর জযমযুক্ত হলে যুক্তাক্ষর ভেঙে ভেঙে পড়া হয়। আরবী উভয় পাঠ পদ্ধতিই বিশুদ্ধ ও সুবিদিত।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, আমাদের ও প্রাচ্যবাসীদের মাসহাফ অনুযায়ী আমাদের পাঠ পদ্ধতি এই দ্বিতীয় প্রকার পাঠেরই অনুরূপ অর্থাৎ উল্লিখিত কারণ অনুসারে 'د' এর যুক্তাবস্থাকে না ভেঙে বরং সমীকৃত করে এবং যবর যোগে।

اَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِيْنَ -এর ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, اَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ-এর অর্থ, যারা মু'মিনগণের প্রতি কোমল ও দয়াবান।

বলা হয়ে থাকে ذل فلان لفلان —অমুক অমুকের প্রতি নম্রতা ও কোমলতা প্রদর্শন করেছে।

اَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِيْنَ অর্থাৎ কাফিরদের প্রতি কঠোর ও নির্মম। বলা হয়ে থাকে قد عزنى فلان —অমুক আমার প্রতি কঠোরতা প্রদর্শন করেছে এবং নির্মম ও নির্দয় আচরণ করেছে। ব্যাখ্যাকারগণও অনুরূপ বলেছেন।

১২২০৩. হযরত 'আলী (রা) বলেন, أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ অর্থ তারা স্বধর্মীয়গণের প্রতি কোমলমতি আর أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ অর্থ তাদের বিরোধী ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের প্রতি তারা কঠোর।

১২২০৪. হযরত ইবন 'আব্বাস (রা) বলেন, أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ আয়াতে أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ অর্থ দয়ালু।

১২২০৫. ইবন জুরাইজ (র) বলেন, أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ অর্থ তারা নিজেদের মধ্যে পরস্পরে মমতাশীল আর أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ অর্থ শত্রুদের বিরুদ্ধে কঠোর ভাবাপন্ন।

১২২০৬. হযরত আ'মাশ (র) أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ অর্থ করেন মু'মিনগণের প্রতি সদয়।

يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ -এর ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ মু'মিনগণের মধ্য হতে কেউ মুরতাদ হয়ে গেলে তার পরিবর্তে আল্লাহ্ তা'আলা যে আরও উত্তম একটি দল দ্বারা তাদের সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, সে দলটি শত্রুদের বিরুদ্ধে আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশিত নীতিমালা অনুযায়ী যুদ্ধ করবে এবং তার অনুমোদিত পন্থা অনুসারে দুশমন দমনে সচেষ্ট থাকবে। এটাই হচ্ছে তাদের আল্লাহর পথে জিহাদ।

وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ অর্থাৎ তারা আল্লাহ্ তা'আলার সত্তার ব্যাপারে কাউকে ভয় করবে না। কোন নিন্দুকের নিন্দা তাদেরকে দুশমনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা সংক্রান্ত আল্লাহর নির্দেশ পালনে নিরস্ত করতে পারবে না।

ذَٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ আল্লাহ্ তা'আলা যে বিশেষণে তাদের বিশেষিত করলেন, অর্থাৎ তারা মু'মিনগণের প্রতি হবে সদয় এবং কাফিরদের প্রতি কঠোর এবং তারা মহান আল্লাহর পথে জিহাদ করবে– এতে কোন নিন্দুকের নিন্দাকে তারা ভয় করবে না– এটা আল্লাহ্ তা'আলার অনুগ্রহ, যা তিনি তাদের প্রতি করেছেন। আর আল্লাহ্ যার প্রতি ইচ্ছা অনুগ্রহ করেন। এটা তাঁর বিশেষ মেহেরবাণী, খাস কৃপা।

وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ –আল্লাহ্ যার প্রতি অনুগ্রহ করেন, তার প্রতি তিনি নিজ অনুগ্রহে অতি বদান্য। তাঁর ভান্ডার নিঃশেষ হওয়ার কোন আশংকা নেই যে, তিনি দানে কমতি করবেন।

عَلِيمٌ অর্থাৎ তিনি তাঁর দান ও অনুগ্রহের স্থান সম্পর্কে সম্যক অবগত। কাজেই, উপযুক্ত স্থান ছাড়া তিনি দান ও অনুগ্রহ করেন না। যাকে যা দেন তা প্রয়োজন অনুযায়ীই দেন, তার বাইরে নয়। কারণ, তিনি জানেন বান্দার জন্য কি পরিমাণ উপকারী আর কি পরিমাণ অপকারী।

মহান আল্লাহ্র বাণী—

(৫৫) إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَوٰةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ ০

৫৫. তোমাদের বন্ধুতো আল্লাহ্, তাঁর রাসূল ও মু'মিনগণ, যারা বিনত হয়ে সালাত কায়েম করে ও যাকাত আদায় করে।

ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا এর ব্যাখ্যা হলো, হে মু'মিনগণ! মহান আল্লাহ্, তাঁর প্রিয় রাসূল এবং পূর্বোক্ত আয়াতে বর্ণিত বৈশিষ্ট্য মণ্ডিত মু'মিনগণ ব্যতীত তোমাদের কোন সাহায্যকারী ও বন্ধু নেই। ইয়াহূদী, নাসারা সম্প্রদায়, যাদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করতে আল্লাহ্ পাক তোমাদের আদেশ করেছেন এবং তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন, তারা তোমাদের বন্ধু ও সাহায্যকারী নয়। বরং তারা নিজেরা একে অন্যের বন্ধু। কাজেই, তাদের কাউকে বন্ধু ও সাহায্যকারীরূপে গ্রহণ কর না।

বলা হয়েছে, এ আয়াত হযরত 'উবাদা ইবনু'স-সামিত (রা) সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। কারণ, তিনি ইয়াহূদী বানূ কায়নুকা' গোত্রের সাথে মৈত্রি ও বন্ধুত্ব ত্যাগ করে মহান আল্লাহর রাসূল ও মু'মিনগণের বন্ধুত্ব গ্রহণ করেছিলেন।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১২২০৭. 'উবাদা ইবনু'ল ওয়ালীদ ইবন 'উবাদা ইবনি'স সামিত (র) বর্ণনা করেন, বানূ কায়নুকা' গোত্র রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধে শরীক হলে হযরত 'উবাদা ইবনু'স-সামিত (রা), যিনি 'আওফ ইবন খাযরাজ গোত্রের একজন নেতা, রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর কাছে ছুটে আসলেন এবং বানূ কায়নুকা'র সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করে মহান আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের বন্ধুত্ব গ্রহণের ঘোষণা দিলেন। বললেন, আমি আল্লাহ্, তাঁর রাসূল ও মু'মিনগণকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করছি এবং কাফিরদের বন্ধুত্ব ও মৈত্রি ত্যাগ করছি। তাঁর এ উক্তি যে, আমি আল্লাহ্ পাক তাঁর প্রিয় রাসূল এবং মু'মিনগণকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করছি এবং তিনি যে ইয়াহূদী গোত্র বানূ কায়নুকা'-এর বন্ধুত্ব পরিত্যাগ করলেন– এ সম্পর্কেই إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ নাযিল হয়।

১২২০৮. হযরত 'উবাদা ইবন সামিত (রা) থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

১২২০৯. হযরত ইবন 'আব্বাস (রা) বলেন– إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ। এর অর্থ যে ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে ওয়ালীরূপে গ্রহণ করেছে। وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ এ আয়াতের ব্যাখ্যায় তফসীরকারগণের মধ্যে একাধিক মত রয়েছে। কেউ বলেন, এর দ্বারা 'আলী ইবন আবূ তালিব (রা)-কে বোঝান হয়েছে। আবার কারও মতে সকল মু'মিনকে বোঝান হয়েছে।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১২২১০. আল্লাহ্ পাকের ওলী কারা এ সম্পর্কে সুদ্দী (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে। এ প্রেক্ষিতে তিনি আলোচ্য আয়াত তিলাওয়াত করেন এবং বলেন, এটাই হল মু'মিনগণের বৈশিষ্ট্য। এ প্রসঙ্গে তিনি উল্লেখ

করেন যে, একবার 'আলী (রা) সালাতে রুকু অবস্থায় এক ভিক্ষুক সাহায্য প্রার্থনা করলে তিনি তাকে হাতের আংটিটি দান করেন।

১২২১১. 'আব্দু'ল মালিক (র) বলেন, একদিন আলোচ্য আয়াত সম্পর্কে আবূ জা'ফর (র)-কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি জবাবে বললেন, যারা ঈমান এনেছে, তারা মু'মিন। আমরা বললাম, আমরা তো শুনেছি এ আয়াত হযরত 'আলী ইবন আবূ তালিব (রা) সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। তিনি বললেন, 'আলী তাদেরই একজন, যারা ঈমান এনেছে।

১২২১২. অপর এক সূত্রে একটি বর্ণনা রয়েছে আব্দুল মালিক (র) থেকে অনুরূপ।

১২২১৩. 'উতবা ইবন আবূ হাকীম (র) বলেন, আলোচ্য আয়াতে মু'মিন হিসেবে 'আলী ইবন আবূ তালিব (রা)-কে বোঝান হয়েছে।

১২২১৪. মুজাহিদ (র) বলেন, إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ আয়াতটি 'আলী ইবন আবূ তালিব (রা) সম্পর্কে অবতীর্ণ। তিনি একবার রুকূ' অবস্থাতেও সদকা করেন।

মহান আল্লাহর বাণী—

(٥٦) وَمَنْ يَّتَوَلَّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فَاِنَّ حِزْبَ اللّٰهِ هُمُ الْغٰلِبُوْنَ ۝

৫৬. কেউ আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং মু'মিনদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করলে আল্লাহর দলই তো বিজয়ী হবে।

ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, যারা আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং মু'মিনদের বন্ধুত্বে সন্তুষ্ট হয়ে ইয়াহুদীদের বন্ধুত্ব ত্যাগ করেছে আর যারা ইয়াহুদীদের বন্ধুত্বকে আঁকড়ে ধরেছে এবং ভাগ্য বিপর্যয়ের ভয়ে ভীত হয়ে তাদের মৈত্রী বন্ধনে আবদ্ধ থেকেছে – এই উভয় শ্রেণীর মানুষ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা ঐ আয়াতে ঘোষণা দিচ্ছেন যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার উপর ঈমান আনে এবং আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও মু'মিনদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করে, তার জন্যই রয়েছে বিজয় ও সৌভাগ্য এবং দুশমন ও প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে সাফল্য। কেননা তারা আল্লাহ তা'আলার দল। আর আল্লাহর দলই বিজয়ী হয়, শয়তানের দল নয়। যেমন-

১২২১৫. হযরত সুদ্দী (র) বলেন, এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদের জানিয়ে দিচ্ছেন, বিজয়ী কারা? তিনি বলেছেন, তোমরা ভাগ্য বিপর্যয় ও শত্রুর আধিপত্যের আশংকা কর না। কেননা, যারা আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও মু'মিনদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে তারা আল্লাহর দল, আর আল্লাহর দলই বিজয়ী। الحزب। অর্থ আনসার বা সাহায্যকারী। فَاِنَّ حِزْبَ اللّٰهِ অর্থ ঃ আল্লাহর সাহায্যকারীগণ। কবি বলেন, وَكَيْفَ اَضْوٰى وَبِلَالٌ حِزْبِىْ অর্থাৎ আমি কি করে দুর্বল ও হতবল হই, যেখানে বিলাল! আমার সাহায্যকারী।

মহান আল্লাহর বাণী—

(৫৭) يَآيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا دِيْنَكُمْ هُزُوًا وَّلَعِبًا مِّنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ اَوْلِيَآءَ ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ○

৫৭. হে মু'মিনগণ! তোমাদের পূর্বে আহলে কিতাবদের মধ্যে যারা তোমাদের দীনকে বিদ্রূপ করে, খেলার বস্তু মনে করে, তাদেরকে ও কাফিরদেরকে (কোন দিনও) বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করো না এবং যদি তোমারা মু'মিন হও তবে আল্লাহ্ তা'আলাকে ভয় কর।

ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি যারা ঈমান এনেছে, তাদেরকে উদ্দেশ্যে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন – "তোমাদের পূর্বে যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছে, তাদের মধ্যে যারা তোমাদের দীনকে বিদ্রূপ করে ও ক্রীড়ার বস্তুরূপে গ্রহণ করে, তাদেরকে তোমরা বন্ধুরূপে গ্রহণ কর না।"

এর দ্বারা ইয়াহুদী-নাসারাদেরকে বোঝান হয়েছে। তাদের নিকট নবী-রাসূল আগমন করেছিলেন এবং তাদের প্রতি কিতাব অবতীর্ণ হয়েছিল। আর এরা এসেছিলেন আমাদের প্রিয়নবী (সা)-এর আবির্ভাবের পূর্বে।

আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেছেন, হে মু'মিনগণ! তোমরা তাদেরকে সাহায্যকারী, ভাই ও বন্ধুরূপে গ্রহণ কর না। কেননা, তারা তোমাদের অনিষ্ট সাধনে কোন ত্রুটি করে না, যদিও প্রকাশ্যে বন্ধুত্ব ও ভালবাসা প্রদর্শন করে।

ইয়াহূদীদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদের জানিয়ে দিয়েছেন যে, তারা মু'মিনদের দীনকে বিদ্রূপ করেছে ও খেল-তামাশার বস্তুরূপে গ্রহণ করেছে। আর তারা এভাবে করত, তাদের কোন কোন লোক মু'মিনদের নিকট তার ঈমানের কথা প্রকাশ করত, কিন্তু সে থাকত কুফরীর উপর অবিচল। কিন্তু অবিলম্বেই আবার নিজ মুখে কুফ্রী প্রকাশ করত। এভাবে অন্তরে কুফরী গোপন রেখে মুখে ঈমানের প্রকাশ আবার ক্ষণিক পরে কুফরীর কথা উচ্চারণ করে তারা দীনের সাথে অপকর্মের উপহাস করত। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা তাদের সম্বন্ধে ইরশাদ করেছেন – وَاِذَا لَقُوا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قَالُوْا اٰمَنَّا وَاِذَا خَلَوْا اِلٰى شَيٰطِيْنِهِمْ قَالُوْا اِنَّا مَعَكُمْ اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُوْنَ اَللّٰهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِىْ طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُوْنَ —যখন তারা মু'মিনদের সংস্পর্শে আসে তখন বলে আমরা ঈমান এনেছি। আর যখন তারা তাদের শয়তানদের সাথে নিভৃতে মিলিত হয় তখন বলে, আমরা তো আসলে তোমাদের সাথেই রয়েছি। আমরা শুধু তাদের সাথে বিদ্রূপ করে থাকি। আল্লাহ পাকও তাদের সাথে উপহাস করছেন আর তাদেরকে অবসর দিয়ে রেখেছেন; তারা ধর্মাদ্রোহিতায় অন্ধভাবে ঘুরছে। (বাকারা ঃ ১৪-১৫)

আমি আয়াতের যে ব্যাখ্যা দিলাম, হযরত ইবন 'আব্বাস (রা) হতেও অনুরূপ বর্ণিত আছে।

১২২১৬. ইবন 'আব্বাস (রা) বলেন, রিফা'আ ইবন যায়দ ইবন তাবূত ও সুয়ায়েদ ইবন হারিছ এ দু ব্যক্তি ইসলামের কথা প্রকাশ করেছিল, কিন্তু পরে আবার তারা মুনাফিক হয়ে যায়। কিছু সংখ্যক মুসলমান তাদের সাথে বন্ধুত্ব করেছিল। এ দুজন সম্পর্কেই আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাযিল করেন।

এ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আয়াতের যে ব্যাখ্যা আমি করেছি, তা সঠিক। অর্থাৎ দীন ইসলামের সাথে আহ্‌লে কিতাবের হাসি-তামাশা ও উপহাসের অর্থ হচ্ছে তারা মুনাফিকী করত। তারা মু'মিনদের কাছে নিজেদের ইসলাম গ্রহণের কথা প্রকাশ করত। কিন্তু অন্তরে কুফরী গোপন রাখত এবং তাদের শয়তানদের সাথে মিলিত হয়ে বলত, আমরা তো তোমাদেরই সাথে রয়েছি। আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদেরকে তাদের সাথে বন্ধুত্ব, অন্তরঙ্গতা ও মৈত্রী স্থাপন করতে নিষেধ করেছেন। আরো জানিয়ে দিয়েছেন যে, তারা যেন কস্মিনকালেও তাদেরকে বন্ধুত্বরূপে গণ্য না করে। তারা তোমাদের ক্ষতি সাধনে মোটেই ত্রুটি করে না। তোমাদের দীন নিয়ে তারা হাসি-তামাসা এবং তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে।

مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ اَوْلِيَاءَ এ আয়াতাংশে কাফির বলে প্রতিমা পূজারী মুশরিকদের কথা বলা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা মু'মিনগণকে নিষেধ করেছেন, তারা যেন মু'মিনগণের পরিবর্তে আহ্‌লে কিতাব, পৌত্তলিক এবং অপরাপর কাফির সম্প্রদায়কে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করে।

১২২১৭. হযরত ইবন মাস্'উদ (রা) এ আয়াত এভাবে পাঠ করতেন, مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ اَوْلِيَاءَ। তাঁর এ পাঠ পদ্ধতিও আমাদের উপরোক্ত ব্যাখ্যা সমর্থন করে। وَالْكُفَّارِ اَوْلِيَاءَ-এর পাঠ-পদ্ধতি সম্পর্কে কিরা'আত বিশেষজ্ঞগণের একাধিক মত রয়েছে।

হিজায, বসরা ও কুফার কিরা'আত বিশেষজ্ঞগণ الْكُفَّارَ -এর ر হরফকে যেরযুক্ত করে وَالْكُفَّارِ اَوْلِيَاءَ পড়েন। অর্থাৎ হে মু'মিনগণ! তোমাদের পূর্বের কিতাবধারী সম্প্রদায় এবং কাফিরদের মধ্যে যারা তোমাদের দীনকে হাসি-তামাশা ও ক্রীড়ার বস্তুরূপে গ্রহণ করে, তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না।

হযরত উবায় ইবনে কা'ব (রা)-এর পঠন রীতিতেও এরূপই বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ اَوْلِيَاءَ আর মদীনা ও কুফার অধিকাংশ কিরাআত বিশেষজ্ঞগণ الْكُفَّارَ -এর ر হরফকে যবরযুক্ত করে وَالْكُفَّارَ اَوْلِيَاءَ পড়েন। অর্থ, হে মু'মিনগণ! যারা তোমাদের দীনকে হাসি-তামাশা ও ক্রীড়ার বস্তুরূপে গ্রহণ করে তাদেরকে এবং কাফিরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ কর না। এ হিসেবে الْكُفَّارَ শব্দটি الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا -এর উপর عطف হবে।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, এ ব্যাপারে সঠিক কথা হচ্ছে যে, উভয় পঠনরীতিই সমার্থবোধক। এর উৎসও বিশুদ্ধ। উভয় পঠনরীতি অনুযায়ীই কিরা'আত বিশেষজ্ঞগণ আয়াতটি পাঠ করেছেন। সুতরাং পাঠক এর যে কোন পদ্ধতিই অবলম্বন করুক, তা সঠিক হবে। কেননা, কাফিরদের থেকে কোন একজনকে বন্ধুরূপে গ্রহণের নিষেধাজ্ঞা তাদের সকলকে বন্ধুরূপে গ্রহণের নিষেধাজ্ঞার সমান।

অনুরূপ তাদের সকলকে বন্ধু বানানোর নিষেধাজ্ঞা দ্বারা তাদের বিশেষ কাউকে বন্ধু বানানোও নিষেধ হয়ে যায়। কোন মুসলমানের কাছেই এতে কোন অস্পষ্টতা থাকতে পারে না যে, আল্লাহ্ তা'আলা যখন মুশরিকদের মধ্যে কোন একজনকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করা মু'মিনগণের জন্য নিষিদ্ধ করেছেন, তখন তাদের সকলকে বন্ধু বানানো মোটেই বৈধ নয়। এমনিভাবে তাদের সকলকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করতে যখন নিষেধ করেছেন, তখন তাদের বিশেষ কাউকে বন্ধু বানানো হালাল হতে পারে না। এরূপ কোন অস্পষ্টতা থাকলে তখন জরুরী হয়ে পড়ত উভয় পাঠ পদ্ধতির মধ্যে কোন্‌টা সঠিক তা নিরূপনের জন্য দলীল-প্রমাণ সন্ধান করা। যেহেতু এ অস্পষ্টতা নেই, তাই الْكُفَّارَ -কে যের দিয়ে পড়া হোক কিংবা যবর দিয়ে পড়া হোক, উভয়টিই সমান। কারণ পূর্বেই বলেছি।

وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ অর্থাৎ হে মু'মিনগণ! কিতাবী ও কাফিরদের মধ্যে যারা তোমাদের দীনকে হাসি-তামাশা ও ক্রীড়ার বস্তুরূপে গ্রহণ করেছে, তাদেরকে বন্ধু বানানোর ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় কর। তাঁর নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও যদি তোমরা এটা কর, তবে তার শাস্তির জন্য সতর্ক হও, যদি তোমরা আল্লাহর প্রতি ঈমান এনে থাক এবং অবাধ্যতার পরিণামে তার শাস্তিতে বিশ্বাস করে থাক।

মহান আল্লাহর বাণী—

(৫৮) وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَوٰةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ ○

৫৮. তোমরা যখন সালাতের জন্য আহ্বান কর তখন তারা তা হাসি-তামাশা ও ক্রীড়ার বস্তুরূপে গ্রহণ করে – তা এ জন্য যে, তারা এমন এক সম্প্রদায়, যাদের বোধ শক্তি নেই।

ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম আবু জা'ফর তাবারী (র) বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা বলছেন, হে মু'মিনগণ! তোমাদের মুআয্‌যিন যখন সালাতের জন্য আহ্বান করে, তখন ঐসব কাফির ইয়াহুদী, নাসারা ও মুশরিকরা তা নিয়ে উপহাস ও হাসি-তামাশা করে। তাদের এই দুষ্কর্ম ও সালাতের আহ্বান নিয়ে হাসি-তামাশার কারণ তো শুধু এই যে, তারা তাদের প্রতিপালক সম্পর্কে অজ্ঞ। তারা বোঝে না, এ আহ্বানে সাড়া দিলে তাদের জন্য কী শুভ প্রতিদান ছিল আর সাড়া দেওয়ার পরিবর্তে হাসি-তামাশা ও ব্যঙ্গ করার কারণে রয়েছে কী শোচনীয় পরিণতি? তারা যদি জানত এরূপ যারা করে তাদের জন্য আল্লাহর পাকের কাছে কী শাস্তি নির্দিষ্ট আছে, তবে কিছুতেই এরূপ করত না।

নিম্নে হযরত সুদ্দী (রা) হতে বর্ণিত ব্যাখ্যা উদ্ধৃত করা হলো –

১২২১৮. হযরত সুদ্দী (র) وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَوٰةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا -এর ব্যাখ্যায় বলেন, মদীনায় এক খৃষ্টান ছিল। সে যখন মুয়াযযিনকে 'আশহাদু আন্না মুহাম্মদার রাসূলুল্লাহ' উচ্চারণ করতে শুনত, তখন বলে উঠত حرق الكاذب 'মিথ্যুক অগ্নিদগ্ধ হোক।' এক দিন সে ও তার পরিবারবর্গ ঘুমিয়ে আছে। এমতাবস্থায় তার চাকর কি কাজে আগুন নিয়ে ভিতরে প্রবেশ করে। কখন যেন

তার হাত থেকে আগুনের একটা উল্কা ছুটে পড়ে। ফলে পুরো ঘরটি জ্বলে ভস্মিভূত হয় এবং খৃষ্টানটা সপরিবারে পুড়ে মারা যায়।

মহান আল্লাহ্‌র বাণী—

(৫৯) قُلْ يٰۤاَهْلَ الْكِتٰبِ هَلْ تَنْقِمُوْنَ مِنَّاۤ اِلَّاۤ اَنْ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَاۤ اُنْزِلَ اِلَيْنَا وَ مَاۤ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلُ ۙ وَاَنَّ اَكْثَرَكُمْ فٰسِقُوْنَ ○

৫৯. বলুন (হে রাসূল) হে কিতাবীগণ! একমাত্র এ কারণেই না তোমরা আমাদের প্রতি শত্রুতা পোষণ কর যে, আমরা আল্লাহ্ পাকের উপর ঈমান এনেছি এবং আমাদের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে, এবং যা পূর্বে অবতীর্ণ হয়েছে, তা'তে বিশ্বাস করি? এবং তোমাদের অধিকাংশ ফাসিক।

ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবী সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লামকে বলছেন, হে মুহাম্মদ! আপনি কিতাবধারী ইয়াহুদী-নাসারাকে বলে দিন যে, হে আহলে কিতাব! তোমরা যে আমাদের দীন নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করছ, আমাদের সালাতের আহ্বান কালে সে আহ্বানকে হাসি-তামাশা ও ক্রীড়ার বস্তুরূপে গ্রহণ করছ, এসব বিদ্বেষ ও উৎপীড়নমূলক আচরণ কি কেবল এ কারণেই যে, আমরা আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছি, তার তাওহীদকে স্বীকার করে নিয়েছি এবং আমাদের প্রতি আল্লাহ যে কিতাব নাযিল করেছেন ও পূর্ববর্তী আম্বিয়ায়ে কিরামের প্রতিও যত কিতাব নাযিল হয়েছিল, তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছি? বস্তুতঃ তোমাদের অধিকাংশই আল্লাহর আদেশের বিরুদ্ধাচরণকারী, তাঁর আনুগত্য লংঘনকারী এবং তাঁর প্রতি মিথ্যারোপকারী।

আরবী ভাষায় বলা হয়ে থাকে نقمت عليك –আমি তোমার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করি, ক্রুদ্ধ হই। انقم-ও এই অর্থেই আসে। হিজায, ইরাক ও অন্যান্য এলাকার কিরা'আত বিশেষজ্ঞগণের পাঠপদ্ধতি এমতই نقمت ও انقم। একই উৎস থেকে উৎসারিত ভিন্ন ভিন্ন দুই শব্দ। তবে আমার জানা মতে কোন পাঠকই উভয় শব্দ অনুযায়ী পাঠ করেননি। 'আব্দুল্লাহ ইবন কায়স রাকিয়্যাতের কবিতায় এর ব্যবহার নিম্নরূপ হয়েছে,

مَانَقَمُوا مِنْ بَنِى اُمَيَّةَ اِلاَّ – اَنَّهُمْ يَحْلُمُوْنَ اِنْ غَضِبُوا

বানূ উমায়্যার প্রতি তাদের যত আক্রোশ তা একারণেই যে,
তারা ক্রোধের সময় সহিষ্ণুতার পরিচয় দেয়।
পূর্বেই বলা হয়েছে, এ আয়াত একদল ইয়াহুদী সম্পর্কে নাযিল হয়েছে।

যারা এমত পোষণ করেন ঃ

১২২১৯. হযরত ইবন 'আব্বাস (রা) বলেন, একদল ইয়াহুদী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লামের সাথে সাক্ষাত করল। তাদের মধ্যে ছিল আবূ ইয়াসির ইবন আখতাব, রাফি' ইবন আবূ রাফি',

'আযির, যায়দ, খালিদ, আযার ইবন আবূ আযার ও আশয়া'। তারা তাঁকে জিজ্ঞাসা করল, তিনি রাসূলগণের মধ্যে কাকে বিশ্বাস করেন? তিনি বললেন, আমি বিশ্বাস করি আল্লাহ তা'আলার প্রতি এবং আমাদের প্রতি যা নাযিল হয় তাতে, যা নাযিল হয়েছে ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়া'কূব ও তার বংশধরগণের প্রতি তাতেও। অনুরূপ বিশ্বাস করি যা আমাদের প্রতিপালকের নিকট হতে মূসা, ঈসা ও অন্যান্য নবীগণকে দেওয়া হয়েছে তাতেও। আমরা তাদের মধ্যে কোন পার্থক্য করি না এবং আমরা তার নিকট আত্মসমর্পণকারী।

হযরত ঈসা (আ.)-এর উল্লেখ করা হলে তারা তাঁর নবুওয়াত অস্বীকার করল এবং বলল, তার প্রতি যে ঈমান রাখে, আমরা তাকে বিশ্বাস করি না। তখন আল্লাহ তা'আলা নাযিল করেন قُلْ يَاَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَنْقِمُوْنَ مِنَّا اِلاَّ اَنْ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَا اُنْزِلَ اِلَيْنَا وَمَا اُنْزِلَ مِنْ قَبْلُ وَاَنَّ اَكْثَرَكُمْ فٰسِقُوْنَ - বাক্যটি وَاَنَّ اَكْثَرَكُمْ فٰسِقُوْنَ - اِلاَّ اَنْ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ -এর উপর عطف হয়েছে। কেননা, এর অর্থ, তোমরা আল্লাহর প্রতি আমাদের ঈমান এবং তোমাদের সত্য ত্যাগ হেতুই আমাদের সাথে শত্রুতা কর।

মহান আল্লাহর বাণী—

(৬০) قُلْ هَلْ اُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِّنْ ذٰلِكَ مَثُوْبَةً عِنْدَ اللّٰهِ ؕ مَنْ لَّعَنَهُ اللّٰهُ وَ غَضِبَ عَلَيْهِ وَ جَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَ الْخَنَازِيْرَ وَ عَبَدَ الطَّاغُوْتَ ؕ اُولٰٓئِكَ شَرٌّ مَّكَانًا وَّ اَضَلُّ عَنْ سَوَآءِ السَّبِيْلِ ۝

৬০. হে রাসূল! আপনি (আহলে কিতাবীদের) বলুন, আমি কি তোমাদেরকে তা অপেক্ষা নিকৃষ্ট পরিণামের সংবাদ দেব, যা আল্লাহ পাকের নিকট আছে? যাকে আল্লাহ লা'নত করেছেন, যার উপর তিনি ক্রুদ্ধ, যাদের কাউকে তিনি বানর, কাউকে শূকর করেছেন এবং যারা তাগূতের ইবাদত করে মর্যাদায় তারাই নিকৃষ্ট এবং সরল পথ হতে সর্বাধিক বিচ্যুত।

ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবী (সা) কে বলছেন, হে মুহাম্মদ! যারা আপনাদের দীনকে হাসি-তামাশা ও ক্রীড়ার বস্তুরূপে গ্রহণ করেছে, তাদেরকে এবং কাফিরদেরকে বলে দিন, হে আহলে কিতাব! আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস এবং আমাদের প্রতি অবতীর্ণ কিতাব এবং পূর্ববর্তী কিতাবসমূহে বিশ্বাসের কারণে তোমরা আমাদের সাথে যে শত্রুতা করছ, আমি কি তদপেক্ষা নিকৃষ্ট পরিণামের সংবাদ তোমাদেরকে দেব?

আমি আয়াতের যে ব্যাখ্যা বর্ণনা করলাম, তাফসীরকারগণ থেকেও অনুরূপ বর্ণিত আছে।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১২২২০. হযরত সুদ্দী (র) বলেন, قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِّنْ ذَٰلِكَ مَثُوبَةً عِنْدَ اللَّهِ -এর অর্থ আল্লাহ্র কাছে নিকৃষ্ট পরিনামের সংবাদ দেব কি?

১২২২১. ইব্ন যায়দ (র) বলেন, এ আয়াতে উল্লেখিত مثوبة অর্থ পরিণাম। বলা হয় مثوبة خير 'শুভ পরিণাম' এবং مثوبة الشر অর্থাৎ অশুভ পরিণাম। কুরআন মাজীদে আছে خير ثوابا 'পরিণাম দানে শ্রেষ্ঠ' (কাহ্ফ ঃ ৪৫)।

مَنْ لَّعَنَهُ اللَّهُ দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা বোঝাচ্ছেন যে, সে তো ঐ ব্যক্তি, যাকে আল্লাহ্ বিতাড়িত করেছেন এবং তার রহমত ও অনুকম্পা হতে দূরীভূত করেছেন।

وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ অর্থাৎ যার উপর তিনি ক্রোধান্বিত। যাদের কতককে তিনি বানর এবং কতককে শূকরে পরিণত করেছেন। আর এটা করেছেন তাদের প্রতি ক্রোধ ও রোষের কারণে। তাই ইহ জীবনেই তাদের উপর লাঞ্ছনা ও শাস্তি আরোপ করেছেন।

যাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা বানরে পরিণত করেছিলেন। তাদেরকে এরূপ শাস্তি দানের কারণ কি? আমি এ সম্পর্কে কিছু আলোচনা এ কিতাবেই ইত:পূর্বে করেছি। বাকি আলোচনা ইনশা'আল্লাহ্ অন্যত্র করা হবে।

আর যাদেরকে শূকর বানিয়ে দিয়েছিলেন, তাদের সে শাস্তির কারণ নিম্নে বর্ণিত হল।

১২২২৩. হযরত আবূ আয়্যূব আনসারী (রা)-এর আযাদকৃত গোলাম 'উমর ইব্ন কাছীর ইব্ন আফলাহ (র) বর্ণনা করেন, বনী ইসরাঈলের কতেক লোককে শূকর করে দেওয়ার ঘটনা আমি এরূপ পেয়েছি যে, বনী ইসরাঈলের কোন এক জনপদে একটি স্ত্রীলোক বাস করত। সে জনপদেই থাকত বনী ইসরাঈলের রাজা। এ জাতির সমস্ত মানুষ তাদের ধর্মাদর্শ ছেড়ে দিয়ে ধ্বংসের দ্বার প্রান্তে উপনীত হয়েছিল। কেবল ওই স্ত্রীলোকটিই ব্যতিক্রম। সে ইসলামী আদর্শের যা-কিছু অবশিষ্ট পেয়েছিল তা-ই মজবুত করে ধরে রাখে। সে তার স্বজাতিকেও আল্লাহ্র পথে আহ্বান করতে থাকে। কিছু সংখ্যক লোক তার ডাকে সাড়া দিয়ে তার ধর্মাদর্শ স্বীকার করে নেয়। এক সময় সে তাদের নির্দেশ দেয়, এখন আল্লাহ্র দীনের পক্ষে জিহাদ করা এবং স্বজাতিকে এ দীনের পথে আহ্বান করা তোমাদের জন্য অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। অতএব তোমরা জিহাদে বের হয়ে পড়, আমিও তোমাদের সাথে বের হলাম। সেমতে সে তার দল নিয়ে বের হয়ে পড়ল। রাজাও দলবল নিয়ে তার বিরুদ্ধে অগ্রসর হল। যুদ্ধে স্ত্রীলোকটির সকল সঙ্গী নিহত হল। সে কোনক্রমে আত্মরক্ষা করতে সক্ষম হল। তারপর আবার মানুষকে আল্লাহ্র দিকে ডাকতে শুরু করল। কিছু লোক সাড়া দিল। তাদের প্রতি যখন তার বিশ্বাস জন্মাল, তখন তাদেরকে যুদ্ধে বের হওয়ার নির্দেশ দিল। নিজেও তাদের সাথে বের হল। এবারও তার সঙ্গীরা সকলে প্রাণ হারাল। সে নিজে কোনমতে রক্ষা পেল। তারপর পুনরায় মানুষকে আল্লাহ্র পথে আহ্বান জানাতে থাকল। যখন কিছু লোক

সাড়া দিয়ে তার দলে ভিড়ে গেল, তখন তাদেরকে যুদ্ধে বের হওয়ার নির্দেশ দিল। তারা নির্দেশ পালন করল। সে নিজেও সঙ্গে থাকল। কিন্তু এবারও তার সকল সঙ্গী নিহত হল। সে কোনও রকমে তাদের হাত থেকে রক্ষা পেল। এবার সে হতাশ হয়ে পড়ল। সে বলল, সুবহানাল্লাহ্! এ দীনের কোন সাহায্যকারী থাকলে এতদিনে আল্লাহ্ তার আবির্ভাব ঘটাতেন। আহত মন নিয়ে সে রাত কাটাল। সকাল বেলা দেখা গেল সে জনপদবাসী তার আশে পাশে শূকর হয়ে ঘোরাফেরা করছে। সে রাতেই আল্লাহ্ তা'আলা তাদের আকৃতি শূকররূপে বিকৃত করে দেন। এ অবস্থা দেখে সে মহিয়সী বলে উঠল, আজ বুঝতে পেরেছি, আল্লাহ্ পাক ঠিকই তার দীনকে জয়ী করলেন এবং তাকে সাফল্যমণ্ডিত করলেন। 'উমর ইব্ন কাছীর (র) বলেন, বনী ইসরাঈলের শূকরে পরিণত হওয়ার এ কাহিনীর প্রধান চরিত্র উক্ত রমণী ছাড়া কেউ নয়।

১১২২৪. হযরত মুজাহিদ (র) وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ এর ব্যাখ্যায় বলেন, ইয়াহুদী সম্প্রদায়ের মাঝেই মানুষের আকার-আকৃতি বিকৃত হওয়ার এ ঘটনা ঘটেছিল।

১২২২৫. হযরত মুজাহিদ (র) হতে অপর এক সূত্রেও এরূপ বর্ণিত আছে।

অবশ্য আকৃতি পরিবর্তনের কারণ সম্পর্কে অন্য রকম ঘটনাও বর্ণিত আছে। যথাস্থানে তা উল্লেখ করব- ইনশাআল্লাহ্।

وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ أُولَٰئِكَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضَلُّ عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ এর ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, وَعَبَدَ الطَّغُوتَ -এর পঠন রীতিতে একাধিক মত রয়েছে। আমি হিজায, সিরিয়া ও বসরার কিরা'আত বিশেষজ্ঞগণের পঠনরীতি অনুযায়ী وَعَبَدَ الطَّغُوتَ পড়েছি। কূফার কোন কোন কিরা'আত বিশেষজ্ঞও এরূপ পড়েছেন। এ হিসেবে অর্থ হবে, আল্লাহ্ তা'আলা যাদের কতককে বানর ও কতককে শূকর করে দিয়েছেন এবং যারা তাগুতের ইবাদত করে.....। অর্থাৎ عبد অতীত ক্রিয়া এবং الطاغوت। তার কর্মপদ হিসেবে منصوب (যবরযুক্ত)।

কূফার অপরাপর কারীগণ পড়েন وَعَبُدَ الطَّغُوتِ অর্থাৎ তারা عَبُدَ-এর ع এ যবর ب তে পেশ দেন এবং তার সম্বন্ধযুক্ত পদ হিসেব الطاغوتَ-কে مجرور (যেরযুক্ত) করেন। তারা এর অর্থ করেন তাগুতের সেবক।

১২২২৬. 'আব্দু'র-রাহমান ইব্ন আবূ হাম্মাদ (র) বলেন, আমার নিকট হামযা (র) ইমাম আ'মাশ (র) থেকে এবং তিনি ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ওয়াছ্ছাব (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি ب অক্ষরে পেশ দিয়ে عَبُدَ الطَّاغُوتِ পড়ে বলেন, এর অর্থ সেবক। 'আব্দু'র-রাহমান বলেন, হামযা (র)-ও বাক্যটি এভাবেই পড়তেন।

১২২২৭. ইব্ন ওয়াকী' (র)-এর সূত্রে বর্ণিত, ইমাম আ'মাশ (র)-ও এভাবেই পড়তেন।

ইমাম ফার্রা' (র) বলতেন, যদি শব্দটির حَزِر ও حَزُر এবং عَجِل ও عَجُل -এর মত দ্বিবিধ উচ্চারণ থাকে, তবে এরূপ পাঠের অবকাশ আছে। তবে আল্লাহ্ পাকই ভাল জানেন। আর তা না হলে

কবির নিম্নরূপ ব্যবহার যদি লক্ষ্য হয়ে থাকে, তবে মনে রাখতে হবে সেটা করা হয়েছে কবিতার প্রয়োজনে। কবিতার ছন্দ রক্ষার জন্য তা বৈধ; কিন্তু কিরা'আতের মাঝে তা সম্পূর্ণ অবৈধ। কবির সে ব্যবহার হচ্ছে এই,

أَبَنِي لُبَيْنِي إِنَّ أُمَّكُمْ – أَمَةٌ وَإِنَّ أَبَاكُمْ عَبُدٌ

হে বানূ লুবায়নী! তোমাদের মা তো ছিল বাঁদী আর পিতা গোলাম।

আবার অনেকে পড়েছেন وَعُبُدَ الطَّاغُوتِ হযরত আ'মাশ (র) হতেও অনুরূপ বর্ণিত আছে।

যারা এরূপ পড়েছেন, তারা যেন এটাকে বহু বচনের বহুবচন ধরে নিয়েছেন। অর্থাৎ عَبْدٌ-এর বহুবচন عَبِيدٌ এবং তার বহুবচন عُبُدٌ ঠিক ثِمَارٌ ও ثُمُرٌ-এর মত।

কিরা'আত বিশেষজ্ঞ আবূ জা'ফর (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি পড়তেন وَعُبِدَتِ الطَّاغُوتُ অর্থাৎ তাগূত পূজিত হত।

১২২২৮. আল-মুছান্না (র)-এর সূত্রে বর্ণিত। বৈয়াকরণ আবূ জা'ফর আ'ন-নাহবী (র) وَعُبِدَ الطَّاغُوتُ পড়তেন। যেমন বলা হয় ضُرِبَ عَبْدُ اللّٰهِ —আব্দুল্লাহ্ প্রহৃত হয়েছে।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, এ স্থলে এরূপ কিরা'আতের কোন অর্থ হয় না। কেননা, এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা কতগুলো সম্প্রদায়ের নিন্দা করেছেন। যেসব কারণে তাদের নিন্দা করেছেন, তন্মধ্যে একটা হচ্ছে তাদের প্রতিমা পূজা। যদি বলা হয়, তাগূত পূজিত হত, তবে আয়াতের শুরু ও শেষের বিষয়বস্তুর সাথে এর কোন সম্পর্ক থাকে না যে, এটাকে কোন বিশুদ্ধ পাঠ সাব্যস্ত করা যাবে।

বর্ণিত আছে, বুরায়দা আল-আসলামী (র) পড়তেন وَعَابِدَ الطَّاغُوتِ অর্থাৎ তাগূতের পূজারী।

১২২২৯. আল-মুছান্না (র)-এর সূত্রে বর্ণিত। বুবায়দা (র)ও এরূপ পড়তেন।

যদি الطَّاغُوتَ -কে যেরযুক্ত করে وَعَبَدَ الطَّاغُوتِ পড়া হতো, তবে 'আরবী ব্যাকরণ অনুযায়ী বিশুদ্ধ হত বটে, কিন্তু বর্তমানে এ রীতির প্রচলন নেই। কেননা এটা অনুসরণযোগ্য কিরা'আতবিদদের পাঠের পরিপন্থী। ব্যাকরণ অনুযায়ী সঠিক হত এ কারণে যে, তখন এর অর্থ হতো وَعَبَدَ الطَّاغُوتِ প্রতিমা পূজারীগণ। এরপর সম্বন্ধ স্থাপনের কারণে ة লোপ পেয়েছে। যেমন কবি রাজিজ বলেন,

قام ولاها فسيقوه صرخدا

তার অধিকর্তাবৃন্দ দাঁড়িয়ে গেল।
তাকে পান করিয়ে দিল ছারখাদী মদ।

আসলে ছিল قام ولاتها এরপর সম্বন্ধ স্থাপনের কারণে ة লোপ পেয়ে হয়েছে قام ولاها

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, প্রথমে যে দুটি পাঠ পদ্ধতি উল্লেখ করা হয়েছে, কেবল সে অনুযায়ী পাঠ করাই বৈধ। অর্থাৎ– وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ এবং وَعَبُدَ الطَّاغُوتِ প্রথম অবস্থায় عَبَدَ

শব্দটি العبادة হতে উৎপন্ন অতীত ক্রিয়া এবং الطَّاغُوت তার কর্মপদ হিসাবে منصوب বা যবরযুক্ত।

দ্বিতীয় অবস্থায় عَبُدَ শব্দটি فَعُل পরিমাপের বিশেষ্য পদ, যার সম্বন্ধ স্থাপন হয়েছে الطاغوت এর সাথে। ফলে الطاغوت যেরযুক্ত হয়েছে।

কেবল এ দুই পাঠ-পদ্ধতির যে-কোন একটির অনুসরণই বৈধ। আবার এ দু'টোর মধ্যেও প্রথমোক্ত পাঠ অর্থাৎ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ পড়াই বেশী সঠিক। অর্থাৎ তাদের কতককে বানর এবং কতককে শূকর করে দেন। আর যারা তাগূতের পূজা করত...।

বর্ণিত আছে হযরত উবাই ইব্ন কা'ব (রা) ও আব্দুল্লাহ্ ইব্ন মাস'উদ (রা)-এর কিরা'আত ছিল وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيْرَ وَعَبَدُوا الطَّاغُوْتَ অর্থাৎ যাঁরা তাগূতের পূজা করত। এটাও সুস্পষ্ট প্রমাণ যে, আমি وَمَنْ عَبَدَ الطَّاغُوتَ এর যে অর্থ করেছি সেটাই সঠিক এবং الطاغوت কে منصوب বা যবরযুক্ত পড়াই শ্রেয়। কেননা এ পাঠ রীতি অনুযায়ী الطاغوت শব্দটি عَبَدَ অতীত ক্রিয়ার কর্মপদ। দ্বিতীয় প্রকার পাঠরীতি আরবে প্রসিদ্ধ নয় এবং আরবী ভাষায় পরিচিতও নয়।

তাছাড়া 'আরবী ভাষাবিদগণ مِن ও فِي-র সাথে مَن ও الَّذِي -কে কোন ক্রিয়ার কর্মপদ বানাতে অপছন্দ করেন, যদি উক্ত مَن ও فِي এর আগে অপর কোন শব্দে আমল করে থাকে। বরং তাদের কেউ তো এটাকে অবান্তর ও অবৈধ পর্যন্ত বলেন এবং তারা সে হিসেবে وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ কে ভুল ও বিধি-বহির্ভূত পাঠ বলে অভিহিত করেন। আর যাঁরা এটাকে সঠিক মনে করেন, তারাও এটাকে খারাপ জানেন। তাদের মত অনুযায়ী এ পদ্ধতির পাঠরীতি সঠিক নয়। তবুও তারা এ পাঠরীতি অবলম্বন করেছেন এবং من এর সাথে উহ্য جَعَلَ কে مَن-এর نصب দাতা স্থির করে নিয়েছেন।

আমরা যদি কোন বিষয়ে ঐক্যমত পোষণকারী 'উলামা-ই কিরামের বিরুদ্ধাচরণকে বৈধ মনে কতাম, তবে এ পাঠ-পদ্ধতিদ্বয়ের বাইরে অন্য কোন পদ্ধতি অবলম্বনকেও জায়েয বলতাম। কিন্তু মুসলিম উম্মাহ্র মাঝে যা সুবিদিতরূপে চলে আসে, তারা তা পরিত্যাগ করেন না। তাই আমরা এ দুই কিরা'আতের বাইরে যাওয়া সঠিক মনে করি না এবং এ ভিন্ন অপর কোন কিরা'আতের অনুসরণ বৈধ বলি না।

আমাদের অনুসৃত উক্ত কিরা'আত অনুযায়ী আয়াতের অর্থ হয় এই, বল আমি কি তোমাদের আল্লাহ পাকের এর চেয়ে নিকৃষ্ট পরিণামপ্রাপ্তদের সংবাদ দেব? যাদের প্রতি আল্লাহ্ লা'নত করেছেন ও আক্রোশ পোষণ করেছেন। যাদের কতককে তিনি বানর এবং কতককে শূকরে পরিণত করেছেন আর যারা তাগূতের পূজা করেছিল...।

الطاغوت অর্থ আমি ইতিপূর্বে দলীল প্রমাণাদিসহ বর্ণনা করেছি। এস্থলে পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন।

আলোচ্য আয়াতাংশে اولئك দ্বারা পূর্বোক্ত বাক্যে বর্ণিত অভিশপ্ত, আল্লাহ পাকের নারাজিতে পতিত, শূকর ও বানরে পরিণত এবং তাগূতের উপাসক লোকদের বোঝান হয়েছে। বলা বাহুল্য এ সবটাই বনী ইসরাঈলের ইয়াহূদীদের স্বভাব।

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, হে ইয়াহূদী সম্প্রদায়, যারা আল্লাহ্তে ঈমান এবং আল্লাহ্র পক্ষ হতে তাদের প্রতি অবতীর্ণ কিতাব এবং তাদের পূর্বেকার আম্বিয়ায়ে কিরামের প্রতি অবতীর্ণ কিতাবে বিশ্বাস করার কারণে তোমরা তাঁদের প্রতি বিদ্বেষ ও শত্রুতা পোষণ করেছিল, তাদের প্রতি সে শত্রুতার কারণে দুনিয়া ও আখিরাতে তোমরা হবে নিকৃষ্ট এবং সেই সাথে তোমরা হবে ভ্রান্ত পথের অনুসারী এবং সরল ও সত্য পথ হতে সর্বাধিক বিচ্যুত।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, এটি একটি ইঙ্গিতসূচক বাক্য। এ সংবাদ দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা সেই ইয়াহূদীদের জানিয়ে দেন, যে ইয়াহূদীদের স্বভাব পূর্বের আয়াতসমূহে বর্ণনা করা হয়েছে, তাদের কাজ-কর্ম ছিল ঘৃণ্য, চরিত্র নিকৃষ্ট, অন্যায়-অনাচার ও পাপাচারের ফলে তারা আল্লাহ্ তা'আলার অসন্তুষ্টি ও লা'নতের পাত্র হয়ে যায়। এমন কি তিনি কতককে বানর এবং কতককে শূকরে পরিণত করেন। আর আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নবী (সা)-কে এর দ্বারা উত্তম শিষ্টাচারও শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, হে মুহাম্মদ! আপনি তাদের বলে দিন যারা আল্লাহ্ ও তাঁর কিতাসমূহহে ঈমান এনেছে আর তোমরা তাদের নিয়ে হাসি-তামাশা কর সেই তারাই কি নিকৃষ্ট, না কি আল্লাহ্ যাদের লা'নত করেছেন তারা?

মহান আল্লাহ্র বাণী—

(٦١) وَ إِذَا جَآءُوْكُمْ قَالُوْٓا اٰمَنَّا وَقَدْ دَّخَلُوْا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوْا بِهٖ ؕ وَ اللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا كَانُوْا يَكْتُمُوْنَ ○

৬১. তারা যখন তোমাদের নিকট আসে, তখন বলে, আমরা ঈমান এনেছি, কিন্তু তারা কুফর নিয়েই আসে, এবং তা নিয়েই বের হয়ে যায়। তারা যা গোপন করে, আল্লাহ্ তা ভালভাবেই জানেন।

ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা বলেন হে মু'মিনগণ! ঐ ইয়াহূদী মুনাফিকরা যখন তোমাদের কাছে আসে তখন বলে, তোমাদের নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহ 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম যা-কিছু নিয়ে এসেছেন, আমরা তাতে বিশ্বাস করেছি এবং তার অনুসরণ করছি অথচ তখনও তারা তাদের কুফর ও বিভ্রান্তিতে বিদ্যমান। তারা তাদের অন্তরে প্রচ্ছন্ন কুফ্রী 'আকীদা-বিশ্বাস নিয়েই তোমাদের কাছে আসে, কিন্তু মুখে মিছামিছি তোমাদের কাছে ঈমান প্রকাশ করে। তারপর তোমাদের কাছ থেকে বের হয়ে যাওয়ার সময় সেই কুফ্র নিয়েই বের হয়, যেমন তা নিয়ে প্রবেশ করে। তোমাদের কাছে আসার পর তারা তাদের কুফ্র ও বিভ্রান্তি হতে একটুও ফেরে না। তারা মনে করে তাদের এসব আচার-আচরণ আল্লাহ্র অগোচরে থাকে। অথচ, তারা তাদের অন্তরে কুফ্র ও বিভ্রান্তি গোপন রেখে তোমাদের কাছে যে

রাসূলের প্রতি ঈমান ও তার দীনের অনুসরণের কথা প্রকাশ করে, এ সবই আল্লাহ্ তা'আলা সম্যক অবগত। আমি যে ব্যাখ্যা করলাম, তাফসীরকারগণের নিকট থেকেও অনুরূপ বর্ণিত আছে।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১২২৩০. হযরত কাতাদা (র) وَاِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوْا اٰمَنَّا -এর ব্যাখ্যায় বলেন, কতিপয় ইয়াহূদী রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে এসে তাঁকে জানাত যে, তারা ঈমান এনেছে এবং তিনি যা কিছু নিয়ে আবির্ভূত হয়েছেন তা তারা সানন্দে গ্রহণ করে নিয়েছে। অথচ তখনও তারা তাদের বিভ্রান্তি ও কুফরে অটল অবিচল। তারা যে কুফর নিয়েই তাঁর কাছে আগমন করত এবং তা সহই ফিরে যেতো।

১২২৩১. হযরত সুদ্দী (র) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, এরা ছিল কতিপয় মুনাফিক এবং ধর্মবিশ্বাসে ইয়াহূদী। তারা কাফির অবস্থাতেই রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে আসত এবং সে অবস্থাতেই ফিরে যেত।

১২২৩২. হযরত ইব্ন 'আব্বাস (রা)-এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, তারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট প্রবেশ করে মুখে সত্যের বাণী উচ্চারণ করত, কিন্তু অন্তরে লুক্কায়িত রাখত কুফর। তাই আয়াতে বলা হয়েছে, তারা কুফর নিয়েই আসে এবং কুফ্র নিয়েই বের হয়ে যায়।

১২২৩৩. ইব্ন যায়দ (র) এ আয়াতের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে এর সমর্থনে পাঠ করেন-

وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ اٰمِنُوْا بِالَّذِىْ اُنْزِلَ عَلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَجْهَ النَّهَارِ

অর্থাৎ আহলে কিতাবের একদল বলল, যারা ঈমান এনেছে তাদের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে দীনের প্রারম্ভে তা বিশ্বাস কর এবং দিনের শেষে তা প্রত্যাখ্যান কর; হয়ত তারা ফিরতে পারে। (আলে 'ইমরান ঃ ৭২)। তারপর ইব্ন যায়দ (র) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট হতে বের হয়ে তারা যখন তাদের স্বজাতীয় আহলে কিতাব কাফির ও শয়তানের কাছে ফিরে যেত, তখন পূর্বের কুফ্র নিয়েই ফিরে যেত। এরা ছিল ইয়াহূদী।

১২২৩৪. 'আব্দুল্লাহ্ ইব্ন কাছীর (র) وَقَدْ دَّخَلُوْا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوْا بِهٖ -এর ব্যাখ্যায় বলেন, নিশ্চয় তা তাদের নিকট থেকেই প্রকাশ পায়।

মহান আল্লাহ্র বাণী—

(٦٢) وَتَرٰى كَثِيْرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُوْنَ فِى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاَكْلِهِمُ السُّحْتَ ۚ لَبِئْسَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ○

৬২. আর (হে রাসূল!) আপনি তাদেরকে দেখবেন, তারা অত্যন্ত দ্রুতগতিতে পাপাচার, অত্যাচার এবং হারামখুরীতে লিপ্ত হয়। কতইনা মন্দ এবং নিন্দনীয় তাদের এ সমস্ত কাজকর্ম।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নবী মুহাম্মাদ (সা)- কে বলেন, হে মুহাম্মাদ! বনী ইসরাঈলের যে ইয়াহূদীদের ঘটনা আপনার কাছে আমি বর্ণনা করলাম, তাদের অনেককেই আপনি দেখেতে পাবেন পাপকার্যে লিপ্ত হতে এবং সীমালংঘনে তৎপর থাকতে।

কারও মতে এস্থলে اَلْاِثْمُ শব্দটি কুফ্র অর্থে ব্যবহৃত।

১২২৩৫. হযরত সুদ্দী (র) বলেন, وَتَرٰى كَثِيْرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُوْنَ فِى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ - এ আয়াতে اَلْاِثْمُ অর্থ কুফরী।

১২২৩৬. হযরত কাতাদা (র) বলেন, এ আয়াতে বর্ণিত চরিত্র তৎকালীন ইয়াহূদী শাসকদের মাঝে বিদ্যমান ছিল।

১২২৩৭. ইব্ন যায়দ (র) বলেন, يُسَارِعُوْنَ فِى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ এটা ইয়াহূদীদের সম্পর্কে বলা হয়েছে। তারপর তিনি لَوْلَا يَنْهٰهُمُ الرَّبَّانِيُّوْنَ হতে يَصْنَعُوْنَ পর্যন্ত পাঠ করে বলেন, – -র অর্থ একই। প্রথমে পাপাচারে লিপ্ত থাকার কাণে ইয়াহূদীদের নিন্দা করা হয়েছে। তারপর তাদের রব্বানী তথা পন্ডিতগণকে তিরস্কার করা হয়েছে, অন্যায় কার্যে নিষেধ না করার কারণে। এটাই ছিল তাদের ধর্মীয় নমনীয়তা।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, আমি হযরত সুদ্দী (র)এর যে ব্যাখ্যা উদ্ধৃত করলাম, তার বিশুদ্ধতা অস্বীকার করা না গেলেও উত্তম ব্যাখ্যা হচ্ছে এটাই যে, আলোচ্য আয়াতে ইয়াহূদীদেরকে যাবতীয় পাপাচারে তৎপর থাকার বিশেষণে বিশোষিত করা হয়েছে। অর্থাৎ তারা কোন পাপ কাজে লিপ্ত হতে দ্বিধাবোধ করে না; তা কুফ্রীই হোক, বা অন্য কিছু। আল্লাহ্ তা'আলা বিশেষ কোন পাপ কর্মের উল্লেখ ব্যতিরেকে সাধারণভাবে সকল পাপাচার ও যাবতীয় সীমালংঘন সম্পর্কে বলেছেন যে, তারা তাতে তৎপর থাকে। اَلْعُدْوَانُ অর্থ আল্লাহ্ তা'আলা যাবতীয় কাজে তাদের জন্য যে সীমারেখা স্থির করেছেন, তা লংঘন।

অর্থাৎ আলোচ্য আয়াতসমূহে ইয়াহূদীদের যে চরিত্রের উল্লেখ করা হয়েছে, তাতে বুঝা যায়, তাদের অনেকেই আল্লাহ্ তা'আলার নাফরমানীতে লিপ্ত ছিল। আল্লাহ্ পাক হালাল-হারাম প্রভৃতি ক্ষেত্রে তাদের জন্য যে সীমারেখা স্থির করেছেন, তা তারা বেপরোয়াভাবে লংঘন করে এবং বিচার-আচারে মহান আল্লাহ্র বিধান-বিরোধী ফয়সালা দিয়ে মানুষের থেকে ঘুষ গ্রহণ করে।

لَبِئْسَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ অর্থাৎ কসম করে বলি, পাপাচারে ও সীমালংঘনে তৎপরতা এবং ঘুষ গ্রহণসহ যে সকল কর্মকান্ড ঐ সব ইয়াহূদীরা করে, তা অতি নিকৃষ্ট।

মহান আল্লাহ্র বাণী—

(٦٣) لَوْلَا يَنْهٰهُمُ الرَّبّٰنِيُّوْنَ وَالْاَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْاِثْمَ وَاَكْلِهِمُ السُّحْتَ ۗ لَبِئْسَ مَا كَانُوْا يَصْنَعُوْنَ ○

৬৩. তাদের সাধু ও ধর্মযাজকরা কেন তাদেরকে মিথ্যা বলা এবং হারাম খাওয়া থেকে বারণ করেনা? খুবই খারাপ কাজ, যা তারা করে চলেছে।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা বলছেন, যে সকল ইয়াহূদী পাপাচার ও সীমালংঘন এবং বিচার-আচারে ঘুস গ্রহণে তৎপর, তাদেরকে তাদের সাধু ও ধর্মযাজকরা রাব্বানী ও আহ্বারগণ বাধা দেয় না কেন? রাব্বানীরা হলো তাদের বিশ্বাসী ইমাম ও নেতৃবৃন্দ, আর আহ্বার অর্থ তাদের শাস্ত্রজ্ঞ ও পুরোহিত। কেন তারা তাদেরকে নিষেধ করে না তাদের মিথ্যাচার হতে? তাদের সে মিথ্যাচার এই যে, তারা তাদের মাঝে মহান আল্লাহ্র বিধানের বিপরীত ফয়সালা দান করে এবং নিজ হাতে পুস্তক লিখে বলে এ হলো মহান আল্লাহ্র বিধান এবং এ হলো তাঁর কিতাব। অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে,

فَوَيْلٌ لَّهُمْ مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ

কাজেই, দুর্ভোগ তাদের জন্য, যারা নিজ হাতে কিতাব রচনা করেছে এবং যা তারা উপার্জন করে তার জন্যও তাদের দুর্ভোগ রয়েছে। (বাকারা ঃ ৭৯)।

وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ অর্থাৎ উৎকোচ, যা তারা আল্লাহ্র কিতাব বিরোধী ফয়সালা দানের পরিবর্তে যার পক্ষে ফয়সালা দিত তার থেকে গ্রহণ করত।

اَلرَّبَّانِيُّوْنَ – اَلْاَحْبَارُ ও اَلسُّحْتُ অর্থ পেছনে দলীল-প্রমাণসহকারে বর্ণিত হয়েছে। এস্থলে পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন।

لَبِئْسَ مَاكَانُوْا يَعْمَلُوْنَ এটাও আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ হতে একটি শপথ। তিনি বলছেন, কসম, রব্বানী ও আহবারগণ জনসাধারণকে পাপাচার ও সীমালংঘনে তৎপরতা এবং ঘুষ গ্রহণ হতে নিষেধ না করে অতি নিকৃষ্ট কাজ করেছে।

'উলামায়ে কিরাম বলেন, কুরআন মাজীদে 'আলেমগণের জন্য কঠোর সতর্কমূলক আয়াত এর চেয়ে আর নেই। এ আয়াতেই তাদের জন্য সবচেয়ে বড় হুঁশিয়ারী-সংকেত।

১২২৩৮. হযরত দাহ্হাক ইব্ন মুযাহিম (র) لَوْلَا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّوْنَ وَالْأَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْاِثْمَ আয়াত সম্পর্কে বলেন, আমার মতে কুরআন মাজীদে এটিই সবচেয়ে বেশী ভয়ের আয়াত-যদিনা আমরা অসৎ কাজে নিষেধ করি।

১২২৩৯. হযরত ইব্ন 'আব্বাস (রা) বলেন, কুরআন মাজীদে 'আলিমগণের জন্য এ আয়াত অপেক্ষা কঠোর তিরস্কারমূলক আয়াত আর নেই। তিনি এ আয়াত এভাবেই পড়েন–

لَوْلَا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّوْنَ وَالْاَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْاِثْمَ وَاَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَاكَانُوْا يَعْمَلُوْنَ

আমি এ আয়াতের যে ব্যাখ্যা করেছি, তাফ্সীরবেত্তাগণের থেকেও অনুরূপ বর্ণিত আছে।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১২২৪০. হযরত দাহ্হাক (র) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, اَلرَّبَّانِيُّوْنَ وَالْاَحْبَارُ অর্থ তাদের ফাকীহ্, কারী ও 'আলেমগণ! তারপর দাহ্হাক (র) বলেন, এ আয়াত আমার জন্য কতই না ভয়ের কারণ!

১২২৪১. হযরত ইব্‌ন 'আব্বাস (র) لَوْلَا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّوْنَ وَالْأَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَاكَانُوْا يَصْنَعُوْنَ -এ আয়াত পাঠ করে বলেন, এতে রাব্বানীদের সম্পর্কে বলা হয়েছে, তাদের কাজ অতি নিকৃষ্ট।

মহান আল্লাহ্‌র বাণী—

(٦٤) وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ يَدُ اللهِ مَغْلُوْلَةٌ ، غُلَّتْ اَيْدِيْهِمْ وَلُعِنُوْا بِمَا قَالُوْا م بَلْ يَدٰهُ مَبْسُوْطَتٰنِ لا يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَآءُ ، وَلَيَزِيْدَنَّ كَثِيْرًا مِّنْهُمْ مَّآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَّ كُفْرًا ، وَاَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَآءَ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ ، كُلَّمَآ اَوْقَدُوْا نَارًا لِّلْحَرْبِ اَطْفَاَهَا اللهُ لا وَيَسْعَوْنَ فِى الْاَرْضِ فَسَادًا ، وَاللهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِيْنَ ○

৬৪. আর ইয়াহূদীরা বলে যে, আল্লাহ্‌র হাত বন্ধ হয়ে গেছে, (নাউযুবিল্লাহ্)। তাদের এ উক্তির কারণে তাদেরই হাত বন্ধ হয়ে গেছে এবং তাদের প্রতি লা'নত হয়েছে; বরং আল্লাহ্ পাকের দুই হাতই উন্মুক্ত রয়েছে, তিনি যেভাবে ইচ্ছা ব্যয় করেন। এবং (হে রাসূল!) আপনার প্রতিপালকের তরফ থেকে যা কিছু অবতীর্ণ হয়েছে, তা বহুলোকের কুফ্‌রী ও নাফরমানী বৃদ্ধি করবে এবং আমি তাদের মধ্যে কিয়ামত পর্যন্ত শত্রুতা ও হিংসা নিক্ষেপ করেছি। যখনি তারা যুদ্ধের আগুন জ্বালাতে চায়, তখনি আল্লাহ্ পাক তা নিপ্রভ করে দেন এবং তারা পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করে। আর আল্লাহ্ পাক অশান্তি সৃষ্টিকারীদের পছন্দ করেন না।

ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর প্রতি ইয়াহূদীদের ধৃষ্টতা এবং তাঁর সম্পর্কে তাদের অসৌজন্যমূলক উক্তির উল্লেখ করেছেন। এর দ্বারা তাদের তিরস্কার করা এবং প্রিয়নবী (সা)-কে তাদের চিরায়ত মূর্খতা ও আল্লাহ্ পাক সম্পর্কে ধোঁকা সম্বন্ধে অবগত করা উদ্দেশ্য। তাঁকে আরও জানাতে চাচ্ছেন যে, তাদের প্রতি তাঁর অপরিসীম অনুগ্রহাবলীকে তারা কিভাবে অস্বীকার করছে এবং তাদের উপর্যুপরি অন্যায়-অপরাধগুলো আল্লাহ্ তা'আলা কিভাবে একাধারে ক্ষমা করে আসছেন। সেই সঙ্গে এর দ্বারা এটাও সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয়ে যায় যে, হযরত মুহাম্মদ (সা) আল্লাহ্‌তা'আলার নবী ও প্রেরিত রাসূল। কেননা, ইয়াহূদীদের সম্পর্কিত এসব তথ্য তাদের একান্ত গোপনীয় বিষয়। তাদের পন্ডিত ও পুরোহিতগণ ছাড়া সাধারণ ইয়াহূদীরা এগুলো জানে না-আর নিরক্ষর আরবদের তো জানার প্রশ্নই আসে না, যেহেতু তারা না পড়েছে ধর্মীয় বই পুস্তক, না করেছে কোন আহলে কিতাবের কাছে শিক্ষা লাভ। এরূপ গোপনীয় তথ্যাবলী আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নবী মুহাম্মাদ (সা)-কে অবগত করেছেন, যাতে করে তাদের কাছে তাঁর সত্যতা পরিস্ফুট হয়ে উঠে এবং তাদের যাবতীয় ওজর-অজুহাত খতম হয়ে যায়।

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন যে, বনী ইসরাঈলের ইয়াহূদীরা বলে يَدُ اللهِ مَغْلُوْلَةٌ (মহান আল্লাহ্‌র হাত রুদ্ধ) অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলার দান খয়রাত অবরুদ্ধ, তাঁর অনুগ্রহ নিবারিত, যে কারণে

তাদের প্রতি তার সম্প্রসারণ ঘট্ছে না। অন্য আয়াতে এ শব্দ (مَغْلُوْلَةٌ) প্রয়োগে আল্লাহ্ তা'আলা প্রিয়নবী (সা)-কে দান-খয়রাতের নিয়ম শিক্ষা দিয়ে বলছেন, وَلاَ تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُوْلَةً اِلٰى عُنُقِكَ وَلاَ تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ -তুমি তোমার হাত তোমার কাঁধে আবদ্ধ করে রেখ না এবং তা সম্পূর্ণ প্রসারিতও কর না' (বনী ইসরাঈল ঃ ২৯)।

আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা দান-খয়রাতকে الْيَد (হাত) শব্দে ব্যক্ত করেছেন। কারণ, মানুষের দান-খয়রাত ও করুণা বিতরণের সিংহভাগই তার হাত দ্বারাই সম্পন্ন হয়। তাই কালক্রমে মানুষ তাদের দান-খয়রাত ও বদান্যতা এবং কার্পণ্য ও সংকীর্ণতা বোঝানর জন্য উভয় প্রকার গুণের সাথে الْيَد বা হাতের সম্বন্ধ স্থাপন করতঃ কথাবার্তায় তা ব্যবহার করতে শুরু করে।

কবি আ'শা জনৈক ব্যক্তির প্রশংসায় বলেন,

يَدَاكَ يَدَامَجْدٍ فَكَفٌّ مُفِيْدَةٌ - وَكَفٌّ اِذَا مَاضُنَّ بِالزَّادِ تُنْفِقُ

তোমার হাত দু'টি মহানুভবতার হাত। বড়ই উপকারী হাত তোমার।
পাথেয় দানে যখন কার্পণ্য করা হয়, তখনও তোমার হাত অবাধে বিলায়।

এ কবিতায় দান ও উপকার করার গুণকে হাতের সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। যদিও মূলে এটা ব্যক্তির গুণ। আরবী কাব্য সাহিত্য ও বাগধারায় এটা একটা বহুল প্রচলিত রীতি। এর অসংখ্য উদাহরণ রয়েছে। এ আয়াতেও আল্লাহ্ তা'আলা তাদের সে সুপরিচিত বাক-রীতি অনুযায়ী বলছেন- قَالَتِ الْيَهُوْدُ يَدُاللّٰهِ مَغْلُوْلَةٌ —ইয়াহূদীরা বলে-আল্লাহ্‌র হস্ত রুদ্ধ। অর্থাৎ তারা বলছে, আল্লাহ্ আমাদের প্রতি কার্পণ্য করছেন। তিনি তাঁর অনুগ্রহ আমাদের থেকে নিবারণ করে রাখছেন। ফলে তা থেকে আমরা বঞ্চিত হচ্ছি। ঠিক সেই ব্যক্তির মত, যার হাত বাঁধা, ফলে সে দান -খয়রাত করার জন্য তা সম্প্রসারিত করতে পারছে না। বলা বাহুল্য, তাদের আরোপিত এ গুণ হতে আল্লাহ্ পাক-পবিত্র সমুন্নত। বস্তুতঃ তারা আল্লাহ্ তা'আলার জঘন্যতম দুশমন।

আল্লাহ্ তা'আলা তাদের কথা প্রত্যাখ্যান করে এবং তাদের প্রতি তাঁর ক্রোধ বর্ষণের সংবাদ দিয়ে ইরশাদ করেন غُلَّتْ اَيْدِيْهِمْ (তারাই রুদ্ধ হস্ত)-অর্থাৎ তাদের হাত দান-খয়রাত করা হতে অবরুদ্ধ হয়ে আছে। অনুগ্রহের সম্প্রসারণ হতে তাদের হাত সংকুচিত।

وَلُعِنُوْابِمَا قَالُوْا অর্থাৎ তারা যে কুফ্‌রী বাক্য উচ্চারণ করেছে এবং আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি যে অপবাদ ও মিথ্যা বিশেষণ আরোপ করেছে, তজ্জন্য তাদেরকে তাঁর রহমত ও অনুগ্রহ হতে দূরে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে।

بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوْطَتَانِ - অর্থাৎ দান-খয়রাত, অনুগ্রহ-অনুকম্পা এবং বান্দার রিয্‌ক ও রুজী বন্টনে তাঁর হাত সদা উন্মুক্ত ও অবারিত—অবরুদ্ধ ও সংকুচিত নয়।

يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ তিনি যেভাবে ইচ্ছা ব্যয় করেন। অর্থাৎ একজনকে দান করেন, অন্যজনকে করেন না-বরং তাকে করে রাখেন অভাবগ্রস্ত।

আমি আয়াতের যে ব্যাখ্যা করেছি, তাফসীরকারদের থেকেও অনুরূপ বর্ণিত আছে।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১২২৪২. হযরত ইব্ন 'আব্বাস (রা) قَالَتِ الْيَهُوْدُ يَدُ اللّٰهِ مَغْلُوْلَةٌ -এর ব্যাখ্যায় বলেন, বরং তারা বোঝাচ্ছে যে, তিনি কৃপণ—নিজের যা আছে তা রুদ্ধ করে রেখেছেন। আল্লাহ্ পাক তাদের এসব উক্তি হতে উর্ধ্বে ও অনেক বড়।

১২২৪৩. মুজাহিদ (র) يَدُ اللّٰهِ مَغْلُوْلَةٌ -এর ব্যাখ্যায় বলেন, তারা বলছে, হে বনী ইসরাঈল, আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের ক্ষেত্রে এসে এমন নিঃশেষ হয়ে গেছেন যে, গলায় হাত রেখে বসে পড়েছেন। তাদের এ উক্তি সব মিথ্যা।

১২২৪৪. মুজাহিদ (র) হতে অপর এক সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইয়াহূদীরা বলত يَدُ اللّٰهِ مَغْلُوْلَةٌ অর্থাৎ, হে বনী ইস্রাঈল ও আহলে কিতাব! আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের ক্ষেত্রে (তার সম্পদ) এমন নিঃশেষ হয়ে গেছেন যে, তার হাত গলায় উঠে গেছে। বরং আল্লাহ্র হাত অবারিত, তিনি যেভাবে ইচ্ছা খরচ করেন।

১২২৪৫. হযরত কাতাদা (র) قَالَتِ الْيَهُوْدُ يَدُ اللّٰهِ مَغْلُوْلَةٌ غُلَّتْ اَيْدِيْهِمْ وَلُعِنُوْا بِمَا قَالُوْا হতে وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِيْنَ পর্যন্ত পাঠ করে বলেন, يَدُ اللّٰهِ مَغْلُوْلَةٌ দ্বারা তারা বোঝাতে চাচ্ছে যে, আল্লাহ্ কৃপণ, দানশীল নন। আল্লাহ্ তা'আলা-এর উত্তরে ইরশাদ করেন—বরং তাঁর হাত চির অবারিত, তিনি যেভাবে ইচ্ছা ব্যয় করেন।

১২২৪৬. হযরত সুদ্দী (র) আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, তারা বোঝাতে চাচ্ছে যে, আল্লাহ্ তাঁর বুকে হাত রেখে বসে আছেন, তিনি আর তা প্রসারিত করছেন না যে, আমাদের দেশ আমাদের ফিরিয়ে দিবেন। يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ অর্থাৎ তিনি যেভাবে ইচ্ছা জীবনোপকরণ দান করেন।

১২২৪৭. হযরত ইকরিমা (র) বলেন, قَالَتِ الْيَهُوْدُ يَدُ اللّٰهِ مَغْلُوْلَةٌ আয়াতটি ফানহাস নামক ইয়াহূদী সম্পর্কে অবতীর্ণ।

১২২৪৮. হযরত দাহ্হাক ইব্ন মুযাহিম (র) বলেন, يَدُ اللّٰهِ مَغْلُوْلَةٌ অর্থ আল্লাহ্ কৃপণ, দানশীল নন। আল্লাহ্ তাদের এ উক্তির জবাবে ইরশাদ করেন- غُلَّتْ اَيْدِيْهِمْ অর্থাৎ বরং তাদেরই হাত দান-দক্ষিণা হতে অবরুদ্ধ। তারপর তিনি নিজের সম্পর্কে বলেন- بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوْطَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ বরং তাঁর হাত অবারিত, তিনি যেভাবে ইচ্ছা ব্যয় করেন। অন্যত্র শব্দটির (مغلولة) ব্যবহার হয়েছে এরূপ, وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُوْلَةً اِلٰى عُنُقِكَ –তুমি তোমার হাত গ্রীবায় আবদ্ধ করে রেখ না (বনী ইসরাঈল ঃ ২৯) অর্থাৎ দান-খয়রাত হতে নিজ হাত রুদ্ধ করে রেখ না।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, ব্যাখ্যাকারগণের মধ্যে একাধিক মত রয়েছে।

بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوْطَتَان- এর ব্যাখ্যায় তাঁদের মধ্যে কেউ বলেন, এর অর্থ আল্লাহ্ তা'আলার উভয় অনুগ্রহ। এটা يَدُ اللّٰهِ عَلَى خَلْقِهِ অর্থাৎ বান্দার ওপর আল্লাহ্ তা'আলার অনুগ্রহসমূহ। আরবগণ বলে থাকে, لك عندى يد অর্থাৎ আমার প্রতি আপনার অনুগ্রহ আছে।

কেউ বলেন, এর অর্থ শক্তি, যেমন এক আয়াতে আছে وَاذْكُرْ عَبْدَنَا اِبْرَاهِمَ وَاِسْحٰقَ وَ يَعْقُوْبَ اُوْلِى الْاَيْدِىْ স্মরণ কর, আমার বান্দা ইব্রাহীম, ইসহাক ও ইয়া'কূবের কথা, তারা ছিল শক্তিশালী (সূরা সাদ ঃ ৪৫)।

অন্যান্য ব্যাখ্যাকার বলেন, আল্লাহ্র হাত মানে তাঁর মালিকানা। তারা বলেন قَالَتِ الْيَهُوْدُ يَدُاللّٰهِ مَغْلُوْلَةٌ অর্থ, ইয়াহূদীরা বলে, আল্লাহ্র মালিকানা ও তার ধনভান্ডার সংকুচিত।

এর সমর্থনে তারা বলেন, আরবগণ মালিকদের সম্পর্কে বলে থাকে هو ملك يمينه -সে তার ডান হাতের মালিক। বলা হয় فلان بيده عقدة نكاح فلانة-অমুকের খাতে অমুক নারীর বিবাহের বন্ধন অধিকার আছে। অর্থাৎ সে এর মালিক। এর দৃষ্টান্ত হচ্ছে আল্লাহ্ পাকের বাণী- فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَى نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً তোমরা তাঁর সাথে চুপি চুপি কথা বলার পূর্বে সাদাকা প্রদান করবে (মুজাদালা ঃ ১২)।

কারও মতে فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَى نَجْوَا كُمْ صَدَقَةً অর্থ হাত। এটি আল্লাহ্ তা'আলার গুণাবলীর মধ্যে একটি গুণ। তবে এটি মানুষের হাতের মত কোন অংগবিশেষ নয়।

তারা বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা আদম ('আ)-কে যে সকল বৈশিষ্ট্যের অধিকারী করেছেন বলে জানিয়েছেন, তন্মধ্যে একটি হচ্ছে তাকে নিজ হাতে (بيده) সৃষ্টি করা।

اَلْيَدُ অর্থ অনুগ্রহ, শক্তি কিংবা মালিকানা বলে হযরত আদম (আ)-কে এ বৈশিষ্ট্যে বৈশিষ্ট্যমন্ডিত করার কথা বলার কোন অর্থ হয় না। কেননা, সকল সৃষ্টিজীবই তো তাঁর শক্তির সৃষ্ট। তাঁর অনুগ্রহ সকল সৃষ্টির মাঝে সমান বিরাজমান এবং তিনিই সমগ্র সৃষ্টির মালিক।

আল্লাহ্ তা'আলা যেহেতু বলেছেন, কেবল হযরত আদম ('আ)-কেই নিজ হাতে সৃষ্টি করেছেন, আর কাউকে নয়, তাই পরিষ্কার হয়ে ওঠে তিনি তাকে এমন কোন বৈশিষ্ট্যে বৈশিষ্ট্যমন্ডিত করেছেন, যা আর সব সৃষ্টি হতে স্বতন্ত্র। এমতাবস্থায় এ আয়াতে اليد। অর্থ শক্তি, অনুগ্রহ কিংবা মালিকানা অর্থ করলে তা কিছুতেই সঠিক হবে না।

তারা বলেন, যাদের মতে قَالَتِ الْيَهُوْدُ يَدُاللّٰهِ مَغْلُوْلَةٌ আয়াতে يدُ অর্থ অনুগ্রহ তাদের এমত সঠিক হলে بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَان এর পরিবর্তে বরং بَلْ يده مَبْسُوطة বলা হত। কেননা আল্লাহ্ পাকের অনুগ্রহ অসংখ্য, অপরিসীম। কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে- وَاِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللّٰهِ لاَ تُحْصُوهَا—তোমরা আল্লাহ্ পাকের অনুগ্রহ গুণতে চাইলে তার সংখ্যা নির্ণয় করতে পারবে না। (সূরা ইব্রাহীম ঃ ৩৪; সূরা নাহল ঃ ১৮)।

তারা বলেন, আলোচ্য আয়াতাংশের অর্থ দুটি নিয়ামত হলে আল্লাহ্র অসংখ্য নিয়ামত এ দুটির মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে।

যদি বলা হয়, দু'টি অনুগ্রহ বলতে অসংখ্য অনুগ্রহ বোঝান হয়েছে, তবে তা হবে অবাস্তব কথা। কেননা আরবীতে কখনো কখনো জাতির ক্ষেত্রে এক বচন দ্বারা বহু সংখ্যক বুঝান হয়। এ হিসেবেই কুরআন মাজীদে বলা হয়েছে وَالْعَصْرِ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِى خُسْرٍ —মহাকালের শপথ, মানুষ অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত (সূরা আসর ঃ ১, ২) অনুরূপ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيْرًا —কাফি'র তো স্বীয় প্রতিপালকের বিরোধী (ফুরকান ঃ ৫)। এ আয়াতদ্বয়ে 'ইনসান' ও 'কাফির' দ্বারা নির্দিষ্ট কোন মানুষ ও উপস্থিত কোন কাফিরকে বোঝান হয়নি; বরং এর দ্বারা সমগ্র মানুষ এবং সমস্ত কাফিরকে বোঝান উদ্দেশ্য। শব্দ একবচন, কিন্তু জাতিবাচক। আরবরা বলে থাকে مااكثر الدراهم فى ايدى الناس —মানুষের হাতে টাকা-পয়সা কত বেড়ে গেছে। অনুরূপ আয়াতে كَانَ الْكَافِرُ বলে, যারা কুফ্র করেছে, তাদের সকলকে বোঝান হয়েছে।

তারা বলেন, কিন্তু কোন বিশেষ্যকে দ্বিবচন করা হলে, তখন আর তা জাতিকে বোঝায় না। তখন তা কেবল নির্দিষ্ট দু'জনকেই বোঝায়, তার অধিক নয় এবং সকলকেও নয়।

আরবী ভাষায়, 'মানুষের হাতে টাকা-পয়সা কত বেড়ে গেছে' বোঝানোর জন্য مااكثر الدرهمين فى ايدى الناس বলা শুদ্ধ নয়। কেননা مااكثر الدراهم فى ايدى الناس-কে দ্বিবচন করা হলে, তা নির্দিষ্টভাবে দুই দিরহামকেই বোঝাবে, তার বেশী নয়। হাঁ = কিংবা مااكثر الدراهم فى ايديهم বললে সঠিক হবে। কেননা একবচন সমগ্র জাতিকে বুঝিয়ে থাকে।

তারা বলেন, অতএব بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ এর মাঝেই প্রমাণ নিহিত রয়েছে যে, যারা اليدُ অর্থ করেন অনুগ্রহ, তাদের অর্থ ভুল এবং যারা বলেন, এর অর্থ 'আল্লাহ্ পাকের বিশেষ কোন গুণ' তাদের মত সঠিক। এতদসঙ্গে আল্লাহ্ পাকের অনুগ্রহাবলীর সংখ্যা নির্ণয় করা অসম্ভব হওয়া সম্পর্কিত আল্লাহ্ পাকের ঘোষণা এবং আরবী ভাষায় দ্বিবচন দ্বারা জাতি অর্থ আদায় না হওয়ার বিষয়টিও একথার প্রমাণ বহন করে।

তারা বলেন, রাসূলে কারীম (সা) হতে এমতের সমর্থনে বহু হাদীসও রয়েছে এবং উলামায়ে কিরাম ও তাফসীরকারগণও এমতই পোষণ করেন।

وَلَيَزِيْدَنَّ كَثِيْرًا مِّنْهُمْ مَّا اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَّكُفْرًا এর ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-কে বলছেন, আপনার নবুওয়াতের সত্যতা সপ্রমাণ করা এবং তাদের এই আপত্তি নস্যাত করে দেয়ার জন্য যে, আমাদের কাছে কোন সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী আসেনি, আমি ইয়াহূদীদের এমনসব গোপন তথ্য আপনাকে অবগত করলাম, যা তাদের পুরোহিত ও শাস্ত্রজ্ঞগণ ছাড়া কেউ জানে না। আমি এটা এ জন্যই করলাম, যাতে আপনার প্রতিপালকের নিকট হতে যা আপনার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে, তা তাদের অনেকের ধর্মদ্রোহিতা ও অবিশ্বাস বৃদ্ধি করে দেয়।

الطُّغْيَان। অর্থ রাসূলে কারীম (সা)-এর নবুওয়াতের সত্যতা জেনেও তা প্রত্যাখ্যানে তাদের হঠকারিতা ও বাড়াবাড়ি।

وَكُفْرًا অর্থাৎ হঠকারিতা সহকারে তাঁর নবুওয়াত প্রত্যাখ্যানের সাথে সাথে তা তাদের আল্লাহ্‌তে অবিশ্বাস, তাঁর মহিমায় অস্বীকৃতি এবং তার প্রতি কার্পণ্য তথা অশোভন বিশেষণ আরোপ প্রভৃতি কুফ্‌র বাড়িয়ে দেয়।

আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নবী (সা)-কে জানাচ্ছেন যে, তারা তাদের প্রতিপালকের সাথে ঔদ্ধত্য ও ধৃষ্টতাপূর্ণ আচরণকারী। তারা সত্যের সত্যতা জেনেও তা স্বীকার করবে না বরং সত্যের প্রতি হঠকারিতা প্রদর্শন করেই চলবে। প্রিয়নবী (সা) তাদের আল্লাহ্-বিমুখতা ও হঠকারিতার কারণে যে মর্মযাতনা বোধ করতেন তজ্জন্য এ আয়াতে তাঁকে সান্ত্বনা দেওয়া হয়েছে।

পূর্বে الطُّغْيَان। অর্থ দলীল-প্রমাণসহ বর্ণনা করেছি। কাজেই এস্থলে এর পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন।

তাফসীরকারকেদের থেকেও আয়াতের অনুরূপ ব্যাখ্যা বর্ণিত আছে।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১২২৪৯. কাতাদা (র)- وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا এর ব্যাখ্যায় বলেন, রাসূলে কারীম (সা)-এবং আরবদের প্রতি হিংসাই তাদেরকে কুফ্‌রী করতে উদ্বুদ্ধ করেছিল, নয়ত তাদের কিতাবে তারা তাঁর উল্লেখ পেয়েছিল।

وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ এর ব্যাখ্যা ঃ ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা ইয়াহূদী ও নাসারা সম্পর্কে বলেছেন যে, তাদের মাঝে তিনি কিয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী শত্রুতা ও বিদ্বেষ সঞ্চার করেছেন। যেমন-

১২২৫০. মুজাহিদ (র) বলেন, وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ। ইয়াহূদী ও নাসারার মাঝে....।

কেউ যদি বলে, আয়াতে তো ইয়াহূদী— নাসারার কোন উল্লেখ হয়নি; এমতাবস্থায় وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمْএর هُمْ সর্বনাম দ্বারা তাদের প্রতি ইঙ্গিত হয় কি করে?

উত্তরে বলা হবে, তাদের উভয় সম্প্রদায়ের উল্লেখ আয়াতে রয়েছে, যেমন ইরশাদ হয়েছে- তোমরা ইয়াহূদী ও নাসারাকে বন্ধুরূপে গ্রহণ কর না। তারা একে অপরের বন্ধু। অতঃপর আলোচ্য আয়াত অবধি কখনও তাদের উভয় সম্প্রদায় সম্পর্কে, কখনও এক সম্প্রদায় সম্পর্কে আলোচনা হয়েছে। অবশেষে এ আয়াতে উভয় সম্প্রদায়ের কথা বলা হয়েছে।

كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِّلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ এর ব্যাখ্যা ঃ ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াতাংশে ইরশাদ করেছেন যে, যখনই তারা কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত স্থির করে এবং তজ্জন্য পূর্ণ প্রস্তুতি গ্রহণ করতঃ শত্রুর মুকাবিলা করতে উদ্যত হত, তখনই আল্লাহ্ তা'আলা তাদের

সে প্রস্তুতি নস্যাৎ করে দেন এবং তাদের শৃংখলা নষ্ট করে দেন। আর এটি করেন তাদের কর্মের অপকৃষ্টতা এবং উদ্দেশ্যের কদর্যতার জন্য।

১২২৫১. রাবী (র) হতে বর্ণিত যে, আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন- لَتُفْسِدُنَّ فِى الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولٰهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَّفْعُولًا ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ – নিশ্চয়ই তোমরা পৃথিবীতে দু'বার বিপর্যয় সৃষ্টি করবে এবং তোমরা অতিশয় অহংকারে স্ফীত হবে। অতঃপর এই দু'য়ের প্রথমটির নির্ধারিত কাল যখন উপস্থিত হল তখন আমি তোমাদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেছিলাম আমার বান্দাদেরকে, যুদ্ধে অতিশয় শক্তিশালী, তারা ঘরে ঘরে প্রবেশ করে সমস্ত ধ্বংস করেছিল। আর প্রতিশ্রুতি কার্যকর হয়েই থাকে। অতঃপর আমি তোমাদেরকে পুনরায় তাদের উপর প্রতিষ্ঠিত করলাম। (বনী ইসরাঈল ঃ ৪-৬)

রাবী' (র) বলেন, তাদের প্রথম বিপর্যয় কালে আল্লাহ্ তা'আলা তাদের বিরুদ্ধে শত্রু চড়াও করেন, যারা তাদের ঘর-বাড়ি ধ্বংস করে দেয়, তাদের নারীদের জোরপূর্বক বিবাহ্ করে নেয়। শিশুদের গোলাম বানায় এবং 'ইবাদতখানা ধ্বংস করে দেয়। এভাবে কিছুকাল অতিবাহিত হয়। এরপর আল্লাহ্ তা'আলা তাদের মাঝে একজন নবী পাঠান। তাঁর প্রচেষ্টায় তাদের পূর্বাবস্থা ফিরে আসে; বরং আরও ভাল হয়। কালক্রমে এসে পড়ে তাদের দ্বিতীয় বিপর্যয়কাল। তারা আম্বিয়ায়ে কিরামকে হত্যা করতে থাকে। এমনকি এক সময় হযরত যাকারিয়া ('আ)-এর পুত্র ইয়াহ্য়া ('আ)-কেও হত্যা করে। পরিণামে আল্লাহ্ তা'আলা তাদের বিরুদ্ধে বুখতা নাস্সারকে পাঠান। সে তাদেরকে হত্যা করে গোলাম ও বাঁদী বানায় এবং তাদের 'ইবাদতখানা ধ্বংস করে দেয়। এই বুখতা নাস্সার ছিল তাদের দ্বিতীয় বিপর্যয়।

রাবী' (র) বলেন, الْفَسَادُ। অর্থ পাপাচার ও অবাধ্যতাও হয়ে থাকে। অতঃপর তিনি وَعْدُ الْآخِرَةِ হতে وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا পর্যন্ত পাঠ করেন। — অতঃপর পরবর্তী নির্ধারিত কাল উপস্থিত হলে আমি আমার বান্দাদেরকে প্রেরণ করলাম তোমাদের মুখমন্ডল কালিমাচ্ছন্ন করার জন্য, প্রথমবার তারা যেভাবে মসজিদে প্রবেশ করেছিল পুনরায় সেইভাবেই তাতে প্রবেশ করার জন্য এবং তারা যা অধিকার করেছিল তা সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করার জন্য। সম্ভবতঃ তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের প্রতি দয়া করবেন, কিন্তু তোমরা যদি তোমাদের পূর্ব আচরণের পুনরাবৃত্তি কর তবে আমিও পুনরাবৃত্তি করব (বনী ইসরাঈল ঃ ৭-৮)। অনন্তর আল্লাহ্ তা'আলা হযরত 'উযায়র ('আ)-কে প্রেরণ করেন। তিনি তাওরাত জেনে তা অন্তরে সংরক্ষণ করেন এবং লিখে তাদের মাঝে প্রচার করেন। ফলে সে যুগ শুধরে যায়। তারা কিছুকাল সুপথে চলতে থাকে। অতঃপর আবার তারা পথ ভুলে যায়। হযরত 'উযায়র ('আ)-এরও ওফাত হয়ে যায়। নতুন প্রজন্মের লোক আল্লাহ্ তা'আলা প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি বিস্মৃত হয়। তারা আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি কার্পণ্য আরোপের ধৃষ্টতা পর্যন্ত প্রদর্শন করে। তারা বলে يَدُ اللّٰهِ مَغْلُولَةٌ –"আল্লাহ্র হাত রুদ্ধ"। জবাবে আল্লাহ্ পাক বলেন, غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنْفِقُ

كَيْفَ يَشَاءُ –তারাই রুদ্ধ হস্ত-এবং তারা যা বলে তজ্জন্য তারা অভিশপ্ত; বরং আল্লাহ্র হাত প্রশস্ত। তিনি যেভাবে ইচ্ছা ব্যয় করেন। তারা 'উযায়র('আ) সম্পর্কে বলে বসে إِنَّ اللّٰهَ اتَّخَذَهُ وَلَدًا –আল্লাহ্ তাকে পুত্ররূপে গ্রহণ করেছেন। অথচ! নাসারা সম্প্রদায় হযরত 'ঈসা ('আ) সম্পর্কে এরূপ ধারণা পোষণ করার কারণে তারা তাদের নিন্দা করত। কিন্তু নিজেদের ক্ষেত্রে ঘটায় তার ব্যত্যয়। যে কারণে তারা অন্যদের কাফির বলত, নিজেরাই তাতে জড়িয়ে পড়ে। এ সময় আল্লাহ্র পক্ষ হতে তাদের ব্যাপারে ফয়সালা হয়ে যায় যে, কিয়ামত পর্যন্ত তারা আর শত্রুর উপর জয়লাভ করতে পারবে না। একথাই আয়াতে ইরশাদ হয়েছে- كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِّلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللّٰهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِيْنَ 'যতবার তারা যুদ্ধের আগুন জ্বালায়, ততবার আল্লাহ্ তা নিভিয়ে দেন এবং তারা দুনিয়ায় ধ্বংসাত্মক কাজ করে বেড়ায়। আল্লাহ্ ধ্বংসাত্মক কাজে লিপ্তদেরকে ভালবাসেন না। সুতরাং তৃতীয়বার তিনি তাদের উপর মাজূসী সম্প্রদায়কে চড়াও করেন। তারা মাজূসীদের অধীনস্থ হয়ে জীবন যাপন করতে থাকে এবং বলতে থাকে, হায় আমরা যদি সেই নবীর সাক্ষাত পেতাম, যার উল্লেখ আমরা আমাদের কিতাবে পাই, তা হলে তার অছিলায় হয়ত আমরা মাজূসীদের শাসন দন্ড ও এই লাঞ্ছনাকর শাস্তি হতে নিষ্কৃতি লাভ করতাম। অবশেষে আল্লাহ্ তা'আলা হযরত মুহাম্মাদ (সা)-কে প্রেরণ করেন। তিনি হযরত মুহাম্মাদ (সা) নামে আবির্ভূত হন। ইনজীলে তার নাম বলা হয়েছে আহমদ। তিনি আসলেন, কিন্তু তারা চিনতে পেরেও অস্বীকার করল। সুতরাং আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন فَلَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الْكَافِرِيْنَ –আল্লাহ্র লা'নত সত্যত্যাগীদের উপর। (বাকারা ঃ ৮৯)। অন্যত্র বলেন فَبَاؤُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ –তারা ক্রোধের উপর ক্রোধের পাত্র হল (বাকারা ঃ ৯০)।

১২২৫২. মুজাহিদ (র) বলেন, كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِّلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللّٰهُ আয়াতে ইয়াহূদীদের কথা বলা হয়েছে।

১২২৫৩. কাতাদা (র) বলেন- এ আয়াতে যাদের কথা বলা হয়েছে, তারা হচ্ছে আল্লাহ্র শত্রু ইয়াহূদী। তারা যখনই যুদ্ধের আগুন প্রজ্জ্বলিত করে আল্লাহ্ তা'আলাই তা নিভিয়ে দেন। তুমি যে-কোন দেশে ইয়াহূদীদের অস্তিত্ব পাবে, দেখবে তারা সেখানে চরমভাবে লাঞ্ছিত। যখন ইসলামের আবির্ভাব ঘটে, তখন তারা মুজূসীদের অধীনে একটি ধিকৃত মানবেতর প্রাণী।

১২২৫৪. সুদ্দী (র) বলেন, كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِّلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللّٰهُ এর অর্থ, যখনই তারা কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত স্থির করে, তখনই তা আল্লাহ্ তা'আলা ছিন্ন ভিন্ন করে দেন। তিনি তাদের শক্তি ও দাপট চূর্ণ করে তাদের অন্তরে ভয়-ভীতি জাগিয়ে তোলেন।

১২২৫৫. মুজাহিদ (র) বলেন, كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِّلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللّٰهُ আয়াতে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধের কথা বলা হয়েছে যে, তারা যখনই তার বিরুদ্ধে যুদ্ধের আগুন প্রজ্জ্বলিত করে, তখন আল্লাহ্ তা'আলা তা নিভিয়ে দেন।

وَيَسْعَوْنَ فِى الْاَرْضِ فَسَادًا وَاللّٰهُ لَايُحِبُّ الْمُفْسِدِيْنَ এর ব্যাখ্যা ঃ ইমাম আবু জা'ফর তাবারী (র) বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন যে, ইয়াহূদী ও নাসারা সম্প্রদায় সর্বদা আল্লাহ্‌র অবাধ্যতায় লিপ্ত থাকে, তাঁর নিদর্শনাবলী অস্বীকার করে, তাঁর রাসূলদের প্রত্যাখ্যান করে এবং তাঁর আদেশ নিষেধ অমান্য করে আর এটিই হচ্ছে তাদের ধ্বংসাত্মক কার্য করে বেড়ানোর অর্থ। আল্লাহ্ পাক বলেন, যারা আল্লাহ্‌র যমীনে তাঁর অবাধ্যতায় লিপ্ত থাকে, তিনি তাদের ভালবাসেন না।

মহান আল্লাহ্‌র বাণী—

(٦٥) وَلَوْ اَنَّ اَهْلَ الْكِتٰبِ اٰمَنُوْا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ وَلَاَدْخَلْنٰهُمْ جَنّٰتِ النَّعِيْمِ ٥

৬৫. আর যদি এ আহলে কিতাব ঈমান আনতো এবং আল্লাহ্ তা'আলাকে ভয় করতো তবে অবশ্যই আমি তাদের গুনাহ্‌সমূহ মাআফ করে দিতাম এবং তাদেরকে নি'আমতে ভরপুর (শান্তিময়) জান্নাতসমূহে প্রবেশ করাতাম।

ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (রা.) বলেন, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন , যদি আহলে কিতাব অর্থাৎ ইয়াহূদী-নাসারা সম্প্রদায় আল্লাহ ও তাঁর রাসূল মুহাম্মদ (স)-এর প্রতি ঈমান আনত, রাসূলের অনুসরণ করত, তাঁর প্রতি অবতীর্ণ কিতাবে বিশ্বাস করত এবং আল্লাহ যা কিছু নিষেধ করেছেন তা সবই পরিহার করত, তা হলে আমি তাদের পাপরাশি মিটিয়ে দিতাম ও তা গোপন রাখতাম– তার কারণে তাদেরকে লাঞ্ছিত করতাম না। আর তাদেরকে দাখিল করতাম সুখদায়ক উদ্যানে, যেখানে তারা তাদের পরকালীন জীবনে সুখ ভোগ করত।

তাফসীরকারগণ থেকেও আয়াতের অনুরূপ ব্যাখ্যাই বর্ণিত আছে।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১২২৫৬. হযরত কাতাদা (র.) وَلَوْ اَنَّ اَهْلَ الْكِتٰبِ اٰمَنُوْا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ -এর ব্যাখ্যা করেন, যদি তারা আল্লাহ পাক যা নাযিল করেছেন তাতে বিশ্বাস করত এবং তিনি যা-কিছু নিষেধ করেছেন, তা পরিহার করে চলত– لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ অর্থাৎ তা হলে আমি তাদের পাপরাশি মোচন করতাম।

মহান আল্লাহ্‌র বাণী—

(٦٦) وَلَوْ اَنَّهُمْ اَقَامُوا التَّوْرٰىةَ وَالْاِنْجِيْلَ وَمَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِمْ مِّنْ رَّبِّهِمْ لَاَكَلُوْا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ اَرْجُلِهِمْ ؕ مِنْهُمْ اُمَّةٌ مُّقْتَصِدَةٌ ؕ وَكَثِيْرٌ مِّنْهُمْ سَآءَ مَا يَعْمَلُوْنَ ٥

৬৬. আর যদি তারা (আহ্‌লে কিতাব) সঠিক ভাবে বজায় রাখ্‌তো তাওরাত, ইনজীল এবং (সে কিতাব পবিত্র কুরআন) যা তাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে তাদের প্রতি নাযিল করা হয়েছে, তবে

নিশ্চয় তারা (সুখাদ্য) ভোগ করতে পারতো তাদের উপর থেকে এবং তাদের পাসমূহের তলদেশ থেকে। তাদের মধ্যে কিছু লোক রয়েছে সঠিক পথে এবং তাদের অনেকেই মন্দ কাজে লিপ্ত রয়েছে।

ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন যে, তারা যদি তাওরাত ও ইনজীলের দিক-নির্দেশনা মেনে চলত এবং অনুসরণ করত সেই পবিত্র ফুরকানের, যা তাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে তাদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে এবং যা নিয়ে মুহাম্মদ সাল্লা'ল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবির্ভূত হয়েছেন ....।

যদি কেউ প্রশ্ন করে, তাওরাত, ইনজীল ও মুহাম্মদ (স)-এর প্রতি অবতীর্ণ কিতাবের মধ্যে তো পরস্পর বিরোধ রয়েছে এবং এর একটি অপরটিকে রহিত করে, এমতাবস্থায় তারা এ সবগুলো প্রতিষ্ঠা করবে কি উপায়ে?

জওয়াবে বলা যাবে, এ বিরোধ কেবল কতিপয় বিধান ও অনুশাসনগত বিষয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ। নচেত, আল্লাহ তা'আলা ও নবী-রাসূলে বিশ্বাস এবং মহান আল্লাহর পক্ষ হতে অবতীর্ণ বিষয়ে ঈমানের ব্যাপারে সকালে এক ও অভিন্ন। কাজেই তাওরাত, ইনজীল ও মুহাম্মদ (স)-এর প্রতি অবতীর্ণ কিতাবকে প্রতিষ্ঠা করার অর্থ এ সকল কিতাবের বিষয়বস্তুতে বিশ্বাস, যে-সব ক্ষেত্রে সকল কিতাবের নির্দেশ অভিন্ন সে গুলোর অনুসরণ এবং প্রত্যেক যুগে সংশ্লিষ্ট কিতাব অনুযায়ী আমল।

لَاَكَلُوْا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ اَرْجُلِهِمْ অর্থাৎ, তা হলে, আল্লাহ তা'আলা তাদের জন্য আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করতেন। ফলে ভূমিতে উদ্ভিদ, ফল-মূল ও ফসল উৎপন্ন হত এবং তারা তা ভোগ করত।

مِنْ تَحْتِ اَرْجُلِهِمْ অর্থাৎ তাদের পায়ের নীচের ভূমিজ সম্পদ তথা মাটি হতে ফল-মূল, ফসল ইত্যাদি যা-কিছু উৎপন্ন হয়, তা তারা আহার করত।

তাফ্সীরকারগণ থেকেও অনুরূপ ব্যাখ্যা বর্ণিত আছে।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১২২৫৭. হযরত ইবন 'আব্বাস (র.) হতে বর্ণিত- وَلَوْ اَنَّهُمْ اَقَامُوا التَّوْرٰىةَ وَالْاِنْجِيْلَ وَمَا اُنْزِلَ اِلَيْهِمْ مِنْ رَّبِّهِمْ لَاَكَلُوْا مِنْ فَوْقِهِمْ তিনি এর ব্যাখ্যায় বলেন, তা হলে আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর পর্যাপ্ত বারি বর্ষণ করতেন এবং وَ مِنْ تَحْتِ اَرْجُلِهِمْ অর্থাৎ, ভূমি তার বরকত (সম্পদ) উৎপন্ন করত।

১২২৫৮. হযরত কাতাদা (রা.) বলেন, এ আয়াতের অর্থ, তা হলে আকাশ তাদের প্রতি কল্যাণ বর্ষণ করত এবং মাটি ফসল দিত।

১২২৫৯. হযরত সুদ্দী (র.) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, যদি তারা মুহাম্মদ (স)- আনীত তাদের প্রতি অবতীর্ণ কিতাবের অনুসরণ করত, তা হলে আমি তাদের উপর বৃষ্টিপাত করতাম এবং ফল ও ফসল উৎপন্ন করতাম।

১২২৬০. মুছান্না (র.)-এর সূত্রে বর্ণিত। হযরত মুজাহিদ (র.) وَلَوْ اَنَّهُمْ اَقَامُوا التَّوْرٰيةَ وَالْاِنْجِيْلَ وَمَا اُنْزِلَ اِلَيْهِمْ مِّنْ رَّبِّهِمْ -এর ব্যাখ্যায় বলেন, তাদের তাওরাত প্রতিষ্ঠা করার অর্থ তাওরাত অনুযায়ী আমল করা। "তাদের প্রতি তাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে যা অবতীর্ণ হয়েছে" বলে মুহাম্মদ (স) ও তার প্রতি অবতীর্ণ কিতাবকে বোঝান হয়েছে। "তাহলে তারা তাদের উপর ও পদতল হতে আহার্য লাভ করত"– তাদের উপর বৃষ্টিপাত হত ফলে ভূমি হতে তাদের প্রয়োজনীয় ফল ও ফসল উৎপন্ন হত।

১২২৬১. আল-কাসিম (র.)-এর সূত্রে হযরত মুজাহিদ (র.) বলেন, لَاَكَلُوْا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ اَرْجُلِهِمْ অর্থাৎ তারা আকাশ ও মাটির কল্যাণরাশি ভোগ করতে পারত। ইবন জুরাইজ (র.) বলেন, لَاَكَلُوْا مِنْ فَوْقِهِمْ অর্থ বৃষ্টি এবং وَمِنْ تَحْتِ اَرْجُلِهِمْ অর্থ ভূমি থেকে উৎপন্ন শস্য।

১২২৬২. হযরত ইবন 'আব্বাস (রা.) বলেন, مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ اَرْجُلِهِمْ দ্বারা আল্লাহ পাক ঘোষণা করেন যে, তা হলে তারা আকাশ ও মাটি হতে আহার্য ভোগ করত।

কেউ কেউ বলেন, لَاَكَلُوْا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ اَرْجُلِهِمْ এর দ্বারা প্রাচুর্য বোঝান হয়েছে। যেমন বলা হয়ে থাকে هُوَ فِى خَيْرٍ مِّنْ قَرْنِهِ اِلَى قَدَمِهِ —সে আপদমস্তক সুখে আছে।

কিন্তু তাফ্সীরকারগণ থেকে যে ব্যাখ্যা বর্ণিত হয়েছে, তা এর পরিপন্থী, যেমন উপরে উদ্ধৃত হয়েছে। তাদের সে ব্যাখ্যাই এ ব্যাখ্যা ভ্রান্ত হওয়ার প্রকৃষ্ট দলীল।

مِنْهُمْ اُمَّةٌ مُّقْتَصِدَةٌ وَكَثِيْرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُوْنَ -এর ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন যে, তাদের মধ্যে একদল এমনও আছে যারা ঈসা (আ)-এর ব্যাপারে কথাবার্তায় মধ্যমপন্থী। তারা তাঁর সম্পর্কে সঠিক ধারণা পোষণ করে। তারা বলে, তিনি আল্লাহর রাসূল এবং তার কালিমা ও রূহ, যা তিনি মরিয়মের নিকট প্রেরণ করেছিলেন। তারা তাঁর ব্যাপারে এই বাড়াবাড়ির শিকার নয় যে, তিনি আল্লাহর ছেলে। কিংবা তার ব্যাপারে শিথিল মনোভাব পোষণ করে এ কথাও বলে না যে, তার জন্ম সূত্র পঙ্কিল।

আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন, وَكَثِيْرٌ مِّنْهُمْ অর্থাৎ আহলে কিতাব ইয়াহূদী-নাসারাদের মধ্যে অধিকাংশই নিকৃষ্ট কর্মের অধিকারী। কারণ, তারা মহান আল্লাহর কুফ্রী করে। নাসারা সম্প্রদায় তো হযরত মুহাম্মদ (স)-এর নবুওয়াত অস্বীকার করে এবং মনে করে ঈসা মাসীহ আল্লাহর ছেলে। অপরদিকে ইয়াহূদী জাতি ঈসা (আ) ও মুহাম্মদ (স) উভয়কে অস্বীকার করে। আল্লাহ তা'আলা তাদের দোষ উল্লেখ করে বলেন سَاءَ مَا يَعْمَلُوْنَ অর্থাৎ তাদের এ কাজ অতি নিকৃষ্ট।

ব্যাখ্যাকারগণ থেকেও অনুরূপ ব্যাখ্যা বর্ণিত আছে। যেমন-

১২২৬৪. হযরত মুজাহিদ (র.) বলেন, مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُّقْتَصِدَةٌ দ্বারা কিতাবীদের মধ্যে যারা ইসলাম গ্রহণ করেছে, তাদের বোঝান হয়েছে। আর বাকি সকলের সম্পর্কে বলা হয়েছে- وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ

১২২৬৫. 'আব্দু'ল্লাহ ইবন কাছীর (র.) হতে বর্ণিত যে, তিনি হযরত মুজাহিদ (র.)-কে বলতে শোনেছেন যে, বনী ইসরাঈল কয়েক দলে বিভক্ত। তাদের একদল বলে, ঈসা (আ) আল্লাহর ছেলে। আরেক দলের বিশ্বাস স্বয়ং আল্লাহ। তৃতীয় একটি দল এমনও আছে, যাদের মতে তিনি আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রূহ। শেষোক্ত দলটিই মধ্যমপন্থী আর তারা সেই সকল কিতাবী, যারা ইসলামের দাওয়াত গ্রহণ করে।

১২২৬৬. হযরত কাতাদা (র.) বলেন مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُّقْتَصِدَةٌ এর ব্যাখ্যায় তাদের মধ্যে একদল তাঁর কিতাব এবং তার আদেশ-নিষেধের ব্যাপারে মধ্যমপন্থী। বাকিদের প্রতি নিন্দা জ্ঞাপন করে বলেন مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُّقْتَصِدَةٌ

২৩৬৭. হযরত সুদ্দী (র.) বলেন) مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُّقْتَصِدَةٌ অর্থ তাদের মধ্যে একদল আছে বিশ্বাসী।

১২২৬৮. হযরত ইবন যায়দ (র.) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, اَلْمُقْتَصِدَةٌ অর্থ মহান আল্লাহর অনুগত দল এবং তারা হলো আহ্‌লে কিতাব।

১২২৬৯. রাবী ইবন আনাস (র.) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, أُمَّةٌ مُّقْتَصِدَةٌ বলতে সেই সব আহ্‌লে কিতাবকে বোঝান হয়েছে, যারা দীনের ব্যাপারে শৈথিল্যও করেনি, বাড়াবাড়িও করেনি الغلو। বা বাড়াবাড়ি অর্থ দীন হতে দূরে সরে যাওয়া। আর الفسق। তথা শৈথিল্য হলো তাতে ত্রুটি-বিচ্যুতি করা।

মহান আল্লাহ্‌র বাণী—

(٦٧) يَاأَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ ، وَإِنْ لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ ، وَاللّٰهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ، إِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكٰفِرِينَ ○

৬৭. হে রাসূল! আপনার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে, তা পৌঁছিয়ে দিন। আর যদি তা না করেন, তবে আপনি আল্লাহ তা'আলার বাণী পৌঁছাবার দায়িত্ব পালন করলেন না। আল্লাহ তা'আলাই আপনাকে মানুষের (যুল্‌ম্-অত্যাচার থেকে) রক্ষা করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ পাক কাফির সম্প্রদায়কে সুপথ দেখান না।

ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, পূর্বোক্ত আয়াতসমূহে আহলে কিতাব তথা ইয়াহূদী-নাসারা সম্পর্কে আলোচনা ছিল। তাতে তাদের চারিত্রিক দোষ-ত্রুটি, ধর্মাদর্শগত অপকৃষ্টতা, মহান আল্লাহর প্রতি

তাদের ধৃষ্টতা, নবী-রাসূলের সাথে গোস্তাখী, মহান আল্লাহর কিতাবে পরিবর্তন ও বিকৃতি সাধন, তাদের পানাহারগত অবৈধতা ও নিকৃষ্টতা ইত্যাদি বিষয় তুলে ধরা হয়েছিল। এবারে প্রিয়নবী (স)-কে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তিনি যেন উক্ত আহলে কিতাব এবং অন্যান্য মুশরিকদের কাছে তাঁর প্রতি প্রেরিত বাণী পৌঁছে দেন। তাদের যেন জানিয়ে দেন তাদের দোষ-ত্রুটি, তাদের হীনাবস্থা, লাঞ্ছনা-গঞ্জনা ও দুঃখ-দুর্দশা সম্পর্কে তাঁর প্রতি কি অবতীর্ণ হয়েছে এবং তাদের উপর কি আদেশ-নিষেধ আরোপিত হয়েছে। সেই সাথে বলা হয়েছে, তিনি যে মহান আল্লাহর দীন প্রচার করতে গিয়ে দুশমনের পক্ষ হতে কোনরূপ অনিষ্টের আশংকায় শঙ্কিত না হন এবং তাদের সংখ্যাধিক্য ও নিজ দলের সংখ্যা লঘুতার কারণে চিন্তিত না থাকেন। আল্লাহ্ তা'আলার ব্যাপারে আর সকলের ভয়-ভীতি তার জন্য পরিত্যাজ্য। কেননা, সমগ্র সৃষ্টির বিরুদ্ধে আল্লাহ্ তা'আলাই আপনার জন্য যথেষ্ট। কেউ কোনরূপ অনিষ্ট সাধন করতে চাইলে তিনিই তা রোধ করবেন। আল্লাহ্ তা'আলা আরও ইরশাদ করেন যে, তিনি যদি তাঁর প্রতি অবতীর্ণ বাণীর প্রচারে কোনরূপ ত্রুটি করেন, তবে প্রচার বিহীন বিষয়টির পরিমাণ যতই অল্প হোক, কিন্তু তার অপরাধ এত গুরুতর যে, মহান আল্লাহর বাণীর গোটাটাই প্রচার না করলে যে অপরাধ হত, এটা তার সমতুল্য।

আয়াতের যে ব্যাখ্যা আমি প্রদান করলাম, ব্যাখ্যাকারগণও অনুরূপ বলেছেন,

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১২২৭০. হযরত ইবন 'আব্বাস (রা.) বলেন, يَاأَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ-এর অর্থ আপনি যদি আপনার প্রতিপালকের পক্ষ হতে অবতীর্ণ কোন একটি আয়াত গোপন করেন, তা হলে আপনি আমার বার্তাই পৌঁছালেন না।

১২২৭১. হযরত কাতাদা (র.) বলেন, আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবী (স)-কে বলেন যে, তিনি সমস্ত মানুষের বিরুদ্ধে তার জন্য যথেষ্ট। তিনি তাঁকে তাদের হাত থেকে রক্ষা করবেন। সেই সাথে তিনি তাঁকে প্রচার কার্য চালিয়ে যাওয়ারও নির্দেশ দিয়েছেন। বর্ণিত আছে যে, প্রিয়নবী (স)-কে বলা হয়েছিল– আপনি যদি আত্মগোপন করে থাকতেন। তিনি উত্তরে বলেছিলেন, আল্লাহর কসম, আমি যতদিন মানুষের মাঝে আছি, ততদিন আমি আমার গোড়ালি তাদের সম্মুখে খোলা রাখব।

১২২৭২. হযরত মুজাহিদ (র.) বলেন, যখন بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ আয়াত খানা নাযিল হয়, তখন প্রিয়নবী (স) বললেন, আমি তো একা– নিঃসঙ্গ; আমি একা কি করব? সব মানুষ আমার বিরুদ্ধে একতাবদ্ধ। তখন নাযিল হল– وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ

১২২৭৩. হযরত সা'ঈদ ইবন জুবাইর (র.) বলেন, যখন يَاأَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ আয়াত খানা নাযিল হয়, তখন প্রিয়নবী (স) সাহাবায়ে কিরামকে বললেন, তোমরা আমাকে পাহারা দিও না। আল্লাহ তা'আলা আমার নিরাপত্তার দায়িত্ব নিয়েছেন।

১২২৭৪. 'আব্দু'ল্লাহ ইবন শাকীক (র.) হতে বর্ণিত। কিছুসংখ্যক সাহাবী রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিরাপত্তার জন্য সর্বদা তাঁর পিছনে পিছনে থাকতেন। তারপর وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ

আয়াতটি নাযিল হলে তিনি তাদের বললেন, তোমরা তোমাদের কাজে লেগে যাও। কারণ মানুষ থেকে আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং আমার নিরাপত্তা বিধান করেছেন।

১২২৭৫. মুহাম্মদ ইবন কা'ব আল-কুরাজী (র.) বলেন, সাহাবায়ে কিরাম সব সময় রাসূলু'ল্লাহ (স)-কে পাহারা দিয়ে রাখতেন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা يَاَيُّهَا الرَّسُوْلُ بَلِّغْ مَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ وَاِنْ لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَه আয়াত নাযিল করেন।

১২২৭৬. 'আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স)-এর দেহরক্ষী ছিল আলোচ্য আয়াত নাযিল হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত। পরে এ আয়াত নাযিল হলে তিনি কক্ষের বাইরে মাথা বের করে বললেন, লোক সকল! তোমরা চলে যাও, আল্লাহ তা'আলা আমার নিরাপত্তার নিশ্চয়তা বিধান করেছেন।

১২২৭৭. আল-কুরাজী (র.) সূত্রে বর্ণিত আছে যে রাসূলু'ল্লাহ (স)-কে এ আয়াত নাযিল হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত প্রহরায় রাখা হতো।

এ আয়াতের শানে নুযূল সম্পর্কে তাফসীরকারদের একাধিক মত রয়েছে।

তাদের মধ্যে কেউ কেউ বলেন, জনৈক যাযাবর আরব রাসূলু'ল্লাহ (স)-কে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছিল, তখন নাযিল হয় যে, তাকে হেফাজতের জন্য আল্লাহ তা'আলাই যথেষ্ট।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১২২৭৮. মুহাম্মদ ইবন কা'ব আল-কুরাজী (র.) প্রমুখ হতে বর্ণিত। রাসূলু'ল্লাহ (স) যখন কোন স্থানে অবস্থান করতে ইচ্ছা পোষণ করতেন, তখন সাহাবায়ে কিরাম কোন ছায়াবান বৃক্ষ তাঁর জন্য বেছে নিতেন। তিনি তার নীচে বিশ্রাম করতেন। এরূপ একবার বিশ্রাম গ্রহণ কালে জনৈক যাযাবর আরব এসে তার তরবারি উত্তোলন করে এবং বলে উঠে, তোমাকে আমার হাত থেকে কে রক্ষা করবে? তিনি বললেন, মহান আল্লাহ। এ উত্তর শোনামাত্র লোকটির হাত কেঁপে উঠে। হাত থেকে তরবারী পড়ে যায়। সে নিজেও চক্কর খেয়ে পড়ে যায়। গাছের সাথে তার মাথায় প্রচন্ড আঘাত লাগে। মাথার মগজ ছিটকে পড়ে। এ প্রেক্ষিতেই আল্লাহ তা'আলা নাযিল করেন, وَاللّٰهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ

অন্যান্য তাফসীর কারগণের মতে প্রিয়নবী (স) কুরায়শদের পক্ষ হতে আশংকা বোধ করতেন। তাই এ আয়াত নাযিল করে আল্লাহ তা'আলা তাঁকে নিরাপত্তা দেন।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১২২৭৯. ইবন জুরায়জ (র.) বলেন, রাসূলে করীম (স) কুরায়শদের আক্রমণের আশংকা করতেন। এর পর আলোচ্য আয়াত নাযিল হলে তিনি আরামে শুয়ে পড়েন এবং বলে উঠেন, কেউ চাইলে আমার অবমাননা করুক। তিনি দুই কি তিনবার একথা বলেন।

১২২৮০. মাস্রূক (র.) হতে বর্ণিত। আয়েশা (রা.) বলেন, যদি কেউ বলে, আল্লাহর রাসূল ওহীর কোন বিষয় গোপন করেছেন, তবে সে মিথ্যাবাদী। এই বলে তিনি পাঠ করেন يٰأَيُّهَا الرَّسُوْلُ بَلِّغْ مَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ

১২২৮১. ইমাম শা'বী (র.) হতে বর্ণিত। হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, যদি কেউ বলে মুহাম্মদ (স) ওহী গোপন করেছেন, তবে সে মিথ্যা বলে এবং আল্লাহ পাকের প্রতি জঘন্য মিথ্যারোপ করে। এই বলে তিনি আলোচ্য আয়াত তিলাওয়াত করেন।

১২২৮২. মাস্রূক (র.) হতে অপর এক সূত্রেও হযরত আয়েশা (রা.) হতে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

১২২৮৩. অপর এক সূত্রে বর্ণিত। মাসরূক (র.) বলেন, আমি একবার আয়েশা (রা.)-এর কাছে উপস্থিত হই, তখন আমি তাকে উক্ত কথা বলতে শুনি।

وَاللّٰهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তাদের অনিষ্ট থেকে আপনাকে রক্ষা করবেন। يَعْصِمُكَ শব্দটি عصام القربة হতে উৎপন্ন। এর অর্থ মশক বাঁধার রশি। কবি বলেন,

وَقُلْتُ عَلَيْكُمْ مَالِكًا اِنَّ مَالِكًا – سَيَعْصِمُكُمْ اِنْ كَانَ فِى النَّاسِ عَاصِمُ

আমি বললাম, তোমরা মালিককে গিয়ে ধর,
মালিকই তোমাদের রক্ষা করতে পারবে–
যদি মানুষের মাঝে তোমাদের থাকে কোন রক্ষাকর্তা।

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْكٰفِرِيْنَ এর ব্যাখ্যা ঃ

যারা সরল-সঠিক পথে বাধা দেয় ও নিজেও পথ থেকে বিচ্যুত হয়, আমি আল্লাহর পক্ষ হতে যা নিয়ে এসেছি তা অস্বীকার করে এবং আল্লাহর অর্পিত দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনপূর্বক তার প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করে না, তাদেরকে আল্লাহ সঠিক পথ গ্রহণের তওফীক দেন না।

মহান আল্লাহর বাণী—

(٦٨) قُلْ يٰۤاَهْلَ الْكِتٰبِ لَسْتُمْ عَلٰى شَيْءٍ حَتّٰى تُقِيْمُوا التَّوْرٰىةَ وَ الْاِنْجِيْلَ وَمَاۤ اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ ، وَلَيَزِيْدَنَّ كَثِيْرًا مِّنْهُمْ مَّاۤ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَّ كُفْرًا ، فَلَا تَاْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ○

৬৮. বলুন, হে কিতাবীগণ তাওরাত, ইনজীল ও যা তোমদের প্রতিপালকের নিকট হতে তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে, তোমরা তা প্রতিষ্ঠিত না করা পর্যন্ত তোমাদের কোন ভিত্তি নেই। আপনার প্রতিপালকের নিকট হতে যা অবতীর্ণ হয়েছে, তা তাদের অনেকের ধর্মদ্রোহিতা ও অবিশ্বাসই বৃদ্ধি করবে। সুতরাং আপনি কাফির সম্প্রদায়ের জন্য দুঃখ করবেন না।

ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, প্রিয় নবী (স)-এর হিজরত স্থল মদীনায় ছিল আহ্‌লে কিতাবের দুটি সম্প্রদায়-ইয়াহুদীও নাসারা। আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে এ আয়াতে তাঁকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, তিনি যেন এ দুই সম্প্রদায়ের কাছে দীনের দাওয়াত পেশ করেন। আল্লাহ পাক ঘোষণা দিয়েছেন যে, হে মুহাম্মদ! আপনি ইয়াহূদী ও নাসারাদের বলে দিন যে, হে তাওরাত ও ইনজীলে বিশ্বাসী সম্প্রদায়। তোমরা এ ধর্মাদর্শের দাবী কর, প্রকৃতপক্ষে তোমরা তাতে নেই। ইয়াহূদী জাতি প্রতিষ্ঠিত নেই মূসা (আ) এর ধর্মে এবং নাসারারাও নেই ঈসা (আ)-এর ধর্মে। তোমরা প্রতিষ্ঠিত থাকতে পার না সে দীনে, যতক্ষণ না তোমরা কায়েম কর তাওরাত ও ইনজীল এবং সেই কিতাব, যা তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে এবং মুহাম্মদ (স) নিয়ে এসেছেন অর্থাৎ ফুরকান। এ ভাবে তোমাদেরকে এসব কিতাব মানতে হবে এবং এ গুলোর নির্দেশ অনুযায়ী মুহাম্মদ (স)-এর প্রতি ঈমান আনতে হবে আর স্বীকার করতে হবে যে, এর প্রত্যেকটিই আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে অবতীর্ণ। কাজেই তোমরা কোন কিছুই অস্বীকার করো না এবং আল্লাহ পাকের রাসূলদের মধ্যে পার্থক্য করে একজনকে বিশ্বাস এবং অন্যজনকে অবিশ্বাস কর না। কেননা তাদের কোন একজনকে অবিশ্বাস অর্থ অন্য সকলকেই অবিশ্বাস করা। আল্লাহ পাকের কিতাবসমূহ পরস্পরের সমর্থক। এমতাবস্থায় কেউ এর একটিকে অস্বীকার করলে সে যেন সবগুলোইকেই অস্বীকার করল।

সাবাবায়ে কিরাম ও তাবি'ঈদের থেকেও অনুরূপ বর্ণিত আছে। যেমন

১২২৮৪. হযরত ইবন 'আব্বাস (রা.) বলেন, রাফি' ইবন হারিসা, সালাম ইবন মিশকাম, মালিক ইবন সায়ফ ও রাফি' ইবন হারীমালা হযরত রাসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে সাক্ষাত করে। তারা তাঁকে বলল, হে মুহাম্মদ! (স) আপনার কি দাবি নয় যে, আপনি হযরত ইবরাহীম (আ)-এর দীন ও তাঁর ধর্মাদর্শে প্রতিষ্ঠিত এবং আমাদের তাওরাত গ্রন্থে বিশ্বাস রাখেন ও সাক্ষ্য দেন যে, তা আল্লাহর নিকট হতে অবতীর্ণ কিতাব? প্রিয়নবী (স) বলেন, হাঁ, তবে তোমরা তাওরাতে অনেক কিছু নিজেদের পক্ষ হতে সংযোজন করেছ, আর যে সকল বিষয়ে তোমাদের থেকে প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করা হয়েছিল, তোমরা তার অনেক কিছুই অস্বীকার করছ এবং তার যে সকল বিষয় মানুষের কাছে প্রকাশ করার জন্য তোমরা আদিষ্ট ছিলে, তোমরা তা গোপন করে রেখেছ। তোমাদের এসব কার্মকান্ডের সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই। তারা বলল, আমাদের হাতে যা আছে আমরা তাই ধরে রাখব। কারণ আমরা সত্য ও হিদায়াতের উপর আছি। আমরা আপনার প্রতি ঈমান আনব না এবং আপনারা অনুসরণও করব না। তখন আল্লাহ তা'আলা قُلْ يَاَهْلَ الْكِتَٰبِ لَسْتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ حَتَّىٰ تُقِيْمُوا التَّوْرَٰيةَ وَالْاِنْجِيْلَ وَمَا اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِنْ رَّبِّكُمْ হতে فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِيْنَ পর্যন্ত এ আয়াতটি নাযিল করেন।

১২২৮৫. ইবন যায়দ (র.) আলোচ্য আয়াত -এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন, আমরাও একটি কিতাবী সম্প্রদায়। তাওরাত ইয়াহূদীদের, ইনজীল নাসারাদের এবং আমাদের প্রতি আমাদের প্রতিপালকের নিকট হতে যা অবতীর্ণ হয়েছে তা আমাদের। لَسْتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ حَتَّىٰ تُقِيْمُوا অর্থাৎ তোমাদের কোন ভিত্তি নেই, যাবত না তোমরা এ অনুযায়ী আমল কর।

وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَّكُفْرًا فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِيْنَ -এর ব্যাখ্যা ঃ ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, আল্লাহ তা'আলা বলছেন, হে মুহাম্মদ (স), আমি কসম করে বলছি, এসব আয়াতে যে ইয়াহূদী ও নাসারাদের বৃত্তান্ত বর্ণিত হল, আপনার প্রতি অবতীর্ণ কিতাব তাদের ঔদ্ধত্য ও কুফরী যে বৃদ্ধি করবে। অর্থাৎ কুরআন পাক নাযিলের পূর্বে যে ঔদ্ধত্যের সাথে তারা আপনাকে প্রত্যাখ্যান করত এবং আপনার নবুওয়াত অস্বীকার করত, কুরআন নাযিলের পরে তা আরও বেড়ে যাবে।

اَلطُّغْيَانَ -অর্থ পূর্বে সবিস্তারে বর্ণিত হয়েছে।

فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِيْنَ - অর্থাৎ আপনি কাফির সম্প্রদায়ের জন্য দুঃখ করবেন না। أَسِيَ فلان على كذا يَأْسَى أَسًى অর্থ কোন বিষয়ে দুঃখ প্রকাশ করা।

কবি বলেন,

وَانْحَلَبَتْ عَيْنَاهُ مِنْ فَرْطِ الأَسَى

দুখের আতিশয্যে তার দুচোখে অশ্রু বর্ষণ করে।

আল্লাহ তা'আলা নবীকে বলছেন, হে মুহাম্মদ, বনী ইসরাঈলের কাফির ইয়াহূদী-নাসারারা আপনার প্রতি অবিশ্বাস পোষণ করছে বলে আপনি দুঃখ করবেন না। কেননা এটা তাদের পুরাতন চরিত্র। তারা তাদের নবীদের ব্যাপারেও সচরাচর এরূপই করে আসছে। কাজেই আপনার ব্যাপারেও যে এরূপ করবে এটাই তো স্বাভাবিক।

আমি আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় যা বলেছি, ব্যাখ্যাকারগণও অনুরূপ বলেছেন।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১২২৮৬. ইবন 'আব্বাস (রা.) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ দ্বারা কুরআন পাককে বোঝান হয়েছে। فَلَا تَأْسَ মানে দুঃখ করবেন না।

১২২৮৭. সুদ্দী (র.) বলেন, فَلَا تَأْسَ মানে আপনি দুঃখ করবেন না।

মহান আল্লাহর বাণী—

(٦٩) إِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِيْنَ هَادُوْا وَالصّٰبِـُٔوْنَ وَالنَّصٰرٰى مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ○

৬৯. ঈমানদারগণ! ইয়াহূদীরা, সাবীরা ও খৃস্টানদের মধ্যে কেউ আল্লাহ ও পরকালে ঈমান আনলে এবং সৎকাজ করলে তার কোন ভয় নেই এবং সে দুঃখিতও হবে না।

ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ ও রাসূলে বিশ্বাসীগণ তথা মুসলিমগণ এবং ইয়াহূদী, সাবী ও নাসারাদের মধ্যে যারা আল্লাহতে বিশ্বাস করে, আখিরাত বা মৃত্যুর পর পুনরুত্থানের প্রতি ঈমান রাখে এবং যে সৎকাজ করে, কিয়ামতের ভয়াবহ পরিস্থিতিতে তাদের কোন ভয় নেই। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে যে সম্মানজনক মহা পুরস্কারে ভূষিত করবেন তা প্রত্যক্ষ করার পর তাদের থাকবে না পশ্চাতে পরিত্যক্ত ইহ জীবনের জন্য কোন দুঃখ।

এ বাক্যের ব্যাকরণগত বিশ্লেষণ পূর্বে দেওয়া হয়েছে। কাজেই এস্থলে তার পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন।

মহান আল্লাহ্র বাণী—

(٧٠) لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَآءِيلَ وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُلًا ۖ كُلَّمَا جَآءَهُمْ رَسُولٌۢ بِمَا لَا تَهْوَىٰٓ أَنفُسُهُمْ فَرِيقًا كَذَّبُوا وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ ○

৭০. বনি ইসরাঈলের নিকট হতে অঙ্গীকার গ্রহণ করলাম এবং তাদের নিকট রাসূল প্রেরণ করলাম। যখনই কোন রাসূল তাদের নিকট এমন কিছু আনে, যা তাদের মনঃপুত নয়; তখনই তারা কতককে মিথ্যাবাদী বলে আর কতককে হত্যা করে।

ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, আল্লাহ তা'আলা কসম করে বলছেন যে, আমি বনী ইসরাঈলের থেকে প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলাম আমার একত্বে নিষ্ঠা, আমার আদেশ মেনে চলা ও নিষেধ রক্ষায় যত্নবান থাকার উপর। এ ব্যাপারে আমি তাদের কাছে নবী-রাসূলও পাঠিয়েছিলাম এবং তাদের মাধ্যমে ওয়াদা করেছিলাম, যারা আমার আনুগত্য করবে, তাদেরকে মহা পুরস্কারে ভূষিত করব। সেই সাথে যারা অবাধ্যতা করবে, তাদেরকে কঠিন শাস্তির সতর্ক বাণীও শুনিয়েছিলাম। কিন্তু যখনই কোন রাসূল তাদের নিকট এমন কিছু আনে, যা তাদের মনঃপূত ও পছন্দ নয়, তখনই তারা তাদের কতককে মিথ্যাবাদী বলে এবং কতককে হত্যা করে। এভাবে তারা আমার গৃহীত প্রতিশ্রুতি ভংগ এবং আমার প্রতি ধৃষ্টতা প্রদর্শন করে।

মহান আল্লাহ্র বাণী—

(٧١) وَحَسِبُوٓا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُوا وَصَمُّوا ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا وَصَمُّوا كَثِيرٌ مِّنْهُمْ ۚ وَاللَّهُ بَصِيرٌۢ بِمَا يَعْمَلُونَ ○

৭১. তারা মনে করেছিল যে, তাদের কোন শাস্তি হবে না, ফলে তারা অন্ধ ও বধির হয়ে গিয়েছিল। এরপর আল্লাহ তাদের প্রতি ক্ষমাশীল হয়েছিলেন। পুনরায় তাদের অনেকেই অন্ধ ও বধির হয়েছিল। তারা যা করে, আল্লাহ তার সম্যক দৃষ্টান্ত।

ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (রা.) বলেন, পূর্ববর্তী আয়াতে বলা হয়েছিল যে, আল্লাহ্ তা'আলা বনী ইসরাঈল থেকে প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলেন এবং তাদের নিকট রাসূল প্রেরণ করেছিলেন। কিন্তু যখনই কোন রাসূল তাদের নিকট এমন কিছু আনে, যা তাদের মনঃপূত নয়, তখনই তারা তাদের কতককে মিথ্যাবাদী বলে এবং কতককে করে হত্যা। এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা উক্ত ইসরাঈলদের সম্পর্কে বলছেন যে, তারা মনে করেছিল, তাদের উক্ত আচার-আচরণের কারণে আল্লাহ্র পক্ষ হতে তাদেরকে কোন কঠিন শাস্তি দেওয়া হবে না। ফলে তারা অন্ধ ও বধির হয়ে গিয়েছিল। অর্থাৎ একমাত্র আমারই 'ইবাদত করা, আমার আদেশ পালন করা ও আমার আনুগত্য করার উপর যে প্রতিশ্রুতি আমি তাদের থেকে নিয়েছিলাম, তা পূরণ ও সত্য গ্রহণ হতে তারা অন্ধ ও বধির হয়ে গিয়েছিল। যেহেতু তারা ধারণা করেছিল কোন কঠিন শাস্তি আমি তাদের দেব না। এরপর আমি তাদের তওবা কবূল করি অর্থাৎ আমি নিজ কৃপায় তাদেরকে সরল পথ দেখাই। ফলে তারা আমার প্রতি ঝুঁকে পড়ে এবং যে অবাধ্যতা, আমার আদেশ-নিষেধ লংঘন এবং আমার অপছন্দ কাজে তারা লিপ্ত ছিল, তা পরিহার করে আমার পছন্দজনক কাজ ও আমার আদেশ-নিষেধ পালন ও আনুগত্যে ফিরে আসে। কিন্তু এর পর আবারও তারা আমার আনুগত্য ও আদেশ-নিষেধ পালন করা এবং অবাধ্যতা পরিহার করা সম্পর্কিত আমার গৃহীত অংগীকার রক্ষা ও সত্য গ্রহণ হতে অন্ধ হয়ে যায়।

وَصَمُّوْا كَثِيْرٌ مِّنْهُمْ অর্থাৎ যে বনী ইসরাঈল থেকে আমি আমার রাসূলদের অনুসরণ ও তাদের প্রতি অবতীর্ণ কিতাব অনুযায়ী আমল করা সম্পর্কে অংগীকার নিয়েছিলাম, তাদের অধিকাংশই সত্যের ব্যাপারে বধির হয়ে যায়, অথচ ইত:পূর্বে আমি তাদের একই অপরাধজনিত তওবা কবূল করেছিলাম এবং তাদেরকে ধ্বংস হতে রক্ষা করেছিলাম।

وَاللّٰهُ بَصِيْرٌ بِمَا يَعْمَلُوْنَ অর্থাৎ তাদের ভাল-মন্দ যাবতীয় কাজ আল্লাহ্ দেখেন। কিয়ামতের দিন তিনি সে সবের বদলা দিবেন। ভাল কাজের ভাল বিনিময় এবং মন্দ কাজের মন্দ বিনিময়।

আয়াতের আমি যে ব্যাখ্যা প্রদান করলাম, ব্যাখ্যাকারগণও অনুরূপ ব্যাখ্যা করেছেন।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১২২৮৮. কাতাদা (র.) বলেন وَحَسِبُوْا اَنْ لَّاتَكُوْنَ فِتْنَةٌ -এর অর্থ, তারা ভেবেছিল তাদের উপর কোন বিপদ ও পরীক্ষা আসবে না। فَعَمُوْا وَصَمُّوْا অর্থাৎ যখনই কোন পরীক্ষা আসত, তারা তাতে জড়িয়ে যেত। ফলে তাতে ধ্বংস হত।

১২২৮৯. সুদ্দী (রঃ) বলেন, وَحَسِبُوْا اَنْ لَّاتَكُوْنَ فِتْنَةٌ فَعَمُوْا وَصَمُّوْا -এর অর্থ, তারা মনে করেছিল কোন পরীক্ষার সম্মুখীন তারা হবে না। ফলে সত্য হতে তারা অন্ধ হয়ে যায়, হয়ে যায় বধির।

১২২৯০. হাসান বসরী (র.) বলেন, এ আয়াতে فِتْنَةٌ অর্থ পরীক্ষা।

১২২৯১. হযরত ইবন আব্বাস (র.) বলেন, فِتْنَةٌ অর্থ শিরক।

১২২৯২. মুজাহিদ (র.) বলেন, وَحَسِبُوْا اَنْ لَّا تَكُوْنَ فِتْنَةٌ فَعَمُوْا وَصَمُّوْا এর দ্বারা ইয়াহূদীর অবস্থা ব্যক্ত করা হয়েছে।

১২২৯৩. মুজাহিদ (র.) হতে অপর এক সূত্রেও এরূপ বর্ণিত আছে। তাঁর শিষ্য ইবন জুরায়জ (র.) বলেন যে, আব্দুল্লাহ ইবন কাছীর (র.) বলেছেন, এ আয়াতটি বনী ইসরাঈল সম্পর্কে এবং فِتْنَةٌ মানে পরীক্ষা- নিরীক্ষা।

মহান আল্লাহর বাণী—

(٧٢) لَقَدْ كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ ؕ وَقَالَ الْمَسِيْحُ يٰبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ اعْبُدُوا اللّٰهَ رَبِّيْ وَرَبَّكُمْ ؕ اِنَّهٗ مَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَاْوٰىهُ النَّارُ ؕ وَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ اَنْصَارٍ ○

৭২. যারা বলে, আল্লাহই মারয়াম তনয় মসীহ, তারা তো কুফরী করেছেই; অথচ মসীহ বলেছিল, হে বনী ইসরাঈল! তোমরা আমার প্রতিপালক ও তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহর ইবাদত করো। কেউ আল্লাহর শরীক করলে আল্লাহ তার জন্য জান্নাত নিষিদ্ধ করবেন ও তার আবাস অগ্নি। সীমা লংঘন কারীদের জন্য কোন সাহায্য নেই।

ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, পূর্ববর্তী আয়াতে বনী ইসরাঈল সম্পর্কে বলা হয়েছিল যে, তারা মনে করেছিল—তারা কোন পরীক্ষায় সম্মুখীন হবে না। আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা দেন যে, আমি যা-কিছু দিয়ে তাদের পরীক্ষা করি, তার একটি হচ্ছে আমার বান্দা ঈসা ইবন মরিয়ম সম্পর্কিত। কিন্তু অন্যান্য বিষয়ের মত এ ক্ষেত্রেও তারা পদস্খলিত হয় এবং আমার গৃহীত এ অংগীকার তারা ভংগ করে ফেলে যে, তারা আমাকে ছাড়া আর কারও ইবাদত করবে না, আমি ভিন্ন কাউকে রব্ব হিসেবে গ্রহণ করবে না, আমাকে এক জানবে এবং আমারই আনুগত্য করবে।

আল্লাহ পাক আরো ঘোষণা দেন যে, আমি ঈসা ইবন মরিয়মকে সৃষ্টি করি এবং তার হাতে কিছু অলৌকিক ঘটনা প্রকাশ করি, যেমন করেছি অনেক নবী-রাসূলের প্রতি। কিন্তু তারা কুফ্রীতে লিপ্ত হয়ে পড়ে এবং বলে ওঠে, ঈসা-ই আল্লাহ। এটা হচ্ছে খৃষ্টান সম্প্রদায়ের একটি উপদল য়া'কূবিয়্যাদের উক্তি। তাদের উপর আল্লাহ পাকের লা'নত।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমি যখন তাদেরকে এরূপ পরীক্ষা-নিরীক্ষায় ফেললাম, তখন তারা শিরক করে। তারা আমারই এক সৃষ্টি সম্পর্কে বলতে শুরু করে যে, সে তাদের ইলাহ। অথচ তারা যেমন

আমার বান্দা, সেও তেমনি বান্দা। সে তাদেরই মত একজন মানুষ, যার কুল-পরিচয় সুপরিচিত এবং একজন মানুষ থেকেই তার জন্ম। তদুপরি সে তাদেরকে আমার-ই একত্বের প্রতি আহবান জানায়, আমার ইবাদত আনুগত্যের নির্দেশ দেয়, তাদের কাছে স্বীকার করে আমিই তার ও তাদের সকলের প্রতিপালক এবং তাদেরকে আমার শরীক করতে নিষেধ করে। বস্তুতঃ তাদের এ বিশ্বাস নিছক অজ্ঞতাপ্রসূত। তারা আল্লাহ সম্পর্কে জানে না, তাই এ কুফরী। বলা বাহুল্য, জনক বা জাতক কোনটাই হওয়া আল্লাহর জন্য শোভন নয়।

وَقَالَ الْمَسِيْحُ يَابَنِىْ اِسْرَائِيْلَ اعْبُدُوا اللّٰهَ رَبِّىْ وَرَبَّكُمْ অর্থাৎ ঈসা (আ) বললেন, হে বনী ইসরাঈল! তোমরা তোমাদের ইবাদত-আনুগত্য, বিনয় ও নম্রতা সেই সত্তার জন্যই নিবেদন কর, যার সম্মুখে বিনয়াবতন হয় নিখিল বিশ্বের সবকিছু। তিনি আমারও পালনকর্তা এবং তোমাদেরও। আমার তোমাদের সকলেরই তিনি প্রভু। তিনিই আমাকে সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদেরও সৃষ্টিকর্তা তিনিই।

اِنَّهُ مَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ অর্থাৎ কেউ আল্লাহ পাকের শরীক করলে আল্লাহ পাক তার জন্য জান্নাতবাস হারাম করবেন।

وَمَاْوٰهُ النَّارُ -অর্থাৎ কেউ ইবাদতে আল্লাহ পাকের সাথে কাউকে শরীক করলে তার প্রত্যাবর্তন স্থল ও ঠিকানা হবে জাহান্নামের আগুন। আখিরাতে সে তাতে ঠাঁই নিবে এবং তার মাঝেই বাস করবে।

وَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ اَنْصَارٍ -অর্থাৎ আল্লাহ পাক যে কাজ বৈধ করেননি, তাতে যারা লিপ্ত হয়, এবং সৃষ্টি নিচয়ের ইবাদতের যিনি উপযুক্ত, তাঁকে ছাড়া অন্যের ইবাদত করে, তাদের কোন সাহায্যকারী নেই, যারা কিয়ামতের দিন তাদেরকে আল্লাহর শাস্তি হতে রক্ষা করবে এবং জাহান্নাম থেকে উদ্ধার করবে।

মহান আল্লাহর বাণী—

(٧٣) لَقَدْ كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّ اللّٰهَ ثَالِثُ ثَلٰثَةٍ ۘ وَمَا مِنْ اِلٰهٍ اِلَّآ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ۚ وَاِنْ لَّمْ يَنْتَهُوْا عَمَّا يَقُوْلُوْنَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ○

৭৩. যারা বলে, আল্লাহ তো তিনের মধ্যে একজন, তারা তো কুফরী করেছেই; যদিও এক ইলাহ ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ নেই। তারা যা বলে তা হতে নিবৃত্ত না হলে তাদের মধ্যে যারা কুফরী করেছে, তাদের ওপর মর্মন্তুদ শাস্তি আরোপিত হবে।

ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, এ আয়াতেও আল্লাহ তা'আলা পূর্বের আয়াতসমূহে বর্ণিত ইসরাঈলদের সম্পর্কে, যারা কোন শাস্তি ও পরীক্ষা আসবে না মনে করে পদস্খলিত হয়েছিল, তাদের

সম্পর্কে সংবাদ দিয়েছেন যে, তারা তাদের প্রতিপালকের কুফ্র ও শিরকে লিপ্ত হয়ে বলে বসে اَللّٰهُ ثَالِثُ ثَلٰثَةٍ —আল্লাহ তো তিনের মধ্যে একজন।

খ্রিষ্টান জগত ইয়াকুবিয়া, মালিকিয়া ও নাসতূরিয়া-এই তিন দলে বিভক্ত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তাদের সকলেরই বিশ্বাস ছিল এরূপ। তারা বলত, আল্লাহ হচ্ছে এক অনাদি অবিভাজ্য সত্তা, যা তিন মূল জুড়ে পরিব্যাপ্ত অর্থাৎ জনক পিতা-যিনি ঘাতক নন; জাতক পুত্র, যিনি জনক নন এবং উভয়ের সাথে সম্পৃক্ত পত্নী।

আল্লাহ তা'আলা তাদের এ উক্তি প্রত্যাখ্যান করে বলছেন, وَمَا مِنْ اِلٰهٍ اِلَّا اِلٰهٌ وَّاحِدٌ অর্থাৎ হে মানুষ! এক মা'বূদ ভিন্ন তোমাদের আর কোন মা'বূদ নেই। আর তিনি কারও জনক ও জাতক নন। বরং তিনি সকল জনক ও জাতকের স্রষ্টা।

وَاِنْ لَّمْ يَنْتَهُوْا عَمَّا يَقُوْلُوْنَ অর্থাৎ আল্লাহ তিনের মধ্যে একজন-এই উক্তিকারীরা যদি তাদের এ উক্তি থেকে বিরত না হয়।

لَيَمَسَّنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ তা হলে এই উক্তিকারী এবং সেই সাথে যারা বলে মারয়াম-তনয় ঈসা-ই আল্লাহ, এ সকল কাফিরদের জন্য রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি। এই উক্তিকারী উভয় দলই কাফির ও মুশরিক। তাই لَيَمَسَّنَّهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ (তাদেরকে মর্মন্তুদ শাস্তি স্পর্শ করবেই) না বলে বরং বলা হয়েছে اَلَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ (যারা কুফরী করেছে তাদেরকে মর্মন্তুদ শাস্তি স্পর্শ করবেই)। এর দ্বারা সতর্কবাণী উভয় দলের জন্য ব্যাপক হয়ে গেছে। যদি لَيَمَسَّنَّهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ বলা হত, তা হলে দ্বিতীয় দল অর্থাৎ যারা বলে আল্লাহ তিনের মধ্যে একজন, তাদের জন্য সতর্কবাণী নির্দিষ্ট হয়ে যেত। যারা বলে মরিয়ম-তনয় ঈসা-ই আল্লাহ, তারা এর অন্তর্ভুক্ত হত না। তাই ব্যাপকভাবে কাফিরদের কথা উল্লেখ করে সতর্কবাণীটি ব্যাপকভাবে ঘোষিত হয়েছে, যাতে বনী ইসরাঈলের এই উভয় দল এবং তাদের অনুরূপ আরও যত কাফির আছে, সকলেই এর আওতাভূক্ত হয়ে যায়।

প্রশ্ন হতে পারে, এমতাবস্থায় مِنْهُمْ-এর সর্বনাম দ্বারা কাদেরকে বোঝান হবে?

উত্তরে বলা হবে–বনী ইসরাঈলকে।

এ অবস্থায় বাক্যটির ব্যাখ্যা হবে এরূপ, আল্লাহ সম্পর্কে ইসরাঈলরা যদি তাদের জঘন্য উক্তি থেকে বিরত না হয়, তবে তাদের মধ্যে যারা বলে, মাসীহ-ই আল্লাহ এবং যারা বলে, আল্লাহ তিনজনের মধ্যে একজন, তাদের উভয় দলকে এবং অনুরূপ আরও যত কাফির আছে, তাদের সকলকে মর্মন্তুদ শাস্তি স্পর্শ করবেই।

তাফ্সীরকারদের একদলও আমার মত এরূপই মত পোষণ করেন যে, এ আয়াতে খ্রিষ্টানদেরকে বোঝান হয়েছে।

যারা এমত পোষণ করেন ঃ

১২২৯৪. সুদ্দী (র) لَقَدْ كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوْا اِنَّ اللّٰهَ ثَالِثُ ثَلٰثَةٍ -এর ব্যাখ্যায় বলেন, এরা হচ্ছে খ্রিষ্টান সম্প্রদায়। তারা বলে, আল্লাহ তিনজনের মধ্যে একজন; তিনি স্বয়ং মাসীহ ও তাঁর জননী। এ কথাই এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে ءَاَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُوْنِىْ وَاُمِّىَ اِلٰهَيْنِ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ আল্লাহ বললেন, হে মরিয়ম তনয় ঈসা! তুমিই কি মানুষকে বলেছিলে যে, তোমরা আল্লাহ ব্যতীত আমাকে ও আমার জননীকে ইলাহরূপে গ্রহণ কর? (মাইদা ঃ ১১৬)।

১২২৯৫. মুজাহিদ (র) এ আয়াতের অনুরূপ ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন।

মহান আল্লাহ্র বাণী—

(٧٤) اَفَلَا يَتُوْبُوْنَ اِلَى اللّٰهِ وَيَسْتَغْفِرُوْنَهٗ ؕ وَ اللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝

৭৪. তবে কি তারা আল্লাহ্র দিকে প্রত্যাবর্তন করবে না ও তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করবে না? আল্লাহ তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, এই দুই কাফির দল, যাদের একদল বলে, মরিয়ম-তনয় মাসীহ-ই আল্লাহ; আরেক দল বলে, আল্লাহ তিনজনের মধ্যে একজন। তারা কি তাদের এ উক্তি থেকে ফিরে আসবে না? করবে না তওবা এরূপ কুফ্রী কথাবার্তা থেকে? প্রার্থনা করবে না এজন্য আল্লাহর ক্ষমা? যে সকল বান্দা তওবা করে এবং অবাধ্যতা পরিহার করে আল্লাহ পাকের আনুগত্যে ফিরে আসে, তিনি তাদের অপরাধ ক্ষমা করেন। সেই সাথে আল্লাহ তা'আলার অপছন্দ কাজ পরিহার করে পছন্দজনক কাজের দিকে ফিরে আসে, তাদের তওবা ও প্রত্যাবর্তনকে তিনি কবূল করে নেন। ফলে নিজ কৃপায় তাদের বিগত পাপরাশি ক্ষমা করে দেন।

মহান আল্লাহ্র বাণী—

(٧٥) مَا الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ اِلَّا رَسُوْلٌ ۚ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ؕ وَ اُمُّهٗ صِدِّيْقَةٌ ؕ كَانَا يَاْكُلٰنِ الطَّعَامَ ؕ اُنْظُرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ الْاٰيٰتِ ثُمَّ انْظُرْ اَنّٰى يُؤْفَكُوْنَ ۝

৭৫. মসীহ ইবন মরইয়াম তো শুধু একজন রাসূল, তাঁর পূর্বে বহু রাসূল গত হয়েছেন। তাঁর মাতাও একজন সত্যবাদিনী। তাঁরা উভয়েই খাদ্য আহার করতেন। (হে রাসূল!) আপনি দেখুন, আমি কিভাবে তাঁদের জন্য নিদর্শনসমূহ বর্ণনা করছি। আরো দেখুন কিভাবে তারা ফিরে যায়?

ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা হযরত মাসীহ (আ) সম্পর্কে খ্রিষ্টান সম্প্রদায়ের বিভ্রান্তির বিরুদ্ধে প্রিয় নবী (স)-এর হাতে প্রমাণ তুলে দেন।

আল্লাহ তা'আলা ইয়া'কুবিয়া দলের উক্তি মাসীহ-ই আল্লাহ এবং অপরাপর গ্রুপের বক্তব্য মাসীহ আল্লাহর ছেলে একথা মিথ্যা প্রতিপন্ন করে বলছেন, মাসীহ সম্পর্কে খ্রিষ্টান কাফিররা যা বলছে, তা মোটেই সত্য নয়। বরং মাসীহ মারইয়ামের ছেলে। মারইয়াম অপরাপর জননীদের মতই তার জন্ম দিয়েছে। বলা বাহুল্য, এটা মানুষেরই বৈশিষ্ট্য– মানব-স্রষ্টার নয়। আসলে মাসীহ তার পূর্বে বিগত রাসূলগণের মতই একজন রাসূল। আল্লাহ পাক তাঁর নবুওয়্যাতের সত্যতা এবং সংশ্লিষ্ট সম্প্রদায়ের প্রতি একজন প্রেরিত রাসূল হওয়ার প্রমাণ স্বরূপ তার হাতে বিভিন্ন মু'জিযা ও অলৌকিক ঘটনা প্রকাশ করেন, যেমন, তিনি অন্যান্য নবী-রাসূলের হাতেও তাদের নবুওয়্যাতের সত্যতা ও রিসালাতের সমর্থনে মু'জিযার প্রকাশ ঘটিয়েছেন। তার অর্থাৎ মাসীহের জননী সত্যবাদী।

اَلصِّدِّيْقَةُ - শব্দটি الصدق (সততা) হতে الفعيلة পরিমাপে গঠিত গুণবাচক বিশেষ্যপদ। অনুরূপ الصديقও الصدق হতে الصِّدِّيْق পরিমাপে গঠিত। কুরআন মাজীদে আছে والصديقين الشهداء সত্যনিষ্ঠগণ ও শহীদগণ (সূরা নিসা ঃ ৬৯)।

হযরত আবূ বাকর (রা)-এর পরম সত্যনিষ্ঠার কারণে তার উপাধি ছিল সিদ্দীক।

কেউ বলেন, তিনি এ উপাধিতে ভূষিত হয়েছিলেন মি'রাজে বিশ্বাস করার কারণে। একই রাতে মক্কা হতে রাসূলুল্লাহ (স)-এর বায়তুল-মুকাদ্দাস গমন তারপর সে রাতেই প্রত্যাবর্তনের ঘটনাকে তিনি বিনা দ্বিধায় স্বীকার করে নিয়েছিলেন।

كَانَا يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ আল্লাহ তা'আলা হযরত মাসীহ (আ) ও তার জননী সম্পর্কে জানাচ্ছেন যে, অন্যান্য মানব সন্তানের মতই তারা তাদের দৈহিক পুষ্টি ও সুস্থতার জন্য পানাহার ইত্যাদির মুখাপেক্ষী ছিলেন। এরূপ মুখাপেক্ষী সত্তা কখনই ইলাহ হতে পারে না। কেননা, যে খাদ্যের মুহতাজ তার অস্তিত্ব রক্ষা হয় অন্যের সাহায্যে। নিজ প্রতিষ্ঠা ও রক্ষণাবেক্ষণে অন্যের সাহায্যের মুখাপেক্ষী হওয়া তার অক্ষমতার সুস্পষ্ট প্রমাণ। আর অক্ষম সত্তা প্রতিপালক নয়; বরং প্রতিপালিতই হতে পারে।

اُنْظُرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ الْاٰيٰتِ ثُمَّ انْظُرْ اَنّٰى يُؤْفَكُوْنَ -এর ব্যাখ্যা ঃ ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবী (স)-কে বলছেন, হে মুহাম্মদ! আপনি দেখুন ঐসব কাফির ইয়াহূদী-নাসারার জন্য আয়াত কিরূপ বিশদ বর্ণনা করি। الايات অর্থ দলীল-প্রমাণ ও নিদর্শন। অর্থাৎ আম্বিয়ায়ে কিরাম সম্পর্কে তাদের ভ্রান্ত উক্তি, মহান আল্লাহর প্রতি অপরাধ আরোপ, তার জন্য ছেলে সন্তান দাবী এবং তাঁর কোন কোন সৃষ্টিকে প্রতিপালক সাব্যস্ত করা ইত্যাদির ভ্রান্তি প্রমাণের উদ্দেশ্যে আমি দলীল-প্রমাণ ও নিদর্শনাবলী সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা করি। তথাপি তারা তাদের মিথ্যাচার ও ভ্রান্ত উক্তি ত্যাগ করে না। মহান আল্লাহর প্রতি অপবাদ আরোপ ও মহা মূর্খতা হতে বিরত হয় না। অথচ এসব নিদর্শনাবলী দ্বারা তাদের যাবতীয় অজুহাত মূলোৎপাটিত হয়ে গেছে।

আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবী (সা)-কে বলছেন, হে মুহাম্মদ! আপনি আরও দেখুন তাদের উক্তির ভ্রান্তি প্রমাণের উদ্দেশ্যে নিদর্শনাবলীর বিশদ বর্ণনা সত্ত্বেও তারা আমার বর্ণনা ছেড়ে কোন্ দিকে মুখ ফিরায়? আমি যে সত্য পথ তাদের সামনে তুলে ধরলাম, তারা কিরূপে তা থেকে বিচ্যুত হয়?

যদি কেউ কোন কিছু থেকে বিমুখ হয়, তখন আরবীতে তার সম্পর্কে বলা হয়– هو مافوك عنه অনুরূপ বলা হয় قد افكت فلانا عن كذا —আমি অমুককে এদিক থেকে ফিরিয়ে দিয়েছি। অনুরূপ قد افكت ا انا افكه আমি তাকে বিমুখকারী। هو مافوك —তাকে বিমুখ করা হয়েছে। বলা হয় قد افكت الارض। —ভূমিকে বিমুখ করা হয়েছে অর্থাৎ তার থেকে বৃষ্টি সরিয়ে দেওয়া হয়েছে।

মহান আল্লাহ্‌র বাণী—

(٧٦) قُلْ اَتَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَّلَا نَفْعًا ، وَاللّٰهُ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ○

৭৬. (হে রাসূল) আপনি জিজ্ঞাসা করুন, তোমরা কি আল্লাহ পাক ব্যতীত এমন বস্তুসমূহের বন্দেগী কর, যারা তোমাদের ক্ষতি বা উপকার কিছুই করতে পারে না? আর আল্লাহ পাক সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, এ আয়াতেও আল্লাহ তা'আলা হযরত মাসীহ (আ) সম্পর্কে নাসারা সম্প্রদায়ের পূর্বোক্ত উক্তির বিরুদ্ধে প্রিয়নবী (স)-এর হাতে প্রমাণ তুলে ধরেছেন। আল্লাহ পাক বলছেন, হে মুহাম্মদ! আপনি ঐ কাফির খ্রিষ্টানদের, যারা মনে করে মাসীহ তাদের প্রতিপালক বা তিনের মধ্যে তৃতীয় আল্লাহ, আপনি তাদের বলুন যে, তোমরা কি আল্লাহ পাক ব্যতীত এমন কিছুর ইবাদত কর, যে তোমাদের ক্ষতি করতে পারে না, উপকারও করতে পারে না। অথচ আল্লাহ তা'আলা তোমাদের সর্বপ্রকার উপকার ও ক্ষতি করার শক্তি রাখেন, তিনিই তোমাদের সৃষ্টিকর্তা ও রিযিকদাতা এবং তিনিই তোমাদের জীবন দান করেন ও মৃত্যু ঘটান। আল্লাহ তা'আলা এ দিয়ে বোঝাচ্ছেন যে, যে মাসীহকে কতক খ্রিষ্টান আল্লাহ মনে করে এবং কতকে মনে করে তিনি আল্লাহর ছেলে, সে মাসীহের কোন ক্ষমতা নেই যে, আল্লাহ তা'আলা তাদের কোন ক্ষতি চাইলে তা রদ করবে বা আল্লাহ তাদের কোন উপকার সাধনের ইচ্ছা না করলে তিনি তাদের জন্য তা সাধিত করবেন। আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন, এই যার অবস্থা, সে কি করে ইলাহ ও প্রতিপালক হতে পারে? বরং প্রতিপালক ও মাবূদ তো হচ্ছেন সেই সর্বশক্তিমান সত্তা, যার হাতে যাবতীয় বস্তুর নিয়ন্ত্রণ। অতএব, তোমরা আত্ম নিষ্ঠার সাথে কেবল তাঁরই ইবাদত কর, তিনি ব্যতীত অন্য কোন অক্ষম সত্তার নয়, যার তোমাদের উপকার বা অপকার করার কোন ক্ষমতা নেই।

وَاللّٰهُ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ অর্থাৎ, আল্লাহ পাক তাদের ক্ষমা প্রার্থনা শ্রবণকারী, যদি তারা মাসীহ সম্পর্কিত উপরোক্ত উক্তি থেকে তওবা করে। অনুরূপ ভাবে তিনি তাদের অন্যান্য কথাবার্তা এবং সমগ্র সৃষ্ট জীবের কথাও শোনেন। আর তিনি সর্বজ্ঞ। তারা তওবা করলে তা তিনি জানেন এবং তাদের অন্য সব কিছুও তাঁর গোচরীভূত।

মহান আল্লাহ্‌র বাণী—

(৭৭) قُلْ يَٰٓأَهْلَ ٱلْكِتَٰبِ لَا تَغْلُوا۟ فِى دِينِكُمْ غَيْرَ ٱلْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوٓا۟ أَهْوَآءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا۟ مِن قَبْلُ وَأَضَلُّوا۟ كَثِيرًا وَضَلُّوا۟ عَن سَوَآءِ ٱلسَّبِيلِ ۝

৭৭. (হে রাসূল!) আপনি বলে দিন, হে আহ্‌লে কিতাব, তোমরা তোমাদের ধর্ম সম্পর্কে অন্যায় বাড়াবাড়ি কর না। এবং যে সম্প্রদায় ইতিপূর্বে পথভ্রষ্ট হয়েছে এবং অনেককে পথভ্রষ্ট করেছে এবং সরল পথ হতে বিচ্যুত হয়েছে, তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ কর না।

ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নবী মুহাম্মাদ (স)-কে সম্বোধন করে বলছেন, হে মুহাম্মদ! আপনি মাসীহের ব্যাপারে বাড়াবাড়িতে লিপ্ত ঐসব খ্রিষ্টানদের বলুন যে, হে ইনজীল কিতাবে বিশ্বাসী সম্প্রদায়! তোমরা তোমাদের দীন সম্বন্ধে অন্যায় বাড়াবাড়ি কর না। অর্থাৎ মাসীহ সম্পর্কিত আকীদা-বিশ্বাসে তোমরা সীমার বাইরে উক্তি কর না, যে কারণে তোমরা সত্যের গন্ডি অতিক্রম করে মিথ্যার পঙ্কে নিমজ্জিত হবে এবং বলে বসবে-মাসীহ নিজেই আল্লাহ অথবা আল্লাহর পুত্র। বরং তোমরা বল, মাসীহ আল্লাহ পাকের বান্দা ও তাঁর বাণী এবং তার পক্ষ থেকে রূহ, যা মারয়ামের নিকট পেরণ করেছিলেন। وَلَا تَتَّبِعُوْا اَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوْا مِنْ قَبْلُ وَاَضَلُّوْا كَثِيْرًا -অর্থাৎ মাসীহের ব্যাপারে তোমরা ইয়াহূদীদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ কর না, যারা তার ব্যাপারে ভ্রান্ত উক্তি করে তোমাদের পূর্বেই সঠিক পথ হতে বিচ্যুত হয়েছে। তোমরা তাদের অনুসরণ করতে গিয়ে তাদের মত বল না যে, মাসীহের জন্মসূত্র পঙ্কিল। তোমরা তাদের মত তার জননীর প্রতি অপবাদ আরোপ কর না। বস্তুত তিনি সিদ্দীকা-পরম সতী-সাধবী। ইয়াহূদী জাতি কেবল নিজেরাই পথভ্রষ্ট হয়নি বরং তারা অপরাপর বহু লোককেও পথভ্রষ্ট করেছে। তারা তাদেরকে সত্যপথ হতে দূরে সরিয়ে আল্লাহ পাকের প্রতি কুফ্‌র এবং মাসীহের প্রতি অবিশ্বাসে লিপ্ত করেছে।

وَضَلُّوْا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيْلِ- অর্থাৎ উক্ত ইয়াহূদীরা সরল পথ হতে বিচ্যুত হয়ে অসত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

এখানে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন যে, আল্লাহ পাকের প্রতি তাদের কুফ্‌র, ঈসা (আ) এবং মুহাম্মদ (স) প্রমুখ রাসূলে অবিশ্বাস এবং ঈমান হতে তাদের পশ্চাদপসরণ—এসবই হচ্ছে তাদের সেই বিভ্রান্তি, যা আল্লাহ তা'আলা তাদের চরিত্র হিসাবে উল্লেখ করেছেন।

ব্যাখ্যাকারগণও এ আয়াতের অনুরূপ ব্যাখ্যা করেছেন।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১২২৯৬. মুজাহিদ (র) বলেন, আয়াতাংশের অর্থ হল, ইয়াহূদীরা সরল পথ হতে বিচ্যুত হয়েছে।

১২২৯৭. হযরত সুদ্দী (র) বলেন, আয়াতাংশের অর্থ হল, ইয়াহূদীরা সেই জাতি, যারা নিজেরাও পথভ্রষ্ট হয়েছে এবং তাদের অনুসারীদেরকেও পথভ্রষ্ট করেছে। অর্থাৎ তারা সরল পথ হতে বিচ্যুত হয়েছে

মহান আল্লাহ্‌র বাণী—

(৭৮) لُعِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْۢ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ عَلٰى لِسَانِ دَاوٗدَ وَ عِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ ؕ ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَّ كَانُوْا يَعْتَدُوْنَ ○

৭৮. বনী ইসরাঈলের মধ্যে যারা কুফ্‌রী করেছিল, তারা দাউদ ও মরইয়াম তনয় ঈসা কর্তৃক অভিশপ্ত-তা এ কারণে যে, তারা ছিল অবাধ্য ও সীমালংঘনকারী।

ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবী (স)-কে বলছেন, আপনি উপরিউক্ত নাসারাদের বলুন, তোমরা মাসীহের ব্যাপারে অন্যায় বাড়াবাড়ি করে তার সম্পর্কে ভ্রান্ত উক্তি কর না এবং তাঁর সম্পর্কে বল না ইয়াহূদীদেরা মত কথাবার্তা, যারা আল্লাহর নবী দাউদ ও ঈসা ইবন মারয়াম (আ) কর্তৃক অভিশপ্ত হয়েছিল।

আল্লাহ তা'আলা তাঁদের ভাষায় যে বনী ইসরাঈলের উপর লা'নত করেছিলেন, তার বৃত্তান্ত নিম্নরূপ,

১২২৯৮. হযরত ইবন 'আব্বাস (রা) لُعِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ بَنِيْ اِسْرَائِيْلَ عَلٰى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيْسَى بْنِ مَرْيَمَ -এর ব্যাখ্যায় বলেন, ইয়াহূদীদের প্রতি লা'নত করা হয় সকল ভাষায়। মূসা (আ)-এর যুগে তাওরাতে, দাউদ (আ)-এর যুদে যাবূরে, 'ঈসা (আ)-এর যুগে ইনজীলে এবং মুহাম্মদ মুছতফা (স)-এর যুগে কুরআনে তাদের প্রতি অভিসম্পাত বর্ষিত হয়।

১২২৯৯. হযরত ইবন 'আব্বাস (র) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, তারা ইনজীলে হযরত 'ঈসা ইবন মারয়াম (আ) এর ভাষা এবং যাবূরে হযরত দাউদ (আ)-এর ভাষায় লা'নতপ্রাপ্ত হয়।

১২৩০০. হযরত ইবন 'আব্বাস (রা) আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, বনী ইসরাঈল তাদের পাপিষ্ঠদেরকে পাপাচার করতে নিষেধ করার পর তাদেরকে আবার নিজেদের সাথে ব্যবসা-বাণিজ্যে শরীক রাখে। পরিণতিতে আল্লাহ তা'আলা তাদের সকলের অন্তর এক-অভিন্ন করে দিলেন। পরিশেষে তারা হযরত দাউদ (আ) ও 'ঈসা ইবন মারয়াম (আ)-এর ভাষায় হয় চিরঅভিশপ্ত।

১২৩০১. হযরত মুজাহিদ (র) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, তারা লা'নতপ্রাপ্ত হয় হযরত দাউদ (আ) এর সময়ে। পরিণতিতে তারা বানর হয়ে যায়। তারপর তারা লা'নতপ্রাপ্ত হয় হযরত ঈসা (আ) এর সময়ে। তাতে তারা পরিণত হয় শূকরে।

১২৩০২. হযরত ইবন 'আব্বাস (রা) لُعِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ بَنِيْ اِسْرَائِيْلَ -এর ব্যাখ্যায় বলেন, তাদের প্রতি লা'নত করা হয় সকল ভাষায়। যথা মূসা (আ)-এর যুগে তাওরাতের, দাউদ

(আ)-এর যুগে যাবূরের, ঈসা (আ)-এর যুগে ইনজীলের এবং মুহাম্মদ মুস্তফা (স)-এর যুগে কুরআনের ভাষায়। ইবন জুরাইজ (র) বলেন, অন্যদের মতে لُعِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ عَلٰى لِسَانِ دَاوُدَ-এর অর্থ, তাদের প্রতি লা'নত হয় হযরত দাউদ (আ)-এর যুগে। তিনি তাদের প্রতি অভিশাপ করেছিলেন। বর্ণিত আছে, একদিন তিনি একদল ইয়াহূদীর পাশ দিয়ে যেতে ছিলেন, তখন তারা একটি ঘরে। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, ঘরে কারা? তারা বলল, শূকর। তিনি বললেন, اللهم اجعلهم خنازير—হে আল্লাহ! ওদেরকে শূকর করে দাও। পরিণতিতে তারা শূকর হয়ে যায়। তারপর তাদের প্রতি তার লা'নত পতিত হয়। অনুরূপ ভাবে হযরত ঈসা (আ) তাদের উপর অভিশাপ করে বলেছিলেন, হে আল্লাহ! যারা আমার ও আমার মায়ের নামে অপবাদ রটায়, তাদের উপর লা'নত করুন এবং তাদেরকে লাঞ্ছিত বানরে পরিণত করুন।

১২৩০৩. হযরত কাতাদা (র) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, আল্লাহ তা'আলা হযরত দাউদ (আ)-এর যুগে তাঁর ভাষায় তাদের উপর লা'নত করেন। পরিণতিতে তাদেরকে ঘৃণিত বানরে পরিণত করেন। আর ইনজীলে হযরত ঈসা (আ)-এর ভাষায় তারা অভিশপ্ত হয় এবং তাদের শূকরে পরিণত করা হয়।

১২৩০৪. আবূ মালিক (র) আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, হযরত দাউদ (আ)-এর অভিশাপে তাদের চেহারা পরিবর্তিত বানর হয়ে যায় এবং ঈসা (আ)-এর বদ দু'আয় শূকর বানিয়ে দেওয়া হয়।

১২৩০৫. অপর এক সূত্রেও আবূ মালিক (র)-এর উক্ত ব্যাখ্যা বর্ণিত আছে।

১২৩০৬. 'আব্দুল্লাহ ইবন মাস'উদ (রা) বর্ণনা করেন যে, হযরত রাসূলু'ল্লাহ (স) বলেন, বনী ইসরাঈলের কোন লোক যখন তার ভাইকে কোন অপরাধ করতে দেখত, তখন নমনীয়ভাবে তাকে নিষেধ করত। পরবর্তী দিনও যদি সে উক্ত কাজে লিপ্ত থাকত, তখন আর তাকে নিজের সাথে পানাহারে শরীক হতে বাধা দিত না এবং মেলামেশায়ও আপত্তি করত না। ফলে আল্লাহ তাদের সকলের অন্তর এক ও অভিন্ন করে দেন এবং তাদের নবী দাউদ (আ) ও ঈসা (আ)-এর বদ-দু'আয় তাদের উপর লা'নত করেন। এটি তাদের অবাধ্যতা ও সীমালংঘনের পরিণাম। প্রিয় নবী (স) বলেন, সেই সত্তার কসম, যার হাতে আমার প্রাণ, তোমরা সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কার্যে নিষেধ করতে থাকবে, অপরাধীর হাত ধরে তাকে বাধা প্রদান করে যাবে এবং তাকে জোরপূর্বক সত্যের উপর ফিরিয়ে আনবে; অন্যথায় আল্লাহ তা'আলা তোমাদের পরস্পরের অন্তরে শত্রুতা সঞ্চার করবেন এবং তাদের মত তোমাদের প্রতিও লা'নত করবেন।

১২৩০৭. ইবন মাসূউদ (রা) আরও বলেন, বনী ইসরাঈলের মাঝে যখন অন্যায়– অনাচার ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ল তখন তাদের একজন যদি আরেকজনকে অন্যায় কাজে লিপ্ত হতে দেখত, তখন তাকে বলত, হে মিয়া, আল্লাহকে ভয় কর, কিন্তু তার সাথে একত্রে পানাহার করতে আপত্তি করত না। এ অবস্থা দেখে আল্লাহ তা'আলা তাদের সকলের অন্তর এক ও অভিন্ন করে দিলেন। এরপর তাদের সম্পর্কে কুরআন অবতীর্ণ করেন। এ কথাই ইরশাদ হয়েছে لُعِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ عَلٰى

لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيْسَى بْنِ مَرْيَمَ ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَّكَانُوْا يَعْتَدُوْنَ كَانُوْا لَايَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُّنْكَرٍ فَعَلُوْهُ لَبِئْسَ مَاكَانُوْا يَفْعَلُوْنَ ইবন মাস'উদ (রা) বলেন, প্রিয় নবী (স) হেলান দিয়ে বশা ছিলেন। এ পর্যন্ত বলার পর তিনি সোজা হয়ে বসলেন এবং বললেন, আল্লাহর কসম, তোমরাও শাস্তি হতে রক্ষা পাবে না, যাবৎ না, যালিমকে জোরপূর্বক ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত করবে।

১২৩০৮. হযরত ইবন মাস'উদ (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে করীম (স) বলেন, বনী ইসরাঈলের মাঝে যখন অপরাধ প্রবণতা প্রকট হয়ে দাঁড়ায়, তখন তাদের এক একজন যখন তার ভাই প্রতিবেশী কিংবা বন্ধুকে অপরাধে লিপ্ত হতে দেখত তখন তাকে নিষেধ করত ঠিকই, কিন্তু তার সাথে একত্রে পানাহার ও ওঠাবসা করা বন্ধ করত না। ফলে আল্লাহ তা'আলা তাদের সকলের অন্তর এক ও অভিন্ন করে দেন এবং দাউদ (আ) ও ঈসা ইবন মারয়ামের বদ-দু'আক্রমে তাদের প্রতি লা'নত করেন—এই বলে তিনি ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَّكَانُوْا يَعْتَدُوْنَ পর্যন্ত পাঠ করেন। হযরত ইবন মাস'উদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ হেলান দেওয়া অবস্থায় ছিলেন। এরপর তিনি সোজা হয়ে বসলেন এবং ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, আল্লাহর কসম, তোমরাও শাস্তি হতে নিষ্কৃতি পাবে না যতক্ষণ না যালিমের হাত ধরে তাকে ন্যায়ের উপর ফিরে আসতে বাধ্য করবে।

১২৩০৯. আবূ উবায়দা (র) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, বনী ইসরাঈলের মাঝে যখন ত্রুটি-বিচ্যুতি বিস্তার লাভ করল, তখন তাদের একজন যখন অন্যজনকে দোষণীয় কাজে লিপ্ত দেখত, প্রথমে তাকে ঠিকই নিষেধ করত। কিন্তু পরবর্তী দিন তাকে সে কাজে বিদ্যমান দেখেও তার সাথে একত্রে পানাহার ও ওঠাবসা করা হতে বিরত হত না। ফলে আল্লাহ তা'আলা তাদের সকলের অন্তর এক ও অভিন্ন করে দিলেন। কুরআন মাজীদে আল্লাহ তা'আলা তাদের সম্পর্কে এ আয়াত নাযিল করেন— لُعِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ عَلٰى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيْسَى بْنِ مَرْيَمَ এভাবে রাসূলুল্লাহ (স) لٰكِنَّ كَثِيْرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُوْنَ পর্যন্ত পাঠ করলেন। এতক্ষণ তিনি ঠেস দেওয়া অবস্থায় ছিলেন। কিন্তু এর পরে সোজা হয়ে বসেন এবং বলেন, না-না, যতক্ষণ না তোমরা যালিমের হাত ধরে তাকে জোরপূর্বক সত্যের উপর ফিরে আসতে বাধ্য করবে।

১২৩১০. হযরত ইবন মাস্'উদ (রা)-এর বর্ণনায় রাসূলে করীম (স)-এর উপরোক্ত হাদীস বর্ণিত আছে।

১২৩১১. আবূ উবায়দা (র) রাসূলে করীম (স)-এর উপরিউক্ত হাদীস বর্ণনা করার পর অতিরিক্ত আরও বলেন, প্রিয়নবী (স) ঠেস দেওয়া অবস্থায় ছিলেন। এবার তিনি সোজা হয়ে বসলেন। তারপর বললেন, কখনও নয়, সেই সত্তার কসম, যার হাতে আমার প্রাণ, যতক্ষণ না তোমরা যালিমের হাত ধরে তাকে জোরপূর্বক সত্যের উপর ফিরে আসতে বাধ্য করবে।

১২৩১২. ইবন যায়দ (র) لُعِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ عَلٰى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيْسَى بْنِ مَرْيَمَ —এর ব্যাখ্যায় বলেন, তাদের প্রতি লা'নত করা হয় ইনজীল ও যাবূরে। ইবন

যায়দ (র) বলেন, রাসূলে করীম (স) ইরশাদ করেন, ঈমানের চাকা ঘূর্ণায়মান। সুতরাং আল কুরআন যে দিকে ঘোরে, তোমরাও তার সাথে সেই দিকে ঘুরে যাও। আল্লাহ যা ফরয করার তা করে ফেলেছেন। বনী ইসরাঈলের একটি দল ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। তারা সৎ কাজের আদেশ দিত অসৎ কাজে নিষেধ করত। এ কারণে তাদের সম্প্রদায় তাদেরকে ধরে করাত দিয়ে চিরে ফেলে এবং শূল কাঠে ঝুলিয়ে রাখে। সামান্য সংখ্যক কোনও ক্রমে রক্ষা পায়। তারা পরবর্তী কালে রাজা-বাদশার সাথে মেলামেশা শুরু করে এবং এক সময় একত্রে পানাহার করতেও আর দ্বিধাবোধ করল না। ফলে আল্লাহ তা'আলা তাদের সকলের অন্তর মিলিয়ে একাকার করে দিলেন। একথাই لُعِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ ذٰلِكَ عَلٰى لِسَانِ دَاوٗدَ وَعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَّكَانُوْا يَعْتَدُوْنَ হতে بِمَا عَصَوْا وَّكَانُوْا يَعْتَدُوْنَ বর্তমান আয়াতে বিধৃত হয়েছে। কি ছিল তাদের অপরাধ? তাদের অপরাধ ছিল এটিই যে, তারা যেসব গর্হিত কাজ করত, তা হতে তারা একে অন্যকে বারণ করত না। তারা যা করত, তা কতই না নিকৃষ্ট।

এ হিসেবে আয়াতের মর্ম এই যে, যে সকল ইয়াহূদী আল্লাহর কুফ্‌রী করে, আল্লাহ তাদের প্রতি লা'নত করেন দাউদ (আ) ও ঈসা ইবন মারয়াম (আ)-এর বদ-দু'আক্রমে। আল্লাহর কসম। তাদের কর্তৃক লা'নত প্রাপ্ত হয়েছিল বর্তমানকালের ইয়াহূদীদেরই পূর্বপুরুষগণ। এর কারণ তারা আল্লাহর অবাধ্যতা করেছিল, তার নির্দেশের বিরুদ্ধাচরণ করেছিল এবং তারা সীমারেখা লংঘন করত।

মহান আল্লাহ্‌র বাণী—

(৭৯) كَانُوْا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُّنْكَرٍ فَعَلُوْهُ ؕ لَبِئْسَ مَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ ۝٧٩

৭৯. তারা যেসব গর্হিত কার্য করতো, তা থেকে তারা একে অন্যকে বারণ করতো না। তারা যা করতো, তা কতইনা নিকৃষ্ট।

ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, তাঁর অভিশপ্ত উপরিউক্ত ইয়াহূদীরা যে সব গর্হিত কাজে লিপ্ত হত, তাতে তারা একে অন্যকে বাধা দিত না। اَلْمُنْكَرُ অর্থ সেইসব পাপাচার, আল্লাহর অবাধ্যতা করে যাতে তারা লিপ্ত হত।

আয়াতের মর্ম এই যে, তারা যেসব গর্হিত কাজ করত, তা হতে বিরত হত না। لَبِئْسَ مَاكَانُوْا يَفْعَلُوْنَ বাক্যে আল্লাহ তা'আলা কসম করে বলেন, তারা যা করতো অর্থাৎ আল্লাহ পাকের অবাধ্যতা পরিহার না করা, তাঁর নিষিদ্ধ কর্মে লিপ্ত হওয়া এবং নবী-রাসূলগণকে হত্যা করা – এগুলো ছিল তাদের কতই না নিকৃষ্ট কাজ।

১২৩১৩. ইবন জুরায়জ (র) كَانُوْا لَايَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُّنْكَرٍ فَعَلُوْهُ -এর ব্যাখ্যায় বলেন, তারা কুফ্‌রে লিপ্ত হওয়ার পর নিজেদেরকে তা থেকে বিরত রাখত না।

মহান আল্লাহর বাণী—

(٨٠) تَرٰى كَثِيْرًا مِّنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ؕ لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ اَنْفُسُهُمْ اَنْ سَخِطَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خٰلِدُوْنَ ○

৮০. তাদের অনেককে আপনি কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব করতে দেখবেন। কত নিকৃষ্ট তাদের কৃতকর্ম, যে কারণে আল্লাহ্ তাদের ওপর ক্রোধান্বিত হয়েছেন। তাদের শাস্তি ভোগ স্থায়ী হবে।

ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, হে মুহাম্মদ! আপনি বনী ইসরাঈলের অনেককে দেখবেন, প্রতিমা পূজারী মুশরিকদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে এবং আল্লাহর বন্ধু ও তাঁর রাসূলদের সাথে করে শত্রুতা।

لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ اَنْفُسُهُمْ -এ বাক্যে আল্লাহ তা'আলা কসম করে বলেন,তারা আখিরাতের জীবনের জন্য যা-কিছু করে পাঠিয়েছে তা কতই না মন্দ।

اَنْ سَخِطَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ - অর্থাৎ তারা নিজেদের জন্য যা করেছে সে তো তাদের কৃতকর্ম প্রসূত আল্লাহর ক্রোধ।

এ বাক্যে اَنْ অব্যয়টি رفع-র স্থানে অবস্থিত, যেহেতু এটা لَبِئْسَ مَا -র مَا -এর ব্যাখ্যা স্বরূপ।

وَفِى الْعَذَابِ هُمْ خٰلِدُوْنَ অর্থাৎ কিয়ামতে আল্লাহর আযাবের মধ্যে তাদের অবস্থান ও বাস হবে স্থায়ী।

মহান আল্লাহর বাণী—

(٨١) وَلَوْ كَانُوْا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا اُنْزِلَ اِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوْهُمْ اَوْلِيَآءَ وَلٰكِنَّ كَثِيْرًا مِّنْهُمْ فٰسِقُوْنَ ○

৮১. তারা আল্লাহর নবীতে ও তার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তাতে বিশ্বাসী হলে ওদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করত না; কিন্তু তাদের অনেকে সত্যত্যাগী।

ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, যে সকল বনী ইসরাঈল কাফিরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে, তারা যদি আল্লাহতে বিশ্বাস করত ও তাঁকে স্বীকার করত: তাঁকে এক জানত, তাঁর নবী মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লামকে আল্লাহর সত্য নবী ও প্রেরিত রাসূল বলে

বিশ্বাস করত এবং তাঁর প্রতি আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে অবতীর্ণ কুরআন মাজীদে ঈমান আনত, তা হলে মু'মিনদের পরিবর্তে কাফিরদেরকে বন্ধু ও সাহায্যকারী রূপে গ্রহণ করত না।

وَلٰكِنَّ كَثِيْرًا مِّنْهُمْ فٰسِقُوْنَ - অর্থাৎ তাদের অধিকাংশই আল্লাহ তা'আলার আনুগত্য ত্যাগ করে তার অবাধ্যতায় প্রবেশকারী এবং আল্লাহ যে সব কথা ও কাজ নিষেধ করেছেন, সে গুলোকে বৈধ জ্ঞানকারী।

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় মুজাহিদ (র) যে মত পোষণ করেন, তা নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল।

১২৩১৪. মুজাহিদ (র) বলেন, আলোচ্য আয়াতে মুনাফিকদের কথা বলা হয়েছে।

মহান আল্লাহ্‌র বাণী—

(৮২) لَتَجِدَنَّ اَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوا الْيَهُوْدَ وَ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا ۚ وَلَتَجِدَنَّ اَقْرَبَهُمْ مَّوَدَّةً لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوا الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّا نَصٰرٰى ۚ ذٰلِكَ بِاَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيْسِيْنَ وَ رُهْبَانًا وَّ اَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ ۝

৮২. অবশ্য মু'মিনদের প্রতি শত্রুতায় মানুষের মধ্যে ইয়াহূদী ও মুশরিকদেরকেই তুমি সর্বাধিক উগ্র দেখবে এবং যারা বলে "আমরা খ্রিস্টান"—মানুষের মধ্যে তাদেরকেই তুমি মু'মিনদের নিকটতর বন্ধুরূপে দেখবে। কারণ তাদের মধ্যে অনেক পন্ডিত ও সংসারবিরাগী আছে; আর তারা অহংকারও করেনা।

ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম আবু জা'ফর তাবারী (র) বলেন, এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা নবী করীম (সা) কে বলেন, হে মুহাম্মদ! মুসলমানদের থেকে যারা তোমাকে বিশ্বাস করেছে, তোমার অনুসরণ করেছে এবং তোমার আনীত আদর্শের প্রতি ঈমান আনয়ন করেছে, তাদের প্রতি শত্রুতায় মানুষের মধ্যে তাদেরকেই তুমি সর্বাধিক উগ্র পাবে, যারা ইয়াহূদী ও মুশরিক। অর্থাৎ এমন মূর্তিপূজারী, যারা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে দেব-দেবীকে ইলাহ্‌রূপে গ্রহণ করেছে এবং যারা এগুলোর পূজা ও আর্চনা করে। وَلَتَجِدَنَّ اَقْرَبَهُمْ مَّوَدَّةً لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا অর্থ, মানুষের মধ্যে তাদেরকেই তুমি মু'মিনদের নিকটতর বন্ধুরূপে পাবে।

المودة শব্দটি المفعلة এর ওজনে ব্যবহৃত হয়েছে। এ শব্দটি وددت كذا اوده ودا ، ودا ، وددا و مودة (মহব্বত করা, ভালবাসা) উপরোক্ত ধাতু থেকে উদগত হয়েছে।

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا - অর্থ- মু'মিনদের। অর্থাৎ যারা আল্লাহ্ ও তদীয় রাসূল হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছে। اَلَّذِيْنَ قَالُوْا اِنَّا نَصٰرٰى ذٰلِكَ بِاَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيْسِيْنَ وَرُهْبَانًا وَّاَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ মানে তাদেরকেই (পাবে) যারা বলে "আমরা খ্রিস্টান" কারণ তাদের মধ্যে অনেক পন্ডিত ও সংসার বিরাগী আছে; আর তারা অহংকারও করেনা। অর্থাৎ সত্য কথা গ্রহণ করা, এর অনুসরণ করা এবং তাতে দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করা হতে তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় না।

কোন কোন ব্যাখ্যাকার বলেন, আবিসিনিয়া হতে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট আগত খ্রিষ্টানদের সম্বন্ধে এ আয়াত এবং পরবর্তী আয়াতটি নাযিল হয়েছে। তারা কুরআন মাজীদ শুনে সাথে সাথে মুসলমান হয় এবং হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর অনুকরণ করতে আরম্ভ করে।

কারও মতে আয়াতটি আবিসিনিয়ার বাদ্‌শাহ্ নাজ্জাশী এবং তার সঙ্গীদের সম্বন্ধে অবতীর্ণ হয়। তারা নাজ্জাশীর সাথে একত্রে মুসলমান হয়েছিল।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১২৩১৫. সা'ঈদ ইবন জুবায়র (রা) বলেন, একদিন নাজ্জাশী একটি প্রতিনিধি দল নবী করীম (সা) এর নিকট প্রেরণ করেন । তারা এলে নবী (সা) তাদের সামনে কুরআন মাজীদ তিলাওয়াত করেন। তিলাওয়াতে অভিভূত হয়ে তারা মুসলমান হয়ে গেল। তখন আল্লাহ্ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাযিল করেন لَتَجِدَنَّ اَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوا الْيَهُوْدَ وَالَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا (অবশ্য মু'মিনদের প্রতি শত্রুতায় মানুষের মধ্যে ইয়াহূদী এ মুশরিকদেরকেই তুমি সর্বাধিক উগ্র দেখবে) আয়াতটি। এরপর তারা নাজ্জাশীর নিকট ফিরে যান এবং তাকে এ সম্পর্কে সংবাদ দেন। এতে নাজ্জাশীও ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হন। তখন থেকে আমরণ তিনি মুসলমান ছিলেন। তার মৃত্যুর পর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-বলেছেন, তোমাদের ভাই নাজ্জাশী মৃত্যুবরণ করেছেন। তোমরা তার প্রতি সালাতে জানাযা আদায় কর। রাসূলুল্লাহ্ (সা) মদীনা থেকে তার সালাতে জানাযা আদায় করেছেন। অথচ তখনও তাঁর লাশ আবিসিনিয়ায় ছিল।

১২৩১৬. মুজাহিদ (র) وَلَتَجِدَنَّ اَقْرَبَهُمْ مَّوَدَّةً لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوا الَّذِيْنَ قَالُوْا اِنَّا نَصٰرٰى -এর ব্যাখ্যায় বলেন, এ আয়াতগুলো ঐ প্রতিনিধিদলের সম্বন্ধে নাযিল হয়েছে, যারা হযরত জা'ফর (র) ও তার সঙ্গীদের সাথে আবিসিনিয়া হতে এসেছিলেন।

১২৩১৭. ইবন 'আব্বাস (রা) وَلَتَجِدَنَّ اَقْرَبَهُمْ مَّوَدَّةً لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوا الَّذِيْنَ قَالُوْا اِنَّا نَصٰرٰى -এর ব্যাখ্যায় বলেন, মক্কায় অবস্থানকালে হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা) মুশরিকদের পক্ষ হতে সাহাবীদের জীবন নাশের আশংকা বোধ করলে তিনি জা'ফর ইবন আবী তালিব, ইবন মাসউদ এবং উসমান ইবন মায্'উন (র)-কে আরও কতিপয় সাহাবীসহ আবিসিনিয়ার বাদশাহ্ নাজ্জাশীর নিকট প্রেরণ করেন। এ খবর মুশরিকদের নিকট পৌঁছলে তারা 'আমর ইবনুল 'আসকে আরও কতিপয় লোকসহ সেখানে প্রেরণ করে। উল্লেখ রয়েছে যে, সাহাবায়ে কিরামের আগেই তারা নাজ্জাশীর নিকট পৌঁছে যায়। দরবারে পৌঁছে তারা নাজ্জাশীকে বলল, আমাদের মধ্যে এমন এক ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটেছে, যে কুরায়শদের বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমান লোকদেরকে নির্বোধ সাব্যস্ত করছে এবং এ মর্মে দাবী করছে যে, সে নাকি নবী। আর সে আপনার সম্প্রদায়ের লোকদেরকে আপনার বিরুদ্ধে উসকে দেওয়ার জন্য একদল লোককে আপনার নিকট প্রেরণ করেছে। এ ব্যাপারে আপনাকে অবগত করানোর জন্যই আমরা আপনার নিকট এসেছি। তাদের বক্তব্য শুনে নাজ্জাশী বললেন, তারা এসে কি বলে আমি তা দেখব। ইতিমধ্যেই

সাহাবীগণ এসে পৌছলেন এবং নাজ্জাশীর বাড়ির ফটকের সামনে অবস্থান গ্রহণ করলেন। তারপর তারা ভেতরে প্রবেশ করার জন্য অনুমতি চেয়ে বললেন, "আল্লাহ্র ওলীদের ভেতরে প্রবেশের জন্য অনুমতি প্রদান করুন।" অনুমতি চাওয়া হলে নাজ্জাশী বললেন, আল্লাহ্র ওলীদের আগমন শুভ হোক, মারহাবা।" তাদেরকে ভেতরে প্রবেশ করার অনুমতি দাও। প্রবেশ করে তারা নাজ্জাশীকে সালাম করলেন। অমনি ঐ মুশরিক লোকেরা বলে উঠল, আমরা সত্য কথা বলছি কি-না, তা দেখতে পেলেন তো? তারা আপনাকে চিরাচরিত নিয়ম অনুসারে অভিবাদন করেনি। বাদশাহ্ তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা নিয়ম মাফিকভাবে আমাকে অভিবাদন করলেনা কেন? উত্তরে সাহাবীগণ বললেন, আমরা আপনাকে জান্নাতী লোকদের অনুরূপ এবং ফিরিশ্তাদের অনুরূপ অভিবাদন করেছি। অতঃপর নাজ্জাশী বললেন, ঈসা এবং তার মা মারয়াম সম্বন্ধে তোমাদের সাথী (নবী) কি বলে? তারা বললেন, তিনি বলেন, হযরত ঈসা (আ) আল্লাহ্র বান্দা, তার বাণী, যা তিনি মারয়ামের নিকট প্রেরণ করেছিলেন ও তার আদেশ। তিনি মারয়াম (রা) সম্বন্ধে বললেন, انـهـا الـعـزوا ء الـبـتـول। তিনি ছিলেন অবিবাহিতা এক কুমারী।

একথা শুনে নাজ্জাশী মাটি থেকে একটি কাঠি হাতে নিয়ে বললেন, তোমাদের নবী ঈসা ও তার জননী সম্বন্ধে এই কাঠি পরিমাণও অতিরঞ্জিত কিছু বলেননি। কথাটি মুশরিকদের নিকট ভীষণ খারাপ লাগল এবং এতে তাদের চেহারা মলিন হয়ে গেল। এরপর আবিসিনিয়ার বাদশাহ্ মুসলমানদেরকে প্রশ্ন করলেন, তাঁর প্রতি যে প্রত্যাদেশ করা হয়েছে, এর কিছু কি তোমরা জান? তারা বললেন, হ্যাঁ জানি। তিনি বললেন, তাহলে পড়। তারা পাঠ করতে লাগলেন। তখন দরবারে অনেক পন্ডিত, সংসার বিরাগী এবং খ্রিস্টান মনীষীবর্গ উপস্থিত ছিলেন। তারা প্রত্যেকেই পঠিত আয়াতসমূহের সত্যাসত্য উপলব্ধি করতে পারলেন এবং এতে তাদের গন্ডদেশ বেয়ে অশ্রু প্রবাহিত হল। তাদের সম্বন্ধেই আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করেছেন الَّذِيْنَ قَالُوا اِنَّا نَصٰرٰى ذٰلِكَ بِاَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيْسِيْنَ وَرُهْبَانًا وَّاَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ وَاِذَا سَمِعُوْا مَا اُنْزِلَ اِلَى الرَّسُوْلِ .... فَاكْتُبْنَا مَعَ الشّٰهِدِيْنَ পর্যন্ত আয়াত ক'টি।

১২৩১৮. সুদ্দী (র) হতে বর্ণিত। তিনি وَلَتَجِدَنَّ اَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوا الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّا نَصٰرٰى এর ব্যাখ্যায় বলেন, একবার নাজ্জাশী বারজনের একটি প্রতিনিধি দল হাবশা থেকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দরবারে প্রেরণ করলেন। তাদের সাতজন ছিলেন পন্ডিত এবং পাঁচজন ছিলেন সংসার বিরাগী ব্যক্তি। এ সফরের উদ্দেশ্য ছিল, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে দেখা এবং তাকে কিছু কথা জিজ্ঞাসা করা। তারা এসে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে সাক্ষাৎ করলে তিনি তাদের সামনে কুরআন মাজীদ তিলাওয়াত করেন। এতে তাদের চোখ অশ্রু বিগলিত হল এবং তারা ঈমান আনয়ন করল। তাদের সম্বন্ধে আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করেন-

وَّاَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ وَاِذَا سَمِعُوْا مَا اُنْزِلَ اِلَى الرَّسُوْلِ تَرٰٓى اَعْيُنَهُمْ تَفِيْضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوْا مِنَ الْحَقِّ - يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اٰمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشّٰهِدِيْنَ

এরপর তারা নাজ্জাশীর নিকট প্রত্যাবর্তন করেন। পরে তাদেরসহ নাজ্জাশী (মদীনার উদ্দেশ্যে) হিজরত করেন এবং যাত্রাপথে মারা যান। রাসূলুল্লাহ্ (সা)- মুসলমানদেরকে সাথে নিয়ে তার সালাতে জানাযা আদায় করেন এবং আল্লাহ্র দরবারে তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন।

১২৩১৯. 'আতা (র) হতে বর্ণিত। তিনি আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, এই আয়াতে যাদের সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে, তারা সকলেই ছিলেন আবিসিনিয়ার অধিবাসী। যখন মুসলমানদের একটি দল হিজরত করে সেখানে গিয়েছিলেন। তখন তারা ঈমান আনয়ন করেছিলেন। অন্যান্য ব্যাখ্যাকারগণ বলেন, এ আয়াতে যাদের কথা আলোচনা করা হয়েছে, তারা ছিলেন ঈসা (আ)-এর শরীয়তের অনুসারী কতিপয় মু'মিন। আল্লাহ্ তা'আলা প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-কে নবী হিসাবে প্রেরণ করলে তারা তাঁর উপর অকুণ্ঠচিত্তে ঈমান আনয়ন করে।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১২৩২০. কাতাদা (র) হতে বর্ণিত। তিনি .... وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِّلَّذِيْنَ آمَنُوْا ... فَاكْتُبْنَا مَعَ الشّٰهِدِيْنَ এর ব্যাখ্যায় বলেন, এ আয়াতে যাদের গুণাগুণের কথা বর্ণনা করা হয়েছে, তারা ছিলেন কিতাবী সম্প্রদায়ের লোক। তারা ঈসা (আ)-এর আনীত শরীয়ত তথা হকের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তারা ঈসা (আ)-এর সাক্ষাতে পৌঁছে তাঁর উপর ঈমান এনেছিলেন। এরপর আল্লাহ্ তা'আলা নবী করীম (সা)-কে রাসূল হিসাবে প্রেরণ করলে তারা তাঁকে বিশ্বাস করে তার উপরও ঈমান আনয়ন করেন এবং এ কথা উপলব্ধি করতে সক্ষম হন যে, তিনি যে আদর্শ নিয়ে এসেছেন, তা সত্য। এ কারণেই আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা তাদের প্রশংসা করেছেন।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, আমার মতে আয়াতের সঠিক ব্যাখ্যা হল, এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা ঐ সমস্ত লোকদের গুণাগুণের কথা বর্ণনা করেছেন, যারা বলেছে, "আমরা খ্রিস্টান"। কেননা মানুষের মধ্যে তাদেরকেই নবী করীম (সা) আল্লাহ্ ও তার রাসূলে বিশ্বাসী মু'মিনদের নিকটতর বন্ধুরূপে পেয়েছিলেন। তবে তিনি এখানে তাদের নাম উল্লেখ করেন নি। তাই এ আয়াতের মর্মার্থের মধ্যে আবিসিনিয়ার বাদ্শাহ্ নাজ্জাশীর সঙ্গীদেরকে শামিল করা যায়। অনুরূপভাবে হযরত ঈসা (আ)-এর অনুসারীদেরকেও এর মধ্যে শামিল ধরে নেওয়া যায়, যারা ইসলামের আবির্ভাবের পর কুরআন শুনে, এর মহাসত্য উপলব্ধি করে পৃষ্ঠ প্রদর্শন না করে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়েছে।

আল্লাহ্র বাণী- ذٰلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيْسِيْنَ وَرُهْبَانًا এর ব্যাখ্যা ঃ

এ আয়াতে আল্লাহ্ পাক যাদের কথা বর্ণনা করেছেন, তাদের মহব্বত ও ভালবাসাই মু'মিনগণের নিকটতর। কেননা, তাদের মধ্যে অনেক পণ্ডিত এবং সংসার বিরাগী লোক রয়েছে।

القسّيسون – قسّيس এর বহুবচন। قسوسا শব্দটিও বহুবচন রূপে ব্যবহৃত হয়। কেননা القسيس ও القس শব্দ দুটো একই অর্থে ব্যবহৃত হয়।

১২৩২১. ইব্‌ন যায়দ (র) বলেন, القسيس। অর্থ তাদের 'আবিদ সম্প্রদায়।

رهبان শব্দটি এক বচন ও বহুবচন উভয়রূপেই ব্যবহৃত হয়ে থাকে। বহুবচন হিসাবে ব্যবহৃত হলে এর একবচন হবে راهب। এ ক্ষেত্রে راهب শব্দটি اسم فاعل হিসাবেও গণ্য হতে পারে। رهب الله فلان। বাক্য থেকে এর উৎপত্তি। অর্থ- ভয় করা। এর মাসদার দুই রকম হতে পারে। যেমন বলা হয়, يرهبه رَهْبًا ورَهبًا। যেমন راكب এর বহুবচন ركبان এবং فارس এর বহুবচন فرسان অনুরূপভাবে راهب এর বহুবচন হল رهبان আরবী কাব্যেও বহুবচনরূপে শব্দটির ব্যবহার দেখতে পাওয়া যায়। যথা-

رُهْبَانُ مدين لو رأوك تنزلوا – والعصم من شعف العقول الفادر

এখানে رهبان শব্দটি راهب এর বহুবচন রূপে ব্যবহৃত হয়েছে।

رهبان শব্দটি একবচন হিসেবেও ব্যবহৃত হয়। তখন এর বহুবচন হবে رهابين-যেমন قربان এর বহুবচন قرابين এবং جردان এর বহুবচন جرادين অবশ্য এর বহুবচনে رهابنة -ও-ব্যবহৃত হয়। আরব কাব্যে এক বচনরূপেও শব্দটির ব্যবহার বিদ্যমান রয়েছে। যেমন ঃ

لو عانت رهبان دير فى القلل – لا نحدد الرهبان يمشى ونزل

ذٰلِكَ بِاَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيْسِيْنَ وَرُهْبَانًا -এর ব্যাখ্যায় তফসীরকারগণের একাধিক মত রয়েছে। কোন কোন ব্যাখ্যাকার বলেন, এ আয়াতের দ্বারা ঐ সম্প্রদায়ের লোকদেরকে বুঝানো হয়েছে যারা মারইয়াম তনয় ঈসার (আ) ডাকে সাড়া দিয়ে তাঁর শরী'আতের অনুসরণ করেছে।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১২৩২১. ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি ذٰلِكَ بِاَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيْسِيْنَ এর ব্যাখ্যায় বলেন, তারা ছিলেন কয়েকজন মাঝি। হযরত ঈসা (আ) তাদের নিকট দিয়ে যাবার সময় ইসলামের প্রতি তাদের আহ্বান জানান। তারা এ আহ্বানে সাড়া দেন। তাদের সম্বন্ধেই বলা হয়েছে قِسِّيْسِيْنَ وَرُهْبَانًا [কতেক পণ্ডিত ও সংসার বিরাগী]

অন্যান্য তাফসীরকারগণের মতে এর দ্বারা ঐ সম্প্রদায়কে বুঝানো হয়েছে, যাদেরকে নাজ্জাশী রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দরবারে প্রেরণ করেছিলেন।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১২৩২২. আবূ সালিহ (র) হতে বর্ণিত। তিনি ذٰلِكَ بِاَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيْسِيْنَ وَرُهْبَانًا এর ব্যাখ্যায় বলেন, আবিসিনিয়া থেকে আগমনকারী ঐ সমস্ত পণ্ডিত ও সংসার বিরাগী লোকদের সংখ্যা ছিল ছিষট্টি, সাতষট্টি অথবা আটষট্টি। তারা সকলেই ছিলেন গির্জানিশীন ব্যক্তি। তাদের গায়ে ছিল পশমের পোষাক।

১২৩২৩. সাঈ'দ ইবন জুবাইর (র) হতে বর্ণিত। তিনি ذٰلِكَ بِاَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيْسِيْنَ وَرُهْبَانًا এর ব্যাখ্যায় বলেন, আবিসিনিয়ার বাদ্‌শাহ্ নাজ্জাশী তাদের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট মানুষের পঞ্চাশ অথবা সত্তরজনের একটি প্রতিনিধি দল নবী করীম (সা) এর নিকট প্রেরণ করেন। তাঁরা নবীজীর দরবারে এসে যার যার হয়ে কাঁদলেন। এখানে তাদের সম্বন্ধেই আলোচনা করা হয়েছে।

১২৩২৪. সাঈদ ইবন জুবাইর (র) হতে বর্ণিত। তিনি ذٰلِكَ بِاَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيْسِيْنَ وَرُهْبَانًا এর ব্যাখ্যায় বলেন, এ আয়াতে যাদের গুণাবলী সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে, তারা হলেন আবিসিনিয়ার বাদ্‌শাহ্ নাজ্জাশীর প্রেরিত প্রতিনিধি। নাজ্জাশী নিজে এবং কওমের লোকেরা যেন মুসলমান হতে পারে, এর জন্যই তিনি তাদেরকে প্রেরণ করেছিলেন। তারা ছিলেন সত্তরজন পুরুষ। কওমের মধ্যে যারা উত্তম তাদেরকেই এ প্রতিনিধিদলের জন্য মনোনীত করা হয়েছিল। তারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট পৌঁছলে তিনি তাদের নিকট পাঠ করলেন, يٰسٓ وَالْقُرْاٰنِ الْحَكِيْمِ (ইয়াসীন, কসম সেই বিজ্ঞানময় কুরআনের ; ৩৬ঃ ১-২) এতে পবিত্র কুরআনের সত্য উপলব্ধি করতে পেরে তাঁরা খুব কাঁদলেন। তাঁদেরই সম্বন্ধে নাযিল হয়েছে ذٰلِكَ بِاَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيْسِيْنَ وَرُهْبَانًا وَّاَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ। তাদের সম্বন্ধে আরো নাযিল হয়েছে اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِهٖ هُمْ بِهٖ يُؤْمِنُوْنَ - وَاِذَا يُتْلٰى عَلَيْهِمْ قَالُوْا اٰمَنَّا بِهٖۤ اِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّنَاۤ اِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهٖ مُسْلِمِيْنَ - اُولٰۤئِكَ يُؤْتَوْنَ اَجْرَهُمْ مَّرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوْا وَيَدْرَءُوْنَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ -

(এর পূর্বে আমি যাদেরকে কিতাব দিয়েছিলাম, তারা এতে বিশ্বাস করে। যখন তাদের নিকট তা আবৃত্তি করা হয়, তখন তারা বলে, আমরা এতে ঈমান আনি। এ আমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে আগত সত্য। আমরা তো পূর্বেও আত্মসমর্পণকারী ছিলাম। তাদেরকে দুইবার পারিশ্রমিক প্রদান করা হবে, কারণ, তারা ধৈর্যশীল এবং তারা ভালোর দ্বারা মন্দের মুকাবিলা করে ও আমি তাদেরকে যে রিয্‌ক দিয়েছি, তা হতে তারা ব্যয় করে ২৮ ঃ ৫২, ৫৩, ৫৪)।

ইমাম আবু জা'ফর তাবারী (র) বলেন, এ আয়াতের সঠিক ব্যাখ্যা হল, এখানে মু'মিনগণের নিকটতর বন্ধুরূপে আল্লাহ্ তা'আলা যেসব খৃস্টানদের প্রশংসা করেছেন, তা একারণেই করেছেন যে, তাদের মধ্যে এমন লোক রয়েছে, যারা নিয়মিত ইবাদতে নিয়োজিত এবং যারা গির্জা ও ইবাদতখানায় সর্বদা নিজ নিজ ইবাদতে মশগুল। এমনিভাবে তাদের মধ্যে এমন লোকও রয়েছে, যারা কিতাবে অভিজ্ঞ পণ্ডিত ব্যক্তি এবং যারা সর্বদা ঐ কিতাব তিলাওয়াতে আত্মনিবেদিত। কাজেই, হকের সামনে বিনয়াবনত এসব লোক হককে জানার পর মু'মিনগণের থেকে কখনো দূরে থাকতে পারে না এবং তাদের সামনে হক বিকশিত হওয়ার পর হক গ্রহণ করা হতে তারা কখনো পৃষ্ঠ প্রদর্শন করতে পারে না। কেননা, তারা দ্বীনদার সাধক এবং কল্যাণকামী মানুষ। পক্ষান্তরে তারা ঐ ইয়াহূদীদের মত লোক নয়, যারা নবী রাসূলগণকে হত্যা করা, মহান আল্লাহ্‌র আদেশ-নিষেধের বিরুদ্ধাচরণ করা এবং মহান আল্লাহ্‌র কিতাবে বিকৃতি সাধন করার নিশায় উন্মাদ হয়ে পড়েছিল।

মহান আল্লাহ্‌র বাণী—

(৮৩) وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ ۖ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ ○

৮৩. রাসূলের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তা যখন তারা শ্রবণ করে, তখন তারা যে সত্য উপলব্ধি করে, তার জন্য তাদের চোখ অশ্রু বিগলিত দেখবে। তারা বলে—হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা ঈমান এনেছি; সুতরাং তুমি আমাদেরকে সাক্ষ্যবহদের তালিকাভুক্ত কর।

ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন, হে মুহাম্মদ! যারা বলে "আমরা খ্রিস্টান" এবং যাদের সম্পর্কে আমি আপনাকে অবহিত করেছি, যে, মানুষের মধ্যে তাদেরকেই আপনি মু'মিনদের নিকটতর বন্ধুরূপে পাবেন। তারা যখন আপনার প্রতি নাযিলকৃত কিতাব শ্রবণ করে তখন তাদের চোখ আপনি অশ্রু বিগলিত দেখতে পাবেন।

فيض العين من الدمع অর্থ- চোখ অশ্রুসজল হয়ে তা গড়িয়ে পড়েছে। যেমন বলা হয় فيض النهار من الماء (খাল ভর্তি হয়ে পানি উপচে পড়েছে) وفيض الاناء (ভান্ড ভর্তি হয়ে পানি বয়ে পড়তে আরম্ভ করেছে) কবি আ'শার কবিতায়ও এর প্রমাণ বিদ্যমান রয়েছে—

فَفَاضَتْ دُمُوعِي ، فَظَلَّ الشُّؤُو – نُ إِمَّا وَكِيفًا وإِمَّا انحِرًا

আল্লাহ্‌র বাণী- مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ (তারা যে সত্য উপলব্ধি করে, তার জন্য)-এর ব্যাখ্যা হল, আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ হতে তাঁর রাসূলের প্রতি যে কিতাব নাযিল করা হয়েছে, তা সত্য একথা উপলব্ধি করতে পারার কারণে তাদের চোখ থেকে অশ্রু প্রবাহিত হচ্ছে।

যারা এমত পোষণ করেন ঃ

১২৩২৫. ইসমাঈল ইব্‌ন আবদুর রহমান সুদ্দী (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন আবিসিনিয়ার বাদশাহ্ নাজ্জাশী বার জনের একটি প্রতিনিধিদল নবী করীম (সা)-এর নিকট প্রেরণ করেন তাঁর খবর জানার জন্য এবং তাঁকে কিছু কথা জিজ্ঞাসা করার জন্য। তারা নবী করীম (সা) এর নিকট এলে তিনি তাদের সামনে কুরআন মাজীদ তিলাওয়াত করেন। এতে তারা যার যার হয়ে কাঁদল। তাদের মধ্যে সাতজন ছিল সংসার বিরাগী এবং পাঁচজন ছিল পণ্ডিত অথবা তাদের পাঁজন ছিল সংসার বিরাগী এবং সাতজন ছিল পণ্ডিত ব্যক্তি। তাদেরই সম্বন্ধে আল্লাহ্ তা'আলা وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا .... আয়াত নাযিল করেছেন।

১২৩২৬. 'আব্দুল্লাহ্ ইব্ন যুবায়র (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাজ্জাশী এবং তার সঙ্গীদের সম্বন্ধে وَاِذَا سَمِعُوْا مَااُنْزِلَ اِلَى الرَّسُوْلِ تَرٰى اَعْيُنَهُمْ تَفِيْضُ مِنَ الدَّمْعِ আলোচ্য আয়াত নাযিল হয়েছে।

১২৩২৭. 'উরওয়া (রা) হতে বর্ণিত। তিনি تَرٰى اَعْيُنَهُمْ تَفِيْضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوْا مِنَ الْحَقِّ- আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, এ আয়াত নাজ্জাশী সম্বন্ধে অবতীর্ণ হয়েছে।

১২৩২৮. 'উরওয়া (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, وَاِذَا سَمِعُوْا مَااُنْزِلَ اِلَى الرَّسُوْلِ تَرٰى اَعْيُنَهُمْ تَفِيْضُ مِنَ الدَّمْعِ আবিসিনিয়ার বাদ্শাহ্ নাজ্জাশী সম্পর্কে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে।

১২৩২৯. ইব্ন ইসহাক (র) বলেন, আমি যুহরী (র)-কে ذٰلِكَ بِاَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيْسِيْنَ وَرُهْبَانًاوَّ اَنَّهُمْ لاَ يَسْتَكْبِرُوْنَ وَاِذَا سَمِعُوْا مَااُنْزِلَ اِلَى الرَّسُوْلِ تَرٰى اَعْيُنَهُمْ تَفِيْضُ مِنَ الدَّمْعِ এবং وَاِذَاخَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُوْنَ قَالُوْا سَلاَمًا (এবং তাদেরকে যখন অজ্ঞ ব্যক্তিরা সম্বোধন করে তখন তারা বলে সালাম ২৫ ঃ ৬৩) আয়াত সমূহের ব্যাখ্যা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, আমি আলিমগণকে সর্বদা এ কথা বলতে শুনেছি যে, এ আয়াতগুলো নাজ্জাশী ও তার সঙ্গীদের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে।

আল্লাহ্র বাণী- يَقُوْلُوْنَ শব্দটি اسم এর অর্থে ব্যবহৃত হলে তা حال অর্থাৎ অবস্থাবাচক পদ হিসাবে منصوب হবে। তখন এর অর্থ হবে وَاِذَا سَمِعُوْا مَااُنْزِلَ اِلَى الرَّسُوْلِ تَرٰى اَعْيُنَهُمْ تَفِيْضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوْا مِنَ الْحَقِّ قَائِلِيْنَ رَبَّنَا اٰمَنَّا

يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اٰمَنَّا-এর মর্মার্থ হল, তারা বলে, হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি আপনার নবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর প্রতি যে কিতাব নাযিল করেছেন, আমরা তা শ্রবণ করে মনে-প্রাণে বিশ্বাস করেছি এবং স্বীকার করছি যে, তা আপনার পক্ষ হতে আগত সত্য। এতে কোন সন্দেহ নেই।

فَاكْتُبْنَا مَعَ الشّٰهِدِيْنَ-এর ব্যাখ্যায় মুফাস্সিরগণ বলেন,

১২৩৩০. ইব্ন 'আব্বাস (র) হতে বর্ণিত। তিনি فَاكْتُبْنَا مَعَ الشّٰهِدِيْنَ-এর ব্যাখ্যায় বলেন আলোচ্য আয়াতে সাক্ষ্যদাতা বলে উম্মতে মুহাম্মদী (আ)-কে বুঝানো হয়েছে।

১২৩৩১. ইব্ন জুরায়জ (র) হতে বর্ণিত। তিনি فَاكْتُبْنَا مَعَ الشّٰهِدِيْنَ এর ব্যাখ্যায় বলেন, "সাক্ষ্যদাতাদের সাথে "এর মানে হল, উম্মতে মুহাম্মদীর সাথে।

১২৩৩২. ইব্ন 'আব্বাস (র) হতে বর্ণিত। তিনি فَاكْتُبْنَا مَعَ الشّٰهِدِيْنَ-এর ব্যাখ্যায় বলেন, এখানে اَلشّٰهِدِيْنَ দ্বারা মুহাম্মদ (সা)-এর ও তার উম্মতকে বুঝানো হয়েছে।

১২৩৩৩. ইব্ন 'আব্বাস (র) হতে বর্ণিত। তিনি আল্লাহ্র বাণী - فَاكْتُبْنَا مَعَ الشّٰهِدِيْنَ এর ব্যাখ্যায় বলেন, এখানে اَلشّٰهِدِيْنَ বলে মুহাম্মদ (সা) ও তার উম্মতকে বুঝানো হয়েছে। তারা সাক্ষ্য

দিবে যে, মুহাম্মদ (সা) তার দায়িত্ব আদায় করেছেন এবং তারা এ-ও সাক্ষ্য দিবে যে, রাসূলগণ সকলেই তাদের দায়িত্ব যথাযথভাবে আদায় করেছেন।

১২৩৩৪. অপর এক সূত্রে ইব্‌ন 'আব্বাস (র) হতে অনুরূপ বর্ণিত রয়েছে। তবে এখানে শুধু এতটুকু উল্লেখ রয়েছে যে, উম্মতে মুহাম্মদী নবী রাসূলগণের ব্যাপারে এ মর্মে সাক্ষ্য দিবে যে, তারা তাদের দায়িত্ব যথাযথভাবে আদায় করেছেন। ইমাম তাবারী (র) বলেন, وَكَذَالِكَ جَعَلْنَكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا لِّتَكُوْنُوْا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا (এভাবে আমি তোমাদেরকে এক মধ্যপন্থী জাতিরূপে প্রতিষ্ঠিত করেছি, যাতে তোমরা মানব জাতির জন্য সাক্ষীস্বরূপ এবং রাসূল তোমাদের জন্য সাক্ষীস্বরূপ হবে। ২ ঃ ১৪৩) আয়াতের অর্থের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যাখ্যা করেছেন। ইব্‌ন 'আব্বাস (র)এর মতে الشَّاهِدِيْنَ। শব্দটি الشُّهَدَاءِ। এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, যা لِتَكُوْنُوْا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ। আয়াতে বিবৃত হয়েছে। এখানে সাক্ষ্যদাতা বলতে উম্মতে মহাম্মদীকে বুঝানো হয়েছে।

উপরোক্ত ব্যাখ্যা অনুসারে আয়াতের মর্মার্থ হল, তারা বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা ঈমান এনেছি, সুতরাং তুমি আমাদেরকে সাক্ষ্যদাতাদের তালিকাভুক্ত কর, যারা কিয়ামতের দিন তোমার নবীদের ব্যাপারে এ মর্মে সাক্ষ্য দিবে যে, তাঁরা তাদের উম্মতগণের নিকট তোমার পয়গাম যথাযথভাবে পৌছিয়েছেন।

কেউ যদি বলেন যে, উপরোক্ত ব্যাখ্যার পরিবর্তে আয়াতের ব্যাখ্যা এভাবে করাই যথাযথ যে, সুতরাং তুমি আমাদেরকে সাক্ষ্যদাতাদের তালিকাভুক্ত কর; যারা এ মর্মে সাক্ষ্য দিবে যে, তুমি তোমার রাসূলের প্রতি যে কিতাব নাযিল করেছ, তা সত্য। কেননা, وَاِذَا سَمِعُوْا مَا اُنْزِلَ اِلَى الرَّسُوْلِ تَرٰى اَعْيُنَهُمْ تَفِيْضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوْا مِنَ الْحَقِّ- يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اٰمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشّٰهِدِيْنَ- আয়াতের শেষাংশে আলোচ্য বাক্যটি বিদ্যমান রয়েছে। এখানে আল্লাহ্‌র কিতাব শ্রবণের পর তাদের ঈমান আনয়ন করার গুণাগুণের কথা আল্লাহ্ তা'আলা বর্ণনা করেছেন । সুরতাং আল্লাহ্‌র নিকট তাদের এ মর্মে যাথছা করাই সমীচীন, যাতে তিনি তাদেরকেও ঐ সমস্ত লোকদের অন্তর্ভুক্ত করে নেন, যাদের এতদসম্পর্কিত সাক্ষ্য তার নিকটগ্রহণযোগ্য হবে এবং সওয়াবে ক্ষেত্রে তিনি তাদেরকেও ঐ সমস্ত লোকদের অন্তর্ভুক্ত করে নিবেন। এখানে كتاب শব্দটি جعل (কর, বানাও) এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এখানে – فَاكْتُبْنَا مَعَ الشّٰهِدِيْنَ অর্থ হবে সুতরাং তুমি আমাদেরকে সাক্ষ্যদাতাদের সাথে শরীক করে নাও এবং আমাদেরকেও তাদের সাথে তালিকাভূক্ত কর।

মহান আল্লাহ্‌র বাণী—

(৮৪) وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَمَا جَآءَنَا مِنَ الْحَقِّ ۙ وَنَطْمَعُ اَنْ يُّدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصّٰلِحِيْنَ ○

৮৪. আল্লাহে ও আমাদের নিকট আগত সত্যে আমাদের ঈমান না আনার কী কারণ থাকতে পারে, যখন আমরা প্রত্যাশা করি, আল্লাহ্ আমাদেরকে সৎকর্ম পরায়ণদের অন্তর্ভুক্ত করুন?

ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ হতে ঐ সমস্ত লোকদের সম্বন্ধে সংবাদ দেওয়া হয়েছে, যাদের গুণাবলীর কথা পূর্বোক্ত আয়াতগুলোতে বর্ণনা করা হয়েছে যে, আল্লাহ্র রাসূল মুহাম্মদ (সা)-এর প্রতি নাযিলকৃত কিতাব তারা যখন শ্রবণ করে তখন তার প্রতি ঈমান আনে এবং একে আল্লাহ্র কিতাব হিসাবে মনে প্রাণে মেনে নেয়। আর তারা বলেঃ ; مَالَنَا لَانُؤْمِنُ بِاللّٰهِ আল্লাহ্তে আমাদের ঈমান না আনার কী কারণ থাকতে পারে। কেন আমরা তার একত্ববাদের প্রতি স্বীকৃতি প্রদান করব না? وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ এমনিভাবে আল্লাহ্র পক্ষ হতে আমাদের প্রতি যে কিতাব এবং কিতাবের যে সব আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে, সে মহা সত্যে আমরা কী কারণে ঈমান আনবনা? অথচ আমরা- প্রত্যাশা করি যে, এ ঈমানের বদৌলতে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন যেন আমাদেরকে সৎকর্মপরায়ণদের অন্তর্ভুক্ত করেন। اَلْقَوْمِ الصّٰلِحِيْنَ এর মর্মার্থ হল, আল্লাহে বিশ্বাসী ও তার আনুগত্যকারী ঐ সমস্ত ঈমানদার লোক। যারা স্বীয় আনুগত্যের ভিত্তিতে জান্নাতের উপযুক্ত বলে সাব্যস্ত হয়েছে। এ হিসাবে আয়াতের শেষ বাক্যাংশের অর্থ হবে, অথচ আমরা প্রত্যাশা করি যে, আমাদের প্রতিপালক যেন আমাদেরকে তার অনুগত বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করেন। অর্থাৎ কিয়ামতের দিন তাদের আবাসস্থল জান্নাতে আমাদেরকেও দাখিল করেন, তাদের ঠিকানার সাথে আমাদেরকেও ঠিকানা দেন এবং তাদের মর্যাদার পাশাপাশি আমদেরকেও যেন তিনি অনুরূপ মর্যাদায় অভিষিক্ত করেন।

১২৩৩৫. ইব্ন যায়দ (র) হতে বর্ণিত। তিনি আল্লাহ্র বাণী- وَمَالَنَا لَانُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ اَنْ يُّدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصّٰلِحِيْنَ -এর ব্যাখ্যায় বলেন, আয়াতে 'সৎকর্মপরায়ণদের' বলতে রাসূল (সা) ও তার সাহাবীগণকে বুঝানো হয়েছে।

মহান আল্লাহ্র বাণী—

(٨٥) فَاَثَابَهُمُ اللّٰهُ بِمَا قَالُوْا جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ؕ وَذٰلِكَ جَزَآءُ الْمُحْسِنِيْنَ o

৮৫. এবং তাদের এই কথার জন্য আল্লাহ্ তাদের পুরস্কার নির্দিষ্ট করেছেন জান্নাত, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত। তারা সেখানে স্থায়ী হবে। এটা সৎকর্মপরায়ণদের পুরস্কার।

ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা তাদের উপরোক্ত বক্তব্যের رَبَّنَا اٰمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشّٰهِدِيْنَ وَمَالَنَا لَانُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ اَنْ يُّدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصّٰلِحِيْنَ (হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা ঈমান এনেছি, সুতরাং তুমি আমাদেরকে সাক্ষ্যবহদের অন্তর্ভুক্ত কর। আল্লাহে ও আমাদের নিকট আগত সত্যে আমাদের ঈমান না

আনার কী কারণ থাকতে পারে, যখন আমরা প্রত্যাশা করি আল্লাহ্ আমাদেরকে সৎকর্মপরায়ণদের অন্তর্ভুক্ত করুন।) এর বিনিময়ে আল্লাহ্ তাদের জন্য পুরস্কার নির্দিষ্ট করেছেন জান্নাত, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত। অর্থাৎ এমন উদ্যান, যার বৃক্ষরাজির মাঝে মাঝে নদী প্রবাহিত রয়েছে। خَالِدِيْنَ فِيْهَا তথায় তারা স্থায়ী হবে। অর্থাৎ সেখানে তাদের অবস্থান স্থায়ী হবে। তারা সেখান থেকে কখনো বের হবে না এবং কোথাও ফিরে যাবে না। وَذٰلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِيْنَ উপরোক্ত বক্তব্য প্রদানকারী লোকদের পুরস্কার স্বরূপ যে চিরস্থায়ী জান্নাতের কথা আমি উল্লেখ করেছি, তা কথা ও কর্মের ক্ষেত্রে যত সৎকর্মপরায়ণ মানুষ আছে, সকলের ক্ষেত্রেই সমভাবে প্রযোজ্য হবে। সৎকর্মপরায়ণদের সৎকর্ম হল একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ্র একত্ববাদে বিশ্বাসী হওয়া, তার সাথে কাউকে শরীক না করা, নবীগণের প্রতি এবং আল্লাহ্র পক্ষ হতে তাদের নিকট আনীত কিতাবাদীর প্রতি স্বীকৃতি প্রদান করা, আল্লাহ্র নির্ধারিত ফরযসমূহ আদায় করা এবং গুনাহ থেকে বিরত থাকা। এগুলোই হল সৎকর্মপরায়ণ লোকদের পূর্ণ সৎকর্মপরায়ণতা। তাদেরই জন্য আল্লাহ্ জান্নাত ঘোষণা করেছেন, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত। যথায় তারা স্থায়ী হবে।

মহান আল্লাহ্র বাণী—

(৮৬) وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَآ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَحِيْمِ ۝

৮৬. যারা কুফ্রী করেছে ও আমার আয়াতকে অগ্রাহ্য করেছে, তারাই জাহান্নামবাসী।

ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র)-এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, যারা আল্লাহ্ তা'আলার একত্ববাদ ও হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর নবুওয়াতকে অস্বীকার করেছে এবং আল্লাহ্ পাকের নাযিলকৃত কিতাবের আয়াতসমূহকে অস্বীকার করেছে, তারাই জাহান্নামী। জাহান্নামে তারা বসবাস করবে এবং তথায় তারা স্থায়ী হবে। الجحيم। অর্থ- আগুনের প্রচন্ড তাপ। الجحيم ও الجاحم। শব্দ দু'টো একই অর্থে ব্যবহৃত হয়।

মহান আল্লাহ্র বাণী—

(৮৭) يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُحَرِّمُوْا طَيِّبٰتِ مَآ اَحَلَّ اللّٰهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوْا ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ ۝

৮৭. হে মু'মিনগণ! আল্লাহ্ তোমাদের জন্য উৎকৃষ্ট যে সব বস্তু হালাল করেছেন, সে সমূহকে তোমরা হারাম করোনা এবং সীমালংঘন করোনা। আল্লাহ্ সীমালংঘনকারীদেরকে পসন্দ করেন না।

ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলে বিশ্বাসী এবং এ কুর'আন আল্লাহ্র পক্ষ হতে আগত সত্য বলে স্বীকৃতি প্রদানকারী হে লোক সকল! আল্লাহ্ তোমাদের জন্য উৎকৃষ্ট যে সব বস্তু হালাল করেছেন সেগুলোকে তোমরা হারাম করোনা। অর্থাৎ সুখাদ্য যার প্রতি মানুষের মন আকৃষ্ট হয়, এরূপ বস্তু হতে পন্ডিত ও সংসার বিরাগী ব্যক্তিদের ন্যায় তোমরা বিরত থেকনা। তারা স্ত্রী সহবাস, এবং খানাদানা ইত্যাদি নিজেদের উপর হারাম করে রেখেছিল। তাদের কেউ তো গীর্জায় নিজেকে বন্দী করে রেখেছিল। আবার কেউ পার্থিব সব চাওয়া-পাওয়া ত্যাগ করে সন্যাসীদের মত পৃথিবীর এখানে ওখানে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। আল্লাহ্ বলেন, হে মু'মিনগণ! তোমরা তাদের অনুরূপ করোনা। হালাল-হারামের ক্ষেত্রে আল্লাহ্ তা'আলা যে সীমা নির্ধারণ করেছেন, তা তোমরা লংঘন করোনা। এরূপ করা আল্লাহ্র নির্দেশের পরিপন্থী কাজ। যদি কোন মানুষ হালাল-হারামের ক্ষেত্রে আল্লাহ্র নির্দিষ্ট সীমানা লংঘন করে, তবে আল্লাহ্ তাদেরকে পছন্দ করেন না। এ আয়াতের ব্যাখ্যায় মুফাস্সিরগণও অনুরূপ মতামত ব্যক্ত করেছেন।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১২৩৩৬. আবূ মালিক (র) হতে বর্ণিত। তিনি يَـاَيُّـهَا الَّـذِيْـنَ اٰمَـنُـوْا لاَ تُـحَـرِّمُـوْا طَيِّـبَـاتِ مَـا اَحَـلَّ اللّٰـهُ لَـكُـمْ বলেন 'উসমান ইব্ন মায্'উন এবং আরো কতিপয় মুসলমান নিজেদের জন্য সম্ভোগ হারাম করে নিলে, উৎকৃষ্ট বস্তু আহার করা হতে বিরত থাকার ইচ্ছা করলে এবং কেউ কেউ নিজেদের লিঙ্গ কেটে খাসী হয়ে যাওয়ার সংকল্প করলে এই আয়াতটি নাযিল হয়।

১১৩৩৭. ইক্রামা (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন; নবী করীম (সা)-এর কতিপয় সাহাবী খাসী হয়ে যাওয়ার ইচ্ছা করলে এবং গোশত না খাওয়া ও স্ত্রী সম্ভোগ বর্জন করার সংকল্প গ্রহণ করলে আলোচ্য আয়াতটি নাযিল হয়।

১২৩৩৮. ইকরামা (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, কতিপয় লোক অমুক অমুক কাজ করা ও খাসী হওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে يَـاَيُّـهَا الَّـذِيْـنَ اٰمَـنُـوْا لاَ تُـحَـرِّمُـوْا طَيِّـبَـاتِ مَـا اَحَـلَّ اللّٰـهُ لَـكُـمْ ....اَلَّـذِىْ اَنْـتُـمْ بِـهٖ مُـؤْمِـنُـوْنَ পর্যন্ত আয়াত কটি নাযিল হয়।

১২৩৩৯. ইব্রাহীম (র) হতে বর্ণিত। তিনি يَـاَيُّـهَا الَّـذِيْـنَ اٰمَـنُـوْا لاَ تُـحَـرِّمُـوْا طَيِّـبَـاتِ مَـا اَحَـلَّ اللّٰـهُ لَـكُـمْ - এর ব্যাখ্যায় বলেন, তারা নিজেদের উপর উৎকৃষ্ট মানের খাদ্য এবং গোশ্ত হারাম সাব্যস্ত করলে আল্লাহ্ তা'আলা তাদের সম্বন্ধে এ আয়াতটি নাযিল করেন।

১২৩৪০. ইকরামা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন; একবার কতিপয় লোক একথা বলাবলি করল যে, আমরা বিয়ে করবনা, খানা খাবনা এবং অমুক অমুক কাজ করবনা। এ কথার প্রেক্ষিতে আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করেন। يَـاَيُّـهَا الَّـذِيْـنَ اٰمَـنُـوْا لاَ تُـحَـرِّمُـوْا طَيِّـبَـاتِ مَـا اَحَـلَّ اللّٰـهُ لَـكُـمْ وَلاَ تَـعْـتَـدُوْا اِنَّ اللّٰـهَ لاَ يُـحِـبُّ الْـمُـعْـتَـدِيْـنَ

১২৩৪১. আবূ কিলাবা (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম (সা)-এর কতিপয় সাহাবী দুনিয়া ত্যাগ করে ও স্ত্রী সহবাস বর্জন করে বৈরাগ্য অবলম্বন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) দাঁড়িয়ে কঠোর ভাষায় তাদের হুঁশিয়ার করলেন এবং বললেন, পূর্ববর্তী লোকেরা নিজেদের ব্যাপারে কঠোরতা অবলম্বন করে ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। তারা নিজেদের ব্যাপারে কঠোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে আল্লাহ্ তা'আলাও বিধানকে তাদের জন্য কঠিন করে দেন। গীর্জায় এবং উপসনালয়ে ধ্যানরত এসব লোকেরা তাদেরই অধঃস্তন পুরুষ। সুতরাং তোমরা আল্লাহ্র ইবাদত করবে, তার সাথে কাউকে শরীরক করবেনা, হজ্জ ও 'উমরা আদায় করবে এবং দীনের উপর অবিচল থাকবে, তাহলে তিনি তোমাদের পথ সহজ ও সুগম করে দিবেন। তাদের সম্বন্ধেই এ আয়াত নাযিল হয়েছে— يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ

১২৩৪২. কাতাদা (র) হতে বর্ণিত। তিনি আল্লাহ্র বাণী لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ এর ব্যাখ্যায় বলেন, এ আয়াত নবী করীম (সা)-এর সে সমস্ত সাহাবীদের সম্বন্ধে নাযিল হয়েছে, যারা দুনিয়া ত্যাগ করে নির্জন জীবন অবলম্বন করা, স্ত্রীদের সঙ্গ বর্জন করা এবং সন্যাসী জীবন-যাপন করার সংকল্প গ্রহণ করেছিলেন। 'আলী ইব্ন আবূ তালিব এবং উসমান ইব্ন মায'উন (র) তাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

১২৩৪৩. আবূ আবদুর রহমান (র) হতে বর্ণিত। নবী করীম (সা) বলেন, পন্ডিত ও সংসার বিরাগী হওয়ার জন্য আমি তোমাদেরকে হুকুম করি না।

১২৩৪৪. কাতাদা (র) হতে বর্ণিত। তিনি يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ এর ব্যাখ্যায় বলেন, উল্লেখ রয়েছে যে, কোন এক সময় করীম (সা) -এর কতিপয় সাহাবী স্ত্রীদের সঙ্গ ও গোশ্ত খাওয়া বর্জন করে গীর্জায় ধ্যানমগ্ন থাকার সংকল্প করলেন। এ সংবাদ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট পৌঁছলে তিনি বললেন, আমার দীনে স্ত্রীদের সঙ্গ ও গোশত খাওয়া বর্জন করার কোন বিধান নেই। অনুরূপভাবে সর্বদা গীর্জায় ধ্যানমগ্ন থাকাও আমার দীনে নেই। বর্ণনাকারী বলেন, আমাদেরকে এ মর্মে অবহিত করা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সময় তিনজন সাহাবী একত্রিত হলেন এবং আলোচনা প্রসঙ্গে একজন বললেন, এখন থেকে আমি সারা রাত্র জাগ্রত থাকব, কখনো ঘুমাবেনা। দ্বিতীয় জন বললেন, আমি সর্বদা রোযা রাখব, কখনো রোযা ভঙ্গ করব না। তৃতীয় জন বললেন, এখন থেকে আমি আর স্ত্রীর সঙ্গেঁ মিশবনা। (এ কথা শুনে) রাসূলুল্লাহ্ (সা)- তাদেরকে ডেকে আনার জন্য লোক পাঠালেন এবং (তারা আসলে) তিনি তাদেরকে বললেন, তোমারা নাকি এ ধরনের কথা বলছো? তারা বললেন, জী ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তবে আমাদের উদ্দেশ্য কল্যাণ ব্যতীত অন্য কিছু নয়। তখন তিনি বললেন, আমি কখনো নামায পড়ি, কখনো ঘুমাই, কখনা রোযা রাখি, কখনো বিরতি দেই এবং স্ত্রীর সঙ্গেঁও মিশি। অতএব যে আমার সুন্নাত বর্জন করবে সে আমার দলের অন্তর্ভুক্ত নয়। কোন কোন কিরা'আতে এভাবে উল্লেখ রয়েছে

مَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِكَ فَلَيْسَ مِنْ أُمَّتِكَ - وَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ -

হাদীসে এ-ও উল্লেখ রয়েছে যে, একদিন নবী করীম (সা)- কতিপয় সাহাবায়ে কিরামকে বললেন, তোমাদের পূর্ববর্তী (উম্মতের) লোকেরা নিজেদের ব্যাপারে কঠোর নীতি অবলম্বন করেছিল। ফলে আল্লাহ্ তা'আলাও তাদের বিধান কঠিন করে দেন। গীর্জায় উপাসনারত এরাই হল তাদের ভাই। সুতরাং তোমরা আল্লাহ্র ইবাদত করবে। তাঁর সাথে কাউকে শরীক করবেনা। সালাত কায়েম করবে। যাকাত প্রদান করবে। রমযান মাসে সওম পালন করবে। ওমরা আদায় করবে এবং দীনের উপর অবিচল থাকবে, তাহলে আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের জন্য পথকে সরল ও সোজা করে দিবেন।

১২৩৪৫. সুদ্দী (র) হতে বর্ণিত। তিনি يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَ تُحَرِّمُوْا طَيِّبَاتِ مَا اَحَلَّ اللّٰهُ لَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُوْا اِنَّ اللّٰهَ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বসে বসে সাহাবীদের নসীহত করছিলেন। এ মতাবস্থায় হঠাৎ করে তিনি উঠে চলে যান। এতে আল্লাহ্ পাকের আযাব সম্বন্ধে তাদেরকে সতর্ক করাই উদ্দেশ্য ছিল। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দশজন সাহাবী, যাদের মধ্যে আলী ইব্ন আবী তালিব এবং উসমান ইব্ন মায্উন (র) ও ছিলেন, তারা বললেন, আমরা যদি কোন কঠোর সাধনা আরম্ভ না করি তাহলে আমরা যে সতর্ক হয়েছি, তা অনুভূত হবেনা। খ্রিস্টানরা যদি তাদের ভোগ-বিলাস বিসর্জন দিয়ে বৈরাগ্য অবলম্বন করতে পারে তাহলে আমরা তো এ কাজ করার ব্যাপারে তাদের চেয়ে অধিকতর হকদার। ফলে তাদের দশজনের কেউ নিজের জন্য গোশত ও চর্বি খাওয়া এবং দিনের বেলা পানাহার করা হারাম করে নেন। কেউ রাতের ঘুম হারাম করেন। আর কেউ নিজের উপর স্ত্রী সহবাস হারাম করে নেন। যারা নিজের জন্য স্ত্রী সহবাস হারাম করেছিলেন 'উসমান ইব্ন মায'উন তাদের একজন। তাই তিনি তার স্ত্রীর নিকট গমন করতেন না এবং তারাও তার নিকট আসতেন না। এ অবস্থায় 'উসমান ইব্ন মায'উন (র)-এর স্ত্রী একদিন আয়েশা (র) এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তার নাম ছিল হাওলা। তখন আয়েশা (র) এবং নবী (সা)-এর স্ত্রীগণ যার উপস্থিত ছিলেন তারা সকলেই তাকে বললেন, হে হাওলা! কি হয়েছে তোমার? তোমার চুল এলোমেলো কেন? তোমার চেহারা বিবর্ণ হয়ে গিয়েছে কেন? তুমি কি চুল আঁচড়াও না? সুগন্ধি ব্যবহার করনা? উত্তরে তিনি বললেন, সুগন্ধি ব্যবহার করে এবং চুল আঁচড়িয়ে কি করব? আমার স্বামী তো আমার নিকট আসেন না। এমনকি তিনি অমুক সময় হতে আমার কাপড়ও উঠান না। তাঁর এ কথা শুনে হযরত আয়েশাসহ সকলেই হেসে উঠেন। এ সময় হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা) প্রবেশ করেন। তখনও তারা হাসছিলেন। তাই তিনি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা হাঁসছো কেন? উত্তরে আয়েশা (রা) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্। (সা) হাওলার অবস্থা জিজ্ঞাসা করলে সে বলে, আমার স্বামী অমুক সময় থেকে আমার কাপড়টিও উঠায় না। (তাই আমরা হাসছি।) তারপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) তার স্বামীকে ডেকে এনে জিজ্ঞাসা করলেন, হে উসমান! তোমার কি অবস্থা? উত্তরে তিনি বললেন, আল্লাহ্কে খুশী করার নিমিত্তে একমাত্র তার ইবাদতে মশগুল হওয়ার উদ্দেশ্যেই আমি স্ত্রী বর্জন করেছি। এরপর তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট তার বিষয়টি খুলে বললেন। তাঁর ইচ্ছা ছিল স্বীয় জননেন্দ্রীয়টি কেটে ফেলা, যাতে তার যৌন শক্তি সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে যায়। এসব কথা শুনে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, আমি তোমাকে আল্লাহ্র কসম দিয়ে বলছি, তুমি এখনি

বাড়ী যাও এবং তোমার স্ত্রীর সাথে মিলিত হও। উসমান (র) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! (সা) আমি সাওম পালন করছি। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, রোযা ছেড়ে দাও। অতএব তিনি রোযা ভেংগে ফেললেন এবং স্বীয় স্ত্রীর সাথে মিলিত হলেন।

এরপর একদিন হাওলা (রা) চোখে সুরমা লাগিয়ে, মাথার চুল আঁচড়িয়ে এবং সুগন্ধি ব্যবহার করে আয়েশা (রা) এর নিকট এলেন। তাকে দেখে আয়েশা (রা) হেসে বললেন, হে হাওলা! তোমার কি অবস্থা? উত্তরে তিনি বললেন, গতকাল আমার স্বামী আমার নিকট এসেছিলেন। এরই প্রেক্ষিতে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছিলেন, মানুষের কি হয়েছে? কেন তারা নিজেদের জন্য স্ত্রী সহবাস পানাহার এবং ঘুম হারাম করে নিয়েছে? আমি তো ঘুমাই এবং রাত জাগরণ করে ইবাদত করি, তেমনিভাবে মাঝেমধ্যে বিরতি দিয়ে সওম পালন করি এবং স্ত্রী সহবাসও করি। যে আমার সুন্নাত অগ্রাহ্য করবে, সে আমার দলের অন্তর্ভুক্ত নয়। অতঃপর এ আয়াতটি নাযিল হয়—

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَ تُحَرِّمُوْا طَيِّبَاتِ مَا اَحَلَّ اللّٰهُ لَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُوْا

মোটকথা রাসূলুল্লাহ্ (সা) 'উসমান (রা)-কে বললেন, স্বীয় জননেন্দ্রীয় কর্তন করবেনা। এটা সীমা লংঘনের অন্তর্ভুক্ত। অতঃপর তিনি তাকে তার এ-ই শপথ ভঙ্গের জন্য কাফ্ফারা আদায় করার আদেশ দেন এবং প্রমাণ স্বরূপ নিম্নোক্ত আয়াতটি তিলাওয়াত করেন— لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِىْ اَيْمَانِكُمْ وَلٰكِنْ يُّؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُّمُ الْاَيْمَانَ —তোমাদের নিরর্থক শপথের জন্য আল্লাহ্ তোমাদরকে পাকড়াও করবেন না। কিন্তু যে সব শপথ তোমরা ইচ্ছাকৃতভাবে কর, সেই সকলের জন্য তিনি তোমাদেরকে পাকড়াও করবেন।

১২৩৪৬. ইব্ন 'আব্বাস (র) হতে বর্ণিত। তিনি আল্লাহ্ তা'আলার বাণী- يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَ تُحَرِّمُوْا طَيِّبَاتِ مَا اَحَلَّ اللّٰهُ لَكُمْ এর ব্যাখ্যায় বলেন, তারা ছিলেন নবী করীম (সা) এর সাহাবী। তারা বলেছিলেন, আমরা আমাদের জননেন্দ্রীয় কেটে পার্থিব ভোগ বিলাস বর্জন করে সন্যাসীদের ন্যায় এখানে-ওখানে ঘুরে বেড়াব। এ সংবাদ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট পৌছলে তিনি তাদেরকে ডেকে পাঠালেন। তারা এলে তিনি তাদেরকে এসব কথা জিজ্ঞাসা করলেন। তারা বললেন, হ্যাঁ, আমরা বলেছি। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, আমি তো কখনো রোযা রাখি আবার কখনো তা ছেড়ে দেই। নামায পড়ি আবার কখনো ঘুমাই এবং স্ত্রী সহবাসও করি। সুতরাং যে আমার আদর্শ গ্রহণ করবে, সে আমার দলের অন্তর্ভুক্ত হবে। আর যে আমার আদর্শ অগ্রাহ্য করবে, সে আমার দলের অর্ন্তুক্ত হবে না।

১২৩৪৭. ইব্ন 'আব্বাস (র) হতে বর্ণিত। তিনি আল্লাহ্ পাকের বাণী- يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَ تُحَرِّمُوْا طَيِّبَاتِ مَا اَحَلَّ اللّٰهُ لَكُمْ এর ব্যাখ্যায় বলেন, মুহাম্মদ (সা)-এর কতিপয় সাহাবী যাদের মধ্যে 'উসমান ইব্ন মাযউন (র) ও ছিলেন, তারা নিজেদের উপর স্ত্রী সহবাস ও গোশ্ত খাওয়া হারাম করে নেন। এমনকি তারা হাতে ছুরি নিয়ে নিজেদের জননেন্দ্রীয় কেটে ফেলার সংকল্প করেন, যাতে

তারা ভোগ-বিলাস থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে তাদের প্রতিপালকের ইবাদতে নিমগ্ন হতে পারে। এ সম্বন্ধে নবী (সা) কে সংবাদ দেয়া হলে তিনি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমাদের অভিপ্রায় কী? তারা বললেন, আমরা আমাদের যৌন শক্তি ধ্বংস করে মহিলাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আমাদের প্রতিপালকের ইবাদতে আত্ম নিয়োগ করতে চাচ্ছি। এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, এ কাজের জন্য আমি আদিষ্ট হইনি। আমি আমার ধর্মাদর্শে বিবাহ করার ব্যাপারে আদিষ্ট হয়েছি। অতঃপর তারা বললেন, আমরা তো রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আনুগত্য করব। এরই প্রেক্ষিতে আল্লাহ্ তা'আলা يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَ تُحَرِّمُوْا طَيِّبَاتِ مَا اَحَلَّ اللّٰهُ لَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُوْا اِنَّ اللّٰهَ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ হতে اَنْتُمْ بِهٖ مُؤْمِنُوْنَ পর্যন্ত আয়াত কটি নাযিল করেন।

১২৩৪৮. মুজাহিদ (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, কতিপয় সাহাবী, যাদের মধ্যে 'উসমান ইব্ন মায'উন এবং 'আব্দুল্লাহ্ ইব্ন 'উমর (রা) ও ছিলেন, একবার এ মর্মে সংকল্প করলেন যে, তারা সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করে জননেন্দ্রীয় কেটে পশমের পোষাক পরিধান করে সন্যাসী জীবন যাপন করবে। তাদের সম্পর্কে আলোচ্য আয়াত খানি وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِىْ اَنْتُمْ بِهٖ مُؤْمِنُوْنَ পর্যন্ত নাযিল হয়েছে। 'ইকরামা (রা) বলেন, 'উসমান ইব্ন মায'উন, 'আলী ইব্ন আবী তালিব; ইব্ন মাস'উদ; মিকদাদ ইবনুল আসওয়াদ এবং আবূ হুযায়ফা (র)-র ক্রীতদাস সালিম (রা)-ঐ সমস্ত সাহাবীগণের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন; যাঁরা সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করে ঘরের ভেতর ধ্যানমগ্ন হয়ে বসে যান। তাঁরা স্ত্রীদের সঙ্গ বর্জন করেন, পশমের পোশাক পরিধান করেন এবং উত্তম খাদ্য ও পোশাক নিজেদের জন্য হারাম করে নেন। বনী ইসরা'ঈলের সন্যাসী লোকেরা যা আহার করত, তাঁরাও তা আহার করতেন, তারা যা পরিধান করত, এরাও তা পরিধান করতেন। এমনকি তারা খাসী হওয়ার সংকল্প গ্রহণ করেন এবং এ-ও সিদ্ধান্ত করেন যে, তাঁরা দিনভর রোযা রাখবেন এবং রাতভর জাগ্রত থেকে 'ইবাদত বন্দেগী করবেন। এমতাবস্থায় এ আয়াত নাযিল হয়— يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَ تُحَرِّمُوْا طَيِّبَاتِ مَا اَحَلَّ اللّٰهُ لَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُوْا اِنَّ اللّٰهَ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ ।

মোটকথা এ আয়াতের মাধ্যমে তাঁদের জানিয়ে দেওয়া হয় যে, তোমরা মুসলমানদের আদর্শ অগ্রাহ্য করে স্ত্রী-সহবাস এবং উত্তম খাদ্য ও পরিধেয় নিজেদের জন্য হারাম করবে না। আর দিনভর রোযা ও রাতভর 'ইবাদত করার মত অতিরঞ্জিত অভিলাষ গ্রহণ করবে না। এমনি ভাবে তোমরা খাসী হওয়ার ব্যবস্থাও গ্রহণ করবেনা।

এ আয়াতখানি নাযিল হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁদেরকে ডেকে বললেন, তোমাদের দেহেরও তোমাদের উপর হক রয়েছে, অধিকার রয়েছে তোমাদের চোখেরও। তাই তোমরা রোযাও রাখবে এবং মাঝে মাঝে বিরতিও দিবে। নামাযও পড়বে এবং নিদ্রাও যাবে। যে আমার সুন্নাত বর্জন করবে, সে আমার দলের অন্তর্ভুক্ত নয়। অতঃপর তাঁরা সকলে বললেন, আমরা আপনার কথা মেনে নিলাম এবং আপনার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে, তা অনুসরণ করার অঙ্গীকার করলাম।

১২৩৪৯. ইব্ন যায়দ (র) হতে বর্ণিত। তিনি يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَ تُحَرِّمُوْا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللّٰهُ لَكُمْ -এর ব্যাখ্যায় বলেন, আমার পিতা যায়দ ইব্ন আসলাম (র) বলেন, একদা 'আব্দুল্লাহ্ ইব্ন রাওয়াহা (র)-এর বাড়িতে জনৈক মেহমান আগমন করেন। (তিনি তখন বাড়িতে ছিলেন না।) বাড়িতে এসে তিনি দেখেন যে, এখনো মেহমানের আপ্যায়ন করা হয়নি। এ অবস্থা দেখে তিনি তার স্ত্রীকে বললেন, এখনো মেহমানকে সন্ধ্যার আহার করাওনি? উত্তরে তাঁর স্ত্রী বললেন, খানা খুবই কম। তাই আপনার আগমনের অপেক্ষায় ছিলাম। এ কথা শুনে তিনি বললেন, আমার কারণে মেহমানকে এভাবে আটকিয়ে রেখেছে। এ খাদ্য গ্রহণ করা আমার জন্য হারাম। তার এ অঙ্গীকার শুনে তার স্ত্রীও বললেন, তুমি না খেলে আমার জন্যও এ খাদ্য হারাম। তাদের কথা শুনে মেহমান বললেন, তোমরা এ খাদ্য গ্রহণ না করলে আমার জন্যও এ খাদ্য গ্রহণ করা হারাম। 'আব্দুল্লাহ্ ইব্ন রাওয়াহা (র) এ অবস্থা দেখে নিজ স্ত্রীকে বললেন, খানা আমার নিকট নিয়ে এসো। সবাই বিসমিল্লাহ্ বলে আহার কর। এরপর 'আব্দুল্লাহ্ ইব্ন রাওয়াহা (রা) সকালে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দরবারে পৌঁছে তাঁকে এ সম্পর্কে অবহিত করলে তিনি বললেন, খুব ভাল করেছো। এরপর আলোচ্য আয়াত নাযিল হয়–

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَ تُحَرِّمُوْا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللّٰهُ لَكُمْ

তারপর তিনি لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِيْ أَيْمَانِكُمْ وَلٰكِنْ يُّؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُّمُ الْأَيْمَانَ পর্যন্ত আয়াতটি তিলাওয়াত করলেন। والله لا اذوقه (আল্লাহ্র কসম আমি এর স্বাদ গ্রহণ করবনা) বললে এতে কসম হয়ে যাবে।

১২৩৫০. ইব্ন 'আব্বাস (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর খিদমতে এসে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমি গোশ্ত খাই। এতে আমার যৌন উত্তেজনা বৃদ্ধি পায়। তাই আমি আমার জন্য গোশ্ত খাওয়া হারাম করে নিয়েছি। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াতখানি নাযিল করেন—

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَ تُحَرِّمُوْا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللّٰهُ لَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُوْا اِنَّ اللّٰهَ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ

১২৩৫১. ইকরামা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কতিপয় সাহাবী স্ত্রী সহবাস বর্জন করে খাসী হয়ে যেতে ইচ্ছা করলে আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াতখানি নাযিল করলেন—

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَ تُحَرِّمُوْا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللّٰهُ لَكُمْ

لاَتَعْتَدُوْا শব্দটি الْاَعْتِدَاءُ মূল ধাতু থেকে উদগত। কারো কারো মতে এ স্থানে এর অর্থ 'উসমান ইব্ন মায'উন (রা) কর্তৃক নিজ জননেন্দ্রীয় কর্তন করার সংকল্প করা। আল্লাহ্ তা'আলা তা নিষেধ করেছেন। একেই সীমালংঘন বলা হয়।

১২৩৫২. আসবাত (র) সুদ্দী (র) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

অন্যান্য মুফাস্সিরগণের মতে এতে ঐ সমস্ত সাহাবায়ে কিরামকে বুঝানো হয়েছে, যারা নিজেদের উপর স্ত্রী সহবাস, উত্তমখানা ও পরিধেয় এবং নিদ্রা যাওয়া হারাম করে নিয়েছিলেন। তাদেরকে এরূপ

করতে নিষেধ করা হয় এবং নবী করীম (সা)-এর আদর্শের পরিপন্থী কাজ করা থেকে তাদেরকে বারণ করা হয়।

১২৩৫৩. ইব্ন জুরায়জ (র) হতে অনুরূপ বর্ণিত রয়েছে।

কোন কোন ব্যাখ্যাকারের মতে এর মানে হল হালাল বস্তু বর্জন করে হারামকে গ্রহণ করা।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১২৩৫৪. হাসান (র) হতে বর্ণিত। তিনি يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُحَرِّمُوْا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللّٰهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوْا اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ এর ব্যাখ্যায় বলেন, তোমাদের উপর যা হারাম করা হয়েছে, তোমরা তা লংঘন করবে না। আমি পূর্বেই উল্লেখ করছি যে, الاعتداء। অর্থ প্রত্যেক ক্ষেত্রে মানুষের জন্য যা বৈধ, এরূপ কাজ বর্জন করে যা বৈধ নয়, এমন কাজ করা কে الاعتداء। বলা হয়।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, ব্যাখ্যাকারগণ যেহেতু 'الاعتداء' শব্দের একাধিক অর্থ বর্ণনা করেছেন, তাই لَاتَعْتَدُوْا অর্থ তোমরা কোন প্রকার সীমা লংঘন করবেনা। এর দ্বারা সর্বপ্রকার সীমালংঘনকে নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে। হালাল-হারামের ক্ষেত্রে আল্লাহ্ যে সীমানা নির্ধারণ করেছেন, তা লংঘন করা কারো জন্যই জায়েয নেই। কেউ লংঘন করলে আল্লাহ্ তা'আলা সীমা লংঘনকারীদের পছন্দ করেন না— এর অন্তর্ভুক্ত হবে।

পক্ষান্তরে যারা নিজেদের উপর হালালকে হারাম সাব্যস্ত করে নিয়েছিলেন, তাদের প্রতি যেহেতু ভর্ৎসনা করা হয়েছে, তাই এ কথা বলা অযৌক্তিক নয় যে, আয়াতটি উসমান ইব্ন মায'উন এবং ঐ সমস্ত সাহাবীদের সম্বন্ধে নাযিল হয়েছে, যারা হালাল বস্তুকে নিজেদের জন্য হারাম করে নিয়েছিলেন। অতএব হালালকে হারাম করা, হারামকে হালাল করা অথবা আল্লাহ্র নির্ধারিত সীমা লংঘন করার কারণ যাদের মধ্যে পাওয়া যাবে, তারা সকলেই এ আয়াতের হুকুমের অন্তর্ভুক্ত হবে।

মহান আল্লাহ্র বাণী—

(৮৮) وَكُلُوْا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ حَلٰلًا طَيِّبًا وَّاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْٓ اَنْتُمْ بِهٖ مُؤْمِنُوْنَ ০

৮৮. আল্লাহ্ তোমাদেরকে যে হালাল ও উৎকৃষ্ট জীবিকা দিয়েছেন, তা হতে ভক্ষণ কর এবং ভয় কর আল্লাহ্কে, যার প্রতি তোমরা বিশ্বাসী।

ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, পূর্বের আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা যে সব মু'মিনকে হালাল ও উৎকৃষ্ট বস্তু হারাম করতে নিষেধ করেছেন, তাদেরকেই তিনি এ আয়াতে বলেছেন, হে মু'মিনগণ! আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে যে হালাল ও উৎকৃষ্ট জীবিকা দিয়েছেন, তা তোমরা ভক্ষণ কর।

১২৩৫৫. ইকরামা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا -এর ব্যাখ্যায় বলেন, যেসব খাদ্য আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের জন্য হালাল করেছেন, তা থেকে তোমরা আহার কর।

মহান আল্লাহ্‌র বাণী- وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ (এবং তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর; যার প্রতি তোমরা বিশ্বাসী) এর ব্যাখ্যাঃ হে মু'মিনগণ! আল্লাহ্ পাকের নির্ধারিত সীমালংঘন করে হালালকে হারাম এবং হারামকে হালাল করা থেকে তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং তার বিরুদ্ধাচরণ থেকে বেঁচে থাক। অন্যথায় তোমরা তার ক্রোধানলে পতিত হবে এবং অবধারিত হবে তোমাদের প্রতি তার শাস্তি। أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ – যার প্রতি তোমারা বিশ্বাসী। অর্থাৎ যার একত্ববাদের প্রতি তোমরা স্বীকৃতি প্রদান কর এবং যার রবুবিয়্যাতের ব্যাপারে তোমরা বিশ্বাসী।

মহান আল্লাহ্‌র বাণী—

(৮৯) لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَٰكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ ۖ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ۖ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ۚ ذَٰلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ ۚ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ ۚ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ○

৮৯. তোমাদের নিরর্থক শপথের জন্য আল্লাহ্ তোমাদেরকে দায়ী করবেন না, কিন্তু যেসব শপথ তোমরা ইচ্ছাকৃতভাবে কর, সে সবের জন্য তিনি তোমাদেরকে দায়ী করবেন। তার কাফ্ফারা দশজন দরিদ্রকে মধ্যম ধরনের আহার্য দান, যা তোমরা তোমাদের পরিজনকে খেতে দাও; অথবা তাদেরকে বস্ত্র দান কিংবা একজন দাস মুক্তি। যার সামর্থ্য নেই, তার জন্য তিন দিন সিয়াম পালন। তোমরা শপথ করলে এটাই তোমাদের শপথের কাফ্ফারা। তোমরা তোমাদের শপথ রক্ষা করবে। এভাবে আল্লাহ্ তোমাদের জন্য তার নিদর্শন (বিধি-বিধান) বিশদভাবে বর্ণনা করেন, যেন তোমরা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর।

ব্যখ্যা ঃ

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাহাবীগণ থেকে যারা শপথ করে পবিত্র ও উৎকৃষ্ট বস্তুসমূহ নিজেদের জন্য হারাম করে নিয়েছিলেন এবং যাদেরকে এরূপ করতে নিষেধ করা হয়েছিল, তাদেরকেই আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ তোমাদের নিরর্থক শপথের জন্য আল্লাহ্ তোমাদেরকে দায়ী করবেন না। যেমন বর্ণিত রয়েছে,

১২৩৫৬. ইব্ন 'আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ আয়াতখানি নাযিল হওয়ার পর যেসব সাহাবী নিজেদের জন্য স্ত্রী সহবাস

এবং গোশ্‌ত খাওয়া হারাম করে নিয়েছিলেন, তারা বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! (সা) আমরা যে শপথ করেছি; এর কি অবস্থা হবে? তখন আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করেন لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِيْ اَيْمَانِكُمْ—তোমাদের নিরর্থক শপথের জন্য আল্লাহ্ তোমাদেরকে দায়ী করবেন না। এতে এ কথা প্রমাণ হচ্ছে যে, কতিপয় সাহাবী শপথের মাধ্যমে কোন কোন বস্তু নিজেদের উপর হারাম করে নিলে তাদেরই সম্বন্ধে এ আয়াত নাযিল হয়।

এ আয়াতের পাঠ প্রক্রিয়ায়কারীদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে।

হিজাযের অধিকাংশ এবং বসরার কতিপয় কারীর মতে এ আয়াত وَلٰكِنْ يُّؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُّمُ الْاَيْمَانَ। অর্থাৎ عَقَّدْتُّمْ এর قاف অক্ষরটি তাশদীদসহ পঠিত হবে। অর্থ হবে, কিন্তু যে সকল শপথ তোমরা দৃঢ়ভাবে কর এবং পুনঃ পুনঃ কর।

কুফাবাসী কারীদের মতে بِمَا عَقَدْتُّمْ শব্দটি তশদীদ ছাড়া পঠিত হবে। অর্থাৎ কিন্তু যে শপথ তোমরা তোমাদের নিজেদের উপর অপরিহার্য করেছো এবং যে বিষয়ে মনে মনে তোমরা দৃঢ় সংকল্প করেছো।

ইমাম আবু জা'ফর তাবারী (র) বলেন, উভয় কিরা'আতের মধ্যে বিশুদ্ধতম কিরা'আত হল قاف অক্ষরটি তাশদীদ ছাড়া পাঠ করা।

কেননা আরবদের নিয়ম হল, কোন কাজ পুনঃ পুনঃ করা হলে সেখানে তারা باب تفعيل এর صيغه ব্যবহার করে। যেমন شَدَّدْتُ على فلان كذا।—অমুক কাজে আমি তার প্রতি একের পর এক চাপ বা কঠোরতা আরোপ করেছি। আর যখন তারা একবার সম্পাদিত কোন বিষয় সম্বন্ধে সংবাদ দেওয়ার সংকল্প করে তখন তারা شددت عليه তাশদীদ ছাড়া বলে। একথা সর্বজন স্বীকৃত যে, যে শপথ ভঙ্গ করলে কাফ্‌ফারা ওয়াজিব হয়, তা একবারের শপথের দ্বারা অপরিহার্য হয়। এ ক্ষেত্রে পুনঃ পুনঃ করার আদৌ কোন প্রয়োজন নেই। এতে বুঝা যাচ্ছে যে, কেউ যদি ইচ্ছাকৃতভাবে একবার শপথ বাক্য উচ্চারণ করে তবে আল্লাহ্ এতেই তাকে দায়ী করবেন। যদিও সে পুনঃ পুনঃ শপথ বাক্য উচ্চারণ না করে। অতএব عقدتم শব্দের قاف অক্ষরে তাশদীদ প্রদান করা আদৌ বোধগম্য নয়।

এ হিসাবে আলোচ্য আয়াতের অর্থ হবে, হে মু'মিনগণ! তোমাদের নিরর্থক শপথের জন্য আল্লাহ্ তোমাদেরকে দায়ী করবেন না। কিন্তু যে শপথের মাধ্যমে তোমরা নিজেদের উপর কোন কিছু অপরিহার্য করে নাও এবং সে শপথ তোমরা অন্তরের দৃঢ়তার সাথে কর, এর জন্য আল্লাহ্ তোমাদেরকে দায়ী করবেন।

يمين لغو (নিরর্থক শপথ) এবং যে শপথের জন্য আল্লাহ্ বান্দাকে দায়ী করবেন, যে শপথ ভঙ্গ করলে কাফ্‌ফারা ওয়াজিব হয় এবং যে শপথ ভঙ্গ করলে কাফ্‌ফারা ওয়াজিব হয় না ইত্যাকার বিষয় সম্বন্ধে আমি বিস্তারিত আলোচনা করেছি। এ সম্বন্ধে এখানে পুনঃ আলোচনা পছন্দ করি না।

بِمَا عَقَّدْتُّمُ الْأَيْمَانَ অর্থ সম্বন্ধে বর্ণিত আছে—

১২৩৫৭. মুজাহিদ (র) হতে বর্ণিত। তিনি وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ এর ব্যাখ্যায় বলেন, بِمَا عَقَّدتُّمْ অর্থ তোমরা যে সংকল্প কর।

১২৩৫৮. মুজাহিদ (র) হতে অনুরূপ বর্ণিত রয়েছে।

১২৩৫৯. হাসান (র) হতে বর্ণিত আছে। তিনি وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ এর ব্যাখ্যায় বলেন, এ আয়াতের মর্ম হল, কিন্তু তুমি যদি শপথের মাধ্যমে গুনাহের কাজের সংকল্প কর তবে এতে তোমার উপর কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে।

আল্লাহ্র বাণী- فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ - এর ব্যাখ্যায় ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, فَكَفَّارَتُهُ শব্দের ه এর مرجع এবং ما এর অর্থ নিরূপণের ব্যাপারে ব্যাখ্যাকারদের একাধিক মত রয়েছে।

কেউ কেউ বলেন ه সর্বনামটি ربما-এর ما অক্ষরের দিকে راجع হয়েছে।

১২৩৬০. হাসান (র) لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ - এর ব্যাখ্যায় বলেন, অবাস্তব কোন কাজের উপর শপথ করাকে নিরর্থক শপথ বলে। এজন্য আল্লাহ্ তোমাদেরকে দায়ী করবেন না এবং এতে কাফ্ফারাও ওয়াজিব হবে না।

১২৩৬১. শা'বী (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নিরর্থক শপথের মধ্যে কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে না। وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ কিন্তু যে সব শপথ তোমরা ইচ্ছাকৃতভাবে কর, এর জন্য তোমাদেরকে দায়ী করা হয়। অর্থাৎ এতে তোমাদের উপর কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে।

১২৩৬২. আবূ মালিক (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, কসম তিন প্রকার। (১) এমন কসম, যা ভঙ্গ করলে কাফ্ফারা ওয়াজিব হয়। (২) এমন কসম, যা ভঙ্গ করলে কাফ্ফারা ওয়াজিব হয় না। (৩) এমন কসম, যা ভঙ্গ করলে শপথকারী ব্যক্তিকে দায়ী করা হয় না। যে কসম ভঙ্গ করলে কাফ্ফারা দিতে হয়, তা হল কোন কাজ না করার ব্যাপারে শপথ করার পর তা করা। এরূপ অবস্থায় শপথকারী ব্যক্তির উপর কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে। যে কসম ভঙ্গ করলে কাফ্ফারা ওয়াজিব হয় না, তা হল ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা শপথ করা। এতে কাফ্ফারা ওয়াজিব হবেনা। আর যে কসমের মধ্যে শপথকারী ব্যক্তিকে দায়ী করা হবে না, তা হল কোন বিষয় সংঘটিত হয়েছে জ্ঞান করে শপথ করা, অথচ তা সংঘটিত হয়নি। এভাবে শপথ করাকে নিরর্থক শপথ বলে। এতে কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে না।

১২৩৬৩. 'আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যদি মনের দৃঢ়তার সাথে শপথ না করা হয় তবে একেই নিরর্থক শপথ বলা হয়।

১২৩৬৪. ইব্রাহীম (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নিরর্থক শপথের মধ্যে কাফ্ফারা ওয়াজিব হয়না।

১২৩৬৫. 'আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে শপথের কারণে কাফ্ফারা ওয়াজিব হয়, তা হল, কোন ব্যক্তির ইচ্ছাকৃতভাবে ক্রোধের বশীভূত হয়ে এভাবে শপথ করা যে, অবশ্যই সে এ কাজটি

করবে অথবা করবে না। এভাবে শপথ করে তা ভঙ্গ করলে এতে কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِيْٓ اَيْمَانِكُمْ وَلٰكِنْ يُّؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُّمُ الْاَيْمَانَ —তোমাদের নিরর্থক শপথের জন্য আল্লাহ্ তোমাদেরকে দায়ী করবেন না; কিন্তু যে সব শপথ তোমরা ইচ্ছাকৃতভাবে কর, সে সকলের জন্য তিনি তোমাদেরকে দায়ী করবেন।

১২৩৬৬. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন সা'ঈদ এবং 'আলী ইব্ন আবী তালহা (র) হতে বর্ণিত। তারা বলেন, নিরর্থক শপথ ভঙ্গ করলে কাফ্ফারা ওয়াজিব হয় না।

১২৩৬৭. হাসান (র) হতে বর্ণিত। তিনি وَلٰكِنْ يُّؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُّمُ الْاَيْمَانَ এর ব্যাখ্যায় বলেন, পাপের কাজে ইচ্ছাকৃতভাবে শপথ করলে এতে কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে। কাতাদা (র) বলেন, নিরর্থক শপথের জন্য কাফ্ফারা ওয়াজিব হয় না।

১২৩৬৮. কাতাদা (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন; অনর্থক শপথের কারণে কাফ্ফারা ওয়াজিবা হয় না।

১২৩৬৯. সুদ্দী (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, অনর্থক শপথ ভঙ্গ করলে কাফ্ফারা ওয়াজিব হয় না।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, উপরোক্ত বক্তব্য হিসাবে لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِيْٓ اَيْمَانِكُمْ وَلٰكِنْ يُّؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُّمُ الْاَيْمَانَ আয়াতের মর্ম হল, তোমরা যদি ইচ্ছাকৃতভাবে শপথ কর তাহলে দশজন মিসকীনকে আহার্য দান করবে।

অন্যান্য মুফাস্সিরগণের মতে فَكَفَّارَتُهٗ শব্দের 'ه' সর্বনামটি 'اللغو' শব্দের প্রতি 'راجع' হয়েছে এবং এর দ্বারা নিরর্থক শপথকেই বুঝানো হয়েছে। এ হিসাবে আয়াতের অর্থ হবে; নিরর্থক শপথের পর তোমরা যদি কাফ্ফারা আদায় কর তবে এতে আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে দায়ী করবেন না। কিন্তু যে সব শপথ তোমরা ইচ্ছাকৃতভাবে কর এবং তা ভঙ্গ করনা আর এর কাফ্ফারাও প্রদান করনা, এ সব শপথের জন্য তিনি তোমাদেরকে দায়ী করবেন। বস্তুতঃ এরূপ শপথ তোমাদের জন্য জায়েয নেই। তোমরা যদি এরূপ নিরর্থক শপথ করে তা ভঙ্গ কর তবে এর কাফ্ফারা হল দশজন মিসকীনকে আহার্য দান করা।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১২৩৭০ ইব্ন 'আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِيْٓ اَيْمَانِكُمْ -এর ব্যাখ্যায় বলেন, কেউ যদি ক্ষতিকর কোন কাজ করবে বলে শপথ করে, এরপর দেখে যে, এ শপথ বাস্তবায়িত না করার মধ্যে কল্যাণ, তবে তার জন্য আল্লাহ্র নির্দেশ হল সে কাফ্ফারা আদায় করবে এবং যে কাজটি কল্যাণজনক তা করবে। অন্য এক সময় ইব্ন আব্বাস (রা) لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِيْٓ اَيْمَانِكُمْ .... بِمَا عَقَّدْتُّمُ الْاَيْمَانَ এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, অনর্থক শপথ ভঙ্গ করলে কাফ্ফারা দিতে হয়। এ ক্ষেত্রে আল্লাহ্ তা'আলা শপথকারী ব্যক্তিকে দায়ী করবেন না। কিন্তু কেউ যদি আল্লাহ্ তা'আলার হালাল বস্তুকে হারাম করার শপথে অবিচল থাকে, এর থেকে ফিরে না আসে এবং কসমের কাফ্ফারা আদায় না করে, তাহলে এ শপথের জন্য তাকে দায়ী করা হবে।

১২৩৭১. সা'ঈদ ইব্ন জুবায়র (র) হতে বর্ণিত। তিনি لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ এর ব্যাখ্যায় বলেন, কেউ যদি পাপের কাজে শপথ করে তবে তা পুরা করবে না। বরং শপথ ভঙ্গ করে এর কাফ্ফারা আদায় করে দিবে।

১২৩৭২. সা'ঈদ ইব্ন জুবায়র (রা) হতে বর্ণিত। তিনি لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ এর ব্যাখ্যায় বলেন; কেউ যদি পাপের কাজে শপথ করে তবে আল্লাহ্ তা'আলা এতে তাকে দায়ী করবেন না। বরং সে শপথ ভঙ্গ করে কাফ্ফারা আদায় করবে এবং যে কাজটি কল্যাণজনক তা করবে। وَلٰكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُّمُ الْأَيْمَانَ কিন্তু কেউ যদি গুনাহের উপর শপথ করে এবং এর উপর অটল ও অবিচল থাকে তবে তার কাফ্ফারা হল দশজন মিসকীনকে আহার্য দান করা।

১২৩৭৩. সা'ঈদ ইব্ন জুবায়র (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নিরর্থক শপথ হল, গুনাহের কাজে শপথ করা। তুমি নিম্নোক্ত আয়াতটি পড়লে একথা বুঝতে সক্ষম হবে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلٰكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُّمُ الْأَيْمَانَ - অর্থাৎ নিরর্থক শপথের জন্য আল্লাহ্ তোমাদেরকে দায়ী করবেন না। কিন্তু এর উপর অটল থাকলে তিনি তোমাদেরকে দায়ী করবেন। তিনি আরো ইরশাদ করেছেন, وَلَا تَجْعَلُوا اللّٰهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ তোমরা আল্লাহ্কে তোমাদের শপথের অজুহাত হিসাবে দাঁড় করাবে না। (সূরা বাকারা ঃ ২২৪)।

১২৭৭৪. সা'ঈদ ইব্ন জুবায়র (রা) হতে বর্ণিত। তিনি আল্লাহ্র বাণী- لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ এর ব্যাখ্যায় বলেন, কোন ব্যক্তি যদি গুনাহের কাজের উপর শপথ করে তবে এ শপথ ভঙ্গ করলে আল্লাহ্ তা'আলা তাকে দায়ী করবেন না। আবূ বিশ্র রাবী' বলেন, অতঃপর আমি সাঈদ ইব্ন জুবায়র (রা) কে জিজ্ঞাসা করলাম, তাহলে এ মুহূর্তে সে কি করবে? উত্তরে তিনি বললেন, সে গুনাহের কাজ করবে না। কসম ভঙ্গ করে কাফ্ফারা আদায় করে দিবে।

১২৩৭৫. ইব্রাহীম (র) বলেন, নিরর্থক শপথ ঐ শপথকে বলা হয়, যার জন্য শপথকারীকে দায়ী করা হয় না। কিন্তু কাফ্ফারা ওয়াজিব হয়।

১২৩৭৬. দাহ্হাক (র) হতে বর্ণিত। তিনি আল্লাহ্র বাণী- لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ এর ব্যাখ্যায় বলেন, নিরর্থক শপথের অর্থ হল ঐ শপথ, যাতে কাফ্ফারা ওয়াজিব হয়।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, আমার মতে فَكَفَّارَتُهُ -এর ه সর্বনামটি بِمَا عَقَّدْتُّمُ এর مَا অক্ষরের দিকে راجع, হয়েছে—এ কথা বলাই সর্বাধিক বিশুদ্ধ। কেননা আমি এ কথা পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, শপথের জন্য যার উপর কাফ্ফারা ওয়াজিব হয় এবং যাকে এ কারণে দায়ী করা হয়, তার সম্পর্কে لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ (তোমাদের নিরর্থক শপথের জন্য আল্লাহ্ তোমাদেরকে দায়ী করবেন না।) বলা আদৌ যুক্তিসম্মত নয়। বস্তুতঃ তোমাদের নিরর্থক শপথের জন্য আল্লাহ্ তোমাদেরকে দায়ী করবেন না—আল্লাহ্ পাকের এ বক্তব্যে এ কথা সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হচ্ছে যে, নিরর্থক শপথের জন্য আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে কোন ক্রমেই দায়ী করবেন না।

উপরোক্ত ব্যাখ্যানুসারে আয়াতের সহী মর্ম হবে, হে লোক সকল! তোমাদের অনর্থক শপথ এবং বক্তব্যের কারণে আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে দায়ী করবেন না। যদি তোমরা এর দ্বারা আল্লাহ্‌র নাফরমানী, পাপ এবং তাঁর নির্দেশের বিরুদ্ধাচরণ করার সংকল্প না কর। অবশ্য যদি তোমরা এর দ্বারা গুনাহের সংকল্প কর; মনে মনে দৃঢ় ইচ্ছা কর এবং একে নিজের উপর অপরিহার্য করে নাও তাহলে এ শপথের কারণে তোমাদের উপর কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে। এ কাফ্ফারা তোমাদের মিথ্যা শপথ ও বক্তব্যকে আচ্ছন্ন করে নিবে এবং এর শেষ চিহ্নটুকুও তোমাদের থেকে মিটিয়ে দিবে। এরপর আর আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে এ বিধান দিবেন না যে, তোমরা দশজন মিসকীনকে মধ্যম ধরনের আহার্য দান করবে।

আল্লাহ্‌র বাণী- مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ (মধ্যম ধরনের আহার্য দান যা তোমরা তোমাদের পরিজনকে খেতে দাও) -এর ব্যাখ্যায় ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) নিম্নের রিওয়ায়াতসমূহ পেশ করেন।

১২৩৭৭. 'আতা (র) مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, أَوْسَطِهِ অর্থ- ইনসাফ মত মধ্যম ধরনের খাদ্য দান করা।

مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ এর ব্যাখ্যায় মুফাস্সিরিগণের মধ্যে একাধিক মত রয়েছে। কেউ কেউ বলেন, এর অর্থ হল, কাফ্ফারা আদায়কারী ব্যক্তি যে শহরে বাস করে, ঐ শহরের লোকেরা তাদের পরিবার-পরিজনকে যে মানের খাদ্য সরবরাহ করে থাকে, ঐ মানের খাদ্যের মধ্যে মধ্যম ধরনের খাদ্য সামগ্রী।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১২৩৭৮. আবদুল্লাহ্ ইব্ন হানাশ (র) বলেন, আমি আসওয়াদ (র)-কে أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ -এর ব্যাখ্যা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, রুটি, খেজুর, যায়তুন এবং ঘি হল মধ্যম ধরনের খাদ্য। এর মধ্যে উত্তম হল গোশ্ত।

১২৩৭৯. 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন হানাশ (র) বলেন, আমি আসওয়াদ ইব্ন ইয়াযীদ (র)-কে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, মধ্যম ধরনের খাদ্য হল, রুটি এবং খেজুর। হান্নাদ (র) তার বর্ণিত হাদীসে যায়তুনের কথা উল্লেখ করেছেন। বর্ণনাকারী বলেন, আমার ধারণা যে, এতে সিরকার কথাও উল্লেখ রয়েছে।

১২৩৮০. ইব্ন 'উমর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ এর ব্যাখ্যায় বলেন, মধ্যম ধরনের আহার্য দান যা সে তার পরিজনকে খেতে দেয়, তা হচ্ছে রুটি-খেজুর অথবা রুটি-ঘি অথবা রুট ও যায়তুন। এগুলোর মধ্যে উত্তম হল, রুটি ও গোশ্ত।

১২৩৮১. ইব্ন 'উমর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ এর ব্যাখ্যায় বলেন, মধ্যম ধরনের খাদ্য হল, রুটি ও ঘোশ্ত, রুটি ও ঘি, রুটি ও পনির অথবা রুটি ও সিরকা।

১২৩৮২. 'আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন হানাশ (র) বলেন, আমি আসওয়াদ ইব্‌ন ইয়াযীদ (র)-কে أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُوْنَ أَهْلِيْكُمْ এর ব্যাখ্যা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, মধ্যম ধরনের খাদ্য হল, গোশ্‌ত ও খেজুর।

১২৩৮৩. অন্য এক সূত্রে আসওয়াদ (র) হতে অনুরূপ বর্ণিত রয়েছে।

১২৮৪. 'আবীদাতুস্ সালমানী (র) হতে বর্ণিত। তিনি مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُوْنَ أَهْلِيْكُمْ এর ব্যাখ্যায় বলেন, এখানে মধ্যম ধরনের খাদ্যের কথা বলে রুটি ও ঘি বুঝানো হয়েছে।

১২৩৮৫. অপর এক সূত্রে 'আবীদাতুস্ সালমানী (র) হতে অনুরূপ বর্ণিত রয়েছে।

১২৩৮৬. উবায়দা (র) হতে বর্ণিত। তিনি مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُوْنَ أَهْلِيْكُمْ এর ব্যাখ্যায় বলেন, মধ্যম ধরনের খাদ্য হল রুটি ও ঘি।

১২৩৮৭. ইব্‌ন সীরীন (র) বলেন, এর মধ্যে উত্তম হল, রুটি ও গোশ্‌ত। মধ্যম খাদ্য হল, রুটি ও ঘি এবং নিম্নমানের খাদ্য হল, রুটি ও খেজুর।

১২৩৮৮. হাসান (র) বলেন, মধ্যম ধরনের খাদ্য হল রুটি ও গোশ্‌ত অথবা রুটি ও ঘি কিংবা রুটি ও দুধ।

১২৩৮৯. দাহ্‌হাক (র) হতে বর্ণিত। তিনি مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُوْنَ أَهْلِيْكُمْ এর ব্যাখ্যায় বলেন, মধ্যম ধরনের খাদ্য হল, রুটি; গোশত ও সুরবা।

১২৩৯০. ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন হায়্যান (র) বলেন, একদিন আমি শুরায়হ (র) এর নিকট ছিলাম। তখন জনৈক ব্যক্তি তার নিকট এসে বললেন, কোন এক বিষয়ে আমি শপথ করেছি। এতে কি আমার গুনাহ হয়েছে? এ কথা শুনে শুরায়হ্ (র) বললেন, কিসে তোমাকে এ কাজে অনুপ্রাণিত করেছে? উত্তরে তিনি বললেন, আমার ভাগ্য। এরপর প্রশ্নকারী বললেন, আমি আমার পরিজনকে যে আহার্য দান করি, এর মধ্যে মধ্যম ধরনের খাদ্য কি? শুরায়হ (র) তাকে বললেন, রুটি ও যায়তুন। তবে সিরকা হল উত্তম বস্তু। আগন্তুক তাকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করলে শুরায়হ্ (র) তাকে অতিরিক্ত কোন কথা না বলে তিনবার এ কথাই বললেন। এরপর প্রশ্নকারী তাঁকে বললেন, রুটি ও গোশত আহার করালে, আপনি কেমন মনে করেন? তিনি বললেন, এতো সাধারণ মানুষ এবং পরিজনকে দেয়া খাদ্যের মধ্যে উত্তম ধরনের খাদ্য।

১২৩৯১. 'আলী (র) হতে বর্ণিত। তিনি কসমের কাফ্‌ফারা সম্বন্ধে বলেন, শপথকারী মিসকীনদেরকে রুটি ও যায়তুন দ্বারা, রুটি ও ঘি দ্বারা অথবা সিরকা ও যায়তুন দ্বারা সকাল-সন্ধ্যা দুই বেলা আহার করাবে।

১২৩৯২. আবূ রযীন (র) হতে বর্ণিত। তিনি مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُوْنَ أَهْلِيْكُمْ এর ব্যাখ্যায় বলেন, রুটি, যায়তুন এবং সিরকা।

১২৩৯৩. হিশাম ইব্‌ন মুহাম্মদ (র) বলেন, একজনের খাদ্যের পরিমাণ হল, রুটি ও গোশ্‌ত। আল্লাহ্‌র বাণী- مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُوْنَ أَهْلِيْكُمْ এ মধ্যে এর দিকেই ইংগিত করা হয়েছে। আর তোমরা তো নিজেরা হালুয়া এবং ফল ভক্ষণ করে থাক।

১২৩৯৪. হাসান (র) কসমের কাফ্ফরা সম্বন্ধে বলেন, কাফ্ফারা হিসাবে দশজন মিসকীনকে আহার করাবে। প্রত্যেককে এক এক দিনের খাদ্য খাওয়াবে। আর তা হল রুটি ও গোশ্ত। তা-না পেলে রুটি-ঘি ও গোশ্ত। তা-না পেলে রুটি-সির্কা যায়তুন। এগুলো এভাবে করাবে, যাতে তারা পরিতৃপ্ত হয়ে যায়।

১২৩৯৫. যিব্রিকান (র) বলেন, আমি আবূ রযীন (র)-কে কসমের কাফ্ফারা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলাম যে, কসমের পর মিসকীনদের কী আহার করাতে হবে? উত্তরে তিনি বললেন, রুটি ও সিরকা বা যায়তুন। আল কুরআনে ইরশাদ হয়েছে, مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُوْنَ أَهْلِيْكُمْ (মধ্যম ধরনের আহার্য দান যা তোমরা তোমাদের পরিজনকে খেতে দাও)। এরূপ খাদ্য এক এক মিসকীনকে একদিনের পরিমাণ প্রদান করবে। মধ্যম ধরনের খাদ্যের পরিমাণ কি হবে, এ বিষয় ব্যাখ্যাকারদের একাধিক মত রয়েছে। কারো কারো মতে অর্ধ সা' গম। অন্য শস্য হলে তা এক সা' পরিমাণ দিতে হবে।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১২৩৯৬. 'উমর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, কোন বিষয়ে শপথ করার পর আমি যদি দেখি যে, এর বিপরীতটি করা আমার জন্য উত্তম। এরূপ অবস্থা হলে তুমি (আমার পক্ষ হতে) দশজন মিসকীন-কে আহার করাবে। প্রত্যেক-কে দুই মুদ্দ পরিমাণ গম প্রদান করবে।

১২৩৯৭. ইয়াসার ইব্ন নুমাইর (র) বলেন, একদিন 'উমর (রা) আমাকে বললেন, কখনো আমি এ মর্মে শপথ করি যে, অমুক কওমকে আমি কোন সাহায্য করব না। তারপর আমি দেখি যে, তাদেরকে সাহায্য করাই আমার জন্য উচিত। এরূপ অবস্থায় তুমি আমার পক্ষ হতে দশজন মিসকীনকে আহার করাবে। দু'জন মিসকীনকে এক সা' গম বা এক সা' খেজুর প্রদান করবে।

১২৩৯৮. 'আলী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, কসমের কাফ্ফারা হল দশজন মিসকীন প্রত্যেককে অর্ধ সা' করে গম প্রদান করা।

১২৩৯৯. ইব্রাহীম (র) مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُوْنَ أَهْلِيْكُمْ এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন, প্রত্যেক মিসকীনকে অর্ধ সা' করে গম আহার্য হিসাবে দান করা।

১২৪০০. আবদুল করীম আল্ জাযারী (র) বলেন, আমি সা'ঈদ ইব্ন জুবায়র (র)-কে বললাম, মিসকীনদেরকে খাদ্য দানের সময় একত্রিত করে তাদের খাদ্য দিব কি? উত্তরে তিনি বললেন, না, তা করতে হবেনা। বরং তাদের প্রত্যেককে দুই দুই মুদ্দ পরিমাণ খাদ্য দিয়ে দিবে। এক মুদ্দ আহারের জন্য আর এক মুদ্দ তরকারির জন্য।

১২৪০১. অন্য এক সূত্রে বর্ণিত। আবদুল করীম আল জাযারী (র) বলেন, আমি সা'ঈদ ইব্ন জুবায়র (র)-কে জিজ্ঞাসা করলাম। এরপর তিনি অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

১২৪০২. হুসায়ন (র) বলেন, আমি শা'বী (র)-কে কসমের কাফ্ফারা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করার পর তিনি বললেন, দুই মাক্কুক খাদ্য প্রদান করবে। এক মাক্কুক খাদ্যের জন্য। আরেক মাক্কুক তরকারির জন্য।

১২৪০৩. ইব্ন 'আব্বাস (রা) বলেন, প্রত্যেক মিসকীনকে দুই মুদ্দ পরিমাণ প্রদান করবে।

১২৪০৪. ইব্ন 'আব্বাস (রা) বলেন, কসমের কাফ্ফারা হিসাবে প্রত্যেক মিসকীনকে দুই মুদ্দ গম প্রদান করবে।

১২৪০৫. মুজাহিদ (র) বলেন, প্রত্যেক মিসকীনকে দুই মুদ্দ পরিমাণ খাদ্য প্রদান করবে।

১২৪০৬. সা'ঈদ ইব্ন ইয়াযীদ আবূ মাসলামা (র) বলেন, আমি জাবির ইব্ন যায়দ (রা) কে কসমের কাফ্ফারার ক্ষেত্রে মিসকীন খাওয়ানো সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, এক এক জন মিসকীনকে এক এক দিনের খাদ্য দান করবে। এরপর আমি বললাম, হাসান (র) বলেছেন, এক মাক্কুক গম ও এক মাক্কুক খেজুর প্রদান করবে। এক মাক্কুক গম প্রদান করা সম্বন্ধে আপনার মত কি? উত্তরে তিনি বললেন, এক মাক্কুক গম প্রদান করলে এতে কাফ্ফারা আদায় হবে না। এ কথা শুনে আবূ মাসলামা (র) হাত দ্বারা ইশারা করে এর প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করলেন। এতে তিনি এ কথা প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, এরূপ করা উত্তম।

১২৪০৭. হাসান (র) কসমের কাফ্ফারা খাদ্য দান করা সম্বন্ধে বলেন, প্রত্যেক মিসকীনকে এক মাক্কুক খেজুর এবং এক মাক্কুক গম প্রদান করবে।

১২৪০৮. হাসান (র) হতে অপর এক সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, মিসকীন লোকদেরকে একত্রিত করা হলে তাদের প্রত্যেককে পেট ভরে খাওয়াতে হবে। আর যদি খাদ্য দিয়ে দেওয়া হয় তাহলে তাদের প্রত্যেককে এক মাক্কুক পরিমাণ প্রদান করতে হবে।

১২৪০৯. হাসান (র) বলেন কাফ্ফারার খাদ্য তাদেরকে হাতে হাতে প্রদান করলে এক মাক্কুক গম এবং এক মাক্কুক খেজুর প্রদান করতে হবে।

১২৪১০. আবূ মালিক (র) কসমের কাফ্ফারা সম্বন্ধে বলেন, প্রত্যেক মিসকীনকে অর্ধ সা' প্রদান করবে।

১২৪১১. হাকাম (র) হতে বর্ণিত। তিনি اِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِيْنَ مِنْ اَوْسَطِ مَا تُطْعِمُوْنَ اَهْلِيْكُمْ এর ব্যাখ্যায় বলেন, প্রত্যেক মিসকীনকে অর্ধ সা' পরিমাণ খাদ্য দান করবে।

১২৪১২. ইব্রাহীম (র) اَوْسَطِ مَا تُطْعِمُوْنَ اَهْلِيْكُمْ -এর ব্যাখ্যায় বলেন, অর্ধ সা' পরিমাণ (দান করবে)।

১২৪১৩. দাহ্হাক ইব্ন মুযাহিম فَكَفَّارَتُهُ اِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِيْنَ এর ব্যাখ্যায় বলেন, কসমের কাফ্ফারা হিসাবে অর্ধ সা' খেজুর অথবা গম প্রত্যেক মিসকীনকে প্রদান করবে।

অন্যান্য তাফসীরকার বলেন, খাদ্য শস্য যে কোন ধরনের হোক, এক মুদ্দ করে প্রদান করবে।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১২৪১৪. যায়দ ইব্‌ন সাবিত (রা) কসমের কাফ্‌ফারা সম্বন্ধে বলেন, প্রত্যেক মিসকীনকে এক মুদ্দ গম করে প্রদান করবে।

১২৪১৫. ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) কসমের কাফফারা সম্বন্ধে বলেন, প্রত্যেক মিসকীনকে এক মুদ্দ পরিমাণ গম প্রদান করবে। তবে এর চার ভাগের একাংশ থাকবে তরকারি।

১২৪১৬. অপর এক সূত্রে ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) থেকে অনুরূপ বর্ণিত রয়েছে।

১২৪১৭. ইব্‌ন 'উমর (রা) اِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِيْنَ এর ব্যাখ্যায় বলেন, প্রত্যেক মিসকীনকে এক মুদ্দ পরিমাণ প্রদান করবে।

১২৪১৮. ইব্‌ন 'উমর (রা) বলেন, প্রত্যেক মিসকীন-কে এক মুদ্দ পরিমাণ গম প্রদান করবে।

১২৪১৯. ইব্‌ন 'উমর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, কসমের কাফ্‌ফারা হিসাবে দশ মুদ্দ প্রদান করতে হবে। অবশ্য তা পরিমাণ করতে হবে ছোট মুদ্দ দ্বারা।

১২৪২০. কাসিম ও সালিম (র)-কে কসমের কাফ্‌ফারা সম্বন্ধে এ মর্মে জিজ্ঞাসা করা হল যে, মিসকীনদেরকে কি পরিমাণ খাদ্য আহার করাতে হবে। উত্তরে তারা বললেন, প্রত্যেক মিসকীনকে এক মুদ্দ পরিমাণ প্রদান করবে।

১২৪২১. সুলায়মান ইব্‌ন ইয়াসার (র) বলেন, কসমের কাফ্‌ফারা হিসাবে দশ মুদ্দ খাদ্য প্রদান করবে। এ ক্ষেত্রে ছোট মুদ্দ গ্রহণীয়।

১২৪২২. 'আতা (র) اِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِيْنَ এর ব্যাখ্যায় বলেন, দশজন মিসকীনকে দশ মুদ্দ পরিমাণ খাদ্য প্রদান করবে।

১২৪২৩. হাসান (র) اِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِيْنَ مِنْ اَوْسَطِ مَا تُطْعِمُوْنَ اَهْلِيْكُمْ এর ব্যাখ্যায় বলেন, কাফ্‌ফারা আদায়ের ক্ষেত্রে গম-খেজুর সবই দেওয়া জায়েয। প্রত্যেক মিসকীনকে এক মুদ্দ খেজুর এবং এক মুদ্দ গম প্রদান করতে হবে।

১২৪২৪. 'আতা (র) বলেন, প্রত্যেক মিসকীনের জন্য এক মুদ্দ পরিমাণ।

১২৪২৫. ইব্‌ন যায়দ (র) مِنْ اَوْسَطِ مَا تُطْعِمُوْنَ اَهْلِيْكُمْ এর ব্যাখ্যায় বলেন, তোমরা তোমাদের পরিজনকে যে ধরনের খোর-পোশ প্রদান কর, এর মধ্যে মধ্যম ধরনের খাদ্য কাফ্‌ফারার ক্ষেত্রে প্রদান করবে। মুসলমানগণের মতে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মুদ্দের যে পরিমাণ, ঐ পরিমাণের মুদ্দ প্রদান করাই মধ্যম ধরনের পরিমাণ। ইব্‌ন যায়দ (র) বলেন, এর অর্থ হল পরিজনকে যে মানের খাদ্য প্রদান করা হয়, এর মধ্যে মধ্যম ধরনের আহার্য দান করতে হবে। একেবারে নিম্নমানেরও নয় আবার সর্বোচ্চ মানেরও নয়।

১২৪২৬. সা'ঈদ ইব্‌নুল মুসায়্যিব (র) হতে বর্ণিত। তিনি مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ এর ব্যাখ্যায় বলেন, এক মুদ্দ পরিমাণ প্রদান করবে।

কারো কারো মতে মধ্যম ধরনের আহার্য দান অর্থ হল, সকাল সন্ধ্যায় মিসকীনদেরকে আহার করানো।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১২৪২৭. 'আলী (রা) বলেন, কসমের কাফ্‌ফারা হিসাবে মিস্‌কীনদেরকে সকাল-সন্ধ্যা দুই বেলা করে আহার করাবে।

১২৪২৮. মুহাম্মদ ইব্‌ন কা'ব আল কুরাযি (রা) কসমের কাফ্‌ফারা সম্বন্ধে বলেন, এর জন্য সকাল-সন্ধ্যা আহার করাবে।

১২৪২৯. হাসান (র) বলেন, মিসকীনদেরকে সকাল সন্ধ্যা আহার করাবে।

অপরাপর ব্যাখ্যাকারদের মতে مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ এর মর্ম হল যারা কাফ্‌ফারা প্রদান করবে তারা সচারাচর তাদের, পরিজনকে যা আহার করায় এর মধ্যে মধ্যম ধরনের আহার্য দান করার কথা এ আয়াতে বুঝানো হয়েছে। তারা যদি তাদের পরিজনকে পেট ভরে আহার করায় তবে দশজন মিসকীনকেও পেট ভরে আহার করাবে। আর যদি অক্ষমতার দরুন পেট ভরে আহার করাতে না পারে তাহলে সুখে-দুঃখে তারা তাদের পরিজনকে যা আহার করায়, ঐ ধরনের আহার করাবে।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১২৪৩০. ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি আল্লাহ্‌র বাণী- فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন, তুমি যদি তোমার পরিবার-পরিজনকে তৃপ্তি ভরে আহার করাও তবে মিসকীনদেরকেও তৃপ্তিভরে আহার করাবে। আর তা না হলে তুমি তোমার পরিজনকে যে ধরনের আহার করাও, মিসকীনদেরকেও ঐ পরিমাণেই আহার করাবে।

১২৪৩১. ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন, তুমি তোমার পরিজনকে যে মানের আহার করাও, প্রত্যেক মিসকীনকে ঐ মানেরই আহার করাবে। অথবা অর্ধ সা' করে প্রত্যেককে গমন প্রদান করবে।

১২৪৩২. ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) বলেন, স্বাচ্ছন্দ্য ও অনটন এ উভয় অবস্থায় যখন যা আহার করো, ঐ ধরনের আহার করাবে।

১২৪৩৩. 'আমির (রা) বলেন, স্বচ্ছল ও অস্বচ্ছল উভয় অবস্থাতে যে ধরনের আহার্য গ্রহণ কর, ঐ রকমের আহার্য মিসকীনদেরকেও প্রদান করবে।

১২৪৩৪. সা'ঈদ ইব্ন জুবায়র (রা) مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُوْنَ أَهْلِيْكُمْ এর ব্যাখ্যায় বলেন, 'তাদের নিত্য দিনের খাদ্যের অনুরূপ খাদ্য।

১২৪৩৫. সা'ঈদ ইব্ন জুবাইর (রা) مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُوْنَ أَهْلِيْكُمْ এর ব্যাখ্যায় বলেন, তাদের আহারের অনুযায়ী আহার্য প্রদান করবে।

১২৪৩৬. সাঈ'দ ইব্ন জুবাইর (র) হতে বর্ণিত। তিনি مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُوْنَ أَهْلِيْكُمْ এর ব্যাখ্যায় বলেন, তারা গোলাম ব্যক্তির উপর আযাদ ব্যক্তিকে এবং ছোট এর উপর বড়কে প্রাধান্য দিত। এরই প্রেক্ষিতে নাযিল হয়েছে— مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُوْنَ أَهْلِيْكُمْ ।

১২৪৩৭. সা'ঈদ ইব্ন জুবাইর (রা) বলেন, লোকেরা কাফ্ফারা আদায় করতে গিয়ে প্রাপ্তবয়স্ক লোকদেরকে যে পরিমাণ আহার করাত, অপ্রাপ্ত বয়স্ক লোকদেরকে ঐ পরিমাণ আহার করাত না। এমনিভাবে স্বাধীন লোকদেরকে যে পরিমাণ আহার করাত, পরাধীনদের ঐ পরিমাণ আহার করাতো না। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُوْنَ أَهْلِيْكُمْ আয়াত নাযিল করেন।

১২৪৩৮. দাহ্হাক (র) মহান আল্লাহ্র বাণী- مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُوْنَ أَهْلِيْكُمْ এর ব্যাখ্যায় বলেন, তুমি তোমার পরিজনকে পেট ভরে তৃপ্তিসহ আহার করালে তাদেরকেও তৃপ্তি সহকারে পেট ভরে আহার করাবে। আর তুমি যদি তাদেরকে পেট ভরে আহার না করাও তবে তাদেরকেও অনুরূপ আহার করাবে।

১২৪৩৯. হযরত ইব্ন 'আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُوْنَ أَهْلِيْكُمْ এর ব্যাখ্যায় বলেন, স্বচ্ছল ও অস্বচ্ছল অবস্থায় তোমরা যেরূপ আহার কর। তাদেরকেও অনুরূপ আহার করাবে।

১২৪৪০. হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, তারা তাদের পরিবারের কাউকে নিম্নমানের আহার করাত আবার উন্নতমানের আহার করাত। এ অবস্থায় আল্লাহ্ তা'আলা مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُوْنَ أَهْلِيْكُمْ আয়াত নাযিল করেন। এর মানে রুটি ও যায়তুন।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُوْنَ أَهْلِيْكُمْ আয়াতের উপরোক্ত ব্যাখ্যাসমূহের মধ্যে উত্তম ব্যাখ্যা হল, কম ও বেশী ঐ উভয়ের মধ্যে মধ্যম ধরনের আহার্য দান যা তোমরা তোমাদের পরিজনকে খেতে দাও। কেননা কাফ্ফারার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতি যে আদেশ প্রদান করা হয়েছে, তা এরূপই। অধিকন্তু আলোচ্য বিষয়টি ইহরাম অবস্থায় উকুন মারা বা এ জাতীয় কোন কারণে মাথা মুন্ডনের পর ছয় মিসকীনকে এক ফারাক খাদ্য অর্থাৎ প্রত্যেককে অর্ধ সা' পরিমাণ খাদ্য দান করার হুকুমের মতই। এমনিভাবে এ বিষয়টি রমযান মাসে স্ত্রী সহবাস করার কারণে পনের সা' ষাট মিসকীনকে অর্থাৎ তাদের প্রত্যেককে ভ(১/৪) সা' প্রদান করার আদেশের অনুরূপই। আর কাফ্ফারার ক্ষেত্রে রুটি ও তরকারি আহার করানো এবং দুপুর ও সন্ধ্যায় আহার করানোর বিষয়টি রাসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে সুপ্রসিদ্ধ সূত্রে প্রমাণিত নয়। কাজেই, অন্যান্য কাফ্ফারার ন্যায় কসমের কাফ্ফারার

বিধানও তাই হবে, যা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-হতে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত আছে। আর তা হল, কাফ্ফারা আদায়কারীর জন্য ওয়াজিব দশজন মিসকীনকে খাদ্য দান করা এবং কয়েল দ্বারা পরিমাপ করা।

উপরোক্ত মতামতের আলোকে আয়াতের ব্যাখ্যা হল, যে সব শপথ তোমরা ইচ্ছাকৃতভাবে কর, এর জন্য তিনি তোমাদের দায়ী করবেন। কাজেই, এর কাফ্ফারা হবে দশজন মিসকীনকে মধ্যম ধরনের আহার্য দান করা, যা তোমরা তোমাদের পরিজনকে খেতে দাও। مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُوْنَ أَهْلِيْكُمْ আয়াতাংশে উল্লেখিত ما অক্ষরটি مصدر এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। اسم এর অর্থে নয়।

মধ্যম ধরনের খাদ্যের পরিমাণ বিত্তশালী লোকদের জন্য দুই মুদ্দ অর্থাৎ অর্ধ সা'। এর ১/৪ হবে তরকারির জন্য। এ পরমাণ আহার্য দান করাই কাফ্ফারা। বিত্তহীন লোকদের ক্ষেত্রে তাদের পরিজনের জন্য মধ্যম ধরনের খাদ্য হল এক মুদ্দ। অর্থাৎ এক সা' এর ১/৪ । এ পরিমাণটি মিসকীনদেরকে খাদ্য দান করা কাফ্ফারা প্রদানের সর্বনিম্ন পরিমাণ।

যারা বলেন, কসমের কাফ্ফারা হিসাবে মিসকীনদেরকে রুটি ও গোশত্ খাওয়াতে হবে, কিংবা দুপুরে ও সন্ধ্যায় তাদেরকে দুই বেলা আহার করাতে হবে, তাদের মতে مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُوْنَ أَهْلِيْكُمْ এর মর্ম হল, মধ্যম ধরনের আহার্য দান, যা তোমরা তোমাদের পরিজনকে খেতে দাও। তাদের মতে আয়াতে উল্লেখিত ما অক্ষরটি اسم এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, مصدر এর অর্থে ব্যবহৃত হয়নি। আর এ হিসাবেই তারা আয়াতের উপরোক্ত ব্যাখ্যা করেছেন।

মহান আল্লাহ্র বাণী- أَوْ كِسْوَتُهُمْ (অথবা তাদেরকে বস্ত্র দান করা)– এর ব্যাখ্যায় ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, যে সব শপথ তোমরা ইচ্ছাকৃতভাবে কর, তার কাফ্ফারা হল, দশ জন মিসকীনকে খাদ্য দান করা বা তাদেরকে বস্ত্র দান করা। অর্থাৎ হয়তো তোমরা তাদেরকে আহার্য দান করবে অথবা বস্ত্র দান করবে। এ বিষয়ে কাফ্ফারা দাতার ইখতিয়ার থাকবে।

অথবা বস্ত্র দান করবে বলে কি বুঝানো হয়েছে এ বিষয়ে ব্যাখ্যাকারগণের মধ্যে একাধিক মত রয়েছে। কোন কোন ব্যাখ্যাকার বলেন, প্রত্যেক মিসকীনকে একটি করে কাপড় প্রদান করবে।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১২৪৪১. মুজাহিদ (র) কসমের কাফ্ফারায় মিসকীনদেরকে বস্ত্র দেওয়া প্রসঙ্গে বলেন, এর ন্যূনতম পরিমাণ হল। একটি করে কাপড় প্রদান করা।

১২৪৪২. মুজাহিদ (র) কসমের কাফ্ফারা সম্বন্ধে বলেন, এর ন্যূনতম পরিমাণ একটি কাপড় এবং সর্ব্বোচ্চ পরিমাণ তুমি যা দিতে সক্ষম।

১২৪৪৩. হাসান (র) কসমের কাফ্ফারা সম্বন্ধে অবতীর্ণ আয়াত أَوْ كِسْوَتُهُمْ -এর ব্যাখ্যায় বলেন, প্রত্যেক মিসকীনকে একটি করে কাপড় প্রদান করবে।

১২৪৪৪. তাউস (র) হতে বর্ণিত। তিনি أَوْ كِسْوَتُهُمْ এর ব্যাখ্যায় বলেন, একটি কাপড় প্রদান করবে।

১২৪৪৫. মুজাহিদ (র) أَوْكِسْوَتُهُمْ এর ব্যাখ্যায় বলেন, একটি করে কাপড় প্রদান করবে।

১২৪৪৬. মুজাহিদ (র) হতে বর্ণিত। তিনি أَوْكِسْوَتُهُمْ এর ব্যাখ্যায় বলেন, কাপড় প্রদান করবে। মনসূর (র) বলেন, একটি জামা, একটি চাদর ও একটি লুঙ্গি প্রদান করবে।

১২৪৪৭. আবূ জা'ফর তাবারী (র) হতে বর্ণিত। তিনি মহান আল্লাহ্র বাণী أَوْكِسْوَتُهُمْ এর ব্যাখ্যায় বলেন, শীত ও গরম এদুউভয় মৌসূমের প্রত্যেকটির জন্য এক একটা করে কাপড় প্রদান করবে।

১২৪৪৮. 'আতা (র) হতে বর্ণিত। তিনি أَوْكِسْوَتُهُمْ এর ব্যাখ্যায় বলেন, প্রত্যেক মিসকীনকে একটি করে কাপড় প্রদান করবে।

১২৪৪৯. ইব্রাহীম (র) হতে বর্ণিত। তিনি أَوْكِسْوَتُهُمْ এর ব্যাখ্যায় বলেন, মিসকীনদেরকে এক একটি করে কাপড় প্রদান করলেই যথেষ্ট হবে।

১২৪৫০. হযরত হাম্মাদ (র) বলেন, একটি বা দুটি করে কাপড় প্রদান করবে। অবশ্য একটি করে কাপড় প্রদান করা আবশ্যক।

১২৪৫১. ইব্ন 'আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, প্রত্যেককে এক একটি করে কাপড় প্রদান করবে। এঁ ক্ষেত্রে একটি আবা প্রদান করাও যথেষ্ট।

১২৪৫২. ইব্ন 'আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি أَوْكِسْوَتُهُمْ এর ব্যাখ্যায় বলেন, প্রত্যেক মিসকীনকে একটি আবা অথবা একটি পাগড়ী প্রদান করতে হবে।

১২৪৫৩. আবূ মালিক (র) বলেন, কসমের কাফ্ফারা স্বরূপ একটি কাপড় অথবা একটি জামা কিংবা একটি চাদর অথবা একটি লুঙ্গি প্রদান করবে।

১২৪৫৪. ইব্ন 'আব্বাস (রা) বলেন, শপথ ভঙ্গকারী ব্যক্তি যদি কাফ্ফারা স্বরূপ কাপড় দিতে চায়, তাহলে দশজন মিসকীনের প্রত্যেককে একটি করে 'আবা প্রদান করবে।

১২৪৫৫. 'আতা (র) হতে বর্ণিত। তিনি أَوْكِسْوَتُهُمْ এর ব্যাখ্যায় বলেন, বস্ত্র দিবে, মানে এক একটি করে কাপড় প্রদান করবে।

কারো কারো মতে এক এক মিসকীনকে দু'টি করে কাপড় প্রদান করবে।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১২৪৫৬. সা'ঈদ ইব্ন মুসায়্যিব (র) হতে বর্ণিত। তিনি -أَوْكِسْوَتُهُمْ এর ব্যাখ্যায় বলেন, প্রত্যেক মিসকীনকে একটি করে 'আবা ও পাগড়ী প্রদান করবে।

১২৪৫৭. সা'ঈদ ইব্ন মুসায়্যিব (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, পাগড়ী পূর্ণ মাথা ঢেকে নেয় এবং 'আবাও পুর্ণ শরীর আবৃত করে নেয়।

১২৪৫৮. হাসান এবং ইব্ন সীরীন (র) বলেন, প্রত্যেক মিসকীনকে দু'টি করে কাপড় প্রদান করবে।

১২৪৫৯. হাসান (র) বলেন, দুটি করে কাপড় প্রদান করবে।

১২৪৬০. অপর এক সূত্রে হাসান (র) হতে অনুরূপ বর্ণিত রয়েছে।

১২৪৬১. হাসান (র) বলেন, প্রত্যেক মিসকীনকে দু'টি করে কাপড় প্রদান করবে।

১২৪৬২. আবূ মূসা (রা) হতে বর্ণিত। একবার তিনি কোন এক ব্যাপারে শপথ করে তা ভঙ্গ করার পর 'মুআক্কাদাতুল্, বাহ্‌রাইন' নামক স্থানের কাপড় দুটি করে মিসকীনদেরকে প্রদান করলেন।

১২৪৬৩. আবূ মূসা (রা) কসমের কাফ্‌ফারা হিসাবে 'মুকাক্কাদাতুল বাহ্‌রাইন' নামক স্থানের কাপড় দুটি করে প্রদান করেছেন।

১২৪৬৪. আবূ মূসা (রা) কোন এক বিষয়ে শপথ করার পর তা ভঙ্গ করা সমীচীন মনে করলেন এবং কাফ্‌ফারা হিসাবে দুটি করে কাপড় দশজন মিসকীনকে প্রদান করলেন।

১২৪৬৫. আবূ মূসা (রা) কোন এক ব্যাপারে শপথ করার পর এর কাফ্‌ফারা স্বরূপ দু'টি করে কাপড় দশজন মিসকীনকে প্রদান করেছেন।

১২৪৬৬. সা'ঈদ ইব্‌ন মুসায়্যিব (র) বলেন, প্রত্যেক মিসকীনকে একটি করে আবা ও একটি করে পাগড়ী প্রদান করেন।

১২৪৬৭. দাহ্‌হাক (র) হতে অনুরূপ বর্ণিত রয়েছে।

১২৪৬৮. দাউদ ইব্‌ন আবী হিন্‌দ (র) বলেন, সাঈদ ইব্‌ন মুসায়্যিব (র)-এর নিকট জনৈক ব্যক্তি শব্দটিকে أَوْكَسْوَتُهُمْ পড়লে তিনি বললেন, শব্দটি এরূপ নয়। বরং এ হবে أَوْكِسْوَتُهُمْ বর্ণনাকারী বলেন, তখন আমি বললাম, হে আবূ মুহাম্মদ! বস্ত্র দিলে কি পরিমাণ দিতে হবে? তিনি বললেন, প্রত্যেক মিসকীনকে একটি করে 'আবা ও পাগড়ী প্রদান করবে। এমন 'আবা, যা সম্পূর্ণ শরীর ঢেকে রাখে এবং এমন পাগড়ী যার দ্বারা সম্পূর্ণ মাথা বাঁধা যাবে।

১২৪৬৯. দাহ্‌হাক (র) আল্লাহ্ তা'আলার বাণী أَوْكِسْوَتُهُمْ এর ব্যাখ্যায় বলেন, স্বচ্ছল-অস্বচ্ছল দুউভয় অবস্থাতে যেরূপ সম্ভব প্রত্যেক মিসকীনকে একটি করে চাদর ও লুঙ্গি প্রদান করবে।

অন্যান্য ব্যাখ্যাকারদের মতে প্রত্যেক মিসকীনকে পূর্ণাঙ্গ একটি পরিধেয় দেওয়া বাঞ্ছনীয়। যেমন বড় একটি চাদর এবং এমন বস্ত্র যা সাধারণ অবস্থায় ও ঘুমানোর সময় পরিধান করা যায়।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১২৪৭০. ইব্‌রাহীম (র) বলেন, একটি পূর্ণাঙ্গ পরিধেয় দেওয়া বাঞ্ছনীয়।

১২৪৭১. ইব্‌রাহীম (র) হতে অপর এক সূত্রে বর্ণিত। তিনি أَوْكِسْوَتُهُمْ এর ব্যাখ্যায় বলেন, পূর্ণাঙ্গ একটি পরিধেয় প্রদান করতে হবে। মুগীরা (র) বলেন, পূর্ণাঙ্গ বস্ত্র যেমন বড় একটি চাদর অথবা এ জাতীয় কোন কিছু। তিনি বলেন, আমার মতে, মহিলাদের ঘরোয়া জামা, কামীজ, উড়না এবং এ জাতীয় বস্ত্র পূর্ণাঙ্গ পোশাক নয়।

১২৪৭২. অপর সূত্রে ইব্‌রাহীম (র) বলেন, পূর্ণাঙ্গ পোশাক প্রদান করতে হবে।

১২৪৭৩. অন্য সূত্রে ইব্‌রাহীম (র) বলেন, পূর্ণাঙ্গ একটি কাপড় প্রদান করতে হবে।

১২৪৭৪. ইব্‌রাহীম (র) أَوْكِسْوَتُهُمْ এর ব্যাখ্যায় অপর এক সূত্রে বলেন, প্রত্যেক মিসকীনকে একটি করে পূর্ণাঙ্গ পরিধেয় প্রদান করবে।

১২৪৭৫. ইব্‌রাহীম (র) أَوْكِسْوَتُهُمْ এর ব্যাখ্যায় অন্য এক সূত্রে বলেন; একটি পূর্ণাঙ্গ পরিধেয় দেওয়া বিধেয়।

১২৪৭৬. মুগীরা (র) হতে অনুরূপ বর্ণিত রয়েছে। অপরাপর ব্যাখ্যাকারদের মতে এখানে বস্ত্র বলতে লুঙ্গি, চাদর এবং কামীজ বুঝানো হয়েছে।

১২৪৭৭. ইব্‌ন 'উমর (রা) কসমের কাফ্‌ফারায় বস্ত্র প্রদানের ব্যাখ্যায় বলেন, তা হল, লুঙ্গি, চাদর এবং কামীস। কেউ কেউ বলেন, এ ক্ষেত্রে পরিধানযোগ্য যে কোন ধরনের বস্ত্র প্রদান করা বৈধ। আয়াতটি এখানে ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১২৪৭৮. মুজাহিদ (র) বলেন, কসমের কাফ্‌ফারা স্বরূপ জাংগিয়া ছাড়া যে কোন ধরনের পরিধেয় প্রদান করা বৈধ।

১২৪৭৯. হাসান (র) বলেন, কসমের কাফ্‌ফারা হিসাবে পাগড়ী প্রদান করাও বৈধ আছে।

১২৪৮০. সালমান (র) বলেন, জ্যাংগিয়া কত উত্তম কাপড়।

১২৪৮১. হাকাম (র) বলেন, এমন পাগড়ী প্রদান করবে, যা সম্পূর্ণ মাথা আবৃত করে।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, উপরোক্ত, ব্যাখ্যা সমূহের মধ্যে ঐ ব্যাখ্যাই সর্বাধিক বিশুদ্ধ, যাঁরা বলেন, أَوْكِسْوَتُهُمْ মানে যাকে কাপড় বলা হয়, এমন কিছু কাফ্‌ফারা হিসাবে প্রদান করতে হবে। তা এক কাপড় হোক বা একাধিক কাপড়। কেননা এক কাপড়ের কম বস্তু বস্ত্র প্রদানের হুকুমের অন্তর্ভুক্ত নয়। বরং এতটুকু কাপড় আলোচ্য আয়াত হতে সম্পূর্ণরূপে খারিজ। বস্তুতঃ এক বা একাধিক কাপড় উপরোক্ত হুকুমের অন্তর্ভুক্ত হবে। কেননা কুরআন হাদীস-এবং ইজমা এ কথা প্রমাণ করে না যে, এক বা একাধিক কাপড় এ হুকুমের বহির্ভূত। এ মতাবস্থায় আয়াতে যে বিষয়ের সম্ভাবনা আছে, এমন কোন বিষয়কে বিনা দলীলে আয়াতের হুকুম থেকে বের করে দেওয়া আদৌ জায়েয নয়।

আল্লাহ্ পাকের বাণী أَوْ تَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ (কিংবা একজন দাস মুক্তি) এর ব্যাখ্যায় ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, গোলামীর শৃংখল থেকে কোন দাস ব্যক্তিকে মুক্ত করা। تَحْرِيْرُ শব্দের মূল অর্থ গোলামী থেকে মুক্ত করণ। প্রখ্যাত কবি ফারাযদাক ইব্‌ন গালিবের কবিতায়ও শব্দটি এ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে—

أَبَنِي غُدَانَةَ إِنَّنِي حَرَّرْتُكُمْ – فَوَهَبْتُكُمْ لِعَطِيَّةَ بْنِ جَعَالِ–

حررتكم অর্থ আমি তোমাদের গর্দানকে লজ্জা ও সমালোচনার বেষ্টনমতী হতে মুক্ত করেছি।

কেউ কেউ বলেন, تَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ অর্থ ঘাড় বিশিষ্ট দাস, যাকে আযাদ করা হয়েছে। কেননা তৎকালে আরবদের অবস্থা এই ছিল যে, তারা যখন কাউকে বন্দী করত তখন তারা তার উভয় হাত ঘাড়ের সাথে ফিতা, রশি বা এ জাতীয় কিছু দ্বারা বেঁধে রাখতো। আর যখন তারা তাকে ছেড়ে দিত তখন তারা তার বাঁধনও খুলে দিত। আরবী বাগধারা এভাবেই চলে আসছে। এ কারণেই শব্দটিকে এখানে প্রচলিত নিয়ম অনুসারে ব্যবহার করা হয়েছে অর্থাৎ تحرير শব্দটিকে رقبة এর দিকে اضافة করে উল্লেখ করা হয়েছে। যদিও দাসদের ঘাড়ে কোন শৃংখল এবং বাঁধন থাকেনা। সুতরাং এখানে تحرير অর্থ শুধু দাস মুক্ত করা।

এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে, দাস মুক্ত করা অর্থ কি পুর্ণ দাস মুক্ত করা, নাকি এর কিছু অংশ মুক্ত করা? এরূপ প্রশ্নের জবাবে বলা হবে যে, আয়াতে দাস মুক্ত করার কথা বলে পুর্ণ দাস মুক্ত করাকেই বুঝানো হয়েছে। আর তা লেংড়া, খোড়া, অন্ধ, বোবা উভয় হস্ত কর্তিত, পক্ষাঘাতে আক্রান্ত, পাগল ইত্যাদি দোষত্রুটি হতে মুক্ত হতে হবে। কেননা কোন দাস যদি এসব দোষে দোষী হয় তবে কারও মতেই এর দ্বারা কসমের কাফ্ফারা আদায় হবে না। সুতরাং আয়াতে বর্ণিত দাস মুক্ত করা মানে নির্দোষ এবং নিখুত দাস মুক্ত করা। অবশ্য ছোট-বড় মুসলিম -কাফির যে কোন ধরনের দাস মুক্ত করা কসমের কাফ্ফারা হিসাবে যথেষ্ট হবে। 'আলিমদের এক জামা'আত অনুরূপ মতামত ব্যক্ত করেছেন।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১২৪৮২. ইব্রাহীম (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যদি কারও উপর গোলাম আযাদ করা ওয়াজিব হয় এবং সে যদি কোন এক ব্যক্তিকে খরীদ করে, এমতাবস্থায় সে যদি তাকে কাজ থেকে রেহাই করে দেয় তবে যথেষ্ট হবে। কাজ করে না, এমন ব্যক্তিকে আযাদ করা যথেষ্ট হবেনা। যে কাজ করে না, সে তো লেংড়া-খোড়ার মতই। আর যে কাজ করতে সক্ষম নয়, যেমন অন্ধ বা পক্ষাঘাতে আক্রান্ত ব্যক্তি, তাদেরকে আযাদ করলে কাফ্ফারা আদায় হবে না।

১২৪৮৩. হাসান (র) বলেন, কসমের কাফ্ফারা হিসাবে পাগল ব্যক্তিকে আযাদ করা মাকরূহ।

১২৪৮৪. ইব্রাহীম (র) বলেন, মতিভ্রম ব্যক্তিকে আযাদ করার দ্বারা কাফ্ফারা আদায় হবে না।

কারও কারও মতে সুস্থ ব্যক্তি ছাড়া কাউকে আযাদ করলে কাফ্ফারা আদায় হবে না। অবশ্য নাবালিগ ব্যক্তিকে আযাদ করলেও কাফ্ফারা আদায় হবে।

যাঁরা এ মত পোষণ করেন ঃ

১২৪৮৫. 'আতা (র) বলেন ; সুস্থ গোলামকে মুক্ত না করলে কাফ্ফারা আদায় হবে না।

১২৪৮৬. 'আতা (র) বলেন, ইসলামের অবস্থায় জন্মগ্রহণ করা শিশুকে আযাদ করলে কসমের কাফ্ফারা আদায় হয়ে যাবে।

১২৪৮৭. ইব্রাহীম (র) বলেন, আল কুরআনে মু'মিন গোলাম আযাদ করার কথা বলা হয়েছে। সুতরাং রোযাদার মুসল্লী ব্যতীত কোন গোলাম আযাদ করলে কাফ্ফারা আদায় হবে না। যে মু'মিন নয় তাকে আযাদ করা জায়েয হবে না। শিশুকে আযাদ করলেও কাফ্ফারা আদায় হবে। কারও কারও মতে নবজাত শিশুকে গোলাম বলা যায় না। অবশ্য কিছু সময় অতিবাহিত হলে সে গোলাম হিসাবে গণ্য হবে।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১২৪৮৮. সুলায়মান (র) বলেন, শিশু জন্ম হওয়ার পর একে নাসামা (نسمة) বলে। এরপর যখন সে এ পাশ-ওপাশ করে তখন সে رقبه হয়। আর সালাত আদায় কার আরম্ভ করলে (مؤمنة) মু'মিন হয়।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, বস্তুতঃ এখানে আল্লাহ্ তা'আলা تَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ -এর কথা বলে সব ধরনের গোলামকেই বুঝিয়েছেন। তাই শপথকারী ব্যক্তি শপথ ভঙ্গ করার পর কাফ্ফারা হিসাবে যে কোন ধরনের গোলাম আযাদ করতে পারবে। এতে সে দায়িত্ব মুক্ত বলে গণ্য হবে। কিন্তু ত্রুটিপূর্ণ কোন দাস-দাসী আযাদ করলে জায়েয হবে না। কেননা এ জাতীয় দাস-দাসী আয়াতের ব্যাপকতার অর্থ হতে খারিজ। অবশ্য এ ছাড়া অন্য যত ধরনের দাস-দাসী আছে, সবই কসমের কাফ্ফারার মধ্যে আযাদ করা জায়েয হবে।

কসম ভঙ্গকারী ব্যক্তিকে আল্লাহ্ তা'আলা কাফ্ফারা আদায়ের ক্ষেত্রে ইখতিয়ার দিয়েছেন। হয়তো দশজন মিসকীনকে মধ্যম ধরনের আহার্য দান করবে, যা সে তার পরিজনকে খেতে দেয়। অথবা তাদেরকে বস্ত্র দান করবে অথবা একজন দাস মুক্ত করবে। এ ব্যাপারে ইজমা সংঘটিত হয়েছে। এতে কারও মতভেদ নেই।

কেউ যদি বলেন যে, এ বিষয়ে ইজমার দাবী করা আদৌ ঠিক নয়। কেননা বর্ণিত আছে যে,

১২৪৮৯. মাসরূক (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন মা'কিল ইব্ন মুকার্‌রিন (র) আব্দুল্লাহ্ (রা)-এর নিকট এলেন এবং বললেন, আমি মহিলাদের সাথে সহবাস করবনা বলে ঈলা (শপথ) করেছি। একথা শুনে 'আব্দুল্লাহ্ (রা) لَاتُحَرِّمُوْا طَيِّبَاتِ مَا اَحَلَّ اللّٰهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوْا - اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ (আল্লাহ্ তোমাদের জন্য উৎকৃষ্ট যেসব বস্তু হালাল করেছেন, সেসবকে তোমরা হারাম করবে না এবং সীমালংঘন করবেনা। আল্লাহ্ সীমালংঘনকারীকে পছন্দ করেন না। সূরা মায়িদা ঃ ৮৭) আয়াতটি তিলাওয়াত করেন। তখন মা'কিল (রা) বললেন, আমি তো আপনাকে এ মর্মে প্রশ্ন করেছি যে, গত রাতে আমি এ আয়াতের বরখেলাফ কাজ করে ফেলেছি। এখন আমার করণীয় কী? উত্তরে 'আব্দুল্লাহ্' (র) বললেন, তুমি স্ত্রীদের সাথে মেলামেশা কর এবং তাদের সাথে এক বিছানায় শয়ন কর। আর একজন দাস মুক্ত কর। কেননা, তুমি বিত্তশালী।

১২৪৯০. নু'মান ইব্ন মুকার্‌রিন (রা) হতে বর্ণিত। একদিন তিনি 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসঊদ (রা)-কে বললেন যে, আমি এ মর্মে শপথ করেছি যে, এক বছর পর্যন্ত আমি বিছানায় শয়ন করব না। এখন আমার

করণীয় কী? জবাবে আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা) يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَاتُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَاأَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ (হে মু'মিনগণ! আল্লাহ্ তোমাদের জন্য উৎকৃষ্ট যে সব বস্তু হালাল করেছেন, সে সবকে তোমরা হারাম করবেনা।) আয়াতটি তিলাওয়াত করলেন। এরপর তিনি বললেন, কসমের কাফ্ফারা দিয়ে দাও এবং বিছানায় শয়ন করতে থাক। তিনি বললেন, কি কাফ্ফারা আদায় করবো? একজন গোলাম আযাদ করে দাও। কেননা তুমি তো বিত্তশালী ।

অনুরূপ বর্ণনা ইব্ন মাস'উদ এবং ইব্ন 'উমর (র) হতেও বর্ণিত রয়েছে। এতে একথাই প্রতিভাত হচ্ছে যে, কসমের কাফ্ফারা হিসাবে গোলাম আযাদ করা ভাল। একথা নয় যে, গোলাম আযাদ না করলে বিত্তশালী লোকদের কাফ্ফারা আদায় হবে না। কেননা সব দেশের আলিমগণ এ ব্যাপারে একমত যে, দাস মুক্ত করা ছাড়া অন্য উপায়েও কসমের কাফ্ফারা আদায় করা জায়েয।

আল্লাহ্ তা'আলার বাণী فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَٰثَةِ أَيَّامٍ –(এবং যার সামর্থ্য নেই, তার জন্য তিন দিন সিয়াম পালন) এর ব্যাখ্যায় ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, 'কসম ভঙ্গকারী ব্যক্তি যদি খাদ্য বস্ত্রদান করে বা গোলাম আযাদ করে কসমের কাফ্ফারা আদায় করতে সক্ষম না হয় তাহলে তার জন্য অপরিহার্য হল তিনদিন সওম পালন করা।

فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ –(যার সামর্থ্য নেই) কসমের কাফ্ফারা আদায়ের ক্ষেত্রে একথা কখন প্রমাণিত হবে—এ বিষয়ে আলিমগণের একাধিক মত রয়েছে। কোন কোন ব্যাখ্যাকার বলেন, কসম ভঙ্গকারী ব্যক্তির নিকট যদি কাফ্ফারা আদায় করার সময় তার ও পরিবারের এক দিন ও এক রাতের ব্যয় বহন করার মত অর্থ সম্পদ না থাকে তবে তার জন্য সওমের মাধ্যমে কাফ্ফারা আদায় করা জায়েয। যদি তার নিকট তার ও তার পরিবারের এক দিন ও এক রাতের ব্যয় বহন করার মত অর্থ সম্পদ থাকে বরং এমন অর্থ সম্পদ থাকে যার দ্বারা দশজন মিসকীনকে আহার্য দান বা তাদেরকে বস্ত্র দান করা সম্ভব, তবে আহার্য দান করে বা বস্ত্র দিয়ে কাফ্ফারা আদায় করা অপরিহার্য হবে। এ অবস্থায় সওমের মাধ্যমে কাফফারা আদায় করা জায়েয হবে না। যারা এমত পোষণ করেন, ইমাম শাফিঈ (র) তাদের মধ্যে অন্যতম।

১২৪৯১. রবী' (র) হতে অনুরূপ বর্ণিত রয়েছে। বর্ণিত আছে যে, যার নিকট তিন দিরহাম থাকবে, সে খানা খাওয়াবে।

১২৪৯২. সা'ঈদ ইব্ন জুবায়র (র) বলেন, যদি কারও নিকট তিন দিরহাম থাকে তবে সে কাফ্ফারা হিসাবে খানা খাওয়াবে।

১২৪৯৩. মু'তামির ইব্ন সুলায়মান (র) বলেন ঃ আমি উমর ইব্ন রাশিদ (র)-কে বললাম; যদি কোন ব্যক্তি শপথ করে এবং তার নিকট কাফ্ফারা আদায় করার সম পরিমাণ অর্থ থাকে। বেশী না থাকে তাহলে সে কি করবে? উত্তরে তিনি বললেন, কাতাদা (রা) বলতেন, এরূপ ব্যক্তি তিন দিন সওম পালন করবে।

১২৪৯৪. হাসান (র) বলেন, দুই দিরহাম থাকলে খানা খাওয়াবে।

১২৪৯৫. সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র (রা) বলেন, তিন দিরহাম থাকলে এ হুকুম প্রযোজ্য হবে। অন্যান্য ব্যাখ্যাকারদের মতে যার নিকট দু'শত দিরহাম আছে, সে-ও অসামর্থ বলে বিবেচিত হবে এবং তার জন্য সওম পালন করা জায়েয। কেউ কেউ বলেন, যার নিকট দৈনন্দিনের ব্যয় বহন করার পর কাফ্‌ফারা আদায় করার মত অতিরিক্ত অর্থ না থাকবে, তার জন্য সওমের মাধ্যমে কাফ্‌ফারা আদায় করা জায়েয।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, এ সম্বন্ধে বিশুদ্ধ মত হল এই যে, কসম ভঙ্গ করার সময় যদি কারো নিকট তার এবং তার পরিজনের এক দিন ও এক রাতের ব্যয় বহন করার মত খোরাক না থাকে তবে সে তিন দিন সওম পালন করবে। এরূপ ব্যক্তি অক্ষম বলে বিবেচিত হবে। আর যদি এ অবস্থায় তার নিকট তার ও তার পরিজনের দৈনন্দিনের ব্যয় বহনের চেয়েও এমন অতিরিক্ত অর্থ থাকে, যা দ্বারা সে দশজন মিসকীনকে আহার্য দান করতে পারে বা তাদেরকে বস্ত্র দিতে পারে অথবা গোলাম আযাদ করতে পারে তবে তার জন্য সওমের মাধ্যমে কাফ্‌ফারা আদায় করা জায়েজ হবেনা। কেননা উপরোক্ত তিন প্রক্রিয়ার কোন একটি অনুসারে কাফ্‌ফারা আদায় করা ওয়াজিব। তাই অপারগ না হওয়া অবস্থায় এর কোন একটি বর্জন করা জায়েয হবেনা।

যে অবস্থায় সওমের মাধ্যমে কাফফারা ওয়াজিব, ঐ সওম কেমন করে রাখতে হবে, এ বিষয়ে আলিমগণের মধ্যে একাধিক মত রয়েছে।

কোন কোন আলিম বলেন, এ তিন দিনের রোযা একাধারে রাখতে হবে। ভেংগে ভেংগে রাখা যাবেনা।

যাঁরা এ মত পোষণ করেন ঃ

১২৪৯৬. মুজাহিদ (র) বলেন, রমযানের কাযা রোযা ছাড়া কুরআন মাজীদে যত রোযার কথা বলা হয়েছে, সবগুলোই একাধারে রাখতে হবে। রমযানের রোযা যেহেতু অন্য সময় এ সংখ্যা পূরা করার কথা বলা হয়েছে, তাই এর হুকুম হল ব্যতিক্রম।

১২৪৯৭. রবী' ইব্‌ন আনাস (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, উবায় ইব্‌ন কা'ব (রা) فَصِيَامُ ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ (একাধারে তিন দিন সওম পালন করবে) পাঠ করতেন।

১২৪৯৮. উবায় ইব্‌ন কা'ব (রা) হতে বর্ণিত। তিনি فَصِيَامُ ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ পাঠ করতেন।

১২৪৯৯. মুজাহিদ (র) বলেন, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসউদ (রা)-এর কিরা'আতে আয়াতটি فَصِيَامُ ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ পঠিত হয়েছে।

১২৫০০. ইব্‌রাহীম (র) বলেন, আমাদের কিরাআতে আয়াতটি فَصِيَامُ ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ পঠিত হয়েছে।

১২৫০১. ইব্‌রাহীম (র) হতে অনুরূপ বর্ণিত রয়েছে।

১২৫০২. ইব্‌রাহীম (র) বলেন, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসউদ (রা) এর শিষ্যদের কিরা'আত হল فَصِيَامُ ثَلٰثَةِ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ

১২৫০৩. 'আমির (র) বলেন, 'আবদুল্লাহ (রা) এর কিরা'আত হল فَصِيَامُ ثَلٰثَةِ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ

১২৫০৪. আবূ ইসহাক (র) বলেন, 'আবদুল্লাহ (রা) এর কিরা'আতে রয়েছে فَصِيَامُ ثَلٰثَةِ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ

১২৫০৫. 'আ'মাশ (র) বলেন, 'আবদুল্লাহ (রা)-এর শিষ্যগণ আয়াতটিকে فَصِيَامُ ثَلٰثَةِ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ তিলাওয়াত করতেন।

১২৫০৬. অকী' (র) বলেন, আমি সুফয়ান (র) কে বলতে শুনেছি যে, এ তিনটি রোযা ভেংগে ভেংগে রাখলে জায়েয হবে না। জনৈক ব্যক্তি কাফ্‌ফারার একটি রোযা রাখার পর পরের দিন আর রোযা রাখল না। তার সম্বন্ধে তিনি বলেছেন, তাকে আবার নূতন ভাবে রোযা রাখতে হবে।

১২৫০৭. কাতাদা (রা)-আল্লাহ পাকের বাণী فَصِيَامُ ثَلٰثَةِ أَيَّامٍ এর ব্যাখ্যায় বলেন, কেউ যদি খানা খাওয়াতে সক্ষম না হয় তবে তার জন্য সওম পালনের এ বিধান প্রযোজ্য হবে। কাতাদা (রা)-এর মতে গ্রহণযোগ্য কিরা'আত হল فَصِيَامُ ثَلٰثَةِ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ

১২৫০৮. ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) বলেন, কাফ্‌ফারা তিনটির কোন একটির ব্যাপারে শপথ ভঙ্গকারী ব্যক্তির ইখতিয়ার থাকবে। আল কুরআনে বর্ণিত ধারাবাহিকতা অনুসারে প্রথমটি আদায় করতে সক্ষম না হলে দ্বিতীয়টি। দ্বিতীয়টি আদায় করতে সক্ষম না হলে তৃতীয়টি আদায় করবে। উপরোক্ত কাফ্‌ফারা তিনটির কোন একটিও যদি আদায় করতে সক্ষম না হয় তাহলে একাধারে তিন দিন সওম পালন করবে। অন্যান্য ব্যাখ্যাকারদের মতে সওম পালনকারী ইচ্ছা করলে একাধারে রাখতে পারবে। আবার ইচ্ছা করলে পৃথক পৃথক ভাবেও রাখতে পারবে।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১২৫০৯. মালিক (র) বলেন, কুরআন শরীফে যে সমস্ত সওমের কথা বলা হয়েছে, তা ধারাবাহিকভাবে রাখা আমার মতে উত্তম। আর যদি পৃথক পৃথকভাবে রাখে তবুও জায়েয হবে। ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, আলোচ্য আয়াতাংশের বিশুদ্ধতম ব্যাখ্যা হল, যার উপর কসমের কাফ্‌ফারা ওয়াজিব, সে যদি মিসকীনদেরকে আহার্য দান অথবা বস্ত্রদান কিংবা গোলাম আযাদ করতে সক্ষম না হয় তবে সে তিন দিন সওম পালন করে কাফ্‌ফারা আদায় করবে। এ ক্ষেত্রে একাধারে রোযা রাখা শর্ত নয়। পৃথকভাবে হোক বা একাধারে, যে ভাবেই রোযা রাখে এতে কাফ্‌ফারা আদায় হয়ে যাবে। কেননা কসমভঙ্গকারীর উপর আল্লাহ্ তা'আলা তিন দিন সওম পালন করাকে অপরিহার্য করেছেন। এ

ক্ষেত্রে তিনি তার প্রতি কোন শর্ত আরোপ করেননি। কাজেই যে কোন ভাবেই রোযা রাখুক এতে কাফ্ফারা আদায় হয়ে যাবে।

বস্তুত: উবায় এবং ইব্ন মাসউদ (রা)-এর কিরা'আত তথা فَصِيَامُ ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ (তাহলে তিনদিন একাধারে রোযা রাখবে) এ কিরা'আত আমাদের মাযহাবে উল্লেখ নেই। আর যে কিরা'আত আমাদের মাযহাবে উল্লেখ নেই, তা দিয়ে কোন কথার দলীল পেশ করা আদৌ শুদ্ধ নয়। সুতরাং কসমের কাফ্ফারার রোযা একাধারে রাখতে হবে, পৃথকভাবে রাখা যাবেনা, একথা বলা ঠিক নয়। অবশ্য একাধারে রাখা উত্তম। পৃথকভাবে রাখা জায়েয।

আল্লাহ পাকের বাণী ذٰلِكَ كَفَّارَةُ اَيْمَانِكُمْ اِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوْٓا اَيْمَانَكُمْ - كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ (তোমরা শপথ করলে এটাই তোমাদের শপথের কাফ্ফারা, তোমরা তোমাদের শপথ রক্ষা করবে। এভাবে আল্লাহ্ পাক তোমাদের জন্য তাঁর নিদর্শন বিশদভাবে বর্ণনা করেন যেন তোমরা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর।) এর ব্যাখ্যায় ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, ذٰلِكَ (এটাই) অর্থাৎ দশজন মিসকীনকে আহার্য দান অথবা তাদেরকে বস্ত্রদান করা অথবা দাস মুক্ত করা এবং উপরোক্ত বিষয় তিনটির কোন একটি আদায় করতে সক্ষম না হলে তিন দিন রোযা রাখার কথা আমি যা উল্লেখ করেছি, এগুলো তোমাদের কসমের কাফ্ফারা। وَاحْفَظُوْٓا হে মুমিন লোকেরা! তোমরা কসম ভঙ্গ করার পর কাফ্ফারার বিষয়টি অবহেলা না করে তা রক্ষা করবে, যেভাবে আমি তোমাদেরকে বলেছি। كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ -যেভাবে তিনি তোমাদের কসমের কাফ্ফারার বিষয়টি বর্ণনা করেছেন, ঠিক তদ্রূপ তিনি তোমাদের নিকট তার নিদর্শন সমূহও বিশদভাবে বর্ণনা করছেন। অর্থাৎ দীনের নিদর্শন সমূহ তোমাদের নিকট সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন, যাতে আল্লাহ তা'আলার হুকুমের প্রতি উদাসীন কোন অলস-পাপী একথা বলতে না পারে যে, এ সম্বন্ধে আল্লাহ পাকের হুকুম কি ছিল তা আমি জ্ঞাত নই। لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ -যাতে তোমরা আল্লাহ্ প্রদত্ত হিদায়াত ও তাওফীকের কারণে তৎপ্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর।

মহান আল্লাহ্র বাণী—

(٩٠) يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ۝

৯০. হে মু'মিনগণ! মদ, জুয়া, মূর্তি পূজার বেদী ও ভাগ্য নির্ণায়ক শর ঘৃণ্য বস্তু, শয়তানের কার্য। সুতরাং তোমরা তা বর্জন কর- যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।

ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাহাবীদের মধ্যে হতে যারা পন্ডিত ও সংসার বিরাগী লোকদের অনুসরণে নিজেদের জন্য স্ত্রী সহবাস, ঘুম এবং গোশ্ত খাওয়া হারাম করে

নিয়েছিলেন, তাদের ব্যাপারে আয়াত নাযিল করে আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে এ কাজ হতে বারণ করেছেন। ইরশাদ হয়েছে, يَاأَيُّهَاالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَاتُحَرِّمُوْا طَيِّبَاتِ مَا اَحَلَّ اللّٰهُ لَكُمْ (হে মুমিনগণ! আল্লাহ্ তোমাদের জন্য উৎকৃষ্ট যে সব বস্তু হালাল করেছেন, সে সমুদয়কে তোমরা হারাম করবেনা। (৫:৮৭) এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে হালালকে হারাম সাব্যস্ত করতে নিষেধ করেছেন। এরপর তিনি বলেন, তোমরা আমার নির্ধারিত সীমালা লংঘন করবেনা। তাহলে তোমরা হারামে নিপতিত হবে। এরূপ করা তোমাদের জন্য জায়েয নেই। অধিকন্তু আমি সীমালংঘনকারীদেরকে পসন্দ করিনা। এ আয়াতে তিনি একথাও বর্ণনা করেছেন যে, যারা হালালকে হারাম সাব্যস্ত করেছে, তারা সীমালংঘনকারী। আল্লাহ্ তা'আলা তাদের সম্বন্ধে বলেন, আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারী লোকদের থেকে যারা মদ্যপান করছ, জুয়া খেলায় লিপ্ত হয়েছ, পূজার বেদীতে পশু যবাহ করছ এবং শর দ্বারা ভাগ্য নির্ণয় করছ তোমরা জেনে রাখ যে, এগুলো হচ্ছে ঘৃণ্য বস্তু। অর্থাৎ পুঁতিগন্ধময় গুনাহের কাজ। এ কাজে আল্লাহ্ নারাজ এবং অসন্তুষ্ট হন। এ হচ্ছে শয়তানের কাজ। শয়তানের উসকানী, প্রলোভন এবং তার হাঁক-ডাকের কারণেই তোমরা মদ্যপান করছ, জুয়া খেলছ, বেদীতে পশু যবাহ্ করছ এবং শর দ্বারা ভাগ্য নির্ণয় করছ। এ কাজ আল্লাহর অনুসৃত এবং তার প্রশংসনীয় কাজ নয়। فَاجْتَنِبُوْهُ —সুতরাং তোমরা তা বর্জন করবে। এ কাজ কখনও করবেনা।

لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ -এগুলো বর্জন করলে তোমরা আল্লাহর নিকট সফলকাম বলে গণ্য হবে এবং চিরস্থায়ী কল্যাণ লাভ করতে সক্ষম হবে।

خمر – ميسر ও ازلام -এর ব্যাখ্যা আমি পূর্বেই বর্ণনা করেছি। সুতরাং এখানে এর পুনঃ উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। انصاب – نصب -এর বহুবচন। এর অর্থও প্রমাণসহ বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়েছে। رجس এর অর্থ সম্বন্ধে একাধিক মতের উল্লেখ রয়েছে।

১২৫১০. ইবন 'আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ -এর ব্যাখ্যায় বলেন, رجس অর্থ অসন্তুষ্টি।

১২৫১১. ইবন যায়দ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ -এর ব্যাখ্যায় বলেন, رجس অর্থ অকল্যাণ।

মহান আল্লাহর বাণী—

(٩١) اِنَّمَا يُرِيْدُ الشَّيْطٰنُ اَنْ يُّوْقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَ الْبَغْضَآءَ فِى الْخَمْرِ وَ الْمَيْسِرِ وَ يَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَعَنِ الصَّلٰوةِ ۚ فَهَلْ اَنْتُمْ مُّنْتَهُوْنَ ○

৯১. শয়তান তো মদ ও জুয়া দ্বারা তোমাদের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ ঘটাতে চায় এবং তোমাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলার স্মরণে ও সালাতে বাধা দিতে চায়। তবে কি তোমরা নিবৃত্ত হবে না?

ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, মদ পান করায়ে এবং জুয়ার গুটি দ্বারা শয়তান তোমাদের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ ঘটাতে চায়। যাতে পরস্পর তারা একে অপরের শত্রুতে পরিণত হয় এবং একে অন্যের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে। এতে ঈমানের ভিত্তিতে তোমাদের মধ্যে ভালবাসার বন্ধন সৃষ্টি হওয়ার পর এবং ইসলামী ভ্রাতৃত্বের সুত্রে তোমরা আবদ্ধ হওয়ার পর তোমাদের কাজ বিক্ষিপ্ত হয়ে যাবে এবং তারা তোমাদেরকে আল্লাহ পাকের স্মরণ হতে বারণ করতে সক্ষম হবে। অর্থাৎ জুয়ার নিশায় উন্মাদ বানিয়ে এবং মদ পান করিয়ে মাতাল বানিয়ে তারা তোমাদের আল্লাহর স্মরণ হতে বিরত রাখতে সক্ষম হবে। وَعَنِ الصَّلٰوةِ —এবং ফরয সালাত হতে তোমাদের বিরত রাখতে সক্ষম হবে। فَهَلْ اَنْتُمْ مُنْتَهُوْنَ —তবে কি তোমরা মদ্যপান এবং জুয়াখেলা হতে নিবৃত্ত হবেনা? আর তোমরা কি ওয়াক্ত মত সালাত আদায় কর যা তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের উপর ফরয করেছেন, তা আদায় করবেনা এবং দুনিয়া ও আখিরাতে নাজাতের পথ অবলম্বন করবেনা?

এ আয়াতের শানে নুযুলের ব্যাপারে ব্যাখ্যাকারদের একাধিক মত রয়েছে। কোন কোন ব্যাখ্যাকার বলেন, একদিন হযরত 'উমর (রা) হযরত রাসূলুল্লাহ (সা) এর নিকট মদ্য পানের অকল্যাণকর পরিমাণ সম্বন্ধে আলোচনা করলেন এবং আল্লাহর নিকট এ মর্মে দু'আ করলেন যেন তিনি তা হারাম করেন। তার এ দু'আর প্রেক্ষিতেই আল্লাহ্ তাআলা আয়াতটি নাযিল করেছেন।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১২৫১২. আবূ মায়সারা (র) বলেন, একদিন 'উমর (রা) আল্লাহ তা'আলার নিকট এ মর্মে দু'আ করলেন, হে আল্লাহ! আপনি আমাদেরকে মদের ব্যাপারটি পরিষ্কারভাবে বুঝিয়ে দিন। অতঃপর সূরা বাকারার এ আয়াতটি নাযিল হয় يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيْهِمَا اِثْمٌ كَبِيْرٌ وَّمَنَافِعُ لِلنَّاسِ—লোকে তোমাকে মদ ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে; বল, উভয়ের মধ্যে মহাপাপ এবং মানুষের জন্য উপকারও আছে। (২:২১৯) অতঃপর 'উমর (রা)-কে ডেকে উক্ত আয়াতটি তিলাওয়াত করে তাকে শুনানো হলে তিনি বললেন, হে আল্লাহ! আপনি মদ সম্পর্কে আমাদেরকে আরও স্পষ্টভাবে বলে দিন, তখন সূরা নিসার এ আয়াতটি নাযিল হয় ঃ

لَا تَقْرَبُوا الصَّلٰوةَ وَاَنْتُمْ سُكَارٰى حَتّٰى تَعْلَمُوْا مَاتَقُوْلُوْنَ

মদ্য পানোম্মত্ত অবস্থায় তোমরা সালাতের নিকটবর্তী হবেনা। যতক্ষণ না তোমরা যা বল তা বুঝতে পার। (৪:৪৩)

এরপর সালাতের সময় হলে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর পক্ষ হতে এক ব্যক্তি এ মর্মে আহ্বান করতে থাকেন যে, কেউ যেন নেশাগ্রস্ত অবস্থায় সালাতের নিকটবর্তী না হয়। এরপর 'উমর (রা) কে ডেকে এনে এ আয়াতটি তিলাওয়াত করে শুনানো হয়। তখন 'উমর (রা) আবারও বলেন, হে আল্লাহ! আপনি আমাদেরকে মদ সম্বন্ধে পূর্ণাঙ্গভাবে বলে দিন। তখন সূরা মায়িদার আলোচ্য আয়াত দু'টি নাযিল হয়—

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ ......فَهَلْ اَنْتُمْ مُنْتَهُوْنَ (হে মুমিনগণ! মদ, জুয়া, মূর্তিপূজার বেদী ও ভাগ্য নির্ণয়েক শর ঘৃণ্যবস্তু, শয়তানের কাজ। সুতরাং তোমরা তা বর্জন কর যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার। শয়তান তো মদ ও জুয়া দ্বারা তোমাদের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ ঘটাতে চায় এবং তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণে ও সালাতে বাধা দিতে চায়। তবে কি তোমরা নিবৃত্ত হবেনা?) রাসূলুল্লাহ (সা) আয়াত দুটো পড়ে فَهَلْ اَنْتُمْ مُنْتَهُوْنَ (তবে কি তোমরা নিবৃত্ত হবেনা?) পর্যন্ত পৌছলে উমর (রা) বললেন, আমরা নিবৃত্ত হলাম, আমরা তা বর্জন করলাম।

১২৫১৩. আবূ মায়সারা (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন হযরত উমর (রা) এ মর্মে আল্লাহর দরবারে দু'আ করলেন যে, হে আল্লাহ্! মদের ব্যাপারে আমাদেরকে পরিষ্কার ও পরিপূর্ণভাবে বলে দিন। এতে মানুষের বিবেক ও ধন-সম্পদ বিনষ্ট হয়ে যায়। অতঃপর অকী' (র) এর বর্ণনার অনুরূপ তিনিও বর্ণনা করেছেন।

১২৫১৪. আবূ মায়সারা (র) বলেন, একদিন হযরত 'উমর (রা) এ মর্মে দু'আ করেছেন যে, হে আল্লাহ! আমাদেরকে পরিষ্কার বলে দিন। অতঃপর তিনি পূর্বের বর্ণনার অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

১২৫১৫. অপর এক বর্ণনায় উমর (রা) হতে অনুরূপ বর্ণিত রয়েছে।

১২৫১৬. অন্য এক সূত্রে উমর (রা) হতে অনুরূপ বর্ণিত রয়েছে।

১২৫১৭. মুহাম্মদ ইবন কায়স (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন মদীনায় আগমন করেন, তখন মদীনাবাসী লোকেরা মদ পান করত এবং জুয়ালব্ধ মাল ভক্ষণ করত। এরপর তারা এতদুভয়ের বৈধতা সম্বন্ধে রাসূললুল্লাহ্ (সা)-কে প্রশ্ন করলে আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করলেন, يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيْهِمَا اِثْمٌ كَبِيْرٌ وَّمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَاِثْمُهُمَا اَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا (লোকে তোমাকে মদ ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। বল, উভয়ের মধ্যে মহাপাপ এবং মানুষের জন্য উপকারও আছে। কিন্তু তাদের পাপ উপকার অপেক্ষা অধিক। ২:২১৯) একথা শুনে লোকেরা বলতে লাগলেন, এতে তো অবকাশের কথাও উল্লেখ রয়েছে। সুতরাং আমরা জুয়ালব্ধ টাকা ভক্ষণ করব, মদ পান করব এবং এর জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করব। এমনি করে চলতে থাকলে একদিন এক ব্যক্তি মাগরিবের সালাত আদায় করতে আরম্ভ করে সূরা কাফিরূনের আয়াত কটি এভাবে পড়তে লাগল, قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ وَلَا اَنْتُمْ عَابِدُوْنَ مَا اَعْبُدُ– তার এভাবে পড়া ঠিক ছিলনা। কিন্তু সে যে কি পাঠ করছিল সে নিজেও তা বুঝতে পারছিলনা। তখন আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করলেন, يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَاتَقْرَبُوا الصَّلٰوةَ وَاَنْتُمْ سُكَارٰى (হে মুমিনগণ! মদ্য পানোন্মত্ত অবস্থায় তোমরা সালাতের নিকটবর্তী হবে না। ৪:৪৩) এরপরও তারা মদপানে রত থাকে। অবশ্য সালাতের সময় তারা মদ পান করতোনা। কাজেই সালাতে কি তিলাওয়াত করতো, তা তারা সুন্দর ভাবেই অনুধাবন করতে সক্ষম হতো। এমনিভাবে চলতে থাকলে আল্লাহ্ তা'আলা اِنَّمَا الْخَمْرُ

وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ ......فَهَلْ اَنْتُمْ مُنْتَهُوْنَ -আয়াত দুটো নাযিল করলেন। এ আয়াত নাযিল হওয়ায় সাহাবীগণ সকলেই বললেন, হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা এ কাজ বর্জন করলাম। কোন কোন ব্যাখ্যাকার বলেন, আয়াতটি সা'দ ইবন আবী ওয়াক্কাস (রা) এর ব্যাপারে নাযিল হয়েছে। একদিন মদ্য পানোম্মত্ত তাদের এক ব্যক্তির সাথে তার ঝগড়া হয়। এক পর্যায়ে উক্ত ব্যক্তি তাকে উটের গন্ডদেশের হাড় দ্বারা আঘাত করলে তার নাকের হাড় ভেঙ্গে যায়। তাদের এ দুজনের ব্যাপারেই উক্ত আয়াতটি নাযিল হয়েছে।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১২৫১৮. সা'দ (রা) বলেন, একদিন এক আনসারী সাহাবী যিয়াফতের খানার ব্যবস্থা করে আমাদেরকে দাওয়াত করেন। খানা খাওয়ার পর আমরা পেট ভরে মদ পান করি। এরপর মদ পানোম্মত্ত অবস্থায় আনসার ও কুরায়শী লোকেরা পরস্পর এক সম্প্রদায় অন্য সম্প্রদায়ের উপর নিজেদের গৌরব ও সৌর্য-বীর্যের কথা বলাবলি করতে থাকে। আনসাররা বলেন, আমরা তোমাদের থেকে শ্রেষ্ঠ। এহেন অবস্থায় আনসারী এক সাহাবী উটের গন্ডদেশের একটি হাড় হাতে নিয়ে সা'দ (রা)-এর নাকে সজোরে আঘাত করে। এতে তার নাক ভেঙ্গে যায়। এ কারণেই হযরত সা'দ (রা)-এর নাকটি ভাঙ্গা ছিল। তখনই আল্লাহ্ তা'আলা يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ নাযিল করেছেন।

১২৫১৯. সা'দ (রা) বলেন, একবার কতিপয় আনসারীর সাথে মদ পান করলাম। এরপর আমি মদ পানোম্মাত্ত অবস্থায় তাদের একজনকে প্রহার করলাম। বর্ণনাকারী বলেন, আমার মনে হয় তিনি বলেছেন, উটের হাড় দ্বারা আঘাত করেছি। এতে তার একটি অঙ্গ আমি ভেঙ্গে ফেলি। এরপর আমি নবী করীম (সা)-এর নিকট এসে তাকে এ সম্বন্ধে খবর দেই। এমতাবস্থায় মদ হারাম হওয়ার আয়াতটি নাযিল হয়।

ইরশাদ হয়েছে, يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ.......

১২৫২০. সা'দ (রা) বলেন, একদিন আমি কতিপয় আনসারী সাহাবীর সাথে মদপান করি। অতপর তিনি হাদীসটি অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

১২৫২১. সালিম ইব্ন 'আবদুল্লাহ্ (র) বলেন, প্রথমে মদ হারাম হয় এভাবে যে, একদিন সা'দ ইবন আবী ওয়াক্কাস (রা) তার কতিপয় সঙ্গী-সাথীসহ মদ পান করে পরস্পর বিবাদে লিপ্ত হন এবং তারা সা'দ (রা) এর উপর হামলা করে তার নাকটি ভেঙ্গে ফেলেন। এ ঘটনার প্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ আয়াতটি নাযিল করেন।

কোন কোন ব্যাখ্যাকার বলেন, আয়াতটি আনসারী দুই গোত্র সম্বন্ধে নাযিল হয়েছে।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১২৫২২. ইব্ন 'আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মদ হারাম হওয়ার আয়াত আনসারী দুই গোত্র সম্বন্ধে নাযিল হয়েছে। তারা মদপান করে বেহুশ হয়ে পরস্পর একে অন্যের সাথে হাতাহাতি করে।

এরপর তাদের জ্ঞান ফিরে আসলে তারা একে অপরের চেহারায় এবং গন্ডদেশে আঘাত দেখতে পায়। তখন তারা বলাবলি করতে থাকে যে, আমার অমুক ভাই আমার শরীরে আঘাত করেছে। অথচ তারা ছিলেন পরস্পর দ্বীনি ভাই। তাদের হৃদয়ে কোনরূপ হিংসা বিদ্বেষ ছিলনা। আল্লাহ পাকের কসম, সে যদি আমার প্রতি দয়াবান হত তাহলে কখনো আমার সাথে এরূপ আচরণ করতনা। এ আচরণে তাদের হৃদয়ে পরস্পরের প্রতি হিংসা বিদ্বেষ সৃষ্টি হয়। এরই প্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ ..... فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ পর্যন্ত আয়াতদ্বয় নাযিল করেছেন। তখন লোকেরা বলতে থাকে, আসলেই তা ঘৃণ্য বস্তু। কিন্তু অমুক তো এ ঘৃণ্য বস্তু পেটে নিয়ে বদরপ্রান্তরে শহীদ হয়েছেন, অমুক তো অহুদ প্রান্তরে শহীদ হয়েছেন। (তাদের পরিণতি কি হবে?) এরপর আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করলেন, لَيْسَ عَلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ جُنَاحٌ فِيْمَا طَعِمُوْا (যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে তারা পূর্বে যা ভক্ষণ করেছে, তাতে তাদের কোন পাপ নেই। ৫ : ৯৩)

১২৫২৩. বুরায়দা (রা) বলেন, একদিন আমরা একটি টিলার উপর বসে মদ পান করছিলাম। আমরা সংখ্যায় ছিলাম তিন কি চার জন। আমরা মদের মশক সামনে নিয়ে এক এক করে খুব পান করলাম। এরপর এখান থেকে রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর দরবারে গেলাম। তাকে আমি সালাম দিলাম। আর তখনই মদ নিষিদ্ধ হওয়ার আয়াতটি নাযিল হচ্ছিল। অর্থাৎ সে সময় يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ .... হতে فَهَلْ اَنْتُمْ مُنْتَهُوْنَ পর্যন্ত এ দুটি আয়াত নাযিল হয়। তৎক্ষণাৎ আমি আমার সঙ্গীদের নিকট গিয়ে তাদেরকে আয়াত দুটো তিলাওয়াত করে শুনাই। তখন তাদের কারও হাতে ছিল পানপাত্র। কেউ পান করছিলেন এবং পানপাত্রে কিছুটা অবশিষ্ট রয়ে গিয়েছিল। কারও ঠোঁটে তাজা মদ লেগেছিল। আমার মুখে এ আয়াত শুনে যে যে অবস্থায় ছিল সে অবস্থায়ই মদের পাত্র হতে মদ ঢেলে ফেলে দিলেন এবং সকলেই বললেন, হে আমাদের রব! আমরা মদ বর্জন করলাম। হে আমাদের পালনকর্তা! আমরা মদ বর্জন করলাম।

অন্যান্য ব্যাখ্যাকারদের মতে জুয়া নিষিদ্ধ হওয়ার পর এ আয়াতটি নাযিল হয়েছে। কেননা যারা জুয়া খেলত, তাদের পরস্পরের মধ্যেই শত্রুতা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি হত। মদ পানোম্মাদনা সম্বন্ধে তা নাযিল হয়নি।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১২৫২৪. কাতাদা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, জাহিলী যুগে লোকেরা জুয়া খেলার সময় নিজের পরিজন ও অর্থ সম্পদ বাজি রেখে জুয়া খেলত। খেলায় পরাজিত হয়ে তারা যখন রিক্ত হস্ত হয়ে যেত তখন অন্যের হাতে চলে যাওয়া মালের প্রতি অপলক নেত্রে তাকিয়ে থাকত। এতে তাদের পরস্পরের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি হত। এরপর আল্লাহ্ তা'আলা এ ঘৃণিত কর্ম তাদের জন্য নিষিদ্ধ করে দেন। আল্লাহ্ পাকই তাঁর বান্দার কল্যাণ সম্বন্ধে সর্বাধিক জ্ঞাত।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, বিশুদ্ধ মতানুসারে এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা উপরোক্ত বিষয়গুলোকে ঘৃণ্য বস্তু বলে আখ্যায়িত করেছেন এবং মুসলমানদেরকে তিনি এর থেকে বিরত থাকতে আদেশ দিয়েছেন।

ব্যাখ্যাকারগণ এ আয়াতের শানে নুযূল সম্বন্ধে একাধিক মত প্রকাশ করেছেন। বস্তুতঃ এ আয়াতের একাধিক শানে নুযূল হতে পারে। হতে পারে যে, মদের ব্যাপারে 'উমর (রা)-এর দু'আর কারণে আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াতটি নাযিল করেছেন। এও হতে পারে যে, মদ পানোম্মত্ত অবস্থায় আনসারী সাহাবী কর্তৃক সা'দ (রা)-এর আঘাত প্রাপ্ত হওয়ার ঘটনার প্রেক্ষিতে এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে। জুয়ার কারণে পরস্পরের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি হওয়ার প্রেক্ষিতে আয়াতটি নাযিল হয়েছে একথা বলাও যথার্থ। কেননা এর কোন একটির ব্যাপারে আমার নিকট অকাট্য কোন প্রমাণ নেই। বরং এ আয়াতের হুকুমের মধ্যে সমস্ত মুসলমানই অন্তর্ভুক্ত আছে। কারো অজ্ঞতা কোন ঘটনার শানে নুযূল হতে কোন বিপত্তি নেই। সুতরাং মদ, জুয়া, পূঁজার বেদী, ভাগ্য নির্ণায়ক শর ঘৃণ্য বস্তু, শয়তানের কাজ। প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরয এসব ঘৃণ্য বস্তু বর্জন করা। ইরশাদ হয়েছে فَاجْتَنِبُوْا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ সুতরাং তোমরা তা বর্জন কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।

মহান আল্লাহ্র বাণী—

(৯২) وَ اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَ اَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَ احْذَرُوْا ۚ فَاِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوْٓا اَنَّمَا عَلٰى رَسُوْلِنَا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ ۝

৯২. তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর ও রাসূলের আনুগত্য কর এবং সতর্ক হও; যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও তবে জেনে রেখ যে, স্পষ্ট প্রচারই আমার রাসূলের কর্তব্য।

ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, মদ, জুয়া, মূর্তিপূজার বেদী এবং ভাগ্য নির্ণায়ক শর ঘৃণ্য বস্তু, শয়তানের কাজ। সুতরাং তোমরা তা বর্জন কর এবং আল্লাহর আনুগত্য কর ও এগুলো বর্জন করার ক্ষেত্রে রাসূলের (সা) আনুগত্য কর। আর আল্লাহ্ পাক যে, আদেশ করেছেন তা বাস্তবায়নের ব্যাপারে তোমাদের অনুসরণের ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলার নাফরমানীর কাজে শয়তান তোমাদেরকে যে নির্দেশ দিচ্ছে, এ বিষয়ে তোমরা শয়তানের বিরুদ্ধাচারণ করবে। কেননা, মদ ও জুয়ার দ্বারা শয়তান তোমাদের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করতে চায়। وَاحْذَرُوْا —এবং তোমরা সতর্ক হও। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলাকে ভয় করবে এবং মনে রাখবে যে, আল্লাহ্ তোমাদেরকে যে কাজ করতে নিষেধ করেছেন, তোমরা যদি তা কর তবে তিনি তা অবশ্যই দেখবেন। ফলে তোমরা ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। فَاِنْ تَوَلَّيْتُمْ —যদি তোমরা আমার নির্দেশ মুতাবিক আমল না কর এবং নিষিদ্ধ কাজ থেকে বিরত না থাক আর আল্লাহ্ পাক ও তদীয় রাসূলের (স) প্রতি বিশ্বাস এবং তাঁর অনুসৃত আদর্শের অনুসরণ হতে পৃষ্ঠ প্রদর্শন কর فَاعْلَمُوْا اَنَّمَا عَلٰى رَسُوْلِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِيْنُ —তবে জেনে রেখ যে, আমি যে আদর্শ দিয়ে নবী প্রেরণ করেছি, তা পৌছানো ছাড়া তাঁর উপর অন্য আর কোন কর্তব্য নেই। অবশ্য এ

পয়গাম এমন সুস্পষ্টভাবে পৌঁছাতে হবে, যাতে তোমাদের নিকট সত্য পথ সুস্পষ্ট হয়ে যায়। পক্ষান্তরে পৃষ্ঠপ্রদর্শনের শাস্তি এবং গুনাহের প্রতিদান তাদের উপরই বর্তাবে, যাদের প্রতি রাসূল প্রেরণ করা হয়েছে; নবী-রাসূল গণের উপর নয়। বস্তুতঃ যারা আল্লাহ্ তা'আলার বিধি-নিষেধ উপেক্ষা করে, এ আয়াতে তাদের প্রতি কঠোর হুশিয়ারী উচ্চারণ করা হয়েছে। আল্লাহ পাক বলেন, তোমরা যদি আদেশ-নিষেধ অমান্য কর তবে তোমরা আমার আযাবে পতিত হবে। সুতরাং তোমরা আমার অসন্তুষ্টি হতে বাঁচার লক্ষ্যে সতর্কতা অবলম্বন কর।

মহান আল্লাহ্‌র বাণী—

(৯৩) لَيْسَ عَلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ جُنَاحٌ فِيْمَا طَعِمُوْٓا اِذَا مَا اتَّقَوْا وَّ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَّ اٰمَنُوْا ثُمَّ اتَّقَوْا وَّ اَحْسَنُوْا ؕ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ۠

৯৩. যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে তারা পূর্বে যা ভক্ষণ করেছে এর জন্য তাদের কোন পাপ নেই, যদি তারা সাবধান হয় এবং ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, সাবধান হয় ও বিশ্বাস করে, পুনরায় সাবধান হয় ও সৎকর্ম করে। এবং আল্লাহ্ সৎকর্মপরায়ণদেরকে ভালবাসেন।

ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوْا

এ আয়াত নাযিল হওয়ার পর যারা এ কথা বলেছিলেন যে, আমাদের ঐ সমস্ত ভাইদের অবস্থা কি হবে, যারা মদ পানে অভ্যস্ত থাকা অবস্থায় মৃত্যু বরণ করেছেন? তখন আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা করলেন যে, তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে তারা মদ হারাম হওয়ার পূর্বে যে মদ পান করেছে, তাতে তাদের কোন পাপ হবেনা। اِذَا مَا اتَّقَوْا وَاٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ—যদি তাদের জীবিত লোকেরা আল্লাহ্‌কে ভয় করে তাহ্‌লে হারাম বস্তু বর্জন করার ব্যাপারে তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় করবে এবং তারা তাকে সর্বদা স্মরণ রাখবে। আর বিধি নিষেধের ব্যাপারে আল্লাহ্ ও তার রাসূলের প্রতি বিশ্বাসী হবে এবং তাদের উভয়ের আনুগত্য করবে। وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ—সৎকর্ম করে অর্থাৎ যে জাতীয় কাজে আল্লাহ্ রাজী এবং সন্তুষ্ট হন, ঐ কাজ করে। ثُمَّ اتَّقَوْا وَّاٰمَنُوْا অর্থাৎ তারা আল্লাহ্‌কে ভয় করে এবং হারামকে বর্জন করার ব্যাপারে খুব লক্ষ্য রাখে আর এর উপর অবিচল থাকে এবং এতে কোন রূপ রদবদল করেনা। ثُمَّ اتَّقَوْا وَّاَحْسَنُوْا অর্থাৎ তারা আল্লাহ্‌কে ভয় করে এবং ভয় তাদেরকে সৎকর্ম পরায়ণতার প্রতি উদ্বুদ্ধ করে। সৎকর্মপরায়ণতা মানে যে আমল আল্লাহ্ তা'আলা তাদের প্রতি ফরয করেছেন, তারা ঐ কাজ যথাযথভাবে পালন করে। অবশ্য আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে এবং তার শাস্তি হতে বাঁচার লক্ষ্যে কেউ যদি নফল আমল করে তবে এর দ্বারা তারা তাঁর আরো নৈকট্য হাসিল করতে সক্ষম

হবে। وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ —যারা নফল আমলের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য লাভের সাধনায় সচেষ্ট, আল্লাহ্ তাদেরকে ভালবাসেন। এখানে اِتَّقَوْا শব্দটি তিনবার ব্যবহৃত হয়েছে। প্রথম اِتِّقَاءٌ (সাবধান হওয়া) মানে হল, আল্লাহর হুকুম-আহকামকে উত্তমরূপে কবুল করা, এতে বিশ্বাসী হওয়া এবং জীবনে তা বাস্তবায়িত করা ও আমল করা। দ্বিতীয় اِتِّقَاءٌ মানে স্বীয় বিশ্বাসের উপর অবিচল থাকা এবং বহুরূপী বেশ বর্জন করা। আর তৃতীয় اِتِّقَاءٌ মানে ইহসানের পথ অবলম্বন করা এবং নফল আমলের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য লাভের চেষ্টা করা। যদি প্রশ্ন করা হয় যে, তৃতীয় اِتِّقَاءٌ মানে নফল আমলের দ্বারা আল্লাহর নৈকট্য লাভ করা, ফরযের মাধ্যমে নয়; একথার প্রমাণ কী?

এ প্রশ্নের জবাবে বলা হবে যে, 'আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াতে একথা ঘোষণা করেছেন, যারা মদ হারাম হওয়ার পূর্বে তা পান করেছে, তারা যদি হারাম হওয়ার বিধান নাযিলের পর মদ পান করা হতে বেঁচে থাকে, এ ব্যাপারে আল্লাহ্ ও তার রাসূলের প্রতি বিশ্বাসী হয় এবং সৎকর্ম তথা ফরয আমলের প্রতি যদি যত্নবান হয় তবে তাদের কোন গুনাহ হবেনা। সুতরাং ثُمَّ اتَّقَوْا وَّاَحْسَنُوْا বলে আবার ফরয আমলের কথা বুঝানো আদৌ সমীচীন হতে পারেনা। মোদ্দা কথা হল, কতিপয় সাহাবী যারা মদ হারাম হওয়ার আগে মদ পানে অভ্যস্ত থাকা অবস্থায় মৃত্যু বরণ করেছে তাদের পরিণতি কি হবে এ সম্বন্ধে প্রশ্ন উত্থাপন করা হলে এ আয়াতটি নাযিল হয় এবং এ সম্বন্ধে একাধিক বর্ণনাও বিদ্যমান রয়েছে।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১২৫২৫. ইব্ন 'আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মদ নিষিদ্ধ হওয়ার আয়াত নাযিল হওয়ার পর সাহাবাগণ বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! আমাদের যে সব সঙ্গী-সাথী মদ্য পানে অভ্যস্ত থাকা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছেন, তাদের কি পরিণতি হবে? তখন নাযিল হল, لَيْسَ عَلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ جُنَاحٌ -এ আয়াত।

১২৫২৬. ইসরাঈল (র) অপর এক সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

১২৫২৭. আনাস ইব্ন মালিক (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন আমি আবূ তালহা, আবূ উবায়দা ইব্নুল জাররাহ, মু'আয ইব্ন জাবাল, সুহায়ল ইব্ন বায়যা এবং আবূ দুজানা (রা) কে পিয়ালাতে মদ ভরে ভরে দিচ্ছিলাম। কাচা পাকা খেজুর দ্বারা তৈরী মদ পান করে তাদের মাথা নুয়ে আসছিল। এমন সময় আমরা এক ব্যক্তিকে এ মর্মে আহবান করতে শুনতে পেলাম যে, খবরদার, মদ হারাম করা হয়েছে। তখন ঘর থেকে কেউ বের হননি এবং বাইরে থেকেও কেউ নুতনভাবে ঘরে প্রবেশ করেনি, এমতাবস্থায় যার কাছে যে মদ ছিল আমরা তা মাটিতে ঢেলে ফেলে দেই। এমনকি মদ ভর্তি মটকাগুলো আমরা ভেংগে চুরমার করে ফেলি। এরপর কেউ উযূ করে কেউ গোসল করে এবং কেউ উম্মে সুলায়মের নিকট হতে আতর সুগন্ধি শরীরে লাগিয়ে আমরা মসজিদের উদ্দেশ্যে রওয়ানা করি। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাদের সামনে يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ -এ আয়াতটি فَهَلْ اَنْتُمْ

مُنْتَهُوْنَ পর্যন্ত তিলাওয়াত করলেন। একথা শুনে জনৈক সাহাবী বললেন, ইয়ারাসূলাল্লাহ! মদ্যপানে অভ্যস্ত অবস্থায় আমাদের থেকে যারা মৃত্যু বরণ করেছেন, তাদের কি পরিণাম হবে? তখন আল্লাহ তা'আলা لَيْسَ عَلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ جُنَاحٌ فِيْمَا طَعِمُوْٓا (যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে তারা পূর্বে যা ভক্ষণ করেছে এর জন্য তাদের কোন পাপ নেই)-এ আয়াত নাযিল করেছেন। একথা শুনে জনৈক ব্যক্তি কাতাদা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি সত্যিই কি এ হাদীসটি আনাস (রা) থেকে শুনেছেন? তিনি বললেন, হাঁ, শুনেছি। তখন উক্ত ব্যক্তি আনাস ইবন মালিক (রা)-এর নিকট গিয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কি এ হাদীসটি রাসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে শুনেছেন? জবাবে তিনি বললেন, হাঁ শুনেছি! এবং আমাকে এ কথাটি এমন ব্যক্তি শুনিয়েছেন, যিনি মিথ্যা বলেননি। আল্লাহর শপথ, আমরা মিথ্যা বলতে অভ্যস্ত নই এবং মিথ্যা কি আমরা তা জানিনা।

১২৫২৮. বারা' (রা) বলেন, মদ হারাম করা হলে সাহাবাগণ বললেন, আমাদের যে সব সঙ্গী সাথী মদ্যপানে অভ্যস্ত থাকা অবস্থায় মৃত্যু বরণ করেছেন, তাদের কি অবস্থা হবে?-এ কথার প্রেক্ষিতে لَيْسَ عَلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ جُنَاحٌ فِيْمَا طَعِمُوْٓا আয়াত নাযিল হয়েছে।

১২৫২৯. বারা' (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কতিপয় সাহাবী মদ্যপানে অভ্যস্ত থাকা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলে কতিপয় সাহাবী বললেন, যারা এ অবস্থায় মারা গেছে তাদের কি পরিণাম হবে? তখন لَيْسَ عَلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ -এ আয়াত নাযিল হয়।

১২৫৩০. মুজাহিদ (র) বলেন, لَيْسَ عَلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ جُنَاحٌ فِيْمَا طَعِمُوْٓا -এ আয়াতটি নবী করীম (সা)-এর সাথে বদর ও অহুদ যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী সাহাবীদের ব্যাপারে নাযিল হয়েছে।

১২৫৩১. 'আব্দুল্লাহ্ (রা) বলেন, لَيْسَ عَلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ جُنَاحٌ فِيْمَا طَعِمُوْٓا -এ আয়াত নাযিল হলে আমাকে বলা হল, তুমিও তাদের অন্তর্ভুক্ত।

১২৫৩২. কাতাদা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি আল্লাহ পাকের বাণী لَيْسَ عَلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ جُنَاحٌ فِيْمَا طَعِمُوْٓا .... وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, আহযাবের যুদ্ধের পর সূরা মায়িদায় মদ নিষিদ্ধ হওয়ার আয়াত নাযিল হলে কতিপয় সাহাবী বললেন, অমুক বদর যুদ্ধে শহীদ হয়েছেন, অমুক ওহুদের যুদ্ধে শহীদ হয়েছেন। অথচ তারা মদ পানে অভ্যস্ত থাকা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছেন। এতদ্বসত্ত্বেও আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তারা জান্নাতী। এরপর আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করলেন– لَيْسَ عَلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ جُنَاحٌ فِيْمَا طَعِمُوْٓا اِذَا مَا اتَّقَوْا وَّاٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَّاٰمَنُوْا ثُمَّ اتَّقَوْا وَّاَحْسَنُوْا وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ .

তারা তাকওয়া ও ইহ্সানের অবস্থায় মদ্য পান করেছেন। তখন তাদের জন্য মদপান করা হালাল ছিল। এরপর তা হারাম করা হয়। তাই তারা পূর্বে যা পান করেছে এ কারণে তাদের কোন গুনাহ হবেনা।

১২৫৩৩. ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, لَيْسَ عَلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ جُنَاحٌ فِيْمَا طَعِمُوْا ...... -এ আয়াতটি নাযিল হলে সাহাবাগণ বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমাদের যে সব ভাই মদ্যপান ও জুয়ায় অভ্যস্ত থাকা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছেন তাদের কি পরিণাম হবে? এ প্রশ্নের উত্তরে আল্লাহ্ ত'আলা এ আয়াত নাযিল করলেন– لَيْسَ عَلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ جُنَاحٌ فِيْمَا طَعِمُوْا ....

অর্থাৎ মদ হারাম হওয়ার পূর্বে যারা মদ পান করেছেন তাদের কোন পাপ হবে না যদি তারা সৎকর্মপরায়ণ ও মুত্তাকী হয়। যেমন, মদ সম্বন্ধে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন, فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ فَانْتَهٰى فَلَهٗ مَاسَلَفَ—যার নিকট তার প্রতিপালকের উপদেশ এসেছে এবং বিরত হয়েছে, তবে অতীতে যা হয়েছে, তা তারই। (২:২৭৫)

১২৫৩৪. ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি لَيْسَ عَلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ جُنَاحٌ فِيْمَا طَعِمُوْا .... -এর ব্যাখ্যায় বলেন, কতিপয় সাহাবী যারা মদ হারাম হওয়ার পূর্বে মদ পানে অভ্যস্ত থাকা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছেন, তারা পূর্বে যে মদ পান করেছেন এতে তাদের কোন পাপ নেই। মদ হারাম হলে সাহাবাগণ বললেন, এ কেমন করে হারাম হবে? অথচ আমাদের কতিপয় ভাই মদ পানে অভ্যস্ত থাকা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছেন। এসব কথপোকথনের প্রেক্ষিতে আল্লাহ তাআলা لَيْسَ عَلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ جُنَاحٌ فِيْمَا طَعِمُوْا اِذَا مَااتَّقَوْا وَّاٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ -এ আয়াত নাযিল করেন। এর মর্ম হল, তারা যদি সৎকর্মপরায়ণ এবং মুত্তাকী হয় তাহলে মদ হারাম হওয়ার পূর্বে তারা যে মদ পান করেছে এ কারণে তাদের কোন পাপ হবেনা। আল্লাহ্ তা'আলা সৎকর্মপরায়ণ লোকদেরকে ভালবাসেন।

১২৫৩৫. মুজাহিদ (র) আল্লাহর বাণী لَيْسَ عَلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ جُنَاحٌ فِيْمَا طَعِمُوْا -এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে বদর ও অহুদে যারা অংশগ্রহণ করে শহীদ হয়েছেন, তাদের মধ্যে যারা মদ্যপান করেছেন, এ কারণে তাদের কোন পাপ হবেনা।

১২৫৩৬. দাহহাক (র) হতে বর্ণিত। তিনি আল্লাহর বাণী لَيْسَ عَلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ جُنَاحٌ -এর ব্যাখ্যায় বলেন, এ আয়াত মদ হারাম হওয়ার পর নাযিল হয়েছে। মদ হারাম হওয়ার পর সাহাবাগণ নবী করীম (সা)-কে এ মর্মে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, আমাদের যে ভাই সব মদপানে অভ্যস্ত থাকা অবস্থায় মৃত্যু বরণ করেছেন তাদের কি পরিণতি হবে? তখন আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াতটি নাযিল করেছেন।

মহান আল্লাহ্র বাণী—

(٩٤) يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللّٰهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ تَنَالُهٗۤ اَيْدِيْكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللّٰهُ مَنْ يَّخَافُهٗ بِالْغَيْبِ ۚ فَمَنِ اعْتَدٰى بَعْدَ ذٰلِكَ فَلَهٗ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ○

৯৪. হে মু'মিনগণ! তোমাদের হাত ও বর্শা যা শিকার করে সে বিষয়ে আল্লাহ্ অবশ্য তোমাদেরকে পরীক্ষা করবেন, যাতে আল্লাহ্ অবহিত হন কে তাঁকে না দেখেও ভয় করে। সুতরাং এরপর কেউ সীমা লংঘন করলে তার জন্য মর্মন্তুদ শাস্তি রয়েছে।

ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, আল্লাহ ও রাসূলে বিশ্বাসী হে মু'মিনগণ! لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللّٰهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ কোন কোন শিকার দ্বারা আল্লাহ্ অবশ্যই তোমাদেরকে পরীক্ষা করবেন। এ আয়াতে আল্লাহ তাদেরকে এ মর্মে অবহিত করেছেন যে, তিনি শিকারের দ্বারা তাদেরকে পরীক্ষা করবেন। বস্তুত: আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে সামুদ্রিক শিকারের দ্বারা পরীক্ষা করেননি। বরং পরীক্ষা করেছেন স্থলজ শিকারের দ্বারা। সুতরাং আয়াতের অর্থ হবে কোন কোন শিকারের দ্বারা, সমস্ত শিকারের দ্বারা নয়। تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ—যা তোমরা হাত দ্বারা শিকার কর যেমন ডিম ও পাখির ছানা। অথবা তীর ও বর্শা দ্বারা শিকার কর। যেমন গাধা, গরু ও হরিণ ইত্যাদি। তিনি অবশ্যই হজ্জ ও উমরার ইহ্রামের অবস্থায় তোমাদেরকে পরীক্ষা করবেন। এক জামা'আত ব্যাখ্যাকার অনুরূপ অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১২৫৩৭. মুজাহিদ (র) হতে বর্ণিত। তিনি আল্লাহ পাকের বাণী لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللّٰهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ -এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন; এর দ্বারা ছোট ও বাচ্চা শিকার বুঝানো হয়েছে। যেমন ঃ পাখির ছানা ও ডিম। আর رماحكم এর দ্বারা বড় শিকার বুঝানো হয়েছে।

১২৫৩৮. মুজাহিদ (র) হতে অনুরূপ বর্ণিত রয়েছে।

১২৫৩৯. মুজাহিদ (র) হতে অপর একসূত্রে বর্ণিত। তিনি تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ -এর ব্যাখ্যায় বলেন, رِمَاحُكُمْ বর্শা দ্বারা বড় ধরনের প্রাণী শিকার করা হয়। আর وايديكم হাত দ্বারা ছোট ধরনের প্রাণী শিকার করা হয়। যেমন পাখির ছানা ও ডিম ইত্যাদি।

১২৫৪০. মুজাহিদ (র) হতে বর্ণিত। তিনি আল্লাহ পাকের বাণী لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللّٰهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ এর ব্যাখ্যায় বলেন, এমন পশু যা পলায়ন করতে সক্ষম নয়।

১২৫৪১. মুজাহিদ (র) হতে অন্যসূত্রে অনুরূপ বর্ণিত রয়েছে।

১২৫৪২. ইব্ন 'আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি আল্লাহ তা'আলার বাণী أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ এর ব্যাখ্যায় বলেন, এর দ্বারা ছোট ও দুর্বল শিকার বুঝানো হয়েছে। ইহ্রামের অবস্থায় এর দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বান্দাদেরকে পরীক্ষা করেন। তারা ইচ্ছা করলে হাত দ্বারাও এগুলো শিকার করতে পারে। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে এ কাজ করতে নিষেধ করে দেন।

১২৫৪৩. মুজাহিদ (র) হতে অপর স্থানে বর্ণিত। তিনি আল্লাহ পাকের বাণী يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللّٰهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ -এর ব্যাখ্যায় বলেন, পাখির ছানা ও ডিম এবং যা পলায়ন করতে সক্ষম নয় এমন প্রাণী।

আল্লাহ তা'আলার বাণী ঃ لِيَعْلَمَ اللّٰهُ مَنْ يَّخَافُهُ بِالْغَيْبِ فَمَنِ اعْتَدٰى بَعْدَ ذٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ اَلِيْمٌ (যাতে আল্লাহ্ অবহিত হন কে তাকে না দেখেও ভয় করে। সুতরাং এরপর কেউ সীমা লংঘন করলে তার জন্য মর্মন্তুদ শাস্তি রয়েছে) এর ব্যাখ্যায় ইমাম আবু জা'ফর তাবারী (র) বলেন, হে মু'মিনগণ! আল্লাহ্ ইহরামের অবস্থায় কোন কোন শিকারের দ্বারা তোমাদেরকে পরীক্ষা করবেন, যাতে অনুগত মু'মিন, বিধি-নিষেধের অনুসারী ব্যক্তি এবং আল্লাহ ভীরু লোকেরা আল্লাহর নিষিদ্ধ কাজসমূহ হতে বেঁচে থাকে। بِالْغَيْبِ অর্থ দুনিয়াতে না দেখেও। আমি পূর্বে একথা উল্লেখ করেছি যে, غَيْب শব্দটি مصدر (ক্রিয়ামূল)। যেমন বলা হয় غاب يغيب غيبا و غيبة। غيب বলা হয় ঐ বস্তুকে, যা চোখে দেখা যায়না। এ হিসাবে আয়াতাংশের অর্থ হবে, যেন তিনি জানেন তার বন্ধুদেরকে যারা তাকে ভয় করে এবং তার নিষিদ্ধ কাজ তথা পশু শিকার করা ইত্যাদি হতে বিরত থাকে। অথচ তারা তাকে দেখেনা। আল্লাহ তা'আলার বাণী فَمَنِ اعْتَدٰى بَعْدَ ذٰلِكَ (সুতরাং এর পর কেউ সীমালংঘন করলে) অর্থাৎ পশু শিকারকে হারাম করে আল্লাহ্ তা'আলা যে পরীক্ষা করেন এ পরীক্ষার পর আল্লাহর নির্ধারিত সীমা কেউ লংঘন করলে এবং পশু ধরে বা মেরে হারামকে হালাল সাব্যস্ত করলে فَلَهُ عَذَابٌ তার জন্য রয়েছে আল্লাহর পক্ষ হতে اَلِيْمٌ মর্মন্তুদ শাস্তি ।

মহান আল্লাহ্র বাণী—

(৯৫) يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَاَنْتُمْ حُرُمٌ ؕ وَمَنْ قَتَلَهٗ مِنْكُمْ مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهٖ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ هَدْيًۢا بٰلِغَ الْكَعْبَةِ اَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسٰكِيْنَ اَوْ عَدْلُ ذٰلِكَ صِيَامًا لِّيَذُوْقَ وَبَالَ اَمْرِهٖ ؕ عَفَا اللّٰهُ عَمَّا سَلَفَ ؕ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللّٰهُ مِنْهُ ؕ وَ اللّٰهُ عَزِيْزٌ ذُو انْتِقَامٍ ○

৯৫. হে মু'মিনগণ! ইহরাম অবস্থায় তোমরা শিকারের জন্তু হত্যা করোনা। তোমাদের মধ্যে যে কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে তা হত্যা করবে, তার বিনিময় হলো অনুরূপ গৃহপালিত জন্তু। তোমাদের মধ্যে দু'জন ন্যায়বান লোক এর মীমাংসা করবে, উক্ত জন্তুকে কা'বাহ্ ঘরে (মহান আল্লাহ্র দরবারে) হাদ্ইয়াহ্রূপে প্রেরণ করতে হবে। অথবা এর কাফ্ফারা হবে দরিদ্রকে খাদ্য দান করা কিংবা সম সংখ্যক সিয়াম পালন করা, যাতে সে আপন কৃতকর্মের ফল ভোগ করে। যা গত হয়েছে আল্লাহ্ তা ক্ষমা করেছেন। কেউ তা পুনরায় করলে আল্লাহ্ তাকে শাস্তি দিবেন এবং আল্লাহ্ মহাপরাক্রমশালী, প্রতিশোধ গ্রহণকারী।

ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, আল্লাহ্ তা'আলা ও রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর প্রতি বিশ্বাসী হে মু'মিনগণ! তোমরা শিকারের জন্তু হত্যা করবে না, যা আমি তোমাদেরকে বর্ণনা করে দিয়েছি। তা হল স্থলজ পশু, জলজ পশু নয়। ইহ্রামের অবস্থায় অর্থাৎ হজ্জ

ও উমরার ইহ্‌রামের অবস্থায় حرم শব্দটি حرام শব্দের বহুবচন। এক্ষেত্রে পুরুষ ও স্ত্রী উভয়ই সমান। যেমন বলা হয় (هذا رجل حرام ---- ও وهذه امرأة حرام) পক্ষান্তরে পুরুষ মুহরিম ব্যক্তিকে محرم এবং মহিলা মুহরিম ব্যক্তিকে محرمة বলা হয়। احرام বলা হয় এ অবস্থায় দাখিল হওয়াকে। যেমন বলা হয়, احرم القوم অর্থাৎ কওম হারাম মাসে অথবা হরমের মধ্যে প্রবেশ করেছে। এ হিসাবে আয়াতের অর্থ হবে, হজ্জ বা উমরার ইহ্‌রামের অবস্থায় তোমরা শিকারের জন্তু হত্যা করবে না। وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা তার বান্দাদেরকে ইহ্‌রামের অবস্থায় শিকারের জন্তু ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করতে নিষেধ করেছেন। ইচ্ছাকৃত হত্যা কাকে বলে, এ বিষয়ে তাফসীরকারগণের মধ্যে একাধিক মত রয়েছে।

কারও কারও মতে, ইহ্‌রামের কথা ভুলে কোন শিকারের জন্তু ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করলে এ হুকুম প্রযোজ্য হবে। তারা বলেন, ইহ্‌রামের কথা স্মরণ থাকা অবস্থায় কেউ যদি ইচ্ছাকৃতভাবে কোন জন্তু বধ করে তাহলে এর বিষয়টি মহান আল্লাহ্‌র উপর ন্যস্ত থাকবে। এ আয়াতে উক্ত হুকুমের কারণও উল্লেখ করা হয়েছে। এ অবস্থায় খানা খাওয়াতে সক্ষম না হলে কাফ্‌ফারা প্রদান করতে হবে।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১২৫৪৪. মুজাহিদ (র) হতে বর্ণিত। তিনি وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ - এর ব্যাখ্যায় বলেন, কেউ যদি ইহ্‌রামের কথা ভুলে গিয়ে ইচ্ছাকৃত কোন জন্তু হত্যা করে, তবে উপরোক্ত হুকুম প্রযোজ্য হবে। পক্ষান্তরে, ইহ্‌রামের কথা স্মরণে থাকা অবস্থায় ইচ্ছাকৃভাবে হত্যা করলে তার ক্ষেত্রে এ হুকুম প্রযোজ্য হবে না।

১২৫৪৫. মুজাহিদ (র) বলেন, মুহ্‌রিম জানা থাকা সত্ত্বেও যদি কোন ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে কোন জন্তু হত্যা করে তার জন্য উক্ত হুকুম প্রযোজ্য হবে না এবং তার হজ্জও সহী হবে না। কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে, وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا (তোমাদের মধ্যে কেউ তা ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করলে)। ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করা মানে এমন হত্যা, যাতে কাফ্‌ফারা ওয়াজিব হয়। এতে কাফ্‌ফারা ও قتل خطاء এর বিষয়টিও অন্তর্ভুক্ত। ইহ্‌রামের কথা ভুলে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করাকে قتل خطا বলা হয়। একবার প্রাণী হত্যা করলে এ বিধান প্রযোজ্য হবে। একাধিকবার করলে আল্লাহ্ তা'আলা তাকে বিশেষভাবে শাস্তি দিবেন।

১২৫৪৬. মুজাহিদ (র) لَاتَقْتُلُو الصَّيْدَ وَاَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا -এর ব্যাখ্যায় বলেন, কেউ যদি ইহ্‌রামের কথা ভুলে না যায় এবং অন্য কিছুর ইচ্ছা না করে থাকে এ অবস্থায় পশুহত্যা করলে তার ইহ্‌রাম ভঙ্গ হয়ে যাবে। কেননা,এরূপ করার অধিকার তার নেই। আর কেউ যদি ভুলবশত: অথবা অন্য কিছুর ইচ্ছায় কোন পশু হত্যা করে তবে একে ইচ্ছাকৃত হত্যা বলে গণ্য করা হবে এবং এতে কাফ্‌ফারা ওয়াজিব হবে।

১২৫৪৭. মুজাহিদ (র) হতে বর্ণিত। তিনি আল্লাহ্র বাণী- وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا -এর ব্যাখ্যায় বলেন, ইহ্রামের কথা ভুলে কেউ যদি ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করে, তবে এ হুকুম প্রযোজ্য হবে।

১২৫৪৮. মুজাহিদ (র) বলেন, "ইচ্ছাকৃত হত্যা" মানে ভুলক্রমে হত্যা করা, যাতে কাফ্ফারা ওয়াজিব হয়।

১২৫৪৯. মুজাহিদ (র) হতে বর্ণিত। তিনি وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, কুরআন মাজীদে বর্ণিত ইচ্ছাকৃত হত্যা মানে অন্য কিছু করার ইচ্ছা পোষণ করা অবস্থায় পশুহত্যা করা। এ অবস্থায় কাফ্ফারা আদায় করা ওয়াজিব। যদি ইহ্রামের কথা স্মরণে থাকা অবস্থায় শিকারে প্রবৃত্ত হয় এবং অন্য কোন ইচ্ছা পোষণ না করে থাকে তবে তার জন্য এ হুকুম প্রযোজ্য হবে না। এ অবস্থায় কাফ্ফারার চেয়েও অধিক পাপ হবে।

১২৫৫০. মুজাহিদ (র) وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন, ইহ্রামের কথা ভুলে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করলে এ হুকুম প্রযোজ্য হবে।

১২৫৫১. অপর এক সূত্রে মুজাহিদ (র) হতে অনুরূপ বর্ণিত রয়েছে।

১২৫৫২. ইব্ন জুরায়জ (র)-হতে বর্ণিত। তিনি وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا এর ব্যাখ্যায় বলেন, ইহ্রামের কথা না ভুলে এবং অন্য কোন কাজের ইচ্ছা পোষণ না করা অবস্থায় জন্তু বধ করলে ইহ্রাম ভঙ্গ হয়ে যাবে। হজ্জ পালনকারীর জন্য এরূপ করার ইখতিয়ার নেই। পক্ষান্তরে ইহ্রামের কথা ভুলে অথবা অন্য কোন কিছু করার ইচ্ছা পোষণ করার অবস্থায় ভুলক্রমে কোন পশু বধ করলে এ হুকুম প্রযোজ্য হবে। একেই ইচ্ছাকৃত হত্যা বলা হয়। এতে কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে।

১২৫৫৩. হাসান (র) وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا এর ব্যাখ্যায় বলেন, তোমাদের কেউ যদি ইহ্রামের কথা ভুলে ইচ্ছাকৃতভাবে কোন পশু বধ করে। فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَالِكَ কেউ যদি ইহ্রামের কথা স্মরণে থাকা সত্ত্বেও ইচ্ছাকৃত পশু বধ করে।

১২৫৫৪. ইহ্রামের কথা স্মরণে থাকা অবস্থায় কেউ যদি ইচ্ছাকৃতভাবে পশু হত্যা করে এ ধরনের ব্যক্তিদের সম্বন্ধে হাসান (র) বলতেন, তাদের ক্ষেত্রে এ হুকুম প্রযোজ্য হবেনা। হাম্মাদ ইব্রাহীম (র) এর সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

১২৫৫৫. হাম্মাদ ইব্ন সালিমা (র) বলেন, জা'ফর ইব্ন আবী ওয়াহ্শিয়্য (র) আমাকে আম্র ইব্ন দীনার (র)- এর নিকট وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ এর ব্যাখ্যা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করার জন্য হুকুম করলে আমি তাকে এ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, এ ব্যাপারে উক্ত ব্যক্তির ইখতিয়ার থাকবে। যে কোন প্রক্রিয়া অবলম্বন করে সে এর বদলা আদায় করতে পারবে। হাদী কুরবানী করতে পারবে, মিসকীনদেরকে আহার করাতে পারবে এবং ইচ্ছা করলে রোযাও রাখতে পারবে। একথা আমি জা'ফর (র)-কে জানালাম এবং বললাম, এ সম্বন্ধে আপনার অভিমত কী? তিনি কিছুক্ষণ চুপ থেকে হাসি দিয়ে বললেন, সা'ঈদ ইব্ন জুবায়র (র) এরূপ ব্যক্তি সম্বন্ধে বলতেন, তার

কাফ্ফারা হবে কা'বায় প্রেরিতব্য কুরবানী। খাদ্যদান এবং সওমও কাফ্ফারা হবে। তবে এগুলো কুরবানীর সমমানের নয়। সওম পালনের ক্ষেত্রে বিধান হল, তিন হতে দশ দিন পর্যন্ত সাওম পালন করবে।

১২৫৫৬. মুজাহিদ (র) হতে বর্ণিত। তিনি وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا -এর ব্যাখ্যায় বলেন, কেউ যদি ইহ্রামের কথা না ভুলে এবং অন্য কাজের ইচ্ছা না করে স্বেচ্ছায় কোন পশু বধ করে তবে তার ইহ্রাম ভঙ্গ হয়ে যাবে। কারণ ইহ্রামের অবস্থায় এরূপ করা বৈধ নয়। পক্ষান্তরে কেউ যদি ইহ্রামের কথা ভুলে অথবা অন্য কোন কাজ করার ইচ্ছায় ভুলক্রমে পশু বধ করে তবে এরূপ হত্যা করাকে ইচ্ছাকৃত হত্যা বলে। এতে কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে।

১২৫৫৭. ইব্ন যায়দ (র) বলেন, ইহ্রামের কথা ভুলে কেউ যদি ইচ্ছাকৃতভাবে জন্তু বধ করে অথবা পশু বধ করা তার জন্য হারাম নয় এ বিষয়ে অজ্ঞ, এ অবস্থায় কেউ যদি পশু বধ করে, তাদের জন্য এ হুকুম প্রযোজ্য হবে। পক্ষান্তরে কেউ যদি মুহ্রিম অবস্থায় পশু বধ করা হারাম একথা জানা থাকা সত্ত্বেও ইচ্ছাকৃতভাবে পশু বধ করে, তবে সে আল্লাহ্র ক্রোধানলে পতিত হবে।

১২৫৫৮. মুজাহিদ (র) হতে বর্ণিত। তিনি আল্লাহ্ পাকের বাণী- وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا -এর ব্যাখ্যায় বলেন, ইহ্রামের কথা ভুলে ইচ্ছাকৃত ভাবে হত্যা করলে এ হুকুম প্রযোজ্য হবে।

অন্যান্য ব্যাখ্যাকারদের মতে ইহ্রামের কথা স্মরণ রেখে কোন মুহ্রিম কর্তৃক কোন পশু বধ করাকে ইচ্ছাকৃত হত্যা বলে।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১২৫৫৯. 'আতা (র) বলেন, ইচ্ছাকৃতভাবে এবং ভুলক্রমে হত্যা করলে উভয় অবস্থাতেই এ হুকুম প্রযোজ্য হবে।

১২৫৬০. তাউস (র) বলেন, আল্লাহ্ পাক শপথ করে বলেন, তোমাদের কোন ব্যক্তি যদি ইচ্ছাকৃতভাবে জন্তু বধ করে তবে তার জন্য এ হুকুম প্রযোজ্য হবে।

১২৫৬১. যুহরী (র) বলেন, ইচ্ছাকৃত হত্যার বিধান সম্বন্ধে এ আয়াত নাযিল হয়েছে। অবশ্য قتل خطاء অর্থাৎ মুহ্রিম যদি কোন শিকার জন্তু বধ করে তবে তার বিধান কি হবে, হাদীসে তা বর্ণনা করা হয়েছে।

১২৫৬২. ইব্ন 'আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি আল্লাহ্ পাকের বাণী- يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ -এর ব্যাখ্যায় বলেন, কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে অথবা ভুলবশত: পশু হত্যা করলে তার জন্য এ হুকুম প্রযোজ্য হবে। আর কেউ যদি পুনরায় ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করে তবে তড়িৎ তাকে শাস্তি প্রদান করা হবে। অবশ্য আল্লাহ্ তা'আলা যদি মাফ করে দেন তাহলে তা স্বতন্ত্র কথা।

১২৫৬৩. সা'ঈদ ইব্ন জুবায়র (র) বলেন, ইচ্ছাকৃত কোন পশু হত্যা করলে হত্যাকারীর উপর কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে। আর ভুলবশ: হত্যা করলে তার প্রতি কঠোর বিধান আরোপ করা হবে, যাতে এরূপ করা হতে বেঁচে থাকে।

১২৫৬৪. অপর এক সনদে সাঈদ ইব্ন জুবায়র (র) হতে অনুরূপ বর্ণিত রয়েছে।

১২৫৬৫. তাউস (র) বলেন, আল্লাহ্ পাকের শপথ! তিনি বলেন, তোমাদের থেকে কেউ যদি ইচ্ছাকৃতভাবে পশু হত্যা করে তবে তার জন্য উক্ত বিধান প্রযোজ্য হবে।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা। يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ। বলে মুহ্রিমের জন্য ইহ্রামের অবস্থায় স্থলজ প্রাণী হত্যা করা হারাম, একথা পরিস্কারভাবে জানিয়ে দিয়েছেন। এরপর তিনি এ আয়াতে ইহ্রামের অবস্থায় ইচ্ছাকৃতভাবে পশু হত্যা করলে কি হবে, এর হুকুমও জানিয়ে দিয়েছেন। পক্ষান্তরে এখানে তিনি ইহ্রামের কথা ভুলে ইচ্ছাকৃত পশুহত্যা করার বিধান খাসভাবে বর্ণনা করেন নি। এমনিভাবে ইহ্রামের কথা স্মরণ থাকা অবস্থায় ভুলক্রমে পশু হত্যা করার বিষয়টিও খাসভাবে এখানে বর্ণনা করা হয়নি। বরং এখানে বিষয়টিকে ব্যাপক অর্থে বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে পশু হত্যা করলে তার উপর কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে। এটাই এ আয়াতের মূখ্য বক্তব্য। সুতরাং আয়াতকে তার জাহিরী অর্থ থেকে এমন কোন বাতিনী অর্থের দিকে ফিরিয়ে নেয়া আদৌ সমীচীন নয়; যার প্রতি কুরআন, হাদীস এবং ইজমায় কোন সমর্থন বিদ্যমান নেই। অতএব, কোন মুহ্রিম ব্যক্তি যদি ইহ্রামে কথা স্মরণে থাকা অবস্থায় ইচ্ছাকৃতভাবে পশু হত্যা করে কিংবা ইহ্রামের কথা ভুলে গিয়ে ইচ্ছাকৃতভাবে করে অথবা ইহ্রামের কথা স্মরণে থাকা অবস্থায় অন্য কোন ইচ্ছায় পশু বধ করে সর্বাবস্থায় তার উপর জাযা বা বিনিময় ওয়াজিব হবে, যা আল্লাহ্ তা'আলা আল্ কুর'আনে বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ এরূপ কাজ করলে তার বিনিময় হচ্ছে অনুরূপ গৃহপালিত জন্তু, যার ফয়সালা করবে তোমাদের মধ্যে দুজন ন্যায়বান লোক অথবা এর কাফ্ফারা হবে দরিদ্রকে খাদ্যদান করা কিংবা সমসংখ্যক সিয়াম পালন করা।

বস্তুত : 'আতা (র) এবং যুহরী (র) -এ কথাই ব্যক্ত করেছেন। অবশ্য মুজাহিদ (র)-এর থেকে ভিন্নমত পোষণ করেন। উল্লেখ, قتل خطاء-এর অবস্থায় কি কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে তা আমি كتاب لطيف القول فى احكام الشرائع -নামক কিতাবে বর্ণনা করেছি। এখানে তা উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন।

আল্লাহ্র বাণী- فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ (এর বিনিময় হচ্ছে অনুরূপ গৃহপালিত জন্তু)-এর ব্যাখ্যা ঃ তার উপর এর বিনিময় প্রদান করা ওয়াজিব। অর্থাৎ হত্যাকৃত পশুর বিনিময়। সুতরাং মুহ্রিম ব্যক্তি কোন পশু হত্যা করলে হত্যাকারীর উপর হত্যাকৃত পশুর অনুরূপ গৃহপালিত জন্তু 'জাযা' হিসাবে প্রদান করা ওয়াজিব হবে।

বর্ণিত আছে যে, আবদুল্লাহ্ (রা)-এর কিরা'আতে আয়তিটি فَجَزَاءُ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ পঠিত রয়েছে। অবশ্য এর পাঠ প্রক্রিয়ায় কারীদের মতভেদ রয়েছে। মদীনা ও বসরাবাসী অধিকাংশ কারীগণ আয়াতটিকে فَجَزَاءُ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ পড়ে থাকেন। অর্থাৎ جزاء শব্দকে مثل-এর দিকে اضافة। অর্থাৎ সম্মান্বিত করে পড়ে থাকেন। কুফাবাসী অধিকাংশ কারীগণ فَجَزَاءٌ

مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ পড়ে থাকেন। অর্থাৎ جزاء শব্দে তানবীন এবং مثل শব্দে পেশ দিয়ে পড়ে থাকেন। অর্থাৎ তার উপর হত্যাকৃত পশুর অনুরূপ বিনিময় ওয়াজিব হবে।

ইমাম আবু জা'ফর তাবারী (র) বলেন, উভয় পঠনরীতির মধ্যে বিশুদ্ধতম কিরা'আত হল, فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ পড়া। অর্থাৎ جزاء শব্দে এবং مثل শব্দে পেশসহ পাঠ করা। কেননা جزاء এবং مثل একই বস্তু। এহেন অবস্থায় শব্দ দু'টোকে اضافة করে পড়া হলে اضافة الشئ الى نفسه হয়ে যাবে, যা ব্যাকরণবিদদের মতে বৈধ নয়।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, কোন মুহরিম ব্যক্তি যদি কোন পশু হত্যা করে তবে এর বিনিময়ে কি ধরনের জাযা (বিনিময়) প্রদান করতে হবে এ বিষয়ে 'আলিমগণের একাধিক মত রয়েছে।

কোন কোন ব্যাখ্যাকার বলেন, 'জাযা' মানে শিকারকৃত পশুর অনুরূপ কোন পশু বা কুরবানীরূপে কা'বাতে প্রেরণ করা হবে।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১২৫৬৬. সুদ্দী (র) হতে বর্ণিত। তিনি মহান আল্লাহ্র বাণী-وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ এর ব্যাখ্যায় বলেন, উট পাখী এবং গাধা হত্যা করলে বিনিময়ে উট কুরবানী করতে হবে। গাভী, শিং বিশিষ্ট হরিণ অথবা জংলী বকরী হত্যা করলে বিনিময়ে গাভী কুরআনী করতে হবে। হরিণ বা খরগোশ হত্যা করলে বকরী কুরবানী করতে হবে। গুই, গিরগিট অথবা ইঁদুর হত্যা করলে বকরীর বাচ্চা কুরবানী করতে হবে, যা ঘাস ও দুধ খায়।

১২৫৬৭. মুজাহিদ (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক সময় 'আতা (র)-কে প্রশ্ন করা হল যে, বড় ধরনের পশু হত্যা করা হলে যেমন পশু কুরবানী করতে হয়, এমনিভাবে ছোট ধরনের পশু হত্যা করলেও কি এর বিনিময়ে পশু কুরবানী করতে হবে? জওয়াবে তিনি বললেন فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ। আল্লাহ্ তা'আলা কি বলেন নি, তার বিনিময় অনুরূপ গৃহপালিত জন্তু।

১২৫৬৮. মুজাহিদ (র) হতে বর্ণিত। তিনি وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ -এর ব্যাখ্যায় বলেন, এর বিনিময় অনুরূপ গৃহপালিত জন্তু।

১২৫৬৯. ইবন 'আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ এর ব্যাখ্যায় বলেন, যদি কোন মুহ্রিম ব্যক্তি ইহ্রাম অবস্থায় কোন পশু বধ করে, তবে তার উপর 'জাযা' (সাজা) ওয়াজিব হবে। যদি জীব পাওয়া যায়, তবে তা কুরবানী করবে। তারপর তা সদকা করবে। যদি কোন জীব না পাওয়া যায়, তবে এর মূল্য নির্ধারণ করে এর দ্বারা গম ইত্যাদি খরীদ করবে। অথবা আধা সা' গমের পরিবর্তে এক দিন করে রোযা রাখবে। ইবন 'আব্বাস (রা) বলেন, এখানে খাদ্যের কথা বলে সাওমকেই বুঝানো হয়েছে। আহার করাতে সক্ষম হলে মনে করতে হবে যে, সে 'জাযা' কুরবানী করতে সক্ষম।

১২৫৭০. ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْكَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, ইহ্‌রাম অবস্থায় মুহ্‌রিম ব্যক্তি কোন পশু হত্যা করলে এর বিনিময়ে অনুরূপ গৃহপালিত জন্তু কুরবানী করতে হবে। কুরবানীর জীব না পেলে এর মূল্য সাব্যস্ত করতে হবে। ইব্‌ন হুমাইদ (র) বলেন, এর মূল্য সাব্যস্ত করে এর দ্বারা খাদ্য খরীদ করবে। অথবা অর্ধ সা' গমের পরিবর্তে এক দিন করে সাওম পালন করবে। রাবী عَدْلٍ مِّنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْكَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ-এর ব্যাখ্যায় বলেন, এখানে খাদ্য দ্বারা সওমের কথা বুঝানো হয়েছে। কেউ যদি আহার করাতে সক্ষম হয়, তবে সে 'জাযা' আদায় করতে সক্ষম হয়েছে বলে গণ্য হবে।

১২৫৭১. ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ এর ব্যাখ্যায় বলেন, কুরবানীর জীব না পাওয়া গেলে খাদ্য দ্বারা এর মূল্য সাব্যস্ত করতে হবে। তারপর এক এক সা' গমের বিনিময়ে দুই দিন করে সাওম পালন করবে।

১২৫৭২. ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ এর ব্যাখ্যায় বলেন, কোন ব্যক্তি যদি পশু হত্যা করে, তবে তার জন্য এ হুকুম প্রযোজ্য হবে। যদি কুরবানী করার মত জীব না পাওয়া যায়, তাহলে খাদ্য দ্বারা এর মূল্য নির্ধারণ করা হবে। তারপর অর্ধ সা' গমের বিনিময়ে এক দিন করে সওম পালন করবে।

১২৫৭৩. কাবীসা ইব্‌ন জাবির (রা) বলেন, একবার আমি এবং আমার এক সাথী আকাবা এলাকায় একটি হরিণের দিকে ছুটে গেলাম এবং তা শিকার করলাম। তারপর আমি 'উমর (রা) এর নিকট আসলাম এবং তাঁর সাথে এ সম্বন্ধে আলোচনা করলাম। তখন তিনি তার পার্শ্ববর্তী ব্যক্তির সামনে আসলেন। তারপর তারা উভয়েই এর প্রতি নজর করে বললেন, এর বিনিময়ে একটি ভেড়া কুরবানী কর।

১২৫৭৪. অপর এক সনদে কাবীসা ইব্‌ন জাবির (রা) হতে অনুরূপ বর্ণিত রয়েছে।

১২৫৭৫. কাবীসা ইব্‌ন জাবির (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার এক সাথী মুহরিম অবস্থায় একটি হরিণ শিকার করার পর 'উমর (রা) তাকে বললেন, সে যেন এর বিনিময়ে একটি বকরী যবহ্ করে এবং এর গোশ্‌ত সদকা করে দেয়। আর এর চামড়া দিয়ে পানি তোলার মশক বানিয়ে নেয়।

১২৫৭৬. বক্‌র ইব্‌ন 'আবদুল্লাহ্ মুযানী (র) বলেন, এক বেদুঈন ব্যক্তি মুহরিম অবস্থায় একটি হরিণ শিকার করার পর উমর (রা)-কে এ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলে তিনি তাকে বললেন, একটি বকরী হাদিয়া দিয়ে দাও।

১২৫৭৭. কাবীসা ইব্‌ন জাবির (রা) বলেন, একবার আমি মুহরিম অবস্থায় একটি হরিণ শিকার করার পর 'উমর (রা) এর নিকট আসলাম এবং তাকে এ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি আমাকে 'আবদুর রহমান ইব্‌ন আওফ (রা) এর নিকট যাওয়ার জন্য হুকুম করলেন। আমি বললাম, আমীরুল

মু'মিনীন! বিষয়টি এত জটিল নয়, বরং খুবই ছোট। একথা শুনে তিনি আমাকে ছোট লাঠি দ্বারা প্রহার করলেন। তাই সেখান থেকে ছুটে পালালাম। তখন তিনি বললেন, শিকারী জন্তু হত্যা করে একে তুচ্ছ বলে ধারণা করছো? তারপর 'আবদুর রহমান (রা) 'উমর (রা)-এর নিকট আসলে তারা উভয়েই তাকে বকরী কুরবানী করার হুকুম করলেন।

১২৫৭৮. ইব্ন 'আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ -এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, যদি মুহ্‌রিম ব্যক্তি কোন শিকারী পশু হত্যা করে, তবে তার জন্য উপরোক্ত হুকুম প্রযোজ্য হবে। যদি হরিণ বা এ জাতীয় কিছু হত্যা করে তবে তার উপর ওয়াজিব হবে মক্কা শরীফে একটি বকরী কুরবানী করা। যদি কুরবানী করার মত কোন পশু না পায় তাহলে ছয় জন মিসকীনকে আহার করাবে। তাও যদি করতে সক্ষম না হয়, তাহলে তিনদিন সওম পালন করবে। শিং বিশিষ্ট হরিণ বা অনুরূপ কোন পশু হত্যা করলে গাভী কুরবানী করতে হবে। আর উট পাখি, বন্য গাধা বা এ জাতীয় কোন জন্তু হত্যা করলে উট কুরবানী করতে হবে।

১২৫৭৯. ইব্ন জুরাইজ (র) বলেন, একবার আমি 'আতা (র)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, আমি যদি কোন শিকারী পশু হত্যা করি, আর তা যদি কানা লেংড়া অথবা ত্রুটিযুক্ত হয়, তাহলে কি অনুরূপ পশু কুরবানী করতে হবে? জওয়াবে তিনি বললেন, হ্যাঁ, যদি তুমি ইচ্ছা কর, তাহলে তাই করবে। তারপর আমি বললাম, এর বিনিময়ে আমি যদি কোন নিখুঁত পশু যবহ করি, তবে আপনি পছন্দ করেন কী? জওয়াবে তিনি বললেন, হাঁ, তাই। এরপর 'আতা (র) বললেন, তুমি যদি হরিণের বাচ্চা হত্যা কর, তবে একটি বকরীর বাচ্চা কুরবানী করতে হবে। আর যদি বন্য পশুর বাচ্চা হত্যা কর, তবে অনুরূপ গৃপালিত পশুর বাচ্চা কুরবানী করবে। অন্যগুলোর ক্ষেত্রে অনুরূপ বিধান প্রযোজ্য হবে।

১২৫৮০. 'উবায়দ ইব্ন সুলায়মান বাহিলী (র) বলেন, আমি শুনেছি দাহ্‌হাক ইব্ন মুযাহিম فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ -এর ব্যাখ্যায় বলেন, স্থলজ প্রাণী যার শিং নেই, যেমন গাধা বা উটপাখি, এ জাতীয় প্রাণী হত্যা করলে এর বিনিময়ে উট কুরবানী করা আবশ্যক। আর যে সব প্রাণীর শিং আছে, যেমন বন্য বকরী এবং বন্য হরিণ, তা হত্যা করলে এর বিনিময়ে গরু কুরবানী করতে হবে। দুইটি হরিণ হত্যা করলে একটি বকরী কুরবানী করতে হবে। খরগোশ হত্যা করলে সনী (২ বছর বয়সী) বকরী কুরবানী করা আবশ্যক। ইঁদুর বা এ জাতীয় কোন প্রাণী হত্যা করলে বকরীর বাচ্চা কুরবানী হিসাবে প্রদান করবে। পঙ্গপাল জাতীয় কোন প্রাণী হত্যা করলে এক মুষ্টি খাদ্য দান করবে। আর স্থলজ কোন পাখি হত্যা করলে এর মূল্য নির্ধারণ করে তা সদকা করে দিবে। ইচ্ছা করলে অর্ধ সা' পরিমাণ গমের বিনিময়ে একদিন করে সওম পালন করবে। স্থলজ কোন পাখির বাচ্চা বা ডিম নিয়ে আসলে মূল্য নির্ধারণ করে সে অনুপাতে খাদ্য অথবা সাওম পালন করবে। অবশ্য মুহ্‌রিম যদি উট পাখির ডিম ভেঙ্গে ফেলে, তবে যতটি ডিম ভেঙ্গেছে ততটি নর উটকে মাদী উটের সাথে প্রজনন কর্ম করাবে। এর থেকে যতটি গর্ভবতী হবে, সব কটিকে বায়তুল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে পাঠিয়ে দিবে। আর এ জনন কর্মে যেটি গর্ভবতী হবেনা, তাতে কোন কিছু ওয়াজিব হবে না।

১২৫৮১. মুজাহিদ (র) বলেন, কোন ব্যক্তি যদি ভুলবশত: অথবা অন্য কিছুর ইচ্ছা করে অনিচ্ছাকৃত কোন জন্তু শিকার করে, তবে এটাই হবে ইচ্ছাকৃত হত্যা। এতে কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে। অর্থাৎ এভাবে পশু হত্যা করলে হত্যাকারীর উপর কা'বায় প্রেরিতব্য অনুরূপ কুরবানী ওয়াজিব হবে। কা'বায় প্রেরিতব্য কুরবানী পশু না পেলে এর মূল্য দ্বারা খাদ্য খরীদ করবে। তাও যদি না পাওয়া যায়, তাহলে এক এক মুদ্দ খাদ্যের পরিবর্তে এক দিন সাওম পালন করবে। 'আতা (র) বলেন, কেউ যদি উটপাখি শিকার করে এবং সে যদি বিত্তশালী হয়, তাহলে সে উট কুরবানী করবে অথবা এর মূল্যের পরিমাণ খাদ্য দান করবে অথবা হিসাব মতে সাওম পালন করবে। অর্থাৎ কাফ্ফারার ব্যাপারে তার ইখতিয়ার থাকবে। যে কোনটি ইচ্ছা আদায় করতে পারবে। কেননা পবিত্র কুরআন মজীদে এ বিষয়ে এরূপ ব্যক্তিকে ইখতিয়ার দেওয়া হয়েছে। তাইতো অথবা অথবা বলা হয়েছে।

১২৫৮২. হাসান ইব্ন মুসলিম (র) বলেন, কোন মুহ্রিম ব্যক্তি যদি বকরী বা এর চেয়ে বড় কোন পশু হত্যা করে, তবে এর বিনিময় হচ্ছে অনুরূপ গৃহপালিত জন্তু। কুরবানী ওয়াজিব হয় না এমন কোন প্রাণী হত্যা করলে, যেমন চড়ুই পাখি, এতে কোন কিছু ওয়াজিব হবে না। উটপাখি অথবা চড়ুই পাখি হত্যা করলে এর বিনিময় সাওম পালন করা যায়েয।

অন্যান্য তাফসীরকারগণের মতে মুহ্রিম যদি কোন পশু হত্যা করে, তবে প্রথমে দিরহামের দ্বারা এর মূল্য নির্ধারণ করবে, এরপর এর দ্বারা গৃহপালিত পশু খরীদ করবে। তারপর কুরবানী হিসাবে কা'বার উদ্দেশ্যে প্রেরণ করবে।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১২৫৮৩. ইব্রাহীম (র) বলেন, মুহ্রিম ব্যক্তি যদি কোন পশু হত্যা করে, তবে প্রথমে এর মূল্য সাব্যস্ত করা হবে।

১২৫৮৪. হাম্মাদ (র) বলেন, আমি ইব্রাহীম (রা) কে বলতে শুনেছি যে, যে কোন ধরনের পশু শিকার করলে এর মূল্য ধার্য করতে হবে।

ইমাম আবু জা'ফর তাবারী (র) বলেন, এ উভয় মতানুযায়ী 'উমর (রা) এবং ইব্ন 'আব্বাস (রা)-এর অভিমত এবং ঐ সমস্ত লোকদের মতই সর্বাধিক বিশুদ্ধ, যারা তাদের অনুরূপ মতামত ব্যক্ত করেছেন। পক্ষান্তরে দিরহাম কখনো শিকারী পশুর অনুরূপ বস্তু নয়। অথচ আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র কুরআন মাজীদে গবাদি পশুর কথা উল্লেখ করেছেন। উল্লেখ্য, দিরহাম আদৌ গৃহপালিত পশুর অন্তর্ভুক্ত নয়।

কেউ যদি প্রশ্ন করে টাকা পয়সা যদিও শিকারী পশুর অনুরূপ বস্তু নয়, কিন্তু এর দ্বারা অশ্যই অনুরূপ গৃহ পালিত পশু খরীদ করা যায়। তারপর হত্যাকারী তা কুরবানী হিসাবে আদায় করবে। এতে পশু হত্যা করার পর অনুরূপ গৃহ-পালিত পশু কুরবানী হিসাবে আদায় করার যে হুকুম রয়েছে তা আদায় হয়ে যাবে। কাজেই দিরহাম হত্যাকৃত পশুর অনুরূপ কোন কিছু নয়, একথা বলা ঠিক নয়।

এভাবে প্রশ্ন করা হলে এর জওয়াবে বলা হবে, যদি হত্যাকৃত পশু ছোট হয় বা দোষী থাকে আর এর বিনিময়ে বড় বা নিখুঁত পশু পাওয়া যায় অথবা হত্যাকৃত পশু যদি বড় হয় বা নিখুঁত থাকে আর এর

বিনিময়ে ছোট বা খুঁত বিশিষ্ট পশু পাওয়া যায়, তাহলে হত্যাকৃত পশুর বিনিময়ে অনুরূপ পশু খরীদ না করে ভিন্ন রকমের পশু খরীদ করে তা কুরবানীর জন্য করা জায়েয হবে কী? যদি বলা হয়, জায়েয নয়, তাহলে তো কথার ব্যতিক্রম হয়ে গেল। আর যদি বলা হয়, জায়েয হবে, তাহলে তো ছোট বা দোষী জানোয়ারও কুরবানী হিসাবে প্রদান করা জায়েয, একথা মেনে নিতে হয়। অথচ কুরবানীতে এরূপ পশু কুরবানী করা বৈধ নয়।

আর যদি বলা হয় যে, যেসব জানোয়ার কুরবানী করা জায়েয, কুরবানীর জন্য ঐ ধরনের পশু খরীদ করাই জায়েয। তাহলে আমরা বলব যে, এতো কুরআনে করীমের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। কেননা, পবিত্র কুরআন মজীদে উল্লেখ করা হয়েছে যে, মুহ্‌রিম ব্যক্তি যদি ইচ্ছাকৃতভাবে কোন পশু হত্যা করে, তাহলে অনুরূপ গৃহ-পালিত পশু কুরবানী করা তার উপর ওয়াজিব। আর আলোচ্য ব্যক্তিগণের অনুরূপ গৃহপালিত পশু হিসাবে কুরবানী করা তার উপর ওয়াজিব নয়। উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে এ কথাই প্রতীয়মান হয় যে, এহেন প্রশ্ন উত্থাপন করা আদৌ যুক্তি সম্মত নয়।

মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ

(যার ফয়সালা করবে তোমাদের মধ্যে দুই ন্যায়বান লোক কুরবানীরূপে কা'বা ঘরে প্রেরণের ব্যাপারে)-এর ব্যাখ্যায় ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, মুহ্‌রিম ব্যক্তি কোন প্রাণী হত্যা করার পর তার উপর ওয়াজিব হয়ে যায় অনুরূপ গৃহপালিত পশু কুরবানী করা। আর এ সম্বন্ধে ফয়সালা করবে দু'জন ন্যায়বান ব্যক্তি। অর্থাৎ দু'জন 'আলিম ফকীহ্ দীনদার ব্যক্তি। هَدْيًا হাদীরূপে (কুরবানী করার জন্য) যা কা'বা ঘরে প্রেরণ করা হবে। يَحْكُمُ بِهِ-এর ه সর্বনামটি جزاء শব্দের পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়েছে।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, "দু'জন ন্যায়বান ব্যক্তি এ সম্বন্ধে ফয়সালা দিবে"-এর পদ্ধতি হল, তারা প্রথমে হত্যাকৃত পশুটি খুব ভালভাবে দেখবে এবং তা কি গুণ ও মানের ছিল তা জিজ্ঞাসা করবে। যদি বলা হয় যে, এটি ছোট হরিণ ছিল, তবে তারা এর সম বয়স ও স্বাস্থ্যবান দেখে অনুরূপ একটি বকরীর বাচ্চা কুরবানী করার ফয়সালা দিবে। বড় ধরনের হরিণ হলে বড় ধরনের বকরী কুরবানী করার ফয়সালা দিবে। বন্য গাধা হত্যা করে থাকলে গরু কুরবানী করার নির্দেশ, ছোট হলে ছোট ধরনের গরু কুরবানী করার সিদ্ধান্ত দিবে। হত্যাকৃত পশুটি নর হলে নর গরু কুরবানী করবে। মাদী হলে অনুরূপ গাভী কুরবানী করবে। অন্যান্য জীবের ক্ষেত্রেও অনুরূপ বিধান প্রযোজ্য হবে। ব্যাখ্যাকারণ সামান্য মত পার্থক্যসহ অনুরূপ মতামত ব্যক্ত করেছেন।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১২৫৮৫. বকর ইব্‌ন 'আবদুল্লাহ্ মুযানী (র) বলেন, একবার দু'জন বেদুঈন ব্যক্তি ইহ্‌রাম বেঁধেছিলেন, তারপর তাদের একজন একটি হরিণ তাড়া করলেন আর দ্বিতীয় জন একে হত্যা করলেন। তারপর তারা 'উমর (রা) এর নিকট আসলেন। তখন তার নিকট 'আবদুর রহমান ইব্‌ন আওফ (রা) বসা

ছিলেন। হযরত 'উমর (রা) তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, এ সম্বন্ধে আপনার কি অভিমত? তিনি বললেন, সে একটি বকরী ফিদ্‌য়া হিসাবে প্রদান করবে। 'উমর (রা) বললেন, আমারও এটাই রায়। কাজেই তোমরা যাও এবং একটি বকরী কুরবানী হিসাবে প্রদান কর। তারা যাওয়ার সময় একজন অপরজনকে বললেন, আমীরুল মু'মিনীন এ বিষয়ে জ্ঞাত নন, তাই তিনি তার সঙ্গীকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করেছেন। কথাটি 'উমর (রা) শুনে ফেললেন। তাই তিনি তাদেরকে ডেকে এনে বললেন, তোমরা কি সূরা মায়িদা তিলাওয়াত করনি? তারা বললেন, না, তখন তিনি তাদের নিকট يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ আয়াতাংশ তিলাওয়াত করলেন। তারপর বললেন, এ কারণেই আমি আমার এই সাথীর নিকট থেকে এ বিষয়ে সহযোগিতা গ্রহণ করেছি।

১২৫৮৬. কাবীসা ইব্‌ন জাবির (রা) বলেন, একদা আকাবা অঞ্চলে আমি এবং আমার এক সাথী একটি হরিণের দিকে দৌড়ে গেলাম এবং আমি তা শিকার করলাম। এরপর আমি 'উমর (রা) এর নিকট এসে তাঁর নিকট এ মর্মে আলোচনা করলাম। এরপর তিনি তার পার্শ্ববর্তী এক ব্যক্তির নিকট আসলেন। তারা উভয়ই এর প্রতি নজর করলেন এবং বললেন, এর বিনিময়ে একটি ভেড়া কুরবানী কর। ইয়াকূব (রা) তাঁর বর্ণনায় উল্লেখ করেছেন যে, তখন 'উমর (রা) আমাকে বললেন, এর বিনিময়ে একটি বকরী কুরবানী কর। তারপর সেখানে থেকে আমি আমার বন্ধুর নিকট ফিরে আসলাম এবং বললাম, আমীরুল মু'মিনীন কি বলবেন, তা তাঁর জানা ছিলনা। তখন আমার সাথী বললেন, তুমি তোমার উষ্ট্রিটি যবহ করে দাও। একথা শুনে 'উমর (রা) আমার সামনে আসলেন এবং চাবুক দ্বারা আঘাত করলেন। তারপর বললেন, মুহ্‌রিম অবস্থায় পশু হত্যা করে ফাতওয়া গোপন করতে চাও? আল্লাহ্ তা'আলা তো তার কিতাবে বিবৃত করেছেন যে, يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ —তোমাদের থেকে দু'জন ন্যায়বান ব্যক্তি এ সম্বন্ধে ফয়সালা দিবে। ইনি ইব্‌ন আউফ আর আমি 'উমর।

১২৫৮৭. অপর এক সনদে কাবীসা ইব্‌ন জাবির (রা) থেকে অনুরূপ বর্ণিত রয়েছে।

১২৫৮৮. কাবীসা ইব্‌ন জবির (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা একবার হজ্জের সফরে ছিলাম। তখন আমরা ফজরের পর কিছুক্ষণ ঘুরে বেড়াতাম। আলাপ-আলোচনা করতাম। একদিন সকালে আমরা ঘুরা-ফেরা করছিলাম। এমতাবস্থায় একটি হরিণ আমাদের নজরে পড়ল এবং আমাদের এক সঙ্গী হরিণটির প্রতি লক্ষ্য করে পাথর ছুড়ে মারল। পাথরটি হরিণের কানের গোড়ায় গিয়ে লাগল। এতে হরিণটি মরে গেল। অমনি সে তা তুলে নিয়ে তড়িঘড়ি করে রওয়ানা করল। এ কারণে আমরা তাকে ভর্ৎনা করলাম। তার মক্কা শরীফে আগমন করার পর তাকেসহ আমি বাড়ী হতে বের হয়ে 'উমর (রা)-এর নিকট আসলাম এবং সমুদয় ঘটনা তার নিকট খুলে বললাম। বর্ণনাকারী বলেন, তখন 'উমর (রা)-এর নিকট ফর্সা চেহারার সুদর্শন এক ব্যক্তি অর্থাৎ আবদুর রহমান ইব্‌ন আউফ (রা) বসা ছিলেন। 'উমর (রা) তার দিকে তাকালেন এবং তার সাথে আলাপ করে ঐ লোকটির নিকট এসে তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি একে ইচ্ছাকৃত হত্যা করেছো, না কি ভুল বশত ? লোকটি জওয়াবে বলল, পাথরটি আমি ইচ্ছাকৃত ভাবে নিক্ষেপ করে ছিলাম; কিন্তু হরিণটি হত্যা করার ইচ্ছা আমার ছিলনা। তখন 'উমর (রা) বললেন.

তুমি ইচ্ছা ও অনিচ্ছাকে সংমিশ্রিত করে ফেলেছো। কাজেই, তুমি একটি বকরী যবহ করে গোশ্‌ত সদকা করে দাও। আর এর চামড়া দ্বারা মশক বানিয়ে তা নিজের কাজে লাগাতে পারবে। তারপর আমি ফিরে যাওয়ার পথে সেই লোকটিকে বললাম, ওহে! ইসলামী বিধানের প্রতি গুরুত্ব প্রদান কর। আমার মনে হয় আমীরুল মু'মিনীনের এ-ই ফাতওয়াটি জানা ছিল না। তাই তিনি তার পার্শ্বে উপবিষ্ট ব্যক্তির নিকট হতে তা জেনে নিয়েছেন। আমার মনে হয় একাজের কাফ্ফারা স্বরূপ তোমার জন্য একটি উট কুরবানী করা উচিত। তারপর লোকটি তাই করল। কাবীসা (রা) বলেন, সেই সময় আমার সূরা মায়িদার يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ (যার ফয়সালা করবে তোমাদের মধ্য হতে দু'জন ন্যায়বান লোক) আয়াতাংশ মনে ছিলনা। 'উমর (রা) আমার এ কথা শুনতে পেয়ে ক্ষুব্ধ মেজাজে দোররা হাতে নিয়ে আমার সংগীটিকে দোররা দ্বারা আঘাত করেন এবং বলেন, ইহ্‌রাম অবস্থায় হত্যা করে নির্বোধ ব্যক্তিকে এর বিচারক সাব্যস্ত করছো? এ কথা বলতে বলতে তিনি আমার দিকে অগ্রসর হতে থাকলে আমি বললাম, হে আমীরুল মু'মিনীন! আমার প্রতি আপনার যে আচরণ হারাম, একে আমি আজকের জন্য বৈধ করছিনা। (অর্থাৎ আপনি আমাকে প্রহার করবেন না।) তখন উমর (রা) বললেন, হে কাবীসা ইব্‌ন জাবির! আমি জানি, তুমি প্রশান্ত হৃদয় স্পষ্টভাষী একজন যুবক। মনে রাখবে, নয়টি উত্তম স্বভাবের সাথে একটি মাত্র গর্হিত স্বভাব স্থান পেলে তা সব কয়টি ভাল স্বভাবকেই বরবাদ করে দেয়। সাবধান! সব সময়ই যৌবনের পদস্খলন হতে বেঁচে থকতে সচেষ্ট থাকবে।

১২৫৮৯. তারিক (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আরবাদ (র) নিজ সওয়ারীতে আরোহণ করে কোথাও যাচ্ছিলেন। এমতাবস্থায় তিনি একটি গুই সাপকে পদদলিত করে মেরে ফেলেন। তখন তিনি মুহরিম ছিলেন। তারপর তিনি এর ফয়সালা জানার জন্য উমর (রা) এর নিকট আসলেন। উমর (রা) তাকে বললেন, তুমিও আমার সাথে মতামত ব্যক্ত কর। এরপর তারা উভয়ে মিলে ফয়সালা দিলেন যে, এর বিনিময়ে এমন একটি বকরীর বাচ্চা কুরবানী কর, যা পানি-ঘাস খেতে অভ্যস্ত হয়েছে। এরপর তিনি يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ আয়াতটি তিলাওয়াত করলেন।

১২৫৯০. কাতাদা (র) বলেন, বর্ণিত আছে যে, জনৈক ব্যক্তি একটি পশু শিকার করে ইব্‌ন উমর (রা) এর নিকট আসলেন এবং এ সম্বন্ধে তাঁর নিকট ফাতওয়া জিজ্ঞাসা করলেন। তখন তার নিকট আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সাফওয়ান (রা) উপবিষ্ট ছিলেন। ইব্‌ন উমর (রা) ইব্‌ন সাফওয়ান (রা)-কে বললেন, হয়তো ফাতওয়া আমি দিব আর তুমি আমাকে সমর্থন করবে।

ইব্‌ন সাফ্ওয়ান (রা) বললেন, আপনি বলুন। তখন ইব্‌ন উমর (রা) নিজে কথা বললেন এবং আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সাফ্ওয়ান এ বিষয়ে তাকে সমর্থন করে গেলেন।

১২৫৯১. শুরাইহ্ (রা) বলেন, কোন ন্যায়বান বিচারক পেলে আমি অবশ্যই এ মর্মে ফয়সালা করব যে, খেক শিয়াল হত্যা করলে একটি বকরীর বাচ্চা কুরবানী করতে হবে। খেক শিয়ালের তুলনায় বকরীর বাচ্চা আমার নিকট অধিক পছন্দনীয়।

১২৫৯২. আবু মিজলায্ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুহরিম অবস্থায় এক ব্যক্তি একটি পশু শিকার করলে জনৈক ব্যক্তি তার সম্পর্কে ইব্‌ন 'উমর (রা) এর নিকট এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলেন। তখন তার কাছে ইব্‌ন সাফওয়ান (রা) উপবিষ্ট ছিলেন। ইব্‌ন উমর (রা) তাকে বললেন, হয়তো আপনি সমাধান দিবেন আর আমি আপনাকে সমর্থন করব; অথবা আমি ফায়সালা দিব আর আপনি আমাকে সমর্থন করবেন। এ কথা শুনে তিনি বললেন, আপনি ফায়সালা দিন, আমি আপনাকে সমর্থন করব। (البووائل)

১২৫৯৩. আবু ওয়ায়িল (র) বলেন, আমাকে আবু জারীর আলবাজালী (রা) বললেন, একদিন মুহরিম অবস্থায় আমি একটি হরিণ শিকার করলাম। এরপর 'উমর (রা) এর নিকট আমি এ সম্বন্ধে আলোচনা করলাম। তখন তিনি আমাকে বললেন, তুমি তোমার দুই ভাইয়ের নিকট যাও। তারা তোমার বিষয়ে ফয়সালা প্রদান করবে। তারপর আমি 'আবদুর রহমান ও সা'দ (রা) এর নিকট গেলাম। তারা আমার সম্বন্ধে এ মর্মে ফয়সালা প্রদান করলেন যে, একটি সাদা জংলী বকরী কুরবানী করতে হবে। ইমাম আবু জা'ফর (রা) বলেন, الأعفر অর্থ সাদা।

১২৫৯৪. মনসূর (রা) হযরত উমর (রা) হতে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

১২৫৯৫. ইব্‌ন সীরীন (রা) বলেন, জনৈক মুহরিম ব্যক্তি একদিন সওয়ারীর উপর আরোহণ অবস্থায় ছিলেন। এমতাবাস্থায় তিনি দেখলেন যে, একটি হরিণ টিলায় আশ্রয় নিয়েছে। তখন তিনি মনে মনে বললেন, ঐ টিলায় আমি আগে পৌঁছতে পারি, না হরিণ আগে পৌঁছে, আমি তা অবশ্যই দেখব। অত:পর হরিণটি দৌড়ে তার উষ্ট্রীর পায়ের তলায় এসে হুমড়ি খেয়ে পড়লে তিনি তাকে দলিত মথিত করে ফেলেন। এরপর আরোহণকারী লোকটি 'উমর (রা) এর নিকট এসে তার নিকট এ সম্বন্ধে অলোচনা করলে তিনি এবং ইব্‌ন 'আউফ (রা) ফয়সালা দিলেন যে, একটি সাদা বকরী কুরবানী করতে হবে। عفراء অর্থ সাদা।

১২৫৯৬. মুহাম্মদ (র) বলেন, একদিন ইহরাম অবস্থায় এক ব্যক্তি একটি হরিণকে ঝাপটে ধরে হযরত 'উমর (রা)-এর নিকট নিয়ে আসেন এবং জিজ্ঞেস করলেন। তখন উমর (রা)-এর পার্শ্বে ছিলেন 'আবদুর রহমান ইব্‌ন 'আউফ (রা)। তিনি আবদুর রহমান ইব্‌ন আউফ (রা) এর সামনে এসে তাঁর সাথে এ সম্বন্ধে আলোচনা করলেন। এরপর আগন্তুক ব্যক্তির সামনে গিয়ে তিনি একটি সাদা বকরী কুরবানী করার জন্য হুকুম করলেন।

১২৫৯৭. ইব্‌রাহীম (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলতেন, যদি ইহরাম অবস্থায় কেউ কোন পশু হত্যা করে তবে সরকারী কর্তৃকপক্ষ এককভাবে এ বিষয়ে ফয়সালা দিবেন না; বরং দু'জন ন্যায়বান ব্যক্তি এ সম্পর্কে ফয়সালা করবেন।

১২৫৯৮. 'আমর ইব্‌ন হুবশী (র) বলেন, আমি শুনেছি, জনৈক ব্যক্তি আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা)-কে খরগোশের বাচ্চা শিকারকারী ব্যক্তি সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, আমার মতে একটি বকরীর

বাচ্চা কুরবানী করা ওয়াজিব। এরপর তিনি আমাকে বললেন, বিষয়টি কি এমন? আমি বললাম, এ বিষয়ে আপনি আমার চেয়েও অধিক জ্ঞাত। তখন তিনি বললেন, আল্লাহ্ তা'আলা ইরশদ করেছেন— يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ—এ বিষয়ে তোমাদের থেকে দু'জন ন্যায়বান ব্যক্তি ফয়সালা করবেন।

১২৫৯৯. বক্‌র (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন দু'জন মুহরিম ব্যক্তি একটি হরিণ দেখতে পেলেন এবং ভাবলেন কেমন করে এর নিকট আগে পৌছা যায়। তারপর তাদের একজন আগে দৌড়ে গিয়ে নিজ লাঠি এর প্রতি ছুড়ে মারলেন। এতো উক্ত হরিণটি মরে যায়। তারপর তারা মক্কা শরীফে ফিরে এসে উমর (রা) এর নিকট গিয়ে এ সম্বন্ধে ফাতওয়া জিজ্ঞাসা করলেন। তখন তার নিকট আবদুর রহমান ইব্‌ন আউফ (রা) ছিলেন। তারা তাঁর নিকট এ সম্বন্ধে আলোচনা করলে উমর (রা) বললেন, এতে জুয়া। আমি এ কাজের অনুমতি দিতে পারিনা। তারপর তিনি আবদুর রহমান ইব্‌ন আউফ (র) এর দিকে তাকিয়ে বললেন, এ ব্যাপারে আপনার কি মত? তিনি বললেন, বকরী কুরবানী কর। উমর (রা) বললেন, আমারও তাই মত। তারা উমর (রা) এর নিকট হতে চলে আসার পর তাদের একজন অপরজনকে বললেন, এ বিষয়টি উমর (রা) জানেনা। তাই তিনি তার সাথী ব্যক্তিকে এ সম্বন্ধে প্রশ্ন করেছেন। এ কথা শুনে উমর (রা) তাদেরকে ডেকে আনলেন এবং বললেন, আল্লাহ্ তা'আলা একা উমরের সিদ্ধান্তের উপর রাজী নয়। তিনি বলেছেন, يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ-এ বিষয়ে তাদের থেকে দু'জন ন্যায়বান ব্যক্তি ফয়সালা করবে। আমি উমর এবং তিনি আবদুর রহমান ইবন আউফ।

অন্যান্য তাফসীরকারগণের মতে দু'জন ন্যায়বান ব্যক্তি প্রথমে মৃত জন্তুর মূল্য নির্ধারণ করবে। তারপর হত্যাকারীকে হুকুম করবে যেন সে এর দ্বারা কুরবানী দানের উদ্দেশ্যে একটি গৃহপালিত জন্তু খরীদ করে। বিচারকগণ ফয়সালা করবে। বস্তুত: ঐ স্থানেই শিকারকৃত পশুর মূল্য নির্ধারণ করবে, যেখানে একে হত্যা করা হয়েছে। ইব্‌রাহীম নাখ্‌ঈ (র) ও অনুরূপ মতামত ব্যক্ত করেছেন। তিনি বলেছেন, মুহরিম ব্যক্তি যদি কোন পশু হত্যা করে তবে এর মূল্য হিসাবে ফয়সালা দিতে হবে। কুফাবাসী এক জামা'আত ফকীহও অনুরূপ মত ব্যক্ত করেছেন।

هَدْيًا শব্দটি يَحْكُمُ بِهِ এর ضمير থেকে حال হয়েছে। هدى - بالغ الكعبة এর صفت। يبلغ الكعبة শব্দে بالغ শব্দটি الكعبة - معرفة এর দিকে مضاف এর দিকে হওয়া সত্ত্বেও একে هدى - نكرة এর صفت সাব্যাস্ত করা এজন্য বৈধ হয়েছে যে, এ শব্দটি এখানে বাহ্যিক ভাবে معرفة হলেও অর্থের দিক থেকে তা হল نكرة -কেননা بالغ الكعبة অর্থ يبلغ الكعبة। بالغ শব্দটি বাহ্যিকভাবে مضاف হিসাবে ব্যবহৃত হলেও অর্থের দিক থেকে এর মধ্যে তানবীন ধর্তব্য রয়েছে। এ কারণেই বলা হয়েছে যে, بالغ শব্দটি এখানে يبلغ এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। মহান আল্লাহর বাণী هذا عَارِضٌ مُّطِرُنَا আয়াতটি উপরোক্ত বাক্যের নজীর। এখনেও مُّطِرُنَا শব্দটি عارض হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। কেননা ممطرنا শব্দে অর্থের দিক থেকে তানবীন উহ্য রয়েছে। এ কারণেই এ শব্দটিও فعل مضارع এর অর্থে ধর্তব্য হবে। অর্থাৎ এর অর্থ হবে هذا عارض يمطرنا—উক্ত বাক্যের ন্যায় هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ এর ক্ষেত্রেও এ ব্যাখ্যা প্রযোজ্য হবে।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ أَوْكَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِيْنَ (অথবা এর কাফফারা হবে দরিদ্রকে খাদ্য দান করা) এর ব্যাখ্যায় ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, অথবা তার উপর ওয়াজিব হল, কাফ্ফারা হিসাবে দরিদ্রকে খাদ্য দান করা। الكفارة। শব্দটিকে فَجَزَاءٌ এর উপর عطف করা হয়েছে।

এ আয়াতের পাঠপ্রক্রিয়ায় কিরা'আত বিশেষজ্ঞগণের একাধিক মত রয়েছে। মক্কা শরীফের অধিকাংশ কিরা'আত বিশেষজ্ঞ এ আয়াতটিকে اضافة – أَوْكَفَّارَةُ طَعَامِ مَسَاكِيْنَ এর সাথে পাঠ করেছেন। আর ইরাকের কিরা'আত বিশেষজ্ঞগণ كَفَّارَةٌ-এর তানবীন এবং طعام এ পেশ এর সাথে أَوْكَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِيْنَ পড়ে থাকেন।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, এ উভয় কিরা'আতের মধ্যে বিশুদ্ধ কিরা'আত হল كَفَّارَةٌ এ তানবীন এবং طعامُ তে পেশ সহকারে পাঠ করা। فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ আয়াতাংশ এর কারণ হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। أَوْكَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِيْنَ এর ব্যাখ্যা সম্বন্ধে তাফসীরকারগণের মতভেদ রয়েছে। কোন কোন ব্যাখ্যাকার বলেন, আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা হল, মুহরিম ব্যক্তি যদি ইচ্ছাকৃতভাবে কোন পশু হত্যা করে তবে তার উপর তিন কাজের কোন একটি ওয়াজিব। হয়তো মৃত জন্তুর অনুরূপ গৃহপালিত কোন পশু কা'বায় প্রেরিতব্য কুরবানী হিসাবে পেশ করবে, অথবা এর কাফফারা হবে দরিদ্রকে খাদ্য দান করবে অথবা সম সংখ্যক সিয়াম পালন করবে। বস্তুত: এ সবের কোন একটির ব্যাপারে হত্যাকারীর ইখতিয়ার রয়েছে। যে কোন একটি প্রদান করলেই কাফ্ফারা আদায় হয়ে যাবে। এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা তার বান্দাগণকে বিধান দিয়েছেন যে, কেউ যদি ইহ্রামের অবস্থায় কোন পশু হত্যা করে তাহলে তাকে উপরোক্ত তিন প্রক্রিয়ার কোন এক প্রক্রিয়ায় কাফ্ফারা আদায় করতে হবে। হত্যাকারী ব্যক্তি যদি কাফ্ফারা হিসাবে অনুরূপ গৃহপালিত পশু কুরবানী করতে সক্ষম হয় তবে তার জন্য হুকুম হল, হত্যাকৃত পশুর অনুরূপ গৃহপালিত পশু কুরবানী করা। অনুরূপ পশু পাওয়া যাওয়া পর্যন্ত অন্য কোন নিয়মে কাফ্ফারা আদায় করা জায়েয হবে না। যদি পশু পাওয়া না যায় অথবা হত্যাকৃত পশুর অনুরূপ পশু না পাওয়া যায় তাহলে কাফ্ফারা হিসাবে দরিদ্রকে খাদ্য দান করবে।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১২৬০০. ইব্ন 'আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْكَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِيْنَ أَوْعَدْلُ ذٰلِكَ صِيَامًا لِّيَذُوْقَ وَبَالَ أَمْرِهِ –এর ব্যাখ্যায় বলেন, মুহরিম ব্যক্তি যদি কোন পশু হত্যা করে তবে তার উপর বিধান প্রয়োগ করা হবে। হরিণ বা এ জাতীয় প্রাণী হত্যা করলে মক্কা শরীফের অভ্যন্তরে একটি বকরী কুরবানী করতে হবে। বকরী না পেলে ছয়জন মিসকীনকে আহার করাবে। তাও না পারলে তিনদিন সওম পালন করবে। –আর যদি শিং বিশিষ্ট হরিণ বা এ জাতীয় কোন পশু হত্যা করে তবে একটি গরু কুরবানী করতে হবে। গরু না পেলে বিশজন মিসকীনকে আহার করাবে। তাও যদি না পারে তবে বিশ দিন সওম পালন করবে। যদি উটপাখি বা গাধা ইত্যাদি হত্যা করে

তাহলে একটি উট কুরবানী করতে হবে। উট না পেলে ত্রিশজন মিসকীনকে আহার করাবে। তাও যদি না পারে তবে ত্রিশদিন সওম পালন করবে। খাদ্য এক মুদ্দ পরিমাণ প্রদান করবে যাতে দরিদ্র ব্যক্তিরা পরিতৃপ্ত হয়ে আহার করতে পারে।

১২৬০১. ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি আল্লাহর বাণী يَـاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَاَنْتُمْ حُرُمٌ....... يَحْكُمُ بِهٖ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ এর ব্যাখ্যায় বলেন, কেউ যদি খরগোশ এর তুলনায় ছোট পশু হত্যা করে তবে কাফ্‌ফারা হিসাবে দরিদ্রকে খাদ্য দান করবে।

১২৬০২. ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুহরিম ব্যক্তি যদি কোন পশু হত্যা করে তবে তার বিনিময় অনুরূপ গৃহ পালিত জন্তু কুরবানী করা। যদি সে এরূপ জন্তু পায় তাহলে তা যবহ করবে এবং পরে এর গোশ্‌ত্ সদকা করে দিবে। যদি এর বিনিময় হিসাবে অনুরূপ গৃহপালিত পশু না পায় তাহলে এর মূল্য সাব্যস্ত করে এর দ্বারা কি পরিমাণ গম খরীদ করা যায় তা সাব্যস্ত করে এক এক সা' এর পরিবর্তে এক দিন করে সওম পালন করবে। এখানে খাদ্যের কথা উল্লেখ করে সওমকেই বুঝানো হয়েছে। যে আহার করাতে সক্ষম হল সে বিনিময় আদায় করেছে বলে মনে করা হবে।

১২৬০৩. 'আতা, মুজাহিদ এবং 'আমির (র) اَوْ عَدْلُ ذٰلِكَ صِيَامًا এর ব্যাখ্যায় বলেন, হাদী (কুরবানী) করতে যে সক্ষম নয় তার জন্য বিধান হল দরিদ্রকে খাদ্য দান করা।

১২৬০৪. ইব্‌রাহীম (রা) বলতেন, মুহরিম ব্যক্তি ইহ্‌রামের অবস্থায় কোন জন্তু শিকার করলে তার উপর ওয়াজিব হল এর বিনিময়ে অনুরূপ গৃহপালিত পশু কুরবানী করা। তা' না পেলে এর মূল্য সাব্যস্ত করা এবং এর দ্বারা কি পরিমাণ খাদ্য খরীদ করা যায়, তাও সাব্যস্ত করা। তারপর এক এক সা' খাদ্যের পরিবর্তে এক এক দিন সওম পালন করবে।

১২৬০৫. হাম্মাদ (র) বলেন, মুহরিম ব্যক্তি কোন পশু শিকার করলে তার জন্য উক্ত বিধান প্রয়োজ্য হবে। যদি অর্ধ সা 'হতে কম পরিমাণ খাদ্য থাকে তবে এর পরিবর্তে এক দিন সওম পালন করবে। কেউ হাদী (কুরবানী) করতে সক্ষম না হলে সে খাদ্য দান করবে। সদকা করার মত খাদ্য না থাকলে সে সওম পালন করবে। অর্থাৎ অর্ধ সা' খাদ্যের পরিবর্তে এক দিন সওম পালন করবে।

১২৬০৬. মুজাহিদ (র) وَمَنْ قَتَلَهٗ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ। এর ব্যাখ্যায় বলেন, এরূপ ব্যক্তির উপর অপরিহার্য হল, অনুরূপ গৃহপালিত পশু কা'বায় প্রেরিতব্য হাদীরূপে পেশ করা। কেউ যদি হাদী পেশ করতে সক্ষম না হয়, তবে সে এর মূল্য দ্বারা খাদ্য খরীদ করে এক এক মিসকীনকে দু'মুদ্দ করে আহার করাবে। তাও যদি করতে সক্ষম না হয় তাহলে প্রতি দু' মুদ্দের পরিবর্তে এক দিন করে সওম পলন করবে।

১২৬০৭. সুদ্দী (র) وَمَنْ قَتَلَهٗ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا – وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللّٰهُ مِنْهُ .. এর ব্যাখ্যায় বলেন, কেউ যদি কোন পশু হত্যা করে তবে তার উপর ওয়াজিব হবে অনুরূপ কোন গৃহপালিত পশু হাদী হিসাবে পেশ করা। যদি হাদী না পায় তবে এর মূল্য সাব্যস্ত করে এর দ্বারা কি

পরিমাণ খাদ্য খরীদ করে মিসকীনদের মধ্যে বন্টন করা যায়, তা দেখতে হবে। তারপর এক এক মিসকীনকে খাদ্য দানের পরিবর্তে এক এক দিন সওম পালন করবে। এ খাদ্য নিজে ভক্ষণ করা জায়েয হবে না। কেননা যে খাদ্য সংগ্রহে সক্ষম, সে কাফ্ফারা আদায় করেছে বলে ধর্তব্য হবে।

১২৬০৮. ইব্ন জুরাইজ (র) বলেন, হাসান ইব্ন মুসলিম (র) আমাকে বলেন, কেউ যদি এমন কোন জন্তু শিকার করে যে, এ কারণে তার উপর বকরী ওয়াজিব হয়, তবে তাকে বকরীই দিতে হবে। কেননা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে— فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ —এর বিনিময় হল, অনুরূপ গৃহপালিত পশু, যার ফয়সালা করবে তোমাদের মধ্যে দু'জন ন্যায়বান লোক। আর কেউ যদি চড়ুই পাখি জাতীয় কোন প্রাণী হত্যা করে তবে এ ক্ষেত্রে হাদী ওয়াজিব হবে না। কিন্তু এক্ষেত্রে কাফ্ফারা হবে মিসকীনকে আহার করানো। অথবা এর সমপরিমাণ সওম পালন করবে। অর্থাৎ উটপাখি বা চড়ুই পাখির সমপরিমাণ। অথবা সমপরিমাণের এ বিধান সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। ইব্ন জুরাইজ (র) বলেন, এ কথাটি আমি 'আতা (র) এর নিকট বর্ণনা করলে তিনি বললেন, সব কথাই পবিত্র কুরআনে উল্লেখ রয়েছে। পবিত্র কুরআনে 'অথবা' এর সাথে এ হুকুম বর্ণনা করা হয়েছে। কাজেই কেউ যদি এরূপ করে তবে সে এ তিনের যে কোনটি প্রক্রিয়া অবলম্বন করতে পরবে।

১২৬০৯. ইবন 'আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি মহান আল্লাহর বাণী لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ এর ব্যখ্যায় বলেন, মুহরিম ব্যক্তি যদি কোন পশু হত্যা করার পর এর বিনিময় প্রদান করতে সক্ষম না হয় তবে এর মূল্য সাব্যস্ত করে এর দ্বারা কি পরিমাণ খাদ্য খরীদ করা যায়, তা নিরূপণ করে তার এক এক সা' খাদ্যর পরিবর্তে এক দিন করে সওম পালন করবে। অপরাপর তাফসীরকারগণের মতে ইহরামের অবস্থায় কেউ যদি ইচ্ছাকৃতভাবে কোন জন্তু হত্যা করে, তবে এর বিনিময়ে অনুরূপ গৃহপালিত পশু কুরবানী করা বা খাদ্য দান করা বা সওম পালন করা—এ তিন ধরনের কাফফারার কোন একটি অবলম্বন করা তার জন্য জায়েয আছে। এ হিসাবে فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ .... أَوْكَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسٰكِيْنَ أَوْعَدْلُ ذٰلِكَ صِيَامًا আয়াতের ব্যাখ্যা হল, তার উপর ওয়াজিব হল অনুরূপ গৃহপালিত জন্তু কুরবানী করা অথবা দরিদ্রকে খাদ্য দান করা অথবা এর সমপরিমাণ সওম পালন করা।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১২৬১০. 'আতা (র) হতে বর্ণিত। তিনি এর ব্যাখ্যায় বলেন, মুহরিম ব্যক্তি যদি কোন পশু শিকার করে এবং সে যদি বিত্তশালী হয় তবে ইচ্ছা করলে উট হাদী হিসাবে পেশ করবে অথবা এর সমপরিমাণ খাদ্য দান করবে অথবা সমপরিমাণ সওম পালন করবে। এর সব ক'টি বিষয়ই পবিত্র কুরআনে উল্লেখ আছে। হত্যাকারী ব্যক্তির জন্য এর যে কোন একটি অবলম্বন করা জায়েয আছে।

১২৬১১. 'আতা (র) فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْكَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسٰكِيْنَ أَوْعَدْلُ ذٰلِكَ صِيَامًا এর ব্যাখ্যায় বলেন,

পবিত্র কুরআনে যে সব ক্ষেত্রে অথবা অথবা আছে এ সব ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির ইখতিয়ার থাকবে, যে কোন একটি সে করতে পারবে।

১২৬১২. ইকরামা (রা) বলেন, পবিত্র কুরআনের যে সব ক্ষেত্রে অথবা অথবা আছে, এ সব ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির যে কোন একটি ইখতিয়ার করতে পারবে। আর যে সব স্থানে فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ (যদি সে তা না করতে পারে) আছে, এসব ক্ষেত্রে পরবর্তী নির্দেশের উপর আমল করার ইখতিয়ার তার থাকবে।

১২৬১৩. হাসান (র) হতে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

১২৬১৪. 'আতা ও মুজাহিদ (র) হতে বর্ণিত। তারা আল্লাহর বাণী فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ। এর ব্যাখ্যায় বলেন, আল কুরআনের যে যে ক্ষেত্রে অথবা এটা অথবা এটা উল্লেখ আছে, সেখানে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির ইখতিয়ার থাকবে। সে এ সবের যে কোন একটির উপর আমল করতে পারবে।

১২৬১৫. দাহ্হাক (র) বলেন, আল কুরআনের যে যে ক্ষেত্রে অথবা এটা অথবা এটা উল্লেখ আছে, সেখানে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির ইখতিয়ার থাকবে। যে কোন একটির উপর সে আমল করতে পারবে।

১২৬১৬. হাসান ও ইব্রাহীম (র) বলেন, আল কুরআনের যে যে স্থানে অথবা এটা অথবা এটা বর্ণিত আছে, সে সে ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির ইখতিয়ার থাকবে। সে এ সবের যে কোন একটির উপর আমল করতে পারবে।

১২৬১৭. ইব্ন 'আব্বাস (রা) বলেন, পবিত্র কুরআনের যে যে ক্ষেত্রে অথবা এটা অথবা এটা আছে, সে সব ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির ইখতিয়ার থাকবে। আর যে সব ক্ষেত্রে فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ (যদি সে তা করতে সক্ষম না হয়) রয়েছে, সে ক্ষেত্রে ক্রমধারা অনুপাতে আমল করতে হবে।

ইহরামের অবস্থায় কোন ব্যক্তি যদি শিকারী জন্তু হত্যা করে তবে সে তিন নিয়মের কোন এক নিয়মে কাফফারা আদায় করতে পারবে। এ ব্যাপারে সে স্বাধীন। এরূপ ব্যক্তি যদি হাদী কুরবানী করতে সক্ষম না হয় তবে অবশিষ্ট দুটির ক্ষেত্রে কোন একটি অবলম্বন করা আবশ্যক কিনা, এ বিষয়ে আলিমগণের একাধিক মত রয়েছে। কোন কোন আলিম বলেন, হাদী ছাড়া অন্য কোন উপায়ে কেউ যদি কাফ্ফারা আদায় করে তবে তার উপর ওয়াজিব হল প্রথমে অনুরূপ জন্তুর মূল্য নির্ধারণ করে এর দ্বারা কি পরিমাণ খাদ্য খরীদ করা যায়, তা সাব্যস্ত করবে। তারপর এক এক মুদ্দ খাদ্যের পরিবর্তে একদিন করে সওম পালন করবে।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১২৬১৮. জুরাইজ (র) বলেন, একবার আমি 'আতা (র)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, অথবা এর সম সংখ্যক সওম পালন করবে এ কথার মানে কি? উত্তরে তিনি বললেন, কোন ব্যক্তি যদি ইহ্রামের অবস্থায় এমন কোন পশু হত্যা করে, যার সমপরিমাণ হয় একটি বকরী, তবে এ বকরীর দ্বারা কি পরিমাণ খাদ্য খরীদ করা যায়, প্রথমে তা দেখবে। তারপর এর এক এক মুদ্দ পরিমাণ খাদ্যের পরিবর্তে এক এক দিন সওম পালন করবে।

অন্যান্য ব্যাখ্যাকারগণের মতে প্রথমে নিহত জন্তুর মূল্য সাব্যস্ত করে এর দ্বারা কি পরিমাণ খাদ্য খরীদ করা যায়, তা নিরূপণ করবে। তারপর সদকা দিতে ইচ্ছা করলে মিসকীনদেরকে খাদ্য দন করবে। আর যদি সওম পালন করতে চায় তবে সওম পালন করবে। কি পরিমাণ খাদ্যের বিনিময়ে একটি রোযা আবশ্যক হবে, এ বিষয়েও ব্যাখ্যাকারগণের মধ্যে একাধিক মত রয়েছে।

কেউ কেউ বলেন, এক মুদ্দ খাদ্যের পরিবর্তে একটি রোযা রাখা আবশ্যক হবে।

কোন কোন ব্যাখ্যাকার বলেন, অর্ধ সা' খাদ্যের পরিবর্তে একদিন সওম পালন করবে। অন্যান্য ব্যাখ্যাকারদের মতে এক সা' খাদ্যের পরিবর্তে এক দিন সওম পালন করতে হবে।

যারা বলেন, প্রথমে নিহত জন্তুর মূল্য সাব্যস্ত করে পরে এর দ্বারা কি পরিমাণ খাদ্য খরীদ করা যায়, তা নিরূপণ করতে হবে, তাদের দলীল।

১২৬১৯. কাতাদা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি يَاَيُّهَاالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَ تَقْتُلُوا الصَّيْدَ এর ব্যাখ্যায় বলেন, দু' জন বিচারক অনুরূপ গৃহপালিত পশু কুরবানী করার ফয়সালা করবে। যদি সে ব্যক্তি অনুরূপ কোন গৃহপালিত পশু কুরবানী করতে অক্ষম হয়, তবে প্রথমে এর মূল্য নির্ধারণ করবে, পরে এর দ্বারা কি পরিমাণ খাদ্য খরীদ করা যায়, তা নিরূপণ করবে। তারপর এক সা' খাদ্যের পরিবর্তে দু' দিন সওম পালন করবে।

অন্যান্য ব্যাখ্যাকারগণের মতে, খাদ্যের হিসাব করে কাফ্ফারা আদায় করার কোন অর্থ হয় না। কেননা, যে ব্যক্তি মিসকীনকে খাদ্য দান করে কাফ্ফারা আদায় করতে সক্ষম হয়েছে, সে তো হত্যাকৃত জানোয়ারের অনুরূপ বস্তুদ্বারা কাফ্ফারা আদায় করতে সক্ষম হল। আর যে এভাবে কাফ্ফারা আদায় করতে সক্ষম হয়েছে, তার জন্য অন্য কোন প্রক্রিয়া অবলম্বন করা জায়েয নেই। বস্তুত: এ স্থানে আল্লাহ্ তা'আলা খাদ্য দ্বারা কাফ্ফারা প্রদান করার যে হুকুম দিয়েছেন, তার উদ্দেশ্য হল সওমের মাধ্যমে কাফ্ফারা আদায় করার কথা বর্ণনা করা। এর দ্বারা এ কথা বর্ণনা করা উদ্দেশ্য নয় যে, জীব হত্যাকারী ব্যক্তির উপর যে কাফ্ফারা ওয়াজিব হয়, খাদ্য দ্বারা কাফ্ফারা প্রদান করা এর মধ্যে একটি।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, আমার মতে فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ এর সঠিক ব্যাখ্যা হল, যদি কোন ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে কোন পশু হত্যা করে তবে তার উপর ওয়াজিব হল অনুরূপ গৃহপালিত পশু কুরবানী করা। যদি উক্ত ব্যক্তি অনুরূপ গৃহপালিত পশু দ্বারা কাফ্ফারা আদায় করার ইচ্ছা করে, মূল্য নয়। কেননা মূল্য তো টাকা পয়সা। আর টাকা পয়সা শিকার জন্তুর অনুরূপ বস্তু নয়। অথচ আল্লাহ্ তা'আলা তার উপর ওয়াজিব করেছেন অনুরূপ গৃহপালিত পশু।

ইমাম তাবারী (র) বলেন, আমার মতে, اَوْكَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسٰكِيْنَ اَوْعَدْلُ ذٰلِكَ صِيَامًا এর সঠিক ব্যাখ্যা হচ্ছে, এ আয়াতে হত্যাকারী ব্যক্তিকে ইখতিয়ার প্রদান করা হয়েছে। সে এ সবের যে কোন একটি দ্বারা কাফ্ফারা আদায় করতে পারবে। কেননা আল্লাহ তা'আলা পশু হত্যাকারী ব্যক্তির উপর শাস্তি স্বরূপ কাফ্ফারা ওয়াজিব করেছেন ইহরামের অবস্থায় হারাম কাজ করে সে যে গুনাহ করেছে তা

ক্ষমা করার জন্য। অথচ ইহ্‌রামের পূর্বে এ কাজ তার জন্য হালাল ছিল। যেমনিভাবে ইহ্‌রামের অবস্থায় মাথা মুন্ডনকারী ব্যক্তির উপর রোযা সদকা বা কুরবানী করে কাফ্‌ফারা আদায় করা ওয়াজিব। অথচ ইহ্‌রাম বিহীন অবস্থায় এ কাজ কারো জন্য হারাম ছিল না। মাথা মুন্ডন করা অবস্থায় কাফ্‌ফারা প্রদানের যে বিধান প্রবর্তন করা হয়েছে, এর উদ্দেশ্যও হলো শাস্তি প্রদান এবং গুনাহ মাফ করা। এ ক্ষেত্রে ব্যক্তি যেমনিভাবে স্বাধীন, অনুরূপভাবে ইহ্‌রামের অবস্থায় জীব হত্যাকারী ব্যক্তিও ফাক্‌ফারা আদায় করার ক্ষেত্রে স্বাধীন। অর্থাৎ তিন পদ্ধতি থেকে যে কোন এক পদ্ধতিতে সে ফাক্‌ফারা আদায় করতে পারবে। বস্তুতঃ কাফ্‌ফারা আদায়ের ক্ষেত্রে এ উভয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই।

কেউ যদি আমার এ বক্তব্য অস্বীকার করে তবে তাকে বলা হবে যে, জীব হত্যাকারী ব্যক্তিকে আল্লাহ তা'আলা এ মর্মে নির্দেশ দিয়েছেন যে, সে এর বিনিময়ে অনুরূপ গৃহপালিত পশু কুরবানী করবে অথবা দরিদ্রকে খাদ্য দান করবে অথবা এর সমসংখ্যক সওম পালন করবে। যেমনিভাবে তিনি মাথা মুন্ডনকারী ব্যক্তিকে সওম অথবা সদকা অথবা কুরবানী করে ফিদ্‌ইয়া প্রদান করার নির্দেশ দিয়েছেন। অথচ আপনি এতদুভয়ের একটি ক্ষেত্রে ইখতিয়ারকে স্বীকার করেন এবং অপরটির ক্ষেত্রে ইখতিয়ারকে অস্বীকার করেন, বরং পার্থক্য করেন। এভাবে পার্থক্য বিধান করার কোন দলীল বা নজীর আছে কি? বস্তুত: এভাবে পার্থক্য করার কোন বিধান নেই।

খাদ্য দ্বারা কাফ্‌ফাররা আদায় করার ক্ষেত্রে হত্যাকৃত জন্তুর মূল্য কিভাবে নির্ধারণ করা হবে, এ বিষয়ে ব্যাখ্যাকারগণের মধ্যে একাধিক মত রয়েছে। কোন কোন ব্যাখ্যাকার বলেন, যেস্থানে পশুটি হত্যা করা হয়েছে, সেখানে এর মূল্য যা হয় সে মূল্য অনুসারে তার মূল্য নির্ধারণ করা হবে। ইবরাহীম নাখঈ, হাম্মাদ, ইমাম আবূ হানীফা, আবূ ইউসুফ এবং ইমাম মুহাম্মদ (র) এ মতামত ব্যক্ত করেছেন। ইবরাহীম নাখ'ঈ ও হাম্মাদ (র) এর বর্ণনা পূর্বেও উল্লেখ কর হয়েছে। ইমাম আবূ হানীফা এবং তাঁর শিষ্যগণের বক্তব্য এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট।

অন্যান্য ব্যাখ্যাকারগণের মতে যে স্থানে কাফ্‌ফারা আদায় করা হবে, ঐ স্থানের মূল্য হিসাবে এর মূল্য নির্ধারণ করা হবে।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১২৬২০. 'আমির (রা) খোরাসান এলাকায় এক মুহরিম ব্যক্তি একটি পশু হত্যা করে, এ সম্পর্কে বলেন, সে মক্কা অথবা মিনায় এর কাফ্‌ফারা আদায় করবে এবং যেস্থানে কাফ্‌ফারা আদায় করবে, সেখানকার মূল্য হিসাবে খাদ্যের মূল্য নির্ধারণ করা হবে।

১২৬২১. শা'বী (র) খোরাসান এলাকায় পশু হত্যাকারী এক ব্যক্তি সম্বন্ধে বলেন, তার ব্যাপারে মক্কা শরীফে ফয়সালা দেয়া হবে।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, আমার মতে এ সম্বন্ধে সঠিক ব্যাখ্যা হল, পশু হত্যাকারী ব্যক্তি যদি অনুরূপ গৃহপালিত পশু দ্বারা এর কাফ্‌ফারা আদায় করে তবে আকৃতি ও গঠনের দিক থেকে

এর সমপরিমাণ পশু কুরবানী করে এর কাফ্ফারা আদায় করতে হবে। আর যদি খাদ্য দ্বারা কাফফ্রারা করে তাহলে যে স্থানে পশুটি হত্যা করা হয়েছে ঐ স্থানের মূল্য অনুসারে এর মূল্য নির্ধারণ করতে হবে। কেননা ঐ স্থানেই তার কাফ্ফারা ওয়াজিব হয়েছে। অবশ্য মিসকীনদেরকে সে যে কোন স্থানে আহার করাতে পারবে। শিকারের স্থানে, মক্কা শরীফে অথবা এ ছাড়া অন্য স্থানেও আহার করাতে পারবে। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা হাদী কুরবানী করার ক্ষেত্রে মক্কা শরীফের শর্ত আরোপ করেছেন। কিন্তু খাদ্য দান করা বা সওম পালনের ক্ষেত্রে তিনি এরূপ শর্ত আরোপ করেননি। একদল 'আলিম অনুরূপ অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১২৬২২. ইব্রাহীম হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, কুরবানী মক্কা শরীফে আদায় করতে হবে। আর সদকা বা সওম যে কোন স্থানে আদায় করা জায়েয আছে। এক দল আলিম এ মতের বিরুদ্ধাচরণ করেন। তারা বলেন, কুরবানী বা খাদ্য দান করে কাফ্ফারা আদায় করলে তা মক্কা ছাড়া অন্য কোন স্থানে আদায় করা জায়েয হবে না। অবশ্য সওম যে কোন স্থানে আদায় করা জায়েয আছে।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১২৬২৩. 'আতা (রা) বলেন, কুরবানী ও খাদ্য মক্কা শরীফে আদায় করতে হবে। আর সওম যে কোন স্থানে পালন করা জায়েয আছে।

১২৬২৪. 'আতা (র) বলেন, হজ্জের কাফ্ফারা মক্কা শরীফে আদায় করতে হবে।

১২৬২৫. ইব্ন জুরায়জ (র) বলেন,.একদিন আমি 'আতা (র)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, কেউ খদ্য দ্বারা কাফ্ফারা আদায় করতে চাইলে সে কোথায় কোথায় সদকা করবে? তিনি বললেন, মক্কা শরীফে। তা এই কারণে যে, এ সদকা হচ্ছে হাদী এর ন্যায়। আর হাদী সম্বন্ধে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন, فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ(এর বিনিময় হচ্ছে অনুরূপ গৃহপালিত জন্তু, যার ফয়সালা করবে তোমাদের মধ্যে দু'জন ন্যায়বান লোক কা'বাতে প্রেরিতব্য কুরবানী রূপে)। কারণ উক্ত ব্যক্তি হরমের ভেতরে অর্থাৎ বায়তুল্লাহর নিকটবর্তী স্থানে পশু হত্যা করেছে। তাই এর বিনিময়ও বায়তুল্লাহর নিকটেই আদায় করতে হবে। উল্লেখ্য যে, হাদী কা'বাতেই প্রেরণ করতে হবে। এখানে পৌঁছার পর তা নহর বা যবাহ্ করবে। এরপর তা হরমের মিসকীনদের মধ্যে বন্টন করে দেয়া হবে। এ স্থানে কা'বা বলে হরমের পুরা এলাকার কথা বুঝানো হয়েছে। এ হাদী যে কোন সময় যবাহ করা জায়েজ আছে। কুরবানী দিবসের পূর্বে ও পরে উভয় সময়ই যবাহ কর জায়েয। যবাহ্ করার পর এ গোশ্ত দ্বারা দরিদ্র লোকদেরকে আহার করাবে। খাদ্য দ্বারা কাফ্ফারা আদায় করলেও এ বিধান প্রযোজ্য হবে। অর্থাৎ যেখানে ইচ্ছা এবং যথায় ইচ্ছা এ কাফফারা আদায় করতে পারবে। সওম পালনের কাফ্ফারা অনুরূপই।

মুফাস্সিরগণও অনুরূপ মতামত ব্যক্ত করেছেন। তবে এর ব্যতিক্রম মতের উল্লেখও বিদ্যমান আছে। আমি পূর্বে তা উল্লেখ করেছি।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১২৬২৬. ইব্ন জুরায়জ (র) বলেন, আমি 'আতা (র)-কে أَوْعَدْلُ ذٰلِكَ صِيَامًا সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম– সওম পালনের কোন নির্ধারিত সময় আছে কী? উত্তরে তিনি বললেন, না, নেই। যখন ইচ্ছা এবং যেখানে ইচ্ছা সওম পালন করতে পারবে। অবশ্য বিলম্ব না করে তড়িৎভাবে তা আদায় করাই আমার মতে উত্তম।

১২৬২৭. ইবন জুরায়জ (র) বলেন, একদিন আমি 'আতা (র) কে জিজ্ঞাসা করলাম, কোন ব্যক্তি যদি হজ্জ বা উমরা অবস্থায় কোন পশু হত্যা করে, অত:পর মুহাররম বা অন্য কোন মাসে এর জাযা (বদলা) হরমে প্রেরণ করে তবে যথেষ্ট হবে কি? তিনি বললেন, হাঁ জায়েয হবে। অত:পর তিনি পাঠ করলেন, هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ (কা'বাতে প্রেরিতব্য কুরবানীরূপে)। হান্নাদ এবং ইয়াহ্ইয়া (র) বলেন, এ মতটি আমাদের নিকট গ্রহণযোগ্য।

১২৬২৮. 'আতা (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হত্যাকৃত শিকারী জন্তুর জাযা নিয়ে মক্কায় পৌঁছার পর তা যবাহ করবে। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা আল্ কুরআনে ইরশাদ করেছেন, هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ কা'বাতে প্রেরিতব্য হাদীরূপে, অবশ্য যিলহজ্জের প্রথম দশকে আগমন করে থাকলে তখন কুরবানী না করে কুরবানী দিবস পর্যন্ত বিলম্ব করবে।

১২৬২৯. 'আতা' (র) বলেন, শিকারকৃত জন্তুর জাযা মক্কা শরীফে আদায় করবে। আল্লাহ তা'আলা আল কুরআনে ইরশাদ করেছেন, هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ —কা'বাতে প্রেরিতব্য কুরবানী রূপে।

মহান আল্লাহর বাণী أَوْعَدْلُ ذٰلِكَ صِيَامًا (অথবা এর সম সংখ্যক সওম পালন করবে) এর ব্যাখ্যায় ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, অথবা মুহরিম ব্যক্তি কোন পশু হত্যা করলে সে এর সমসংখ্যক সওম পালন করবে। আর তা এই নিয়মে পালন করতে হবে যে, প্রথমে যে পশুটি হত্যা করা হয়েছে, তা জীবিত থাকলে ঐ স্থানে এর দাম কত হত, তা সাব্যস্ত করে এর দ্বারা কি পরিমাণ খাদ্য খরীদ করা যায়, তা নিরূপণ করবে। তারপর এক এক মুদ্দ খাদ্যের পরিবর্তে এক দিন করে সওম পালন করবে। কেননা, নবী করীম (সা) রমযান মাসে স্ত্রী সহবাসকারী ব্যক্তির কাফফারা আদায়ের ক্ষেত্রে একদিনের রোযাকে এক মুদ্দ খাদ্যের সমান বলে ধার্য করেছেন।

কেউ যদি এ মর্মে প্রশ্ন করেন যে, নবী করীম (সা)-এর নিম্নোক্ত নির্দেশের উপর কিয়াস করে এ ক্ষেত্রে এক দিনের রোযাকে এক সা' খাদ্যের সমান সাব্যস্ত করলেন না কেন? তিনি তো কা'ব ইব্ন উজরা (রা) কে খাদ্য দ্বারা কাফ্ফারা প্রদান করার ক্ষেত্রে এক 'ফারাক' খাদ্য ছয়জন মিসকীনকে প্রদান করার হুকুম করেছেন। আর তা হল তিন সা'। এ ক্ষেত্রে সওম দ্বারা কাফ্ফারা আদায় করলে তিন দিন সওম পালন করতে হবে। এখানে তিন সা'কে তিন রোযার সমান সাব্যস্ত করা হয়েছে। এ হিসাবে তিন দিনের রোযা তিন সা'এর সমান হওয়া দরকার।

জওয়াবে বলা যেতে পারে, কিয়াস (قياس) অর্থ, যে বিষয়ে মতভেদ আছে, এমন বিষয়কে ঐ বিষয়ের সাথে তুলনা করা, যাতে কারো কোন মতভেদ নেই। আর এ কথা সর্বজনস্বীকৃত যে, শিকারী জন্তু হত্যা করার অবস্থায় সওম দ্বারা কাফ্‌ফারা আদায় করার ক্ষেত্রে একদিনের রোযা এক সা' এর সমপর্যায়ের নয়। কাজেই, এর দ্বারা কাফ্‌ফারা আদায় হবে না। এতে এ কথা প্রতীয়মান হয় যে, জীব হত্যার কাফফারা এবং মাথা মুন্ডন করার কাফ্‌ফারা এক পর্যায়ের হতে পারে না। তাই উপরোক্ত একটি বিষয়ের উপর অপর বিষয়কে কিয়াস করাও ঠিক নয়। কাজেই এক মুদ্দ অথবা অর্ধ সা' খাদ্যের পরিবর্তে এক দিন সওম পালন করা ওয়াজিব।

ইমাম আবূজা'ফর তাবারী (র) বলেন, বিভিন্ন তফসীরকারগণও অনুরূপ মতামত ব্যক্ত করেছেন।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১২৬৩০. ইব্‌ন জুরাইজ (র) বলেন, একদিন আমি 'আতা (র) কে জিজ্ঞাসা করলাম أَوْعَدْلُ ذٰلِكَ صِيَامًا এ আয়াতাংশের অর্থ কি? তিনি বললেন, খাদ্যের সমপরিমাণ সওম পালন করবে। কাজেই এক মুদ্দ খাদ্যের পরিবর্তে এক দিন সওম পালন করবে। তিনি এ বিষয়টিকে রমযান মাসে স্ত্রী সহবাস করার কাফ্‌ফারা এবং যিহারের কাফ্‌ফারার উপর কিয়াস করেন। 'আতা (র) বলেন, এ হলো তার রায়। এ বিষয়ে তিনি কারো থেকে কোন বর্ণনা শোনেন নি এবং কোন নিয়মও পূর্ব হতে প্রচলিত নেই। ইব্‌ন জুরাইজ (র) বলেন, কিছুদিন পরে তার নিকট এসে পুনরায় জিজ্ঞাসা করি, أَوْعَدْلُ ذٰلِكَ صِيَامًا এ আয়াতংশের অর্থ কী? তখন তিনি বললেন, হত্যাকৃত পশুর বিনিময়ে যদি বকরী ওয়াজিব হয়, তবে তার দ্বারা কি পরিমাণ খাদ্য খরীদ করা যায় তা নিরূপণ করবে। এরপর এক এক মুদ্দ খাদ্যের পরিবর্তে এক দিন সওম পালন করবে। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করিনি যে, তা কি তাঁর রায়, না রাসূলুল্লাহ (সা)-এর অনুসৃত সুন্নাত।

১২৬৩১. সা'ঈদ ইব্‌ন জুবাইর (রা) মহান আল্লাহর বাণী أَوْعَدْلُ ذٰلِكَ صِيَامًا -এর ব্যাখ্যায় বলেন, তিন থেকে দশ দিন পর্যন্ত সওম পালন করবে।

১২৬৩২. হাম্মাদ (র) হতে বর্ণিত। তিনি أَوْعَدْلُ ذٰلِكَ صِيَامًا-এর ব্যাখ্যায় বলেন, কেউ যদি হাদী খরীদ করতে সক্ষম না হয় এবং সদকা করতেও সক্ষম না হয়, তবে তার জন্য বিধান হলো, অর্ধ সা' খাদ্যের পরিবর্তে এক দিন সওম পালন করা।

১২৬৩৩. ইবন 'আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি أَوْعَدْلُ ذٰلِكَ صِيَامًا -এর ব্যাখ্যায় বলেন, মুহরিম যদি কোন পশু হত্যা করে তবে তার উপর শরীয়তের নির্ধারিত বিধান আপতিত হবে। হরিণ বা এ জাতীয় কোন পশু হত্যা করলে কাফ্‌ফারা স্বরূপ একটি বকরী মক্কা শরীফে কুরবানী করতে হবে। তা করতে সক্ষম না হলে ছয়জন মিসকীনকে আহার করাবে। তাও যদি করতে সক্ষম না হয়, তবে তিন দিন সওম পালন করবে। শিং বিশিষ্ট হরিণ বা এ জাতীয় কোন পশু হত্যা করলে গরু কুরবানী করতে হবে। যদি গরু কুরবানী করতে সক্ষম না হয়, তাহলে বিশজন মিসকীনকে আহার করাবে। যদি তা করতে

সক্ষম না হয় তবে বিশ দিন সওম পালন করবে। আর উট পাখি, গাধা বা এ জাতীয় পশু হত্যা করলে উট কুরবানী করতে হবে। উট কুরবানী করতে সক্ষম না হলে ত্রিশজন মিসকীনকে আহার করাবে। তাও যদি করতে না পারে তবে ত্রিশ দিন সওম পালন করবে। এক মুদ্দ পরিমাণ আহার করালে মিসকীনরা তৃপ্তিভরে খেতে পারবে।

১২৬৩৪. আমর ইব্‌ন আবী সালামা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সাঈদ (র)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, যদি মুহরিম ব্যক্তি কোন পশু হত্যা করে তাহলে তার উপর বকরী, গরু অথবা উট এ তিনের কোন একটি ওয়াজিব হবে। যদি সে এর দ্বারা কাফফারা আদায় করতে সক্ষম না হয় এর সম সংখ্যক সওম বা সদকা কি হবে? তিনি বললেন, এর মূল্য সদকা করতে হবে। যদি মূল্য সদকা করতে সক্ষম না হয় তবে এর মূল্য দ্বারা যে পরিমাণ খাদ্য খরীদ করা যায়, তা নিরূপণ করে এক এক মিসকীনকে এক মুদ্দ পরিমাণ সদকা করবে। এরপর এক মুদ্দ পরিমাণ খাদ্যের পরিবর্তে এক দিন সওম পালন করবে।

আল্লাহর বাণী لِيَذُوْقَ وَبَالَ اَمْرِهٖ (যাতে সে আপন কৃতকর্মের ফল ভোগ করে) -এর ব্যাখ্যায় ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, অলোচ্য আতাংশে আল্লাহ পাক বলেন, ইহরামের অবস্থায় জীব হত্যাকারী ব্যক্তির উপর আমি যে শাস্তি অথবা কাফ্ফারা ওয়াজিব করেছি, তা এ জন্য, যাতে সে আপন কৃতকর্মের শাস্তি বা আযাব ভোগ করে। بِاَمْرِهٖ অর্থাৎ ইহরামের অবস্থায় নিষিদ্ধ কাজ করে সে যে পাপ করেছে। এ বিষয়ে আল্লাহ বলেন, আমি তাদের উপর কাফ্ফারা ওয়াজিব করেছি জরিমানা ও কষ্টসাধ্য কাজ তাদের উপর চাপিয়ে দিয়ে তাদেরকে পাপের শাস্তি ভোগ করার জন্য।

وبال অর্থ কঠিন শাস্তি। আল কুরআনে ইরশাদ হয়েছে। فَعَصٰى فِرْعَوْنُ الرَّسُوْلَ فَاَخَذْنٰهُ اَخْذًا وَّبِيْلًا (কিন্তু ফির'অওন সে রাসূলকে অমান্য করেছিল, ফলে আমি তাকে কঠিন শাস্তি দিয়েছিলাম। (মুয্যাম্মিল ঃ ১৬)

কাফ্ফারা দ্বারা যদিও গুনাহ্ মাফ হয়, কিন্তু যে কাফ্ফারা আদায়ে জান মাল খরচ করতে হয় ঐ কাফফারা যেহেতু আল্লাহর পক্ষ হতে বান্দার জন্য শাস্তি বটে, সে হিসাবে আল্লাহ্ তা'আলা لِيَذُوْقَ وَبَالَ اَمْرِهٖ বলেছেন। ব্যাখ্যাকারগণও অনুরূপ মতামত ব্যক্ত করেছেন।

১২৬৩৫. সুদ্দী (র) বলেন, وَبَالَ اَمْرِهٖ অর্থ তার কৃতকর্মের শাস্তি।

আল্লাহর বাণী عَفَا اللّٰهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللّٰهُ مِنْهُ—(যা গত হয়েছে আল্লাহ্ তা ক্ষমা করেছেন, কেউ তা পুনরায় করলে আল্লাহ্ তার শাস্তি দিবেন) এর ব্যাখ্যায় ইমাম আবূ জা'ফর (র) বলেন, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলে বিশ্বাসী মু'মিনদেরকে সম্বোধন করে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, হে মু'মিনগণ! জাহিলী যুগে তোমাদের থেকে যা গত হয়েছে, অর্থাৎ মুহরিম অবস্থায় তোমরা যে পশু হত্যা করেছো,গ এ বিষয়ে আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে দায়ী করবেন না এবং তোমাদের উপর কোন কাফ্ফারাও ওয়াজিব করবেন না। কিন্তু ইহ্‌রামের অবস্থায় তোমাদের কেউ পুনরায় এ কাজ করলে আল্লাহ্ তাকে শাস্তি দিবেন।

আয়াতের অর্থ এভাবেও হতে পারে যে, ইহ্রামের অবস্থায় পশু হত্যা করা নিষিদ্ধ ঘোষিত হওয়ার পর মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও এ কাজ পুনরায় কেউ করলে আল্লাহ্ তাকে পরকালে শাস্তি দিবেন। অবশ্য দুনিয়াতে তার উপর জাযা এবং কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে। এ আয়াতের ব্যাখ্যায় তাফসীরগণের একাধিক অভিমত রয়েছে।

আমি পূর্বে আয়াতের যে ব্যাখ্যা উল্লেখ করেছি, কোন কোন ব্যাখ্যাকার অনুরূপ মতামত ব্যক্ত করেছেন।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১২৬৩৬. ইবন জুরায়জ (র) বলেন, একদিন আমি 'আতা (র)-কে عَفَا اللّٰهُ عَمَّا سَلَفَ এর মর্ম সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করার পর তিনি বললেন, জাহিলী যুগে যা গত হয়েছে, আল্লাহ্ তা ক্ষমা করে দিয়েছেন। আমি আবার জিজ্ঞাসা করলাম وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللّٰهُ مِنْهُ এর অর্থ কী? উত্তরে তিনি বললেন, ইসলাম গ্রহণের পর কেউ যদি তা পুনরায় করে তবে আল্লাহ্ তাকে শাস্তি দিবেন। অধিকন্তু তার উপর কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে।

১২৬৩৭. ইব্ন জুরায়জ (র) 'আতা (র) হতে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। এতে অতিরিক্ত এ কথাও বর্ণিত রয়েছে যে, কেউ যদি পুনরায় হত্যা করে তবে তাকে কাফফারা আদায় করতে হবে। তারপর আমি জিজ্ঞাসা করলাম, কেউ পুনরায় এ কাজ করলে তার উপর কোন হদ্দ (দন্ডাদেশ) জারী করা যাবে কী? তিনি বললেন, না, জারী করা যাবে না। আমি পুনরায় জিজ্ঞাসা করলাম, তাহলে শিকারকারীকে শাসক বা বিচারক অন্য কোন ধরনের শাস্তি দিতে পারবে কি? জবাবে তিনি বললেন, এ ধরনের পাপ বা অপরাধ একমাত্র আল্লাহ্ ও তাঁর বান্দা সম্পর্কিত। (তাই এ ক্ষেত্রে ইমাম বা শাসকের শাস্তি দেওয়ার কোন অধিকার নেই।) অবশ্য সে ব্যক্তি কাফ্ফারা আদায় করতে বাধ্য থাকবে।

১২৬৩৮. 'আতা (র) হতে বর্ণিত। তিনি وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللّٰهُ مِنْهُ এর ব্যাখ্যায় বলেন, ইসলাম গ্রহণের পর কেউ পুনরায় এরূপ করলে আল্লাহ তাকে শাস্তি দিবেন। এর সাথে সাথে তার উপর কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে। বর্ণনাকারী ইবন জুরায়জ (র) বলেন, আমি 'আতা (র)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, এরূপ কোন ব্যক্তিকে রাষ্ট্র প্রধান বিশেষ কোন শাস্তি দিতে পারবেন কি? তিনি বললেন, না, পারবেন না।

১২৬৩৯. 'আতা (র) হতে বর্ণিত। তিনি আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, عَفَا اللّٰهُ عَمَّا سَلَفَ মানে যা গত হয়েছে আল্লাহ্ তা'আলা তা ক্ষমা করে দিয়েছেন (অর্থাৎ জাহিলী যুগে) وَمَنْ عَادَ ইসলাম গ্রহণের পর কেউ তা পুনররায় করলে। فَيَنْتَقِمُ اللّٰهُ مِنْهُ আল্লাহ্ তাকে শাস্তি দিবেন। এবং তার উপর কাফ্ফারাও ওয়াজিব হবে। ইব্ন জুরায়জ (র) বলেন, আমি 'আতা (র)-কে প্রশ্ন করলাম, এরূপ ব্যক্তিকে রাষ্ট্রপ্রধান কোন শাস্তি দিতে পারবেন কি? জবাবে তিনি বললেন, না, পারবেন না।

১২৬৪০. 'আতা (র) বলেন, যখনই কেউ কোন জীব হত্যা করবে, ইচ্ছাকৃত হোক অথবা অনিচ্ছাকৃত হোক, উভয় অবস্থায় বিধান কার্যকর হবে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, عَفَا اللّٰهُ عَمَّا سَلَفَ জাহিলী

যুগে তোমাদের থেকে যা গত হয়েছে আল্লাহ তা'আলা তা ক্ষমা করে দিয়েছেন। وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللّٰهُ مِنْهُ। কেউ তা পুনরায় করলে আল্লাহ তাকে শাস্তি দিবেন এবং কাফ্ফারাও তার উপর ওয়াজিব হবে। ইবন জুরায়জ (র) বলেন, এরূপ ব্যক্তিকে রাষ্ট্রপ্রধান কি অতিরিক্ত কোন শাস্তি দিতে পারবে? তিনি বললেন, না, পারবে না।

১২৬৪১. 'আতা ইবন আবূ রাবাহ্ (র) বলেন, যতবারই সে এরূপ করবে, ততবারই তার জন্য এ হুকুম প্রযোজ্য হবে।

১২৬৪২. ইব্ন জুরায়জ (র) বলেন, একদিন আমি 'আতা (র)-কে عَفَا اللّٰهُ عَمَّا سَلَفَ-এর ব্যাখ্যা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, জাহিলী যুগে যা গত হয়েছে, আল্লাহ্ তা'আলা তা ক্ষমা করে দিয়েছেন।

১২৬৪৩. মুজাহিদ (র) বলেন, মুহরিম ব্যক্তি যখনই ভুলক্রমে কোন জীব হত্যা করবে, তখনই তার জন্য এ হুকুম প্রযোজ্য হবে।

১২৬৪৪. ইব্রাহীম (র) বলেন, মুহরিম ব্যক্তি যখনই কোন পশু হত্যা করবে; তখনই তার উপর এ হুকুম প্রযোজ্য হবে।

১২৬৪৫. 'আতা (র) বলেন, কোন ব্যক্তি একবার কোন জীব হত্যা করার পর পুনরায় আবার যদি হত্যা করে তবে এক্ষেত্রেও এ হুকুম প্রযোজ্য হবে।

১২৬৪৬. সাঈদ ইবন জুবায়র (র) বলেন, ঐ রূপ ব্যক্তির ক্ষেত্রে অনুরূপ হুকুম প্রযোজ্য হবে। তাকে এ ভাবে ছেড়ে দেয়া যায় না।

১২৬৪৭. সাঈদ ইব্ন জুবায়র (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুহরিম অবস্থায় যদি কোন ব্যক্তি শিকার করে, তবে তার জন্য এ হুকুম প্রযোজ্য হবে। উক্ত ব্যক্তি যদি পুনরায় এরূপ করে তবে আবারো কি এ হুকুম প্রযোজ্য হবে? তিনি বললেন, হাঁ, আবারও এ হুকুম প্রযোজ্য হবে।

১২৬৪৮. 'আতা (র) বলেন, পুনরায় করলেও এ হুকুম প্রযোজ্য হবে।

অন্যান্য ব্যাখ্যাকারদের মতে আলোচ্য আয়াতের অর্থ হল, জাহিলী যুগে তোমাদের থেকে যা গত হয়েছে আল্লাহ্ তা'আলা তা ক্ষমা করে দিয়েছেন। ইসলাম গ্রহণের পর এরূপ করলে তার উপর কাফ্ফারা অবধারিত। আল্লাহ্ তাকে শাস্তি দিবেন।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১২৬৪৯. সাঈদ ইব্ন জুবায়র ও 'আতা (র) হতে বর্ণিত। তারা মহান আল্লাহর বাণী وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللّٰهُ مِنْهُ এর ব্যাখ্যায় বলেন, কাফ্ফারা ওয়াজিব করে আল্লাহ্ তাদেরকে শাস্তি দিবেন। আর জাহিলী যুগে যা গত হয়েছে, আল্লাহ্ তা ক্ষমা করে দিয়েছেন।

অপরাপর তাফসীরকারগণের মতে আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা হল, ইহ্রামের অবস্থায় একবার জীব হত্যা করার পর পুনরায় যদি উক্ত ব্যক্তি এ অবস্থায়ই কোন পশু হত্যা করে তবে আল্লাহ্ তা'আলা তাকে শাস্তি দিবেন। কিন্তু তার উপর কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে না।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১২৬৫০. ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) বলেন, যদি কোন ব্যক্তি ইহ্‌রামের অবস্থায় ভুলক্রমে কোন পশু হত্যা করে তবে প্রথমবারে তার উপর উপরোক্ত বিধান প্রযোজ্য হবে। আর যদি পুনরায় এরূপ করে তাহলে আল্লাহর ঘোষণা মুতাবিক তিনি তাকে শাস্তি দিবেন।

১২৬৫১. ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুহরিম যদি কোন পশু হত্যা করে তবে তার জন্য উক্ত বিধান প্রযোজ্য হবে। যদি এ অবস্থায় পুনরায় কোন পশু হত্যা করে তবে এ অবস্থায় তার উপর আর এ বিধান প্রযোজ্য হবে না। বরং তার বিষয়টি আল্লাহ্‌র উপর ন্যস্ত করা হবে। তিনি ইচ্ছা করলে তাকে শাস্তি দিবেন। আর ইচ্ছা করলে তিনি তাকে মাফও করে দিতে পারেন। এরপর তিনি وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللّٰهُ مِنْهُ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ ذُوانْتِقَامٍ আয়াতংশ তিলাওয়াত করলেন।

১২৬৫২. 'আমির (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন জনৈক ব্যক্তি শুরাইহ্‌ (র)-এর নিকট এসে বললেন, আমি ইহ্‌রামের অবস্থায় একটি পশু শিকার করেছি। এ কথা শুনে তিনি বললেন, এর পূর্বে তুমি আর কোন শিকার করেছো কি? জওয়াবে তিনি বললেন, না করিনি। তখন তিনি বললেন, যদি তুমি হাঁ বলতে তাহলে আমি তোমাকে আল্লাহর প্রতি ন্যস্ত করতাম। ফলে তিনি তোমাকে শাস্তি দিতেন। তিনি পরাক্রমশালী শাস্তিদাতা। বর্ণনাকারী দাউদ (র) বলেলন, সাঈদ ইবন জুবাইর (র)-এর সাথে আমি এ বিষয়ে আলোচনা করলে তিনি বললেন, বরং তার উপরও উক্ত হুকুম প্রযোজ্য হবে। তাকে কি এমনিই ছেড়ে দেয়া যায়?

১২৬৫৩. ইব্‌রাহীম (র) বলেন, মুহরিম ব্যক্তি যদি ইহ্‌রামের অবস্থায় কোন পশু শিকার করে তাহলে তার হুকুম কি হবে? জবাবে তিনি বললেন, এর পূর্বেও কি তুমি কোন পশু শিকার করেছো? যদি সে হাঁ বলতো, তবে তাকে বলা হতো, তুমি যাও, আল্লাহ্‌ তোমাকে শাস্তি দিবেন। আর যদি না বলতো, তবে তার জন্য উক্ত বিধান প্রযোজ্য হবে।

১২৬৫৪. ইব্‌রাহীম (র) হতে বর্ণিত। একবার তাকে জিজ্ঞাসা করা হল, যদি কোন ব্যক্তি একবার পশু হত্যা করার পর পুনরায় পশু হত্যা করে তবে তার বিধান কি হবে? জওয়াবে তিনি বললেন, কেউ পুনরায় হত্যা করলে তার জন্য এ হুকুম প্রযোজ্য হবে না। বরং তার বিষয়টি মহান আল্লাহর প্রতি ন্যাস্ত থাকবে।

১২৬৫৫. শা'বী (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি শুরাইহ্‌ (র) এর নিকট এসে বললেন আমি একটি পশু হত্যা করেছি। এর হুকুম কী? তিনি বললেন এর পূর্বেও কি তুমি কোন পশু হত্যা করেছো? তিনি বললেন, না করিনি। তখন তিনি বললেন, যদি তুমি হাঁ বলতে তাহলে আমি তোমার জন্য এ হুকুম দিতাম না।

১২৬৫৬. শুরাইহ (র) হতে অনুরূপ বর্ণিত রয়েছে।

১২৬৫৭. শুরাইহ (র) হতে বর্ণিত। তাকে পশু শিকারকারী ব্যক্তি সম্বন্ধে ফাত্‌ওয়া জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন, তার জন্য উক্ত হুকুম প্রযোজ্য হবে। আর যদি পুনরায় হত্যা করে তবে মহান আল্লাহ্‌ তাকে শাস্তি দিবেন।

১২৬৫৮. সাঈদ ইব্‌ন জুবাইর (র) হতে বর্ণিত। তিনি وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ এর ব্যাখ্যায় বলেন, কেউ যদি ইচ্ছাকৃতভাবে একবার শিকার করে তবে তার জন্য উক্ত বিধান প্রযোজ্য হবে। দ্বিতীয়বার হত্যা করলে তার ক্ষেত্রে এ হুকুম প্রযোজ্য হবে না। তাকে বলা হবে যাও, আল্লাহ্ তোমাকে শাস্তি দিবেন। ভুলক্রমে হত্যা করলেও সর্বদা এ হুকুম প্রযোজ্য হবে।

১২৬৫৯. সাঈদ ইব্‌ন জুবাইর (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার শিকার করলে তার জন্য এ সুযোগ। কিন্তু পুনরায় শিকার করলে আল্লাহ্ তাকে ছাড়বেন না। বরং তিনি তাকে শাস্তি দিবেন।

১২৬৬০. অপর এক সনদে সাঈদ ইব্‌ন জুবাইর (র) হতে অনুরূপ বর্ণিত রয়েছে।

১২৬৬১. ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, কোন ব্যক্তি যদি ইহ্‌রামের অবস্থায় পশু শিকার করে তবে তার উপর এ হুকুম প্রয়োগ করা হবে। যদি পুনরায় শিকার করে তবে তার উপর আর এ হুকুম প্রযোজ্য হবে না; বরং আল্লাহ্ নিজেই তাকে শাস্তি দিবেন।

১২৬৬২. মুজাহিদ (র) হতে বর্ণিত। তিনি وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا এর ব্যাখ্যায় বলেন, ইহ্‌রমের কথা ভুলে গিয়ে কেউ যদি ইচ্ছাকৃতভাবে কোন পশু হত্যা করে তবে তার উপর এ হুকুম প্রযোজ্য হবে। কিন্তু পুনরায় হত্যা করলে তার ক্ষেত্রে এ হুকুম প্রযোজ্য হবে না। তাকে বলা হবে যে, আল্লাহ্ নিজেই এর শাস্তি প্রদান করবেন।

১২৬৬৩. মুজাহিদ (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, কেউ পুনরায় কোন পশু শিকার করলে তার ক্ষেত্রে এ হুকুম প্রযোজ্য হবে না; বরং আল্লাহ্ নিজেই তাকে শাস্তি প্রদান করবেন।

১২৬৬৪. হাসান (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যদি কোন ব্যক্তি পশু হত্যা করে তবে তার জন্য উক্ত বিধান প্রযোজ্য হবে। পুনরায় হত্যা করলে তার প্রতি আর এ বিধান প্রয়োগ করা যাবে না। অন্যান্য ব্যাখ্যাকারগণের মতে আয়াতের মর্ম হল, ইহ্‌রামের অবস্থায় পশু শিকার করা হারাম আল্লাহ্ পাকের এ নির্দেশ প্রদান করার পূর্বে যারা শিকার করেছে, আল্লাহ্ তা'আলা তাদের অপরাধ ক্ষমা করে দিয়েছেন। কিন্তু হারামের বিধান নাযিল হওয়ার পর জানা সত্ত্বেও ইহ্‌রামের কথা স্মরণে থাকা অবস্থায় যারা ইচ্ছাকৃতভাবে পশু হত্যা করবে, আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে শাস্তি দিবেন। তাদের এ গুনাহর কোন কাফ্‌ফারা নেই এবং দুনিয়াতে এর বিনিময়ে তাদের উপর কোন জাযাও ওয়াজিব হবে না।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১২৬৬৫. ইব্‌ন যায়দ (র) আল্লাহর বাণী وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ এর ব্যাখ্যায় বলেন, পশু শিকার করার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা সম্বলিত হুকুম নাযিল হওয়ার পর একাজ হারাম তা জানা সত্ত্বেও ইহ্‌রামের কথা স্মরণে থাকা অবস্থায় কেউ যদি কোন পশু হত্যা করে তবে তার জন্য এ হুকুম প্রযোজ্য হবে না। বরং তা আল্লাহর হাওয়ালা করা হবে। কিন্তু (কেউ যদি) ইহ্‌রামের কথা ভুলে গিয়ে ইচ্ছাকৃত ভাবে কোন পশু হত্যা করে অথবা পশু হত্যা করা হারাম এ কথা না জানা অবস্থায় কেউ যদি কোন পশু হত্যা

করে তবে তাদের ক্ষেত্রে উপরোক্ত হুকুম প্রযোজ্য হবে। আর ইহ্রামের অবস্থায় শিকার করা হারাম হওয়ার হুকুম নাযিল হওয়ার পর এ কথা জানা সত্ত্বেও কেউ যদি ইচ্ছাকৃত পশু হত্যা করে, তার বিষয়টি আল্লাহর হাওয়ালা করা হবে। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা নিজে তাকে শাস্তি প্রদান করবেন।

এ মতটি মুজাহিদ (র) এর মতের সাথে অধিক প্রযোজ্য, যা আমি পূর্বে উল্লেখ করেছি।

কোন কোন ব্যাখ্যাকার বলেন, এ আয়াতে এক নির্দিষ্ট ব্যক্তির কথা বুঝানো হয়েছে।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১২৬৬৬. যায়দ আবুল মুআল্লা (র) বলেন, এক ব্যক্তি ইহ্রামের অবস্থায় শিকার করলে প্রথমবারের মত তাকে ক্ষমা করে দেয়া হয়। এরপর পুনরায় সে শিকার করলে আল্লাহ্ তা'আলা তার প্রতি অগ্নি প্রেরণ করেন এবং তা তাকে জ্বালিয়ে দেয়। وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللّٰهُ مِنْهُ আয়াতে এ কথার প্রতিই নির্দেশ করা হয়েছে। অর্থাৎ কেউ ইসলাম গ্রহণের পর পুনরায় তা করলে আল্লাহ্ তাকে শাস্তি দিবেন।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, আমার মতে এ আয়াতের সঠিক ও বিশুদ্ধতম ব্যাখ্যা হল, আল্লাহর নিষেধাজ্ঞা বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও ইসলাম গ্রহণের পর কেউ আবার পশু হত্যা করলে আল্লাহ্ তাকে শাস্তি দিবেন। এর মানে তার উপর কাফ্ফারাও ওয়াজিব হবে। কেননা আল্লাহর বাণী وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ এর অর্থ এ নয় যে,, কোন মুহরিম ব্যক্তি যদি ইচ্ছাকৃতভাবে কোন পশু হত্যা করে তবে তার উপরই কেবল কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে। কিন্তু দ্বিতীয় বা তৃতীয়বার এরূপ হত্যা করলে তার উপর কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে না। বরং এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বান্দাদেরকে এ কথা জানিয়েছেন যে, ইহ্রামের অবস্থায় ইচ্ছাকৃতভাবে কেউ কোন পশু হত্যা করলে তার উপর এ হুকুম প্রযোজ্য হবে। কিন্তু পুনরায় হত্যা করলে আল্লাহ্ তাকে শাস্তি দিবেন। এ পর্যায়ে এ কথা বলা হয়নি যে, দুনিয়াতে তার উপর কোন কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে না।

কেউ যদি এরূপ ধারণা করে যে, কাফ্ফারা শাস্তিকে রহিত করে দেয় এবং দুনিয়াতে কারো প্রতি শাস্তি অবধারিত হলে আখিরাতে তার থেকে শাস্তি রহিত হয়ে যাবে, এরূপ ধারণা করা একেবারেই অবাস্তব ও অহেতুক। কেননা আল্লাহ্ প্রদত্ত শাস্তির মধ্যে একাধিক প্রকার রয়েছে। কোন অপরাধে শাস্তি বেশী এবং কোন অপরাধে শাস্তি কম। তাই দেখা যায় যে, অধবা ও সধবা ব্যভিচারীর শাস্তির মধ্যে কম বেশী করা হয়েছে। চার দীনার এবং এর চেয়ে কম পরিমাণ দীনার চুরি করার শাস্তির মধ্যেও বিভিন্ন প্রকার রয়েছে। এমনিভাবে ইহ্রামের অবস্থায় ইচ্ছাকৃতভাবে একবার জীব হত্যা করা এবং দ্বিতীয়বার হত্যা করার শাস্তির মধ্যেও আল্লাহ্ তা'আলা পার্থক্য বিধান করেছেন। প্রথমবারে পশু শিকারকারী ব্যক্তির উপর আল্লাহ্ তা'আলা অনুরূপ গৃহপালিত জন্তু কিংবা মিসকীনকে খাদ্য দান করা অথবা এর সম সংখ্যক সওম পালন করা ওয়াজিব করেছেন। আর এ শাস্তির উদ্দেশ্য কি বর্ণনা করে তিনি ইরশাদ করেন لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ —যাতে সে আপন কৃতকর্মের ফল ভোগ করে। কিন্তু কোন ব্যক্তি এরূপ কর্ম একবার করার পর পুনরায় করলে আল্লাহ্ তা'আলা তার শাস্তি বৃদ্ধি করে দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন। তিনি বলেছেন যে,

এরূপ করলে তাকে তিনি শাস্তি প্রদান করবেন। বিভিন্ন অপরাধের শাস্তি একই ধরনের বিধান করা হলে শাস্তির মধ্যে আর বিভিন্নতা থাকতো না এবং আখিরাতে ভয়ানক শাস্তি প্রদানের বিষয়টিও যথাযথ বলে প্রযোজ্য হত না। আর এ বিষয়টি আল কুরআনের দ্ব্যর্থহীন ঘোষণার সম্পূর্ণ পরিপন্থী। কারো করো মতে আয়াতের অর্থ হল, হারামের হুকুম নাযিল হওয়ার পর ইসলামের অবস্থায় কেউ যদি পুনরায় তা করে যেমনিভাবে জাহিলী যুগে করত তবে আল্লাহ্ তা'আলা তাকে ক্ষমা করে দিবেন। এ হুকুম তখনই প্রযোজ্য হবে যদি কেউ হালাল মনে করে তা করে। আর কেউ যদি অবাধ্যতার মানে এরূপ করে, তবে যতবার সে এরূপ করবে, ততবার তার উপর কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে।

ইমাম তাবারী (র) বলেন, নির্ভরযোগ্য ব্যাখ্যাকারদের কেউ এরূপ অভিমত ব্যক্ত করেছেন বলে আমার জানা নেই। এটাই তাদের ভ্রান্ত হওয়ার সুস্পষ্ট প্রমাণ। অধিকন্তু আল্ কুররআনও একথাই প্রমাণ করে। কেননা আল কুরআনে ইরশাদ হয়েছে, وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللّٰهُ مِنْهُ অর্থাৎ ইহ্রামের অবস্থায় পশু শিকার করা হারাম—এ হুকুম নাযিল হওয়ার পরও কেউ যদি ইচ্ছাকৃতভাবে কোন পশু পুনরায় শিকার করে তবে আল্লাহ্ তাকে শাস্তি দিবেন। যতবার এরূপ করবে, ততবারই এ হুকুম প্রযোজ্য হবে। সুতরাং আল কুরআনের বাহ্যিক অর্থের বিপরীত যারা দাবী করে, তাদেরকে বাধ্য করা হবে যেন তারা এমন প্রমাণ পেশ করে, যা সর্বজনস্বীকৃত। এমন প্রমাণ পেশ করা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়।

আর যারা এ কথা ধারণা করেন যে, আলোচ্য আয়াতের অর্থ হল, ইহ্রামের অবস্থায় একবার শিকার করার পরে কেউ যদি পুনরায় ইচ্ছাকৃতভাবে শিকার করে তবে আল্লাহ্ তা'আলা তাকে শাস্তি দিবেন। এ হিসাবে عَفَا اللّٰهُ عَمَّا سَلَفَ এর অর্থ হবে, কেউ যদি প্রথমবার কোন পশু শিকার করে তবে তার এ অপরাধ আল্লাহ্ তা'আলা ক্ষমা করে দিবেন। অথচ এরূপ ব্যাখ্যা করা ঠিক নয়। কেননা কেউ যদি ইহ্রামের অবস্থায় প্রথমবারের মত কোন পশু শিকার করে তবে তার সম্পর্কেও আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন لِيَذُوْقَ وَبَالَ اَمْرِهٖ —যাতে সে আপন কর্মের ফল ভোগ করে। এতে এ কথা প্রমাণিত হচ্ছে যে, لِيَذُوْقَ وَبَالَ اَمْرِهٖ —এ আয়াতাংশের বক্তব্য عَفَا اللّٰهُ عَمَّا سَلَفَ -এর বক্তব্য হতে সম্পূর্ণরূপে ভিন্নতর। কেননা, অপরাধ ক্ষমা করার মানে হল, পাকড়াও না করা, শাস্তি না দেওয়া। পক্ষান্তরে যাকে অপরাধের মজা আস্বাদন করানো হয়েছে তাকে নিশ্চয়ই শাস্তি প্রদান করা হয়েছে। আর যাকে শাস্তি প্রদান করা হয়েছে, তাকে ক্ষমা করা হয়েছে এ কথা কখনও বলা যায় না। যদি বলা হয় তবে কালামুল্লাহ্ শরীফে আল্লাহর বক্তব্য স্ববিরোধী হয়ে যায়। বস্তুতঃ এরূপ স্ববিরোধী বক্তব্য হতে আল্লাহ পাকের সত্তা সম্পূর্ণরূপে পবিত্র ও মুক্ত। কেউ যদি এরূপ প্রশ্ন করে যে, ইহ্রামের অবস্থায় প্রথমবারে কোন পশু হত্যা করার কারণে কাফ্ফারা ওয়াজিব করে আল্লাহ্ যেমনি ভাবে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি-কে তার কর্ম ফল আস্বাদন করিয়েছেন, তেমনিভাবে তিনি তাকে অতিরিক্ত শাস্তি প্রদান করা হতেও অব্যাহতি প্রদান করেছেন। অথচ তিনি ইচ্ছা করলে তাকে অতিরিক্ত শাস্তিও প্রদান করতে পারতেন।

জবাবে বলা হয় যে, সমস্ত ব্যাখ্যাকারদের ব্যাখ্যার বিরুদ্ধে এই ব্যাখ্যাকে যদি সহী বলে মেনে নেয়া হয় তাহলে এ কথা বলাও তো অশুদ্ধ নয় যে, একবার শিকার করার পর পুনরায় শিকার করার উপর

আল্লাহ্ তা'আলা যে শাস্তির কথা ঘোষণা করেছেন, তা মূলত: ঐ অতিরিক্ত পরিমাণ শাস্তিই, যা তিনি প্রথমবার শিকার করার পর ক্ষমা করে দিয়েছেন। এমতাবাস্থায় উপরোক্ত ব্যাখ্যা আদৌ সমীচীন নয়। আল্লাহর বাণী وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ ذُوانْتِقَامٍ (এবং আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, শাস্তিদাতা) -এর ব্যাখ্যায়—ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, আল্লাহ্ তাঁর শাসন অধিকারে একক শক্তিশালী সত্তা। তার ইচ্ছা সব সময় কার্যকর ও বিজয়ী। তিনি শাস্তি দিতে ইচ্ছা করলে কোন শক্তি নেই তা প্রতিরোধ করার। কেননা সমগ্র বিশ্ব ব্রহ্মান্ড তারই সৃষ্টি। এতে একমাত্র তারই আদেশ কার্যকর। মান-সম্মান ও ক্ষমতা একমাত্র তারই। ذُوانْتِقَامٍ যারা তার অবাধ্য তাদেরকে অবশ্যই শাস্তি প্রদান করবেন।

মহান আল্লাহ্র বাণী—

(٩٦) أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ ۚ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْٓ إِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ ○

৯৬. তোমাদের জন্য সমুদ্রের শিকার করা ও তা ভক্ষণ হালাল করা হয়েছে তোমাদের ও পর্যটকদের ভোগের জন্য এবং তোমরা যতক্ষণ ইহ্রামে থাকবে ততক্ষণ স্থলের শিকার তোমাদের জন্য হারাম। ভয় কর আল্লাহকে যার নিকট তোমাদেরকে একত্র করা হবে।

ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, এই আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, হে মু'মিনগণ! তোমাদের জন্য সমুদ্রের শিকার হালাল করা হয়েছে। অর্থাৎ শিকারকৃত তাজা মৎস ভক্ষণ করা তোমাদের জন্য হালাল।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১২৬৬৭. 'উমর (রা) আল্লাহর বাণী أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ-এর ব্যাখ্যায় বলেন; সমুদ্রের শিকার অর্থ সমুদ্রের শিকারকৃত মৎস।

১২৬৬৮. ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আবূবকর সিদ্দীক (রা) এক ভাষণে লোকদেরকে বললেন, أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ -তোমাদের জন্য সমুদ্রের শিকার হালাল করা হয়েছে। অর্থাৎ সমুদ্র হতে যে মৎস ধরা হয়েছে তা।

১২৬৬৯. ইবন আব্বাস (রা) মহান আল্লাহর বাণী أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ এর ব্যাখ্যায় বলেন, যা সমুদ্র হতে শিকার করা হয়েছে।

১২৬৬৭০. ইব্ন আব্বাস (রা) আল্লাহর বাণী أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ এর ব্যাখ্যায় বলেন, এখানে শিকার বলে তাজা শিকারকৃত মৎসকে বুঝানো হয়েছে।

১২৬৭১. ইবন আব্বাস (রা) আল্লাহর বাণ أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ -এর ব্যাখ্যায় বলেন, সমুদ্রের শিকার হলো সমুদ্র হতে শিকারকৃত মৎস।

১২৬৭২. ইবন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত।তিনি أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ-এর ব্যাখ্যায় বলেন, সমুদ্রের শিকার অর্থ– শিকারকৃত তাজা মৎস।

১২৬৭৩. ইবন আব্বাস (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলতেন, সমুদ্রের শিকার অর্থ সমুদ্র হতে যা শিকার করা হয়েছে।

১২৬৭৪. সাঈদ ইবন জুবায়র (রা) أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ এর ব্যাখ্যায় বলেন, সমুদ্র হতে শিকারকৃত তাজা মৎস।

১২৬৭৫. আবূ সালমা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, সমুদ্রের শিকার অর্থ যা সমুদ্র হতে শিকার করা হয়েছে।

১২৬৭৬. সাঈদ ইবন জুবায়র (রা) أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ এর ব্যাখ্যায় বলেনঃ সমুদ্র হতে শিকার কৃত তাজা মৎস।

১২৬৭৭. অপর এক সূত্রে সাঈদ ইবন জুবায়র (রা) হতে অনুরূপ বর্ণিত রয়েছে।

১২৬৭৮. সাঈদ ইবন জুবায়র (রা) أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ এর ব্যাখ্যায় বলেন, তোমাদের জন্য সমুদ্রের শিকার হালাল করা হয়েছে, অর্থ সমুদ্রের তাজা মৎস।

১২৬৭৯. সুদ্দী (র) হতে বর্ণিত। তিনি أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ এর ব্যাখ্যায় বলেন, সমুদ্রের শিকার অর্থ সমুদ্র হতে শিকারকৃত তাজা মাছ।

১২৬৮০. সাঈদ ইবন মুসায়্যিব (র) বলেন, সমুদ্রের শিকার অর্থ যে তাজা মাছ তুমি সমুদ্র হতে শিকার করেছো। কাতাদা (রা) বলেন, সমুদ্রের শিকার অর্থ যা তুমি সমুদ্র হতে শিকার করেছো।

১২৬৮১. মুজাহিদ (র) আল্লাহর বাণী أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ এর ব্যাখ্যায় বলেন, সমুদ্রের শিকার অর্থ সমুদ্রের মৎস।

১২৬৮২. যায়দ ইবন সাবিত (রা) বলেন, সমুদ্রের শিকার মানে ঐ মাছ, যা তুমি সমুদ্র হতে শিকার করেছো।

১২৬৮৩. মুজাহিদ (র) আল্লাহর বাণী أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ এর ব্যাখ্যায় বলেন, মুহরিম এবং হালাল উভয় ধরনের মানুষের জন্য সমুদ্রের শিকার বৈধ এবং তারা তা আহারও করতে পারবে।

১২৬৮৪. আবূবক্র (রা) বলেন, সামুদ্রিক খাদ্য অর্থ সমুদ্র হতে শিকারকৃত সমস্ত কিছু। জাবির ইবন আবদুল্লাহ্ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, সমুদ্রের উপর যা ভেসে উঠে, তা খাও এবং শিকারকৃত মৎসও আহার কর।

১২৬৮৫. আবূ বকর وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ এর ব্যাখ্যায় বলেন, সমুদ্র হতে শিকারকৃত সবকিছুই খাওয়া জায়েয আছে।

আলোচ্য আয়াতে الْبَحْرُ (সমুদ্র) বলে সকল প্রকারের নদী নালাকেই বুঝানো হয়েছে। আরবী ভাষায় নদীকেও সমুদ্র বলা হয়। যেমন ইরশাদ হয়েছে ظَهَرَ الْفَسَادُ فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ (স্থলে ও সমুদ্রে বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়েছে)। ইমাম আবূ জাফর তাবারী (র) বলেন, এ হিসাবে আয়াতের ব্যাখ্যা হবে, হে মু'মিনগণ! ইহ্‌রাম ও হালাল অবস্থায় নদী হতে তোমরা যে তাজা মৎস্য শিকার কর, তা এবং যা তোমরা শিকার করনি কিন্তু মরে যাওয়ার পর তা নদীর কূলে এসে আছড়ে পড়েছে, তা ভক্ষণ করা তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে। মহান আল্লাহর বাণী طَعَامُهُ এর ব্যাখ্যা সম্বন্ধে ব্যাখ্যাকরগণের মতভেদ রয়েছে।

কারো কারো মতে طَعَامُهُ মনে ঐ মৃত মৎস্য যা সমুদ্রতটে আছড়ে পড়েছে।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১২৬৮৬. ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন আবূ বকর সিদ্দীক (রা) এক ভাষণে লোকদেরকে বললেন أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ—তোমাদের জন্য সমুদ্রের শিকার ও তা ভক্ষণ বৈধ করা হয়েছে। অর্থাৎ যে সকল মাছ শিকার করে নদীতে ফেলে দেওয়া হয়েছে তাও ভক্ষণ করা তোমাদের জন্য বৈধ করা হয়েছে।

১২৬৮৭. আবূ হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বাহ্‌রাইনে ছিলাম। তখন লোকেরা আমাকে সমুদ্রে ফেলে দেওয়া মাছ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলে আমি তাদেরকে ফাত্‌ওয়া দিলাম যে, এ জাতীয় মাছ খাওয়া জায়েয আছে। তারপর আমি 'উমর (রা) এর নিকট আস্‌লাম এবং এ সম্বন্ধে তার সাথে আলোচনা করলাম। তিনি আমাকে বললেন, তুমি কি ফাত্‌ওয়া দিয়েছো? আমি বললাম, খাওয়া জায়েয বলে আমি ফাতওয়া দিয়েছি। তখন উমর (রা) বললেন, তুমি যদি এ ছাড়া অন্য রকম ফাত্‌ওয়া দিতে তবে অবশ্যই আমি তোমাকে বেত্রাঘাত করতাম। কেননা, আল্লাহ তা'আলা পাক কুরআনে ইরশাদ করেছেন, أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ —তোমাদের জন্য সমুদ্রের শিকার এবং তা ভক্ষণ হালাল করা হয়েছে, তোমাদের ভোগের সামগ্রী হিসেবে। সমুদ্রের শিকার অর্থ সমুদ্র হতে শিকারকৃত মৎস্য। আর সমুদ্রের খাদ্য অর্থ যা সমুদ্রে নিক্ষেপ করা হয়েছে।

১২৬৮৮. ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি এর أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ ব্যাখ্যায় বলেন, সমুদ্রের খাদ্য অর্থ যা সমুদ্র নিক্ষেপ করে দিয়েছে।

১২৬৮৯. ইবন 'আব্বাস (রা) মহান আল্লাহর বাণী أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ এর ব্যাখ্যায় বলেন, সমুদ্রের খাদ্য অর্থ ঐ মৎস্য যা সমুদ্রকূলে আছড়ে দিয়েছে।

১২৬৯০. অপর এক সনদে ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) হতে অনুরূপ বর্ণিত রয়েছে।

১২৬৯১. ইবন 'আব্বাস (রা) বলেন طَعَامُهُ সমুদ্রের খাদ্য অর্থ সমুদ্রের ঐ সকল মৎস্য, যা সমুদ্র পাড়ে নিক্ষেপ করে দিয়েছে।

১২৬৯২. ইবন 'আব্বাস (রা) বলেন, সমুদ্রের খাদ্য অর্থ ঐ মৃত মৎস্য, যা সমুদ্রকূলে নিক্ষেপ করে দেওয়া হয়েছে।

১২৬৯৩. ইবন 'আব্বাস (রা) أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ এর ব্যাখ্যায় বলেন, সমুদ্রের খাদ্য অর্থ যে সব মৎস্য সমুদ্রকূলে মৃত অবস্থায় পাওয়া যাবে, তা তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে।

১২৬৯৪. ইবন 'আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, সমুদ্রের খাদ্য মানে, এমন মাছ যা সমুদ্রে নিক্ষেপ করা হয়েছে।

১২৬৯৫. আবূ বকর সিদ্দীক (রা) وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ এর ব্যাখ্যায় বলেন طَعَامُهُ অর্থ সমুদ্রে যা কিছু পাওয়া যায়, সবই।

১২৬৯৬. আবূ বকর সিদ্দীক (রা) وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ এর ব্যাখ্যায় বলেন, وَطَعَامُهُ অর্থ মৃত মৎস্য। আমর (র) বলেন, আমি আবুশ শা'সা (রা) কে বলতে শুনেছি যে, সমুদ্রের খাদ্য মানে লবণ লাগানো মাছ।

১২৬৯৭. ইবন 'আব্বাস (রা) মহান আল্লাহর বাণী وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ এর ব্যাখ্যায় বলেন طَعَامُهُ সমুদ্রের মৃত মৎস্য।

১২৬৯৮. ইক্‌রামা (রা) وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ এর ব্যাখ্যায় বলেন, طَعَامُهُ অর্থ সমুদ্রে ফেলে দেওয়া মৎস্য।

১২৬৯৯. নাফি' (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন 'আবদুর রহমান (র) আবদুল্লাহ্ (রা) এর নিকট এসে তাকে জিজ্ঞাসা করলেন যে, সমুদ্র তরঙ্গ অনেক মৎস্যই পাড়ে আছড়ে ফেলে। এগুলোকে কি আমরা ভক্ষণ করতে পারবো। জওয়াবে তিনি নিষেধ করলেন। তারপর ইবন উমর (রা) বললেন, হে নাফি'! কুরআন মজীদ লও। তাকে আমি কুরআন মজীদ এনে দিলে তিনি أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ আয়াতাংশ তিলাওয়াত করলেন। তখন আমি বললাম, সমুদ্র তরঙ্গ যা কূলে নিক্ষেপ করে, طَعَام (খাদ্য) দ্বারা তাই বুঝানো হয়েছে। এ কথা শুনে তিনি বললেন, তাহলে তাকে যেয়ে বল, সে যেন তা ভক্ষণ করে।

১২৭০০. নাফি' (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন আবদুর রহমান ইবন আবূ হুরায়রা (র)-ইবন উমর (রা) এর নিকট এসে তাকে প্রশ্ন করলেন যে, সমুদ্র তরঙ্গ বহু মৃত মৎস্য পাড়ে আছড়ে ফেলে, এ মৎস্য আমরা কি ভক্ষণ করতে পারবো? তিনি বললেন, না, খেতে পারবেনা। আবদুল্লাহ্ (রা) বাড়ীতে এসে কুরআন মজীদের সূরা মায়িদার وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ তিলাওয়াত করে তৎক্ষণাৎ বললেন, তুমি গিয়ে তাকে বল সে যেন তা খায়। কেননা, এও طَعَام তথা খাদ্যের অন্তর্ভুক্ত।

১২৭০১. উমর (রা) হতে অনুরূপ বর্ণিত রয়েছে।

১২৭০২. ইব্‌ন আব্বাস (রা) এর আযাদকৃত গোলাম ইকরামা (র) বলেন, আবূ বকর (রা) وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ এর ব্যাখ্যায় বলেন, طعام অর্থ সমুদ্রের মৃত মাছ। আমর (র) বলেন, আমি আবুশ শা'সা (র) কে বলতে শুনেছি যে, আমার মতে طعام অর্থ লবণ দেওয়া শুটকি মাছ।

১২৭০৩. নাফি' (র) বলেন, একদিন আবদুর রহমান ইব্‌ন আবু হুরাইরা ইব্‌ন উমর (রা)কে জিজ্ঞাসা করলেন যে, সমুদ্র তরঙ্গ যে সব মৎস্য তটে আছড়ে ফেলে, তা কি মৃত প্রাণীর হুকুমের অন্তর্ভুক্ত? জওয়াবে তিনি বললেন, হাঁ। তাই তিনি তাকে এ জাতীয় মাছ খেতে নিষেধ করলেন। তারপর তিনি বাড়ীতে এসে কুরআন মজীদ আনার জন্য (কাউকে) হুকুম করলেনএবং কুরআন শরীফের أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ আয়াতটি তিলাওয়াত করে বললেন, طَعَامُهُ —সমুদ্র হতে যা কিছু ধরা হয় সবই। কাজেই এ জাতীয় মৎস্য তুমি ভক্ষণ করতে পারবে। এতে কোন দোষ নেই। আর সমুদ্রের মৃত মৎস্য ও সমুদ্রকূলে প্রাপ্ত মৎস্য সবই খাওয়া জায়েয আছে।

১২৭০৪. কাতাদা (রা) বলেন, طَعَامُهُ অর্থ সমুদ্রের নিক্ষিপ্ত মাছ।

১২৭০৫. আইয়্যুব (রা) বলেন, সমুদ্র যে সব মাছ পাড়ে আছড়ে ফেলে, তাই طعام অর্থাৎ খাদ্য। যদিও তা মৃত মৎস্য হোক না কেন।

১২৭০৬. একদিন আইয়্যুব (রা) কে মহান আল্লাহর বাণী أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ এর ব্যাখ্যা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হলে জওয়াবে তিনি বললেন, طعام অর্থ সমুদ্র যা নিক্ষেপ করে।

অন্যান্য ব্যাখ্যাকারগণের মতে طَعَامُهُ অর্থ লবণ মিশ্রিত মাছ। অর্থাৎ শুট্‌কি মাছ। এ হিসাবে আয়াতের ব্যাখ্যা হল, ইহ্‌রাম ও হালাল উভয় অবস্থাতেই তোমাদের জন্য সমুদ্রের তাজা মাছ ও লবণ মাখানো শুট্‌কি মাছ হালাল করা হয়েছে।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১২৭০৭. ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) وَطَعَامُهُ এর ব্যাখ্যায় বলেন, طَعَام অর্থ সমুদ্রের লবণ মিশানো শুট্‌কি মাছ।

১২৭০৮. ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ এর ব্যাখ্যায় বলেন, طعام অর্থ লবণ মাখানো শুট্‌কি মাছ। অর্থাৎ সমুদ্র তরঙ্গ কূলে মাছ নিক্ষেপ করার পর তা শুট্‌কি হয়ে যায়।

১২৭০৯. ইব্‌ন 'আব্বাস وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ এর ব্যাখ্যায় বলেন, طعام অর্থ লবণ মিশানো শুট্‌কি মাছ।

১২৭১০. ইক্‌রামা (র) মহান আল্লাহর বাণী مَتَاعًا لَّكُمْ এর ব্যাখ্যায় বলেন, লবণ মিশ্রিত শুটকি মাছ।

১২৭১১. সাঈদ ইব্ন জুবাইর (রা) বলেন, এর দ্বারা শুটকি মাছের কথা বুঝানো হয়েছে।

১২৭১২. ইবরাহীম (র) وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ এর ব্যাখ্যায় বলেন, শুট্‌কি মাছ এবং ঐ সমস্ত মাছ, যা সমুদ্র কূলে ফেলে দেয়।

১২৭১৩. সাঈদ ইব্ন জুবাইর (রা) মহান আল্লাহর বাণী أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ এর ব্যাখ্যায় বলেন, কেউ যদি নদীর পাড়ের লোকদের কাছে এসে বলে, اطعموني (আমাকে আহার করাও)। এ বক্তব্যের সময় সে যদি তাজা গোশতের কথা বলে তবে তারা নদীতে জাল মেরে তার জন্য তাজা মৎস্য শিকার করবে। আর যদি বলে, اطعموني من طعامكم (তোমাদের খাদ্য থেকে আমাকে আহার করাও) তবে তাদের লবণ মিশানো শুটকি মাছ তাকে আহার করাবে।

১২৭১৪. সাঈদ (র) أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ এর ব্যাখ্যায় বলেন, وَطَعَامُهُ অর্থ বাসি, লবণ মিশানো শুটকি মাছ।

১২৭১৫. সাঈদ ইব্ন জুবাইর (রা) বলেন, وَطَعَامُهُ অর্থ লবণ মিশ্রিত শুটকি মাছ।

১২৭১৬. ইবরাহীম (র) বলেন, وَطَعَامُهُ অর্থ লবণ মিশ্রিত মাছ। তিনি আরো বলেন, ঐ মাছ যা সমুদ্র নিক্ষেপ করে দিয়েছে।

১২৭১৭. কাতাদা (রা) বলেন, وَطَعَامُهُ অর্থ লবণ মিশ্রিত মাছ।

১২৭১৮. ইবরাহীম (র) বলেন طَعَامُهُ অর্থ লবণ মাখানো মাছ। তিনি আরো বলেন যে, ঐ মাছ, যা সমুদ্র তরঙ্গ পাড়ে নিক্ষেপ করে দিয়েছে।

১২৭১৯. সাঈদ ইব্ন জুবাইর (র) বলেন, طَعَامُهُ অর্থ লবণ মাখানো মাছ।

১২৭২০. মুজাহিদ (র) বলেন, طَعَامُهُ অর্থ লবণ মাখানো মাছ।

১২৭২১. সাঈদ ইব্ন জুবাইর (র) মহান আল্লাহর বাণী أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ এর ব্যাখ্যায় বলেন, طَعَام অর্থ الصَّيْدُ। বর্ণনাকারী শু'বা (র) বলেন, আমি আবু বিশ্‌র (র) কে বললাম, এর অর্থ কি? জওয়াবে তিনি বললেন, লবণ মাখানো মাছ।

১২৭২২. সাঈদ ইব্ন জুবায়র (র) মহান আল্লাহর বাণী وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ এর ব্যাখ্যায় বলেন, طَعَام অর্থ الصَّيْدُ। বর্ণনাকারী বলেন, তারপর আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, الصَّيْدُ অর্থ কি? জওয়াবে তিনি বললেন, লবণ মাখানো মাছ।

১২৭২৩. সুদ্দী (র) وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ এর ব্যাখ্যায় বলেন, طَعَام অর্থ লবণ মাখানো শুটকি মাছ।

১২৭২৪. সাঈদ ইব্ন মুসায়্যিব وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ এর ব্যাখ্যায় বলেন, طَعَامُهُ অর্থ রসদপত্র হিসাবে সফরে যে শুটকি মাছ তুমি তোমার সঙ্গে নিয়ে যাও।

১২৭২৫. জাবির ইব্ন যায়দ (র) বলেন, আমাদেরকে বলা হয়েছে যে, طَعَامُهُ অর্থ লবণ মাখানো মাছ। আর যে মাছ নিজে নিজে কোন কারণ ব্যতীত মারা যায়, তা খাওয়া আমার মতে মাকরূহ।

কোন কোন ব্যাখ্যাকরের মতে طَعَامُهُ অর্থ সমদ্র হতে শিকারকৃত সব রকমের প্রাণী।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১২৭২৬. ইক্রামা (র) বলেন, সমুদ্রের খাদ্য বলে সমুদ্র হতে শিকারকৃত সমস্তপ্রাণীকে বুঝানো হয়েছে।

১২৭২৭. ইকরামা (রা) وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ এর ব্যাখ্যায় বলেন, সমুদ্র তরঙ্গ যত কিছুকে সমুদ্র কুলে আছড়িয়ে তুলে, এতে এ জাতীয় সব কিছুকেই বুঝানো হয়েছে।

১২৭২৮. মুজাহিদ (র) বলেন, طَعَامُهُ অর্থ সমুদ্র হতে শিকারকৃত সব প্রকার প্রাণী বুঝানে হয়েছে।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, উপরোক্ত মতামত সমূহের মধ্যে বিশুদ্ধতম অভিমত অনুসারে طَعَامُهُ অর্থ ঐ মাছ যাকে সমুদ্র পাড়ে নিক্ষেপ করেছে। ফলে সমুদ্র কুলে তাকে মৃত অবস্থায় পাওয়া গেছে। কেননা, আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা প্রথমে সমুদ্রের শিকারের কথা উল্লেখ করেছেন। ইরশাদ হয়েছে أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ —তোমাদের জন্য সমুদ্রের শিকার হালাল করা হয়েছে। এর উপর وَطَعَامُهُ শব্দটিকে عطف করা হয়েছে। এতে বুঝা যায় যে طَعَامُهُ এমন বস্তু, যা শিকারকৃত নয়। এ হিসাবে আয়াতাংশের অর্থ হবে, তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে যা তোমরা সমুদ্র হতে শিকার কর এবং যা তোমরা শিকার কর না। আর লবণ মিশ্রিত শুটকি মাছ, এ তো أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ এর মধ্যেই শামিল। একে পুনরায় উল্লেখ করা নিস্প্রয়োজন। কেননা এতে অতিরিক্ত কোন ফায়দা নেই। কারণ أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদের জন্য বিধান দিয়েছেন যে, সমুদ্র হতে শিকারকৃত মৎস্য খাওয়া তাদের জন্য হালাল। এ কথা জানিয়ে দেওয়ার পর সমুদ্র হতে শিকারকৃত "লবণ মিশ্রিত মাছও তোমাদের জন্য হালাল" পুনরায় বলা সম্পূর্ণরূপে নিঃষ্প্রয়োজন। কেননা أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ আয়াতের আল্লাহ তা'আলা এ কথা ঘোষণা করে দিয়েছেন যে, সমুদ্র হতে শিকারকৃত মৎস্য তোমাদের জন্য হালাল, তা তাজা হোক বা লবণ মিশ্রিত শুটকি। তারপর আবার শুটকি সম্বন্ধে বলা অনর্থক কথা। এ জাতীয় সম্বোধন করা থেকে আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র ও মুক্ত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) হতে অনুরূপ ব্যাখ্যা বর্ণিত রয়েছে। যদিও কোন কোন বর্ণনা মওকুফ ভাবে বর্ণিত ।

১২৮২৯. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ এর ব্যাখ্যায় বলেন طَعَامُهُ অর্থ সমুদ্র যে সব মাছ মৃত অবস্থায় পাড়ে নিক্ষেপ করেছে।

এক মওকূফ হাদীসে আবূ হুরায়রা (রা) হতে আনুরূপ বর্ণিত আছে।

১২৭৩০. আবূ হুরাইরা (রা) মহান আল্লাহর বাণী أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ এর ব্যাখ্যায় বলেন, طَعَامُهُ অর্থ যে মাছ সমুদ্র মৃত অবস্থায় নিক্ষেপ করে দিয়েছে।

মহান আল্লাহর বাণী مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ (তোমাদের এবং পর্যটকদের ভোগের জন্য) এর ব্যাখ্যায় ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, মহান আল্লাহর বাণী مَتَاعًا لَّكُمْ এর মর্ম হল, তোমাদের মধ্যে যারা ঐ শহরে হাজির, উপস্থিত এবং বসবাস করছে, তাদের কল্যাণার্থে। অর্থাৎ তারা সব আহার করে উপকৃত হবে এগুলোর দ্বারা ফায়দা হাসিল করবে। وللسيارة আর যারা একদেশ হতে অন্য দেশে ভ্রমণ করছে, তাদের জন্যও এতে উপকার এ ফায়দা নিহিত আছে। সফরে যাওয়ার সময় লবণ মাখানো শুটকি মাছ তারা সাথে করে নিয়ে যাবে।

سيارة শব্দটি سَيَّارٌ এর বহুবচন। ব্যাখ্যাকারগণও অনুরূপ মতামত ব্যক্ত করেছেন।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১২৭৩১. ইক্‌রামাহ্ (রা) مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ এর ব্যাখ্যায় বলেন, যারা সমুদ্রে উপস্থিত তাদের এবং পর্যটকদের ভোগের জন্য।

১২৭৩২. কাতাদা (রা) মহান আল্লাহর বাণী وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ এর ব্যাখ্যায় বলেন, সমুদ্র যে সব মাছ পাড়ে নিক্ষেপ করে এবং লবণ মাখানো মাছ যা তোমরা সফরের অবস্থায় সাথে নিয়ে যাও, তা তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে।

১২৭৩৩. কাতাদা (রা) وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ এর ব্যাখ্যায় বলেন, লবণ মাখানো মাছ যা সফরের অবস্থায় প্রয়োজনীয় খাদ্য সামগ্রী হিসাবে তোমরা সাথে নিয়ে যাও।

১২৭৩৪. হাসান (র) বলেন, سيارة অর্থ মুহরিম।

১২৭৩৫. সুদ্দী (র) وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ এর ব্যাখ্যায় বলেন, طعامه অর্থ সমুদ্রের ঐ মাছ, যাতে লবণ মাখানো হয়েছে, ভ্রমণকারী লোকেরা ভ্রমণের অবস্থায় এর থেকে কিছু কিছু করে আহার করে।

১২৭৩৬. ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ এর ব্যাখ্যায় বলেন, طَعَامُهُ অর্থ লবণ মিশানো মাছ এবং ঐ মাছ যা সমুদ্র তরঙ্গ কুলে নিক্ষেপ করে দিয়েছে। মুসাফির লেকেরা এগুলোকে খাদ্য সামগ্রী হিসাবে সফরে নিজের সাথে নিয়ে থাকে। হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে একথাও বর্ণিত আছে যে, লবণ মাখানো মাছ এবং ঐ মাছ যা সমুদ্র তরঙ্গ কুলে নিক্ষেপ করে দিয়েছে। লবণ মাখানো মাছ মুসাফির লোকেরা সফরে নিজেদের সাথে নিয়ে থাকে।

১২৭৩৭. অপর এক সূত্রে ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ এর ব্যাখ্যায় বলেন, طَعَامُهُ অর্থ লবণ মাখানো শুটকি মাছ, যা ভ্রমণকারী লোকেরা সফরের সামগ্রী হিসাবে সংগে নিয়ে থাকে।

১২৭৩৮. মুজাহিদ (র) হতে বর্ণিত। তিনি وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ এর ব্যাখ্যায় বলেন, তোমাদের জন্য অর্থ গ্রামবাসী লোকদের জন্য। وَلِلسَّيَّارَةِ অর্থ মজুরে লোকদের জন্য।

১২৭৩৯. মুজাহিদ (রা) مَتَاعًا لَّكُمْ এর ব্যাখ্যায় বলেন, গ্রামীণ লোকদের ভোগের জন্য। আর মাছ সকলের জন্যই হালাল।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, মুজাহিদ (র) এর বক্তব্য سَيَّارَةِ অর্থ শহুরে লোক, এর বোধগম্য কোন যুক্তি নেই। হাঁ যদি এ কথা বলা হয় যে, শহুরে মানুষ মানে যারা বিভিন্ন স্থানে সফর করে। এই ব্যাখ্যা হিসাবে শহুরে এবং গ্রাম্য সকল প্রকার ভ্রমণকারী ব্যক্তিই سَيَّارَةِ শব্দের অর্থের অন্তর্ভুক্ত হবে। সুতরাং سَيَّارَةِ শব্দের অর্থ শহরের অধিবাসী, এ অর্থ কোন ক্রমেই আমাদের বোধগম্য নয়। মহান আল্লাহর বাণী وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَادُمْتُمْ حُرُمًا (এবং তোমরা যতক্ষণ ইহ্‌রামে থাকবে ততক্ষণ স্থলের শিকার তোমাদের জন্য হারাম)–এর ব্যাখ্যায় ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, হে মু'মিনগণ! তোমরা যতক্ষণ পর্যন্ত ইহ্‌রামের অবস্থায় থাকবে হালাল না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের জন্য স্থলজ শিকার হারাম।

وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ এর ব্যাখ্যায় 'আলিমগণের একাধিক মত রয়েছে। কেউ কেউ বলেন, এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের জন্য শিকার করা, শিকারকৃত পশু খাওয়া, শিকারী জন্তু হত্যা করা, বেচা-কেনা করা, ধরে রাখা এবং এর মালিকানা হাসিল করা ইত্যাদি সব কিছুই হারাম করে দিয়েছেন।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১২৭৪০. হারিস ইব্‌ন নওফল (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার উসমান ইব্‌ন 'আফ্‌ফন (রা) বায়তুল্লাহ্ শরীফের হজ্জ আদায় করলেন। তার সাথে আদায় করলেন হযরত আলী (রা)। এ সময় কোন এক হালাল ব্যক্তি কর্তৃক শিকারকৃত একটি পশুর গোশ্‌ত হযরত উসমান (রা) এর সামনে পেশ করা হলে তিনি তা থেকে আহার করলেন। কিন্তু আলী (রা) আহার করলেন না। তখন উসমান (রা) বললেন, মহান আল্লাহর শপথ! আমি তা শিকার করি নি, শিকার করার জন্য হুকুম করিনি এবং এর প্রতি ইশারা ইংগিতও করিনি। একথা শুনে আলী (রা) وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَادُمْتُمْ حُرُمًا আয়াতটি তিলাওয়াত করলেন।

১২৭৪১. সবীহ্ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ আল আব্বাসী (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার উসমান, ইবন আকরাম আবূ সুফয়ান ইবনুল হারিস (রা)-কে আক্সয নামক স্থানে প্রেরণ করলেন। যাত্রাপথে তিনি কুদায়দ নামক স্থানে অবতরণ করলেন। তখন সিরিয়াবাসী এক ব্যক্তি তার নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন। তার সাথে ছিল একটি বাজ ও একটি শকুনি। তিনি তার থেকে এগুলো ধার নিলেন এবং 'ইয়াকূব' নামক কতগুলো পাখি শিকার করলেন এবং এগুলোকে একটি খোয়াড়ে আবদ্ধ রাখলেন। এরপর উসমান (রা) তার নিকট গেলে তিনি তা পাকালেন এবং তার সামনে পেশ করলেন। তখন উসমান (রা) বললেন,

তোমরা খাও। তখন তাদের কেউ বললেন, আলী ইব্ন আবী তালিব (রা) না আসা পর্যন্ত তা খাওয়া যাবে না। এরপর আলী (রা) এসে যখন তাদের সামনে ঐ গোশত দেখতে পেলেন তখন তিনি বললেন, না আমি এই গোশত খাব না। এ কথা শুনে উসমান (রা) বললেন, কি হয়েছে, আপনি খাবেন না কেন? তিনি বললেন, এতো শিকারকৃত জন্তু। তা খাওয়া জায়েয নেই। কেননা আমি তো মুহরিম। এ কথা শুনে উসমান (রা) বললেন, তাহলে এর প্রমাণ পেশ করুন। তখন আলী (রা) يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ আয়াতটি তিলাওয়াত করলেন। তখন উসমান (রা) বললেন, আমরা কি তা হত্যা করেছি? তখন তিনি আবারো পড়লেন, أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَادُمْتُمْ حُرُمًا

১২৭৪২. সবীহ্ ইব্ন আবদুল্লাহ আল আব্‌সী (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার উসমান ইব্ন আফ্‌ফান (রা) আবূ সুফয়ান ইবনুল হারিস (রা) কে 'আরূয' এর গভর্ণর নিয়োগ করলেন। এরপর তিনি পূর্বের ন্যায় অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে এতে একথা অতিরিক্ত বর্ণিত আছে যে, অতঃপর উসমান (রা) আল্লাহর ইচ্ছায় আরূযে যতদিন অবস্থান করলেন। এরপর তিনি মক্কা পৌঁছলে তাকে প্রশ্ন করা হল যে, ইব্ন আলীর (রা) সাথে এ বিষয়ে আলোচনা করার আপনার কোন প্রয়োজন আছে কি? একদিন তার সামনে গাধার ভুনা গোশত পেশ করা হলে তিনি এর থেকে কিছু আহার করলেন। এ কথা শুনে উসমান (রা) তার কাছে লোক পাঠালেন এবং তিনি আসলে তাকে ভুনা ঘোশত সম্বন্ধে প্রশ্ন করলেন। বললেন, আপনি তো গাধার গোশত ভক্ষণ করছেন আর আমাদেরকে তা থেকে বারণ করছেন, (এ কেমন ব্যাপার?) উত্তরে তিনি বললেন, এতো শিকারকৃত জন্তু। এবং আমি হলাম হালাল। সুতরাং এ জাতীয় প্রাণী আহার করাতে কোন দোষ নেই। আর আমি যখন মুহরিম ছিলাম, তখন ইয়াকূব নামক প্রাণী শিকার করা হয়েছিল এবং আমার এ অবস্থায়ই যবাহ্‌ও করা হয়েছে। (তাই তখন আমি তা ভক্ষণ করিনি)

১২৭৪৩. হাসান (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমর (রা)-এর মতে মুহরিম ব্যক্তির জন্য শিকারের গোশ্‌ত খাওয়াতে কোন ক্ষতি নেই। কিন্তু আলী (রা) এর মতে মুহরিম ব্যক্তির জন্য শিকারের গোশ্‌ত খাওয়া মাকরূহ।

১২৭৪৪. সাঈদ ইব্ন মুসায়্যিব (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আলী (রা) এর মতে মুহরিম ব্যক্তির জন্য সর্বাবস্থায় শিকারের গোশত খাওয়া মাক্‌রূহ।

১২৭৪৫. আবদুল্লাহ ইব্ন হারিস (র) হতে বর্ণিত। একদিন তিনি উসমান ও আলী (রা)-এর নিকট গেলেন। তখন তাদের নিকট ঘোশত পেশ করা হলে উসমান (রা) এর থেকে কিছু ভক্ষণ করলেন। কিন্তু আলী (রা) কিছুই খেলেন না। এ দেখে উসমান (রা) বললেন, এ কি আমরা শিকার করেছি-না আমাদের জন্য শিকার করা হয়েছে? এরপর أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَادُمْتُمْ حُرُمًا আয়াতটি তিলাওয়াত করেন।

১২৭৪৬. আবূ সালামা (রা) বলেন, একবার উসমান (রা) বায়তুল্লাহ শরীফে হজ্জ আদায় করলেন। তাঁর সাথে হযরত আলী (রা) ও ছিলেন। এক সময় তাদের সামনে হালাল ব্যক্তির শিকারকৃত জন্তুর

গোশত পেশ করা হল। উসমান (রা) মুহরিম হওয়া সত্ত্বেও তা থেকে আহার করলেন, কিন্তু আলী (রা) তা থেকে কিছুই খেলেন না। তখন উসমান (রা) বললেন, এতো আমাদের ইহরাম বাঁধার পূর্বেই শিকার করা হয়েছে। এ কথা শুনে আলী (রা) বললেন, আমরা যখন অবতরণ করেছিলাম, তখন তা আমাদের জন্য স্ত্রী সম্ভোগ হালাল ছিল। তাই বলে এখন কি তারা আমাদের জন্য হালাল থাকবে।

১২৭৪৭. আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন নওফল (র) হতে বর্ণিত। একদিন আলী (রা) এর নিকট গাধার নিতম্বের কিছু গোশ্‌ত পেশ করা হল। তখন তিনি মুহরিম ছিলেন বিধায় বললেন, আমি তো মুহরিম। (আমি খাবনা।)

১২৭৪৮. ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) সর্বাবস্থায় মুহরিমের জন্য এ জাতীয় প্রাণী ভক্ষণ করা মাকরূহ মনে করতেন।

১২৭৪৯. ইব্‌ন (উমর (রা) এর মতে ইহরামের অবস্থায় শিকারকৃত জন্তুর গোশত খাওয়া সর্বাবস্থায় মাকরূহ। চাই তা মুহরিমের জন্য ধৃত হোক বা না হোক এবং তা লবণ ও পানিতে পাকানো হোক বা না হোক।

১২৭৫০. ইব্‌ন 'উমর (রা) ইহ্‌রামের অবস্থায় শিকারকৃত জন্তুর গোশত ভক্ষণ করতেন না। যদিও তা কোন হালাল ব্যক্তি শিকার করে থাকে।

১২৭৫১. হাসান ইব্‌ন মুসলিম ইব্‌ন ইয়ানাক (يـنـاق) (র) বলেন, তাউস (র) মুহরিম ব্যক্তিকে শিকারের কাঁচা গোশ্‌ত এবং পাকানো গোশত খেতে নিষেধ করতেন। এ শিকারী জন্তু তার উদ্দেশ্যে শিকার করা হোক বা না হোক।

১২৭৫২. হাসান (র) বলেন, কোন পশু শিকার করার পর কেউ যদি ইহ্‌রাম বাঁধে তবে হালাল না হওয়া পর্যন্ত সে ঐ গোশত খেতে পারবেনা। অবশ্য খেয়ে ফেললে তার মতে মুহরিমের উপর কোন কিছু ওয়াজিব হবে না।

১২৭৫৩. সালিম (র) বলেন, একদিন আমি সাঈদ ইবন জুবায়র (র) কে জিজ্ঞাসা করলাম, যদি হালাল ব্যক্তি কোন প্রাণী শিকার করে, তবে এর গোশ্‌ত কোন মুহরিম ব্যক্তি খেতে পারবে কি? উত্তরে তিনি বললেন, এ সম্পর্কে আমি তোমাকে তথ্য দিচ্ছি। এরপর তিনি আয়াতটি يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَاَنْتُمْ حُرُمٌ (হে মুমিনগণ ইহ্‌রামে থাকাকালে তোমরা শিকার জন্তু বধ করো না।) তিলাওয়াত করে বললেন, এতে আল্লাহ্ তা'আলা শিকার জন্তু খেতে নিষেধ করেছেন। এরপর ইরশাদ হয়েছে وَمَنْ قَتَلَهٗ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ—তোমাদের মধ্যে কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে তা বধ করলে তার বিনিময় হচ্ছে অনুরূপ গৃহপালিত জন্তু। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, اُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهٗ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ –তোমাদের জন্য সমুদ্রের শিকার ও তা ভক্ষণ হালাল করা হয়েছে, তোমাদের ও পর্যটকদের ভোগের জন্য। এ আয়াতের ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, যদি কোন ব্যক্তি সমুদ্রের অধিবাসীদের কাছে এসে বলে, আমাকে আহার করাও। এ

ক্ষেত্রে সে যদি তাজা মাছের কথা বলে তবে জাল মেরে তার জন্য মৎস শিকার করে তাকে আহার করাতে হবে। আর যদি তাজা মাছের কথা উল্লেখ না করে শুধু আহার করানোর কথা বলে তবে তারা তাকে লবণ মাখানো শুটকি মাছ আহার করাতে পারবে। এরপর তিনি وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَادُمْتُمْ حُرُمًا আয়াতটি তেলাওয়াত করে বললেন, তোমার জন্য এ জাতীয় শিকার জন্তুর গোশত খাওয়া হারাম। চাই তুমি শিকার কর অথবা কোন হালাল ব্যক্তি তা শিকার করুক।

অন্যান্য ব্যাখ্যাকারদের মতে, وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَادُمْتُمْ حُرُمًا মানে মুহরিম ব্যক্তি কর্তৃক কোন প্রাণী শিকার করা, যবাহ করা অথবা তার জন্য কোন প্রাণী শিকার সবই হারাম। যদি হালাল ব্যক্তি কোন প্রাণী যবাহ করে অথবা হালাল ব্যক্তির জন্য যদি অন্য কেউ কোন প্রণী যবাহ করে তবে মুহরিম ব্যক্তি তা ভক্ষণ করতে কোন অসুবিধা নেই। এমনি ভাবে ইহ্‌রামের পূর্বে যদি কারো মালিকানায় কোন পশু থাকে তবে ঐ পশু নিজের কাছে সংরক্ষণ করাও মুহরিমের জন্য হারাম নয়।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১২৭৫৪. সাঈদ ইব্‌ন মুসায়্যিব (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আবূ হুরায়রা (রা) কে প্রশ্ন করা হল যে, হালাল ব্যক্তি যদি কোন প্রাণী শিকার করে তবে মুহরিম ব্যক্তি তা খেতে পারবে। তারপর উমর (রা) এর সাথে সাক্ষাতের পর তাঁকে এ সম্বন্ধে অবগত করা হলে তিনি বললেন, তুমি এ ছাড়া ভিন্ন কোন ফাতওয়া দিলে অবশ্যই আমি তোমার মাথায় আঘাত করতাম।

১২৭৫৫. আবূ সালামা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইহ্‌রাম অবস্থায় উসমান (রা) একবার 'আরজ' নামক স্থানে অবতরণ করলেন। তখন আরজের লোকেরা তাঁকে একটি 'কাতা' পাখি হাদিয়া দিলে তিনি তাঁর সঙ্গীদেরকে বললেন, তোমরা খাও। কেননা এ পাখি আমার জন্য শিকার করা হয়েছে। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর তাঁরা তা খেলেন। কিন্তু তিনি এর থেকে কিছুই খেলেন না।

১২৭৫৬. সাঈদ ইব্‌ন মুসায়্যিব (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আবূ হুরায়রা (র) 'রাবায' নামক স্থানে ছিলেন। এ সময় লোকেরা হালাল ব্যক্তির শিকারকৃত জন্তুর গোশত খাওয়া সম্পর্কে তাঁকে প্রশ্ন করলেন। তারপর তিনি বিশ্‌র (র) এর অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

১২৭৫৭. হযরত উমর (রা) অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

১২৭৫৮. আবুশ্‌ শা'সা (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমি ইব্‌ন উমর (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম যে, হালাল ব্যক্তি যদি হরমে কোন শিকারকৃত পশুর মাংশ হাদিয়া স্বরূপ মুহরিম ব্যক্তির জন্য হাদী প্রেরণ করেন তবে ঐ মাংশ মুহরিম ব্যক্তির জন্য খাওয়া জায়েয হবে কি? উত্তরে তিনি বললেন উমর, (রা) এরূপ প্রাণীর গোশত খেয়েছেন এবং তিনি এতে কোন দোষ আছে বলে মনে করতেন না। তখন আমি প্রশ্ন করলাম, তাহলে আপনিও কি তা ভক্ষণ করেন? উত্তরে তিনি বললেন, অবশ্যই উমর (রা) আমার থেকে উত্তম ব্যক্তি ছিলেন।

১২৭৫৯. আবুশ শা'সা (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন আমি ইব্‌ন উমর (রা)-কে প্রশ্ন করলাম যে, হালাল ব্যক্তি যদি কোন প্রাণী শিকার করে তবে মুহরিম ব্যক্তি তা থেকে খেতে পারবে কি? উত্তরে তিনি বললেন, উমর (রা) খেতেন। এরপর আমি বললাম, তাহলে আপনিও ভক্ষণ করেন কি? জবাবে তিনি বললেন, উমর আমার থেকে ভাল মানুষ ছিলেন।

১২৭৬০. অবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, সিরিয়াবাসী এক ব্যক্তি আমাকে প্রশ্ন করলেন যে, সে মুহরিম অবস্থায় শিকারকৃত জন্তুর গোশ্‌ত পেল। তা খাওয়া জায়েয হবে কি? আমি তাকে খাওয়ার জন্য হুকুম করলাম। এরপর আমি উমর (রা)-এর নিকট বললাম, সিরিয়াবাসী এক ব্যক্তি আমার নিকট জিজ্ঞাসা করল যে, সে মুহরিম অবস্থায় শিকারকৃত প্রাণীর গোশত পেল। খাওয়া তার তখন তা জায়েয হবে কি? তখন তিনি আমাকে জিজ্ঞাস করলেন, তুমি তাকে কি ফাতওয়া দিয়েছ? আমি বললাম, আমি তাকে খাওয়া জায়েয বলে ফাতওয়া দিয়েছি। একথা শুনে তিনি বললেন, মহান আল্লাহর কসম করে বলছি, তুমি যদি এর বিকল্প ফাতওয়া দিতে তাহলে আমি অবশ্যই তোমাকে চাবুক দ্বারা প্রহার করতাম। অবশেষে উমর (রা) বললেন, আমাকে শিকার করতে নিষেধ করা হয়েছে।

১২৭৬১. কা'ব (রা) বলেন, আমি ইহ্‌রামরত কতিপয় লোকের কাছে গেলাম। তখন বন্য গাধার কিছু গোশ্‌ত আমাদের হস্তগত হলে লোকেরা তা ভক্ষণ করা সম্বন্ধে আমাকে জিজ্ঞাসা করল। আমি খাওয়া জায়েয বলে তাদেরকে ফাতওয়া দিলাম। তারপর আমরা 'উমর (রা) এর কাছে আসলাম। তখন আমার সঙ্গীরা তাঁকে এ কথা জানালো যে, আমি তাদেরকে ইহ্‌রামের অবস্থায় বন্য গাধার গোশ্‌ত খাওয়া জায়েয বলে ফাতওয়া দিয়েছি। এ কথা শুনে উমর (রা) বললেন, তোমরা এ মত থেকে রুজু না করা পর্যন্ত আমি তাকে তোমাদের উপর আমীর বা শাসক নিয়োগ করলাম।

১২৭৬২. আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি 'রবাযা' নামক স্থানে গিয়েছিলাম। তখন রবাযাবাসীরা আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন যে, হালাল ব্যক্তির শিকারকৃত প্রাণীর গোশ্‌ত মুহরিম ব্যক্তির জন্য খাওয়া জায়েয আছে কি? উত্তরে আমি তাদেরকে খাওয়া জায়েয বলে ফাতওয়া দিলাম। অত:পর উমর (রা)-এর সাথে আমার সাক্ষাৎ হলে আমি তাকে এ সম্বন্ধে অবহিত করলে তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি তাদেরকে কি ফাতওয়া দিয়েছো? বললাম, আমি উহা খাওয়া জায়েয বলে তাদেরকে ফাতওয়া দিয়েছি। এ কথা শুনে উমর (রা) বললেন, তুমি এর বিকল্প কোন ফাতওয়া প্রদান করলে আমি অবশ্যই তোমার বিরুদ্ধাচরণ করতাম।

১২৭৬৩. আবুশ শা'সা আল কিন্‌দী (র) বলেন, আমি ইব্‌ন উমর (রা)-কে প্রশ্ন করলাম, একদল হালাল মানুষ তাদের সাথে শিকারকৃত জন্তুর গোশত আছে। এমতাবস্থায় তাদের কাছে যদি একদল মুহরিম মানুষ আগমন করে তবে এ গোশত তাদের নিকট বিক্রি করা বা তাদেরকে আহার করানো জায়েয আছে কি? উত্তরে তিনি বললেন, হাঁ জায়েয আছে।

১২৭৬৪. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আবদুর রহমান ইবন হাতিব (রা) বলেন, আবদুর রহমান (র) তাকে জানিয়েছেন যে, তিনি উসমান ইব্ন আফ্ফান (র) এর সাথে হজ্জের সফরে গিয়েছিলেন। ঐ কাফেলায় আম্র ইব্নুল 'আস (রা)ও ছিলেন। অত:পর তারা রাওহা নামক স্থানে অবতরণ করলেন। তখন তারা মুহরিম। তাদের সামনে পাখির গোশত পেশ করা হলে উসমান (র) তাদেরকে বললেন, তোমরা খাও। আমি খাব না। তখন আম্র ইব্নুল 'আস (রা) বললেন, আপনি খাবেন না, আর আমাদেরকে খাওয়ার হুকুম করছেন, এ কেমন কথা ? এ কথা শুনে উসমান (রা) বললেন, আমার জন্য শিকার করা হয়েছে., আমি এ রূপ মনে না করলে আমি অবশ্যই তা খেতাম। এরপর কওমের লোকেরা তা খেলেন।

১২৭৬৫. উরওয়া (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যুবায়র (রা) ইহ্রাম অবস্থায় খাওয়ার জন্য বন্য প্রাণীর গোশত সাথে নিয়ে যেতেন।

১২৭৬৬. ইব্ন 'আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, তোমার হালাল থাকা অবস্থায় যা শিকার বা যবাহ করা হয়েছে তা তোমার জন্য হালাল। আর তোমার ইহ্রামের অবস্থায় যা শিকার বা যবাহ করা হয়েছে, তা তোমার জন্য হারাম।

১২৭৬৭. ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, তোমার ইহ্রামের অবস্থায় যে প্রাণী শিকার করা হয়েছে, তা তোমার জন্য হারাম। আর তোমার হালাল অবস্থায় যে প্রাণী শিকার করা হয়েছে, তা তোমার জন্য হালাল।

১২৭৬৮. ইব্ন 'আব্বাস (রা) وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَادُمْتُمْ حُرُمًا এর ব্যাখ্যায় বলেন, মুহরিম ব্যক্তি যতক্ষণ পর্যন্ত ইহ্রামের অবস্থায় থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তার জন্য শিকার করা এবং তার গোশ্ত আহার করা হারাম। ইহ্রাম বাঁধার পূর্বে যে প্রাণী শিকার করা হয়েছে, ইহ্রামের অবস্থায় তা খাওয়া হালাল। মুহরিম যদি হালাল ব্যক্তির জন্য কোন শিকার করে তবে এর গোশ্ত হতে আহার করা তার জন্য জায়েয নেই।

১২৭৬৯. হুশাইম (র) বলেন, আমি আবূ বিশ্র (র) কে জিজ্ঞাসা করলাম, হালাল ব্যক্তির শিকার কৃত প্রাণীর গোশ্ত মুহরিম ব্যক্তির খাওয়া জায়েয আছে কি? উত্তরে তিনি বললেন, সাঈদ ইব্ন জুবায়র এবং মুজাহিদ (র) বলতেন, ইহ্রামের পূর্বে যা শিকার করা হয়েছে, তা খাওয়া জায়েয আর ইহ্রামের পর শিকারকৃত প্রাণীর গোশত খাওয়া জায়েয নেই।

১২৭৭০. জুরাইজ (র) বলেন, 'আতা (র) কে একথা প্রকাশ্যে জিজ্ঞাসা করা হলো যে, পানি ও লবণে সিদ্ধ করা গোশ্ত এবং শুকনা গোশ্ত খাওয়া মুহরিমের জন্য জায়েয আছে কি? উত্তরে তিনি বলতেন, এটি আমার এবং তার ব্যক্তিগত ব্যাপার। মজলিশে এর জবাব দিতে আমি অক্ষম। ইহ্রামের পূর্বে কোন প্রাণী যবাহ্ করা হলে তা খাওয়া যাবে। অন্যথায় তা ক্রয়ও করবে না বিক্রয়ও করবেনা। অন্যান্য ব্যাখ্যাকার বলেন, وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَادُمْتُمْ حُرُمًا মানে ইহ্রামের অবস্থায় তোমাদের জন্য শিকার করা হারাম। কিন্তু কারো নিকট তা বিক্রি করা, কারো থেকে খরিদ করা অথবা

শিকার করা ব্যতিরেকে অন্য কোন উপায়ে এর মালিক হওয়ার পর যবাহ্ করা ও খাওয়া সবই জায়েয। মোট কথা হচ্ছে ইহ্রামের অবস্থায় শিকার করা নিষিদ্ধ। কিন্তু অন্য কিছু নিষিদ্ধ নয়।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১২৭৭১. ইয়াহ্ইয়া (র) বলেন, আবূ সালাম (র) ইহ্রামের অবস্থায় 'আরজ' নামক স্থানে একটি তোতা পাখি খরিদ করেছিলেন। তখন তার সাথে ছিলেন মুহাম্মদ ইব্ন মুনকাদির (র)। এর পর তিনি তার থেকে আহার করলেন। এতে লোকেরা তাকে বেশ দোষারোপ করল।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, আমার মতে আয়াতের বিশুদ্ধ ব্যাখ্যা হচ্ছে, মুহরিমের জন্য ইহরামের অবস্থায় কোন প্রাণী শিকার করা এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট তথা শিকার জন্তু বেচা-কেনা করা, হত্যা করা ইত্যাদি সব কিছুই হারাম। হাঁ হালাল ব্যক্তি যদি অপর কোন হালাল ব্যক্তির জন্য কোন প্রাণী যবাহ্ করে তবে তা খাওয়া জায়েয আছে। কেননা হাদীস দ্বারা একথা প্রমাণিত।

১২৭৭২. আবদুর রহমান ইব্ন উসমান (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা ইহ্রামের অবস্থায় তালহা ইব্ন উবায়দুল্লাহ্ (র) এর সাথে ছিলাম। এ সময় আমাদেরকে একটি পাখি হাদিয়া দেওয়া হল। আমাদের কেউ তা থেকে খেলেন। অপর কেউ এর থেকে বিরত থাকলেন। তালহা (র) ঘুম থেকে জেগে জাগ্রত ভক্ষণকারীদের সাথে একাত্মতা পোষণ করলেন এবং বললেন, রাসূলুল্লাহ (স) এর সাথেও আমরা তা খেয়েছি।

যদি কেউ প্রশ্ন করেন যে, তাহলে সা'ব ইব্ন জাস্সামা (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (স) কে বন্য গাধার একটি পা দেওয়া হলে তিনি এ বলে তা প্রত্যাখ্যান করেন যে, আমি মুহরিম। এই মর্মে আয়েশা সিদ্দকা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার পানি ও লবণে সিদ্ধ করা হরিণের কিছু গোশ্ত রাসূলুল্লাহ্ (সা) কে হাদিয়া স্বরূপ দেওয়া হল। তখন তিনি মুহরিম ছিলেন। অত:পর নবী (স) তা প্রত্যাখ্যান করে দেন। অনুরূপ আরো হাদীসের জবাব কি?

উত্তরে বলা হয় যে, উপরোক্ত হাদীসের কোথাও এ কথা উল্লেখ নেই যে, এক হালাল ব্যক্তি অপর কোন হালাল ব্যক্তির জন্য এ সমস্ত প্রাণী যবাহ্ করে রাসূলুল্লাহ্ (স) এর নিকট হাদিয়া স্বরূপ পেশ করলে তিনি তা এ বলে প্রত্যাখ্যান করেছেন তোমরা মুহরিম, তোমাদের জন্য এ গুলো খাওয়া জায়েয নেই। বরং এখানে কেবল একথা উল্লেখ আছে যে, রাসূলুল্লাহ (স) এর নিকট শিকারের গোশ্ত হাদিয়া দেওয়া হলে তিনি তা প্রত্যাখ্যান করে দেন। কাজেই রাসূলুল্লাহ্ (স) এর ইহরামের অবস্থায় যেহেতু উপরোক্ত প্রাণীগুলো যবাহ করা বা শিকার করা হয়েছে তাই তিনি এগুলো প্রত্যাখ্যান করছেন, এটিও প্রত্যাখ্যানের কারণ হতে পারে। হাদীসে উল্লেখ আছে, জাবির (রা) হতে বর্ণিত। নবী (স) বলেন, স্থলের শিকারের গোশত মুহরিম ব্যক্তির জন্য হালাল। কিন্তু কোন প্রাণী মুহরিম ব্যক্তি নিজে শিকার করলে অথবা তার জন্য শিকার করা হলে তা খাওয়া তার জন্য বৈধ হবেনা।

উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে একথা প্রতীয়মান হচ্ছে যে, এ সম্পর্কে দুই ধরনের হাদীস বর্ণিত আছে এবং সহীহ সনদে বর্ণিত আছে। তাই উভয় হাদীসের সত্যতা মেনে নিয়ে এমনভাবে ব্যাখ্যা করা অপরিহার্য, যাতে উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান হয়ে যায়। এ হিসাবে বলা যায় যে, ইহ্‌রামের অবস্থায় শিকারকৃত জন্তু খাওয়ার অনুমতি প্রদান এবং তা প্রত্যাখ্যান করার কারণ ভিন্ন ভিন্ন। অর্থাৎ প্রত্যাখ্যান করেছেন তাঁর উদ্দেশ্যে শিকার করার কারণে, আর খাওয়ার অনুমতি প্রদান করেছেন মুহরিমের জন্য শিকার না করা অথবা কোন মুহরিম ব্যক্তি তা শিকার না করার কারণে। এভাবে উভয় প্রকারের হাদীসের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করা যায়।

وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَادُمْتُمْ حُرُمًا আয়াতাংশে যে ধরনের প্রাণী শিকার করা নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে, তা নিরূপণে ব্যাখ্যাকারদের একাধিক মত রয়েছে। কারো কারো মতে صَيْدُ الْبَرِّ অর্থ জলে এবং স্থলে বসবাসকারী সব প্রকার প্রাণী। আর صَيْدُ الْبَحْرِ অর্থ যে প্রাণী স্থলে নয় বরং সমুদ্রে বাস করে।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১২৭৭৩. আবু মিজলায (র) وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَادُمْتُمْ حُرُمًا এর ব্যাখ্যায় বলেন, যে সব প্রাণী স্থলে ও সমুদ্রে বাস করে তা শিকার করবেনা। আর পানিতেই যে সব প্রাণীর জীবন তাও এই হুকুমের অন্তর্ভুক্ত।

১২৭৭৪. 'আতা (র) বলেন, যদি মুহরিম ব্যক্তি স্থলে বাসবাসকারী কোন প্রাণী শিকার করে যেমন কাছিম কাঁকড়া ও ব্যাঙ ইত্যাদি, তবে তার উপর এর জরিমানা প্রদান করা ওয়াজিব।

১২৭৭৫. অন্য এক সূত্রে 'আতা (র) বলেন, জলজ ও স্থলজ কোন প্রাণী যদি মুহরিম ব্যক্তি শিকার করে তবে তার উপর কাফফারা ওয়াজিব হবে।

১২৭৭৬. সাঈদ ইবন জুবায়র (র) বলেন, একবার আমরা হজ্জ করার উদ্দেশ্যে রওয়ানা করলাম, এ সফরে শহরতলীর এক ব্যক্তিও তখন আমাদের সাথে ছিলেন। তার নিকট মৎস্য শিকার করার কিছু বড়শি ছিল। ইহরাম বাঁধার পর আমার পিতা তাকে বললেন, এগুলো আমাদের থেকে দূরে সরিয়ে রাখ।

১২৭৭৭. হাজ্জাজ (র) বলেন, 'আতা (র) মুহরিম কর্তৃক হাবশী মোরগ যবহ্ করা মাকরূহ মনে করতেন। কেননা এ আসলে স্থলে বসবাসকারী প্রাণী।

কেউ কেউ বলেন, صَيْدُ الْبَرِّ অর্থ ঐ প্রাণী, যা সমুদ্রের তুলনায় স্থলেই বেশীর ভাগ সময় বাস করে।

যাঁরা এ মত পোষণ করেন ঃ

১২৭৭৮. ইবন জুরাইজ (র) বলেন, একদা আমি 'আতা (র) কে ابن الماء —পানিতে বসবাসকারী প্রাণী সমন্ধে জিজ্ঞাসা করলাম এবং বললাম, তা কি স্থলের শিকার, না সমুদ্রের শিকার? উত্তরে তিনি বললেন, যে প্রাণী যেখানে অধিকাংশ সময় বাস করে তা সেখানকার বসবাসকারী বলেই ধর্তব্য হবে।

১২৭৭৯. 'আতা ইব্ন আবু রাবাহ (র) বলেন, যে প্রাণী যে স্থানে বাচ্চা দেয়, তা ঐ স্থানে বেশীর ভাগ সময় বসবাস করে বলে ধর্তব্য হবে।

আল্লাহর বাণী وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِىٓ اِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ (এবং ভয় কর তোমরা আল্লাহকে যার নিকট তোমাদেরকে একত্রিত করা হবে) এর ব্যাখ্যায় ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদেরকে গুনাহের কারণে শাস্তি প্রদান করার ব্যাপারে সতর্ক করেছেন। তিনি বলেন, হে লোক সকল! উল্লেখিত আয়াত সমূহে আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে যে দায়িত্ব প্রদান করেছেন তা পালন করা ও মদ,জুয়া পূজার বেদী, ভাগ্য নির্ণায়ক তীর, ইহ্রামের অবস্থায় স্থলের শিকার এবং তা হত্যা করা ইত্যাদি থেকে বেঁচে থাকার বিষয়ে তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। কেননা তাঁর নিকটই তোমাদেরকে ফিরে যেতে হবে। তখন তিনি তোমাদেরকে তোমাদের গুনাহের শাস্তি দিবেন এবং তাঁর আনুগত্য করার বিনিময় তথা সওয়ার প্রদান করবেন।

মহান আল্লাহর বাণী—

(৯৭) جَعَلَ اللّٰهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيٰمًا لِّلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَالْهَدْىَ وَالْقَلَآئِدَ ، ذٰلِكَ لِتَعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ وَاَنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيْمٌ ٥

৯৭. পবিত্র কা'বা গৃহ, পবিত্র মাস, কুরবানীর জন্য কা'বায় প্রেরিত পণ্য ও গলায় মালা পরিহিত পশুকে আল্লাহ মানুষের কল্যাণের জন্য নির্ধারিত করেছেন। তা এই হেতু যে, তোমরা যেন জানতে পার যা কিছু আসমান ও জমীনে আছে আল্লাহ তা জানেন এবং আল্লাহ সর্ব বিষয়ে সর্বজ্ঞ।

ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম আবু জা'ফর তাবারী (র) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন; আল্লাহ তা'আলা কা'বা গৃহকে মানুষের জন্য আশ্রয়দাতা সাব্যস্ত করেছেন, যাদের এমন আশ্রয়দাতা নেই, তা এমন নেতা যা ক্ষমতাবান ব্যক্তিদেরকে দুর্বলের উপর , মন্দ লোকদেরকে ভাল মানুষের উপর এবং জালিমকে মজলুমের উপর আক্রমণ করা হতে রক্ষা করবে। এমনিভাবে পবিত্র মাস, কুরবানীর জন্য কা'বায় প্রেরিত পশু এবং গলায় মালা পরিহিত পশুকেও তিনি আশ্রয়দাতা বানিয়েছেন। এগুলোর প্রত্যেকটির দ্বারা তিনি কতেক মানুষকে কতেক মানুষ হতে রক্ষা করছেন। অধিকন্তু আল্লাহ তা'আলা ঐগুলোকে দীনের নিদর্শন এবং মানুষের জন্য কল্যাণকর সাব্যস্ত করেছেন।

كَعْبَة। অর্থ চতুষ্কোণ বিশিষ্ট বস্তু আর কা'বা গৃহও যেহেতু চতুষ্কোণ বিশিষ্ট তাই তাকে কা'বা বলা হয়।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১২৭৮০. মুজাহিদ (র) বলেন, কা'বাগৃহ চতুষ্কোণ বিশিষ্ট হওয়ায় তাকে কা'বা বলা হয়।

১২৭৮১. ইকরামা (র) বলেন, কা'বা গৃহ যেহেতু চতুষ্কোণ বিশিষ্ট তাই বায়তুল্লাহ্ শরীফকে কা'বা বলা হয়।

قِيَامًا শব্দটি মূলত : قوامًا ছিল। واو এর পূর্বে فاكلمة তথা قاف এ كسرة থাকায় واو কে ياء দ্বারা পরিবর্তন করে قيامًا বানানো হয়েছে। যেমন বলা হয় قمت ও صمت صيامًا মূলত: ছিল قمت قواما ও صمت صوامًا অনুরূপভাবে আল্লাহর বাণী جَعَلَ اللّٰهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِلنَّاس আয়াতাংশে উল্লেখিত قياما শব্দটিতে অনুরূপ পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। আরবী ভাষায় মূল কাঠামোর উপরও শব্দটির ব্যবহার বিদ্যমান রয়েছে। রাজিয বলেন,

ارقوام دنياوقوام دين এখানে মূল অক্ষর واو এর সাথে শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে।

আল্লাহর তা'আলা কা'বাগৃহ, পবিত্র মাস, কা'বায় প্রেরিত জন্তু, গলায় মালা পরিহিত পশুকে আরবের ঐ সমস্ত লোকদের জন্য আশ্রয় স্থান বানিয়েছেন, যারা কা'বার উদ্দেশ্যে ইহরাম বাঁধে এবং এর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে। যেমন কোন সম্প্রদায়ের দলপতি তার অনুগতদের যাবতীয় কর্মকান্ডে তত্ত্বাবধান করে ও তাদের সংরক্ষণ করে। গোটা কা'বা গৃহই হরমের এলাকার অন্তর্ভুক্ত।। হরমের এলাকায় শিকার করা ঘাস ও কোন বৃক্ষ কাটা সম্পূর্ণভাবে হারাম হওয়ায় এই এলাকাকে হরমের এলাকা বলা হয়। এ সম্পর্কে প্রমাণ সহ পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে।

আল্লাহ তা'আলা কা'বা গৃহকে যেমনি ভাবে মানুষের কল্যাণের জন্য নির্দ্ধারিত করেছেন, অনুরূপ ভাবে পবিত্র মাস, কা'বায় প্রেরিত পশু এবং গলায় মালা পরিহিত পশুকেও তিনি মানুষের জন্য নির্ধারিত করেছেন।

لِلنَّاس বলে কোন্ মানুষকে বুঝানো হয়েছে, তা নিরূপণে ব্যাখ্যাকারদের মতভেদ রয়েছে। কেউ কেউ বলেন, এর দ্বারা জাহিলী যুগের সমস্ত মানুষকে বুঝানো হয়েছে। কারো কারো মতে আরবের লোকদেরকে বিশেষ ভাবে বুঝানো হয়েছে। ব্যাখ্যাকারগণও অনুরূপ মতামত ব্যক্ত করেছেন।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১২৭৮২. মুজাহিদ (র) جَعَلَ اللّٰهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِلنَّاس এর ব্যাখ্যায় বলেন, قِيَامًا لِلنَّاس অর্থ قوامًا لِلنَّاس মানুষের আশ্রয় দাতা।

১২৭৮৩. সাঈদ ইবন জুয়াইর (র) বলেন, قِيَامًا لِلنَّاس অর্থ মানুষের দীনী কল্যাণ।

১২৭৮৪. মুজাহিদ (র) جَعَلَ اللّٰهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِلنَّاس এর ব্যাখ্যায় বলেন, এক সময় ছিল, যখন আরবের লোকদের মধ্যে জান্নাতের আশা এবং জাহান্নামের ভয় কিছুই ছিল না। তখন ইসলামের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা তাদের মধ্যে এ চেতনা বদ্ধমুল করে দেন।

১২৭৮৫. সাঈদ ইবন জুয়াইর (র) جَعَلَ اللّٰهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِلنَّاس এর ব্যাখ্যায় বলেন, আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কা'বা গৃহকে মানুষের জন্য দীনের দৃঢ়তা স্থাপনকারী বানিয়েছেন।

১২৭৮৬. অন্য এক সূত্রে সাঈদ ইবন জুবায়র (র) হতে অনুরূপ বর্ণিত রয়েছে।

১২৭৮৭.ইবন 'আব্বাস (র) جَعَلَ اللّٰهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِلنَّاسِ-এর ব্যাখ্যায় বলেন, কা'বাগৃহ আশ্রয়স্থল হওয়ার মানে হল, যারা তথায় পৌছবে, তারা নিরাপদ বলে বিবেচিত হবে।

১২৭৮৮. ইবন 'আব্বাস (র) جَعَلَ اللّٰهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَالْهَدْيَ وَالْقَلَائِدَ এর ব্যাখ্যায় বলেন, তাদের দীনের আশ্রয়স্থল এবং হজ্জের নিদর্শন বানিয়েছেন।

১২৭৮৯. সুদ্দী (র) جَعَلَ اللّٰهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَالْهَدْيَ وَالْقَلَائِدَ। এর ব্যাখ্যায় বলেন, আল্লাহ তা'আলা উপরোক্ত চারটি বিষয়কে মানুষের জন্য কল্যাণকর তথা তাদের যাবতীয় বিষয়াদির সংরক্ষক বানিয়েছেন।

ইমাম আবু জা'ফর তাবারী (র) বলেন, উপরোক্ত ব্যাখ্যা সমূহের মধ্যে শব্দগত দিক থেকে কিছুটা পার্থক্য থাকলেও অর্থের দিকে থেকে তেমন কোন পার্থক্য নেই। কেননা قوام الشئ। অর্থ এমন বস্তু যার দ্বারা কোন বস্তু প্রতিষ্ঠিত থাকে। অটুট ও অক্ষুণ্ন থাকে। যেমন সরকার প্রধান তার জনগণের জন্য। قوام সংরক্ষক, তত্ত্বাবধায়ক ও আশ্রয়দাতা। কেননা সরকার প্রধানই জনগণের যাবতীয় কার্যাবলী তত্ত্বাবধান করেন, মজলুমের উপর আক্রমণ করা হতে জালিমকে প্রতিহত করে এবং শত্রু ও রাষ্ট্রদ্রোহীদের অত্যাচার থেকে নাগরিকদের জান-মালের হিফাযত করে। অনুরূপ ভাবে পবিত্র কা'বাগৃহ পবিত্র মাস কা'বায় প্রেরিত পশু এবং গলায় মালা পরিহিত পশুকে আল্লাহ তা'আলা হরমে গমনকারী লোকদের জন্য আশ্রয়স্থল করেছেন। জাহিলী যুগে আরবদের প্রতিষ্ঠান সংরক্ষণ হিফাযত ও কল্যাণ সব কিছু এর মধ্যেই নিহিত ছিল। ইসলামের আগমনের পর পবিত্র কা'বা গৃহকে মুসলমানদের নামাযের কিবলা এবং হজ্জের নিদর্শন হিসাবে নির্ধারণ করা হয়। এক দল মুফাসফির অনুরূপ মতামত ব্যক্ত করেছেন।

যারা এমত পোষণ করেন :

১২৭৯০. কাতাদা (র) جَعَلَ اللّٰهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَالْهَدْيَ وَالْقَلَائِدَ।-এর ব্যাখ্যায় বলেন, জাহিলী যুগে কা'বা গৃহ মানুষের জন্য রক্ষা কবচ ছিল। কোন ব্যক্তি যদি হেঁচড়ে কোন ভাবে হরমে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করতে পারত, তবে তাকে আর স্পর্শ করা যেত না। যদি পবিত্র মাসে কেউ তার পিতার হত্যাকারী নাগাল পেত তবে সে তার পিছে লাগত না এবং তার নিকটেও যেত না। কেউ যখন বায়তুল্লাহ এর উদ্দেশ্যে রওয়ানা করত তখন সে পশমের মালা তৈরি করে গলায় পরিধান করত। এভাবে মানুষের অত্যাচার এবং আক্রমণ হতে নিজেকে রক্ষা করত। এমনি ভাবে বায়তুল্লার যিয়ারত শেষ করে যখন স্বদেশের উদ্দেশ্যে রওয়ানা করত তখন তারা ইযখির অথবা বাবুল বৃক্ষের ছাল দ্বারা মালা বানিয়ে তা ব্যবহার করত এবং মানুষের আক্রমণ হতে আত্ম রক্ষা করত। এভাবে তারা নিজ পরিবার-পরিজন পর্যন্ত পৌছত। এতে একথা প্রমাণিত যে, চারটি বিষয় জাহিলী যুগে মানুষের জন্য রক্ষাকবচ ছিল।

১২৭৯১. ইবন যায়দ (রা) جَعَلَ اللّٰهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِّلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَالْهَدْيَ وَالْقَلَائِدَ -এর ব্যাখ্যায় বলেন, বিভিন্ন দেশে রাজা-বাদশাহ্ ছিল। তারা এক জনকে অন্য জনের অত্যাচার হতে রক্ষা করত; কিন্তু আরবে এমন কোন রাজা-বাদশাহ ছিল না, যারা এক জনকে অন্য জনের অত্যাচার হতে রক্ষা করবে। তাই আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কা'বাগৃহকে তাদের জন্য আশ্রয়স্থল হিসাবে নির্ধারণ করেন। উদ্দেশ্যে হল পরস্পরের অত্যাচার ও অবিচার হতে পরস্পরকে রক্ষা করা। পবিত্র মাসের অবস্থাও ঠিক তদ্রূপ। এর উদ্দেশ্যে হল পরস্পরের অত্যাচার হতে পরস্পরকে রক্ষা করা। গলায় মালা পরিধান করার লক্ষ্যও তাই। এ অবস্থায় কেউ যদি আপন ভাই বা চাচাতো ভাইয়ের হত্যাকারীর সাক্ষাৎ লাভ করত তবে সে তার পেছনে লাগত না অর্থাৎ তার উপর আক্রমণ করতনা। অবশ্য পরে এসব নিয়ম রহিত হয়ে যায়।

১২৭৯২. ইবন 'আব্বাস (রা) اَلْقَلَائِدَ এর ব্যাখ্যায় বলেন, জাহিলী যুগে লোকেরা যখন হাজ্জ পালন করার ইচ্ছা করত তখন তারা গাছের ছাল দ্বারা মালা তৈরি করে গলায় পরিধান করত। এতে তাদেরকে সহসা চিনা যেত।

ইমাম তাবারী (র) বলেন, اَلشَّهْرُ الْحَرَامُ - الهدى এবং القلائد এর বিস্তারিত আলোচনা পূর্বে করা হয়েছে। এখানে এর পুনরোল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। আল্লাহ্ পাকের বাণী ذٰلِكَ لِتَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ - وَاَنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيْمٌ (তা এই হেতু যে তোমরা যেন জানতে পার, যা কিছু আসমান ও জমীনে আছে, আল্লাহ তা জানেন এবং আল্লাহ সর্ব বিষয়ে সর্বজ্ঞ। এর ব্যাখ্যায় ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী বলেন, ذلك তা অর্থাৎ পবিত্র কা'বাগৃহ পবিত্র মাস কা'বায় প্রেরিত পশু এবং গলায় মালা পরিহিত পশুকে মানুষের জন্য কল্যাণকর ও আশ্রয়স্থল নির্ধারণ করা। আল্লাহ তা'আলা বলেন, হে লোক সকল! এ গুলোকে আমি তোমাদের জন্য আশ্রয়স্থল এ জন্য নির্ধারণ করেছি, যাতে তোমারা জান যে, তোমাদের পার্থিব কল্যাণের জন্য আল্লাহ্ যা কিছু সৃষ্টি করেছেন এতে তোমাদের উপকার অপকার সব কিছু জেনেই তিনি তা সৃষ্টি করেছেন। যেমনি ভাবে আসমান ও জমীনে তোমাদের ইহ ও পর জগতের জন্য কল্যাণকর যত কিছু আছে, সব কিছু সম্বন্ধে তিনি সম্যক জ্ঞাত। আর যাতে তোমরা জানতে পার যেন আল্লাহ সর্ব বিষয়ে সর্বজ্ঞ। অর্থাৎ তোমাদের পার্থিব কর্মকান্ড এবং তোমাদের আমল কোন কিছুই তার থেকে গোপন এবং প্রচ্ছন্ন নয়। তার নিকট সবকিছুরই পুঙ্খানোপুঙ্খ হিসাব রয়েছে। অতএব তিনি সৎকর্মপরায়ণ ব্যক্তিকে উত্তম এবং অসৎ কর্মশীল ব্যক্তিকে মন্দ প্রতিদান প্রদান করবেন।

মহান আল্লাহর বাণী—

(৯৮) اِعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ وَاَنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝

৯৮. জেনে রাখ আল্লাহ শাস্তি দানে যেমন কঠোর তেমনি তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম আবু জাফর তাবারী (র) বলেন, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, হে মানুষ! জেনে রাখ আসমান-যমীনে যা কিছু আছে, তোমাদের প্রতিপালক সবকিছুই জানেন। তোমাদের গোপন ও প্রকাশ্য কোন আমলই তার অগোচরে নেই। তোমাদের যথাযথ প্রতিদান দেওয়ার নিমিত্তে তিনি সবকিছুরই পুঙ্খনপুঙ্খ হিসাব রাখেন। নাফরমান ও বিদ্রোহীদের শাস্তি বিধানে তিনি যেমন কঠোর তেমনি অনুগত ও তাঁর প্রতি অনুরক্ত বান্দাদের পাপ মোচনেও তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। কাজেই তিনি তাদের দোষ গোপন করে রাখবেন এবং তাদেরকে লজ্জিত করবেন না। তাওবা করা ও আল্লাহ তা'আলার দিকে ধাবিত হওয়ার পূর্বে তাদের থেকে যে পাপ সংঘটিত হয়েছে, এ কারণে তিনি তাদেরকে শাস্তি দিবেন না। কারণ তিনি পরম দয়ালু।

মহান আল্লাহর বাণী—

(৯৯) مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَٰغُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ○

৯৯. প্রচার করাই কেবল রাসূলের কর্তব্য । তোমরা যা প্রকাশ কর ও গোপন রাখ, আল্লাহ তা জানেন।

ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম আবু জাফর তাবারী (র) বলেন, এ আয়াতে আল্লাহ পাক তার বান্দাদেরকে ধমক দিয়ে এবং সতর্ক করে বলেন, হে মানুষ! তোমাদের প্রতি প্রেরিত আমার পয়গাম্বর-যারা তোমাদেরকে আমার শাস্তির ভয় দেখাচ্ছেন, তাদের দায়িত্ব হল তোমাদের নিকট আমার বার্তা পৌছায়ে দেওয়া, অন্য কিছু নয়। আর আনুগত্যের প্রতিদান ও গুনাহের শাস্তি বিধান আমার দায়িত্বে। وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে যারা অনুগত যারা আমার পয়গামকে কবূল করেছে এবং যারা আমার নির্দেশের উপর আমল করছে আর যারা নাফরমান আমার রিসালাতকে প্রত্যাখ্যান করছে এবং যারা আমার নির্দেশের উপর আমল করছে তাদের কারো বিষয়ই আমার কাছে অস্পষ্ট নয়। কেননা তোমাদের মধ্যে যারা আমলকারী, অঙ্গ প্রত্যঙ্গের দ্বারা তা প্রকাশ করছে এবং মুখে তা বর্ণনা করছে, তাদের সম্বন্ধে আল্লাহ তা'আলা সম্যক অবহিত। وَمَا تَكْتُمُونَ তোমরা তোমাদের মনের মধ্যে যে ঈমান, কুফর, ইয়াকীন সন্দেহ অথবা নিফাক গোপন করছে তা সম্পর্কেও তিনি সম্যক জ্ঞাত। সুতরাং যেহেতু প্রকাশ্য আমল এবং আসমান ও যমীনের কোন কিছুই তাঁর থেকে প্রচ্ছন্ন নেই এবং সওয়াব ও শাস্তি যেহেতু তারই নিয়ন্ত্রণে, তাই আমাদের সকলের জন্য অপরিহার্য হল তাকওয়া অবলম্বন করা, তার আনুগত্য করা এবং নাফরমানীতে লিপ্ত না হওয়া।

মহান আল্লাহর বাণী—

(১০০) قُل لَّا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ ۚ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ○

১০০. বল, মন্দ ও ভাল এক নয়। যদিও মন্দের আধিক্য তোমাকে চমৎকৃত করে। সুতরাং হে বোধশক্তি সম্পন্নেরা! আল্লাহকে ভয় কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।

ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, আল্লাহ তা'আলা তদীয় পয়গাম্বর হযরত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (স) কে লক্ষ্য করে বলেন, হে মুহাম্মদ! আপনি বলে দিন, মন্দ এবং ভাল, সৎ ও অসৎ, অনুগত ও অবাধ্য ব্যক্তিরা কখনো এক নয়। وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ যারা আল্লাহ পাকের অবাধ্য এবং যারা তার অনুগত, তারা আল্লাহর নিকট কখনো এক নয়। এবং তাদের আধিক্য আপনাকে চমৎকৃত করে। কেননা যারা আল্লাহ তা'আলার অনুগত তারাই কিয়ামতের দিন আল্লাহ পাকের পক্ষ হতে পুরস্কারপ্রাপ্ত হয়ে সফলকাম হবে। যদিও তাদের সংখ্যা কম হয়। অবাধ্য লোকেরা কখনো সফলকাম হতে পারবে না। কেননা তারা সংখ্যায় অধিক হলেও পরিণামে তারা ক্ষতিগ্রস্ত ও অসফল এবং ব্যর্থ হবে। তাই আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ (র) কে বলেন, যারা আল্লাহর নাফরমানীতে লিপ্ত, তাদেরকে আল্লাহ তা'আলা সুযোগ দিয়ে রেখেছেন এবং তাদেরকে কোন প্রকার শাস্তি দিচ্ছেন না, তাদের আধিক্য যেন তোমাকে চমৎকৃত না করে। কেননা আল্লাহর নিকট উত্তম পরিণাম কেবল অনুগতদের জন্য নির্ধারিত, অন্য কারো জন্য নয়।

১২৭৯৩. যেমন সুদ্দী (র) لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ। এর ব্যাখ্যায় বলেন, خَبِيث (মন্দ) বলে মুশরিক এবং طَيِّبُ (ভাল) বলে মু'মিনদেরকে বুঝানো হয়েছে।

উপরোক্ত আয়াতে সম্বোধন সরাসরি রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর প্রতি করা হলেও এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে তার কোন কোন উম্মত। فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (সুতরাং হে বোধ শক্তিসম্পন্নেরা! আল্লাহকে ভয় কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার) আয়াতাংশে এ কথার প্রতি সুস্পষ্ট সমর্থন বিদ্যমান।

মহান আল্লাহর বাণী: فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (সুতরাং হে বোধসম্পন্নেরা তোমারা আল্লাহকে ভয় কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার) এর ব্যাখ্যায় ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, আল্লাহ্ তোমাদেরকে যে আদেশ-নিষেধ করেছেন, তা পালন করার মাধ্যমে তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং মন্দ লোকদের আধিক্যের প্রতি আশ্চার্যান্বিত হওয়ার কারণে শয়তান যেন তোমাদের উপর প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম না হয়। তাহলে তোমরাও তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে, সে বিষয়েও তোমরা সতর্ক থাক। يَا أُولِي الْأَلْبَابِ —হে জ্ঞানবান লোকেরা, যারা আল্লাহর নিদর্শন দেখে তাকে উপলব্ধি করতে সক্ষম এবং যারা আল্লাহর প্রমাণাদি বুঝতে সক্ষম। لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ —তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার অর্থাৎ আল্লাহর নিকট যে নি'আমত আছে, তা অর্জন করার ব্যাপারে যেন তোমরা কৃতকার্য হতে পার।

মহান আল্লাহর বাণী—

(১০১) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ وَإِنْ تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ ۝

১০১. হে মু'মিনগণ! তোমরা সেসব বিষয়ে প্রশ্ন করবে না, যা প্রকাশিত হলে তোমরা দুঃখিত হবে। কুরআন অবতারণের ফলে তোমরা যদি সে সব বিষয়ে প্রশ্ন কর তবে তা তোমাদের নিকট প্রকাশ করা হবে। আল্লাহ্ সে সব ক্ষমা করেছেন এবং আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, সহনশীল।

ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর প্রতি বিদ্রূপ করা এবং পরীক্ষা করার জন্য একদল লোক তাঁকে কিছু প্রশ্ন করেছিল, যে প্রশ্নের প্রেক্ষিতে এ আয়াতটি নাযিল হয়েছে। একজন জিজ্ঞাসা করেছিল—আমার পিতা কে? আরেক জনের একটি উট হারানো যাওয়ার পর সে প্রশ্ন করেছিল, আমার হারানো উটটি এখন কাথায়? তাদের এসব অহেতুক প্রশ্নের উত্তরে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, তোমরা এসব বিষয়ে প্রশ্ন কর না। যেমন প্রশ্ন করেছিল আব্দুল্লাহ্ ইব্ন হুযাফা তার পিতা সম্বন্ধে। إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ —তোমরা যে বিষয়ে প্রশ্ন করছ, যদি আমি এর হাকীকত প্রকাশ করে দেই তবে এর কারণে তোমরা দুঃখিত হবে। রাসূলুল্লাহ্ (স) থেকে এ জাতীয় একাধিক হাদীস বর্ণিত রয়েছে।

১২৭৯৪. আবুল জওয়ায়রিয়া (র) বলেন, একদিন ইব্ন 'আব্বাস (রা) বনী সুলায়মের এক বেদুঈন সাহাবীকে প্রশ্ন করলেন يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْئَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ আয়তাটি কোন্ ঘটনার প্রেক্ষিতে নাযিল হয়েছে? উত্তরে তিনি বললেন, একদল লোক সমস্যায় পড়ে রাসূলুল্লাহ্ (স) কে প্রশ্ন করেছিল। তাদের একজন বলল, আমার পিতা কে? অপর এক ব্যক্তি যার একটি উট হারিয়ে গিয়েছিল, সে প্রশ্ন করল, আমার হারানো উটটি কোথায়? তখন আল্লাহ তা'আলা তাদের সম্বন্ধে এ আয়াতটি নাযিল করেছেন।

১২৭৯৫. আনাস (র) বলেন, একদিন কতিপয় লোক রাসূলুল্লাহ (স) কে নাছোড় হয়ে প্রশ্ন করলেন। তখন তিনি মিম্বরের উপর আরোহণ করে বললেন, তোমরা আমাকে প্রশ্ন করবে না। যদি কর তবে আমি তা খোলাখুলি ভাবে বলে দিব। আনাস (র) বলেন, তখন আমি ডানে বামে তাকিয়ে দেখলাম যে, উপস্থিত সকলেই কাপড় দ্বারা মুখ আবৃত করে কাঁদছে। এমন সময় জনৈক ব্যক্তি, বিতর্কের সময় যাকে তার পিতার নাম ছাড়া অন্য নামে ডাকা হত-বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার পিতাকে? জবাবে তিনি বললেন, হুযাফা। এরপর উমর (রা) আবৃত্তি করলেন, رَضِينَا بِاللّٰهِ رَبًّا وَبِالاسْلاَمِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَسُولاً أَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ سُوءِ الْفِتَنِ —আমরা রব হিসাবে আল্লাহ, দীন হিসাবে ইসলাম এবং রাসূল হিসাবে মুহাম্মদ (স) এর প্রতি সুন্তুষ্ট; আমি ফিতনার অপকারিতা হতে আল্লাহর নিকট পানাহ চাই। তারপর রাসূল (স) বললেন, ভাল এবং মন্দ আজকের মত এমন উদ্ভাসিত অবস্থায় ইতিপূর্বে আমি কখনো দেখিনি। জান্নাত ও জাহান্নাম আমার সামনে এমন ভাবে তুলে ধরা হয়েছে যেন তা আমি এই দেয়ালের পশ্চাতে দেখতে পেয়েছি। কাতাদা (রা) لَا تَسْئَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ এর সাথে এ হাদীসটি উল্লেখ করতেন।

১২৭৯৬. আনাস (র) বলেন, একদিন জনৈক ব্যক্তি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমার পিতা কে? উত্তরে তিনি বললেন, অমুক তোমার পিতা। তখনই يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْئَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ আয়াতটি নাযিল হয়।

১২৭৯৭. কাতাদা (রা) আল্লাহর বাণী يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَ تَسْئَلُوْا عَنْ اَشْيَاءَ اِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ এর ব্যাখ্যায় বলেন, আনাস ইব্‌ন মালিক (র) বলেছেন, একদিন কতিপয় লোক নাছোড় হয়ে রাসূলুল্লাহ্ (স) কে প্রশ্ন করল। এরপর তিনি ঘর হতে বেরিয়ে এসে মিম্বরে আরোহণ করলেন এবং বললেন, তোমরা আজকে আমাকে কোন কথাই জিজ্ঞাসা করবে না। যদি জিজ্ঞাসা কর তবে আমি সব কথাই বলে দিব। তখন সাহাবায়ে কিরাম ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে আশংকা করতে লাগলেন যে, হয়তো কোন কিছু ঘটেছে। এরপর আমি ডানে বামে যেদিকেই তাকালাম দেখলাম, প্রত্যেকেই কাপড় দ্বারা মুখমণ্ডল আবৃত করে কান্নাকাটি করছে। তখন এক ব্যক্তি যাকে বিতর্কের সময় তার পিতার নাম ছাড়া অন্য নামে ডাকা হত, বলল হে আল্লাহর নবী! আমার পিতা কে? জবাবে তিনি বললেন, হুযাফা। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর উমর (র) দাঁড়ালেন অথবা বলতে লাগলেন, رَضِيْنَا بِاللّٰهِ رَبًّا وَبِالاسلاَمِ دِيْنًا وَبِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ رَسُوْلاً اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ سُوْءِ الْفِتَنِ বর্ণনাকারী সাহাবী বলেন, তারপর রাসূলুল্লাহ্ (স) বললেন, ভাল-এবং মন্দ আজকের মত এমন সুস্পষ্ট আর কখনো দেখিনি। আমার সামনে জান্নাত ও জাহান্নাম এমনভবে পেশ করা হয়েছে, যেন আমি তা দেয়ালের ঐ প্রান্ত হতে দেখতে পেয়েছি।

১২৭৯৮. ইব্‌ন 'আউন (র) বলেন, আমি ইব্‌ন 'আব্বাস (র) এর আযাদকৃত গোলাম ইকরামা (রা) কে মহান আল্লাহর বাণী يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَ تَسْئَلُوْا عَنْ اَشْيَاءَ اِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ এর ব্যাখ্যা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ (স) আমাদের মধ্যে দাঁড়িয়ে বললেন, তোমরা আমাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করবে না। যদি জিজ্ঞাসা কর তবে আমি তা তোমাদের বলে দিব। তখন জনৈক ব্যক্তি দাঁড়াল। উপস্থিত সবাই তার এ দাঁড়ানো অপছন্দের দৃষ্টিতে দেখেছেন। দাঁড়িয়েই সে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমার পিতা কে? জবাবে তিনি বললেন, তোমার পিতা হুযাফা। তখনই এ আয়াতটি নাযিল হয়েছে।

১২৮৯৯. তাউস (র) বলেন, لاَ تَسْئَلُوْا عَنْ اَشْيَاءَ اِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ আয়াতটি এক ব্যক্তি সম্বন্ধে অবতীর্ণ হয়েছে। সে বলেছিল, হে আল্লাহর রাসূল! আমার পিতা কে? তিনি বললেন, তোমার পিতা অমুক।

১২৮০০. কাতাদা (রা) বলেন, একদিন কতিপয় লোক নবী করীম (স) কে প্রশ্ন করল এবং এ বিষয়ে তারা খুব বাড়াবাড়ি করল। তখন রাসূলুল্লাহ্ (স) রাগান্বিত অবস্থায় বক্তৃতা দানের উদ্দেশ্যে দাঁড়িয়ে বললেন, আমাকে প্রশ্ন কর। আল্লাহর শপথ, আমি এখানে দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় তোমরা আমাকে যত প্রশ্ন করবে, আমি এর প্রত্যেকটির জবাব দেব। তখন এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলল, আমার পিতা কে? জবাবে তিনি বললেন, তেমার পিতা হুযাফা। রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর এ রাগ আরও বেড়ে গেল। এরপর তিনি বললেন, তোমরা আমাকে প্রশ্ন কর। লোকেরা এ অবস্থা দেখে খুব বেশি কান্নাকাটি করলেন। এ সময় উমর (রা) হাটু গেড়ে বসে বললেন, رَضِيْنَا بِاللّٰهِ رَبًّا وَّبِالاسلاَمِ دِيْنًا وَبِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ رَسُوْلاً اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ سُوْءِ الْفِتَنِ তারপর রাসূলুল্লাহ্ (স) বললেন, ঐ

সত্তার শপথ, যার নিয়ন্ত্রণে আমার প্রাণ। এই প্রাচীরের পেছনেই আমাকে কিছুক্ষণ পূর্বে জান্নাত ও জাহান্নাম দেখানো হয়েছে। ভাল এবং মন্দ আজকের মত এমন উদ্ভাসিত অবস্থায় ইতিপূর্বে আমি আর কখনো দেখিনি। প্রাক ইসলামী যুগে লোকেরা যেমন ব্যভিচারে লিপ্ত হয়েছে, তোমার আম্মা কি এরূপ ব্যভিচারে লিপ্ত হয়েছিল? যার কারণে তুমি তাকে মানুষের নিকট লজ্জা দিচ্ছ? জবাবে সে বলল, একজন কাল বিশ্রী গোলামের সাথেও যদি আমার পিতৃ পরিচয়ের সম্পৃক্তা হত তবে তার দিকেই আমি নিকেজে সম্পৃক্তা করতাম।

১২৮০১. সুদ্দী (র) يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَ تَسْئَلُوْا عَنْ اَشْيَاءَ اِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ - এর ব্যাখ্যায় বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ (স) খুব রাগান্বিত হলেন এবং খুতবা দেওয়ার উদ্দেশ্যে দাঁড়িয়ে বললেন, তোমরা আমাকে প্রশ্ন কর। তোমরা আমাকে যাই প্রশ্ন করবে আমি তোমাদেরকে এর উত্তর বলে দিব। তখন কুরায়শের শাখা গোত্র বনী সাহমের আবদুল্লাহ ইবন হুযাফা নামক এক ব্যক্তি দাঁড়াল। পিতৃ সম্পর্কের কারণে তাকে ভর্ৎসনা করা হত। সে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! (স) আমার পিতা কে? রাসূলুল্লাহ্ (স) বললেন, তোমার পিতা অমুক। এরপর তিনি তার বাপের নাম নিয়ে তাকে ডাকলেন। তখন 'উমর (র) রাসূলুল্লাহ্ (স) এর পদ চম্বুন করে বললেন, রব হিসাবে আল্লাহ্র, নবী হিসাবে আপনার এবং দীন হিসাবে ইসলামের এবং ইমাম হিসাবে কুরআনের প্রতি আমরা সন্তুষ্ট। সুতরাং আপনি আমাদেরকে ক্ষমা করে দিন। আল্লাহ্ আপনাকে ক্ষমা করে দেবেন। রাসূলুল্লাহ্ রাযী এবং খুশী হওয়া পর্যন্ত তিনি এভাবে বলতে থাকেন। তারপর তিনি বলেন, বিছানা যার সন্তান তার, আর ব্যভিচারীর জন্য রয়েছে পাথর।

১২৮০২. আবু হুরায়রা (রা) বলেন, একদিন রাসূল্লাহ্ রাগের কারণে রক্তিম চেহারায় এসে মিম্বরের উপর আরোহণ করলেন। এ সময় এক ব্যক্তি তার নিকট গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, আমার পিতা কোথায় আছেন? তিনি বললেন, জাহান্নামে। এরপর আরেক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলল, আমার পিতা কে? উত্তরে তিনি বললেন, তোমার পিতা হুযাফা। তখন উমর (রা) বললেন رَضِيْنَا بِاللّٰهِ رَبًّا وَبِالاِسْلاَمِ دِيْنًا وَبِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَسُوْلاً اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ سُوْءِ الْفِتَنِ তিনি আরো বললেন, হে আল্লাহর রাসূল। শিরক এবং জাহিলিয়্যাত ছেড়ে আমরা ইসলাম গ্রহণ করেছি, অল্প কিছুদিন হয়েছে মাত্র। আল্লাহ আমাদের পূর্ব পুরুষদের খুব ভাল করে জানতেন। তাঁর রাগ প্রশমিত হল। এরপর নিম্নোক্ত আয়াতটি يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَ تَسْئَلُوْا عَنْ اَشْيَاءَ اِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ নাযিল হয়।

অন্যান্য ব্যাখ্যাকারদের মতে হজ্জের বিষয়ে হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা)কে প্রশ্ন করার প্রেক্ষিতে এ আয়াতটি নাযিল হয়েছে।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১২৮০৩ আলী ইব্ন আবদুল আ'লা (র) বলেন وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلاً (মানুষের মধ্যে যার সেখানে যাওয়ার সামর্থ্য আছে, আল্লাহর উদ্দেশ্যে ঐ গৃহের হাজ্জ করা তার অবশ্য কর্তব্য। সূরা আলে ইমরান ৯৭ (আয়াতটি নাযিল হওয়ার পর সাহাবাগণ প্রশ্ন) করলেন, এ

হাজ্জ কি প্রত্যেক বছরই আমাদের উপর ফরয? তিনি কিছুক্ষণ চুপ থেকে বললেন, না, প্রত্যেক বছর ফরয নয়। এরপর বললেন, আমি যদি হাঁ বলতাম তবে তোমাদের উপর ফরয হয়ে যেত। তারপর আল্লাহ তা'আলা يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَسْـَٔلُوا۟ عَنْ أَشْيَآءَ إِن تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ আয়াতিট নাযিল করলেন।

১২৮০৪. আবু হুয়ায়রা (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের উপর হজ্জ ফরয করেছেন। তখন জনৈক সাহাবী বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! প্রতি বছরই কি তা আমাদের উপর ফরয? এ কথা শুনে তিনি তার মুখ ফিরিয়ে নিলেন। তারপর সে এ কথা দু'বার বা তিনবার বললে তিনি বললেন, প্রশ্নকারী কে? সাহাবীদের মধ্যে একজন বললেন, অমুক। তারপর তিনি বললেন, ঐ সত্তার শপথ, যার নিয়ন্ত্রণে আমার প্রাণ, আমি যদি হ্যাঁ বলতাম তবে তাদের উপর ফরয হয়ে যেত। আর ফরয হয়ে গেলে তোমরা তা আদায় করতে সক্ষম হতে না। এমতাবস্থায় তোমরা যদি তা বর্জন করতে তবে কাফির হয়ে যেতে। এ অবস্থার প্রেক্ষিতে আল্লাহ্ তা'আলা يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَسْـَٔلُوا۟ عَنْ أَشْيَآءَ إِن تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ তাদের জন্য আয়াতটি নাযিল হয়।

১২৮০৫. মুহাম্মদ ইব্ন যিয়াদ (র) বলেন, আমি আবূ হুরায়রা (রা)-কে বলতে শুনেছি যে, রাসূলুল্লাহ্ ভাষণ দেওয়ার উদ্দেশ্যে দাঁড়িয়ে বললেন, হে লোক সকল! আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের উপর হজ্জ ফরয করেছেন। একথা শুনে মিহ্সান আল-আসাদী দাঁড়িয়ে বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! তা কি প্রতি বছরই আমাদের উপর ফরয? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, আমি যদি হ্যাঁ বলতাম তবে তা প্রতি বছরই ফরয হয়ে যেত। আর ফরয হওয়ার পর তা বর্জন করলে তোমরা পথভ্রষ্ট হয়ে যেতে। যতক্ষণ আমি চুপ থাকব ততক্ষণ তোমরাও চুপ থাকবে। কেননা তোমাদের পূর্ববর্তী লোকেরা নবীদের নিকট অহেতুক প্রশ্ন করা এবং তাদের কথায় মতভেদ সৃষ্টি করার কারণে ধ্বংস হয়ে গেছে। তখন আল্লাহ্ তা'আলা আয়াতটি নাযিল করলেন .... يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَسْـَٔلُوا۟ عَنْ أَشْيَآءَ إِن تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ

১২৮০৬. মুহাম্মদ ইব্ন যিয়াদ (র) বলেন, আমি আবূ হুরায়রা (রা) কে বলতে শুনেছি, একবার রাসূলুল্লাহ্ ভাষণ দিলেন। এরপর তিনি অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে বর্ণনায় 'মিহসান' এর পরিবর্তে 'উক্কাশা' ইব্ন মিহসান আল-আসাদী বর্ণিত আছে।

১২৮০৭. সালীম ইব্ন 'আমির (র) বলেন, আমি আবু উমামা আল-বাহিলী (রা) কে বলতে শুনেছি, একবার রাসূলুল্লাহ্ (সা) লোকদের মধ্যে দাঁড়িয়ে বললেন, তোমাদের উপর হজ্জ ফরয করা হয়েছে। এক বেদুঈন সাহাবী দাঁড়িয়ে বললেন, তা কি প্রত্যেক বছরই? তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কথা বন্ধ হয়ে গেল। তিনি নিশ্চুপ হয়ে গেলেন এবং খুব রাগন্বিত হয়ে গেলন। এভাবে দীর্ঘক্ষণ চুপ থাকার পর তিনি বললেন, প্রশ্নকারী-কে? বেদুঈন সাহাবী বললেন, এই যে, আমি। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, তোমার ধ্বংস হোক। তুমি কেমন করে আশ্বস্ত হলে যে, আমি হ্যাঁ বলব না? আমি হ্যাঁ বললে তা ফরয হয়ে যেত। আর ফরয হয়ে গেলে তোমরা তা প্রত্যাখ্যান করতে। সাবধান! তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতের মধ্যে যেসব নেতারা বিবাদ ডেকে এনেছে, তারাই ধ্বংস হয়ে গেছে। আমি যদি তোমাদের জন্য পৃথিবীর সব কিছু হালাল

করে শুধুমাত্র একটি মোজার স্থান হারাম ঘোষণা করি তবুও তোমরা তথায় পতিত হবে। তারপর يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَسْئَلُوْا عَنْ اَشْيَاءَ اِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ- আয়াতটি নাযিল করলেন।

১২৮০৮. ইবন 'আব্বাস (রা) আল্লাহ্ পাকের বাণী يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَسْئَلُوْا عَنْ اَشْيَاءَ اِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ এর শানে নুযূল বললেন, একদিন রাসূলুল্লাহ্ (সা) মানুষের মধ্যে ঘোষণা করলেন যে, হে আমার গোত্রের লোকেরা! তোমাদের উপর হজ্জ ফরয করা হয়েছে। এ কথা শুনে বনী আসাদের এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! একি প্রতি বছরই আমাদের উপর ফরয? এতে রাসূলুল্লাহ্ (সা) ভীষণ রাগান্বিত হলেন এবং বললেন, যে সত্তার নিয়ন্ত্রণে মুহাম্মদের প্রাণ, তাঁর শপথ করে বলছি; এ মুহূর্তে আমি যদি হ্যাঁ বলতাম তবে তা ফরয হয়ে যেত। ফরয হয়ে গেলে তোমরা তা আদায় করতে সক্ষম হতে না। ফলে তোমরা কুফরীতে লিপ্ত হতে। সুতরাং আমি যা না বলি এরূপ বিষয়ে তোমরা আমাকে বর্জন করবে। কোন কাজের ব্যাপারে আমি তোমাদেরকে হুকুম করলে তোমরা তা বাস্তবায়িত করবে এবং কোন ব্যাপারে নিষেধ করলে তোমরা তা থেকে বিরত থাকবে। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَسْئَلُوْا عَنْ اَشْيَاءَ اِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ আয়াত নাযিল করেন। এ আয়াতে খ্রিস্টান সম্প্রদায় যেমনিভাবে খাদ্যপূর্ণ গাঞ্চা চেয়ে কফির হয়ে গিয়েছিল অনুরূপ কিছু কামনা করা বা যাঞ্চা করা হতে নিষেধ করা হয়েছে। আল্লাহ্ পাক বলেন, তোমরা এমন কোন বিষয়ে প্রশ্ন করোনা, যদি কুরআনে কঠোরভাবে এ সম্বন্ধে কোন হুকুম নাযিল করা হয় তবে তোমরা দুঃখিত হবে। বরং তোমরা অপেক্ষা কর। যদি তোমাদের জিজ্ঞাসা করা ব্যতিরেকে কুরআন নাযিল হয় তবে এতে তোমরা সুস্পষ্ট বিবরণ দেখতে পাবে।

১২৮০৯. ইবন 'আব্বাস (র) মহান আল্লাহ পাকের বাণী- يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَسْئَلُوْا عَنْ اَشْيَاءَ اِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ - وَاِنْ تَسْئَلُوْا عَنْهَا حِيْنَ يُنَزَّلُ الْقُرْاٰنُ تُبْدَ لَكُمْ - এর শানে নুযূল সম্বন্ধে বলেন, হজ্জের আয়াত নাযিল হওয়ার পর লোকদেরকে ডাক দিয়ে বললেন, হে লোক সকল! আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের উপর হজ্জ ফরয করেছেন। সুতরাং তোমরা হজ্জ আদায় কর। এ কথা শুনে সাহাবীগণ প্রশ্ন করলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! এ কি এক বছর না প্রতি বছর আদায় করতে হবে? উত্তরে তিনি বললেন, না, প্রতি বছর নয়, বরং জীবনে একবারই আদায় করতে হবে। যদি আমি প্রতি বছর ফরয বলতাম তবে তা ফরয হয়ে যেত। আর ফরয হয়ে গেলে তোমরা কুফ্রীরেত পতিত হতে। এরপর আল্লাহ্ তা'আলা يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَسْئَلُوْا عَنْ اَشْيَاءَ اِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ আয়াতটি নাযিল করলেন। বর্ণনাকারী বলেন, সাহাবীগণ কিছু কিছু বিষয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে প্রশ্ন করেছিলেন। তারপর তিনি তাদেরকে নসীহত করলে তারা এ থেকে বিরত থাকেন।

১২৮১০. মুজাহিদ (র) মহান আল্লাহ্‌র বাণী- يَاأَيُّهَاالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَسْئَلُوْا عَنْ اَشْيَاءَ اِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ। এর ব্যাখ্যায় বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) হাজ্জের কথা আলোচনা করার পর তাকে প্রশ্ন করা হল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! (সা) একি প্রতি বছরই ফরয? তিনি বললেন, না। অতঃপর নবী (সা) বললেন, যদি আমি হ্যাঁ বলতাম তবে তা ফরয হয়ে যেত। আর ফরয হলে তোমরা তা আদায় করতে সক্ষম হতে না। ফলে তোমরা কুফ্‌রীতে পতিত হতে। তারপর তিনি বলেন, তোমরা আমাকে প্রশ্ন কর। আমার এ স্থানে বসা অবস্থায় যে যত প্রশ্ন করবে, আমি এর জবাব দিব। যদিও কেউ তার পিতা সম্বন্ধে প্রশ্ন করে। তখন এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলল, আমার পিতা কে? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, তোমার পিতা হুযাফা ইব্‌ন কায়স। এ সময় 'উমর (রা) দাঁড়িয়ে বললেন, আমরা রব হিসাবে আল্লাহ্‌র প্রতি, দীন হিসাবে ইসলামের প্রতি এবং নবী হিসাবে মুহাম্মদ (সা)এর প্রতি রাযী এবং সন্তুষ্ট। আর আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ক্রোধ হতে আল্লাহ্‌র পানাহ্ কামনা করছি।

অপর একদল মুফাস্‌সির বলেন, কতিপয় লোক রাসূলুল্লাহ্ (সা) -কে বাহীরা, সায়িবা ও ওয়াসীলা এবং হাম সম্বন্ধে প্রশ্ন করার পর এ আয়াতটি নাযিল হয়েছে।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১২৮১১. ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) لَا تَسْئَلُوْا عَنْ اَشْيَاءَ এর ব্যাখ্যায় বলেন, এ আয়াতটি বাহীরা সাইবা ওয়াসীলা এবং হাম সম্বন্ধে প্রশ্ন করার প্রেক্ষিতে নাযিল করা হয়েছে। কেননা এরপর বলা হয়েছে مَا جَعَلَ اللّٰهُ مِنْ بَحِيْرَةٍ —আল্লাহ্ বাহীরা, সাইবা ওয়াসীলা স্থির করেন নি। ইকরামা (রা) বলেন, লোকেরা কোরআন মাজীদের আয়াত সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ (সা) -এর নিকট প্রশ্ন করত। এ ধরনের প্রশ্ন কর। এরপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِّنْ قَبْلِكُمْ ثُمَّ اَصْبَحُوْا بِهَا كَافِرِيْنَ তোমাদের পূর্বেও তো কোন এক সম্প্রদায় এই প্রকার প্রশ্ন করেছিল, অতঃপর তারা কাফির হয়ে যায়।

১২৮১২. ইকরামা (রা) বলেন, প্রশ্নকারী ঐ ব্যক্তি যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে এ মর্মে প্রশ্ন করেছিল যে, আমার পিতা কে? সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র (র) বলেন, তারাই রাসূলুল্লাহ্ (সা) কে বাহীরা এবং সাইবা সম্বন্ধে প্রশ্ন করেছিল।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, এ আয়াতের শানে নুযুল সম্বন্ধে বিশুদ্ধতম বক্তব্য এই যে, হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট কতিপয় লোকের অহেতুক প্রশ্ন করায় আয়াতটি নাযিল হয়েছে। যেমন ইব্‌ন হুযাফা কর্তৃক তার পিতা সম্বন্ধে প্রশ্ন করা এবং হজ্জ ফরয হওয়ার ঘোষণা করার পর এটি প্রতি বছরই আমাদের উপর ফরয? বলে জিজ্ঞাসা করা ইত্যাদি। কেননা, এ সম্বন্ধে সাহাবা, তাবেঈন এবং মুফাস্‌সিরগণের সুস্পষ্ট মতামত উদ্ধৃত রয়েছে।

মুজাহিদ (র) ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) এর সূত্রে যে মত ব্যক্ত করেছেন, তাও সঠিক হতে পারে। অবশ্য সাহাবা এবং তাবেঈনের মত এর বিপরীত। এ কারণেই এখানে এ মতটি উল্লেখ করা আমার নিকট পছন্দনীয় নয়। এর অর্থ এই নয় যে, এমতটির আদৌ কোন গুরুত্ব নেই। হতে পারে কেউ রাসূলুল্লাহ্

(সা)-কে বাহীরা, সাইবা, ওয়াসীলা ও হাম সম্বন্ধে প্রশ্ন করার পর আল্লাহ্ তা'আলা তা অপছন্দনীয় বলে ঘোষণা করেছেন। যেমন অপছন্দ করেছেন 'আব্দুল্লাহ্ ইব্ন হুযাফা কর্তৃক তার পিতা সম্বন্ধে প্রশ্ন করা এবং হজ্জের বিষয়ে "তা কি জীবনে একবার ফরয, না প্রতি বছরই ফরয" বলে প্রশ্ন করা। এরপর উক্ত আয়াত দ্বারা এ জাতীয় সমুদয় প্রশ্ন নিষিদ্ধ করে দেয়া হয়। বর্ণনকারীগণ প্রত্যেকেই আংশিক বিষয়কে এর শানে নুযূল হিসাবে উল্লেখ করেছেন, প্রকৃত পক্ষে সবগুলো বিষয়ই আয়াতের শানে নুযূলের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। কেননা উপরোক্ত কারণসমূহের সবকটি বিষয়ই সহী সূত্রে বর্ণিত। সুতরাং যথাসম্ভব আয়াতের বিশুদ্ধ ব্যাখ্যা হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

মহান আল্লাহ্র বাণী- وَاِنْ تَسْئَلُوْا عَنْهَا حِيْنَ يُنَزَّلُ الْقُرْاٰنُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا اللّٰهُ عَنْهَا وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ حَلِيْمٌ (কুরআন বতারণেকালে তোমরা যদি সেসব বিষয়ে প্রশ্ন কর তবে তা তোমাদের নিকট প্রকাশ করা হবে। আল্লাহ্ সেসব ক্ষমা করে দিয়েছেন এবং আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, সহনশীল।) এর ব্যাখ্যায় ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, যারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে অহেতুক প্রশ্ন করেছিল, তাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা এ মর্মে হুঁশিয়ার করে দেন যে, তারা যেন আয়াত নাযিল হওয়ার পূর্বে এমন কোন বিষয়ে প্রশ্ন না করে, যা তিনি তাদের উপর ফরয করেন নি। এবং তারা যেন হারামকে হালাল এবং হালালকে হারাম জ্ঞান না করে। আল্লাহ্ পাক বলেন, আমি যে বিষয়ে ওহী নাযিল করিনি, এমন বিষয়ে আমার রাসূলকে প্রশ্নকারী মু'মিনগণ! এ জাতীয় বিষয়ে তোমরা কোন প্রশ্ন করবে না। কেননা ওহী নাযিল করে যদি এ বিষয়টি তোমাদের নিকট প্রকাশ করে দেয়া হয় তবে তোমরা দুঃখিত হবে। কারণ এমন বিষয়ে ওহী নাযিল করা হলে তাতে তোমাদের জন্য পরীক্ষা থাকবে। অর্থাৎ তখন হয়তো তোমাদের উপর কোন আমলকে ফরয করে দেয়া হবে। এতে তোমাদের কষ্ট হবে। অথবা কোন বিষয়কে তোমাদের জন্য হারাম করে দেয়া হবে। পক্ষান্তরে যদি ওহী অবতীর্ণ না হত তবে এক্ষেত্রে তোমাদের জন্য সুযোগ ও অবকাশ ছিল। অথচ ওহী নাযিলের পর তা আর থাকেনি। অথবা তোমরা যাকে হারাম মনে করতে, তাকে হালাল করে দেয়া হবে। এটাও তোমাদের জন্য কঠিন ব্যপার। কেননা এতে তোমাদের বদ্ধমূল আকীদা পরিবর্তন করতে হবে। হককে বাতিল এবং বাতিলকে হক মনে করতে হবে। বস্তুতঃ ওহী নাযিলের পর যদি তোমরা প্রশ্ন কর তবে বিধানকে তোমাদের জন্য সহজতর করে দেয়া হবে। সাহাবায়ে কেরাম হতেও এ ধরনের ব্যাখ্যা বর্ণিত আছে।

১২৮১৩. আবূ সা'লাবা আল-খুশানী (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা কতিপয় আমলকে ফরয করেছেন, তোমরা তা নষ্ট করনা, তিনি কিছু কিছু কাজ নিষিদ্ধ করেছেন, তা প্রত্যাখ্যান করনা। তিনি তোমাদের জন্য সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছেন, তা লংঘন করনা এবং ভুলে নয় বরং স্বেচ্ছায় তিনি কিছু কিছু বিষয় এড়িয়ে গিয়েছেন, এ সম্বন্ধে তোমরা আলোচনা কর না।

১২৮১৪. উবায়দ ইব্ন উমায়র (র) বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা কিছু বিষয়কে হালাল এবং কিছু বিষয়কে হারাম করেছেন। তিনি যা-হালাল করেছেন, তাকে হালাল জান এবং যা-হারাম করেছেন তা থেকে বেঁচে থাক। আর কতিপয় বিষয় এমন আছে, যে সম্বন্ধে হালাল-হারাম কিছুই বলা হয়নি, সম্পূর্ণরূপে তিনি তা

এড়িয়ে গিয়েছেন, এটিই মহান আল্লাহ্র পক্ষ হতে প্রদত্ত রুখসত বা ক্ষমা। এরপর তিনি يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَسْئَلُوْا عَنْ اَشْيَاءَ اِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ আয়াতটি তিলাওয়াত করলেন।

১২৮১৫. অন্য সনদে 'উবায়দ ইব্ন 'উমায়র (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা কিছু বিষয়কে হালাল এবং কিছু বিষয়কে হারাম করেছেন। তারপর তিনি পূর্বের বর্ণনার অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

عَفَا اللّٰهُ عَنْهَا অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে তোমরা যেসব প্রশ্ন করেছো তা মহান আল্লাহ্র অপছন্দনীয় হওয়া সত্ত্বেও তোমরা যেহেতু তাওবা করেছো তাই তিনি এ বিষয়ে তোমাদেরকে পাকড়াও বা শাস্তি প্রদান না করে ক্ষমা করে দিয়েছেন। وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, অর্থাৎ তাওবাকারী ব্যক্তির গুনাহকে তিনি গোপন করে রাখবেন এবং পরকালে তাকে লজ্জা দেওয়া হতেও বিরত থাকবেন। حَلِيْمٌ সহনশীল, অর্থাৎ এ জাতীয় ব্যক্তির শাস্তি বিধান করার ব্যাপারে তিনি ধীর ও স্থির। কারণ তাওবাকারী ব্যক্তিকে রহমত দ্বারা আবৃত করে নিয়েছেন এবং তার শাস্তি ক্ষমা করে দিয়েছেন। ইব্ন 'আব্বাস (রা) থেকেও অনুরূপ মতামত বর্ণিত রয়েছে।

১২৮২৬. ইব্ন 'আব্বাস (র) لَا تَسْئَلُوْا عَنْ اَشْيَاءَ এর ব্যাখ্যায় বলেন, তোমরা এমন কোন বিষয়ে জিজ্ঞাসা করবেনা। যদি এ সম্বন্ধে আল কুরআনে কোন কঠোর হুকুম নাযিল করা হয় তবে তোমরা দুঃখিত হবে। কাজেই প্রশ্ন না করে এর ব্যাখ্যা পাওয়ার জন্য অপেক্ষা কর। কেননা ওহী নাযিল হলে প্রশ্ন করা ব্যতিরেকেই তোমরা এর ব্যাখ্যা সম্বন্ধে অবহিত হতে পারবে।

মহান আল্লাহ্র বাণী—

(١٠٢) قَدْ سَاَلَهَا قَوْمٌ مِّنْ قَبْلِكُمْ ثُمَّ اَصْبَحُوْا بِهَا كٰفِرِيْنَ ○

১০২. তোমাদের পূর্বেও তো এক সম্প্রদায় এই প্রকার প্রশ্ন করেছিল, এরপর তারা তা প্রত্যাখ্যান করে।

ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, তোমাদের পূর্ববর্তী অন্যান্য সম্প্রদায়ও এ সকল নিষিদ্ধ বিষয় সম্পর্কে প্রশ্ন করত এবং আল্লাহ্ পাক তাদের প্রশ্নের জবাবও দিতেন। এরপরও তারা প্রত্যাখ্যান করত। অর্থাৎ আল্লাহ্র পেশকৃত প্রমাণাদির বাস্তবতা এবং বিশুদ্ধতা তারা অস্বীকার করত। যেমন সামূদ গোত্রের লোকেরা সালিহ্ (আ)-এর নিকট নিদর্শন কামনা করেছিল। এরপর নিদর্শন স্বরূপ একটি উষ্ট্রী তাদের নিকট এলে তারা ঐ উষ্ট্রী হত্যা করে। আল্লাহ্র নির্দেশ অমান্য করে। অনুরূপভাবে খ্রিস্টান সম্প্রদায় ঈসা (আ)-এর নিকট খাদ্য ভর্তি খাঞ্চা কামনা করে এরপর তা দেওয়া হলে তারা তা প্রত্যাখ্যান করে। অনুরূপ আরো বহু ঘটনা। পূর্ববর্তী লোকেরা নবী-রাসূলগণকে অহেতুক প্রশ্ন করে এবং আল্লাহ্র নিদর্শনকে প্রত্যাখ্যান করে যেভাবে ধ্বংসের পথে গিয়েছে, মু'মিন লোকেরা যেন নবীদের ব্যাপারে অনুরূপ পথ অবলম্বন না করে এ লক্ষ্যে আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে সতর্ক করে বলেন,

তোমরা নিদর্শন কামনা করবেনা, এমন কোন বিষয় সম্বন্ধে প্রশ্ন করবেনা, যদি তা তোমাদরে নিকট প্রকাশ করা হয় তবে তোমরা দুঃখিত হবে। তোমাদের পূর্ববর্তী লোকেরাও নিদর্শন কামনা করেছিল। অতঃপর তা তাদের নিকট পেশ করা হলে তারা তা প্রত্যাখ্যান করে। যেমন বর্ণিত আছে।

১২৮১৭. ইব্ন 'আব্বাস (রা) يَاَيُّهَاالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَ تَسْئَلُوْا عَنْ اَشْيَاءَ اِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ এর ব্যাখ্যায় বলেন, খ্রিস্টান সম্প্রদায় 'মায়িদা' সম্বন্ধে প্রশ্ন করে। এরপর তারা তা প্রত্যাখ্যান করে। অনুরূপ প্রশ্ন করতে মুসলমানদেরকে মহান আল্লাহ্ নিষেধ করেন।

১২৮১৮. সুদ্দী (র) قَدْ سَاَلَهَا قَوْمٌ مِّنْ قَبْلِكُمْ এর ব্যাখ্যায় বলেন, তোমাদের পূর্ববর্তী অন্যান্য সম্প্রদায়ও নিদর্শন কামনা করেছিল। মুশরিক লোকেরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট সাফা পর্বতকে স্বর্ণে রূপান্তরিত করার দাবী উত্থাপন করলে এ আয়াতটি নাযিল হয়।

মহান আল্লাহ্‌র বাণী—

(١٠٣) مَا جَعَلَ اللّٰهُ مِنْۢ بَحِيْرَةٍ وَّلَا سَآئِبَةٍ وَّلَا وَصِيْلَةٍ وَّلَا حَامٍ ۙ وَّلٰكِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ ؕ وَاَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ ○

১০৩. বাহীরা, সাইবা, ওয়াসীলা ও হাম আল্লাহ্ স্থির করেন নি। কিন্তু কাফিরগণ আল্লাহ্‌র প্রতি মিথ্যা আরোপ করে এবং তাদের অধিকাংশ উপলব্ধি করে না।

ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন হে কাফির সম্প্রদায়! আল্লাহ্ তা'আলা বাহীরা, সাইবা, ওয়াসীলা এবং হাম-এর প্রচলন ঘটাননি। বরং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের উপর মিথ্যা আরোপ করে এগুলোকে হারাম সাব্যস্ত করছো। যেমন ইরশাদ হয়েছে,

১২৮১৯. আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলতে শুনেছি যে, আমি 'আমর ইব্ন' আমির খুযা'য়ীকে দোযখের মধ্যে দেখেছি, সে তার নাড়ি ভুড়ি টানছে। সে-ই প্রথম ব্যক্তি, যে সাইবা প্রথা চালু করে।

১২৮২০. আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, আমি শুনেছি রাসূলুল্লাহ্ (সা) আক্‌সাম ইব্ন আল-জাওন (রা) কে লক্ষ্য করে বলেছেন, হে আকসাম! আমি 'আম্‌র ইব্ন লুহায় ইব্ন কাম'আতা ইব্ন খিন্‌দাফকে নাঁড়ি-ভুড়ি হেঁচড়ে জাহান্নামে চলতে দেখেছি। তার অবয়বের সাথে তোমার অবয়বের হুবহু মিল রয়েছে। তোমার অবয়বের সাথে তার অবয়বের যতটা মিল, অন্য কারো সাথে ততটা পরিলক্ষিত হয় না। অতঃপর আকসাম (রা) বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! এ সামঞ্জস্যতার কারণে আমার কোন ক্ষতি হবে কি? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, না, তা হবেনা। কেননা তুমি হলে মু'মিন আর সে হচ্ছে কাফির। পরন্তু সেই প্রথম ব্যক্তি, যে ইসমাঈল (আ)-এর দীনে পরিবর্তন ঘটিয়েছে এবং সে-ই প্রথমে বাহীরা, সাইবা ও হাম দেবীর নামে জানোয়ার উৎসর্গ করেছে।

১২৮২১. যায়দ ইব্ন আসলাম (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, সর্বপ্রথম যে ব্যক্তি বাহীরার প্রচলন ঘটিয়েছে, আমি তাকে চিনি। সে হল মুদলিজ গোত্রের এক ব্যক্তি। তার দুটি উষ্ট্রী ছিল। সে এর কান কেটে এর দুধ পান এবং এর উপর সওয়ার হওয়াকে হারাম ঘোষণা করে এবং বলে, এ দুটি উষ্ট্রী আল্লাহ্র জন্য। তারপর সে বিশেষ প্রয়োজনে এর দুধ পান করে এবং এর উপর সওয়ারও হয়। আমি তাকে জাহান্নামে দেখেছি। তার নাড়ি-ভূঁড়ির দুর্গন্ধে জাহান্নামীদেরও কষ্ট হচ্ছে।

১২৮২২. আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেন, আমার সামনে জাহান্নাম পেশ করা হলে আমি তথায় 'আমর ইব্ন ফুলান ইব্ন ফুলান ইব্ন খিন্দাফকে দেখতে পেয়েছি। সে নাড়ি-ভূঁড়ি টেনে হেঁচড়ে চলছে। সেই প্রথমে ইব্রাহীম (আ)-এর দীনে পরিবর্তন করেছে এবং সাইবার প্রচলন ঘটিয়েছে। আকসাম ইব্ন জাওনের অবয়বের সাথে তার অবয়বের হুবহু মিল রয়েছে। তখন আকসাম (রা) বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! এ সামঞ্জস্যতার কারণে আমার কোন ক্ষতি হবে কি? উত্তরে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, না হবে না। কেননা তুমি মুসলিম আর সে হচ্ছে কাফির।

১২৮২৩. আবদুর রায্যাক (র) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, 'আমর ইব্ন 'আমির খুযায়ীকে জাহান্নামে দেখেছি। সে তার নাড়ি-ভূঁড়ি হেঁচড়ে জাহান্নামে বিচরণ করছে। সেই প্রথম ব্যক্তি, যে সাইবা প্রথা প্রথম প্রচলন করেছে।

১২৮২৪. যায়দ ইব্ন আসলাম (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, প্রথমে কে সাইবার প্রচলন করেছে এবং কে ইব্রাহীম (আ)-এর দীনকে পরিবর্তন করেছে, আমি তাকে ভালভাবে জানি। সাহাবাগণ প্রশ্ন করলেন, হে আল্লাহ্র রাসুল (সা)! সে কে? জবাবে তিনি বললেন, সে হচ্ছে বনী কা'ব-এর ভাই 'আম্র ইব্ন লুহায়। আমি তাকে জাহান্নামে নাড়ি-ভূঁড়ি হেঁচড়ে চলতে দেখেছি। তার দুর্গন্ধে জাহান্নামীদের কষ্ট হচ্ছিল। এরপর হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, বাহীরা এর প্রথাকে প্রবর্তন করেছে, আমি তাকেও জানি। সাহাবাগণ প্রশ্ন করলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! কে সে জন? তিনি বললেন, সে বনী মুদলিজ গোত্রের এক ব্যক্তি। তার দুটি উষ্ট্রী ছিল। সে এগুলোর কান কেটে দুধ পান করাকে হারাম ঘোষণা করে। এরপর সে নিজেই এর দুধ পান করে। আমি তাকে জাহান্নামে দেখেছি। ঐ দুটি পশু দাঁত দ্বারা তাকে কাটছিল এবং পায়ের খুর দ্বারা তাকে দলিত-মথিত করছিল। بحيرة শব্দটি فعيلة-এর ওজনে ব্যবহৃত হয়েছে। এ শব্দটি بحرت اذن هذه الناقة থেকে উদগত হয়েছে। بحر শব্দের অর্থ বিদীর্ণ করা। বলা হয় الناقة مبحورة। এরপর একে مفعولة এর ওজন থেকে فعيلة এর ওজনে পরিবর্তন করে بحيرة বানানো হয়েছে। অধিক পানি পান করার কারণে উটের শরীরে কোন রোগ সৃষ্টি হলে বলা হয়। البعير يبحر بحرا। البحرا। কবি বলেন,

لَاعلِطَنَّهُ وَسمًا لَايفَارِقُهُ - كَمَا يحَزُّ بِحَمىِ المِيسَمِ البَحِرُ

এখানে البحر শব্দটি রুগ্ন উট এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। বাহীরা এর অনুরূপ অর্থ রাসূলুল্লাহ্ (সা) থেকেও বর্ণিত আছে।

১২৮২৫. আবূ আহওয়াস (রা) বলেন, একদিন আমি নবী করীম (সা)-এর নিকট গেলাম। তখন তিনি আমাকে বললেন, তুমি কি তোমার উটটির প্রতি লক্ষ্য করেছ? তা কি প্রসবের সময় নিখুঁত জন্মগ্রহণ করে না? এরপর তোমরা ক্ষুর দ্বারা এর কান কেটে ফেল। এরপর বল, এ হচ্ছে বাহীরা। কান কেটে বল, এ হচ্ছে 'সারম'। তোমরা কি এমনটি করনা? সে বলল, হ্যাঁ। অতপর তিনি বললেন, আল্লাহ্র রাসূল সুদৃঢ় ও আল্লাহ্র হাতিয়ার সুতীক্ষ্ণ। তোমার সমস্ত মাল তোমার জন্য হালাল, এর থেকে কোনটাই হারাম নয়।

১২৮২৬. আবুল আহওয়াস (রা) বলেন, একদা আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর খিদমতে হাজির হলাম। তখন তিনি আমাকে বললেন, তোমাদের কওমের যে উট আছে, তা কি নিখুঁত কান নিয়ে জন্মগ্রহণ করেনা? অতঃপর তোমরা ক্ষুর দ্বারা এর কান কেটে বল, এটা বাহীরা। এমনিভাবে পশুর কান বা চামড়া ছিন্দ করে তোমরা বল এটা 'সুরম'। এমনি করে তোমরা এসব পশু নিজের জন্য এবং পরিবার-পরিজনের জন্য হারাম সাব্যস্ত কর। এটা কি সত্য কথা নয়? সে বলল, হ্যাঁ সত্য। মনে রেখ, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে যা দিয়েছেন, তা হালাল। আল্লাহ্র রাসূল সুদৃঢ় এবং তার হাতিয়ার সুতীক্ষ্ণ। রাবী বলেন, তিনি কখনো বলেছেন, আল্লাহ্র বাহু তোমার বাহু হতে বলিষ্ঠতর এবং আল্লাহ্র হাতিয়ার তোমার হাতিয়ার হতে সুতীক্ষ্ণ।

سائبة মানে مسيبة অর্থাৎ ছেড়ে দেওয়া পশু। জাহিলী যুগে লোকেরা তাদের গবাদিপশু দেব-দেবীদের নামে ছেড়ে দিয়ে এর দ্বারা কোন রূপ উপকৃত হওয়াকে হারাম মনে করত। যেমন কোন কোন মুসলমান গোলামকে আযাদ করে তার ও তার সম্পদ দ্বারা উপকৃত হওয়াকে হারাম মনে করল। অতঃপর مسيبة কে سائبة বানানো হয়। যেমন عيشة এর মধ্যে راضية শব্দটি مرضية এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

وصيلة অর্থাৎ জাহিলী যুগে মাদী পশু বাচ্চা সম্ভাবনা হলে-তা নর হোক বা মাদী একে قد وصلت لانثى اخاها বলা হত এবং তখন একে যবাহ করা নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হত। আর তখনই তাকে তারা وصيلة (ওয়াসীলা) বলে নামকরণ করত।

حامى যে নর পশুর প্রজননের ফলে একাধারে কয়েকটি বাচ্চা জন্মলাভ করেছে, এ জাতীয় নর পশুকে হামী বলা হত এবং এর উপর সওয়ার হওয়া বা এর দ্বারা কোনরূপ উপকৃত হওয়াকে তারা নিষিদ্ধ ঘোষণা করত।

কি জাতীয় পশুকে এনামে নামকরণ করা হত এবং কেন করা হত এ বিষয়ে ব্যাখ্যাকারদের মতভেদ রয়েছে। এ সম্বন্ধে বর্ণিত আছে যে,

১২৮২৭. আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, আমি শুনেছি, একদা রাসূলুল্লাহ্ (সা) আকসাম ইব্ন আল্জওন আল খুযায়ী (র)-কে সম্বোধন করে বলেছেন, হে আকসাম! আমি 'আমর ইব্ন লুহায় ইব্ন কামাআ ইব্ন খিনদাফকে জাহান্নামে নাড়ি-ভূঁড়ি হেঁচড়ে চলতে দেখেছি। তোমার অবয়বের সাথে তার অবয়বের যে মিল রয়েছে, তা আর অন্য কারো মধ্যে আমি দেখতে পাইনি। তখন আকসাম (রা) বললেন, হে আল্লাহ্র নবী! এ সামঞ্জস্যতার কারণে আমার কোন ক্ষতি হবে কি? উত্তরে তিনি বললেন, না, এতে তোমার কোন ক্ষতি

হবেনা। কেননা তুমি মু'মিন আর সে কাফির। সে-ই প্রথমে ইসমাঈল (আ)-এর দীনে পরিবর্তন এনেছে, পূজার প্রতিমা স্থাপন করেছে এবং সাইবা উৎসর্গ করার প্রথা চালু করেছে। সাইবা বলে ঐ উটকে, যা পর্যায়ক্রমে দশটি মাদী বাচ্চা প্রসব করেছে, এর মধ্যে কোন নর বাচ্চা নেই। এ জাতীয় পশুকে তারা সাইবা ঘোষণা করত। অতঃপর তারা এর উপর সওয়ার হত না, এর পশম কাটতনা এবং এর দুগ্ধও দোহন করতনা। তবে মেহমান আসলে এর দুগ্ধ দোহন করে মেহমানকে পান করানো হত। এরপর পুনরায় মাদী বাচ্চা প্রসব করলে বাচ্চার কান ছিদ্র করে তার মায়ের সাথে তাকেও ছেড়ে দেয়া হবে। এর উপরও তারা সওয়ার হতনা, এর পশম কাটতনা এবং এর দুধ পান করতনা। তবে মেহমান আসলে দুগ্ধ দোহন করে তা মেহমানকে পান করানো হত। একে বাহীরা আর তার মাকে সাইবা বলা হত।

ওয়াসীলা ঐ বকরীকে বলা হয়, যা পাঁচ বারে পর্যায়ক্রমে দশটি মাদী বাচ্চা প্রসব করেছে, এর মধ্যে কোন নর বাচ্চা নেই। একে তারা ওয়াসীলা বলত। এ জাতীয় পশু সম্বন্ধে তারা وصلت শব্দটি ব্যবহার করত। এরপর তার থেকে নর বাচ্চা জন্ম লাভ করলে যদি তা মরা বাচ্চা হয় তবে পুরুষ-মহিলা সকলেই তা ভক্ষণ করত।

হাম ঐ নর উষ্ট্রকে বলা হত, যার থেকে পর্যায়ক্রমে দশটি মাদী বাচ্চা জন্ম লাভ করেছে, এর মাঝে কোন নর বাচ্চা জন্ম হয়নি তখন। তারা তাকে অব্যাহতি দিয়ে দিত। এর উপর সওয়ার হতনা, এবং এর পশম কাটতনা। বরং একে কেবল প্রজনন কর্মের জন্য ছেড়ে দিত। অধিকন্তু এর দ্বারা অন্য কোন কাজও করানো হত না। এ সম্বন্ধে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন,

مَا جَعَلَ اللّٰهُ مِنْ بَحِيْرَةٍ وَّلَا سَائِبَةٍ وَّلَا وَصِيْلَةٍ وَّلَا حَامٍ .... وَلَا يَهْتَدُوْنَ

আল্লাহ্ তা'আলা বাহীরা, সাইবা, ওয়াসীলা ও হাম সাব্যস্ত করেন নি। ----- এবং সঠিক পথ প্রাপ্ত নয়।

১২৮২৮. মাস্রূক (র) مَا جَعَلَ اللّٰهُ مِنْ بَحِيْرَةٍ وَّلَا سَائِبَةٍ وَّلَا وَصِيْلَةٍ وَّلَا حَامٍ এর ব্যাখ্যায় বলেন, আমি আলকামা (র) এর নিকট এসে এ সম্বন্ধে প্রশ্ন করলে তিনি বললেন, তুমি কি বুঝতে চাও? জাহিলী যুগে লোকেরা এসব করত।

১২৮২৯. মুসলিম (র) বলেন, আমি আলকামা (র) এর নিকট এসে মহান আল্লাহ্র বাণী مَا جَعَلَ اللّٰهُ مِنْ بَحِيْرَةٍ وَّلَا سَائِبَةٍ وَّلَا وَصِيْلَةٍ وَّلَا حَامٍ। এর ব্যাখ্যা সম্বন্ধে প্রশ্ন করলে তিনি বললেন, এতে তোমার উদ্দেশ্য কী? জাহিলিয়্যাতের যুগে এ রিওয়াজ প্রবর্তন করা হয়েছে। রাবী বলেন, আমি মাসরূক (র) এর নিকট এসে এ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, বাহীরা ঐ উষ্ট্রী, যা একই পেট হতে পাঁচটি অথবা সাতটি বাচ্চা প্রসবের পর লোকেরা কান বিদীর্ণ করে দিয়ে বাহীরা বলে নাম করণ করেছে। সাইবা জাহিলী যুগে লোকেরা নিজেদের ধন সম্পদের কিছু হাতে নিয়ে বলত, এই হচ্ছে সাইবা। ওয়াসীলার কোন উষ্ট্রী নরবাচ্চা প্রসবের পর ঐ বাচ্চা খেয়ে ফেলা হত। কিন্তু মাদী বাচ্চা হলে তা খাওয়া হতনা। আর একই পেট হতে নর-মাদী উভয় রকমের বাচ্চা জন্মলাভ করলে وصلت اخاها বলা হত

এবং এগুলো আর খাওয়া হতনা। নর বাচ্চা মরে গেলে তা খেত না। কিন্তু মাদী বাচচার ক্ষেত্রে এরূপটি করা হত না। হাম, অর্থাৎ কোন উষ্ট্রীর অথবা ঐ উষ্ট্রীর বাচ্চার বাচ্চা প্রসবিত হলে বলা হত, قَدْ قَضَى هَذَا الَّذِى عَلَيْهِ। অতঃপর তারা এর দ্বারা কোনরূপ উপকৃত হতনা এবং বলত; এটা হাম।

১২৮৩০. মুসলিম ইব্‌ন সাবীহ্ (র) বলেন, আমি আলকামা (র) কে, مَا جَعَلَ اللّٰهُ مِنْ بَحِيْرَةٍ وَّلَا سَائِبَةٍ এর ব্যাখ্যা সম্বন্ধে প্রশ্ন করলে তিনি বললেন, এতে তোমার প্রয়োজন কি? এতো জাহিলী যুগের কর্ম।

১২৮৩১. আবুল আহওয়াস (র) مَا جَعَلَ اللّٰهُ مِنْ بَحِيْرَةٍ এর ব্যাখ্যায় বলেন, বাহীরা ঐ উষ্ট্রী যাকে পাঁচটি বাচ্চা প্রসব করার পর ছেড়ে দেয়া হয়েছে।

১২৮৩২. শা'বী (র) مَا جَعَلَ اللّٰهُ مِنْ بَحِيْرَةٍ এর ব্যাখ্যায় বলেন, বাহীরা ঐ উষ্ট্রী, যার অর্ধেক কান কেটে দেওয়া হয়েছে। সাইবা ঐ উষ্ট্রী, যা মেহমানদের জন্য উৎসর্গ করা হয়েছে। ওয়াসীলা ঐ উষ্ট্রী, যা চারবারে চারটি জন্ম দেওয়ার পর পঞ্চম বারে কোন নর বা মাদী বাচ্চা প্রসব করেছে। তখন তারা বলে وصلت اخاها হাম ঐ সব উট যার দ্বারা প্রজনন কর্ম করানো হয়।

১২৮৩৩. শা'বী (র) হতে অনুরূপ বর্ণিত আছে। তবে এতে অতিরিক্ত এ কথাও বর্ণিত আছে যে, ওয়াসীলা ঐ উষ্ট্রী, যা চারবার নর বা মাদী বাচ্চা প্রসব করেছে। একে তারা وصلت اخاها বলে। হাদীসের বাকী অংশ ইব্‌ন হুমায়দের হাদীসের মতই।

১২৮৩৪. শা'বী (র) কে বাহীরা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন, এ ঐ উষ্ট্রী, যার কান কেটে দেয়া হয়েছে। সাইবা এর ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, জাহিলী যুগে লোকেরা নিজেদের দেব-দেবীর নামে উট বকরী ইত্যাদি ছেড়ে দিত। আর এগুলো মানুষের বকরীর সাথে গিয়ে মিশে যেত। এগুলোর দুধ একমাত্র পুরুষ লোকেরাই পান করত। আর মরে যাওয়ার পর পুরুষ ও মহিলা সকলেই এর গোশ্ত খেত।

১২৮৩৫. মুজাহিদ (র) বাহীরা ইত্যাদির ব্যাখ্যায় বলেন, জাহিলী যুগে লোকেরা এক প্রকার উটের গোশত ও দুধ পান করাকে হারাম মনে করত। এমনিভাবে এর পশম ব্যবহার করা ও এর উপর সওয়ার হওয়াকেও হারাম মনে করত। অবশ্য পুরুষদের জন্য জায়েয মনে করত। একে তারা বাহীরা বলত। এ জাতীয় পশুর গর্ভে কোন নর ও মাদী বাচ্চা জন্মগ্রহণ করলে তা এই অবস্থায়ই থাকত। এগুলো মারা গেলে পুরুষ মহিলা সকলেই এর গোশ্ত খেত। বাহীরা উটের বাচ্চার সাথে কোন উট প্রজনন কর্ম করলে একে তারা হাম বলত। সাইবা বকরীর অবস্থা অনুরূপই। অবশ্য যে ছাগী পর্যায়ক্রমে ছয়টি বাচ্চা প্রসব করত তা এই অবস্থায়ই থাকত। অতঃপর সপ্তমবারে নর বা মাদী অথবা উভয়টিই নর-বাচ্চা প্রসবের পর তাকে যবাহ করত এবং পুরুষ লোকেরা তা ভক্ষণ করত। মহিলারা খেতনা। আর নর ও মাদী বাচ্চা প্রসব করলে তারা একে ওয়াসীলা বলে নাম করণ করত এবং মাদী বাচ্চার পরিবর্তে নর বাচ্চাটি যবাহ করত। কিন্তু উভয়টি মাদী বাচ্চা হলে তা আর যবাহ করতনা।

১২৮৩৬. ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) مَا جَعَلَ اللّٰهُ مِنْ بَحِيْرَةٍ এর ব্যাখ্যায় বলেন, কোন উষ্ট্রী একাধারে পাঁচটি মাদি বাচ্চা প্রসব করলে লোকেরা তার কান কেটে দিত। তার পশম কাটতনা এবং তার

দুগ্ধও পান করতনা। এ জাতীয় প্রাণীকে তারা বাহীরা বলে নামকরণ করত। জাহিলী যুগে লোকেরা নিজেদের ধন সম্পদ হতে কিছু অংশ দেব-দেবীর নামের উৎসর্গ করত এবং একে তারা সাইবা বলত। যে বকরী ছয়টি বাচ্চা প্রসবের পর সপ্তমবারে আবারো বাচ্চা প্রসব করে। নর বাচ্চা পসব করলে তাকে যবাহ করে দিত। আর মাদী বাচ্চা প্রসব করলে তা ছেড়ে দিত। যদি একটি নর ও একটি মাদী বাচ্চা প্রসব করত তবে তাকে তারা وصلت اخاها বলত উভয়টাকে যবাই না করে রেখে দিত। এ জাতীয় প্রাণীকে তারা ওয়াসীলা বলত। কোন ব্যক্তির নর জাতীয় পশু দশবার প্রজনন কর্ম করার পর তাকে হাম বলা হত এবং তারা বলত, একে তোমরা স্পর্শ করনা, ছেড়ে দাও।

১২৮৩৭. ইব্‌ন 'আব্বাস (র) مَا جَعَلَ اللّٰهُ مِنْ بَحِيْرَةٍ وَّلَا سَائِبَةٍ এর ব্যাখ্যায় বলেন, সাইবা মানে ঐ প্রাণী, যা প্রতিমার উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করা হত। ওয়াসীলা হচ্ছে ছাগী। হাম হচ্ছে নর উট।

১২৮৩৮. কাতাদা (র) আল্লাহ্‌র বাণী- مَا جَعَلَ اللّٰهُ مِنْ بَحِيْرَةٍ وَّلَا سَائِبَةٍ وَّلَا وَصِيْلَةٍ وَّلَا حَامٍ এর ব্যাখ্যায় বলেন, এ এক চরম ব্যবস্থা, যা শয়তান জাহিলী যুগের লোকদের অন্তরে উদ্ভাবন করে দিয়েছিল তাদের ধন সম্পদ এর মধ্যে। বাহীরা কোন উষ্ট্রী যদি পাঁচটি বাচ্চা প্রসব করত তবে এর মালিক লক্ষ্য করত যে, তা পঞ্চমবারে কি বাচ্চা প্রসব করেছে। নর বাচ্চা প্রসব করলে যবাহ্ করে তা পুরুষ লোকেরা ভক্ষণ করত। মহিলারা নয়। আর এ বাচ্চা মরে গেলে পুরুষ মহিলা সকলেই তা ভক্ষণ করত। মাদী বাচ্চা প্রসব করলে তা রেখে দিত। কিন্তু এর কান কেটে দিত। তারপর তারা এর পশম কর্তন করত না এবং এর দুগ্ধও পান করত না। এর উপর আরোহন করত না। এমনকি এর উপর আল্লাহ্‌র নামও উচ্চারণ করত না। সাইবা অর্থাৎ তারা তাদের সম্ভাব্য মাল হতে কিছু মাল প্রতিমার নামে উৎসর্গ করত এবং এরূপ পশুকে কোন হাউযে পানি পান করতে নিষেধ করা হতনা এবং কোন চারণভূমিতে বিচরণ করতেও নিষেধ করা হত না। বকরীর ৬ষ্ঠবারে যে বাচ্চা প্রসবিত হয় তাকে ওয়াসীলা বলা হয়। এক বছরী বাচ্চা হলে মহিলাদের ছাড়া শুধু পুরুষ লোকেরা তা খেতে। মৃত বাচ্চা হলে পুরুষ মহিলা সকলে মিলে তা খেত। কোন বকরীর গর্ভের নর-মাদী দুটি বাচ্চা জন্ম লাভ করলে তারা وصلت اخاها বলত এবং তা যবাহ্ করা নিষিদ্ধ মনে করত। নর উটের দ্বারা দশটি বাচ্চা প্রসারিত হলে তারা বলত, حام حمى ظهره অর্থাৎ একে হাম বলে নামকরণ করত। এর নাকে রশি বা লাগাম লাগানো হত না এবং এর উপর তারা সওয়ারও হত না।

১২৮৩৯. সুদ্দী (র) مَا جَعَلَ اللّٰهُ مِنْ بَحِيْرَةٍ وَّلَا سَائِبَةٍ وَّلَا وَصِيْلَةٍ وَّلَا حَامٍ এর ব্যাখ্যায় বলেন, উটকে বাহীরা বলে। অর্থাৎ কোন উষ্ট্রী পাঁচবারে পাঁচটি বাচ্চা দিলে এবং পঞ্চমবারে নর বাচ্চা প্রসব করলে তারা তা যবহ করে প্রতিমার নামে উৎসর্গ করত। এ জাতীয় বাচ্চার মা মামূলী ধরনের উট হত। কোন উষ্ট্রী প্রথম বারে মাদী বাচ্চা প্রসব করলে একে জীবিত রাখা হত তার মায়ের কান কেটে দেওয়া হতো, তার পশম কাটা হত এবং তাকে 'বাত্‌হা' নামক স্থানে ছেড়ে দেওয়া হত, তাদের ধারণায় তার দ্বারা দিয়াত (মুক্তিপণ) 'আদায় করা জায়েয নয়। তারা তার দুধ দোহন করতনা। তার পশম কাটতনা এবং তার উপর সওয়ার হতনা। এটি ঐ পশু, যার উপর সওয়ার হওয়াকে তারা হারাম মনে করতো।

ছায়িবাহ অর্থাৎ কোন ব্যক্তি তার ধন সম্পদ হতে কিছু সম্পদ কৃতজ্ঞতা আদায়ের জন্য প্রতিমার উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করে দিত। সম্পদ বেশী হলে অথবা রোগ হতে মুক্ত হলে অথবা কোন সওয়ারীর উপর আরোহণ করে মঞ্জিলে মকসুদে পৌঁছে যেতে পারলে তারা একাজ করত এবং তখন একে ছায়িবাহ্ বলে নামকরণ করে প্রতিমার উদ্দেশ্যে ছেড়ে দিত। আরবের কেউ এ জাতীয় পশুকে স্পর্শ করতনা। কেউ স্পর্শ করলে তার শাস্তি হত।

ওয়াছীলাহ্ ঐ বকরী, যা তিন বা পাঁচবার বাচ্চা প্রসব করেছে। শেষবারে এর বাচ্চা প্রসব করলে তারা একে যবহ করে প্রতিমা-মন্দিরের উদ্দেশ্যে হাদইয়াহ্ করে দিত। আর মাদী বাচ্চা হলে একে জীবিত রাখা হত। নর-ও মাদী বাচ্চা একত্রে প্রসব করলে মাদীটির কারণে নরটিকেও জীবিত ছেড়ে দেওয়া হত। একে ওয়াছীলাহ্ বলা হত।

হাম ঐ নর উট, যার দ্বারা দশ বছর পর্যন্ত প্রজনন কর্ম করানো হয়েছে। কথিত আছে, নরপশু তার বাচ্চার সাথে প্রজনন কর্ম করলে একে হাম বলা হয়। এরূপ করার পর ঐ জানোয়ারটিকে তারা ছেড়ে দিত, সম্পর্শ করতনা, কখনো যবহ করতনা এবং যে কোন চারণ ভূমিতে ঘাস খেতে বাধা প্রদান করত না। এও ঐ সব জীব-জানোয়ারের অন্তর্ভুক্ত, যার উপর সওয়ার হওয়াকে হারাম সাব্যস্ত করা হয়েছে।

১২৮৪০. ইবনুল মুসায়্যিব (র) মহান আল্লাহ্র বাণী مَا جَعَلَ اللّٰهُ مِنْۢ بَحِيْرَةٍ وَّلَا سَآئِبَةٍ وَّلَا وَصِيْلَةٍ وَّلَا حَامٍ এর ব্যাখ্যায় বলেন, বাহীরাহ্ ঐ উষ্ট্রীকে বলা হয়, যার দুধ প্রতিমা সমূহের জন্য উৎসর্গ করা হয়েছে। ছায়িবাহ্ ঐ উটকে বলা হয়, যা প্রতিমাসমূহের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করা হয়েছে। ওয়াহছীলাহ্ যে উষ্ট্রী প্রথমবারে মাদী বাচ্চা এবং দ্বিতীয়বারেও মাদী বাচ্চা প্রসব করেছে, তাকে ওয়াছীলাহ্ বলা হয়। কেননা, উষ্ট্রীটি দুটি মাদী বাচ্চা প্রসব করেছে, এর মধ্যে কোন নর বাচ্চা নেই। এরূপ পশুকে তারা প্রতিমার উদ্দেশ্যে নাক-কান কেটে দিত অথবা যবহ করত। হাম হলো নর-উট। যার দ্বারা নির্দিষ্ট সংখ্যক প্রজনন কর্ম করানো হয়েছে। কোন পশু এ অবস্থায় পদার্পণ করলে তাকে হাম বলা হত। তারা বলত; هاذا حام قد حمى ظهره। এরপরই তাকে ছেড়ে দিত। কাতাদা (র) বলেন, দশবার এরূপ করার পর তাকে 'হাম' বলা হত।

১২৮৪১. কাতাদা (রা) বলেন, বাহীরা এক প্রকারের উটকে বলা হয়। অর্থাৎ যে পাঁচবার বাচ্চা দিয়েছে। পঞ্চমবারে নর বাচ্চা প্রসব করলে তা পুরুষ লোকেরা ভক্ষণ করত, মহিলাগণ নয়। আর মাদী বাচ্চা প্রসব করলে তার কান কেটে ছেড়ে দেওয়া হত। একে যবহ করা হত না, দুধ দোহন করা হতনা এবং এর উপর তারা আরোহণও করতনা।

ছায়িবাহ অর্থাৎ জাহিলী যুগে লোকেরা প্রতিমার উদ্দেশ্যে তাদের উট উৎসর্গ করত। এ জাতীয় উট কোন হাওযে পানি পান করতে চাইলে অথবা কোন চারণভূমিতে বিচরণ করতে চাইলে তাকে নিষেধ করা হতনা। ওয়াছীলাহ অর্থাৎ কোন বকরী সাতবার বাচ্চা প্রসব করলে এবং সপ্তমবার নর-বাচ্চা প্রসব করলে তাকে যবহ করে পুরুষ লোকেরা খেতো, কিন্তু মহিলারা নয়। আর মাদী বাচ্চা প্রসব করলে তাকে ছেড়ে দেওয়া হত।

১২৮৪২. দাহ্হাক (র) مَا جَعَلَ اللّٰهُ مِنْ بَحِيْرَةٍ وَّلَا سَائِبَةٍ وَّلَا وَصِيْلَةٍ وَّلَا حَامٍ এর ব্যাখ্যায় বলেন, বাহীরাহ্ অর্থাৎ কোন উষ্ট্রী পাঁচটি বাচ্চা প্রসব করলে এবং তার পঞ্চমটি নর বাচ্চা হলে তাকে যবহ্ করা হত আর মাদী বাচ্চা হলে কান কেটে তাকে জীবিত ছেড়ে দেওয়া হত। একে বাহীরাহ্ বলা হত। নর বাচ্চার গোশ্ত মহিলাগণ খেতো না। কেবল পুরুষ লোকেরাই তা খেতো। কোন উষ্ট্রী বা তার কোন বাচ্চা মরে গেলে পুরুষ এবং মহিলা সকলেই তা খেতো। ছায়িবাহ্ যা কোন ব্যক্তি প্রতিমার উদ্দেশ্যে চারণভূমিতে ছেড়ে দিত। এ জাতীয় পশুর উপর সওয়ার হওয়া, দুধ পান করা, এর পশম কাটা এবং এর বাচ্চাদের দ্বারা উপকৃত হওয়াকে হারাম মনে করা হত। ওয়াছীলাহ্ অর্থাৎ কোন ছাগী সপ্তমবারে নর বাচ্চা প্রসব করলে তারা তা যবহ্ করত। আর মাদী বাচ্চা প্রসব করলে একে জীবিত ছেড়ে দেওয়া হত। নর ও মাদী বাচ্চা একত্রে প্রসব করলে উভয়টিকেই জীবিত ছেড়ে দেওয়া হত। তারা বলত, এ বাচ্চাটি তার বোনের নিকট পৌঁছে গেছে। কাজেই, তা খাওয়া আমাদের জন্য হারাম। হাম অর্থাৎ কোন নর পশু তার বাচ্চার বাচ্চাদের সাথে প্রজনন কর্ম করলে তারা একে হাম বলত। তার উপর আরোহণ করত না এবং কোন চারণভূমিতে বিচরণ করা ও কোন হাউযে পানি পান করাতে তারা বাধা সৃষ্টি করতনা। তৎকালীন যুগে একদল লোক এমনও ছিল, যারা কখনো এর উপর মহান আল্লাহ্র নাম নিতনা। সওয়ার হওয়া, বোঝা বহন, দুগ্ধ দোহন, বাচ্চা প্রসব, বেচা-কেনা এক কথায় কোন সময়ই তারা মহান আল্লাহ্র নাম উচ্চারণ করত না। এ অবস্থায় আল্লাহ্ তা'আলা مَا جَعَلَ اللّٰهُ مِنْ بَحِيْرَةٍ وَّلَا سَائِبَةٍ .... وَاَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ – -আয়াত করীমাহ্ নাযিল করেছেন।

১২৮৪৩. ইব্ন যায়দ (র) মহান আল্লাহ্র বাণী مَا جَعَلَ اللّٰهُ مِنْ بَحِيْرَةٍ وَّلَا سَائِبَةٍ وَّلَا وَصِيْلَةٍ وَّلَا حَامٍ- এর ব্যাখ্যায় বলেন, জাহিলিয়াতের যুগে লোকেরা এ নিয়মের প্রবর্তন ঘটিয়েছে। বর্তমানে তা রহিত। তিনি বলেন, বাহীরাহ্ অর্থাৎ তৎকালীন যুগে মানুষ নিজের উষ্ট্রীর উভয় কান কর্তন করে তাদের দেবীর নামে উৎসর্গ করে দিত। যেমন দাস-দাসী উৎসর্গ করা হত তারপর তারা এর দুধ দোহন করতনা এবং এর উপর আরোহণও করতনা। ছায়িবাহ্ অর্থাৎ যে পশু নাক-কান কাটা ব্যতীত দেব-দেবীর নামে উৎসর্গ করা হত। হাম অর্থাৎ কোন পশু ক্রমান্বয়ে সাতটি মাদী বাচ্চা প্রসব করলে এর পিঠকে সংরক্ষণ করা হত। এর উপর সওয়ার হতনা এবং বোঝা বহনের কোন কাজও এর দ্বারা করানো হত না। ওয়াছীলাহ্ ঐ ছাগী, যা ক্রমান্বয়ে সাতটি মাদী বাচ্চা প্রসব করেছে। তারপর তার গোশত সংরক্ষণ করা হত। অর্থাৎ খেতো না।

১২৮৪৪. সাঈদ ইব্ন মুসায়্যিব (র) বলেন, ছায়িবাহ্ ঐ উট, যা প্রতিমার উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করা হত এবং এর উপর কোন বোঝা উঠানো হত না। বাহীরাহ্ ঐ উষ্ট্রী, যার দুধ দেব-দেবীর জন্য উৎসর্গ করা হত এবং কেউ তার দুধ দোহন করতনা। ওয়াছীলাহ্ ঐ উষ্ট্রী, যা প্রথমে মাদী বাচ্চা প্রসব করেছে। তারপর দ্বিতীয় বারেও মাদী বাচ্চা প্রসব করেছে। এ জাতীয় পশুকে দেব-দেবীর উদ্দেশ্যে ছেড়ে দেওয়া হত। তারা বলত, وصلت اخواتها احداهما بالاخرى। হাম্ ঐ নর উট, যার দ্বারা দশবার প্রজনন কর্ম করানো হয়েছে। এর চেয়ে কম হলে তা দেব-দেবীর উদ্দেশ্যে ছেড়ে দেওয়া হত এবং বোঝা বহন হতে একে অব্যাহতি দেওয়া হত। এর উপর কোন বোঝা উঠানো হত না।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, এগুলো সব জাহিলী কর্মকান্ড। ইসলাম এসব রুসূম ও রেওয়াজকে বাতিল করে দিয়েছে। বর্তমানে কোন সম্প্রদায় এ জাতীয় আমল করছে বলে আমার জানা নেই। অধিকন্তু ইসলাম ধর্মে এ বিষয়ে কোন দলীলও নেই। জাহিলিয়াতের যুগে এ সব কর্মকান্ড হওয়ার যে খবর পাওয়া যায়, তাও বিভিন্ন রকমের। পূর্বে এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। তবে কোন্ সম্প্রদায় কিভাবে এর প্রবর্তন ঘটায়, তা সুনির্দিষ্টভাবে জানা যায়নি। আর না জানা কোন ক্ষতিকরও নয়। কেননা এগুলো সম্বন্ধে সুনির্দিষ্ট ও বিস্তারিত জানার উদ্দেশ্যে হচ্ছে এর হাকীকত পর্যন্ত পৌঁছা ও জ্ঞাত হওয়া। আর তা হল এই যে, জাহিলিয়াতের যুগে লোকেরা শয়তানের পদাংক অনুসরণ করে এমন কতিপয় জীব-জানোয়ারকে নিজেদের জন্য হারাম সাব্যস্ত করে নেয়, যা তাদের জন্য হারাম করা হয়নি। আল্লাহ্ তা'আলা এই আয়াতে তাদেরকে ধমক দিয়ে বলেন, এগুলো সবই তোমাদের জন্য হালাল। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ পাক ও তাঁর রাসূল (সা) দলীল-প্রমাণের ভিত্তিতে যেসব বস্তু হারাম সাব্যস্ত করেছেন, তাই হারাম। আর তাঁরা যেসব বস্তুকে হালাল সাব্যস্ত করেছেন, তাই হালাল।

মহান আল্লাহ্র বাণী- وَلٰكِنَّ الَّذِيْنَ يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ وَاَكْثَرُهُمْ لاَ يَعْقِلُوْنَ- (কিন্তু কাফিরগণ আল্লাহ্র প্রতি মিথ্যা আরোপ করে এবং তাদের অধিকাংশ উপলব্ধি করেনা)। এর ব্যাখ্যায় ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, اَلَّذِيْنَ كَفَرُوْا এবং وَاَكْثَرُهُمْ لاَ يَعْقِلُوْنَ এর মর্ম বিশ্লেষণে মুফাস্সিরগণ একাধিক মত পোষণ করেন। কোন কোন ব্যাখ্যাকার বলেন, اَلَّذِيْنَ كَفَرُوْا দ্বারা ইয়াহূদী সম্প্রদায় এবং وَاَكْثَرُهُمْ لاَ يَعْقِلُوْنَ -এর দ্বারা প্রতিমা পূজারীদেরকে বুঝানো হয়েছে।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১২৮৪৫. মুহাম্মাদ ইব্ন আবু মূসা (র) وَلٰكِنَّ الَّذِيْنَ يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ এর ব্যাখ্যায় বলেন, اَلَّذِيْنَ এর দ্বারা কিতাবী সম্প্রদায় এবং وَاَكْثَرُهُمْ لاَ يَعْقِلُوْنَ এর দ্বারা প্রতিমা পূজারীদেরকে বুঝানো হয়েছে। অন্যান্য ব্যাখ্যাকারগণের মতে, তারা একই ধর্মাদর্শের অনুসারী। তবে اَلْمُفْتَرِيْنَ এর দ্বারা যাদের অনুসরণ করা হয় তাদেরকে এবং اَلَّذِيْنَ لاَيَعْقِلُوْنَ এর দ্বারা অনুসরণকারীদেরকে বুঝানো হয়েছে।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১২৮৪৬. শা'বী (র) আল্লাহ্র বাণী- وَلٰكِنَّ الَّذِيْنَ يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ وَاَكْثَرُهُمْ لاَ يَعْقِلُوْنَ এর ব্যাখ্যায় বলেন, "তারা অনুধাবন করে না" বলে অনুসারীদের বুঝানো হয়েছে। আর যারা প্রতারণা করেছে তারা জেনে বুঝে প্রতারণা করেছে।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, وَلٰكِنَّ الَّذِيْنَ يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ আয়াতাংশের বিশুদ্ধতম ব্যাখ্যা হচ্ছে, যারা বাহীরা, সাইবা, ওয়াসীলা এবং হাম-এর রেওয়াজ প্রবর্তন করেছে, যেমন 'আম্র ইব্ন লুহায় ও অন্যান্য মুশরিক ব্যক্তিবর্গ এবং যাঁরা আল্লাহ্র সত্য দীনে পরিবর্তন

সাধন করেছে, এবং যারা বলছে যে, তারা যা কিছু হারাম সাব্যস্ত করেছে তা আল্লাহ্ তা'আলা হারাম করেছেন এবং যা কিছু হালাল সাব্যস্ত করছে, তাও আল্লাহ্ তা'আলাই করেছেন। বস্তুত: তারা জেনে বুঝে আল্লাহ্ তা'আলার উপর মিথ্যা অপবাদ আরোপ করার নিমিত্তেই এরূপ করছে ও বলছে। তাই আল্লাহ্ তা'আলা উপরোক্ত বক্তব্য দ্বারা তাদের এহেন মতামত মিথ্যা প্রতিপন্ন করে পরিষ্কারভাবে একথা জানিয়ে দিয়েছেন যে, এগুলোর কোনটার সাথেই আল্লাহ্ তা'আলার সম্পর্ক নেই। সব মিথ্যা অপবাদ।

وَاَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ ঐ মস্ত মুর্খ মুশরিক লোক, যাদের অনুসরণ করা হত, তারই অনুসারীদের জন্য এ সমস্ত রেওয়াজ প্রবর্তন করেছে। অনুসারীদের সংখ্যা অনুসারীদের তুলনায় অনেক বেশী। আল্লাহ্ তা'আলা তাদের সম্বন্ধে বলেন, তারা উপলব্ধিহীন। কেননা, তাদের উপলব্ধি থাকলে তারা এমনটি করত না। আমার এ বক্তব্য শা'বী (র)-এর অভিমতের অনেকটা কাছাকাছি। তার বক্তব্য ছিল, اَلَّذِيْنَ كَفَرُوْا -এর দ্বারা কিতাবী সম্প্রদায়কে বুঝানো হয়েছে। কারণ, আয়াতের প্রথমাংশে আরব মুশরিকদের কর্মকান্ডের প্রতিবাদ করা হয়েছে। সুতরাং শেষাংশেও এ জাতীয় লোকদের আলোচনা সমীচীন। কেননা আলোচনার প্রসঙ্গ ভিন্ন দিকে ফিরিয়ে দেওয়ার এখানে যুক্তিসম্মত কোন কারণ বিদ্যমান নেই।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১২৮৪৭. কাতাদা (র) وَاَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ -এর ব্যাখ্যায় বলেন, তাদের জন্য এগুলোকে হারাম করে দিয়েছে। কিন্তু তারা তা অনুধাবন করতে পারছেনা।

মহান আল্লাহ্র বাণী—

(١٠٤) وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ تَعَالَوْا اِلٰى مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ وَاِلَى الرَّسُوْلِ قَالُوْا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ اٰبَآءَنَا ؕ اَوَلَوْ كَانَ اٰبَآؤُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ شَيْئًا وَّلَا يَهْتَدُوْنَ ○

১০৪. যখন তাদেরকে বলা হয়, আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেছেন, তার দিকে ও রাসূলের দিকে এসো, তারা বলে, আমরা আমাদের পূর্বপুরুষকে যাতে পেয়েছি, তাই আমাদের জন্য যথেষ্ট। কী? যদিও তাদের পূর্বপুরুষগণ কিছুই জানতনা এবং সৎপথ প্রাপ্তও ছিল না, তথাপি?

ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম আবু জা'ফর তাবারী (র) বলেন, এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, অনুভূতি ও উপলব্ধিহীন সম্প্রদায় যারা বাহীরা ও সাইবার রেওয়াজ প্রবর্তন করেছে এবং যারা আল্লাহ্র উপর মিথ্যা আরোপ করেছে, তাদেরকে যখন বলা হয়, তোমরা আল্লাহ্র কুরআন, কুরআনের আয়াত এবং রাসূলের দিকে এসো। তবে তোমাদের নিকট তেমাদের মিথ্যা বক্তব্যের অসারতা সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হবে। এ আহ্বানের জওয়াবে তারা বলে, আমরা আমাদের পূর্ব পুরুষদেরকে যে আমল ও কর্মকান্ডের উপর পেয়েছি,

তাই আমাদের জন্য যথেষ্ট, আমরা তাদের অনুসারী; তারা আমাদের নেতা। তাদের পথ ও মতের অনুসরণই আমাদের জন্য যথেষ্ট। তারা যা যা বিষয়কে হালাল-হারাম বলে জানত, তাতেই আমরা সন্তুষ্ট। আল্লাহ্ তা'আলা নবী করীম (সা)-কে সম্বোধন করে বলেন, তাদের এসব পূর্ব পুরুষগণ যদিও কিছুই জানতনা অর্থাৎ বাহীরা, সাইবা, ওয়াসীলা এবং হাম আল্লাহ্ হারাম করেছেন। এ বক্তব্যে তারা যে আল্লাহ্র উপর মিথ্যা আরোপ করছে তা তাদর জানা না থাকলেও কি তারা তাদের পূর্ব পুরুষদের অনুসরণ করবে? তারা যে কথা বলছে এর কোন বাস্তবতা নেই এবং এর কোন প্রমাণও নেই। কেননা, তারা ঐ লোকদের অনুসারী, যারা প্রথমতঃ এগুলোকে হারাম সাব্যস্ত করেছে; মহান আল্লাহ্র সাথে এসব কর্মকান্ড সংযুক্ত করে আল্লাহ্র উপর মিথ্যা আরোপ করেছে। তারা যে কাজ করছে, এ ব্যাপারে তাদের কোন স্থিতিশীলতা নেই এবং বিশুদ্ধ কোন যুক্তিও নেই। বরং তারা গুমরাহী ও বিভ্রান্তিতে নিপতিত।

মহান আল্লাহ্র বাণী—

(١٠٥) يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا عَلَيْكُمْ اَنْفُسَكُمْ ۚ لَا يَضُرُّكُمْ مَّنْ ضَلَّ اِذَا اهْتَدَيْتُمْ ۚ اِلَى اللّٰهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيْعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ۝

১০৫. হে মু'মিনগণ! আত্ম সংশোধন করাই তোমাদের কর্তব্য। তোমরা যদি সৎপথে পরিচালিত হও, তবে যে পথভ্রষ্ট হয়েছে সে তোমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না। মহান আল্লাহ্র দিকেই তোমাদের সকলের প্রত্যাবর্তন; তারপর তোমরা যা করতে তিনি সে সম্বন্ধে তোমাদেরকে অবহিত করবেন।

ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, হে মু'মিনগণ! আত্মসংশোধন করাই তোমাদের কর্তব্য। কাজেই, তোমরা আত্মসংশোধন কর এবং মহান আল্লাহ্র আযাব হতে মুক্তি লাভের নিমিত্তে নেক আমল কর। আর যে আমলে মহান আল্লাহ্র নৈকট্য হাসিল হবে, তা করার ব্যাপারে তোমরা ভালভাবে খেয়াল করো। তোমরা যদি সৎপথে পরিচালিত হও, তোমাদের প্রতিপালকের উপর ঈমান আনো, তাঁর বিধি-নিষেধ মেনে চল এবং তিনি যা হালাল করেছেন তা হালাল জান, আর যা হারাম করেছেন তা হারাম জান, তবে যে পথভ্রষ্ট ও কাফির হয়েছে এবং অন্যায় ও অসত্যের পথে পরিচালিত হয়েছে সে তোমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না। انفسكم শব্দটি এখানে منصوب على الاغراء অর্থাৎ عليك ، عندك ، دونك অথবা اليك উহ্য اسم এর কারণে منصوب (যবরযুক্ত) হয়েছে।

এ আয়াতের ব্যাখ্যা সম্বন্ধে ব্যাখ্যাকারগণের একাধিক মত রয়েছে।

কেউ কেউ বলেন, يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا عَلَيْكُمْ اَنْفُسَكُمْ অর্থ হল, তোমরা যখন সৎকাজের আদেশ করতে এবং অসৎ কাজে বাধা প্রদান করতে তখন, তা গ্রহণ করা হতো না।

১২৮৪৮. হাসান (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইব্ন মাসউদ (র) এর নিকট يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا عَلَيْكُمْ اَنْفُسَكُمْ لاَ يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ اِذَا اهْتَدَيْتُمْ আয়াত তিলাওয়াত করা হলে, তিনি বললেন, এর সময় এখনো আসেনি। এমন এক সময় আসবে, যখন তোমরা দীনের কথা বলবে, কিন্তু তা প্রত্যাখ্যান করা হবে। তখন তোমরা নিজেদের রক্ষা করবে এবং আত্মসংশোধনে সচেষ্ট হবে।

১২৮৪৯. হাসান (র)-এর সূত্রে يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا এর ব্যাখ্যায় ইব্ন মাসউদ (র) হতে অনুরূপ বর্ণিত রয়েছে।

১২৮৫০. হাসান (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি ইব্ন মাসউদ (র)-কে বললেন, আল্লাহ্ তা'আলা কি ইরশাদ করেন নি? يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا عَلَيْكُمْ اَنْفُسَكُمْ لاَ يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ اِذَا اهْتَدَيْتُمْ। উত্তরে তিনি বললেন, এর সময় এখনও আসেনি। ঐ সময় আসার পর তোমরা দীনের কথা বললে তা প্রত্যাখ্যান করা হবে। আর তখন তোমরা নিজেদেরকে রক্ষা করবে।

১২৮৫১. সুফয়ান ইব্ন 'ইকাল (র) বলেন, একদিন ইব্ন উমর (র)-কে বলা হল, এখন থেকে আপনি যদি সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ না করেন তাতে আপনার কোন ক্ষতি হবে কি? কেননা আল্লাহ্ তা'আলা তো ইরশাদ করেছেন, عَلَيْكُمْ اَنْفُسَكُمْ لاَ يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ اِذَا اهْتَدَيْتُمْ। (আত্মসংশোধন করাই তোমাদের কর্তব্য। তোমরা যদি সৎপথে পরিচালিত হও তবে যে পথভ্রষ্ট হয়েছে সে তোমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না) এ কথা শুনে তিনি বললেন, এ আয়াত আমার এবং আমার সঙ্গীদের জন্য প্রযোজ্য নয়। কেননা, হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, খবরদার। তোমরা যারা উপস্থিত আছ তারা অনুপস্থিত ব্যক্তিদের নিকট আমার একথা পৌঁছিয়ে দেবে। অতএব আমরা হলাম উপস্থিতদের অন্তর্ভুক্ত। আর তোমরা অনুপস্থিতদের অন্তর্ভুক্ত। এ আয়াতটি অনাগত এমন লোকদের জন্য প্রযোজ্য, যারা তাদের সমসাময়িক লোকদেরকে সত্য ও ন্যায়ের পথে আহ্বান করলে তারা তা রূঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করবে।

১২৮৫২. আবূ মাযিন (র) বলেন, উসমান (রা)-এর খিলাফতকালে একবার আমি মদীনায় গিয়ে দেখি, এক স্থানে বহু লোক জড় হয়ে বসা আছে। তাদের একজন عَلَيْكُمْ اَنْفُسَكُمْ আয়াতটি তিলাওয়াত করলে মজলিশের অধিকাংশ লোক বলে উঠল এখনও এ আয়াতের প্রয়োগকাল আসেনি?

১২৮৫৩. অন্য এক সূত্রে আবূ মাযিন (র) হতে অনুরূপ বর্ণিত রয়েছে।

১২৮৫৪. সাওয়ার ইব্ন শাবীব (র) বলেন, একদিন আমি ইব্ন 'উমর (রা)-এর নিকট বসা ছিলাম। এ সময় তেজ মেজায ও বাগ্মী এক ব্যক্তি এসে ইব্ন 'উমর (রা)-কে বললেন, হে আবূ 'আবদুর রহমান! আমরা এমন ছয়জন লোক যাদের প্রত্যেকেই কুরআন মাজীদ পড়েছে এবং তা দ্রুত শেষ করেছে। কিন্তু তাদের প্রত্যেকেই অন্যের প্রতি অভদ্রতার অভিযোগ করছে। তারা এ মর্মেও সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, অমুক অমুক শিরকের সাথে জড়িত। একথা এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বললেন, একে অপরের প্রতি শিরকের অভিযোগ করার চেয়ে হীনতা আর কি হতে পারে? উত্তরে আগন্তুক বললেন, আমি আপনার নিকট জিজ্ঞাসা করিনি। আমি

তো শায়খের নিকট জিজ্ঞাসা করেছি। এ বলে লোকটি ইব্‌ন 'উমর (রা)-কে আবার জিজ্ঞাসা করলেন। 'আদবুল্লাহ্ ইব্‌ন 'উমর (রা) বললেন, (তোমার পিতা না থাকুক) তুমি কি চাও যে, তাদেরকে হত্যা করার জন্য আমি তোমাকে হুকুম করি? অথচ তোমার দায়িত্ব হচ্ছে তাদেরকে উপদেশ দেওয়া এবং তাদেরকে এ অবস্থা হতে নিবৃত্ত রাখা। এরপরও তারা যদি তোমার অবাধ্যতা পোষণ করে তবে তুমি নিজেকে রক্ষা করার চেষ্টা করবে। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا عَلَيْكُمْ اَنْفُسَكُمْ لاَ يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ اِذَا اهْتَدَيْتُمْ اِلَى اللّٰهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيْعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ -

১২৮৫৫. হাসান (র) বলেন, জনৈক ব্যক্তি ইব্‌ন মাসউদ (রা) عَلَيْكُمْ اَنْفُسَكُمْ لاَ يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ اِذَا اهْتَدَيْتُمْ এর ব্যাখ্যা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, এ আয়াতের প্রয়োগকাল এখনও আসেনি। এখন তো দীনের কথা গ্রহণ করা হয়। কিন্তু এমন এক সময় আসবে, যখন সৎ কাজের নির্দেশ দেওয়া হলে তোমাদের সাথে এই ব্যবহার করা হবে। অথবা তিনি বলেছেন, তা প্রত্যাখ্যান করা হবে। তখন আত্মসংশোধনে লিপ্ত থাকা তোমাদের কর্তব্য হবে। তাহলে যে পথভ্রষ্ট হয়েছে, সে তোমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না।

১২৮৫৬. কাতাদা (র) হতে বর্ণিত। জনৈক ব্যক্তি বলেন; উসমান (রা) এর খিলাফতকালে একবার আমি মদীনায় এমন লোকদের মধ্যে বসা ছিলাম, যাদের মধ্যে সাহাবায়ে কিরামও ছিলেন। সেখানে এক শায়খও ছিলেন। লোকেরা তাকেই প্রয়োজনীয় বিষয়ে প্রশ্ন করেছিলেন। তখন এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে عَلَيْكُمْ اَنْفُسَكُمْ لاَ يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ اِذَا اهْتَدَيْتُمْ আয়াতটি তিলাওয়াত করলে তিনি বললেন, এর প্রয়োগকাল হচ্ছে শেষ যমানা।

১২৮৫৭. বনী হুদ্দানের শাখা গোত্র আয্‌দের আবূ মাযিন নামক এক পূণ্যবান ব্যক্তি বলেন, উসমান (রা)-এর জীবদ্দশায় একবার আমি মদীনায় গিয়েছিলাম। সেখানে গিয়ে আমি হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাহাবাদের মজলিশে অংশগ্রহণ করি। মজলিশের কোন এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে لاَ يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ اِذَا اهْتَدَيْتُمْ আয়াতটি তিলাওয়াত করলে উপস্থিত লোকদের থেকে বর্ষীয়ান এক ব্যক্তি বললেন, এ সম্বন্ধে আলোচনা বাদ দাও। আখিরী যমানা হবে এর বাস্তবায়ন কাল ।

১২৮৫৮. জুবায়র ইব্‌ন নুফায়র (র) বলেন, আমি হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বহু সংখ্যক সাহাবাদের এক অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলাম। অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকল লোকদের মধ্যে আমিই ছিলাম সর্বকনিষ্ঠ। অনুষ্ঠানে সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা সম্বন্ধে আলোচনা করা হচ্ছিল। আমি বললাম আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর কিতাবে কি বলেন নি يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا عَلَيْكُمْ اَنْفُسَكُمْ لاَ يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ اِذَا اهْتَدَيْتُمْ -(হে মু'মিনগণ! আত্মসংশোধন করাই তোমাদের কর্তব্য। তোমরা যদি সৎপথে পরিচালিত হও তবে যে পথভ্রষ্ট হয়েছে সে তোমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না।) একথা বললে সকলে আমার দিকে তাকান এবং বলেন, আল-কুরআনের আয়াত পেশ কর। অথচ এর ব্যাখ্যা ও

মর্ম কিছুই জানা নেই। তাদের প্রতিবাদের মুখে আমি মনে মনে ভাবলাম, হায় যদি আমি এ সম্বন্ধে কোন কথা না বলতাম! এরপর তারা সকলেই আমার সাথে আলাপ-আলোচনা করলেন এবং যাওয়ার প্রাক্কালে আমাকে বললেন, তুমি ছোট মানুষ। আয়াত পেশ করেছ। কিন্তু এর মর্ম জানা তোমার নেই। তবে তোমার বয়সে তুমি সে কাল হয়তো দেখেও যেতে পার, যখন দেখবে কৃপণতার আনুগত্য হবে, প্রবৃত্তি অনুসৃত হবে এবং প্রত্যেকে নিজের মতকেই চূড়ান্ত বলে ভাববে, তখন আত্মসংশোধন করাই তোমার কর্তব্য হবে। তুমি সঠিক পথে পরিচালিত হলে যে পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে সে তোমাকে কোন ক্ষতি করতে পারবে না।

১২৮৫৯. আব্দুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা) আল্লাহ্র বাণী- يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا عَلَيْكُمْ اَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ اِذَا اهْتَدَيْتُمْ اِلَى اللّٰهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيْعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ - -এর ব্যাখ্যায় বলেন, কতিপয় লোক 'আব্দুল্লাহ্ ইব্ন 'মাসউদ (রা)-এর নিকট বসা ছিলেন। এমন সময় উপবিষ্ট দুই লোকের মধ্যে বাকবিতন্ডা শুরু হয়। এক পর্যায়ে তারা উভয়ে একজন আরেকজনের দিকে এগিয়ে যায় অর্থাৎ হাতাহাতিতে লিপ্ত হওয়ার উপক্রম হয়। তখন 'আব্দুল্লাহ্ (রা) -এর সাথে যারা উপবিষ্ট ছিলেন তাদের থেকে এক ব্যক্তি বললেন, আমি কি উঠে ন্যায়ের আদেশ এ অন্যায়ের প্রতিরোধ করবনা? এই জিজ্ঞাসার জবাবে পার্শ্ববর্তী একজন বললেন, আত্মসংশোধন করাই তোমার কর্তব্য। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন, عَلَيْكُمْ اَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ اِذَا اهْتَدَيْتُمْ। বর্ণনাকারী বলেন, একথা 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা) শুনে বললেন, থাম, এই আয়াত বর্তমান সময়ে প্রযোজ্য নয়। কুরআন মাজীদ বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছে। আল্ কুরআনের কিছু কথার কার্যক্ষেত্র সেই আয়াত নাযিল হওয়ার পূর্বে শেষ হয়ে গিয়েছে। কিছু কথার কার্যক্ষেত্র হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর যমানায় প্রযোজ্য ছিল। কিছু আয়াতের যথার্থতা প্রমাণিত হবে নবী করীম (সা) এর পরবর্তী সময়ে; কতেক আয়াতের যথার্থতা প্রমাণিত হবে আরও পরবর্তীকালে। কিছু আয়াত প্রযোজ্য হবে কিয়ামতের সময় আর হিসাব নিকাশ ও জান্নাত-জাহান্নাম সম্পর্কে যেসব আয়াতে আলোচনা করা হয়েছে তা হিসাব নিকাশের সময়ই প্রমাণিত হবে। অতএব যতদিন তোমাদের হৃদয় এবং তোমাদের লক্ষ্য উদ্দেশ্য এক থাকবে ততদিন পর্যন্ত তোমরা বহুধাবিভক্ত হবে না এবং পরপর একে অন্যের সংঘর্ষের স্বাদ আস্বাদন করবেনা। অতএব তোমরা সৎকাজের আদেশ এবং অসৎ কাজের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে থাক। পক্ষান্তরে যখন তোমাদের মন বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে এবং ইচ্ছা আকাংখাও ভিন্ন ভিন্ন হয়ে যাবে এবং পরস্পর একে অপরের সংঘাতের সাদ আস্বাদন করবে, সেই সময়ের জন্যই এ আয়াত প্রযোজ্য হবে।

১২৮৬০. ইব্ন মাসউদ (রা) বলেন, এক দিন দুই ব্যক্তির মধ্যে ঝগড়া হয়। এক পর্যায়ে তাদের একজন অপরজনকে ধরার জন্য উদ্যত হয়। এরপর পূর্বোক্ত রিওয়ায়াতের অনুরূপ বর্ণিত রয়েছে।

১২৮৬১. হাসান (র) বলেন, يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا عَلَيْكُمْ اَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ اِذَا اهْتَدَيْتُمْ - এর ব্যাখ্যায় কোন কোন সাহাবী বলেছেন, এ আয়াত তোমাদের জন্য প্রযোজ্য নয়। সুতরাং এ আয়াত নিয়ে টানা-হেঁচড়া করবে না।

১১২৬২. আবূ উমায়্যা আশ শা'বানী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবূ সা' লাবা আল খুশানী (র)-কে يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا عَلَيْكُمْ اَنْفُسَكُمْ এর ব্যাখ্যা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, তুমি একজন বিজ্ঞ ব্যক্তিকে প্রশ্ন করেছ। আমি এ সম্বন্ধে হযরত রাসূল (সা)-কে প্রশ্ন করেছিলাম। উত্তরে তিনি আমাকে বলেছিলেন, হে আবূ সা'লাবা! তোমরা সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজের প্রতিবাদ করে যাবে। এরপর যখন দেখবে, দুনিয়াকে প্রাধান্য দেয়া হবে, কৃপণতার আনুগত্য হবে এবং প্রত্যেকে নিজের মতকে চূড়ান্ত বলে ভাববে তখন আত্মসংশোধন করাই তোমার কর্তব্য। কেননা তোমাদের পরবর্তী কালটি হল সবর ও ধৈর্যের সময়। তখন কোন সৎলোককে বেঁচে থাকতে হলে হাতে জলন্ত অংগার নিয়ে অপেক্ষা করার মত কষ্ট পোহাতে হবে। অবশ্য সে সময়ের একজন নেককারের নেকী তোমাদের পঞ্চাশ জনের সমপরিমাণ হবে। সাহাবাগণ প্রশ্ন করলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! তারা কি তাদের না আমাদের পঞ্চাশ জনের সমপরিমাণ নেকীপ্রাপ্ত হবে? উত্তরে হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, না তোমাদের পঞ্চাশজনের সমপরিমাণ নেকী প্রাপ্ত হবে।

১২৮৬৩. আবূ উমায়্যা আল্ শা'বানী (র) বলেন, আমি আবূ সা'লাবা আল খুশানী (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, আমরা يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا عَلَيْكُمْ اَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ اِذَا اهْتَدَيْتُمْ। আয়াতটিকে কেমন করে প্রয়োগ করব? তখন আবূ সা'লাবা (রা) বললেন, তুমি বিজ্ঞ ব্যক্তিকেই প্রশ্ন করেছ। আমি হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে এ আয়াতের ব্যাখ্যা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেছিলেন, সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজের প্রতিবাদ করে যাও। যখন দেখবে; কৃপণতা অনুসৃত হবে, প্রবৃত্তির আনুগত্য হবে এবং প্রত্যেকেই আত্মরক্ষার চেষ্টা করবে, তখন জনসাধারণকে নিজ অবস্থায় ছেড়ে দিবে। কেননা তোমাদের পরবর্তীকালে এমন এক সময় আসবে, যখন একজন নেককারের নেকী পঞ্চাশজনের নেকীর সমতুল্য হবে।

অন্যনান্য তাফসীরকারগণের মতে কোন মানুষ যদি আল্লাহ্র নির্দেশ মুতাবিক 'আমল করে তাহলে যে পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে ও ধ্বংস হয়ে গেছে, সে তার কোন ক্ষতি করতে পারবে না।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১২৮৬৪. ইব্ন 'আব্বাস (রা) বলেন, يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا عَلَيْكُمْ اَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ اِذَا اهْتَدَيْتُمْ এর মর্ম হল, আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, হালাল হারাম সম্বন্ধে আমি যা আদেশ করেছি, বন্দা যদি এর উপর আমল করে তবে যে পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে সে তার কোন ক্ষতি করতে পারবেনা।

১২৮৬৫. ইব্ন 'আব্বাস (রা) বলেন, عَلَيْكُمْ اَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ اِذَا اهْتَدَيْتُمْ। -এর মর্ম হল, তোমরা আমার আদেশের আনুগত্য করবে এবং আমার ওসিয়ত যথাযথভাবে রক্ষা করবে।

১২৮৬৬. সাফওয়ান ইব্‌ন আল-জাওন (র) হতে বর্ণিত। একবার প্রবৃত্তি পূজারী -বিদ'আতী এক যুবক তাঁর নিকট এসে স্বীয় ধ্যান-ধারণা সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করলে তিনি বললেন, যেসব বিষয়াষয় আল্লাহ্‌র ওলীদের সাথে খাস, এমন কিছু বিষয়ের কথা আমি কি তোমাদেরকে বলবো? তা হল, يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ -আয়াতটি ....

১২৮৬৭. ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ -এর ব্যাখ্যায় বলেন, যখন তলোয়ার এবং চাবুক থাকবেনা তৎকালে এ আয়াতের বিধান প্রযোজ্য হবে।

১২৮৬৮. যামরা ইব্‌ন রবী'আ (র) বলেন, একবার হাসান (রা) يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ -আয়াতটি তিলাওয়াত করে বললেন, আলহামদুলিল্লাহ্‌, পূর্বকালের মু'মিনগণের মধ্যেও মুনাফিক ছিল এবং বর্তমানকালের মু'মিনগণের মধ্যেও মুনাফিক রয়েছে। কিন্তু সুখের বিষয়, সেকালেও মুনাফিকদের কর্মকান্ড অপছন্দ করা হত আর একালেও তাদের কর্মকান্ড অপছন্দ করা হয়ে থাকে।

কোন কোন তাফসীরকারের মতে, يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ - এর অর্থ তোমরা আল্লাহ্‌র নির্দেশ মত 'আমল কর এবং لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ -এর অর্থ-তোমরা সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজে বাধা দান কর। তবেই যে পথভ্রষ্ট হয়েছে সে তোমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১২৮৬৯. সা'ঈদ ইব্‌ন মুসায়্যিব (র) لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ -এর ব্যাখ্যায় বলেন, যদি তুমি সৎ কাজের নির্দেশ দাও ও অসৎ কাজে নিষেধ কর তবে যে পথভ্রষ্ট হয়েছে সে তোমাকে কোন ক্ষতি করতে পারবেনা।

১২৮৭০. হুযায়ফা (রা) عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ এর ব্যাখ্যায় বলেন, যদি তোমরা সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজে নিষধ কর।

১২৮৭১. আবুবকর (রা) বলেন, তোমরা তো يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ আয়াতটি- তিলাওয়াত কর। এর মর্ম হল, মানুষ কোন অত্যাচারীকে অত্যাচার করতে দেখে যদি তার হাত ধরে তাকে এ কাজ থেকে বারণ না করে তবে অচিরেই আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদের সকলকে শাস্তি প্রদান করবেন।

১২৮৭২. অন্য এক বর্ণনায় আছে, আবু বকর (রা) বলেন, তোমরা তো يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ আয়াতটি তিলাওয়াত কর। এর মর্ম হল

যদি কোন সম্প্রদায় কোন অত্যাচারী ব্যক্তিকে অত্যাচার করতে দেখে তার হাত ধরে তাকে এ কাজ থেকে বারণ না করে তবে আল্লাহ্ তা'আলা তাদের সকলকেই শাস্তি প্রদান করবেন।

১২৮৭৩. অন্য এক সূত্রে আবূ বকর (রা) নবী (সা) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

১২৮৭৪. সুদ্দী (র) আল্লাহ্র বাণী- يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا عَلَيْكُمْ اَنْفُسَكُمْ لاَ يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ اِذَا اهْتَدَيْتُمْ এর ব্যাখ্যায় বলেন, তোমরা সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজের প্রতিবাদ করে যাও। আবুবকর ইব্ন আবূ কুহাফা (রা) বলেছেন, হে লোক সকল! তোমরা عَلَيْكُمْ اَنْفُسَكُمْ আয়াতের দ্বারা এ বলে প্রতারিত হবেনা যে, আত্মসংশোধন করাই আমার জন্য কর্তব্য। বরং তোমরা অবশ্যই সৎকাজের আদেশ এবং অসৎ কাজের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে যাবে। যদি তা না কর তবে দুষ্ট প্রকৃতির লোকদেরকে তোমাদের রাজা বাদশাহ্ বানিয়ে দেয়া হবে এবং তারা তোমাদেরকে মর্মান্তিক যন্ত্রণা দিবে। তখন তোমাদের ভাল লোকেরা আল্লাহ্র নিকট দু'আ করবে। কিন্তু তাদের সে দু'আ আল্লাহ তা'আলা কবুল করবেন না।

১২৮৭৫. একদা আবূ বকর (রা) মিম্বরে বসে বললেন, হে লোক সকল! তোমরা لاَ يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ اِذَا اهْتَدَيْتُمْ আয়াতটি তিলাওয়াত করে থাক। কিন্তু এর যথাযথ অর্থ করতে ব্যর্থ থাক। এর প্রকৃত অর্থ হল, যদি লোকেরা অত্যাচারী ব্যক্তিকে অত্যাচার করতে দেখে হাত ধরে তাকে এ কাজ থেকে বারণ না করে আল্লাহ্ তা'আলা তাদের সকলকে শাস্তি দিয়ে ধ্বংস করে দিবেন।

১২৮৭৬. আবূ বকর সিদ্দীক (রা) يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا عَلَيْكُمْ اَنْفُسَكُمْ لاَ يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ اِذَا اهْتَدَيْتُمْ আয়াতটি তিলাওয়াত করে বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলতে শুনেছি, যদি মানুষ অন্যায় কাজ দেখেও তা থেকে প্রতিহত না করে এবং যালিমকে যুল্ম করতে দেখেও হাতে ধরে তাকে এর থেকে বারণ না করে তবে অচিরেই আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে শাস্তি প্রদান করবেন।

১২৮৭৭. কায়স ইব্ন হাযিম (র) বলেন, একবার আবূ বক্র সিদ্দীক (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মিম্বরে আরোহণ করে হামদ-ও সানা পাঠ করে বলেন, হে লোক সকল! তোমরা يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا عَلَيْكُمْ اَنْفُسَكُمْ لاَ يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ اِذَا اهْتَدَيْتُمْ আয়াতটি তিলাওয়াত কর এবং তোমরা একে রুখ্সত মনে করে থাক। অথচ কুর'আনে এর চেয়ে কঠিন নির্দেশ সম্বলিত আর কোন আয়াত আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করেন নি। অতএব, আল্লাহ্র কসম করে বলছি, তোমরা সৎকাজের আদেশ এবং অসৎ কাজের প্রতিবাদ করে যাও। অন্যথায় আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের সকলকে শাস্তি প্রদান করবেন।

১২৮৭৮. কায়স ইব্ন আবু হাযিম (র) বলেন, একদা আমি আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-কে এ মর্মে বক্তৃতা দিতে শুনেছি যে, হে লোক সকল। তোমরা يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا عَلَيْكُمْ اَنْفُسَكُمْ لاَ يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ اِذَا اهْتَدَيْتُمْ আয়াতটি তিলাওয়াত কর। অথচ তোমরা জান না যে, এর যথাযথ অর্থ কি হবে? আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলতে শুনেছি যে, যদি মানুষ কোন অন্যায় হতে দেখে এর প্রতিবাদ না করে তবে আল্লাহ্ তা'আলা তাদের সকলকেই শাস্তি প্রদান করবেন।

কোন কোন মুফাস্‌সিরের মতে আয়াতের অর্থ হল, কিতাবীদের যারা সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে আল্লাহ্ তা'আলাকে অস্বীকার করে তারা তোমাদেরকে কোন ক্ষতি করতে পারবে না।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১২৮৭৯. সাঈ'দ ইব্‌ন জুবায়র (র) মহান আল্লাহ্‌র বাণী لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ اِذَا اهْتَدَيْتُمْ এর ব্যাখ্যায় বলেন, যারা কিতাবীদের থেকে পথভ্রষ্ট হয়েছে তাদের কথা বলা হয়েছে।

১২৮৮০. সা'ঈদ ইব্‌ন জুবায়র (র) لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ اِذَا اهْتَدَيْتُمْ এর ব্যাখ্যায় বলেন, আয়াতটি কিতাবীদের সম্বন্ধে নাযিল হয়েছে।

কেউ কেউ বলেন, এ আয়াতের মর্ম হল আল্লাহ্ পাকের দীনে হক থেকে যেই বিচ্যুত হোক তাতে তোমাদের কোন ক্ষতি নেই।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১২৮৮১. ইব্‌ন যায়দ (র) আল্লাহ্‌র বাণী يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا عَلَيْكُمْ اَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ اِذَا اهْتَدَيْتُمْ এর ব্যাখ্যায় বলেন, কোন ব্যক্তি মুসলমান হলে তাকে বলা হত, তুমি তোমার পূর্বপুরুষদেরকে নির্বোধ ও পথভ্রষ্ট সাব্যস্ত করেছ। এবং এই তোমার জন্য বাঞ্ছনীয় ছিল তাদের সাহায্য সহায়তা করা। তাদের এ বক্তব্য খন্ডন করে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا عَلَيْكُمْ اَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ اِذَا اهْتَدَيْتُمْ

—হে মু'মিনগণ! আত্ম সংশোধন করাই তোমাদের কর্তব্য। তোমরা যদি সৎপথে পরিচালিত হও তবে যে পথভ্রষ্ট হয়েছে, সে তোমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, আলোচ্য আয়াতের বিশুদ্ধতম ব্যাখ্যা হল আবূ বক্‌র সিদ্দীক (রা)-এর বর্ণনা। তার মতে يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا عَلَيْكُمْ اَنْفُسَكُمْ -এর অর্থ আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে যা আদেশ করেছেন, তা বাস্তবায়নের মাধ্যমে তোমরা আমলকে আঁকড়ে ধর এবং তিনি যে কাজ করতে নিষেধ করেছেন, তা থেকে বিরত থাক। لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ اِذَا اهْتَدَيْتُمْ অর্থ-তোমরা যদি আমলের উপর অবিচল থাক এবং হক আদায় করে আমল কর অর্থাৎ সৎ কাজের আদেশ ও অন্যায় কাজের প্রতিবাদ কর এবং কোন মুসলিম বা যিম্মীর প্রতি যুলুম হতে দেখলে হাত ধরে তাকে একাজ হতে বারণ করার জন্য চেষ্টা কর তবে যারা পথভ্রস্ট হয়ে গেছে তাদের পথভ্রষ্টতা তোমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবেনা।

উপরোক্ত ব্যাখ্যাকে এর বিশুদ্ধতম ব্যাখ্যা এজন্য বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা মু'মিনদেরকে ন্যায়ের শাসন প্রতিষ্ঠা করা এবং কল্যাণ ও তাকওয়ার কাজে পরস্পর সহযোগিতা করার হুকুম করেছেন। উল্লেখ্য যে, যালিমের হাত ধরে তাকে যুলুম হতে বিরত রাখা ন্যায়ের শাসন প্রতিষ্ঠার প্রধানতম বিষয়। অনুরূপ সৎকাজের আদেশ কল্যাণ ও তাকওয়ার কাজে পরস্পর সহযোগিতা করার অন্যতম বিষয়। অধিকন্তু

সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের প্রতিবাদ করার বিষয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা) হতে বহু হাদীস বর্ণিত হয়েছে। এতে একথা বুঝা যায় যে, কোন মানুষের পক্ষে এ দায়িত্ব উপেক্ষা করার অবকাশ নেই। যদি অবকাশ থাকে তবে উপরোক্ত নির্দেশের কোন অর্থ থাকে না। অবশ্য বিশেষ বিশেষ অবস্থায় এ ক্ষেত্রে কিছুটা অবকাশ রয়েছে। আর তা হচ্ছে, শরীরে আঘাত বা অন্য কোন রোগ ব্যাধি থাকার কারণে দাঁড়াতে অক্ষম হওয়া। এ অবস্থায় শুধু মনে মনে একাজের জযবা পোষণ করাই যথেষ্ট। সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের প্রতিবাদ করার জন্য স্বশরীরে বাড়ি থেকে বের হওয়া আবশ্যক নয়।

উক্ত বক্তব্যের আলোকে পরিস্কারভাবে বুঝা যাচ্ছে যে, إِذَا اهْتَدَيْتُمْ এর মর্মার্থের মধ্যে হুযায়ফা (রা), সা'ঈদ ইব্‌ন মুসাইয়্যিব (র) এবং আবূ সালাবা আল খুশানী (র) এর মতামতও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

মহান আল্লাহ্‌র বাণী – إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (আল্লাহ্‌র দিকেই তোমাদের সকলের প্রত্যাবর্তন, অতঃপর তোমরা যা করতে তিনি সে সম্বন্ধে তোমাদেরকে অবহিত করবেন) এর ব্যাখ্যায় ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর মু'মিন বান্দাদেরকে বলেন, হে মু'মিন লোকেরা! আমি তোমাদেরকে যে নির্দেশ দিয়েছি, তোমরা এর উপর আমল কর এবং যে যে কাজ করতে নিষেধ করেছি, তা থেকে বিরত থাক। আর বক্র হৃদয় পথভ্রষ্ট এবং সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত লোকদেরকে সৎকাজের আদেশ এবং অসৎ কাজে নিষেধ করে যাও। যদি তারা তোমাদের আহ্বানে সাড়া দেয় তবে তোমাদের ও তাদের সকলের জন্যই কল্যাণ। আর যদি তারা নিজেদের ভ্রষ্টতা ও গুমরাহীতে নিমজ্জিত থাকে তবে তোমাদের ও তাদের সকলকেই আমার কাছে ফিরে আসতে হবে এবং প্রত্যাবর্তন করতে হবে। তোমরা ভাল-মন্দ কি আমল করতে, আমি সবই জানি। দুনিয়াতে তোমরা যে যা আমল করতে আমি তোমাদের প্রত্যেক দলকে নিজনিজ আমল সম্বন্ধে অবহিত করব। এবং প্রত্যেকের কর্ম অনুসারে তাকে তার যথাযথ সওয়ার ও প্রাপ্য প্রদান করব। কেননা, তোমাদের নারী পুরুষ কারো আমলই আমার নিকট গোপন নয়।

মহান আল্লাহ্‌র বাণী—

(١٠٦) يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ ، تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى ، وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ ، اللَّهِ إِنَّا إِذًا لَمِنَ الْآثِمِينَ ○

১০৬. হে মু'মিনগণ! তোমাদের কারো যখন মৃত্যুকাল উপস্থিত হয়, তখন ওসীয়ত করার সময় তোমাদের মধ্য হতে দুজন ন্যায়পরায়ণ লোককে সাক্ষী রাখবে। তোমরা সফরে থাকলে এবং তোমাদের মৃত্যুরূপ বিপদ উপস্থিত হলে তোমাদের ছাড়া অন্য লোকদের মধ্য হতে দুজন সাক্ষী মনোনীত করবে। তোমাদের সন্দেহ হলে সালাতের পর তাদেরকে অপেক্ষমান রাখবে। অতঃপর তারা আল্লাহ্‌র নামে শপথ করে বলবে, আমরা এর বিনিময়ে কোন মূল্য গ্রহণ করব না। (যদি সে আত্মীয়ও হয়) এবং আল্লাহ্‌র সাক্ষ্য গোপন করব না, করলে আমরা পাপীদের অন্তর্ভুক্ত হব।

ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা মু'মিনদেরকে লক্ষ্য করে বলেন, يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ شَهَـٰدَةُ بَيْنِكُمْ অর্থাৎ তোমাদের মধ্য হতে সাক্ষী নির্ধারণ করা উচিত। إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ حِينَ ٱلْوَصِيَّةِ ওসীয়তের সময়। ٱثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ - তোমাদের মুসলমানদের মধ্য হতে জ্ঞানবান বুদ্ধিমান দু ব্যক্তিকে। যেমন বর্ণিত আছে—

১২৮৮২. সা'ঈদ ইব্ন মুসায়্যিব (র) মহান আল্লাহ্র বাণী وَأَشْهِدُوا۟ ذَوَىْ عَدْلٍ مِّنكُمْ (তোমাদের মধ্যে দুজন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিকে সাক্ষী রাখবে সূরা ঃ তালাক আয়াত ঃ ২) এ আয়াতাংশে উল্লেখিত ذَوَىْ عَدْلٍ অর্থ- ذَوِى عَقْلٍ মানে জ্ঞানী।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১২৮৮৩. সা'ঈদ ইব্ন মুসায়্যিব (র) বলেন, وَأَشْهِدُوا۟ ذَوَىْ عَدْلٍ مِّنكُمْ এর মর্মার্থ হল মুসলমানদের মধ্য হতে দুজন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিকে সাক্ষী বানাবে।

১২৮৮৪. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়া'মুর (র) বলেন, ٱثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ এর অর্থ হল মুসলমানদের মধ্য হতে দুজন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিকে সাক্ষী রাখবে।

১২৮৮৫. সা'ঈদ ইব্ন মুসায়্যিব (র) আল্লাহ্ পাকের বাণী ٱثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ এর ব্যাখ্যায় বলেন, তোমাদের দীনের অনুসারী দুজন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিকে সাক্ষী বানাবে।

১২৮৮৬. ইব্ন সীরীন (র) বলেন, আল্লাহ্ তা'আলার বাণী- ٱثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ এর ব্যাখ্যা সম্বন্ধে উবায়দা (র) কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, একই দীনের অনুসারী হতে হবে।

১২৮৮৭. অপর এক সূত্রে 'উবায়দা (র) হতে অনুরূপ বর্ণিত রয়েছে। তবে এ বর্ণনায় مِن الملة-এর পরিবর্তে من اهل الملة বলা হয়েছে।

১২৮৮৮. ইব্ন সীরীন (র) বলেন, উবায়দা (র) কে ٱثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ এর ব্যাখ্যা জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, সাক্ষীদের তোমাদের দীনের অনুসারী হতে হবে।

১২৮৮৯. অপর এক সূত্রে 'উবায়দা (র) হতে অনুরূপ বর্ণিত রয়েছে।

১২৮৯০. 'উবায়দা (র) হতে অন্য এক সূত্রে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

১২৮৯১. মুজাহিদ (র) হতে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

১২৮৯২. ইব্ন 'আব্বাস (রা) ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ -এর ব্যাখ্যায় বলেন, মুসলমানদের থেকে দুজন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি সাক্ষী বানাবে।

১২৮৯৩. ইব্ন যায়দ (র) বলেন, আল্লাহ্পাকের বাণী- ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ এর অর্থ হল মুসলমানদের মধ্য হতে দুজন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিকে সাক্ষী বানাবে।

১২৮৯৪. সা'ঈদ ইব্‌ন মুসায়্যিব (র) বলেন, اِثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ। মুসলমানদের মধ্য হতে দুইজন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিকে সাক্ষী বানাবে।

অন্যান্য তাফসীরকার বলেন- ওসীয়তকারী ব্যক্তির মহল্লাবাসীদের থেকে দু'জন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিকে সাক্ষী বানাবে। ইকরামা, উবায়দা (রা) ও অন্যান্য ব্যক্তি বর্গ থেকে এ কথা বর্ণিত আছে।

এ আয়াতে যে দুই ব্যক্তির কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তারা কারা? তাদের গুণাগুণ কী? এ সম্বন্ধে মুফাস্‌সিরগণের একাধিক মত রয়েছে।

কেউ কেউ বলেন, এ দু'জন ব্যক্তি হল সাক্ষী, তারা ওসীয়তকারীর অসীয়তের ব্যাপারে সাক্ষ্য প্রদান করবে।

অন্যান্য ব্যাখ্যাকারদের মতে তাঁরা ঐ দু'ব্যক্তি, যাদেরকে ওসীয়ত বাস্তবায়নের দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। যারা তাদেরকে সাক্ষী বলেন, তাদের মতে شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ অর্থ- তোমাদের ওসীয়তের ব্যাপারে দু'জন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি সাক্ষ্য প্রদান করবে। আর যারা বলেন, তারা সাক্ষী নন বরং ওসীয়ত বাস্তবায়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত দু'ব্যক্তি, তাদের মতে شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ অর্থ- অসুস্থ ব্যক্তি যে দু ব্যক্তিকে ওসীয়ত বাস্তবায়নের দায়িত্ব প্রদান করবে তাদের উপস্থিত থাকা। উক্ত মতানুসারে شَهَادَةُ শব্দের অর্থ হবে উপস্থিত থাকা; সাক্ষ্য প্রদান করা নয়। যেমন বলা হয়, شهدت وصية فلان -আমি অমুকের ওসীয়তের সময় উপস্থিত ছিলাম।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, اِثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ এ উভয় ব্যাখ্যার মধ্যে উত্তম ব্যাখ্যা হল, স্বধর্মীয় দুই ব্যক্তিকে সাক্ষী বানাতে হবে। "আর যারা বলেছে, তারা হবেন ওসয়িতকারী ব্যক্তির মহল্লাবাসী—" এ ব্যাখ্যা যথাযথ নয়। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ اِذَا حَضَرَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِيْنَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ - আয়াতে সর্বস্তরের মু'মিন লোকদের সম্বোধন করেছেন। তাই ব্যাখ্যায় বিশেষ প্রকারের লোকদেরকে নির্দিষ্ট করা যথার্থ হতে পারে না। হ্যাঁ যদি এ ব্যাপারে কোন প্রমাণ থাকে তবে তা হচ্ছে ভিন্ন কথা। সুতরাং আয়াতের শুরুতে যেমনিভাবে সর্বস্তরের মু'মিন লোকদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে তেমনি এখানেও সর্বস্তরের মু'মিন ব্যক্তিবর্গ উদ্দেশ্যে হবে। তবে শুরু এবং শেষের মধ্যে সামঞ্জস্য থাকবে।

شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ-এর সর্বোত্তম অর্থ হচ্ছে শপথ করা, সাক্ষ্য প্রদান করা নয়, যা এক ব্যক্তির পক্ষে অপর ব্যক্তির বিপক্ষে হাকিমের নিকট পেশ করা হয়। কেননা আল্লাহ্‌র কোন হুকুমের ক্ষেত্রে সাক্ষীর উপর শপথ গ্রহণ করা ওয়াজিব আছে বলে আমার জানা নেই। এরূপ থাকলে شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ এর অর্থ ঐ সাক্ষ্য হতে পারত, যা হাকিমের নিকট পেশ করা হয়। تَحْبِسُوْنَهُمَا مِنْۢ بَعْدِ الصَّلٰوةِ فَيُقْسِمٰنِ بِاللّٰهِ (সালাতের পর তাদেরকে অপেক্ষমান রাখবে, অতঃপর তারা আল্লাহ্‌র নামে শপথ করবে) আয়াতাংশে আমাদের বক্তব্যের বিশুদ্ধতা এবং অন্যান্যদের বক্তব্যের অসারতা সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হচ্ছে।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ এবং اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ বাক্য দুটোতে কিসের ভিত্তিতে رفع হয়েছে, তা নিরূপণে আরবী ভাষার পণ্ডিত লোকদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। বসরাবাসী কোন কোন পন্ডিত ব্যক্তি বলেন, شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ বাক্যটি মূলত شَهَادَةُ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ ছিল। অতঃপর شهادة শব্দটি হযফ (ফেলে দেওয়া) করে দিয়ে اثْنَانِ কে তার স্থলাভিষিক্ত করা হয়েছে। পরে شهادة শব্দে যে رفع টি ছিল, তা তার স্থলাভিষিক্ত শব্দে প্রয়োগ করে اثنان বানানো হয়েছে। এরূপ করার নজীর وَاسئَلِ الْقَرْيَةَ (সূরা ইউসুফ ঃ ৮২) বাক্যে বিদ্যমান আছে। উক্ত বাক্যটির অর্থ হল وَاسئَلِ اهل القَرْيَةَ এখানে اهل শব্দটিকে হযফ করে القرية কে এর স্থলাভিষিক্ত করা হয়েছে। অতঃপর اهل শব্দের رفع টি القرية তে প্রদান করে وَاسئَلِ الْقَرْيَةَ বানানো হয়েছে। اثنان এর উপর او اخران শব্দকে عطف করা হয়েছে।

কুফাবাসী কোন কোন পন্ডিত ব্যক্তির মতে اثنان শব্দটি একটি উহ্য فعل এর فاعل হয়েছে এ হিসাবে এতে رفع হয়েছে। মূল বাক্য ছিল এভাবে, ليشهدكم اثنان من المسلمين او اخران من غيركم অর্থাৎ মুসলমানদের দুই ব্যক্তি তোমাদের পক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করবে অথবা তোমাদের ছাড়া অন্য কোন দুই ব্যক্তি সাক্ষ্য প্রদান করবে।

অন্যান্য ভাষাতাত্ত্বিকদের মতে شهادة শব্দটি مرفوع হয়েছে اذا حضر ক্রিয়ার দ্বারা। তাদের মতে এখানে আরেকটি شهادة শব্দ উহ্য আছে। এই হিসেবে شهادة اثنين হবে خبر আর شهادة بينكم হবে مبتدا। আর مبتدا এর اعراب হচ্ছে رفع। তাই شهادة শব্দে رفع হবে।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন; যারা বলেন شهادة শব্দটি اذا حضر ক্রিয়ার দ্বারা مرفوع হয়েছে, তাদের মতটি সর্বাধিক বিশুদ্ধ। কেননা اذا حضر অর্থ عند حضور احدكم الموت —তোমাদের কারো যখন মৃত্যুকাল এসে উপস্থিত হয়। আর اثنان শব্দটি يشهد উহ্য ক্রিয়া দ্বারা مرفوع হয়েছে। এখানে شهادة শব্দটি উল্লেখ থাকার কারণে يشهد ক্রিয়াটিকে হযফ করে দেয়া হয়েছে। উক্ত মতটিকে বিশুদ্ধতম মত বলার কারণ হল এই যে شهادة শব্দটি مصدر আর اثنان শব্দটি হচ্ছে اسم আর اسم কখনো مصدر হয়না। কিন্তু আরবের লোকেরা কখনো কখনো اسم কে فعل এর স্থানে ব্যবহার করে থাকে। কাজেই প্রত্যেক শব্দকে বিশুদ্ধতম ক্ষেত্রে ব্যবহার করাই উত্তম।

মহান আল্লাহ্‌র বাণী- أَوْ اٰخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ (তোমাদের ছাড়া অন্য লোকদের মধ্য হতে দু'জন সাক্ষী মনোনীত করবে) এর ব্যাখ্যায় ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা এই আয়াতে ইরশাদ করেন, তোমাদের কারো মৃত্যুকাল উপস্থিত হলে তোমাদের অর্থাৎ মুসলমানদের মধ্য হতে দু'জন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিকে সাক্ষী রাখবে অথবা মুসলমান ছাড়া অন্য দু'ব্যক্তিকে সাক্ষী বানাবে।

اَوْ اٰخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ -এর ব্যাখ্যায় মুফাস্‌সিরগণের মধ্যে একাধিক মত রয়েছে। কেউ কেউ বলেন, এর অর্থ হল, তোমাদের স্বধর্মাবলম্বীদের ছাড়া অন্য দু'ব্যক্তিকে সাক্ষী বানাবে।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১২৮৯৫. সা'ঈদ ইব্‌ন মুসায়্যিব (র) বলেন, اَوْ اٰخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ অর্থ- কিতাবীদের থেকে দুই ব্যক্তিকে সাক্ষী বানাবে।

১২৮৯৬. সা'ঈদ মুসায়্যিব (র) বলেন, اَوْ اٰخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ এর অর্থ- কিতাবীদের মধ্য হতে দু ব্যক্তিকে সাক্ষী বানাবে।

১২৮৯৭. অন্য সূত্রে সা'ঈদ ইব্‌ন মুসায়্যিব (র) হতে অনুরূপ বর্ণিত রয়েছে।

১২৮৯৮. অপর এক সনদে সা'ঈদ (র) হতে অনুরূপ বর্ণিত রয়েছে।

১২৮৯৯. সাঈদ ইব্‌ন মুসায়্যিব আল্লাহ্‌র বাণী- اَوْ اٰخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ এর ব্যাখ্যায় বলেন, তোমাদের স্বধর্মালম্বীদের ছাড়া অন্য দুই জনকে সাক্ষী বানাবে।

১২৯০০. সা'ঈদ ইব্‌ন জুবায়র (র) হতে অনুরূপ বর্ণিত রয়েছে।

১২৯০১. আবূ মিজলায (র) বলেন, তোমাদের স্বধর্মাবলম্বীদের ব্যতীত অন্য দুজনকে সাক্ষী বানাবে।

১২৯০২. ইব্‌রাহীম (র) থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

১২৯০৩. ইব্‌রাহীম (র) বলেন, তাঁর নিকটে কোন মুসলমান থাকলে তাদেরকে সাক্ষী বানাবে। অন্যথায় দুজন মুশরিক ব্যক্তিকে সাক্ষী বানাবে।

১২৯০৪. ইব্‌রাহীম এবং সা'ঈদ ইব্‌ন জুবায়র (র) আল্লাহ্ পাকের বাণী- اَوْ اٰخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ -এর ব্যাখ্যায় বলেন, তোমাদের স্বধর্মাবলম্বীদের ছাড়া অন্য দু'জনকে সাক্ষী বানাবে।

১২৯০৫. সা'ঈদ (র) বলেন, اَوْ اٰخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ এর অর্থ কিতাবীদের থেকে দু'জন সাক্ষী বানাবে।

১২৯০৬. সাঈদ ইব্‌ন মুসায়্যিব (র) থেকে অনুরূপ বর্ণিত রয়েছে।

১২৯০৭. ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন ইয়া'মুর (র) আল্লাহ্ তা'আলার বাণী- اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ - এর ব্যাখ্যায় বলেন, মুসলমানদের থেকে দুজন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিকে সাক্ষী বানাবে। মুসলমানদের থেকে কাউকে সাক্ষী না পেলে অমুসলিমদের থেকে দুজন সাক্ষী বানাবে।

১২৯০৯. শুরায়হ (র) يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ اِذَا حَضَرَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِيْنَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ اَوْ اٰخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ -এর ব্যাখ্যায় বলেন, যদি কোন ব্যক্তি পরদেশে থাকে এবং তার ওসীয়তের পক্ষে সাক্ষ্য প্রদানের জন্য কোন মুসলমান না পায় তাহলে সে কোন ইয়াহূদী, খৃস্টান বা অগ্নিপূজক ব্যক্তিকে সাক্ষী বানাবে এবং তাদের সাক্ষ্য জায়েয হবে। অতঃপর যদি দুজন মুসলমান তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রদান করে, ঐ দু মুসলমানের সাক্ষ্য বৈধ হবে। আর পরের দুজনের সাক্ষ্য বাতিল বলে গণ্য হবে।

১২৯১০. শুরায়হ (র) বলেন, মুসলিমদের বিরুদ্ধে ইয়াহূদী ও খৃস্টানের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না। অবশ্য ওসীয়তের ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য হবে, যদি তারা সফরের অবস্থায় থাকে।

১২৯১১. শুরায়হ (র) বলেন, ইয়াহূদী ও খৃস্টানের সাক্ষ্য সফরের অবস্থায় কার্যকরী হবে। এবং তা কেবল ওসীয়তের ক্ষেত্রেই কার্যকরী হবে।

১২৯১২. অপর এক সূত্রে শুরায়হ্ (র) থেকে অনুরূপ মতামত বর্ণিত রয়েছে।

১২৯১৩. ইব্রাহীম (র) বলেন, মুসলিমদের বিরুদ্ধে মুশরিক লোকদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য কিনা, এ সম্বন্ধে হিশাম ইব্ন হুবায়য়রা (র) মাসলামা (র)-এর নিকট পত্র লিখলে তিনি জবাবী পত্রে লিখলেন যে, মুশরিকদের সাক্ষ্য মুসলমানদের বিরুদ্ধে ওসীয়ত ছাড়া অন্য কোন অবস্থায় গ্রহণযোগ্য নয়। এবং তাও শুধু সফরের অবস্থায় কার্যকরী হবে।

১২৯১৪. ইব্ন সীরীন (র) বলেন, একদা আমি উবায়দা (র)-কে আল্লাহ্র বাণী أَوْ اٰخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ এর ব্যাখ্যা জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, তোমাদের স্বধর্মাবলম্বী ছাড়া অন্য দুজনকে সাক্ষী বানাবে।

১২৯১৫. অপর এক সনদে উবায়দা (র) হতে অনুরূপ বর্ণিত রয়েছে।

১২৯১৬. ইব্ন সীরীন (র) বলেন, আমি উবায়দা (র)-কে এ সম্বন্ধে প্রশ্ন করলে তিনি বললেন, তোমাদের স্বধর্মাবলম্বীদের ছাড়া অন্যদের মধ্য হতে সাক্ষী বানাবে।

১২৯১৭. 'উবায়দা (রা) বলেন, যারা সালাত আদায় করে না, তাদের মধ্য হতে সাক্ষী বানাবে।

১২৯১৮. উবায়দা (র) বলেন, অন্য ধর্মাদর্শের অনুসারীদের মধ্য হতে সাক্ষী বানাবে।

১২৯১৯. উবায়দা (র) বলেন, যারা তোমাদের ধর্মাদর্শের অনুসাী নয়, তাদের মধ্য হতে সাক্ষী বানাবে।

১২৯২০. উবায়দা (র) أَوْ اٰخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ এর ব্যাখ্যায় বলেন, যারা তোমাদের স্বধর্মাবলম্বী নয়, তাদের থেকে দুজনকে সাক্ষী বানাবে।

১২৯২১. সা'ঈদ ইব্ন জুবায়র (র) আল্লাহ্ তা'আলার বাণী- أَوْ اٰخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ -এর ব্যাখ্যায় বলেন, তোমাদের ধর্মাদর্শ ব্যতীত অন্য ধর্মের দু'জনকে সাক্ষী বানাবে।

১২৯২২. মুজাহিদ (র) হতে অনুরূপ বর্ণিত রয়েছে।

১২৯২৩. মুজাহিদ (র) বলেন, তোমাদের স্বধর্মাবলম্বীদের ছাড়া অন্য দু'জনকে সাক্ষী বানাবে।

১২৯২৪. ইব্ন 'আব্বাস (রা) বলেন, أَوْ اٰخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ এর অর্থ ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের ব্যতীত অন্য দু'ব্যক্তিকে সাক্ষী বানাবে।

১২৯২৫. আবূ ইসহাক (র) বলেন, أَوْ اٰخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ এর অর্থ- ইয়াহূদী ও খৃস্টানদের থেকে দু'জনকে সাক্ষী বানাবে। শুরায়হ (র) বলেন, ইয়াহূদী ও খৃস্টানের সাক্ষ্য ওসীয়তের ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য হবে। আর তা কেবল সফরের অবস্থায় গ্রহণযোগ্য।

১২৯২৬. শা'বী (র) বলেন, 'দাকূকা' নামক স্থানে এক মুসলমানের মৃত্যুকাল এসে উপস্থিত হয়। তখন সে তার ওসীয়তের ব্যাপারে সাক্ষী বাগানোর জন্য কোন মুসলমানকে না পেয়ে কিতাবী দু'ব্যক্তিকে সাক্ষী বানায়। তারপর তারা কুফায় উপস্থিত হয়ে আবূ মূসা আশ'আরী (রা)-এর নিকট এসে সে ঘটনা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেন এবং তাদের নিকট মৃতের রেখে যাওয়া ওসীয়তকৃত সম্পদ তার সামনে পেশ করেন। তখন আশ'আরী (রা) বলেন, এই রকমের ঘটনা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সময়েও ঘটেছিল, আর দ্বিতীয় ঘটনাটি হল এ-ই। তারপর তিনি তাদের নিকট হতে ওসীয়তের সত্যতার ব্যাপারে শপথ গ্রহণ করেন এবং তাদের সাক্ষ্যকে বহাল রাখেন।

১২৯২৭. শা'বী (র) বলেন, আবূ মূসা আশ'আরী (রা) 'দাকূকা' নামক স্থানে এভাবেই ফয়সালা করেছেন।

১২৯২৮. মুহাম্মদ (র) اِثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ اَوْ اٰخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ এর ব্যাখ্যায় বলেন, মুসলমানদের থেকে দু'জনকে সাক্ষী বানাবে অথবা মুসলমান ছাড়া অন্যদের থেকে দু'জনকে সাক্ষী বানাবে।

১২৯২৯. ইব্ন যায়দ (র) اَوْ اٰخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ -এর ব্যাখ্যায় বলেন, মুসলমান ব্যতীত অন্য ধর্মাবলম্বীদের থেকেও দু'জনকে সাক্ষী বানাতে পারবে।

১২৯৩০. মুজাহিদ (র) বলেন, ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের ব্যতীত অন্যদের থেকেও দু'জনকে সাক্ষী বানাতে পারবে।

১২৯৩১. যায়দ ইব্ন আসলাম (র) شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ এর ব্যাখ্যায় বলেন, এই আয়াতটি ঐ ব্যক্তি সম্বন্ধে প্রযোজ্য, যে এমন স্থানে মৃত্যুবরণ করেছে, যে স্থানে কোন মুসলমান নেই। দেশ হল দারুল হরব এবং আশেপাশের সমস্ত মানুষই হচ্ছে কাফির। আর এটা ছিল ইসলামের প্রাথমিক অবস্থায়। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও তাঁর সাহাবীগণ মদীনায় ছিলেন। তাঁরা সকলেই ওসীয়তের উপর আমল করতেন। তারপর ফারায়েযের বিধান নাযিল করে ওসীয়তের হুকুম রহিত করে দেয়া হয়। তখন থেকে মুসলমানগণ এর উপরই 'আমল করতে থাকেন।

অন্যান্য ব্যাখ্যাকারদের মতে আয়াতের অর্থ হল তোমাদের আত্মীয় ও মহল্লাবাসী লোকদের ব্যতীত অন্য দুই ব্যক্তিকে সাক্ষী বানাবে।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১২৯৩২. হাসান (র) اِثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ اَوْ اٰخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ -এর ব্যাখ্যায় বলেন, তোমাদের গোত্রের অথবা অন্য গোত্রের লোকদের দুই ব্যক্তিকে সাক্ষী বানাবে।

১২৯৩৩. যুহরী (র) বলেন, বাড়িতে অথবা সফরে কোন অবস্থাতেই কাফিরের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়, এটিই ইসলামের তরীকা। অবশ্য মুসলমানের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে।

১২৯৩৪. হাসান (র) বলেন, اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ এর অর্থ- তোমাদের নিজ বংশের দু'জনকে সাক্ষী বানাবে। أَوْ اٰخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ এর অর্থ- অথবা অন্য বংশের দু'জনকে সাক্ষী বানাবে।

১২৯৩৫. ইকরামা (রা) বলেন, أَوْ اٰخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ -এর অর্থ- তোমাদের মহল্লাবাসী ব্যতীত অন্য লোকদের থেকে দুজনকে সাক্ষী বানাবে।

১২৯৩৬. ইকরামা (রা) অন্য সূত্রে বলেন, أَوْ اٰخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ তোমাদের মহল্লার লোকদের ছাড়া অন্য লোকদেরকে সাক্ষী বানাবে।

১২৯৩৭. ইকরামা (রা) হতে অপর এক সূত্রে আল্লাহ্ পাকের বাণী- أَوْ اٰخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ এর ব্যাখ্যায় বলেন, তোমাদের নিজ মহল্লার লোকদের ব্যতীত অন্য দু'জনকে সাক্ষী বানাবে। অর্থাৎ মুসলমানদের থেকে দু'জনকে সাক্ষী বানাবে।

১২৯৩৮. হাসান (র) বলেন, أَوْ اٰخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ এর অর্থ তোমাদের নিজ গোত্র ও নিজ সম্প্রদায় ছাড়া অন্য দু'জন মুসলমানকে সাক্ষী বানাবে।

১২৯৩৯. 'উবায়দা (র) আল্লাহ্ তা'আলার বাণী- أَوْ اٰخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ এর ব্যাখ্যায় বলেন, তোমাদের মহল্লাবাসীদের ছাড়া অন্য দু'জন মুসলমানকে সাক্ষী বানাবে।

১২৯৪০. আকীল (র) বলেন, আমি ইব্ন শিহাব (র) কে يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ اِذَا حَضَرَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ .... وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ -এর ব্যাখ্যা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলাম এবং বললাম, এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা ওসীয়তকারী ব্যক্তির পরিবারের বাইরে থেকে দু' ব্যক্তিকে সাক্ষী বানানোর কথা উল্লেখ করেছেন। এ দু' ব্যক্তি মুসলমানদের থেকে হবে, না কিতাবীদের থেকে? আয়াতের অপর অংশে "তোমাদের ছাড়া অপর দুই ব্যক্তিকে সাক্ষী বানাতে" বলা হয়েছে। এ দু' ব্যক্তি ওসীয়তকারী ব্যক্তির পরিবার বহির্ভূত দু' ব্যক্তি হবে, না কি মুসলমানদের বাইরের দু' হবে? উত্তরে ইব্ন শিহাব (র) বলেন, এ আয়াতের ব্যাখ্যা সম্বন্ধে আমি হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা)- থেকে কোন হাদীস এবং ইমামগণের থেকে বর্ণনা করার মত কোন অভিমত শুনতে পাইনি। এ ব্যাপারে আমি দু'চারবার উলামায়ে কিরামের সাথেও আলোচনা করেছি। তারাও এ সম্বন্ধে কোন হাদীস এবং কোন ইমামের ফয়সালা আমার সামনে তুলে ধরতে পারেনি। এ সম্বন্ধে তারা বিভিন্ন মতামত ব্যক্ত করেছেন। এসব মতামতের মধ্যে ঐ মতটিই আমার নিকট বেশী ভাল লেগেছে, যারা বলেছেন, এ বিধান মুসলমান ওয়ারিশদের ব্যাপারে প্রযোজ্য হবে। অর্থাৎ উক্ত ব্যক্তির মৃত্যুকালে যদি ওয়ারিশদের কেউ সেখানে উপস্থিত থাকে আর কেউ অনুপস্থিত থাকে তবে যারা উপস্থিত ছিল, তারা সে যে যে আত্মীয়ের জন্য ওসীয়ত করেছে, তাদের পক্ষে অনুপস্থিতদের নিকট সাক্ষ্য দিবে এবং তাদেরকে এ সম্বন্ধে অবগত করবে। যদি তারা তাদের কথা মেনে নেয় তবে তো ভাল। ওসীয়ত কার্যকরী হয়ে যাবে। যদি তারা সন্দেহ করে যে, তারা মৃত ব্যক্তির বক্তব্যে রদবদল করেছে এবং মৃত ব্যক্তি যাদের সম্বন্ধে ওসীয়ত করেনি। তারা তাদেরকে এক্ষেত্রে প্রাধান্য দিয়েছে, তবে সালাতের পর এই দু'জন সাক্ষী থেকে শপথ নেওয়া হবে। সালাতের পর

মানে জামা'আতের সালাতের পর। তারা এ মর্মে শপথ করবে যে, আমি এর বিনিময়ে কোন মূল্য গ্রহণ করবনা, যদি সে আত্মীয়ও হয়। এবং মহান আল্লাহ্র সাক্ষ্য গোপন করব না। করলে আমরা পাপীদের অন্তর্ভুক্ত হব। এ নিয়মে শপথের পর তার সাক্ষ্য কার্যকরী ও বলবৎ হয়ে যাবে। যদি প্রকাশ না পায় যে, তারা দু'জন এ ক্ষেত্রে অপরাধে লিপ্ত হয়েছে। পক্ষান্তরে যদি এ কথা প্রকাশ পায় যে, তারা এ ক্ষেত্রে অপরাধে লিপ্ত হয়েছে তবে মৃত ব্যক্তির ওয়ারিশদের থেকে দু'জন তাদের স্থলাভিষিক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে তাদের সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যান করবে এবং শপথ করে এ মর্মে বলবে যে, আমাদের সাক্ষ্য তাদের সাক্ষ্য হতে সঠিক ও সত্য। আর তারা যে সাক্ষ্য দিয়েছে তা মিথ্যা ও বাতিল। আমরা এ ব্যাপারে সীমালংঘন করিনি। করলে আমরা যালিমদের অন্তর্ভুক্ত হব। এটিই তাদের যথাযথ সাক্ষ্যদানের অধিকতর সম্ভাবনাপূর্ণ ব্যবস্থা অথবা তারা ভয় পাবে যে, শপথের পর আবার তাদেরকে শপথ করানো হবে।

ইমাম আবু জা'ফর তাবারী (র) বলেন, আমার মতে উক্ত আয়াতের বিশুদ্ধতম ব্যাখ্যা হল, মুসলমান ছাড়া অন্য দু' ব্যক্তিকে সাক্ষী বানাবে। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা তার মু'মিন বান্দাদেরকে এ মর্মে নির্দেশ দিয়েছেন যেন তারা ওসীয়তের সময় ন্যায়পরায়ণ দু'জন মু'মিন ব্যক্তি অথবা মু'মিন ছাড়া অন্য দু' ব্যক্তিকে সাক্ষী বানায়। অতএব, ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ অর্থ-তোমাদের স্বধর্মাবলম্বীদের থেকে দু'জনকে সাক্ষী বানাবে। আর أَوْ اٰخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ অর্থ- তোমাদের স্বধর্মাবলম্বীদের ছাড়া দুইজনকে সাক্ষী বানাবে। শেষোক্ত দুজন সাক্ষী ইয়াহুদী, খৃস্টান, অগ্নিপূজক দেব-দেবী পূজারী অথবা ইসলাম ছাড়া যে কোন ধর্মাবলম্বী হতে পারবে। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা এ দুজন সাক্ষীর ক্ষেত্রে বিশেষ কোন ধর্মাদর্শের অনুসারী হওয়ার শর্ত আরোপ করেন নি।

মহান আল্লাহ্র বাণী- إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِى الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ (তোমরা সফরে থাকলে এবং তোমাদের মৃত্যুরূপ বিপদ উপস্থিত হলে) এর ব্যাখ্যায় ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা মু'মিনদেরকে লক্ষ্য করে বলেন, হে মু'মিনগণ! তোমাদের কারো মৃত্যুকাল উপস্থি হলে সে যেন দু'জন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিকে সাক্ষী বানায়। আর যদি তোমরা সফরে আসা যাওয়ার অবস্থায় থাক তবে তোমাদের স্বধর্মাবলম্বীদের ছাড়া অন্য দু'জনকে সাক্ষী বানাবে। পূর্বে এর কারণসহ বিস্তারিত আলোচনা-করা হয়েছে। فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ মৃত্যুরূপ বিপদ উপস্থিত হওয়ার মানে মৃত্যু আপতিত হওয়া।

অধিকাংশ ব্যাখ্যাকারের মতে এস্থানে أَوْ অক্ষরটি تعقيب (পর্যায়ক্রম) এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, تخيير (ইচ্ছা ও স্বাধীনতা) এর অর্থে ব্যবহৃত হয় নি। সুতরাং আয়াতের অর্থ হবে। যদি তোমাদের কারো মৃত্যুকাল উপস্থিত হয় তবে পাওয়া গেলে তোমাদের মুসলমানদের থেকে দু'জন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিকে সাক্ষী রাখবে। আর যদি না পাওয়া যায় তবে তোমাদের ছাড়া অন্যদের থেকে দু'জনকে সাক্ষী বানাবে।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১২৮৪১. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়া'মুর (র) আল্লাহ্ তা'আলার বাণী- ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ -এর ব্যাখ্যায় বলেন, মুসলমানদের থেকে দুজন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিকে সাক্ষী রাখবে। মুসলমানদের থেকে কাউকে না পেলে অমুসলিমদের থেকে সাক্ষী বানাবে।

১২৯৪২. সাঈদ ইব্‌ন মুসায়্যিব (র) বলেন, আল্লাহ্ পাকের বাণী- اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ অর্থ-তোমাদের স্বধর্মীয় লোকদের থেকে দু'জনকে সাক্ষী রাখবে। أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ অর্থ- যদি তোমরা এমন দেশে থাক, যেখানে কিতাবীদের ছাড়া কাউকে পাওয়া যায় না, সেখানে তোমরা কিতাবীদের থেকে সাক্ষী বানাবে।

১২৯৪৩. শুরায়হ্ (র) شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ.........أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, যদি কোন ব্যক্তি ভিন দেশে থাকে এবং ওসীয়তের ব্যাপারে সাক্ষী বানানোর জন্য কোন মুসলমান খুঁজে না পেয়ে কোন ইয়াহূদী খৃষ্টান অথবা অগ্নিপূজককে সাক্ষী বানায় তবে তাদের সাক্ষ্য সহীহ হবে।

১২৯৪৪. সুদ্দী (র) يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ - এর ব্যাখ্যায় বলেন, এ হুকুম বাড়ী থাকা অবস্থায় প্রযোজ্য হবে। أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ এ হুকুম সফরের অবস্থায় প্রযোজ্য হবে। إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ অর্থাৎ এক ব্যক্তি সফরের অবস্থায় মৃত্যু মুখে পতিত হয়। তখন মুসলমানদের কেউই উপস্থিত ছিলনা। অবশেষে সে ইয়াহূদী, খৃষ্টান এবং অগ্নিপূজকদের দু'জন-কে ডেকে তাদের নিকট ওসীয়ত করলো।

১২৯৪৫. ইব্‌রাহীম ও সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র (র) হতে বর্ণিত। তারা উভয়ে يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ এর ব্যাখ্যায় বলেন, সফরের অবস্থায় কারো যদি মৃত্যু উপস্থিত হয় তবে মুসলমানদের দুজনকে সাক্ষী রাখবে। যদি মুসলমানদের থেকে এমন দু ব্যক্তিকে না পায় তবে কিতাবীদের থেকে দুজনকে সাক্ষী বানাবে।

১২৯৪৬. ইব্‌ন 'আব্বাস (র) বলেন, يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا .... ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ -আয়াতটি ঐ ব্যক্তির জন্য প্রযোজ্য হবে, যার মৃত্যুকালীন অবস্থায় মুসলমানদের এক জামা'আত তার আশেপাশে ছিল। তার সম্বন্ধে আল্লাহ্ তা'আলার হুকুম হল, সে তার ওসীয়তের ব্যাপারে দুজন ন্যায়পরায়ণ মুসলমানকে সাক্ষী রাখবে। অতঃপর তিনি বলেন, أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ এ হুকুম ঐ ব্যক্তির জন্য প্রযোজ্য, যে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছে অথচ তখন তার নিকট কোন মুসলমান উপস্থিত ছিলনা। তার সম্পর্কে আল্লাহ্ পাকের হুকুম হল, সে দু'জন অমুসলিম ব্যক্তিকে সাক্ষী বানাবে।

অন্যান্য ব্যাখ্যাকারদের মতে এখানে أو অক্ষরটি تخيير (দুই হুকুমের যে কোন একটি) এর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। তারা বলেন, এখানে শাহাদাত অর্থ ওসীয়তের উপর শপথ এবং মৃত ব্যক্তি কর্তৃক তাদেরকে আমানতদার নিয়োগ করা, যাতে তারা তার ওফাতের পর তার রক্ষিত মালামালসমূহ তাঁর ওয়ারিশদের নিকট পৌছিয়ে দেয়। এ হুকুম সন্দেহের অবস্থায় প্রযোজ্য হবে। আর একথা সর্বজনস্বীকৃত যে, মানুষ যেখানে নিজের আমানত সংরক্ষিত থাকবে বলে মনে করে সেখানেই তা গচ্ছিত রাখতে ইচ্ছুক হয়। এ ক্ষেত্রে সে মু'মিন এবং কাফিরের মধ্যে কোন রূপ পার্থক্য করেনা। অনুরূপ পার্থক্য করেনা সে সফর এবং বাড়িতে অবস্থান করার বিষয়ে।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

তাদের প্রমাণাদি আমি পূর্বেও উল্লেখ করেছি। আর বাকী যা আছে তা পরে উল্লেখ করব ইনশা'আল্লাহ্।

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ تَحْبِسُوْنَهَا مِنْ م بَعْدِ الصَّلٰوةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللّٰهِ اِنِ ارْتَبْتُمْ لاَ نَشْتَرِىْ بِهٖ ثَمَنًا وَّلَوْ كَانَ ذَا قُرْبٰى (তোমাদের সন্দেহ হলে সালাতের পর তাদেরকে অপেক্ষমান রাখবে। অতঃপর তারা আল্লাহ্র নামে শপথ করে বলবে, আমরা এর বিনিময়ে কোন মূল্য গ্রহণ করবনা, যদি সে আত্মীয়ও হয়)-এর ব্যাখ্যায় ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, এ আয়াতে আল্লাহ্ ও রাসূলে বিশ্বাসী মু'মিনদেরকে লক্ষ্য করে ইরশাদ হয়েছে, তোমাদের কারো মৃত্যু উপস্থিত হলে সে তোমাদের থেকে দুজন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিকে সাক্ষী রাখবে। অথবা দু' ব্যক্তির নিকট ওসীয়ত করবে। অথবা সফরের অবস্থায় মৃত্যু উপস্থিত হলে তোমাদের ছাড়া অন্য দু' ব্যক্তিকে সাক্ষী বানাবে। তাদের নিকট ওসীয়ত করবে এবং তোমাদের কাছে যেসব মালামাল থাকবে তা তাদের নিকট অর্পণ করবে। তোমাদের উপর মৃত্যু রূপ বিপদ আপতিত হওয়ার পর তারা যদি তোমাদের ওয়ারিশদের নিকট তোমাদের দেওয়া আমানত পৌছিয়ে দেয় এবং ওয়ারিশগণ এতে খিয়ানতের প্রশ্ন তোলে তবে এ ক্ষেত্রে হুকুম হল, সালাতের পর তাদেরকে অপেক্ষমান রাখবে। ইমাম তাবারী (র) বলেন, এ বাক্যে কিছু কথা উহ্য রয়েছে। মূল ইবারত হবে এভাবে فَاَصَابَتْكُم الموت وقداستدتم وصيتكم اليها ودفعتم اليهما ماكان معكم من مال فانكم تحسبونهما من بعد الصلوة فيقسمان بالله ان ارتبتم। অতঃপর তাদের প্রতি যে ওসীয়ত করা হয়েছে এবং যে আমানত রাখা হয়েছে এর মধ্যে তারা রদবদল ও পরিবর্তন করেছে বলে যদি তাদের প্রতি খিয়ানতের প্রশ্ন উত্থাপন করা হয় তবে তারা আল্লাহ্র নাম নিয়ে শপথ করবে। এখানে ارتيار। (সন্দেহ) শব্দটি اتهام। (অপবাদ) অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। তারা বলবে, আমরা এর বিনিময়ে কোন মূল্য গ্রহণ করব না। অর্থাৎ কোন বিনিময় কোন মূল্য গ্রহণ করার উদ্দেশ্যে টাকা, পয়সা চরিতার্থ করার লোভে অথবা মৃত ব্যক্তি যাদের জন্য ওসীয়ত করেছে, তাদের কোন হককে অস্বীকার করার নিমিত্তে আমরা মিথ্যা শপথ করব না।

بـه অর্থ কসম ও শপথের মাধ্যমে। পূর্ব হতেই যেহেতু এ সম্বন্ধে আলোচনা চলে আসছে, তাই -শপথ শব্দটি পুনঃ উল্লেখ না করে এর পরিবর্তে সর্বনাম ব্যবহার করা হয়েছে।

وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبٰى - অর্থাৎ তারা আল্লাহ্র নামে শপথ করে বলবে, এ শপথের দ্বারা আমরা কোন বিনিময় হাসিল করতে চাইনা যে, আমরা কারো প্রতি মিথ্যা বলব। যদিও সে আত্মীয় হয়। ইব্ন 'আব্বাস (রা) থেকে অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১২৯৪৭. ইব্ন 'আব্বাস (রা) আল্লাহ্ পাকের বাণী- اَوْ اٰخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ اِنْ اَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِى الْاَرْضِ فَاَصَابَتْكُمْ مُّصِيْبَةُ الْمَوْتِ এর ব্যাখ্যায় বলেন, এ আয়াত ঐ ব্যক্তির জন্য প্রযোজ্য

হবে, যার মৃত্যুবরণ করার সময় পাশে কোন মুসলমান ছিলনা। তার জন্য আল্লাহ্র বিধান হচ্ছে, সে অমুসলিমদের থেকে দু'জনকে সাক্ষী বানাবে। তাদের সাক্ষ্যের ব্যাপারে সন্দেহ হলে সালাতের পর তাদের থেকে শপথ গ্রহণ করা হবে। শপথে তারা বলবে, এই সাক্ষ্যের বিনিময়ে আমরা স্বল্প মূল্য খরীদ করব না।

تَحْبِسُوْنَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلٰوةِ সালাতের পর তাদেরকে অপেক্ষমান রাখবে। অর্থাৎ অমুসলিমদের থেকে দুজনকে সাক্ষী বানাবে। তাদের ব্যাপারে সন্দেহ হলে সালাতের পর তাদেরকে অপেক্ষমান রাখবে। অতঃপর তারা আল্লাহ্র নামে শপথ করে বলবে; এ শপথের দ্বারা আমরা কোন মূল্য গ্রহণ করবনা। এ আয়াতে যে সালাতের কথা বলা হয়েছে, তা নিরূপণে ব্যাখ্যাকাদের একাধিক মত রয়েছে। কেউ কেউ বলেন, এর দ্বারা আসরের সালাতের কথা বুঝানো হয়েছে।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১২৯৪৮. শা'বী (র) বলেন, 'দাকূক' নামক স্থানে এক মুসলমান মৃত্যুমুখে পতিত হয়। তখন সে স্বীয় ওসীয়তের ব্যাপারে কোন মুসলমানকে সাক্ষী বানানোর জন্য না পেয়ে কিতাবীদের থেকে দু' ব্যক্তিকে সাক্ষী বানায়। অতঃপর সে কুফায় উপস্থিত হয়ে আবূ মূসা আশ'আরী (রা) এর নিকট যায় ও তাকে এ সম্বন্ধে অবহিত করে এবং তাদের নিকট মৃত ব্যক্তির রেখে যাওয়ায় ওসীয়তকৃত সম্পদ ও তার নিকট পেশ করে। তখন আশ'আরী (রা) বলেন, এ রকম একটি ঘটনা রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর সময়ই ঘটেছিল। আর এটি হচ্ছে দ্বিতীয় ঘটনা। অতঃপর তাদের নিকট হতে ওসীয়তের সত্যতার ব্যাপারে আসরের নামাযের পর শপথ নেওয়া হয় যে, তারা আল্লাহ্র শপথ করে বলছে যে, এ ব্যাপারে তারা খিয়ানত করেনি, মিথ্যা বলেনি। কোনরূপ পরিবর্তন করেনি এবং ওসীয়তের কোন অংশ গোপনও করেনি। এ-ই হচ্ছে উক্ত ব্যক্তির ওসীয়ত এবং রেখে যাওয়া সম্পদ। অতঃপর তিনি তাদের এ সাক্ষ্য গ্রহণ করে নেন।

১২৯৪৯. সা'ঈদ ইব্ন জুবায়র (র) أَوْ اٰخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ এর ব্যাখ্যায় বলেন, কোন ব্যক্তি যদি মুশরিক তথা অমুসলিম দেশে থাকে এবং (মৃত্যুকালে) দুজন কিতাবীকে ওসীয়ত করে যায় তবে তাদের থেকে আসরের পর শপথ গ্রহণ করা হবে।

১২৯৫০. ইব্রাহীম (র) হতে অনুরূপ বর্ণিত রয়েছে।

১২৯৫১. কাতাদা (র) يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ.........فَاَصَابَتْكُمْ مُصِيْبَةُ الْمَوْتِ -এর ব্যাখ্যায় বলেন, এ আয়াত ঐ ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যে ভিন্ন দেশে মৃত্যুবরণ করেছে এবং রেখে যাওয়া ধন সম্পদের ব্যাপারে ওসীয়ত করে দু' ব্যক্তিকে এ সম্পর্কে সাক্ষী রেখেছে। তাদের সাক্ষ্যের ব্যাপারে সন্দেহ হলে আসরের পর তাদের থেকে শপথ নেওয়া হবে। বলা হয়, এ সময় শপথ পূর্ণাঙ্গ হয়।

১২৯৫২. ইব্রাহীম ও সা'ঈদ ইব্ন জুবায়র (র) يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, সফরের অবস্থায় কোন ব্যক্তির মৃত্যু উপস্থিত হলে সে মুসলমানদের থেকে দু ব্যক্তিকে সাক্ষী রাখবে। না পেলে কিতাবীদের থেকে দুজনকে সাক্ষী বানাবে। অতঃপর তারা মালামাল

নিয়ে আসলে মৃত ব্যক্তির ওয়ারিশগণ তাদের কথা গ্রহণ করলে তো তা খুবই ভাল। কিন্তু ওয়ারিশগণ যদি তাদের উপর অপবাদ আরোপ করে তবে আসরের পর তাদের থেকে এ মর্মে শপথ গ্রহণ করা হবে যে, আমরা মিথ্যা বলিনি, সাক্ষ্য গোপন করিনি, খিয়ানত করিনি এবং কোন প্রকার রদবদলও করিনি।

১২৯৫৩. 'আমির (র) বলেন, এক ব্যক্তি 'দাকূক' নামক স্থানে মৃত্যুবরণ করে। সেখানে সে তার অন্তিম ওসীয়তের ব্যাপারে সাক্ষী বানানোর জন্য কাউকে না পেয়ে দুজন খৃষ্টানকে সাক্ষী বানায়। অতঃপর আবূ মূসা (রা) কুফার মসজিদে আসরের নামাযের পর তাদের থেকে শপথ গ্রহণ করেন। তারা আল্লাহ্‌র নামে শপথ করে বলে যে, এতে তারা কোনরূপ গোপন করেনি এবং পরিবর্তন করেনি। এ এক সংরক্ষিত ওসীয়ত। অতঃপর তিনি তা কার্যকরী বলে কবুল করে নেন।

অন্যান্য ব্যাখ্যাকারদের মতে হলফকারীদের ধর্মে যে সালাত রয়েছে, ঐ সালাতের পর শপথ নেওয়া হবে।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১২৯৫৪. সুদ্দী (র) يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ - বলেন, এ হুকুম মৃত্যুকালীন ওসীয়তের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। এ অবস্থায় মুমূর্ষু ব্যক্তি ওসীয়ত করবে এবং মুসলমানদের থেকে দু' ব্যক্তিকে যথাযথভাবে সাক্ষী বানাবে। এ হুকুম বাড়িতে থাকা (مقيم) অবস্থায় প্রযোজ্য হবে। اَوْ اٰخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ এ হুকুম সফরের অবস্থায় প্রযোজ্য হবে। اِنْ اَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِى الْاَرْضِ فَاَصَابَتْكُمْ مُصِيْبَةُ এ হুকুম ঐ ব্যক্তির জন্য প্রযোজ্য হবে, যার মৃত্যু সফরের অবস্থায় হয়েছে এবং তার নিকট তখন মুসলমানদের কেউই উপস্থিত ছিলনা। এ অবস্থায় ইয়াহূদী, খৃষ্টান বা অগ্নিপূজকদের থেকে দু' ব্যক্তিকে ডেকে এনে তাদেরকে ওসীয়ত করবে এবং নিজের তাজ্য সম্পদ তাদের নিকট হস্তান্তর করবে। তারা তা কবুল করে নিবে। যদি মৃত ব্যক্তির ওয়ারিশগণ এতে রাজী থাকে এবং তাদের মালামাল চিনে নিতে সক্ষম হয় তবে তারা উক্ত দু' ব্যক্তিকে ছেড়ে দিবে। আর যদি তাদের সন্দেহ হয় তবে তারা তাদেরকে সরকারের কাছে নিয়ে যাবে। تَحْبِسُوْنَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلٰوةِ اِنِ ارْتَبْتُمْ بِهٖ এর দ্বারা এ কথাই বুঝানো হয়েছে। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) বলেন, আমি এখনো যেন ইঞ্জীল (অনারব এক কাফির ব্যক্তি) কে দেখতে পাচ্ছি। অতঃপর যখন তাদেরকে আবূ মূসা আশ'আরী (রা) এর নিকট তার বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হল তখন তিনি ওসীয়তনামা খুললেন। তারপর মৃতের ওয়ারিশগণ সাক্ষীদ্বয়ের সাক্ষ্য অস্বীকার করল এবং তাদেরকে খিয়ানতকারী ঘোষণা দিল। এমতাবস্থায় আবূ মূসা আশ'আরী (রা) তাদের উভয়ের নিকট হতে আসরের নামাযের পর শপথ গ্রহণ করার ইচ্ছা করলে আমি তাকে বললাম, তাদের নিকট আসরের নামাযের কোন গুরুত্ব নেই। সুতরাং তাদের ধর্মীয় সালাত-উপাসনার পর শপথ গ্রহণ করা হোক। অতঃপর তারা তাদের ধর্ম মতে উপাসনা সম্পন্ন পূর্বক আল্লাহ্‌র নামে শপথ করে বলল, আমরা স্বল্প মূল্যে আল্লাহ্‌র কসম বিক্রি করতে পারি না। যদিও সে আমাদের আত্মীয় হয়। আমরা আল্লাহ্‌র সাক্ষ্য গোপন করব না। করলে আমরা পাপীদের অন্তর্ভুক্ত হব। তোমাদের মৃতভাই এই ওসীয়তই করেছে। বাক্য উচ্চারণ করার পূর্বে ইমাম তাদেরকে বলেছিলেন, যদি তোমরা ওসীয়তের কোন অংশ গোপন কর অথবা আত্মসাৎ করে থাক তবে পরবর্তীতে তোমাদেরকে কওমের লোকেরা উপহাস করবে এবং এরপর তোমাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না। আর

এজন্য আমি তোমাদেরকে শাস্তি প্রদান করব। এই ধরনের লোকদের সাক্ষীর ব্যাপারেই বলা হয়েছে। ذَالِكَ اَدْنٰى اَنْ يَّاْتُوْا এই পদ্ধতিতেই অধিকতর সম্ভাবনা রয়েছে লোকদের যথাযথভাবে সাক্ষ্যদান করার।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, আমার মতে এতদুভয়ের মধ্যে বিশুদ্ধতম মত হচ্ছে, তাদেরকে আসরের নামাযের পর অপেক্ষমান রাখা হবে। কেননা এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা الصلوة। শব্দটি معرف بلام উল্লেখ করেছেন। আর আরবদের নিকট একথা সর্বজন বিদিত যে, শব্দের মধ্যে আলিম-লাম তখনই দাখিল হয় যদি এর উদ্দেশ্য সুনির্দিষ্ট থাকে। এতে একথা প্রতিভাত হয় যে, এ সালাত থেকে সব ধরনের সালাত উদ্দেশ্য নয়। কাজেই এ সালাত থেকে হলফকারী ইয়াহূদী ও খৃষ্টানদের সালাত উদ্দেশ্য হতে পারে না। বরং মুসলমানদের সালাতই এ সালাত দ্বারা উদ্দেশ্য। আর তা হল আসরের সালাত। কেননা হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা) দুই আজলানীকে লি'আন (لعان) করিয়েছেন আসরের সালাতের পর। সুতরাং تَحْبِسُوْنَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلٰوةِ এর দ্বারা আসরের নামাযই হল উদ্দেশ্য। অধিকন্তু এ সময়টি কাফিরদের নিকটও সম্মানিত সময়। কেননা এ সময়টি সূর্যাস্তের নিকটবর্তী সময়। বর্ণিত আছে যে,

১২৯৫৫. ইবন যায়দ (র) মহান আল্লাহ্র বাণী- لَا نَشْتَرِىْ بِهٖ ثَمَنًا এর ব্যাখ্যায় বলেন, আমরা এ শপথের মাধ্যমে ঘুষ গ্রহণ করবনা।

১২৯৫৫. ইবন যায়দ (র) মহান আল্লাহ্র বাণী- لَا نَشْتَرِىْ بِهٖ ثَمَنًا এর ব্যাখ্যায় বলেন, আমরা এ শপথের মাধ্যমে ঘুষ গ্রহণ করবনা।

মহান আল্লাহর বাণী وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللّٰهِ اِنَّا اِذًا لَّمِنَ الْاٰثِمِيْنَ (এবং আমরা আল্লাহর সাক্ষ্য গোপন করব না। করলে আমরা পাপীদের অন্তর্ভুক্ত হব) এর ব্যাখ্যায় ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, এ আয়াতের কিরা'আতের মধ্যে কিরা'আত বিশেষজ্ঞদের একাধিক মত রয়েছে। মিশরের কারীদের অনেকেই وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللّٰهِ আয়াতাংশের شهادة শব্দটিকে الله এর দিকে اضافت করে الله শব্দে যের দিয়ে পড়ে থাকেন। অর্থ হবে, আল্লাহর যে সাক্ষ্য আমাদের কাছে রয়েছে, আমরা তা গোপন করব না। শা'বী (র) হতে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

১২৭৫৬. 'আমির (র) وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللّٰهِ اِنَّا اِذًا لَّمِنَ الْاٰثِمِيْنَ আয়াতংশের الله শব্দের শেষ অক্ষরে যের দিয়ে পড়েছেন।

শা'বী (র) এর মতে সাক্ষীদ্বয় আল্লাহর নামে এ মর্মে শপথ করবে যে, স্বল্প মূল্যের বিনিময়ে আমরা আমাদের শপথকে বিক্রয় করব এবং আমাদের নিকট যে সাক্ষ্য রয়েছে আমরা তা গোপন করব না। অত:পর তারা শপথ করে বলবে যে, যদি তারা তাদের এ শপথের দ্বারা স্বল্পমূল্য খরীদ করে এবং সাক্ষ্য গোপন করে তবে তারা পাপীদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

ইমাম শা'বী (র) থেকে এর বিপরীত কিরা'আতও বর্ণিত রয়েছে।

১২৯৫৭. শা'বী (র) وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةً اللّٰهِ اِنَّا اِذًا لَّمِنَ الْاٰثِمِيْنَ পাঠ করতেন। আবূ উবায়দ (র) شَهَادَةً শব্দে তানবীন এবং اَللّٰهِ শব্দে যের দিয়ে পড়ে থাকেন।

কেউ কেউ وَلَا تَكْتُمُ شَهَادَةَ اللّٰهِ অর্থাৎ شهادة শব্দে তানবীন এবং اللّٰه শব্দে যবর সহ পড়ে থাকেন।

ইমাম আবু জা'ফর তাবারী (র) বলেন, আমার মতে আলোচ্য আয়াতাংশের বিশুদ্ধতম কিরাআত হল। وَلَا تَكْتُمُ شَهَادَةَ اللّٰهِ অর্থাৎ شهادة শব্দটিকে اللّٰه শব্দের দিকে اضافت করে তাতে যের দিয়ে পাঠ করা। কেননা এটিই প্রসিদ্ধ কিরাআত, উম্মতের কেউ এ কিরাআতকে অপছন্দ করেনি। ইব্‌ন যায়দ (রা) এর মতে আয়াতের অর্থ হল, আমরা আল্লাহর সাক্ষ্য গোপন করবনা। যদিও ঐ ব্যক্তি দূরের হয়না কেন।

১২৯৫৮. ইউনুস (র) ইব্‌ন যায়দ (র) হতে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

মহান আল্লাহ্র বাণী—

(১০৭) فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰٓ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّآ إِثْمًا فَـَٔاخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيَٰنِ فَيُقْسِمَانِ بِاللّٰهِ لَشَهَٰدَتُنَآ أَحَقُّ مِن شَهَٰدَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَآ إِنَّآ إِذًا لَّمِنَ الظَّٰلِمِينَ ۝

১০৭. যদি প্রকাশ পায় যে, তারা দুজন অপরাধে লিপ্ত হয়েছে তবে যাদের স্বার্থহানি ঘটেছে তাদের মধ্য হতে নিকটতম দুজন তাদের স্থলবর্তী হবে এবং আল্লাহর নামে শপথ করে বলবে, আমাদের সাক্ষ্য অবশ্যই তাদের হতে অধিকতর সত্য এবং আমরা সীমালংঘন করিনি; করলে আমরা জালিমদের অন্তর্ভুক্ত।

ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম আবু জা'ফর তাবারী (রঃ) বলেন, فَإِنْ عُثِرَ অর্থ যদি প্রকাশ পায়, জানা যায়। শব্দের মূল অর্থ হচ্ছে কোন বস্তুর উপর পতিত হওয়া বা পড়ে যাওয়া। এ কারণেই আঙ্গুলে ব্যথা পেলে বা ভেঙ্গে গেলে বলা হয়। عثرت اصبع فلان بكذا -কবি আ'শা মায়মূন ইব্‌ন কায়স বলেন,

بِذَاتِ لَوث عفرناة اِذَا عَثَرَتْ – فالتَّعس اَدنى لَهَا من ان اقول لَعَا

এখানেও عثرت শব্দটি পিছলিয়ে পড়ার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। عثرت منسم خفها حجرا وغيره অর্থ তার খুরের এক প্রান্তে পাথর বা অন্য কিছুর আঘাত লেগেছে। পরবর্তীকালে তা কোন বস্তুর উপর মৃদুভাবে পতিত হওয়ার অর্থে ব্যবহৃত হতে শুরু করেছে। যেমন বলা হয় عثرت على الغزل بأخرة فلم تدع بنجد قردة এখানে عثر শব্দটি পতিত হওয়ার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

على انهما استحقا অর্থাৎ হলফের পর ওলীদ্বয়ের সম্বন্ধে যদি জানা যায় যে, এ হলফের দ্বারা তারা অপরাধে লিপ্ত হয়েছে। যেমন তাদের সাক্ষ্য আমরা খিয়ানত করিনি এবং কোনরূপ রদ-বদল করিনি।

তাতে তারা মিথ্যাবাদী প্রমাণিত হল। যদি জানা যায় যে, তারা মৃত ব্যক্তির মাল আত্মসাৎ করেছে কিংবা ওসীয়তের মধ্যে রদ-বদল করেছে তবে এ শপথের দ্বারা তারা পাপ অর্জন করল। يَقُوْمَانِ مَقَامَهُمَا তখন মৃত ব্যক্তির ওয়ারিশদের থেকে দুই ব্যক্তি তাদের স্থলবর্তী হবে। ঐ ওয়ারিশ যাদের জন্য তাদের দুইজনকে ওসীয়ত করা হয়েছে। ব্যাখ্যাকারগণও অনুরূপ মতামত ব্যক্ত করেছে।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১২৯৫৯. সাঈদ ইবৃন জুবায়র (র) اَوْ اٰخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ এর ব্যাখ্যায় বলেন, কোন ব্যক্তি যদি মুশরিকদের দেশে গমন করে এবং তথায় মারা যায় তবে সে দুইজন কিতাবীকে ওসীয়ত করবে। তারা আসরের পর শপথ করবে। হলফের পর যদি জানা যায় যে, তারা এতে খিয়ানত করেছে তবে মৃত ব্যক্তির ওয়ারিশগণ তাদের বিরুদ্ধে হলফ করবে।

১২৯৬০. ইব্রাহীম (র) হতে অনুরূপ বর্ণিত রয়েছে।

১২৯৬১. ইব্ন 'আব্বাস (রা) বলেন اَوْ اٰخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ অর্থ অমুসলিমদের থেকে দুইজনকে সাক্ষী বানাবে। تَحْبِسُوْنَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلٰوةِ তাদের সাক্ষ্যের ব্যাপারে সন্দেহ হলে সালাতের পর তাদের থেকে শপথ করানো হবে "মহান আল্লাহর কসম আমরা আমাদের সাক্ষ্য দ্বারা কোন প্রকার লাভবান হইনি"। মৃত ব্যক্তির ওয়ারিশগণ যদি কাফির সাক্ষ্যদ্বয়ের ব্যাপারে জানতে পারে যে, তারা তাদের বক্তব্যে মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করেছে তবে মৃত ব্যক্তির ওয়ারিশগণ তাদের স্থলবর্তী হবে এবং শপথ করে বলবে যে, কাফিরদের সাক্ষ্য বাতিল। আমাদের নিকট তা গ্রহণ যোগ্য নয়। فَاِنْ عُثِرَ عَلٰى اَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا আয়াতাংশে একথাই বলা হয়েছে। এর অর্থ যদি তারা জানতে পারে যে, কাফিরদ্বয় মিথ্যা বলেছে। فَاٰخَرَانِ يَقُوْمَانِ مَقَامَهُمَا মৃত ব্যক্তির ওলীদের থেকে দুই ব্যক্তি তাদের স্থলবর্তী হয়ে আল্লাহর পাকের নামে শপথ করে বলবে, কাফিরদের প্রদত্ত সাক্ষ্য বাতিল। আমাদের কাছে তা গ্রহণ যোগ্য নয়। এভাবে কাফিরদের সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যাত হবে এবং ওলী- ওয়ারিশগণের সাক্ষ্য গ্রহণ যোগ্য হবে।

১২৯৬২. কাতাদা (র) فَاِنْ عُثِرَ عَلٰى اَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا এর ব্যাখ্যায় বলেন, তারা খিয়ানত করেছে, মিথ্যা বলেছে অথবা সাক্ষ্য গোপন করেছে বলে জানা গেলে।

ইমাম আবূজা'ফর তাবারী (র) বলেন, যদি প্রকাশ পায় যে, তারা অপরাধে লিপ্ত হয়েছে তবে অপর দুই ব্যক্তি থেকে শপথ গ্রহণ করা হবে। তা কিভাবে করা হবে, এ বিষয়ে ব্যাখ্যাকারদের মধ্যে একাধিক মত রয়েছে। কেউ কেউ বলেন, মৃত ব্যক্তি ওসীয়তের ব্যাপারে অমুসলিমদের থেকে যে দুই ব্যক্তিকে সাক্ষী বানিয়েছে, তদের সাক্ষ্যের মধ্যে সন্দেহ হলে তাদের দু'জন থেকে শপথ নেওয়া হবে। তারা এ মর্মে সাক্ষ্য দিবে যে, অমুক তার সমস্ত মালের ব্যাপারে আমাকে ওসীয়ত করেছে, অথবা তার অমুক সন্তানকে অমুক সন্তানের চেয়ে অধিক মাল প্রদান করার জন্য আমাকে ওসীয়ত করেছে।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১২৯৬৩. ইব্‌ন 'আব্বাস (র) বলেন, يَـاَيُّـهَا الَّـذِيْـنَ اٰمَـنُـوْا شَـهَـادَةُ بَـيْـنِـكُـمْ اِذَا حَـضَـرَ اَحَـدَكُـمُ الْـمَـوْتُ حِـيْـنَ الْـوَصِـيَّـةِ اثْـنَـانِ ذَوَى عَـدْلٍ مِّـنْـكُـمْ اَوْ اٰخَـرَانِ مِـنْ غَـيْـرِكُـمْ অর্থ মুসলমানদের থেকে দুজন। اَوْ اٰخَـرَانِ مِـنْ غَـيْـرِكُـمْ অমুসলিমদের থেকে দুজন। সালাতের পর তারা শপথ করবে। যদি আল্লাহর নির্ধারিত হুকুমের খেলাফ কোন বিষয়ের শপথ করে اَوْ اٰخَـرَانِ مِـنْ غَـيْـرِكُـمْ তবে মৃত ব্যক্তির ওলী ওয়ারিশদের থেকে দুই ব্যক্তি তাদের স্থলবর্তী হবে। তারা মহান আল্লাহর নামে শপথ করবে এবং বলবে, মৃত ব্যক্তি এরূপ ওসীয়ত করতে পারে না অথবা বলবে সাক্ষীদ্বয় মিথ্যাবাদী। আর আমাদের সাক্ষ্য অবশ্যই তাদের সাক্ষ্য হতে অধিকতর সত্য।

১২৯৬৪. সুদ্দী (র) বলেন, সাক্ষীদ্বয়কে তাদের ধর্মীয় উপাসনার পর অপেক্ষমান রাখা হবে। তারা আল্লাহর নামে শপথ করে বলবে, আমরা এ শপথের বিনিময়ে কোন মূল্য গ্রহণ করব না, যদি সে আমাদের আত্মীয়ও হয় এবং আমরা মহান আল্লাহর নামে সাক্ষ্য গোপন করব না। করলে আমরা পাপীদের অন্তর্ভুক্ত হব। মৃত ব্যক্তি এভাবেই ওসীয়ত করেছে। আর এ হল তার পরিত্যাজ্য সম্পদ। তাদের সাক্ষ্য দানের পর ইমাম এ সাক্ষ্য গ্রহণ করে নিবে। অতঃপর ইমাম মৃত ব্যক্তির ওলী ওয়ারিশগণকে বলবেন, তোমরা ঐ স্থানে যাও এবং লোকদেরকে তাদের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা কর। তাদের ব্যাপারে যদি আত্মসাতের কোন অভিযোগ পাও অথবা কেউ যদি তাদের ব্যাপারে আপত্তি উত্থাপন করে তবে আমি তাদের সাক্ষ্য বাতিল করে দিব। তখন মৃত ব্যক্তির ওলী ওয়ারিশগণ যাবে এবং এলাকার লোকদেরকে জিজ্ঞাস করবে। যদি তারা এমন কাউকে খুঁজে পায় যারা তাদের প্রতি অভিযোগ উত্থাপন করে অথবা তাদেরকে অপসন্দ করে কিংবা তাদের আত্মসাৎ করার উপর অবগত থাকে তবে ওলী ওয়ারিশগণ ইমামের নিকট এসে সাক্ষ্য দিবে এবং আল্লাহর নামে শপথ করে বলবে-আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তারা আত্মসাৎকারী, ধর্মীয় দৃষ্টিতে অভিযুক্ত ও সমালোচিত। আমাদের সাক্ষ্য তাদের সাক্ষ্য হতে অধিকতর সত্য। আমরা সীমালংঘন করিনি। আল্লাহর তা'আলার বাণী فَـاِنْ عُـثِـرَ عَلٰى اَنَّـهُـمَا اسْـتَـحَـقَّـا اِثْـمًـا فَـاٰخَـرَانِ يَـقُـوْمَـانِ مَـقَـامَـهُـمَـا مِـنَ الَّـذِيْـنَ اسْـتَـحَـقَّ عَـلَـيْـهِـمُ الْاَوْلَـيٰـنِ তে এ কথাই বর্ণনা করা হয়েছে।

অন্যান্য ব্যাখ্যাকারদের মতে সাক্ষীদ্বয়কে শপথ করার জন্য বাধ্য করা হবে। কেননা তাদের দাবী হচ্ছে মৃত ব্যক্তি তাদেরকে তার ধন সম্পদের কিয়দংশের ব্যাপারে ওসীয়ত করেছে। পক্ষান্তরে তাদের দাবীর ব্যাপারে সন্দেহ হলে তাদের স্থলে অপর দু ব্যক্তি সাক্ষী হবে।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১২৯৬৫. ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন ইয়া'মুর (র) মহান আল্লাহর বাণী تَـحْـبِـسُـوْنَـهُـمَـا مِـنْ بَـعْـدِ الـصَّـلٰـوةِ فَـيُـقْـسِـمَـانِ بِـاللّٰـهِ এর ব্যাখ্যায় বলেন, তারা বলবে, মৃত ব্যক্তি এভাবে এভাবে ওসীয়ত করেছে। فَـاِنْ عُـثِـرَ عَلٰى اَنَّـهُـمَا اسْـتَـحَـقَّـا اِثْـمًـا যদি প্রকাশ হয় যে, তারা তাদের দাবীতে অপরাধে লিপ্ত হয়েছে। فَـاٰخَـرَانِ يَـقُـوْمَـانِ مَـقَـامَـهُـمَـا مِـنَ الَّـذِيْـنَ اسْـتَـحَـقَّ عَـلَـيْـهِـمُ الْاَوْلَـيٰـنِ অপর দু'

ব্যক্তি শপথ করে বলবে, মৃত ব্যক্তি তোমাদেরকে এভাবে ওসীয়ত করেনি, যেভাবে তোমরা বলছ। ইমাম আবু জা'ফর তাবারী (র) বলেন, আমার মতে আয়াতাংশের বিশুদ্ধতম ব্যাখ্যা হলো, মৃতব্যক্তির ওলী ওয়ারিশগণ যদি সাক্ষীদ্বয়ের উপর ধন-সম্পদ আত্মসাৎ করার অপবাদ দেয় এবং ওলী-ওয়ারিশগণের দাবী প্রত্যাখ্যান করে, তবে সাক্ষীদ্বয়কে শপথ করার জন্য বাধ্য করা হবে। আর সাক্ষ্যের মাধ্যমে যদি অপবাদ সত্য প্রমাণিত হয় এবং তাদের ব্যাপারে যদি আরো কোনরূপ সন্দেহ হয়, তবে অপর দুই ব্যক্তি তাদের স্থলাভিসিক্ত হবে। সাক্ষীদ্বয়ের বিরুদ্ধে অপবাদ প্রমাণ করার ক্ষেত্রে ওয়ারিশকেও শপথ করতে হবে। সাক্ষীদ্বয় যদি ওয়ারিশদের দাবী আংশিক মেনে নেয় অথবা পুরাপুরি মেনে নেয় তাতেও ওয়ারিশদের কথা প্রমাণিত হবে। এ ক্ষেত্রে মৃত ব্যক্তির ওলী-ওয়ারিশগণ সাক্ষীদ্বয়ের স্থলাভিসিক্ত হবে।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১২৯৬৬. ইব্ন 'আব্বাস (রা) বলেন, একবার বানী সাহম গোত্রের এক ব্যক্তি তামীমদারী ও আদী ইবন বাদ্দা (রা) এর সাথে সফরে বের হলেন। তারপর সাহমী ব্যক্তি এমন দেশে গিয়ে মারা যায়, যেখানে কোন মুসলমান ছিল না। অতঃপর তারা দুজন তার পরিত্যাজ্য সম্পদ মৃত ব্যক্তির ওয়ারিশদের নিকট পৌছিয়ে দেন। কিন্তু তিনি যে পেয়ালাটি সংঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন, তারা সেটা পেলনা। এটি ছিল স্বর্ণের নিকেল করা। কিন্তু স্বর্ণের রূপার পেয়ালা। তখন রাসূলাল্লাহ্ (সা) তাদের উভয়ের নিকট থেকে শপথ গ্রহণ করলেন। তবুও তারা স্বীকার করলেন না। এমন সময় সে পেয়ালাটি মক্কায় একজন লোকের নিকট পাওয়া গেল। সে তাদেররকে জানাল যে, পেয়ালাটি সে তামীম দারী ও আদী ইব্ন বাদ্দা (রা) থেকে ক্রয় করেছে। এই তথ্যের প্রেক্ষিত্রে সাহমীর দুজন আত্মীয় দাঁড়িয়ে শপথ করে বলল, আমাদের সাক্ষ্য তাদের সাক্ষ্যের চেয়ে অধিকতর সত্য। আর এই পেয়ালাটি আমাদের। ইব্ন 'আব্বাস (রা) বলেন, তাদেরই সম্বন্ধে নাযিল হয়েছে يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ আয়াতটি।

১২৯৬৭. ইব্ন 'আব্বাস (রা) তামীম দারী (রা) থেকে يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ এর ব্যাখ্যায় বলেন, আমি এবং আদী ছাড়া সকলেই এই অপরাধ থেকে মুক্ত। পর্বে তারা উভয়েই খৃস্টান ছিলেন। ইসলাম গ্রহণের পূর্বেই তারা ব্যবসার উদ্দেশ্যে সিরিয়া যাতায়াত করতেন। একবার বনী সাহ্মের আযাদকৃত গোলাম বুরায়েল ইব্ন আবী মারয়াম তাদের নিকট ব্যবসার উদ্দেশ্যে আসেন। মাল ক্রয়ের জন্য তার নিকট একটি রৌপ্যের পেয়ালা ছিল। এটাই তার ব্যবসার সবচেয়ে বড় মূলধন ছিল। পথিমধ্যে সে অসুস্থ হয়ে পড়লে তাদের উভয়কে তার মালামাল বাড়ীতে পৌছিয়ে দেওয়ার জন্য ওসীয়ত করে যায়। তামীম দারী (রা) বলেন, লোকটি মারা গেলে আমরা তার পেয়ালাটি বের করে তা এক হাজার দিরহামে বিক্রি করে আমি এবং আদী ইব্ন বাদ্দা ভাগ করে নিয়ে যাই। অতঃপর আমরা দেশে পৌছে তার বাড়ীতে গিয়ে তার আত্মীয় স্বজনদের নিকট পেয়ালাটি ব্যতীত সমস্ত মালামাল পৌছে দেই। পেয়ালাটি তারা খুঁজে না পেয়ে আমাদেরকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে আমরা বললাম, সে এ ছাড়া আমাদেরকে অন্য কোন মালামাল দিয়ে যায়নি। তামীম দারী (রা) বলেন,

রাসূলুল্লাহ্ (সা) মদীনায় হিজরত করার। আমি ইসলাম ধর্মে দিক্ষীত হই। তখন ঐ পেয়ালার ঘটনায় নিজেকে অপরাধী বলে মনে হচ্ছিল। তাই আমি তার পরিবার পরিজনের নিকট এসে এ সম্পর্কে তাদেরকে অবহিত করি এবং তাদের নিকট পাঁচশত দিরহাম প্রদান করে বলি, আমাদের এক সাথীর নিকটও অনুরূপ পরিমাণ মূল্য রয়েছে। এ সংবাদ পেয়ে তারা দ্রুত তার নিকট পৌছে। হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁদেরকে প্রমাণ পেশ করার জন্য হুকুম করেন। এতে তারা অক্ষম হলে নবী (সা) তাদেরকে তাদের ধর্মের কোন একটি বড় কিছুর নামে শপথ করার জন্য হুকুম করলেন। অতঃপর সে শপথ করল। তখনই আল্লাহ্ তাআলা يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ ....أَنْ تُرَدَّ أَيْمَانٌ م بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ আয়াতটি নাযিল করলেন। এরপর আমর ইব্নুল আস এবং অপর একজন লোক দাঁড়িয়ে তাদের স্বপক্ষে শপথ করলে আদী ইব্ন বাদ্দা তার অংশের পাঁচশত দিরহাম দিতে বাধ্য হয়।

১২৯৬৮. ইক্রামা (রা) হতে বর্ণিত। يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ এর ব্যাখ্যায় বলেন, আদী এবং তামীম দারী (রা) উভয়ই 'বনী লাখম' এর অধিবাসী ছিলেন। তারা খৃস্টান ধর্মাবলম্বী ছিলেন, জাহিলিয়াতের আমলে তারা মক্কায় ব্যবসা-বাণিজ্য করতেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) মদীনায় হিজরত করলে তারা তাদের বাণিজ্যিক মদীনায় স্থানান্তরিত করেন। এসময় আম্র ইব্নুল 'আস (রা) এর আযাদকৃত গোলাম ইব্ন আবী মারিয়া মদীনা শরীফ আগমন করেন। তার ইচ্ছা ছিল ব্যবসার উদ্দেশ্যে সিরিয়া গমন করা। অতঃপর তারা সকলেই ব্যবসার উদ্দেশ্যে রওয়ানা করলেন। রাস্তায় ইব্ন আবী মারিয়া অসুস্থ হয়ে পড়লে সে তার নিজ হাতে একটি ওসীয়ত নামা লিখে নিজের মাল সামানের মধ্যে তা ঢুকিয়ে রেখে দেয়। এবং এ সব মালামাল তার বাড়ীতে পৌছিয়ে দেওয়ার জন্য তদেরকে ওসীয়ত করে যায়। লোকটি মারা যাওয়া পর তারা তার মালামাল খুলে যা নেওয়ার নিয়ে যায়। তারপর তারা তার বাড়ীতে গিয়ে তার আত্মীয়স্বজনদের নিকট যা ফেরৎ দেওয়ার ফেরৎ দেয়। মৃত ব্যক্তির ওলী ওয়ারিশগণ মাল-সামান খুলে তাতে একটি ওসীয়তনামা দেখতে পায়। এতে যা কিছুর কথা উল্লেখ ছিল, তার সবই তারা পেল। কিন্তু একটি জিনিষ তারা এতে খুজে পেল না। অবশেষে এ সম্বন্ধে তারা তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলে তারা বললো, সে আমাদেরকে এই দিয়েছে এবং আমরা এই মালামালই তার থেকে বুঝে পেয়েছিলাম। অতঃপর তারা তাদেরকে জিজ্ঞাস করল, আপনারা এখান থেকে কোন কিছু বেচা কেনা করেছেন কি? তারা বলল, না। পুনরায় তারা জিজ্ঞাসা করলো, এখান থেকে কোন কিছু হারানো বা ধ্বংস হয়েছে কি? এরপর তারা আবারো জিজ্ঞাসা করল যে, অপনারা এর থেকে কোন ব্যবসা-বাণিজ্য করেছেন কি? তারা বললো, না। অবশেষে তারা বলল, আমরা আমাদের কিছু সামান পাচ্ছি না। আপনাদের প্রতি আমাদের সন্দেহ হচ্ছে। তাই তারা তাদেরকে রাসূলুল্লাহ (সা) এর নিকট নিয়ে গেল। তখন يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ .... আয়াতটি নাযিল হয়। তারপর রাসুলুল্লাহ্ (সা) তাদেরকে আসরের সালাতের পর এ মর্মে শপথ করার জন্য হুকুম করেন যে, আমরা মহান আল্লাহর নামে শপথ করে বলছি, যিনি ব্যতীত আর কোন ইলাহ্ নেই, আমরা এ ছাড়া অন্য কোন মাল বুঝে পাইনি এবং যা পেয়েছি তার থেকে কোন কিছু গোপনও করিনি।

কিছু দিন যেতে না যেতেই একথা প্রকাশ হয়ে গেল যে, স্বর্ণের নিকেল করা নকশাদার রৌপ্যের ঐ পেয়ালাটি তাদের নিকটই আছে। তখণ মৃত ব্যক্তির আত্মীয়রা বলল, এই তো আমাদের সামান। তারাও একথা স্বীকার করল কিন্তু বলল, আমরা তার থেকে এ পেয়ালাটি খরীদ করে নিয়েছি। তবে শপথের সময় এ কথাটি বলতে ভুলে গিয়েছিলাম। এখন আর নিজেদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা পছন্দ করছি না। তখন বিষয়টি রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর নিকট উত্থাপিত হলে فَاِنْ عُثِرَ عَلٰى اَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا اِثْمًا فَاٰخَرَانِ يَقُوْمَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِيْنَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْاَوْلَيٰنِ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) মৃত ব্যক্তির ওলী ওয়ারিশদের মধ্যে হতে দুই ব্যক্তি এ আত্মসাৎ এবং তাদের অধিকারকে প্রমাণিত করার জন্য শপথ করার হুকুম করেন। এ ঘটনার পর তামীম দারী (রা) ইসলাম গ্রহণ করেন এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হাতে বায়আত গ্রহণ করেন। ইসলাম গ্রহণের পর তিনি বলতেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) সত্যই বলেছেন। আমিই পেয়ালাটি নিয়েছিলাম।

১২৯৬৯. ইবন যায়দ (রা) আল্লাহ তাআলার বাণী يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ اِذَا حَضَرَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِيْنَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ এর ব্যাখ্যায় বলেন, এই হুকুম ঐ সময় প্রযোজ্য ছিল, যখন ইসলাম কেবল মদীনায় ছিল। আর গোটা পৃথিবী ছিল কুফরের অন্ধকারে নিমজ্জিত। তখনকার পরিবেশের আল্লাহ্ তা'আলা হুকুম করেছেন, হে মুমিনগণ! তোমাদের কারো যখন মৃত্যুকাল উপস্থিত হয় তখন ওসীয়ত করার সময় তোমাদের মধ্য হতে অর্থাৎ মুসলমানদের থেকে দুইজন ন্যায় পরায়ণ লোককে সাক্ষী রাখবে, অথবা তোমাদের তথা মুসলমানদের ছাড়া অন্যদের থেকে দুইজনকে স্বাক্ষী রাখবে। اِنْ اَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِى الْاَرْضِ فَاَصَابَتْكُمْ مُّصِيْبَةُ الْمَوْتِ অর্থাৎ তখন গোটা আরব ছিল কুফুর ও শিরকে নিমজ্জিত। এহেন পরিস্থিতিতে কোন ব্যক্তি সফরে বের হলে তার সফর অবস্থায় মারা যাওয়ার আশংকা ছিল। এমতাবস্থায় কোন মুসলিম ব্যক্তি মারা যাওয়ার প্রাক্কালে যদি অমুসলিম ব্যক্তিকে ওসীয়ত করে যায়। فَيُقْسِمَانِ بِاللّٰهِ اِنِ ارْتَبْتُمْ ওসীয়তকৃত ব্যক্তিদ্বয়ের ব্যাপারে তোমাদের সন্দেহ হলে দুই ব্যক্তি আল্লাহ পাকের নামে শপথ করবে। যদি মৃত ব্যক্তির ওয়ারিশগণ বলে যে, আমাদের আত্মীয়ের নিকট এই এই মালামাল ছিল। তখন তারা শপথ করে বলবে, মৃত ব্যক্তির নিকট শুধু এই মালই ছিল। فَاِنْ عُثِرَ عَلٰى اَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا اِثْمًا যদি প্রকাশ পায় যে, তারা দু'জন অপরাধে লিপ্ত হয়েছে। অর্থাৎ তারা মিথ্যা ও বাতিল শপথ করেছে। فَاٰخَرَانِ يَقُوْمَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِيْنَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْاَوْلَيٰنِ তাহলে যাদের স্বার্থহানি ঘটেছে তাদের মধ্য হতে তথা মৃত ব্যক্তির ওলী ওয়ারিশদের মধ্য হতে দুই ব্যক্তি তাদের স্থলবর্তী হবে। فَيُقْسِمَانِ بِاللّٰهِ لَشَهَادَتُنَا اَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا اِنَّا اِذًا لَّمِنَ الظّٰلِمِيْنَ এবং তারা আল্লাহর নামে শপথ করে বলবে, আমাদের সাক্ষ্য অবশ্যই তাদের সাক্ষ্য হতে অধিকতর সত্য। অর্থাৎ তারা বলবে, আমাদের আত্মীয়ের নিকট এই এই মালামাল ছিল। অথচ সাক্ষীদ্বয় বলছে যে, তাদের নিকট এই মালামালা ছিল না। এরপর তাদের নিকট যদি ঐ সামান পাওয়া যায় তাহলে তাদের শপথ ওয়ারিশদের নিকট স্থানান্তরিত হয়ে যাবে। তারা শপথ করবে। তাদের শপথের পর যাদের নিকট ওসীয়ত

করা হয়েছিল তারা এ মালের যামানত দিতে বাধ্য থাকবে। তাই আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ذٰلِكَ اَدْنٰى اَنْ يَّاْتُوْا بِالشَّهَادَةِ عَلٰى وَجْهِهَا اَوْ يَخَافُوْا اَنْ تُرَدَّ اَيْمَانٌ بَعْدَ اَيْمَانِهِمْ অধিকতর সম্ভাবনা রয়েছে লোকের যথাযথভাবে সাক্ষ্যদান করার। অথবা শপথের পর আবার তাদেরকে শপথ করানো হবে এই ভয়ের। وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاسْمَعُوْا وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفَاسِقِيْنَ আল্লাহকে ভয় কর এবং শ্রবণ কর, আল্লাহ্ সত্য ত্যাগী তথা এই মিথ্যাবাদী সম্প্রদায় যারা মিথ্যার উপর শপথ করে তাদেরকে সৎপথে পরিচালিত করেন না।

ইব্‌ন যায়দ (র) বলেন, তামীম দারী এবং তার অপর এক সংগী তার সাথে মদীনা আগমন করলেন। তখনো তারা মুসলমন হননি, মুশরিক ছিলেন। মদীনায় আগমনের পর তারা সংবাদ দিলেন যে, এক ব্যক্তি তাদেরকে ওসীয়ত করেছে এবং তারা পরিত্যাজ্য সম্পদ নিয়ে এখানে এসেছে। এ খবরের প্রেক্ষিতে মৃত ব্যক্তির আত্মীয় স্বজনরা বলল, আমাদের আত্মীয়ের নিকট তো এই এই মাল ছিল। তার নিকট তো রৌপ্যের একটি জগ ছিল। এ কথা শুনে সাক্ষীদ্বয় বলল, তার নিকট এই মালামাল ছাড়া আর কিছুই ছিল না। তখন তাদের থেকে আসরের পর শপথ গ্রহণ করা হল। পরে জানা গেল যে, জগটি তাদের নিকট আছে। এই প্রেক্ষিত্রে সাক্ষ্যদানের বিষয়টি মৃত ব্যক্তির ওয়ারিশদের প্রতি হস্তান্তর হল। তাদের শপথের পর উক্ত ব্যক্তিদ্বয়কে আমানত আদায়ের জন্য বাধ্য করা হল।

১২৯৭০. মুজাহিদ, হাসান, ও দাহ্হাক (র) মহান আল্লাহর বাণী اِثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ এর ব্যাখ্যায় বলেন এ আয়াত দুই দেশের দুই খ্রিস্টান ব্যক্তি সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। তাদের একজন ছিল তামীমী এবং অপরজন ছিল ইয়ামনী। একবার তারা ব্যবসায়িক সফরে বের হয়েছিল। এ সফরে কুরায়শের এক আযাদকৃত গোলামও তাদের সংগী হয়েছিল। পথে এক জায়গায় তাদের সামুদ্রিক সফর করতে হয়। তখন কুরায়শীর নিকট নির্দিষ্ট পরিমাণ মাল ছিল। অর্থাৎ কিছু পাত্র কিছু কাপড় এবং কিছু রৌপ্যমুদ্রা ছিল। এ সব কথা মৃত ব্যক্তির ওলী-ওয়ারিশগণ সকলেই জানত। এ সফরে কুরায়শী লোকটি অসুস্থ হয়ে ঐ দুই ব্যক্তিকে ওসীয়ত করে মারা যায়। সে মুতাবিক তারা তার ওসীয়ত ও মালামাল সব কিছু গ্রহণ করে নেয়। অতঃপর তারা বাড়ীতে পৌছে মৃত ব্যক্তির ওলীর ওয়ারিশদের নিকট সমস্ত মালামাল পৌছে দেয়। কিন্তু একটি মাল হাতে করে নিয়ে আসে। এতে মৃত ব্যক্তির আত্মীয়রা মালের ঘাটতি অনুভব করে ঐ লোকদেরকে বলল, তোমরা যা দিয়েছ, এর চেয়েও অধিক মাল নিয়ে আমাদের আত্মীয় বাড়ী থেকে বের হয়েছিল। সে কি এ সময়ের মধ্যে কোন মালামাল বেচা-কেনা করেছে যে, মাল কমে যাবে? নাকি দীর্ঘ দিন রোগ ভোগে চিকিৎসার জন্য টাকা-পয়সা খরচ করে ফেলেছে? উত্তরে তারা বলল, না কিছুই হয়নি। এ কথা শুনে বললো, তোমরা অবশ্যই আমাদের সাথে খিয়ানত করেছ এবং আমাদের মাল আত্মসাৎ করেছ। এই বলে তারা নগদ যা পেল নিয়ে নিল বটে কিন্তু অবশিষ্ট মালের জন্য তারা হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর নিকট বিচার দায়ের করে। তখন আল্লাহ তা'আলা يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ এ আয়াত নাযিল করেন। অতঃপর তাদেরকে সালাতের পর অপেক্ষমান রাখা হয় এবং রাসূলুল্লাহ (স) তাদেরকে শপথ করার জন্য হুকুম করেন। সেই প্রেক্ষিতে নামাযের পর তারা আকাশের স্রষ্টা আল্লাহ্ রবুবল আলামীনের নামে শপথ করে বলল, তোমাদের মুনিব এ পরিমাণ মালই আমাদের কাছে রেখে গেছে। এ

শপথকে আমরা পার্থিব স্বল্প মূল্যের বিনিময়ে বিক্রয় করছি না। যদিও সে আমাদের আত্মীয় হয় না কেন। আর এ ক্ষেত্রে আমরা মহান আল্লাহর সাক্ষ্য গোপন করছিনা। করলে আমরা অপরাধীদের অন্তর্ভুক্ত হব। শপথের পর তাদেরকে ছেড়ে দেয়া হয়। কিছু দিন পর তাদের নিকট মৃত ব্যক্তির একটি পত্র পাওয়া গেলে তাদেরকে আবার ধরে আনা হল। তখন তারা বলল, আমরা এ মাল তার জীবদ্দশায় তার থেকে খরীদ করে নিয়েছি। এভাবে তারা মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করলে তাদেরকে প্রমাণ পেশ করার জন্য বাধ্য করা হয়। তারা প্রমাণ পেশ করতে অক্ষম হলে বিষয়টি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট পেশ করা হয়। এ ঘটনার প্রেক্ষিতে আল্লাহ্ তা'আলা فَاِنْ عُثِرَ আয়াতটি নাযিল করলেন فَاِنْ عُثِرَ যদি প্রকাশ হয়। عَلٰى اَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا اِثْمًا যে তারা দুই দেশী অপরাধে লিপ্ত হয়েছে। অর্থাৎ সত্যকে গোপন করেছে। فَاٰخَرَانِ يَقُوْمَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِيْنَ তাহলে মৃত ব্যক্তির ওয়ারিশদের থেকে অন্য দুই ব্যক্তি اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْاَوْلَيٰنِ যাদের স্বার্থহানি ঘটেছে, তাদের থেকে দুই ব্যক্তি তাদের স্থলবর্তী হবে। فَيُقْسِمَانِ بِاللّٰهِ অতঃপর তারা আল্লাহর নামে শপথ করবে যে, আমাদের আত্মীয়ের এই এই মাল ছিল। আর তাদের নিকট যা কামনা করা হচ্ছে তা সত্য। وَمَا اعْتَدَيْنَا اِنَّا اِذًا لَّمِنَ الظّٰلِمِيْنَ এ ক্ষেত্রে আমরা সীমা লংঘন করিনি। করলে আমরা যালিমদের অন্তর্ভুক্ত হব। এ বক্তব্য মৃত ব্যক্তির ওলী-সাক্ষীদের বক্তব্য। ذٰلِكَ اَدْنٰى اَنْ يَّاْتُوْا بِالشَّهَادَةِ عَلٰى وَجْهِهَا এ পদ্ধতিতেই অধিকতর সম্ভাবনা রয়েছে লোকের যথাযথ ভাবে সাক্ষ্য দান করার। তাই এই পদ্ধতিই অবলম্বন করা উচিত।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, উপরোক্ত বর্ণনাসমূহের আলোকে আমাদের বক্তব্য সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়। অর্থাৎ এ স্থানে আল্লাহ্ তা'আলা সাক্ষীদ্বয়ের উপর শপথ করার হুকুম করেছেন। যেহেতু যাদের নিকট ওসীয়ত করা হয়েছে তাদের প্রতি মৃত ব্যক্তির ওয়ারিশগণ মাল আত্মসাৎ করার অভিযোগ উত্থাপন করেছে অথবা বাদী যেহেতু বিবাদীর উপর শপথ ছাড়া অন্য কিছুতে রাজী নয় এই কারণে। অধিকন্তু সাক্ষীদ্বয়ের সাক্ষ্যের ব্যাপারে কোন অপরাধে লিপ্ত হওয়া অর্থাৎ মিথ্যা বলা প্রকাশিত হওয়ার পর মৃত ব্যক্তির ওয়ারিশগণ যদি দাবী করে যে, এ মালের প্রকৃত মালিকানাও পরিবর্তন হয়ে যাবে। উক্ত বক্তব্যে ভিন্নমত পোষণকারী ব্যাখ্যাকারদের ভ্রান্তিও পরিষ্কারভাবে প্রমাণিত হয়ে যায়। এতে আরো প্রমাণিত হয় যে, এখানে شَهَادَةٌ শব্দটি শপথের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন অন্যত্র আল্লাহ্ তাআলা ইরশাদ করেছেন وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ اَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُمْ شُهَدَاءُ اِلَّا اَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ اَحَدِهِمْ اَرْبَعُ شَهٰدٰتٍ بِاللّٰهِ اِنَّهُ لَمِنَ الصّٰدِقِيْنَ (আর যারা নিজেদের স্ত্রীর উপর অপবাদ আরোপ করে অথচ নিজেরা ব্যতীত তাদের কোন সাক্ষী নেই, তাদের প্রত্যেকের সাক্ষী এই হবে যে, সে আল্লাহর নামে চার বার শপথ করে বলবে যে, সে অবশ্যই সত্যবাদী। সূরা নূর ঃ ৬) এই আয়াতে شَهَادَةٌ শব্দটি শপথের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন কেউ বলল, اشهد بالله انى لمن الصادقين। অনুরূপভাবে شهادة بينكم অর্থ শপথ করা। অর্থাৎ তোমাদের কারো মৃত্যুকাল উপস্থিত হলে ওসীয়ত করার সময় দুইজন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিকে শপথ করবে। মাল পৌছে দেয়ার পর সাক্ষীদ্বয়ের ব্যাপারে সন্দেহ হলে মুসলমানদের ছাড়া অন্য দুই ব্যক্তি শপথ করবে। তাদের এ শপথের মধ্যে

খিয়ানত ও আত্মসাৎ প্রকাশ হলে তাদের পরিবর্তে অন্য দুই ব্যক্তি সাক্ষী হবে। অর্থাৎ তারা শপথ করে বলবে, আমাদের শপথ তাদের শপথের চেয়ে অধিকতর সত্য। এ কথা সর্বজনজ্ঞাত যে, মৃত ব্যক্তিগণ সাক্ষী হতে পারে না, বরং তারা হবে শপথকারী। অতএব لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا আমাদের শপথ তাদের শপথের চেয়ে অধিক সত্য। মোদ্দা করা شَهَادَة অর্থ শপথ, সাক্ষ্য নয়। ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيَانِ এর পাঠ প্রক্রিয়ায় কিরা'আত বিশেষজ্ঞগণের একাধিক মত রয়েছে।

হিজায, ইরাক এবং সিরিয়ার কিরা'আত বিশেষজ্ঞগণ مِنَ الَّذِينَ اسْتُحِقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيَانِ। অর্থাৎ تاء অক্ষরে পেশ সহকারে পাঠ করেন।

আলী উবায় ইব্ন কা'ব (রা) ও হাসান বসরী (র) হতে এর পঠন مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ অর্থাৎ تاء অক্ষরে যবরের সাথে বর্ণিত রয়েছে।

أَوْلَيَانِ এর পাঠ প্রক্রিয়ায়ও কিরা'আত বিশেষজ্ঞগণের মতামত রয়েছে।

মদীনা, সিরিয়া ও বসরার অধিকাংশ কিরা'আত বিশেষজ্ঞগণের পঠন أَوْلَيَانِ-আর কুফাবাসী অধিকাংশ কিরা'আত বিশেষজ্ঞগণের হচ্ছে الْأَوَّلِيْنَ ।

হাসান বসরী (র) হতে এর পঠন مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوَّلَانِ এইভাবে বর্ণিত রয়েছে।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, উপরোক্ত কিরা'আত সমূহের মধ্যে যারা مِنَ الَّذِينَ اسْتُحِقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيَانِ পড়ে অর্থাৎ تاء অক্ষরে পেশ সহকারে পড়ে তাদের কিরা'আতই বিশুদ্ধতম। কেননা কির'আত বিশেজ্ঞগণের অধিকাংশই এ মতের পক্ষে এবং অধিকাংশ ব্যাখ্যাকারও এ মতের সমর্থনে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। কারণ এখানে فَآخَرَانِ বলে মৃত ব্যক্তির ওলী ওয়ারিশগণকে বুঝানো হয়েছে। তাদের থাকার কারণেই সাক্ষীদ্বয় মৃত ব্যক্তির মালে আত্মসাৎ করেছে। তাই তারা ঐ অপরাধী ব্যক্তিদ্বয়ের স্থলবর্তী হবে। তাই কিরাআত اسْتُحِقَّ হবে। কির'আত বিশেষজ্ঞদের অধিকাংশই এর স্বপক্ষে মতামত ব্যক্ত করেছেন, এ কথা আমি পূর্বেই উল্লেখ করেছি। যারা অবশিষ্ট আছেন তাদের কথা আমি এখন আলোচনা করছি।

১২৯৭১. মুজাহিদ (র) মহান আল্লাহর বাণী شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ এর ব্যাখ্যায় বলেন, কোন মু'মিন ব্যক্তি মারা গেলে তবে তার নিকট হয়তো দুজন মুসলমান থাকবে অথবা দুজন কাফির থাকবে। এ দু জাতীয় লোক ছাড়া আর কেউ থাকবে না। তারা মৃত ব্যক্তির পরিত্যাজ্য সম্পদ যা এনে দিবে তাতে ওয়ারিশগণ থাকে তবে তো ভাল। আর যদি তাদের প্রতি তারা অপবাদ আরোপ করে তবে সাক্ষীদ্বয় শপথ করবে যে, তারা নিশ্চয়ই সত্যবাদী। যদি তাদের আত্মসাৎ প্রকাশিত হয় তবে মৃত ব্যক্তির ওয়ারিশদের থেকে দুই ব্যক্তি শপথ করে সাক্ষীদ্বয়ের শপথকে নাকচ করে দিবে।

যারা مِنَ الَّذِيْنَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيَانِ পড়েন তাদের বক্তব্যও সহীহ। প্রত্যাখ্যাত নয়। তবে আমার পছন্দনীয় প্রথমটি। একদিকে তা যেমন অধিকাংশের কিরাআত, ঠিক তেমনি ভাবে তা সাহাবা ও তাবেঈ'য়েন কিরাম কর্তৃক সমর্থিতও বটে। যেমন বর্ণিত আছে—

১২৯৭২. আলী (রা) এর পঠন مِنَ الَّذِيْنَ اسْتُحِقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيْنِ এইরূপ বর্ণিত রয়েছে।

১২৯৭৩. উবায় ইব্‌ন কা'ব (রা) مِنَ الَّذِيْنَ اسْتُحِقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيَانِ পাঠ করতেন।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (রা) বলেন, الاوليان শব্দের বিশুদ্ধতম কিরাআত الاوليان ই। কেননা فَاٰخَرٰنِ يَقُوْمٰنِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِيْنَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمِ الْأَوْلَيَانِ এর অর্থ হচ্ছে فَاٰخَرَانِ يَقُوْمَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِيْنَ اسْتَحَقَّ فِيْهِمُ الْاِثْمُ তারপর الاثم শব্দকে حذف করে الاوليان কে তার স্থলভিষিক্ত করা হয়েছে। الاوليان শব্দে কিসের ভিত্তিতে رفع হয়েছে এ সম্বন্ধে ব্যাকরণবিদদের মতভেদ রয়েছে। বসরাবসী কতিপয় ব্যাকরণবিদের মতে فَاٰخَرَانِ এর بدل (স্থলাভিষিক্ত পদ) হওয়ার ভিত্তিতে এতে رفع হয়েছে। এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে, فاخران শব্দটি نكره আর الاوليان শব্দটি হচ্ছে معرفة । এমতাবস্থায় الاولين শব্দটি কেমন করে فاخران থেকে بدل হবে? জবাবে বল হবে যে, শব্দটি বাহ্যিকভাবে نكره হলেও অর্থের দিক থেকে তা معرفة এর মতই। কেননা يَقُوْمَان مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِيْنَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمْ বাক্যটি فاخران এর صفت হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। এতে এর মধ্যে এক প্রকারের সুনির্দিষ্ট হওয়ার গুণ পয়দা হওয়ায় فاخران থেকে الاوليان কে بدل সাব্যাস্ত করা সহীহ আছে। আরবী কবি রাজিয এর কাব্যেও এর সমর্থন বিদ্যমান আছে। তিনি বলেন

عَلَىَّ يَومَ يَملِكُ الأُمُورَا – صَومُ مَشهُور وجَبَت نُذُورَا

وَبَادِنَا مُقَلَّدًا مَنحُورًا

এখানে عَلَىَّ শব্দ وَاجِب এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কুফাবাসী কোন কোন ব্যাকরণবিদদের মতে • الاوليان শব্দটি فاخران থেকে بدل হয়নি।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, বিশুদ্ধতম মতে الاوليان শব্দটি مفعول مالم يسم فاعله হওয়ার ভিত্তিতে رفع বিশিষ্ট হয়েছে। এর فعل হচ্ছে استحق عليهم। প্রকৃতপক্ষে এ শব্দটি خبر এর স্থানে পতিত হওয়ায় خبر এর মধ্যে যে اعراب দেওয়া হয় এতেও সে اعراب দেওয়া হয়েছে। মূল বক্তব্য ছিল এভাবে فَاٰخَرَانِ يَقُوْمَان مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِيْنَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمْ الاثم بالخيانة। অতঃপর الاوليان শব্দটিকে الاثم এর স্থলাভিষিক্ত করে এভাবে বানানো হয়েছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র ইরশাদ করেছেন أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ। (যারা হাজীদের পানি সরবরাহ্ করে এবং

মসজিদুল হারামের রক্ষণাবেক্ষণ করে তোমরা কি তাদেরকে ঐ লোকদের সম জ্ঞান কর, যারা আল্লাহ ও পরকালে ঈমান আনে। (সূরা তাওবা ঃ ১৯০)

এর অর্থ হল, اَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে وَاُشْرِبُوْا فِىْ قُلُوْبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ (তাদের হৃদয়ে গো বৎস প্রীতি-সিঞ্চিত হয়েছিল-সূরা বাকারা ঃ ৯৩)

হুযায়েল গোত্রের জনৈক কবি বলেছেন—

يُمَشّٰى بَيْنَنَا حَانُوتُ خَمْرٍ - مِنَ الْخُرْسِ الصَّرَاصِرَةِ الْقِطَاطِ

আসলে মূল ইবারত ছিল صاحب حانوت خمر । অতঃপর صاحب শব্দকে حذف করে حانوت خمر কে এর স্থলাভিষিক্ত করা হয়েছে। আল্লাহর বাণী مِنَ الَّذِيْنَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمْ الْاَوْلَيَانِ। এর মধ্যেও এমনটিই হয়েছে।

এস্থানে عليهم শব্দটি فيهم এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন আল কুরআনের অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে— وَاتَّبَعُوْا مَا تَتْلُوا الشَّيٰطِيْنُ عَلٰى مُلْكِ سُلَيْمٰنَ (এর সুলায়মানের রাজত্বে শয়তানগণ যা আবৃত্তি করত সূরা বাকারা ঃ ১-২) এখানে فِىْ مُلْكِ- فِىْ مُلْكِ سُلَيْمَانَ এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে وَلَاُصَلِّبَنَّكُمْ عَلٰى جُذُوْعِ النَّخْلِ এবং আমি তোমাদেরকে খর্জুর বৃক্ষের কাণ্ডে শূলবিদ্ধ করবই। সূরা তাহা ঃ ৭১) এখানে فى শব্দটি على এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আর পূর্বের আয়াতে فى শব্দটি على অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ এতদুভয়েরর প্রত্যেকটি অন্যটির অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। কোন এক কবি বলেন,

مَتٰى تُنْكِرُوْهَا تَعْرِفُوْهَا - عَلٰى اَقْطَارِهَا عَلَقٌ نَفِيْثُ

এখানেও على শব্দটি فى অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

এক দল ব্যাখ্যাকার فَاِنْ عُثِرَ عَلٰى اَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا اِثْمًا فَاٰخَرَانِ يَقُوْمَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِيْنَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْاَوْلَيَانِ এর ব্যাখ্যায় বলেন, মুসলমানদের অপর দুই ব্যক্তি অথবা এমন দুই ব্যক্তি যারা প্রথমে যে দুই ব্যক্তি শপথ করেছে তাদের তুলনায় অধিকতর ন্যায় পরায়ণ।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১২৯৭৪. শূরায়হ (র) يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ اِذَا حَضَرَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِيْنَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ اَوْ اٰخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ এর ব্যাখ্যায় বলেন, কোন ব্যক্তি যদি ভিন্ন দেশে সফরে থাকে এবং কোন মুসলমানকে তার ওসীয়তের ব্যাপারে সাক্ষী বানানোর জন্য না পায়—এমতাবস্থায় সে নিরুপায় হয়ে যদি কোন ইয়াহুদী, খৃষ্টান অথবা অগ্নিপূজককে সাক্ষী বানায়,

তাদের সাক্ষ্য জায়েয হবে। তারপর যদি দুইজন মুসলমান তাদের সাক্ষ্যের খেলাফ সাক্ষ্য দেয় তাহলে মুসলমানদের সাক্ষ্যই গ্রহণযোগ্য হবে। আর পূর্বের দুই জনের সাক্ষ্য বাতিল হয়ে যাবে।

১২৯৭৫. কাতাদা (রা) فَإِنْ عُثِرَ এর ব্যাখ্যায় বলেন, যদি প্রকাশ হয় যে, তারা খিয়ানত করেছে অর্থাৎ মিথ্যা বলেছে অথবা সত্য গোপন করেছে। এমতাবস্থায় তাদের তুলনায় অধিক ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি যদি তাদের মতের বিপরীত সাক্ষ্য দেয় তবে পরবর্তী দু'জনের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে এবং প্রথম দুই জনের সাক্ষ্য বাতিল হয়ে যাবে।

১২৯৭৬. ইব্ন 'আব্বাস (র) এর পঠন مِنَ الَّذِيْنَ اسْتُحِقَّ عَلَيْهِمُ الْاَوَّلِيْنَ এইভাবে ছিল। তিনি বলেন, এটি اوليان হবে কেমন করে? তারা ছোট হবে তখন কি অবস্থা হবে?

১২৯৭৭. ইব্ন 'আব্বাস (রা) الَّذِيْنَ اسْتُحِقَّ عَلَيْهِمُ الْاَوَّلِيْنَ পাঠ করতেন এবং তিনি বলতেন, যদি দুইজন ছোট হয়, তাহলে তারা কেমন করে পূর্ববর্তী দুই জনের স্থলবর্তী হবে?

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (রা) বলেন, আমার মতে ইব্ন 'আব্বাস (রা) শুরায়হ এবং কাতাদা (রা) এর অনুরূপ অভিমত পোষণ করেন। তার মতে অপর দুইজন মুসলমান ব্যক্তি পূর্বোক্ত দুই খৃষ্টান অথবা দুইজন ন্যায় পরায়ণ মুসলমানের স্থলবর্তী হবে। পরবর্তী দুইজন পূর্ববর্তী দুইজন সাক্ষী অথবা শপথকারীর তুলনায় অধিক ন্যায়পরায়ণ হবে

'সাক্ষীর উপর শপথ আবশ্যক, আল্লাহ্ তা'আলার এরূপ কোন হুকুম নেই—এ বিষয়ে 'আলিমগণ সকলেই একমত। এতে সুস্পষ্টভাবে একথা প্রতীয়মান হয় যে, উক্ত ব্যাখ্যা ছাড়া অন্য যত ব্যাখ্যা আছে সেগুলোর তুলনায় এ ব্যাখ্যাটি সর্বাধিক উত্তম।

الْاَوَّلِيْنَ অর্থ পূর্ববর্তী শপথকারী দুই ব্যক্তির তুলনায় যারা মৃত ব্যক্তির অধিক নিকটবর্তী। অবশ্য الْاَوَّلِيْنَ অর্থ الاولى باليمين منها ও হতে পারে। অতঃপর منها কে এর থেকে حذف করে দেওয়া হয়েছে। আরবদের মধ্যে এরূপ করার নিয়ম প্রচলিত আছে। যেমন বলা হয় فلان افضل এতে উদ্দেশ্য হল فلان افضل منك-অর্থাৎ অমুক তোমার থেকে উত্তম। আর এটা তারা তখনই করে যখন اسم تفضيل، خبر এর স্থানে ব্যবহৃত হয়। পক্ষান্তরে যদি اسم، اسم تفضيل -এর স্থানে ব্যবহৃত হয় এর মধ্যে الف و لام হয়। আর যে কথা অতীত হয়ে গেছে এরূপ বাক্যের জবাবে اسم تفضيل ব্যবহৃত হলে তখন এতেও اسم تفضيل এ الف ولام হয়। যেমন বলা হয় هذا الاشرف وهذا ও الافضل। অর্থ হল, هو الاشرف منك —সেই তোমার থেকে উত্তম। ইবন যায়দ (র) বলেন, এর অর্থ যারা মৃত ব্যক্তির অধিক নিকটবর্তী।

১২৯৭৮. ইব্ন ওয়াহাব (র) ইব্ন যায়দ (র) হতে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

মহান আল্লাহর বাণী فَيُقْسِمَانِ بِاللّٰهِ لَشَهَادَتُنَا اَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا اِنَّا اِذًا لَّمِنَ الظّٰلِمِيْنَ (তারা আল্লাহর নামে শপথ করে বলবে, আমাদের সাক্ষ্য অবশ্যই তাদের সাক্ষ্য হতে অধিকতর সত্য)-এর ব্যাখ্যায় ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (রা) বলেন,

সাক্ষীদের ব্যাপারে এ কথা প্রকাশিত হওয়ার পর যে, তারা মৃত ব্যক্তির মাল আত্মসাৎ করেছে তবে মৃত ব্যক্তির নিকটবর্তী দুই ব্যক্তি তাদের স্থলবর্তী হবে এবং তারা শপথ করে বলবে, لَشَهَادَتُنَا اَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا পূর্বোক্ত শপথকারী দুই ব্যক্তির শপথের তুলনায় আমাদের শপথ অধিকতর সত্য। তাদের শপথ মিথ্যা। তারা মৃত ব্যক্তির মাল আত্মসাৎ করেছে। আমরা সীমালংঘন করিনি অর্থাৎ আমাদের শপথের ব্যাপারে আমরা হক লংঘন করিনি। আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, اعتداء অর্থ সীমালংঘন করা। اِنَّا اِذًا لَّمِنَ الظّٰلِمِيْنَ আমরা আমাদের শপথে সীমালংঘন করলে এবং মিথ্যা ও বাতিল পন্থা অবলম্বন করলে আমরা জালিমদের অন্তর্ভুক্ত হবো। অর্থাৎ ঐ সমস্ত লোকদের অন্তর্ভুক্ত হব, যারা মিথ্যা শপথ করে অন্যের মাল আত্মসাৎ করে।

মহান আল্লাহ্র বাণী—

(١٠٨) ذٰلِكَ اَدْنٰۤى اَنْ يَّاْتُوْا بِالشَّهَادَةِ عَلٰى وَجْهِهَاۤ اَوْ يَخَافُوْۤا اَنْ تُرَدَّ اَيْمَانٌۢ بَعْدَ اَيْمَانِهِمْ ؕ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاسْمَعُوْا ؕ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ ۟

১০৮. এই পদ্ধতিতেই অধিকতর সম্ভাবনা রয়েছে লোকের যথাযথ সাক্ষ্যদানের অথবা শপথের পর আবার তাদেরকে শপথ করানো হবে— এই ভয়ের। আল্লাহ্কে ভয় কর এবং শ্রবণ কর। আল্লাহ্ সত্যত্যাগী সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না।

ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, ذٰلِكَ ওসীয়তের ব্যাপারে আমি তোমাদেরকে যা বলেছি। অর্থাৎ তাদের ব্যাপারে যদি তোমাদের সন্দেহ হয় এবং যাদেরকে সালাতের পর অপেক্ষমান রাখা হয়েছে, তারা ওসীয়তের বিষয়ে যে শপথ করেছে, এতে যদি তোমরা মাল আত্মসাৎ করার অপবাদ তাদের প্রতি আরোপ কর তাহলে এর গুরাহা হিসাবে আমি তোমাদেরকে যা বলেছি اَدْنٰى অধিকতর সম্ভাবনা রয়েছে তাদের জন্য اَنْ يَّاْتُوْا بِالشَّهَادَةِ عَلٰى وَجْهِهَا সত্য সাক্ষ্যদানের অর্থাৎ তোমরা যদি এ পদ্ধতি অবলম্বন কর তবে এতে অধিকতর সম্ভাবনা রয়েছে তাদের সত্য শপথ করার। এ অবস্থায় তারা সত্য গোপন করতে পারবে না এবং খিয়ানতও করতে পারবে না। বরং যা সত্য তা স্বীকার করে নিতে বাধ্য হবে। اَوْ يَخَافُوْا اَنْ تُرَدَّ اَيْمَانٌ بَعْدَ اَيْمَانِهِمْ অর্থাৎ যাদেরকে ওসীয়ত করা হয়েছে তারা মহান আল্লাহর নামে শপথ করতে গিয়ে অপরাধে লিপ্ত হয়েছে এ কথা প্রকাশ হলে তাদেরকে মৃত ব্যক্তির ওলী-ওয়ারিশগণের সামনে পুনরায় শপথ করানো হবে এবং মানুষের সামনে তাদেরকে আপদস্থ করা হবে-এই আশংকায় তারা সত্য সাক্ষ্য দিবে এবং সত্য সত্য শপথ বাক্য উচ্চারণ করবে। ব্যাখ্যাকারগণও অনুরূপ মতামত ব্যক্ত করেছেন, পূর্বে এ সম্বন্ধে এর কিছু বর্ণনা করেছি। আর অবশিষ্ট বর্ণনা সমূহ এখানে উল্লেখ করব।

১২৯৭৯. ইবন 'আব্বাস (রা) فَإِنْ عُثِرَ عَلَى أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا اثْمًا এর ব্যাখ্যায় বলেন, যদি একথা প্রকশ হয় যে, কাফির সাক্ষীদ্বয় মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করেছে। مَقَامَهُمَا তবে মৃত ব্যক্তির ওলীদের থেকে অপর দুই ব্যক্তি তাদের স্থলবর্তী হবে এবং তারা শপথ করে বলবে, কাফির সাক্ষীদ্বয়ের সাক্ষ্য অসত্য ও বাতিল। আমরা তাদের এ সাক্ষ্য হিসাবে গণ্য করি না। এরূপ বলার পর কাফির সাক্ষীদ্বয়ের সাক্ষ্য নাকচ হয়ে যাবে এবং মৃত ব্যক্তির নিকট আত্মীয়দের সাক্ষ্য কার্যকরী হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, এ পদ্ধতিতে অধিকতর সম্ভাবনা রয়েছে কাফির লোকদের যথাযথ সাক্ষ্যদানের অথবা শপথের পর আবার তাদেরকে শপথ করানো হবে এই ভয়ের। মুসলমান সাক্ষীদের উপর কোন শপথ নেই। শপথ তো কেবল কাফির সাক্ষীদের উপর।

১২৯৮০. কাতাদা (রা) মহান আল্লাহর বাণী ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ এর ব্যাখ্যায় বলেন, এই পদ্ধতিতে অধিকতর সম্ভাবনা রয়েছে সত্য সাক্ষ্যদানের অথবা শাস্তির আশংকা করার।

১২৯৮১. ইবন যায়দ (র) أَوْ يَخَافُوا أَنْ تُرَدَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ এর ব্যাখ্যায় বলেন, ফলে তাদের সাক্ষ্য বাতিল হয়ে যাবে এবং মৃত ব্যক্তির ওলী-ওয়ারিশগণের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে। অন্যান্য ব্যাখ্যাকারদের মতে, সাক্ষীদ্বয় অপরাধে লিপ্ত হলে অপর দুই ব্যক্তি তাদের স্থলবর্তী হবে।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১২৯৮২. সুদ্দী (র) বলেন, তাদেরকে তাদের ধর্মীয় উপাসনার পর অপেক্ষমান রাখা হবে। অতঃপর তারা আল্লাহর নামে শপথ করে বলবে, এর বিনিময়ে আমরা কোন মূল্য গ্রহণ করব না। যদিও সে আত্মীয় হোক কেন। এবং আমরা আল্লাহর সাক্ষ্যকে গোপন করব না। করলে আমরা অপরাধীদের অন্তর্ভুক্ত হব। অর্থাৎ তোমাদের আত্মীয় এই মালের ব্যাপারেই ওসীয়ত করেছে। আর এই হচ্ছে তার পরিত্যাজ্য সম্পদ। তারপর ইমাম তাদেরকে শপথের পূর্বে বলবে তোমরা সাক্ষ্যে গোপনীয়তা অবলম্বন করে থাকলে তোমাদেরকে তোমাদের কওমের লোকদের সামনে অপদস্থ করব এবং তোমাদের সাক্ষ্য কার্যকরী করব না। বরং এরূপ করাতে তোমদেরকে শাস্তি প্রদান করব। এ পদ্ধতিতে-ই অধিকতর সম্ভাবনা রয়েছে লোকদের সত্য সাক্ষ্য প্রদান করার।

মহান আল্লাহর বাণী وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ (এবং আল্লাহকে ভয় কর এবং শ্রবণ কর আল্লাহ সত্যত্যাগী সম্প্রদায়কে সৎ পথে পরিচালিত করেন না।) এর ব্যাখ্যায় ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, হে লোক সকল, আল্লাহ্‌কে ভয় কর, শপথের ব্যাপারে লক্ষ্য রাখবে, যেন তা মিথ্যা না হয়ে যায়, এর দ্বারা যেন হারাম মাল উপার্জন না করা হয় এবং আমানতে যেন খিয়ানত না করা হয়। وَسْمَعُوا তোমাদেরকে যা বলা হয়, সে মুতাবিক আমল কর। وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ যারা তাদের প্রতিপালকের অবাধ্য, তার বিরুদ্ধচরণ করে এবং শয়তানের আনুগত্য করে, তাদেরকে আল্লাহ তা'আলা সৎপথে চলার তাওফীক দান করেন না। এখানে فَاسِق অর্থ মিথ্যাবাদী।

১২৯৮৩. ইবন যায়দ (র) বলেন, وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ অর্থ মহান আল্লাহ্ ঐ মিথ্যাবাদী সম্প্রদায়কে সঠিক পথে পরিচালিত করেন না যারা মিথ্যা শপথ করে। ইমাম তাবারী (র) বলেন, ইবন যায়দ (র) এর এ ব্যাখ্যা গ্রহণ করা যায়। তবে এখানে আল্লাহ্ তা'আলা ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ ব্যবহার করেছেন। সব ধরনের ফাসিক লোকই এর অন্তর্ভুক্ত। উপরোক্ত আয়াত দুটো منسوخ (রহিত) না محكم (অরহিত) বিধিবদ্ধ এ সম্বন্ধে মতভেদ রয়েছে। কারো মতে আয়াতদুটো রহিত হয়ে গেছে।

যাঁরা এ মত পোষণ করেন ঃ

১২৯৮৪. ইবরাহীম (র)-এর মতে আয়াত দুটো রহি হয়ে গেছে।

১২৯৮৫. ইবন 'আব্বাস (রা) বলেন, يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ আয়াত রহিত হয়ে গেছে। অন্য আরেক দলের মতে, আয়াত দুটো রহিত হয়নি। বরং এর হুকুম এখনো কার্যকরী আছে। যাঁরা এ মত পোষণ করেন, পূর্বে তাঁদের অধিকাংশের মতামত উল্লেখ করা হয়েছে।

ইমাম আবূজা'ফর তাবারী (র) বলেন, বিশুদ্ধতম মতানুসারে আয়াত দুটোর হুকুম রহিত হয়নি। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা ইসলামী শরীআতে আমাদেরকে যে বিধান দিয়েছেন, তা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নবুওয়ত কাল হতে কিয়ামত পর্যন্ত অব্যহত থাকবে। আর তা হল এই যে, বাদীর নিকট যদি তার দাবীর স্বপক্ষে কোন প্রমাণ না থাকে, তবে বিবাদী শপথ করার মাধ্যমে বাদীর অভিযোগ থেকে অব্যাহতি পেতে পারবে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, কেউ যদি দাবী করে যে, অমুকের নিকট আমার মাল পাওয়া গেছে। কিন্তু বিবাদী যদি বলে আমি এই মাল তার থেকে খরীদ করে নিয়েছি, তবে যার হাতে মাল আছে, তার কথা গ্রহণযোগ্য হবে।

মোট কথা, অকাট্য প্রমাণ ব্যতীত কোন আয়াত সম্বন্ধে এ কথা বলা আদৌ উচিত নয় যে, তা রহিত হয়ে গেছে। এ অকাট্য প্রমাণ আল্লাহর পক্ষ হতে হতে পারে রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর পক্ষ হতে পারে এবং খবরে মশাহুর হতে পারে। আর এ সব কিছু না পাওয়া পর্যন্ত রহিত হওয়ার দাবী কখনো গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।

মহান আল্লাহ্‌র বাণী—

(١٠٩) يَوْمَ يَجْمَعُ اللّٰهُ الرُّسُلَ فَيَقُوْلُ مَاذَآ اُجِبْتُمْ ؕ قَالُوْا لَا عِلْمَ لَنَا ؕ اِنَّكَ اَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ ۝

১০৯. স্মরণ কর, যেদিন আল্লাহ্ রাসূলগণকে একত্র করবেন এবং জিজ্ঞাসা করবেন, তোমরা কী উত্তর পেয়েছিলে? তারা বলবে, আমাদের তো জানা নেই; আপনিই তো অদৃশ্য সম্বন্ধে সম্যক পরিজ্ঞাত।

ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম আবূ জাফর তাবারী (র) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, হে লোক সকল! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নসীহত ও উপদেশ শ্রবণ কর এবং আল্লাহ্ যেদিন রাসূলগণকে একত্র করবেন, সেদিন সম্বন্ধে সতর্ক

হও। يوم يجمع এর পূর্বে واحذروا একটি ক্রিয়া ছিল। وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاسْمَعُوْا এখানে উল্লেখ থাকায়। واحذروا ক্রিয়াটিকে حذف করে দেওয়া হয়েছে। কবি রাজিয বলেন,

عَلَفْتُهَا تِبْنًا وَّمَاءً بَارِدًا - حَتّٰى شَتَتْ هَمَّالَةً عَيْنَاهَا

এখানে ماءابارداً এর পূর্বে একটি ক্রিয়া ছিল। তা হল سَقَيْتُهَا। عَلَفْتُهَا تِبْنًا উল্লেখ থাকার ভিত্তিতে سَقَيْتُهَا ক্রিয়াটিকে حذف করে দেওয়া হয়েছে। অনুরূপভাবে يوم يجمع এর পূর্বে যে ক্রিয়াটি ছিল তাকে حذف করে দেওয়া হয়েছে। مَاذَا أُجِبْتُمْ অর্থ তোমরা যখন তোমাদের উম্মতকে আমার তওহীদের, আমাকে স্বীকার করার আনুগত্য করার এবং গুনাহ হতে বেঁচে থাকার জন্য দাওয়াত দিয়েছিলে, তখন তারা তোমাদের কী উত্তর দিয়েছিল? তারা বলবে, এ বিষয়ে আমাদের তো কোন জ্ঞান নেই।

لاعلم لنا এর ব্যাখ্যা সম্বন্ধে ব্যাখ্যাকারগণের একাধিক মত রয়েছে। কোন কোন ব্যাখ্যাকার বলেন, لَاعِلْمَ لَنَا বলে নবী-রাসূলগণ এ কথা অস্বীকার করেন নি যে, তারা তাদের উম্মতের কার্যকলাপ সম্বন্ধে অবহিত নন। বরং এই দিনের ভয়াবহতার কারণে তারা সব ভুলে যাবেন। তারপর তাদের হুঁশ জ্ঞান ফিরে আসার পর তারা আবার নিজ নিজ উম্মতের ব্যাপারে সাক্ষ্য দিবেন।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১২৯৮৬. সুদ্দী (র) يَوْمَ يَجْمَعُ اللّٰهُ الرُّسُلَ فَيَقُوْلُ مَاذَا أُجِبْتُمْ قَالُوْا لَاعِلْمَ لَنَا এর ব্যাখ্যায় বলেন, তখন তারা এক পর্যায়ে জ্ঞান হারা হয়ে যাবেন। আর সে আবস্থায় তাদেরকে প্রশ্ন করা হলে তারা বলবেন, আমাদের এ সম্বন্ধে কোন জান নেই। এ অবস্থা কেটে যাওয়ার পর তারা তাদের কাওমের ব্যাপারে সাক্ষ্য প্রদান করবেন।

১২৯৮৭. আমবাসা (র) বলেন, আমি হাসান (র) কে يَوْمَ يَجْمَعُ اللّٰهُ الرُّسُلَ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলতে শুনেছি যে, সেদিনের ভয়বাহতার কারণে এমনটি হবে।

১২৯৮৮. মুজাহিদ (র) মহান আল্লাহর বাণী يَوْمَ يَجْمَعُ اللّٰهُ الرُّسُلَ فَيَقُوْلُ مَاذَا أُجِبْتُمْ এর ব্যাখ্যায় বলেন, সে দিন তারা ভীত বিহ্বল হয়ে পড়বে। তখন তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে, তোমরা কি উত্তর পেয়েছিলে, তারা এ সম্বন্ধে বলবে, আমাদের কোন জ্ঞানই নেই।

অন্যান্য ব্যাখ্যাকারগণের মতে لَاعِلْمَ لَنَا আমাদেরকে যা শিক্ষা দিয়েছেন তাছাড়া আমাদের তো কোন জ্ঞানই নেই।

যাঁরা এ মত পোষণ করেনঃ

১২৯৮৯. মুজাহিদ (র) মহান আল্লাহর বাণী يَوْمَ يَجْمَعُ اللّٰهُ الرُّسُلَ فَيَقُوْلُ مَاذَا أُجِبْتُمْ এর ব্যাখ্যায় বলেন, সেদিন তারা বলবেন, لَاعِلْمَ لَنَا اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا اِنَّكَ اَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ

আপনি আমাদেরকে যা শিক্ষা দিয়েছেন তা ছাড়া আমাদের তো কোন জ্ঞানই নেই। আপনিই তো অদৃশ্য সম্বন্ধে সম্যক পরিজ্ঞাত।

অন্যান্য ব্যাকরণগণ বলেন, এর অর্থ হল, আমাদের তো কোন জ্ঞানই নেই। শুধু এতটুকু জ্ঞান আছে, যে সম্বন্ধে আপনি আমাদের চেয়েও অধিক জ্ঞাত।

যাঁরা এ মত পোষণ করেন ঃ

১২৯৯০. ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) মহান আল্লাহর বাণী يَوْمَ يَجْمَعُ اللّٰهُ الرُّسُلَ فَيَقُوْلُ مَاذَا أُجِبْتُمْ قَالُوْا لاَعِلْمَ لَنَا এর ব্যাখ্যায় বলেন, শুধু এতটুকু জ্ঞান আছে যে সম্বন্ধে আপনি আমাদের চেয়েও অধিক জ্ঞাত। অন্যান্য ব্যাখ্যাকারগণ বলেন, مَاذَا أُجِبْتُمْ অর্থ তারা তোমাদের অবর্তমানে কি আমল করেছে এবং কী কী বিষয় নুতন ভাবে উদ্ভাবন করেছে?

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১২৯৯১. ইব্‌ন জুরাইজ (র) মহান আল্লাহর বাণী يَوْمَ يَجْمَعُ اللّٰهُ الرُّسُلَ فَيَقُوْلُ مَاذَا أُجِبْتُمْ এর ব্যাখ্যায় বলেন, তারা তোমাদের অবর্তমানে কী আমল করেছে এবং কোন্ কোন্ বিষয় নতুনভাবে উদ্ভাবন করেছে? তারা বলবে, এ সম্বন্ধে আমাদের কোন জ্ঞানই নেই। আপনি তো অদৃশ্য সম্বন্ধে সম্যক পরিজ্ঞাত। ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, আয়াতের বিশুদ্ধতম ব্যাখ্যা হচ্ছে لاَعِلْمَ لَنَا لاَعِلْمَ اَنْتَ اَعْلَمُ بِهِ مِنَّا। আমাদের তো এ বিষয়ে কোন জ্ঞান নেই। কিন্তু শুধু এতটুকু জ্ঞান আছে যে, আপনি আমাদের চেয়ে অধিক জ্ঞাত। কেননা তারা لاَعِلْمَ لَنَا اِنَّكَ اَنْتَ عَلاَّمُ الْغُيُوْبِ বলে এ কথাই বুঝাতে চেয়েছেন যে, আমাদের নিকট যে জ্ঞান আছে, তা আপনার নিকট লুক্কায়িত নেই। এ কথা বলার উদ্দেশ্য হল যে বিষয়ে তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে এ বিষয়ে তাদের জ্ঞানকে অস্বীকার করা। দুনিয়ার কোন কিছু সম্বন্ধেই তাদের কোন জ্ঞান নেই, একথা বলা তাদের উদ্দেশ্য নয়। আর এ কথা কেমন করেই বা হতে পারে? কেননা আল্লাহ্ তা'আলা তাদের সম্বন্ধে জানিয়েছেন যে, তারা তাদের উম্মতের উত্তর সম্বন্ধে আল্লাহ তা'আলাকে অবগত করার পর তিনি তাদের নিকট তাদের দায়িত্ব আদায়ের ব্যাপারে সাক্ষী চাইবেন। (তখন উম্মতে মুহাম্মদী এ বিষয়ের সাক্ষ্য প্রদান করবে)। ইরশাদ হয়েছে وَكَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ أُمَّةً وَّسَطًا لِّتَكُوْنُوْا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا আমি এই ভাবে তোমাদেরকে এক মধ্যপন্থী জাতিরূপে প্রতিষ্ঠিত করেছি, যাতে তোমরা মানব জাতির জন্য সাক্ষী স্বরূপ এবং রাসূল তোমাদের জন্য সাক্ষীস্বরূপ হবেন। (সূরা বাকারা ১৪৩) ইব্‌ন জুরায়জ (র) আয়াতাংশের যে ব্যাখ্যা পেশ করেছেন "তোমাদের অবর্তমানে তোমাদের উম্মত কী আমল করেছে এবং কী কী কাজ নতুন ভাবে উদ্ভাবন করেছে" তা সম্পূর্ণরূপে অর্থহীন। কেননা, ভবিষ্যতে উম্মত কী করবে এ সম্পর্কিত জ্ঞান নবীগণের নিকট ছিল না। ভবিষ্যতে সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে যতটুকু জানিয়েছেন, তারা কেবল ততটুকুই জানতেন। এখানে যেহেতু পরবর্তীকালের ঘটনা জিজ্ঞাসা করা হয়েছে, তাই আয়াতের ঐ ব্যাখ্যা করাই সর্বাধিক সমীচীন, যা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

মহান আল্লাহর বাণী—

(١١٠) إِذْ قَالَ اللَّهُ يَٰعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ٱذْكُرْ نِعْمَتِى عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَٰلِدَتِكَ إِذْ أَيَّدتُّكَ بِرُوحِ ٱلْقُدُسِ تُكَلِّمُ ٱلنَّاسَ فِى ٱلْمَهْدِ وَكَهْلًا ۖ وَإِذْ عَلَّمْتُكَ ٱلْكِتَٰبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَٱلتَّوْرَىٰةَ وَٱلْإِنجِيلَ ۖ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ ٱلطِّينِ كَهَيْـَٔةِ ٱلطَّيْرِ بِإِذْنِى فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًۢا بِإِذْنِى ۖ وَتُبْرِئُ ٱلْأَكْمَهَ وَٱلْأَبْرَصَ بِإِذْنِى ۖ وَإِذْ تُخْرِجُ ٱلْمَوْتَىٰ بِإِذْنِى ۖ وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ عَنكَ إِذْ جِئْتَهُم بِٱلْبَيِّنَٰتِ فَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ مِنْهُمْ إِنْ هَٰذَآ إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ○

১১০. স্মরণ করুন, যখন আল্লাহ্ বলবেন, হে মারইয়াম তনয় ঈসা! তোমার প্রতি ও তোমার জননীর প্রতি আমার অনুগ্রহ স্মরণ কর, পবিত্র আত্মা দ্বারা আমি তোমাকে শক্তিশালী করেছিলাম এবং তুমি দোলনায় থাকা অবস্থায় ও পরিণত বয়সে মানুষের সাথে কথা বলতে। তোমাকে কিতাব, হিকমত, তওরাত ও ইনজীল শিক্ষা দিয়েছিলাম, তুমি কাদা মাটি দ্বারা আমার অনুমতিক্রমে পাখী সদৃশ আকৃতি গঠন করতে এবং তাতে ফুঁৎকার দিতে, ফলে আমার অনুমতিক্রমে তা পাখী হয়ে যেত, জন্মান্ধ ও কুষ্ঠ ব্যধিগ্রস্তকে তুমি আমার অনুমতিক্রমে নিরাময় করতে এবং আমার অনুমতিক্রমে তুমি মৃতকে জীবিত করতে; আমি তোমা হতে বনী ইসরাঈলকে নিবৃত্ত রেখেছিলাম , তুমি যখন তাদের নিকট স্পষ্ট নিদর্শন এনেছিলে; তখন তাদের মধ্য হতে যারা কুফরী করেছিল, তারা বলেছিল, এতো স্পষ্ট যাদু।

ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম আবু জাফর তাবারী (র) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বান্দাগণকে সতর্ক করে বলেন, যেদিন আল্লাহ্ তা'আলা রাসূলগণকে একত্র করবেন, সেদিন তিনি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করবেন, দুনিয়াতে তোমাদের উম্মতগণ তোমাদেরকে কী উত্তর দিয়েছিল। তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে বলবেন, হে মারইয়াম তনয় ঈসা! তোমার প্রতি ও তোমার জননীর প্রতি আমার অনুগ্রহের কথা স্মরণ কর। পবিত্র আত্মা দ্বারা আমি তোমাকে শক্তিশালী করেছিলাম।

اذ শব্দটি أُجِبْتُمْ এর صلة ; এর অর্থ যে উম্মতের প্রতি ঈসা (আ) কে প্রেরণ করা হয়েছে সে উম্মত ঈসা (আ)-কে কী উত্তর করেছে।

কেউ যদি প্রশ্ন করে যে, ঈসা (আ) এর যুগে নবী রাসূলগণকে তাদের উম্মত তাদের নিকট কী উত্তর করেছে, এ মর্মে কেমন করে প্রশ্ন করা হবে? কেননা নবী রাসূলগণ সকলেই তো তার সমসাময়িক ছিলেন না। তার যুগে যারা ছিলেন তাদের সংখ্যা তো একেবারে নগণ্য। এরূপ প্রশ্ন করা হলে, উত্তরে বলা হবে যে, مَاذَا أُجِبْتُمْ এর দ্বারা ঐ সমস্ত নবী রাসূলগণকে বুঝানো হয়েছে, যারা তার সমসাময়িক ছিলেন। সমস্ত নবী রাসূল এর দ্বারা উদ্দেশ্য নয়। যেমন আল্ কুরআনে ইরশাদ হয়েছে ٱلَّذِينَ قَالَ لَهُمُ

اَلنَّاسُ اِنَّ النَّاسَ قَدْجَمَعُوْا لَكُمْ (সূরা আলে ইমরান ঃ ১৭৩) এখানে اَلنَّاسُ শব্দটি বহুবচন হিসাবে ব্যবহার করা হলেও অর্থ বহুবচনের হবে না। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল এক ব্যক্তি।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন اِذْ قَالَ اللّٰهُ يٰعِيْسَى بْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِىْ عَلَيْكَ وَعَلٰى وَالِدَتِكَ - اِذْ اَيَّدْتُكَ بِرُوْحِ الْقُدُسِ যখন আল্লাহ্ তা'আলা বললেন أَيَّدتُّكَ স্মরণ কর, যখন আমি তোমাকে পবিত্র আত্মার মাধ্যমে শক্তিশালী করেছিলাম এবং তার দ্বারা আমি তোমাকে সাহায্য করেছিলাম। باب تفعيل ক্রিয়ার পাঠ প্রক্রিয়ায় কিরায়াত বিশেষজ্ঞগণের মতভেদ রয়েছে। কারো কারো মতে এটি واحد متكلم এর صيغه - ايد ক্রিয়ামূল থেকে উদগত হয়েছে। অর্থ আমি তোমাকে শক্তিশালী করেছি।

কেউ কেউ বলেন, এটি باب مفاعله এর واحد متكلم এর صيغه ماده একই। মুজাহিদ (র) এই শব্দটিকে اِذْاَيَدْتُكَ এইভাবে পাঠ করে থাকেন। روح القدس এর দ্বারা জিব্রাঈল (আ.)-কে বুঝানো হয়েছে। পূর্বে روح এবং قدس সম্বন্ধে আমি বিস্তারিত আলোচনা করেছি। এখানে এর পুনঃউল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

আল্লাহর বাণী = تُكَلِّمُ النَّاسَ فِى الْمَهْدِ وَكَهْلاً وَاِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْاِنْجِيْلَ وَاِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّيْنِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِاِذْنِىْ فَتَنْفُخُ فِيْهَا فَتَكُوْنُ طَيْرًا بِاِذْنِىْ وَتُبْرِئُ الْاَكْمَهَ وَالْاَبْرَصَ بِاِذْنِىْ وَاِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتٰى بِاِذْنِىْ وَاِذْ كَفَفْتُ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ عَنْكَ اِذْجِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ فَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْهُمْ اِنْ هٰذَا اِلَّا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ-এর ব্যাখ্যায় ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা হযরত ঈসা (আ) এর প্রতি তাঁর উক্তির কথা তুলে ধরেছেন। তিনি বলেন, হে ঈসা! তোমার প্রতি এবং তোমার জননীর প্রতি আমার অনুগ্রহের কথা স্মরণ কর। তখন পবিত্র আত্মার দ্বারা আমি তোমাকে শক্তিশালী করেছিলাম। দোলনায় থাকা অবস্থায় ও পরিণত বয়সে যখন তুমি মানুষের সাথে কথা বলতে তখন আমি তোমাকে এসব অনুগ্রহের দ্বারা মণ্ডিত করেছি।

এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা এ মর্মে সংবাদ দিয়েছেন যে, হযরত ঈসা (আ) দোলনায় থাকা অবস্থায় এবং পরিণত বয়সে পৌঁছার পর তিনি তাদেরকে পবিত্র আত্মা তথা জিব্রাঈল (আ) এর মাধ্যমে শক্তিশালী করেছেন। এখানে كهلا শব্দটিকে فى المهد এর মুকাবিলয় ব্যবহার করা হয়েছে, এর অর্থ শিশুকালে। যেমন এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে دَعَانَا لِجَنْبِهِ قَاعِدًا اَوْ قَائِمًا এখানে قاعدا শব্দটিকে قائما এর মুকাবিলায় ব্যবহার করা হয়েছে। وَاِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرٰةَ وَالْاِنْجِيْلَ অর্থাৎ স্মরণ কর আমার অনুগ্রহের কথা অর্থাৎ আমি যে তোমাকে কিতাব শিক্ষা দিয়েছি, সে অনুগ্রহের কথা। এখানে كتاب অর্থ হস্তলিপি। والحكمة এবং হিকমত অর্থাৎ আমি তোমার প্রতি যে ইনজীল কিতাব অবতীর্ণ করেছি তা বুঝার মত জ্ঞান وَاِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّيْنِ

كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ অর্থাৎ পার্থিব আকৃতি। بِإِذْنِي এর সম্পর্ক تَخْلُقُ ক্রিয়ার সাথে। অর্থাৎ আমার নির্দেশেই তুমি এ কাজ করতে। مِنَ الطِّيْنِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي আমার সহযোগিতায় এবং আমার জ্ঞান অনুসারেই তুমি এসব কিছু সৃষ্টি করতে। فَتَنْفُخُ فِيْهَا অর্থাৎ এরপর তুমি ঐ আকৃতিতে ফুক দিতে। ফলে তা আমার হুকুমে পাখি হয়ে যেত। وَتُبْرِئُ রোগ নিরাময় করতে الْأَكْمَهَ। এমন জন্মান্ধ, যে কোন কিছুই দেখতে পায় না। অর্থাৎ সম্পূর্ণরূপে দৃষ্টিহীন وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي এবং আমার অনুমতিক্রমে কুষ্টরোগীর। ইমাম তাবারী (র) বলেন, আমি এ কিতাবেই এ সব শব্দের বিস্তারিত বিবরণ প্রমাণ সহ পেশ করেছি। এখানে এর পুনঃউল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ অর্থাৎ আর আমি যে তোমা হতে বনী ইসরাঈলকে নিবৃত্ত রেখেছি, ঐ অনুগ্রহের কথাও তুমি স্মরণ কর। অথচ তারা তোমাকে হত্যা করার সংকল্প করেছিল। إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ যখন তুমি তাদের নিকট তোমার নবুওয়াতের ব্যাপারে স্পষ্ট নির্দশন, মু'জিযা, প্রমাণাদি এনেছিলে এবং তুলে ধরেছিলে তাদের নিকট আমার পক্ষ হতে তোমার প্রতি নাযিলকৃত ধর্মাদর্শের হাকীকত ও বাস্তবতা। فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ তখন বনী ইসরাঈলের যেসব লোকেরা তোমার নবুওয়তকে অস্বীকার করেছে এবং তোমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে, তারা বলল, إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ এতো স্পষ্ট যাদু। إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ এর পাঠ প্রক্রিয়ায় আলীমগণের একাধিক মত রয়েছে।

মদীনাবাসী এবং বসরার কতিপয় কারী এর মতে উপরোক্ত আয়াতাংশের কিরাআত হল إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ অর্থাৎ এ এমন যাদু, যার কোন হাকীকত ও বাস্তবতা নেই।

কুফার অধিকাংশ কারীগণের মতে এর কিরাআত বা পঠন রীতি হল إِنْ هَٰذَا إِلَّا سَاحِرٌ مُبِينٌ 'ঈসা' তো একজন স্পষ্ট যাদুকর। অর্থাৎ সে যাদুকর, নবী নয়। ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, উভয় কিরাআতই প্রসিদ্ধ এবং সহীহ্। বস্তুতঃ এর অর্থের মধ্যে কোন তারতম্য নেই। কেননা যে যাদুবিদ্যায় পারদর্শী, সেই যাদকর। আর যে যাদুকর তার মধ্যে যাদুবিদ্যাও বিদ্যমান। ক্রিয়া কর্তাকে বুঝায়, বিশেষ্য বিশেষণকে বুঝায়, বিশেষণ বিশেষ্যকে বুঝায় এবং কর্তা ক্রিয়া বুঝায়। সুতরাং এতদুভয় কিরাআতের প্রত্যেকটিই সহী ও বিশুদ্ধ।

মহান আল্লাহ্র বাণী—

(١١١) وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي ۚ قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ ○

১১১. আরও স্মরণ কর, আমি যখন হাওয়ারীদেরকে এ প্রেরণা দিয়েছিলাম যে, তোমরা আমার প্রতি ও রাসূলের প্রতি ঈমান আন, তারা বলেছিল, আমরা ঈমান আনলাম এবং আপনি সাক্ষী থাকুন যে,আমরা আত্মসমর্পণকারী।

ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম আবূ জাফর তাবারী (র) বলেন,আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলছেন, হে ঈসা! (আ) তুমি স্মরণ কর সে ঘটনা, যখন আমি হাওয়ারীদের প্রতি তোমাকে প্রেরণ করেছিলাম। হাওয়ারীগণ ছিলেন হযরত ঈসা (আ)এর দীনের অনুসারী ও উপদেষ্টা। اَلْحَوَارِيُّوْنَ শব্দের অর্থ এবং তাৎপর্য ইতিপূর্বে আমরা আলোচনা করেছি। এখানে পুনরালোচনার প্রয়োজন নেই। وَاِذْ اَوْحَيْتُ শব্দের ব্যাখ্যায় তাফসীরকারগণ একাধিক শব্দ ব্যবহার করলেও শব্দগুলোর মর্মার্থ অভিন্ন।

তাদের কেউ কেউ বলেন -

১২৯৯২. সুদ্দী (র) থেকে বর্ণিত। وَاِذْ اَوْحَيْتُ اِلَى الْحَوَارِيُّوْنَ আয়াতাংশের اَوْحَيْتُ অর্থাৎ ঢেলে দিয়েছি তাদের অন্তরে। অন্যান্য তাফসীরকার বলেন, এর অর্থ اَلْهَمْتُ। ইলহাম করেছি।

ইমাম আবূ জাফর তাবারী (র) বলেন, এ প্রেক্ষিতে আয়াতের অর্থ এই— যখন আমি হাওয়ারীদের প্রেরণা দিয়েছি যে, তোমরা আমাকে এবং আমার রাসূল ঈসা (আ)-কে সত্য বলে গ্রহণ কর। তারা বলল امَنَّا। আমরা ঈমান এনেছি। অর্থাৎ হে আমাদের প্রতিপালক, যে বিষয়ে আপনি আমাদেরকে ঈমান আনয়নের নির্দেশ দিয়েছেন, সে বিষয়ে আমরা ঈমান এনেছি; সত্য বলে গ্রহণ করেছি। وَاشْهَدْ আপনি সাক্ষী থাকুন আমাদের জন্যে যে, بِاَنَّنَا مُسْلِمُوْنَ আমরা মুসলিম, আত্মসমর্পণকারী অর্থাৎ বিনয় ও আনুগত্যে আপনার প্রতি অবনত মস্তক, আপনার নির্দেশ শ্রবণকারী ও তা পালনকারী।

মহান আল্লাহ্‌র বাণী—

(١١٢) إِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ يٰعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَآئِدَةً مِّنَ السَّمَآءِ ۖ قَالَ اتَّقُوا اللّٰهَ إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ ۝

১১২. স্মরণ কর, হাওয়ারীগণ বলেছিল, হে মারইয়াম তনয় ঈসা, আপনার প্রতিপালক কি আমাদের জন্যে আসমান থেকে পরিপূর্ণ খাঞ্চা প্রেরণ করতে সক্ষম? তিনি বলেছিলেন, আল্লাহ্‌কে ভয় কর, যদি তোমরা মু'মিন হও।

ব্যাখ্যা ঃ

আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলছেন, হে ঈসা (আ)! তোমার প্রতি আমার ঐ নে'মতের কথাও স্মরণ কর, যখন হাওয়ারীদের প্রতি আমি ওহী প্রেরণ করেছিলাম যে, তোমরা আমার প্রতি ঈমান আনয়ন কর এবং ঈমান আনয়ন কর আমার রাসূলের প্রতি। যখন তারা ঈসা (আ) কে বলেছিল, আপনার প্রতিপালক কি আমাদের জন্যে আসমান থেকে খাদ্য পরিপূর্ণ খাঞ্চা প্রেরণ করতে পারবেন? আলোচ্য আয়াতে দ্বিতীয় اِذْ اَوْحَيْتُ। শব্দের সাথে সম্পর্কিত (صلـه)। يَسْتَطِيْعُ رَبُّكَ এর পাঠ রীতিতে বিভিন্ন মত রয়েছে। সাহাবী (রা) ও তাবেঈনের এক জামা'আত يَسْتَطِيْعُ শব্দকে تَاء যোগে تَسْتَطِيْعُ এবং رَبُّكَ শব্দকে যবরসহ رَبَّكَ পড়েছেন। অর্থাৎ হে ঈসা! (আ) আপনি কি সক্ষম আপনার প্রতিপালকের নিকট চাইতে .... অথবা অপনার প্রতিপালকের নিকট দু'আ করতে

আপনি কি সক্ষম? অথবা অর্থ এই : আপনি কি সক্ষম এবং আপনি কি সক্ষম আপনার প্রতিপালককে ডাকতে? তাফসীকারগণ বলেন, আসমান থেকে খাদ্য পূর্ণ খাঞ্চা প্রেরণ করতে আল্লাহ্ তা'আলা সক্ষম, তাতে হাওয়ারীদের বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না। তাদের বক্তব্যের উদ্দেশ্য এই যে, হে ঈসা! (আ) আপনি কি আপনার প্রতিপালকের নিকট দু'আ করতে পারবেন?

১২৯৯৩. আবূ মুলাইকা (র) থেকে বর্ণিত। হযরত 'আয়েশা (রা) বলেন, আসমান থেকে খাদ্য ভর্তি খাঞ্চা প্রেরণে আল্লাহ তা'আলা সক্ষম, তাতে হাওয়ারীদের কোন সন্দেহ ছিল না। বরং তারা বলেছিল, হে ঈসা (আ)! আপনি কি আপনার প্রতিপালকের নিকট এ নিবেদন পেশ করার ক্ষমতার রাখেন?

১১৯৯৪. হযরত সাঈদ ইবনে জুবাইর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি هَلْ تَسْتَطِيْعُ رَبَّكَ পাঠ করে ব্যাখ্যা স্বরূপ বলেছেন, আপনি কি আপনার প্রতিপালকের নিকট এ নিবেদন পেশ করতে সক্ষম? সাঈদ ইবৃন জুবায়র (রা) তারপর বললেন, আপনি কি দেখছেন না যে, হাওয়ারীগণ সকলে ঈমানদার? মদীনা শরীফ ও ইরাকের প্রায় সকল কিরাআত বিশেষজ্ঞই ইয়া (ی) যোগে هَلْ يَسْتَطِيْعُ رَبُّكَ পড়েছেন। অর্থাৎ আমাদের প্রতি খাদ্যভর্তি খাঞ্চা প্রেরণে আপনার প্রতিপালক কি সক্ষম? যেমন একজন অন্য জনকে বলে اَيَسْتَطِيْعُ اَنْ تَنْهَضَ مَعَنَا فِى كَذَا (এ ব্যাপারে আপনি কি আমাদের সাথে যোগ দিতে সক্ষম?) তাই উপরোক্ত বক্তব্যে বক্তার উদ্দেশ্য "আপনি আমাদের সাথে যাবেন কি?"

এ প্রেক্ষিতে আয়াতের উদ্দেশ্য এ-ও হতে পারে যে, হে ঈসা! (আ) আপনার দু'আ আল্লাহ তা'আলা গ্রহণ করেন কি? এবং আমাদের প্রতি খাদ্য নাযিলের ব্যাপারে আপনার কথা আল্লাহর তা'আলা শুনবেন কি? ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন,আমার মতে 'ইয়া' বর্ণে যবর যোগে يَسْتَطِيْعُ এবং বা (بَا) বর্ণে পেশ যোগে رَبُّكَ পাঠ করাই অধিক যুক্তিযুক্ত। অর্থাৎ হে ঈসা (আ)। আপনার প্রতিপালকের দরবারে আপনি যদি উপ উপরোক্ত নিবেদন পেশ করেন, তবে আপনার প্রতিপালক তা কবুল করেন কি? এ পাঠ রীতিকে আমরা সঠিক বলেছি এ জন্যে যে, ইতিপূর্বে আমরা উল্লেখ করেছি যে, اِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّوْنَ এর اِذْ শব্দটি وَاِذْ اَوْحَيْتُ اِلَى الْحَوَارِيِّنَ এর সাথে সম্পর্কিত (صله) আর আয়াতের অর্থ ঃ যখন হাওয়ারীদেরকে আমি এর প্রেরণা দিয়েছিলাম যে, তোমরা আমার প্রতি ঈমান আনয়ন কর, যখন হাওয়ারীগণ বলেছিল, হে মারইয়াম তনয় ঈসা (আ)! আপনার প্রতিপালক কি সক্ষম -------?

অতএব ব্যাপার এই যে, তাদের বক্তব্য আল্লাহ্ তা'আলা পছন্দ করেননি; বরং এরূপ বক্তব্যকে তিনি ধৃষ্টতারূপে গ্রহণ করেছেন। এবং এ বক্তব্যের প্রেক্ষিতে তাদেরকে তাওবা করা ও পুনঃ ঈমান আনয়নের নিদের্শ দিয়েছেন। তাদেরকে আরও নির্দেশ দিয়েছেন অকপটে স্বীকার করতে যে,সর্ব বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা সক্ষম এবং একথা সত্য বলে মেনে নিতে যে, তাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে রাসূল ঈসা (সা) যে সংবাদ দিয়েছেন, তা অকাট্য সত্য। ঈসা (আ) এর প্রতি তাদের বক্তব্য অসৌজন্যমূলক ও অস্বাভাবিক ছিল বলেই তিনি তাদেরকে শাসিয়ে দিয়ে বলেছিলেন اِتَّقُوا اللّٰهَ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيْنَ (তোমরা আল্লাহকে ভয় কর যদি মু'মিন হয়ে থাক)। তাওবা করার জন্যে তাদের প্রতি আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ,

তাদের এ বক্তব্যের প্রেক্ষিতে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনয়নের পুনরাদেশ এবং নবী কর্তৃক তাদের বক্তব্যকে ধৃষ্টতা ও অসৌজন্যমূলক মনে করা ইত্যাদি প্রেক্ষাপট দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, ইয়া যোগে يَسْتَطِيعُ এবং বা (بـ) বর্ণে পেশ যোগে رَبُّكَ অর্থাৎ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ পাঠ করাই সঠিক তিলাওয়াত। কারণ তাদের বক্তব্যের উদ্দেশ্য যদি এই হত যে, আমাদের জন্যে আসমান থেকে খাদ্য ভর্তি খাঞ্চা পাঠানোর জন্যে আপনার প্রতিপালকের নিকট নিবেদন পেশ করতে আপনি কি সক্ষম? তবে ঈসা (সা) এর প্রতি তাদের উক্ত বক্তব্যকে ধৃষ্টতা ও অসৌজন্যমূলক মনে করার কোন যুক্তি নেই। যদি কেউ ধারণা করেন যে, তাদের বক্তব্য দ্বারা তারা একটি নিদর্শন তথা মু'জিযা চেয়েছিল বলেই তাদের বক্তব্যকে ধৃষ্টতারূপে গ্রহণ করা হয়েছে, তবে তার ধারণা ভুল। নবীদের নিকট মু'জিযা ও নিদর্শন দাবী করে তো সেই ব্যক্তি, যে তা অস্বীকার করে, যাতে মু'জিযা দ্বারা প্রকৃত ঘটনা ও দাবীর বিশুদ্ধতা প্রতিষ্ঠিত হয়।

যেমন সাফা পর্বতকে স্বর্ণে পরিণত করা এবং মক্কার অলি-গলিকে ঝর্ণা ধারায় পরিণত করার জন্যে কুরায়শ বংশীয় মুশরিকরা প্রিয় নবী মুহাম্মদ (সা) এর নিকট দাবী জানিয়েছিল। সালিহ (আ) এর কাফির সম্প্রদায় যেমন তাঁর নিকট দাবী জানিয়েছিল উষ্ট্রীর বিষয়ে এবং শু'আয়ব (আ) কে প্রত্যাখ্যানকারী সম্প্রদায় যেমন তার নিকট দাবী জানিয়েছিল তাদের উপর আকাশ খন্ড পতিত করতে। আকাশ থেকে খাদ্য ভর্তি খাঞ্চা প্রেরণের জন্যে যারা ঈসা (আ) এর নিকট দাবী জানিয়েছিল, তাদের দাবী যদি উপরোল্লিখিত দাবীর পর্যায়ভুক্ত হয়ে থাকে তবে তা (تـ) যোগে تَسْتَطِيعُ ও بـ বর্ণে জবর যোগে تَسْتَطِيعُ رَبَّكَ পাঠকারীরা ওই দাবীকারী সম্প্রদায়কে যে অপবাদ থেকে মুক্ত করতে চাচ্ছে, প্রকারান্তরে তারা তার চেয়ে জঘন্য অপবাদ নিক্ষেপ করছে। কারণ তখন ওদের অবস্থা এমন হবে যে, ঈসা (আ) আল্লাহর পাঠানো নবী, তার প্রেরিত রাসূল এবং তাদের দাবী পূরণে আল্লাহ সম্পূর্ণ ক্ষমতাবান এসব বিশ্বাস করা স্বত্ত্বেও তারা অনুরূপ দাবী করেছে।

আর তাদের দাবী যদি এ পর্যায়ের হয়, যেমন কোন দরিদ্র ব্যক্তি তার যুগের নবীর নিকট আবেদন জানায়। তিনি যেন তাকে বিত্তবান বানিয়ে দেওয়ার জন্যে মহান আল্লাহর নিকট দু'আ করেন অথবা সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তি তার সমস্যা সমাধানের জন্যে দু'আর দরখাস্ত করে, তবে তা তো মু'জিযা ও নিদর্শন দাবী করার পর্যায়ে পড়েন। বরং এটি সমস্যা সমাধানের নিমিত্তে দু'আ করার অনুরোধ মাত্র। হাওয়ারীগণ ঈসা (আ) কে এ প্রকার অনুরোধ করেছিল, তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলার বাণী দ্বারা তা বুঝা যায় না। তাদেরকে ঈসা (আ) যখন বললেন, اِتَّقُوا اللّٰهَ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيْنَ (ভয় কর আল্লাহকে, যদি তোমরা মু'মিন হও) তখন তারা বলেছিল, نُرِيْدُ اَنْ نَّأْكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَئِنَّ قُلُوْبُنَا وَنَعْلَمَ اَنْ قَدْ صَدَقْتَنَا-তাদের এ বক্তব্যের কারণে আল্লাহ তা'আলা জানিয়ে দিলেন, ঈসা (আ) যে তাদের নিকট সত্য বলেছেন, তা তারা বিশ্বাস করতনা এবং তার নবুওয়াতের যথার্থতায় তাদের মানসিক প্রশান্তি ছিলনা।

কাজেই দীন সম্পর্কে ওই সম্প্রদায়ের অন্তরে সন্দেহ ছিল এবং ঈসা (আ) কে পরীক্ষা করার জন্যেই তারা এ দাবী উত্থাপন করেছিল, তাতে আর কোন সন্দেহ নেই। আমরা যা বলেছি, তাফসীরকারগণ ও তা বলেছেন। যাঁরা অনুরূপ বলেছেন, তাদের আলোচনা ঃ

১২৯৯৫. হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। ঈসা (আ) এর আলোচনা উপলক্ষে তিনি বলেন, যে ঈসা (আ) ইসরাঈলীদেরকে বলেছিলেন, তোমরা কি ত্রিশটি সিয়াম পালন করে তারপর মহান আল্লাহর নিকট ওই অনুরোধ করতে আসবে? তারপর তিনি তোমাদেরকে তা দান করবেন। কারণ, শ্রমিকের পারিশ্রমিক তিনিই দিবেন, যার জন্যে কাজ করা হয়। তারা তাই করল। তারপর বলল, হে কল্যাণের আহ্‌বানকারী! আপনি বলেছেন, পারিশ্রমিক তিনিই দিবেন, যার জন্যে কাজ করা হয়। আপনি আমাদেরকে ত্রিশদিন সিয়াম পালন করতে বলেছেন, আমরা পালন করেছি। কারো জন্যে ত্রিশদিন কাজ করলে কাজ শেষ হওয়া মাত্রই তিনি আমাদের খাদ্যের ব্যবস্থা করতেন। আসমান থেকে খাদ্য ভর্তি খাঞ্চা প্রেরণে আপনার প্রতিপালক কি সক্ষম?

ঈসা (আ) বললেন, اِتَّقُوا اللّٰهَ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيْنَ (আল্লাহকে ভয় কর, যদি তোমরা মু'মিন হও)। তারা বলল, نُرِيْدُ اَنْ نَاْكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَئِنَّ قُلُوْبُنَا وَنَعْلَمَ اَنْ قَدْصَدَقْتَنَا وَنَكُوْنَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِيْنَ (আমরা চাই যে, তা হতে আমরা কিছু আহার করব ও আমাদের চিত্ত প্রশান্তি লাভ করবে। আমরা জানতে চাই যে, আপনি আমাদেরকে সত্য বলেছেন এবং আমরা তার সাক্ষী থাকতে চাই।) মারইয়াম তনয় ঈসা (আ) বললেন, হে আল্লাহ! আমাদের প্রতিপালক, আমাদের জন্যে আসমান হতে খাদ্যপূর্ণ খাঞ্চা প্রেরণ করুন, তা আমাদের জন্যে এবং আমাদের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকলের জন্যে হবে আনন্দোৎসব স্বরূপ ও আপনার নিকট হতে নিদর্শন। এবং আমাদেরকে জীবিকা দান করুন। আর আপনিই তো শ্রেষ্ঠ জীবিকাদাতা। আল্লাহ পাক বললেন, আমিই তোমাদের নিকট তা প্রেরণ করব, কিন্তু এর পর তোমাদের মধ্যে কেউ কুফরী করলে তাকে এমন শাস্তি দেব, যে শাস্তি বিশ্ব জগতের অপর কাউকে দেবনা।

বর্ণনাকারী বলেন, অনতিবিলম্বে ফিরিশতাগণ উড়ে উড়ে আসতে লাগলেন। তাদের সাথে ছিল খাঞ্চা, খাঞ্চায় ছিল ৭টি মাছ ও ৭টি রুটি। তাদের সামনে তা রাখা হল। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তাদের সকলেই পূর্ণ তৃপ্তির সাথে খাঞ্চা থেকে আহার করলো।

১২৯৯৬. সুদ্দী (র) থেকে বর্ণিত। هَلْ يَسْتَطِيْعُ رَبُّكَ اَنْ يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِّنَ السَّمَاءِ। আয়াতের ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, তারা বলেছিল, হে ঈসা (আ)! আপনি যদি আপনার প্রতিপালকের নিকট উক্ত দু'আ করেন তবে তিনি কি আপনার কথা শুনবেন? খাঞ্চা নাযিল করবেন? তখন আল্লাহ তা'আলা আসমান থেকে খাঞ্চা প্রেরণ করলেন। তাতে গোশত ব্যতীত অন্য সকল প্রকারের খাদ্য ছিল। তারা সবাই তা হতে আহার করেছিল।

مَائِدَة শব্দটি مَادَ يَمِيْدُ مَيْدًا থেকে فاعلة এর কাঠামোয় গঠিত। আরবী প্রবচন = থেকে এটি চয়ন করা হয়েছে। কোন ব্যক্তি তার সম্প্রদায়ের জন্যে ভোজনের আয়োজন করলে তখন বলা হয় مَادَ فلان القوم।

আরবী কবি রুবা (رؤبة) এর নিম্নোক্ত কবিতাংশটি এ পর্যায়ের ঃ

نُهدِى رُؤُوسَ المُترَفِينَ الانداد - الى اميرِ المؤمنِينَ المُمتَادَ-

বিরুদ্ধবাদী বিলাসী আইয়াশ খারিজী সম্প্রদায়ের লোকদের মাথাগুলো কেটে আমরা আমীরুল মু'মিনীন হযরত আলী (রা) এর নিকট প্রেরণ করব। আমিরুল মু'মিনীন হযরত আলী (রা) এর নিকটই মানুষ বদান্যতা আশা করে (দিওয়ান-ই রুবা: ৪০)।

কবিতায় ممتاد অর্থ যার নিকট অনুদান চাওয়া হয়। আর مَائدة মানে খাদ্য। খাঞ্চাকে مَائدة বলা হয়েছে এজন্যে যে, খাঞ্চায় যা থাকে, খাদ্য গ্রহণকারী তাহাই আহার করে। المائد। শব্দের অর্থ, সমুদ্রের স্রোতের ঘূর্ণায়মান বস্তু। আল্লাহ তা'আলার বাণী قَالَ اتَّقُوا اللّٰهَ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيْنَ (তিনি বললেন, আল্লাহকে ভয় কর, যদি তোমরা মু'মিন হও) অর্থাৎ যারা هَلْ يَسْتَطِيْعُ رَبُّكَ اَنْ يُنَزِّلَ...... (আপনার প্রতিপালক কি নাযিল করতে পারেন .....) বলেছিল তাদেরকে উদ্দেশ্য করে হযরত ঈসা (আ) বললেন, হে দেশবাসী! তোমরা আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি সতর্ক হও, সচেতন হও। তোমরা তাকে ভয় কর, না জানি আবার তোমাদের এ কথার ফলে আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে তোমাদের উপর শাস্তি নাযিল হয়। আল্লাহ্ তো যা করতে ইচ্ছা করেন, তাতে তাঁকে বাধা দেওয়ার কেউ নেই। আসমান থেকে খাদ্যভর্তি খাঞ্চা প্রেরণে মহান আল্লাহর ক্ষমতায় তোমাদের সন্দেহ পোষণ করা মূলতঃ মহান আল্লাহর সাথে কুফরী করা। কাজেই, فَاتَّقُوا اللّٰهَ তোমাদের বক্তব্যের প্রেক্ষিতে মহান আল্লাহর শাস্তি এসে পড়বে কি-না, সে ব্যাপারে তাঁকে ভয় কর। اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيْنَ অর্থাৎ, যদি তোমরা আমার বক্তব্যে বিশ্বাসী হও। তোমাদের .... هَلْ يَسْتَطِيْعُ رَبُّكَ বলার কারণে মহান আল্লাহর শাস্তি আগমনের আশংকা সম্পর্কে আমি তোমাদেরকে যে কথাই বলছি, তাতে যদি তোমরা আমাকে বিশ্বাস কর।

মহান আল্লাহ্র বাণী—

(١١٣) قَالُوْا نُرِيْدُ اَنْ نَّاْكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَئِنَّ قُلُوْبُنَا وَنَعْلَمَ اَنْ قَدْ صَدَقْتَنَا وَنَكُوْنَ عَلَيْهَا مِنَ الشّٰهِدِيْنَ ۝

১১৩. তারা বলেছিল, আমরা চাই যে, তা হতে কিছু আহার করব ও আমাদের চিত্ত প্রশান্তি লাভ করবে। আর আমরা জানতে চাই যে, আপনি আমাদেরকে সত্য বলেছেন, এবং আমরা তার সাক্ষ্য থাকতে চাই।

ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, আয়াতের অর্থ হলো, হাওয়ারীগণ যখন ঈসা (আ) কে বলেছিল, "আপনার প্রতিপালক কি সক্ষম আমাদের জন্যে আসমান থেকে খাদ্যভর্তি খাঞ্চা নাযিল করতে?" তখন ঈসা (আ) তাদেরকে বলেছিলেন, اتَّقُوا اللّٰهَ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيْنَ। (আমাকে উদ্দেশ্য করে তোমাদের এ বক্তব্য যদি তোমাদের মনের কথা হয়ে থাকে, তবে তোমরা মহান আল্লাহকে ভয় কর)। তারা বলেছিল, আমরা এ কথা বলেছি এবং আপনার প্রতিপালকের নিকট খাঞ্চা প্রেরণের

আবেদন জানিয়েছি এ জন্যে যে, যাতে আমরা তা থেকে আহার করতে পারি এবং সুনিশ্চিতভাবে বিশ্বাস করতে পারি যে, তিনি সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান। وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُنَا অর্থাৎ তাতে আমাদের চিত্ত প্রশান্তি লাভ করবে। আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদ ও তাঁর ইচ্ছা পূরণে তিনি ক্ষমতাবান, এ বিষয়ে যেন আমাদের অন্তর স্থিরতা লাভ করে। وَنَعْلَمَ أَنْ قَدْ صَدَقْتَنَا অর্থাৎ আপনি মহান আল্লাহর প্রেরিত রাসূল ও নবী; এ বিষয়ে আপনার দেওয়া সংবাদে আপনি মিথ্যাবাদী নন বলে আমরা জানতে পারি। وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ—এ খাঞ্চা সম্পর্কে আমরা যেন সাক্ষ্যদাতাদের দলভুক্ত হই অর্থাৎ সে সকল লোকের অন্তর্ভুক্ত হই, যারা সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর একত্ববাদ ও সর্ববিষয়ে ক্ষমতার প্রমাণ স্বরূপ এ খাঞ্চা প্রেরণ করেছেন এবং আমরা যেন সে সকল সাক্ষীর দলভুক্ত হই, যারা আপনার নবুওয়াতের সত্যতার সাক্ষী দেয়।

মহান আল্লাহর বাণী—

(١١٤) قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ رَبَّنَآ أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَآئِدَةً مِّنَ السَّمَآءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِّأَوَّلِنَا وَاٰخِرِنَا وَاٰيَةً مِّنْكَ ۚ وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرّٰزِقِينَ ○

১১৪. মারইয়াম তনয় ঈসা বললেন, হে আল্লাহ! হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের জন্যে আসমান থেকে খাদ্যপূর্ণ খাঞ্চা প্রেরণ করুন, তা হবে আমাদের জন্যে এবং আমাদের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকলের জন্যে ঈদ স্বরূপ ও আপনার নিকট থেকে নিদর্শন এবং আমাদেরকে জীবিকা দান করুন। আর আপনিই তো শ্রেষ্ঠ জীবিকাদাতা।

ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, আয়াতের উক্ত সম্প্রদায়ের আসমান থেকে খাঞ্চা প্রেরণ সম্পর্কিত অনুরোধ ঈসা (আ) রক্ষা করেছিলেন এবং তাদের অনুরোধ মুতাবিক আপন প্রতিপালকের নিকট খাদ্য ভর্তি খাঞ্চার প্রার্থনা জানিয়েছিলেন। تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِّأَوَّلِنَا وَاٰخِرِنَا (তা আমাদের ও আমাদের পূর্ববর্তী সকলের জন্যে ঈদ স্বরূপ হবে)। এ আয়াতের ব্যাখ্যায় তফসীরকারগণের একাধিক মত রয়েছে ঃ কোন কোন তাফসীরকার বলেন—এর অর্থ, যে দিনে এ খাঞ্চা নাযিল হবে, সে দিনকে আমরা ঈদের দিন হিসেবে গ্রহণ করব। পরবর্তীতেও ওই দিনকে আমরা ও আমাদের পরবর্তীগণ সম্মান করব।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১২৯৯৭. সুদ্দী (র) থেকে বর্ণিত। تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِّأَوَّلِنَا وَاٰخِرِنَا অর্থাৎ যে দিনে তা নাযিল হবে, ওই দিনকে আমরা ঈদ হিসেবে গ্রহণ করব, আমরা নিজেরা এবং আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম সবাই ওই দিনকে শ্রদ্ধা দেখাব।

১২৯৯৮. হযরত কাতাদা (র) থেকে বর্ণিত। تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِّأَوَّلِنَا وَاٰخِرِنَا আয়াতাংশের وَاٰخِرِنَا দ্বারা তারা বুঝিয়েছে যে, তাদের পরবর্তী বংশধরেরাও এ দিনকে ঈদ ও খুশীর দিন রূপে গ্রহণ করবে।

১২৯৯৯. ইব্‌ন জুরাইজ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِّنَ السَّمَاءِ تَكُوْنُ لَنَا عِيْدًا لِأَوَّلِنَا وَاٰخِرِنَا আয়াতের = لِأَوَّلِنَا (আমাদের পূর্ববর্তীদের জন্যেও ঈদের আনন্দ) অর্থাৎ তাদের মধ্যে যারা তখন জীবিত ছিল এবং وَاٰخِرِنَا (আমাদের পরবর্তীদের জন্যে অর্থ তাদের পরবর্তী বংশধরদের জন্যে)।

১৩০০০. সুফইয়ান (র) থেকে বর্ণিত। تَكُوْنُ لَنَا عِيْدًا এর ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, সে দিনে আমরা ছালাত আদায় করব। তিনি বলেন, এ আয়াত দু'বার নাযিল হয়েছে। তাফসীরকারদের অপর এক দল বলেন, এর অর্থ, ওই খাঞ্চা থেকে আমরা সবাই এক সাথে খাব। যারা এ মতের সমর্থক, তাদের আলোচনা ঃ

১৩০০১. হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, খাঞ্চা আসার পর তাদের প্রথম সারির লোকেরা যেমন খেয়েছে, শেষ সারির লোকেরাও তেমন খেয়েছে।

তাফসীরকারদের অপর একদল বলেন, আয়াতে عِيد মানে عَائِدَةً অর্থাৎ খাঞ্চাটি আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে দলীল-প্রমাণ হিসেবে আমাদের নিকট অবতীর্ণ হবে। তাফসীরকার ইমাম তাবারী (র) বলেন, উল্লেখিত ব্যাখ্যা গুলোর মধ্যে তাদের ব্যাখ্যাই সঠিক, যারা বলেছে تَكُوْنُ لَنَا عِيْدًا অর্থঃ যে দিন খাঞ্চা নাযিল হবে, সে দিনটিকে আমরা ঈদ হিসেবে পালন করব, এদিনে আমরা আমাদের প্রতিপালকের ইবাদত করব, তাঁর উদ্দেশ্যে সালাত আদায় করব, যেমন অন্যান্য লোক তাদের ঈদের দিনে ইবাদত করে থাকে। লোক সমাজে ঈদ শব্দের প্রসিদ্ধ ও পরিচিত অর্থ তাই, যা আমরা উল্লেখ করেছি। যারা عِيد শব্দের অর্থ عَائِدٌ عَلَيْنَا (আমাদের নিকট আসবে) বলেছেন, তাদের এ অর্থ লোক সমাজে অপরিচিত ও অব্যবহৃত। কুরআন মাজীদের ব্যাখ্যায় প্রসিদ্ধ ও সর্বজন পরিচিত অর্থ গ্রহণ করাই শ্রেয়।

لِأَوَّلِنَا وَاٰخِرِنَا এর সঠিক ব্যাখ্যা তাই, যারা বলেছেন أَوَّلِنَا মানে বর্তমানে যারা জীবিত আছি আর اٰخِرِنَا মানে যারা আমাদের পরে আগমন করবে। যেহেতু تَكُوْنُ لَنَا عِيْدًا আয়াতের ক্ষেত্রে আমরা বলেছি যে, কুরআন মজীদের ব্যাখ্যায় প্রসিদ্ধ অর্থ গ্রহণ করাই শ্রেয় এবং لِأَوَّلِنَا وَاٰخِرِنَا ক্ষেত্রেও প্রসিদ্ধ অর্থ গ্রহণ করাই উত্তম।

اٰيَةً مِّنْكَ অর্থ হে প্রতিপালক! এ যেন আপনার পক্ষ থেকে বান্দাদের প্রতি আপনার একত্ববাদের প্রমাণ ও নিদর্শন এবং আমি আপনার পক্ষ থেকে প্রেরিত রাসূল। وَارْزُقْنَا وَاَنْتَ خَيْرُ الرّٰزِقِيْنَ অর্থাৎ আপনার দান ভান্ডার থেকে আমাদেরকে দান করুন। হে রব! দানশীলদের মধ্যে আপনিই শ্রেষ্ঠ, অনুগ্রহশীলদের মধ্যে আপনিই সর্বোত্তম। কেননা, আপনার দান নিখুঁত ও খাঁটি হবে।

হাওয়ারীদের নিকট খাদ্যভর্তি খাঞ্চা প্রকৃতই অবতীর্ণ হয়েছিল কিনা, এবং তার স্বরূপ কি ছিল, এ নিয়ে তাফসীরকারদের মধ্যে একাধিক মত রয়েছে। কেউ কেউ বলেন, বাস্তবই খাঞ্চা অবতীর্ণ হয়েছিল। তাতে ছিল মাছ ও খাদ্য। তা থেকে সবাই আহার করেছে। এরপর মহান আল্লাহ্ সম্পর্কে দেয়া অঙ্গীকার ভঙ্গ করায় তা বন্ধ হয়ে যায়।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১৩০০২. আবূ আবদির রহমান সুলামী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, খাঞ্চা নাযিল হয়েছিল, তাতে ছিল রুটি ও মাছ।

১৩০০৩. আতিয়া (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হাওয়ায়ীদের নিকট খাঞ্চা নাযিল হয়েছিল। তাতে ছিল একাধিক মাছ। মাছগুলোর মধ্যে সর্ব প্রকার খাদ্যের স্বাদ ছিল।

১৩০০৪. আতিয়া (র) থেকে অপর সনদে বর্ণিত। তিনি বলেন, তাদের নিকট খাঞ্চা নাযিল হয়েছিল। তাতে ছিল মাছ। মাছে সকল খাদ্যের স্বাদ ছিল।

১৩০০৫. আবূ আবদির রহমান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রুটি ও মাছ আছে, এমন খাঞ্চা নাযিল হয়েছিল।

১৩০০৬. হযরত ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ঈসা (আ) ও হাওয়ারীদের নিকট খাঞ্চা নাযিল হয়েছিল। এতে ছিল রুটি ও মাছ। খাওয়ার ইচ্ছা হলে তারা সেখানে খেত এবং আহার করত।

১৩০০৭. ওয়াহাব ইব্ন মুনাব্বিহ (র) থেকে বর্ণিত। أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِّنَ السَّمَاءِ আয়াতের ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, তাদের নিকট যবের রুটি ও মাছ নাযিল হয়েছিল। হাসান (রা) বলেন, বর্ণনাকারী আবূ বকর (র) বলেন, এরপর আমি আবদুস সামাদ ইব্ন মা'কালের নিকট এ হাদীস বর্ণনা করি। তখন আবদুস সামাদ বললেন, আমি ওয়াহ্হাব (রা) কে বলতে শুনেছি যে, তাকে বলা হয়েছিল, এটুকু খাদ্যে কিভাবে তাদের প্রয়োজন মিটত? তিনি উত্তর দিলেন যে, তা কোন বস্তুগত ব্যাপার নয়; বরং এগুলোর ভাঁজে ভাঁজে আল্লাহ তা'আলা বরকত নাযিল করে দিয়েছিলেন। তাদের এক দল খেয়ে বেরিয়ে যেত তারপর অপ রদল এসে খেয়ে যেত। তারপর আগমন করত অপর দল। খাওয়া দাওয়া সেরে তারা বেরিয়ে যেত, এভাবে তাদের সবাই খেয়েছিল এবং শেষ পর্যন্ত খাদ্য উদ্বৃত্ত থেকেছিল।

১৩০০৮. মুজাহিদ (র) বলেন, তারা যেখানেই যেত, সেখানেই খাদ্য সহ খাঞ্চা অবতীর্ণ হত।

১৩০০৯. মুজাহিদ (র) থেকে বর্ণিত। مَائِدَةً مِّنَ السَّمَاءِ আয়াতাংশ সম্পর্কে তিনি বলেন "কুফরী করলে তাদেরকে শাস্তি দেয়া হবে"— এ ঘোষণা দেয়ার পর তাদের নিকট খাঞ্চা প্রেরণ করা হয়। বিভিন্ন প্রকারের খাদ্য ভর্তি খাঞ্চা তাদের প্রতি অবতীর্ণ হত।

১৩০১০. ইসহাক ইব্ন আবদিল্লাহ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, مائدة তথা খাঞ্চা নাযিল হয়েছিল মারয়াম তনয় হযরত ঈসা (আ) এর নিকট, তাতে ছিল সাতটি রুটি এবং সাতটি মাছ। তাদের অভিরুচি ও আকাংখা অনুযায়ী তারা খাঞ্চা হতে আহার করত। বর্ণনাকারী বলেন, পরদিন খাঞ্চা নাযিল নাও হতে পারে; এ আশংকায় তাদের কেউ কেউ সেখান থেকে কিছু কিছু খাদ্য চুরি করে নিয়ে গিয়েছিল। ফলে আল্লাহ তা'আলা খাঞ্চার অবতরণ বন্ধ করে দেন।

১৩০১১. আজাল গোত্রের জনৈক ব্যক্তি থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত আম্মার ইব্ন ইয়াসির (র) এর পাশে দাঁড়িয়ে আমি সালাত আদায় করলাম। সালাত শেষে তিনি বললেন, বাণী ইসরাঈলের নিকট

অবতীর্ণ খাঞ্চার বিবরণ তোমার জানা আছে কি? "না, আমার জানা নেই"— আমি উত্তর দিলাম। ঘটনার বিবরণ দিয়ে তিনি বললেন, ইসরাঈলীগণ হযরত ঈসা (আ) কে অনুরোধ করেন, এমন একটি খাঞ্চা আনয়ন করতে, যাতে থাকবে খাদ্য। তারা অনবরত এই খাঞ্চা থেকে আহার করতে থাকবে। তা যেন কখনও শেষ না হয়।

উত্তরে তাদেরকে বলা হল, ঠিক আছে; খাঞ্চা আসবে বটে, তবে তা ততদিন পর্যন্ত তোমাদের নিকট থাকবে, যতদিন তোমরা তা থেকে চুরি না কর, বিশ্বাস ভঙ্গ না কর এবং তুলে না রাখ। তোমরা তা করলে তোমাদেরকে আমি এমন শাস্তি দিব, যা জগতের কাউকে দিবনা। বর্ণনাকারী বলেন, প্রথম দিনেই তারা খাঞ্চা থেকে চুরি করে নিল, তুলে নিয়ে গেল এবং বিশ্বাস ভঙ্গ করে ফেলল। অনন্তর তাদেরকে এমন শাস্তি প্রদান করা হল, যে শাস্তি জগতের কাউকেই দেয়া হয়নি। আর তোমরা, হে আরববাসীগণ! তোমরা উট ও বকরীর পেছনে পেছনে দৌড়াতে। আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের থেকে এক ব্যক্তিকে তোমাদের জন্যে রাসূল প্রেরণ করলেন। যার সম্পর্কে তোমাদের জানা শোনা আছে, যার বংশ কৌলিণ্য, গুরুত্ব ও মর্যাদা সম্পর্কে তোমরা জান, তোমাদের নবীর মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের জন্যে ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন যে, অনতি বিলম্বে তোমরা আরবে বিজয়ী হবে। যাকাত না দিয়ে স্বর্ণ-রৌপ্য সঞ্চয় করতে তিনি তোমাদেরকে নিষেধ করেছেন। আল্লাহর শপথ! তোমরা স্বর্ণরৌপ্য সঞ্চিত করা শুরু করলে একদিন একরাত অতিবাহিত হওয়ার পূর্বেই আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে কঠিন শাস্তি প্রদান করবেন।

১৩০১২. আম্মার ইব্ন ইয়াসির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, রুটি গোশত সহকারে খাঞ্চা নাযিল হয়েছিল। তাদেরকে আদেশ দেয়া হয়েছিল, তাতে যেন বিশ্বাসঘাতকতা না করে, সঞ্চিত করে না রাখে এবং পর দিনের জন্যে তুলে না রাখে। কিন্তু তারা খিয়ানত করেছিল। সঞ্চয় করে রেখেছিল এবং তুলে রেখেছিল। ফলে তারা বানর ও শূকরে রূপান্তরিত হয়েছিল।

১৩০১৩. হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। المائدة (খাঞ্চা) এর স্বরূপ বর্ণনা করে তিনি বলেন, তা ছিল আকাশ থেকে নাযিল হওয়া খাদ্য। তারা যেখানে গমন করত, ওই খাঞ্চা সেখানে তাদের নিকট নাযিল হত।

অন্যান্য তাফসীরকার বলেন, মায়িদা তথা খাঞ্চা তাদের নিকট নাযিল হত, তাতে থাক্ত জান্নাতী ফল।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১৩০১৪. আম্মার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, খাঞ্চা নাযিল হয়েছিল। এতে জান্নাতী ফল ছিল। তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল যেন তা থেকে লুকিয়ে না রাখে, বিশ্বাস ভঙ্গ না করে এবং সঞ্চিত করে না রাখে। তিনি বলেন, অতঃপর তারা খিয়ানত ও বিশ্বাস ভঙ্গ করেছিল, তা থেকে লুকিয়ে রেখেছিল এবং সঞ্চয় করে রেখেছিল। পরিণামে আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে বানর ও শূকরে রূপান্তরিত করে দেন।

১৩০১৫. কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। আয়াতে উল্লেখিত মায়িদা (المائدة) সম্পর্কে তিনি বলেন, আমাদের নিকট আলোচনা করা হয়েছিল যে, তা ছিল খাঞ্চা বিশেষ। জান্নাতের ফলমূলের কোন একটি তাতে নাযিল হত। তাদেরকে আদেশ দেয়া হয়েছিল যেন তা থেকে লুকিয়ে না রাখে। খিয়ানত ও বিশ্বাস ভঙ্গ না করে এবং পরবর্তী দিনের জন্যে সঞ্চিত করে না রাখে। এ ছিল আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে

তাদের প্রতি পরীক্ষা। তাদের কেউ উপরোক্ত অপকর্মের কোন একটি সংঘটিত করলে আল্লাহ তা'আলা হযরত ঈসা (আ) কে জানিয়ে দিতেন। শেষ পর্যন্ত তারা তাতে বিশ্বাস ভঙ্গ করেছিল। লুকিয়ে রেখেছিল এবং পরের দিনের জন্যে সঞ্চয় করে রেখেছিল।

কোন কোন তাফসীরকার বলেন, ইসরাঈলীদের নিকট নাযিল করা খাঞ্চায় গোশত ব্যতীত সকল প্রকার খাদ্য ছিল।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১৩০১৬. মায়সারা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইসরাঈলীদের সম্মুখে খাঞ্চা রাখা হলে তারা যখন তাতে হাত রাখত তখন সকল প্রকারের খাদ্য হাতে উঠে আসত।

১৩০১৭. মায়সারা ও যাযান থেকে বর্ণিত। তারা বলেন, খাঞ্চায় হাত রাখলেই বিভিন্ন প্রকারের খাবার পেত।

১৩০১৮. মায়াসারা ও যাযাম (র) থেকে বর্ণিত। আলোচ্য আয়াত প্রসংগে তারা বলেন, ইসরাঈলীরা দেখল ঐ খাঞ্চাতে হাত দিলে গোশত ব্যতীত সকল প্রকারের খাদ্য হাতে উঠে আসে।

অন্যান্য তাফসীরকার বলেন, ইসরাঈলীদের নিকট আদৌ কোন খাঞ্চা নাযিল হয়নি। তবে এ মতবাদ যারা পোষণ করেন, তাদের নিজেদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। কেউ কেউ বলেন, এতদ্বারা আল্লাহ তা'আলা মানব জাতির নিকট একটি দৃষ্টান্ত পেশ করেছেন এবং প্রকারান্তরে তাদেরকে নবীর নিকট নিদর্শন ও মু'জিযা দাবী করতে নিষেধ করেছেন।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১৩০১৯. মুজাহিদ (র) থেকে বর্ণিত। أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِّنَ السَّمَاءِ আয়াত প্রসংগে তিনি বলেন, এটি একটি দৃষ্টান্ত, যা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে। মূলতঃ তাদের নিকট কিছুই নাযিল হয়নি।

অন্যান্য তাফসীরকার বলেন, ইসরাঈলীদেরকে যখন বলা হয়েছিল فَمَنْ يَّكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ فَإِنِّيْ أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَّا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ (কিন্তু এরপর তোমাদের মধ্যে কেউ কুফরী করলে তাকে এমন শাস্তি দিব, যে শাস্তি বিশ্বের অপর কাউকে দিবনা।) তখন ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে তারা ক্ষমা প্রার্থনা করেছিল, দাবী প্রত্যাহার করে নিয়েছিল, ফলে খাঞ্চা নাযিল হয়নি।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১৩০২০. কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হাসান (রা) বলতেন যে, ইসরাঈলীদেরকে فَمَنْ يَّكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ .... এর ঘোষণা দেয়া হলে তারা বলেছিল, ওই খাঞ্চায় আমাদের প্রয়োজন নেই। ফলে তা আর নাযিল হয়নি।

১৩০২১. হাসান (রা) থেকে অপর সনদে বর্ণিত। মায়িদা তথা খাঞ্চা সম্পর্কে তিনি বলেছেন যে, তা নাযিল হয়নি।

১৩০২২. মুজাহিদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, খাদ্য ভর্তি খাঞ্চা নাযিল হওয়ার পর তারা কুফরী করলে কঠোর শাস্তি দেয়া হবে এ ঘোষণা শোনার পর তারা খাঞ্চা নাযিলের দাবী প্রত্যাহার করে নেয়।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, এ ক্ষেত্রে সঠিক বক্তব্য হলো আল্লাহ তা'আলা খাদ্য ভর্তি খাঞ্চা প্রেরণ করেছিলেন। মহান আল্লাহর নিকট খাঞ্চা নাযিলের জন্য দু'আ করতে যারা ঈসা (আ) কে অনুরোধ করেছিল, তাদের নিকট খাঞ্চা নাযিল হয়েছিল। রাসূলুল্লাহ (সা) ও তাঁর সাহাবীগণের (রা) বর্ণিত হাদীস সমূহের আলোকে এবং পরবর্তী যুগের তাফসীরকারগণের রিওয়ায়াত ও বর্ণনাসমূহের প্রেক্ষিতে এ টিকে আমরা সঠিক ব্যাখ্যা বলেছি। অবশ্য ভিন্ন মতের গুটিকতেক লোক, তাদের বর্ণনার কথা স্বতন্ত্র। তদুপরি আল্লাহ তা'আলা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন না। তাঁর বাণীতে স্ববিরোধিতা নেই। নবী ঈসা (আ) এর দু'আর জওয়াবে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন اِنِّىْ مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ (নিশ্চয়ই আমি তা নাযিল করব তোমাদের নিকট)। এটা তো অসম্ভব যে, আল্লাহ তা'আলা اِنِّىْ مُنَزِّلُهَا (আমি তা প্রেরণ করব) বলে আবার তা নাযিল করবেন না। কারণ, এতে মহান আল্লাহর বাণীতে স্ববিরোধিতা হবে, অথচ মহান আল্লাহর বাণীতে স্ববিরোধিতা নেই।

اِنِّىْ مُنَزِّلُهَا (আমি নিশ্চয় তা নাযিল করব) বলার পর আল্লাহ তা'আলা তা নাযিল করেননি একথা বলা যদি ঠিকই হয়, তবে এও বলা ঠিক হবে যে, فَمَنْ يَّكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ فَاِنِّىْ اُعَذِّبُهٗ عَذَابًا لَّاۤ اُعَذِّبُهٗۤ اَحَدًا مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ (কিন্তু এর পর তোমাদের কেউ কুফ্রী করলে ......) দ্বারা শাস্তির ঘোষণা দেওয়ার পর তাদের কেউ কুফ্রী করলে মহান আল্লাহ তাকে শাস্তি দিবেন না। আর যদি তাই হয় তবে মহান আল্লাহর দেয়া পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি ও শাস্তির ঘোষণার কোন মূল্যই থাকেনা। অকাট্য সত্য এ যে, অনুরূপ পরিস্থিতি থেকে আল্লাহ তা'আলা সম্পূর্ণ পবিত্র, তাঁর প্রতিশ্রুতিতে ও ঘোষণায় এতটুকুন স্ববিরোধিতাও নেই, আর তাই اِنِّىْ مُنَزِّلُهَا বলার পর তিনি খাঞ্চা নাযিল করেননি, এমন মন্তব্য ও ব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য হওয়ার কোনই অবকাশ নেই।

খাঞ্চায় কি ছিল? এর সঠিক জওয়াব হলো, খাঞ্চায় খাদ্যদ্রব্য ছিল, তা মাছ-রুটি থাকার যেমন অবকাশ রয়েছে, জান্নাতের ফল থাকারও তেমনি অবকাশ রয়েছে। তা কি ছিল, তার বিস্তারিত ও পুংখানুপুংখ জ্ঞান না থাকলে তেমন কোন ক্ষতি নেই। কারণ এর বিস্তারিত জ্ঞান যেমন লাভজনক নয়, এ সম্পর্কে অজ্ঞাত থাকাও তেমন ক্ষতিকর নয়, পাঠক যদি আয়াতের সম্ভাব্য ব্যাখ্যায় আস্থাশীল হয়, স্বীকার করে।

মহান আল্লাহর বাণী—

(١١٥) قَالَ اللّٰهُ اِنِّىْ مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ ۚ فَمَنْ يَّكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ فَاِنِّىْۤ اُعَذِّبُهٗ عَذَابًا لَّاۤ اُعَذِّبُهٗۤ اَحَدًا مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ ۠

১১৫. মহান আল্লাহ বললেন, আমিই তোমাদের নিকট তা প্রেরণ করব, কিন্তু এরপর তোমাদের মধ্যে কেউ কুফ্রী করলে তাকে এমন শাস্তি দিব, যে শাস্তি বিশ্ব জগতের অপর কাউকে দিবনা।

ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, ইসরাঈলীগণ তাদের নবী ঈসা (আ) কে খাঞ্চা পাওয়ার জন্য যে দু'আ করতে অনুরোধ করেছিল, এ আয়াতে তার জওয়াব রয়েছে। এটি আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে তাদের নিকট জওয়াব স্বরূপ। আল্লাহ তা'আলা বললেন, اِنِّىْ مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ অর্থা হে হাওয়ারীগণ! তোমাদের প্রতি খাঞ্চা আমি নাযিল করবই এবং খাঞ্চার খাদ্য তোমাদেরকে খাওয়াবই। এরপর فَمَنْ يَّكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ অর্থাৎ তোমাদের নিকট খাঞ্চা প্রেরণ ও তোমাদেরকে তা খাওয়ানোর পর তোমাদের মধ্যে কেউ যদি আমার রিসালাত অস্বীকার করে, আমার নবী ঈসা (আ) এর নবুওয়াত প্রত্যাখ্যান করে এবং আমার আদেশ, নিষেধের বিরুদ্ধাচরণ করে তবে فَاِنِّىْ اُعَذِّبُهٗ عَذَابًا لَّا اُعَذِّبُهٗ اَحَدًا مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ –তাকে এমন শাস্তি দিব, যে শাস্তি বিশ্বজগতের আর কাউকে দিবনা। কিন্তু তারা তাই করল, খাঞ্চা নাযিল হওয়ার পর কুফরী করল, নবুওয়াত অস্বীকার করল, ফলে তারা শাস্তি ভোগ করল। আমাদের নিকট বর্ণনা এসেছে যে, তাদেরকে বানর ও শূকরে পরিণত করা হয়েছে।

১৩০২৪. কাতাদা (র) থেকে বর্ণিত। اِنِّىْ مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ। আয়াতের ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, আমাদেরকে জানানো হয়েছে যে, তাদেরকে শূকরে রূপান্তরিত করে দেয়া হয়েছে।

১৩০২৫. আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তিন শ্রেণীর লোককে কঠিনতম শাস্তি দেয়া হবে। মুনাফিক, খাঞ্চা প্রাপ্তদের মধ্যে যারা কুফুরী করেছে এবং ফির'আওনের বংশধরকে

১৩০২৬. আব্দুল্লাহ ইব্নে আমর (রা) বলেন, মুনাফিক লোকেরা ও যারা খাঞ্চা প্রাপ্তির পর কুফরী করেছে এবং ফির'আওনের বংশধরেরা কিয়ামত দিবসে কঠিনতম শাস্তিতে নিপতিত হবে।

১৩০২৭. সুদ্দী (র) থেকে বর্ণিত। فَمَنْ يَّكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ فَاِنِّىْ اُعَذِّبُهٗ عَذَابًا لَّا اُعَذِّبُهٗ اَحَدًا مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ আয়াতে بَعْدُ (এরপর) এর ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, খাঞ্চা নাযিল হওয়ার পর যে কুফরী করবে فَاِنِّىْ اُعَذِّبُهٗ عَذَابًا لَّا اُعَذِّبُهٗ اَحَدًا مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ —তাকে এমন শাস্তি দিব, যা খাঞ্চা ওয়ালাদের ব্যতীত আর কাউকে দিবনা।

মহান আল্লাহর বাণী—

(١١٦) وَاِذْ قَالَ اللّٰهُ يٰعِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ ءَاَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُوْنِىْ وَاُمِّىَ اِلٰهَيْنِ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ۗ قَالَ سُبْحٰنَكَ مَا يَكُوْنُ لِىْٓ اَنْ اَقُوْلَ مَا لَيْسَ لِىْ بِحَقٍّ ۗ اِنْ كُنْتُ قُلْتُهٗ فَقَدْ عَلِمْتَهٗ ۗ تَعْلَمُ مَا فِىْ نَفْسِىْ وَلَآ اَعْلَمُ مَا فِىْ نَفْسِكَ ۗ اِنَّكَ اَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ ○

১১৬. যখন আল্লাহ বলবেন, হে মারইয়াম তনয় ঈসা! তুমি কি লোকদেরকে বলেছিলে যে, তোমরা আল্লাহ ব্যতীত আমাকে ও আমার জননীকে ইলাহ্রূপে গ্রহণ কর? সে বলবে, আপনিই মহিমান্বিত! যা বলার অধিকার আমার নেই, তা বলা আমার পক্ষে শোভন নয়। যদি আমি তা

বলতাম তবে আপনি তো জানতেন। আমার অন্তরের কথাতো আপনি অবগত আছেন, কিন্তু আপনার অন্তরের কথা আমি অবগত নই; আপনি তো অদৃশ্য সম্বন্ধে সম্যক পরিজ্ঞাত।

ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, যেদিন আল্লাহ তা'আলা রাসূলগণকে একত্রিত করে জিজ্ঞেস করবেন, তোমরা কি উত্তর পেয়েছিলে? সে দিনই তিনি ঈসা (আ) কে বলবেন, তুমি কি লোকদেরকে বলেছিলে, "তোমরা আল্লাহ ব্যতীত আমাকে ও আমার জননীকে ইলাহ্ রূপে গ্রহণ কর?"

তাফসীরকারদের কেউ কেউ বলেছেন, আল্লাহ্ তা'আলা হযরত ঈসা (আ) কে যেদিন দুনিয়া থেকে তাঁর নিকট তুলে নিয়েছিলেন, সেদিন এ প্রশ্ন করেছিলেন।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১৩০২৮. সুদ্দী (র) থেকে বর্ণিত। وَإِذْ قَالَ اللّٰهُ يٰعِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ ءَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُوْنِىْ وَأُمِّىَ إِلٰهَيْنِ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ – আয়াত সম্পর্কে তিনি বলেন, আল্লাহ তা'আলা ঈসা (আ)-কে তাঁর নিকট তুলে নিলেন। খ্রিষ্টানরা তাঁর সম্পর্কে নানারূপ মন্তব্য করেছে, তাঁকে উপাস্য আখ্যা দিয়েছে। তাদের ধারণা ছিল যে, ঈসা (আ) নিজেই এ প্রকার নির্দেশ দিয়ে গেছেন। এ প্রেক্ষাপটে আল্লাহ তা'আলা হযরত ঈসা (আ) কে একথা জিজ্ঞেস করেছিলেন। উত্তরে ঈসা (আ) বলেছিলেন, আপনিই মহিমান্বিত! যা বলার অধিকার আমার নেই, তা বলা আমার পক্ষে শোভন নয় .... এবং আপনিই সর্ব বিষয়ে সাক্ষী।

অন্যান্য তাফসীরকার বলেন যে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ পাক ঈসা (আ) কে এ প্রশ্ন জিজ্ঞেস করবেন।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১৩০২৯. ইব্ন জুরায়জ (র) থেকে বর্ণিত। وَإِذْ قَالَ اللّٰهُ يٰعِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ আয়াত সম্পর্কে তিনি বলেন, আল্লাহ তা'আলা ঈসা (আ) কে এ প্রশ্ন জিজ্ঞেস করবেন, লোকজন তা শুনবে ঈসা (আ) উপরোক্ত উত্তর দিবেন, এবং তিনি নিজেই আল্লাহর বান্দা-গোলাম তা স্বীকার করবেন। অতএব তাঁর সম্পর্কে যারা নানা প্রকার মন্তব্য করেছিল, তারা সবাই জেনে যাবে যে, ঈসা (আ) সম্পর্কে তাদের মন্তব্য ভুল ও অসত্য।

১৩০৩০. মায়সারাহ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ তা'আলা বললেন, "হে ঈসা! তুমি কি লোকদেরকে বলেছ, আল্লাহ ব্যতীত আমাকে ও আমার জননীকে ইলাহ রূপে গ্রহণ কর?" প্রশ্ন শুনে ঈসা (আ) ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে থরথর করে কাঁপতে থাকবেন তিনি শংকিত হয়ে পড়বেন, না জানি কখনও বলে ফেলেছিলেন কি-না? পরে উত্তরে বলবেন سُبْحٰنَكَ إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ (আপনি মহিমান্বিত। আমি যদি বলতাম তবে আপনি তো তা জানতেন।)

১৩০৩১. কাতাদা (র) থেকে বর্ণিত। وَاِذْ قَالَ اللّٰهُ يٰعِيْسَى بْنَ مَرْيَمَ أَاَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُوْنِىْ وَاُمِّىَ اِلٰهَيْنِ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ – আয়াতে উল্লেখিত প্রশ্ন কখন করা হবে, এ সম্পর্কে তিনি বলেন, তা অনুষ্ঠিত হবে কিয়ামত দিনে। তুমি কি দেখছ না আল্লাহ তা'আলা এও বলবেন يَوْمَ يَنْفَعُ الصّٰدِقِيْنَ صِدْقُهُمْ (এ সে দিন, যে দিন সত্যবাদীগণ তাদের সত্যতার জন্য উপকৃত হবে ......) ইব্‌ন জুরায়জ (র) এর ব্যাখ্যানুসারে আয়াতে اذ শব্দটিকে اذا অর্থে ব্যবহার করা অপরিহার্য হয়ে পড়ে। যেমন অন্য স্থানে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন وَلَوْ تَرٰى اِذْ فَزِعُوْا (সূরা সাবা' ৫১)। এ আয়াতে اذ فَزِعُوا শব্দটি يَفْزِعُوْنَ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ আপনি যদি দেখতেন যখন তারা সন্ত্রস্ত হয়ে পড়বে। অনুরূপ কবি আবুন্ নাজম বলেছেন,

ثُمَّ جَزَاهُ اللّٰهُ عَنَّا اذ جَزى – جَنَّاتِ عدن فِى العَلالِىِّ العُلى

তারপর আল্লাহ তা'আলা যখন প্রতিদান প্রদান করবেন তখন আমাদের পক্ষ থেকে যেন তাকে আ'লা 'ইল্লিয়্যীনের জান্নাত-ই-আদান প্রদান করেন (আযদাদ পৃঃ ১০২, ইব্‌ন আমবারী)। পংক্তিতে অতীত বাচক اذ جَزى শব্দটি ভবিষ্যত বাচক اذا جَزى অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কবি আসওয়াদের কবিতায় ও অন্যরূপ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন ঃ

فَالآنَ: اذ هَازَلْتُهُنَّ- فَانَّمَا يَقُلْنَ - اَلاَ لَم يَذهَبِ الشَّيخُ مَذهَبا

ইদানীং যখন তাদের সাথে হাসি ঠাট্টা করি তখন তারা বলে, আহ্ এ বৃদ্ধ তো কোথাও – নয়। কবিতায় اذهَازَلْتُهُنَّ শব্দটি اذاهَازَلْتُهُنَّ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যারা ইব্‌ন জুরায়জের ব্যাখ্যার সাথে একমত পোষণ করেন, তারা আয়াতের অর্থ এভাবে করেন ঃ فَمَنْ يَّكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ فَانِّىْ أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لاَّ أُعَذِّبُهُ اَحَدًا مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ অর্থাৎ এ কঠিন শাস্তি দুনিয়াতেও দিব এবং আখিরাতেও যখন আল্লাহ বলবেন, হে ঈসা! তুমি কি লোকদেরকে বলেছ আমাকে ব্যতীত তোমাকে ও তোমার জননীকে ইলাহ রূপে গ্রহণ করতে?

ইমাম তাবারী (র) বলেন, উপরোক্ত বক্তব্য দু'টোর মধ্যে আমাদের নিকট অধিকতর সঠিক তাদের কথাই, যারা বলেছেন যে, ঈসা (আ) কে আসমানে তুলে নেয়ার সময় আল্লাহ তা'আলা তাকে এ প্রশ্ন করেন, এবং এতে অতীতকাল সম্পর্কেই বিবৃতি রয়েছে।

আমাদের বক্তব্যের যথার্থতা দু'দিক থেকে প্রমাণিত হয়। প্রথমত: কোন কোন সময় اذ শব্দটি ভবিষ্যৎ কালের শব্দের সাথে যুক্ত হয়ে ব্যবহৃত হলেও আরবী ভাষাভাষী লোকদের পরিভাষায় এটি প্রধানতঃ ও প্রায়ই অতীতকালের সাথে সংযুক্ত হয়ে ব্যবহৃত হয়। ভবিষ্যৎকালের সাথে যুক্ত হয় তখন, যখন শ্রোতাগণ অনায়াসে তার অর্থ অনুধাবন করতে পারে। তবে তাদের পরিভাষায় এ ব্যবহার বহুল প্রচলিত নয়, বিশুদ্ধও নয়। আল্লাহ তা'আলার বাণীর ব্যাখ্যায় শব্দের অপরিচিত ও অপ্রসিদ্ধ অর্থ গ্রহণের চেয়ে স্বতঃসিদ্ধ ও বহুল প্রচলিত অর্থ গ্রহণ করাই শ্রেয়, যতক্ষণ তা সম্ভব হয়। দ্বিতীয় দিক এই যে, শিরকে লিপ্ত থাকা অবস্থায়

কোন মুশরিক মৃত্যু বরণ করলে আল্লাহ্ তাকে ক্ষমা করবেন না। এতে ঈসা (আ) তো বটেই, কোন নবীই বিন্দুমাত্র সন্দেহ পোষণ করেন না। তাতে যদি তাদের কোন সন্দেহ থাকত তবে অবশ্য মেনে নেয়া যেত যে, আল্লাহ তা'আলার বক্তব্যের উত্তরে আখিরাতে ঈসা (আ) বলবেন .... إِنْ تُعَذِّبْهُمْ। অর্থাৎ হে প্রতিপালক! যারা আপনাকে ব্যতীত আমাকে ও আমার জননীকে ইলাহরূপে গ্রহণ করেছে তাদেরকে আপনি শাস্তি দিলে তারা তো আপনারই বান্দা। আর আপনি যদি তাদের ক্ষমা করেন তবে আপনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

যদি কেউ প্রশ্ন করে, আল্লাহ তা'আলা তো জানেনই যে, ঈসা (আ) তার সম্প্রদায়কে এ নির্দেশ দেননি তবুও أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُوْنِىْ وَأُمِّىَ اِلٰهَيْنِ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ বলে তাকে প্রশ্ন করার রহস্য কি? তবে তার দু'টো উত্তর দেয়া যায়। প্রথমতঃ এর উদ্দেশ্য ঈসা (আ) কে সতর্ক করে দেয়া এবং বারণ করে দেয়া; যাতে তিনি কখনও অনুরূপ নির্দেশ না দেন যেমন একজন অন্যজনকে বলে فَعَلْتَ كَذَا وَكَذَا—তুমি কি এরূপ এরূপ কাজ করেছ? ঐ ব্যক্তি এর দ্বারা বোঝে নেয় যে, এই কাজটি প্রশ্নকারীর নিকট খুবই অপসন্দনীয় এবং তাকে অনুরূপ কর্ম থেকে বারণ করার জন্যে এবং শাসিয়ে দেয়ার জন্যে এরূপ বলা হয়েছে।

দ্বিতীয়তঃ এ প্রশ্ন দ্বারা আল্লাহ তা'আলার উদ্দেশ্য হযরত ঈসা (আ) কে জানিয়ে দেয়া যে, তিনি যাদেরকে রেখে এসেছিলেন তার পরে তারা চুক্তি ভঙ্গ করেছে এবং দ্বীন বিকৃত করেছে। ফলে একই সঙ্গে তাঁর সম্প্রদায় সম্পর্কে তাঁকে জানিয়ে দেয়া এবং অনুরূপ বক্তব্য থেকে তাঁকে সতর্ক করে দেয়া দু'টোই আয়াতের উদ্দেশ্য হতে পারে।

ইমাম তাবারী (র) বলেন, أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُوْنِىْ وَأُمِّىَ اِلٰهَيْنِ (আপনি কি লোকদেরকে বলেছেন যে, তোমরা আল্লাহ ব্যতীত আমাকে এবং আমার জননীকে ইলাহরূপে গ্রহণ কর) আয়াতে اِلٰهَيْنِ। অর্থ– مَعْبُوْدَيْنِ দু'টো উপাস্য রূপে গ্রহণ কর যে, আল্লাহকে বাদ দিয়ে এ দু'জনের উপাসনা করবে। উত্তরে ঈসা (আ) বললেন, হে প্রতিপালক! এমন কার্য করা অথবা এমন কথা বলা থেকে আমি আপনার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করছি مَا يَكُوْنُ لِىْ اَنْ اَقُوْلَ مَا لَيْسَ لِىْ بِحَقٍّ —যা বলার অধিকার আমার নেই, তা বলা আমার জন্যে শোভন নয় অর্থাৎ আমি এরূপ বলতে পারিনা। যেহেতু আমি আপনার সৃষ্ট একজন বান্দা আর আমার আম্মা আপনার একজন দাসী। দাস-দাসী কিভাবে রব হওয়ার দাবী করতে পারে। إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ। আমি যদি বলতাম তবে আপনি তো তা জানতেন অর্থাৎ কোন কিছুই তো আপনার অগোচরে নেই, আপনি তো জানেনই যে, আমি তা বলিনি এবং আমি তাদেরকে অনুরূপ নির্দেশও দেইনি।

تَعْلَمُ مَا فِىْ نَفْسِىْ وَلَا اَعْلَمُ مَا فِىْ نَفْسِكَ اِنَّكَ اَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ (আমার অন্তরের কথা তো আপনি অবগত আছেন, আর আপনার অন্তরের কথা আমি অবগত নই, আপনি তো

অদৃশ্য সম্পর্কে সম্যক অবগত) আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, নবী ঈসা (আ) এর আত্মপক্ষ সমর্থনের বিষয়টি এ আয়াত দ্বারা বর্ণিত হয়েছে। হযরত ঈসা (আ) ও তাঁর মাতা সম্পর্কে খৃষ্টান কাফিররা যে সকল অনাকাংখিত ও অশোভনীয় কথা বলেছে, সে গুলোর সাথে ঈসা (আ) এর কোন সম্পর্ক নেই এবং সেগুলোর প্রতি তিনি তাদেরকে আহবানও জানান নি, নির্দেশও দেননি। আয়াতে উল্লেখিত বক্তব্য দ্বারা তিনি তাই ঘোষণা করেন। তিনি বলেন سُبْحٰنَكَ مَايَكُوْنُ لِىْ اَنْ اَقُوْلَ مَا لَيْسَ لِىْ بِحَقٍّ اِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ তারপর বলেন تَعْلَمُ مَا فِىْ نَفْسِىْ অর্থাৎ হে আমার প্রতিপালক! যে সকল বিষয় আমার অন্তরে লুক্কায়িত থাকে, আমি মুখে ব্যক্ত করিনা, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দ্বারা প্রকাশ করিনা, সেগুলোও তো আপনার নিকট অজ্ঞাত নয়। তাহলে আমি যা ব্যক্ত করেছি, আমার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দিয়ে প্রকাশ করেছি, সেগুলোর ব্যাপারে আপনার সিদ্ধান্ত কি হতে পারে?

আমি যদি লোকজনকে اِتَّخِذُوْنِىْ وَاُمِّىَ اِلٰهَيْنِ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ (মহান আল্লাহ ব্যতীত আমাকে ও আমার জননীকে ইলাহরূপে গ্রহণ কর) বলতাম, তবে আপনি তো তা নিশ্চিত জানতেন। কারণ, যা অব্যক্ত, যা অন্তরে লুক্কায়িত, তা আপনি জানেন। তাহলে যা ব্যক্ত করি, তা তো জানেনেই। وَلَا اَعْلَمُ مَا فِىْ نَفْسِكَ (আপনার অন্তরের কথা আমি জানিনা) যা আপনি আমার থেকে গোপন রেখেছেন, আমাকে অবহিত করেন নি, তা আমি জানি না। কারণ, আমি তো ততটুকু মাত্র জানি, যা আপনি আমাকে জানিয়ে দেন, اِنَّكَ اَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ। (আপনি অদৃশ্য সম্পর্কে সম্যক অবগত)। অর্থাৎ আপনি তো পরিপূর্ণ অবগত সে সকল গুপ্ত বিষয় সম্পর্কেও; যা আপনি ব্যতীত কেউ অবগত নয়, যা আপনি ছাড়া অন্য কেউ জানে না।

মহান আল্লাহর বাণী—

(১১৭) مَا قُلْتُ لَهُمْ اِلَّا مَآ اَمَرْتَنِىْ بِهٖٓ اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ رَبِّىْ وَرَبَّكُمْ ۚ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيْدًا مَّا دُمْتُ فِيْهِمْ ۚ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِىْ كُنْتَ اَنْتَ الرَّقِيْبَ عَلَيْهِمْ ۚ وَاَنْتَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ شَهِيْدٌ ○

১১৭. আপনি আমাকে যা আদেশ করেছেন, তা ব্যতীত তাদেরকে আমি কিছুই বলিনি; তা এই –তোমরা আমার ও তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহর ইবাদত কর এবং যতদিন আমি তাদের মধ্যে ছিলাম, ততদিন আমি ছিলাম তাদের কার্যকলাপের সাক্ষী; কিন্তু যখন আপনি আমাকে তুলে নিলেন তখন আপনিই তো ছিলেন তাদের কার্যকলাপের তত্ত্বাবধায়ক এবং আপনিই সর্ব বিষয়ে সাক্ষী।

ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, এ আয়াত দ্বারা আল্লাহ তা'আলা হযরত ঈসা (আ) এর বক্তব্যের বর্ণনা দিয়েছেন। ঈসা (আ) বললেন, হে আমার প্রতিপালক! আমিতো তাদেরকে শুধু তাই

বলেছি, যা বলতে আপনি আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন অর্থাৎ আমি তাদেরকে বলেছি أُعْبُدُوا اللّٰهَ رَبِّىْ وَرَبَّكُمْ —তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর, যিনি আমারও প্রতিপালক, তোমাদেরও প্রতিপালক وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيْدًا مَّادُمْتُ فِيْهِمْ অর্থাৎ আমি যতদিন তাদের মাঝে ছিলাম, ততদিন তাদের কাজকর্ম ও কথাবার্তার সাক্ষী ছিলাম فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِىْ অর্থাৎ আমাকে যখন আপনার নিকট তুলে নিয়েছেন كُنْتَ اَنْتَ الرَّقِيْبَ عَلَيْهِمْ অর্থাৎ আমি নই বরং আপনিই তাদের কাজকর্ম ও কথাবার্তার সংরক্ষণকারী। কারণ, আমি তো তাদের কাজকর্ম ততদিন দেখেছি, যতদিন আমি তাদের মধ্যে ছিলাম। এতে স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, হযরত ঈসা (আ) কে আকাশে তুলে নেয়ার পরবর্তী সময়ে তার সম্প্রদায়ের কৃত কাজকর্ম ও কথাবার্তা সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা তাকে অবহিত করেছেন এবং اَاَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُوْنِىْ وَاُمِّىَ اِلٰهَيْنِ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ বাণী দ্বারা তা উল্লেখ করেছেন।

وَاَنْتَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدٌ অর্থাৎ হে আমার প্রতিপালক! আপনি সব কিছুর সাক্ষী, যেহেতু আপনার নিকট কিছুই গোপন নেই। পক্ষান্তরে আমি তো তাদের আংশিক কার্যকলাপের সাক্ষী। আমি তাদের মধ্যে অবস্থান কালে তারা যা করেছে, আমি ততটুকু মাত্র সাক্ষী দিতে পারব, শুধু যতটুকু আমি দেখেছি। আয়াতের আমরা যে ব্যাখ্যা দিয়েছি, তাফসীরকারগণের কেউ কেউ অনুরূপ ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১৩০৩২. সুদ্দী (র) বলেন, كُنْتَ اَنْتَ الرَّقِيْبَ عَلَيْهِمْ আয়াতে رَقِيْبٌ মানে সংরক্ষণকারী।

১৩০৩৩. ইব্‌ন জুরায়জ (র) থেকে বর্ণিত। আলোচ্য আয়াতে الرَّقِيْبُ শব্দের অর্থ اَلْحَفِيْظُ সংরক্ষণকারী। কিছু বিশেষজ্ঞের মতে, আল্লাহ্ তা'আলার উক্ত প্রশ্নের প্রেক্ষাপটে হযরত ঈসা (আ) যে জওয়াব দিয়েছিলেন, তা আল্লাহ্ তা'আলার শেখানো জওয়াব। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে জানিয়ে দিয়েছিলেন।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১৩০৩৪. ইব্‌ন তাউস (র) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন। اَاَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُوْنِىْ وَاُمِّىَ اِلٰهَيْنِ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ قَالَ سُبْحٰنَكَ مَا يَكُوْنُ لِىْٓ اَنْ اَقُوْلَ مَا لَيْسَ لِىْ بِحَقٍّ আয়াত প্রসংগে তাঁর পিতা বলেন, আল্লাহ্ তা'আলাই হযরত ঈসা (আ) কে এ জওয়াব শিখিয়ে দিয়েছিলেন।

১৩০৩৫. ইব্‌ন তাউস (র) তাঁর পিতা তাউস (র) থেকে বর্ণনা করেছেন। আলোচ্য আয়াত সম্পর্কে তিনি বলেছেন যে, ঈসা (আ) যে প্রমাণ উপস্থাপন করেছেন, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে এ প্রমাণ শিখিয়ে দিয়েছেন।

১৩০৩৬. মাইছারাহ্ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ঈসা (আ) কে লক্ষ্য করে আল্লাহ তা'আলা বললেন, يٰعِيْسٰى أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ —হে ঈসা! তুমি কি লোকদের কে বলেছ ......? বর্ণনাকারী বলেন, তাতে ঈসা (আ) এর শিরা-উপশিরা কেঁপে উঠল, তিনি শংকিত হয়ে পড়লেন, না জানি কখনও বলেছিলেন কিনা? তারপর জওয়াবে তিনি বললেন, سُبْحٰنَكَ مَا يَكُوْنُ لِيْ أَنْ أَقُوْلَ......... (মহিমান্বিত আপনি, যা বলার অধিকার আমার নেই, তা বলা আমার জন্য শোভন নয়, আমি যদি তা বলতাম তবে আপনি তো তা শুনতেন ....)।

মহান আল্লাহর বাণী—

(١١٨) إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ ۚ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ○

১১৮. যদি আপনি তাদেরকে শাস্তি দেন, তবে তারা তো আপনারই বান্দা, আর যদি তাদেরকে ক্ষমা করেন, তবে আপনি তো পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, ঈসা (আ) এর বক্তব্য আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন إِنْ تُعَذِّبْهُمْ অর্থাৎ যাঁরা এ প্রকারের উক্তি করেছে (খাঞ্চা নাযিলের দাবী জানিয়েছে) উক্ত মনোভাব ও বিশ্বাসের উপর তাদেরকে মৃত্যু দিয়ে আপনি যদি তাদেরকে শাস্তি দেন فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ তবে তারা তো আপনারই বান্দাহ্। আপনার প্রতি বিনয়াবনত, তাদের উদ্দেশ্যে আপনার পরিকল্পনা বাস্তবায়নে তারা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারে না। আপনার পক্ষ থেকে প্রেরিত সিদ্ধান্ত ও ক্ষতি থেকে তারা নিজেদেরকে রক্ষা করতে পারে না। وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ আর ওই অবস্থা থেকে তাওবা করার-ফিরে আসার মানসিকতা দিয়ে, পথ দেখিয়ে আপনি যদি তাদেরকে ক্ষমা করেন অর্থাৎ ওই অপরাধ গোপন রাখেন তবে فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيْزُ আপনি পরাক্রমশালী, প্রতিশোধ গ্রহণে আপনি অপ্রতিরোধ্য, যার থেকে প্রতিশোধ নিতে চান, আপনার হাত থেকে তাকে রক্ষা করার কেউ নেই। اَلْحَكِيْمُ—আপনি প্রজ্ঞাময়, জগতের যাকে হিদায়াত করতে চান, তাকে হিদায়াত দানে এবং যাকে শাস্তির পথ থেকে মুক্তির পথে আগমনের দিশা দিতে চান, তাকে তাওফীক প্রদানে আপনি প্রজ্ঞাময়- যেমন ঃ

১৩০৩৭. সুদ্দী (র) থেকে বর্ণিত। إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ আয়াতের ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, আপনি তাদেরকে ক্ষমা করে দেন, তারপর খৃষ্টবাদ থেকে বের করে ইসলামের পথ দেখান তবে فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ আপনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। এটি ঈসা (আ) এর দুনিয়াতে অবস্থানকালীন বক্তব্য।

১৩০৩৮. হযরত কাতাদা (র) থেকে বর্ণিত। আলোচ্য আয়াত সম্পর্কে তিনি বলেন, মহান আল্লাহর শপথ, তারা না ছিল বিদ্রূপকারী, না ছিল অভিশাপ বর্ষণকারী।

মহান আল্লাহর বাণী—

(١١٩) قَالَ اللّٰهُ هٰذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصّٰدِقِيْنَ صِدْقُهُمْ ۚ لَهُمْ جَنّٰتٌ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ۚ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ ۚ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ○

১১৯. আল্লাহ পাক বলবেন, এ-ই সেদিন, যেদিন সত্যবাদীগণ তাদের সত্যতার জন্যে উপকৃত হবে, তাদের জন্যে আছে জান্নাত, যার পাদদেশে নদীসমূহ প্রবাহিত, তারা সেখানে চিরস্থায়ী হবে; আল্লাহ তাদের প্রতি প্রসন্ন এবং তারাও তার প্রতি সন্তুষ্ট; এটাই মহা সফলতা।

ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, هٰذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصّٰدِقِيْنَ আয়াতাংশের يَوْمَ শব্দের পাঠ রীতিতে কিরা'আত বিশেষজ্ঞগণ একাধিক মত প্রকাশ করেছেন। হিজায ও মদীনাবাসী কেউ কেউ পড়েছেন নসব যোগে هٰذَا يَوْمَ يَنْفَعُ الصّٰدِقِيْنَ যারা পেশ যোগে পড়েছেন তারা هٰذَا শব্দকে আমিল বা কার্যকারক হিসেবে এবং يَوْمَ শব্দকে বিশেষ্যরূপে ধরে নিয়েছেন, যদিও পরবর্তী শব্দের সাথে সম্বন্ধ নির্ভেজাল (اضافة محضه) নয়। কারণ এটি মানউত (منعوت) তথা বিশেষিত পদে পরিণত হয়েছে। কতেক আরবী ভাষাবিদ মনে করেন যে, اليوم والليلة ইত্যাদি সময় জ্ঞাপক শব্দগুলোকে আরবরা পরবর্তী শব্দের অনুরূপ ই'রাব বা স্বরচিহ্ন দিয়ে ব্যবহার করেন। পরবর্তী শব্দ রফা' যোগ্য হলে এটিও রফা' যোগ্য হবে। যেমন তাদের বক্তব্য هٰذَا يَوْمَ يَرْكَبُ الامِيْرُ—এ সেই দিন, যেদিন সেনাপতি বাহনে আরোহন করছেন هٰذَا لَيْلَةَ يَصْدُرُ الْحَاجُّ —এই সেদিন, যেদিন হাজী ফেরত আসছেন, هذا يَوْمَ اَخُوكَ مُنْطَلِقٌ এই সেইদিন, যেদিন তোমার ভাই গমন করছে।

উপরোক্ত বাক্যগুলোতে যথাক্রমে يَصْدُرُ يَرْكَبُ ও اَخُوكَ শব্দ রফা' যোগ্য হওয়ায় يَوْمُ ও لَيْلَةُ শব্দ রফাযোগ্য হয়েছে। আর পরবর্তী শব্দ নসবযোগ্য হলে সময়জ্ঞাপকও নসব যোগ্য হবে। যেমনঃ هذا يَوْمَ خَرَجَ الْجَيْشُ وَسَارَ النَّاسُ —এই সেদিন, যেদিন লোকজন ভ্রমণ করেছিল এবং = لَيْلَةَ قُتِلَ زَيْدٌ এই সে রাত, যে রাতে যায়দ নিহত হয়েছিল। অবশ্য উভয় অবস্থায় এগুলোর অর্থ اذا ও اذ এর অর্থের ন্যায় হবে। يَوْم শব্দকে যারা রফাযোগে পড়েছেন, প্রকারান্তরে তারা এ ব্যাখ্যায় ইঙ্গিত দিয়েছেন যে, এ হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার কিয়ামত দিবসের বক্তব্য। সুদ্দী (র) এ প্রসংগে এরূপই মন্তব্য করতেন।

১৩০৩৯. সুদ্দী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন هٰذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصّٰدِقِيْنَ صِدْقُهُمْ— এটি হযরত ঈসা (আ) এর বক্তব্য থেকে আলাদা বক্তব্য। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা একথা বলবেন।

"এটি ঈসা (আ) এর বক্তব্য নয়।" এ মন্তব্য দ্বারা সুদ্দী (র) বুঝাতে চেয়েছেন যে, سُبْحٰنَكَ مَا يَكُوْنُ لِيْ اَنْ اَقُوْلَ ...... فَاِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ পর্যন্ত ঈসা (আ) এর বক্তব্য। এ আয়াতে

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন যে, তাকে আকাশে তুলে নেয়ার পর তিনি এ বক্তব্য রেখেছিলেন। আর এর পর থেকে অর্থাৎ .... قَالَ اللّٰهُ هٰذَا يَوْمَ يَنْفَعُ الصّٰدِقِيْنَ থেকে আল্লাহ তা'আলার নিজস্ব বক্তব্য, কিয়ামতের দিনে তাঁর বান্দাদেরকে উদ্দেশ্য করে আল্লাহ তা'আলা এ বক্তব্য রাখবেন। يوم শব্দকে নসব পড়ায়ও দুটো যুক্তি রয়েছে। প্রথমতঃ يوم শব্দটি যদি ইসম বা বিশেষ্য ভিন্ন অন্য পদের সাথে সম্বন্ধযুক্ত (اضافت) হয় তবে يوم শব্দটি নসব যোগ্য হবে। কারণ এটি ইযাফত-ই গায়র-ই মাহযা খাদযুক্ত ইযাফত হবে।

ইযাফত-ই মাহযা বা খাঁটি সম্বন্ধপদ হবে তখন, যখন শব্দটি কোন বিশুদ্ধ বিশেষ্য পদের সাথে সম্বন্ধযুক্ত হবে। সে ক্ষেত্রে يوم শব্দটি حين -زمان ইত্যাদি কালবাচক শব্দের পর্যায়ভুক্ত হবে যেমন কবি নাবিগার কবিতা ঃ

عَلَى حِينَ عَاتَبْتُ الْمَشِيبَ عَلَى الصِّبَا –وَقُلْتُ اَلَمَّا تَصْحُ وَالشَّيْبُ وَازِعُ؟

শৈশব ও তারুণ্যের বিদায়ে প্রৌঢ়ত্বের আগমনে আমার রিপুও ক্ষোভে-দুঃখে প্রৌঢ়ত্বকে গালি দিয়েছিল আর আমি আমার প্রবৃত্তিকে বলেছিলাম—এখনও তুমি স্থিরতায় আসনি, প্রোঢ়ত্বতো মানুষকে তার তারুণ্যের চঞ্চলতা থেকে বিরত রাখে।

يوم শব্দকে নসব পড়ার দ্বিতীয় যুক্তি এই যে, আয়াতে هذا মানে هذا الشَّانُ فِى هَذا। يوم তখন সময় ও বিশেষণ হিসেবে هذا الامر يوم ينفع الصدقين। মুলতঃ আয়াত الامر শব্দটি নসব যোগ্য হবে। অর্থাৎ এ ব্যাপার সংঘটিত হবে সেদিন যেদিন, সত্যবাদীদের সত্যতা তাদের কল্যাণ করবে। ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, উপরোল্লেখিত দু'টো পাঠ রীতির মধ্যে দ্বিতীয়টি অর্থাৎ সময় ও বিশেষণ হিসেবে নসবযোগে يوم পড়াই আমার নিকট সঠিক। কারণ আয়াতের অর্থ এই— আল্লাহ তা'আলার উদ্দেশ্যে ঈসা (আ) যখন বললেন, سُبْحٰنَكَ مَا يَكُوْنُ لِىْ اَنْ اَقُوْلَ مَا لَيْسَ لِىْ .... فَاِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ তখন উত্তরে আল্লাহ তা'আলা বললেন هذا القول النافع এ-ই কল্যাণকর বক্তব্য অথবা النافع الصدق। সত্য ও কল্যাণকর ভাষণ সেদিন উপকারে আসবে যেদিন সত্যবাদীদের সত্যতা তাদের কল্যাণ করবে। اليوم মানে ওই বক্তব্যের সময়, কল্যাণকর সত্য ভাষণের সময়। যদি কেউ বলে যে, اعراب এর দিক থেকে هذا এর অবস্থান কি? উত্তরে বলা হবে যে, এটি رفع যোগ্য। যদি বলা হয় তাকে রফা প্রদায়ক আমিল কি? বলা হবে, তা উহ্য। আল্লাহ তা'আলা যেন বললেন, هٰذَا يَوْمَ يَنْفَعُ الصّٰدِقِيْنَ صِدْقُهُمْ এই, এই সেদিন, যে দিন সত্যবাদীদের সত্য কথা তাদের কল্যাণ করবে। যেমন কবির কবিতা ঃ

اَمَا تَرَى السَّحَابَ كَيفَ يَجرِى؟ هذا وَلَا خَيلُكَ يَا ابنَ بشر

মেঘমালা কেমন করে চলাচল করে, তা কি তুমি দেখনা, এটি এমন কি হে ইব্‌ন বিশর! তোমার অশ্বপালও অনুরূপ দৌড়াতে পারে না। পংক্তিটি মুলতঃ ছিল, هـذا هـذا ولاخيـلك

ইমাম তাবারী (র) বলেন, উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে আয়াতের ব্যাখ্যা এই, আল্লাহ্ তা'আলা ঈসা (আ) কে বললেন, তোমার এ বক্তব্য কল্যাণ করবে সেদিন, যেদিন দুনিয়াতে সত্যবাদীরূপে জীবন যাপনকারীদের সত্যতা আখিরাতে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট তাদের উপকারে আসবে। لَهُمْ جَنّٰتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهٰرُ —তাদের জন্যে আছে উদ্যানসমূহ, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত। দুনিয়াতে আল্লাহকে দেয়া প্রতিশ্রুতিতে তারা সত্যরূপে প্রতিষ্ঠিত করেছিল বলে, আল্লাহকে দেয়া প্রতিশ্রুতি পূরণ করেছিল বলে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর ছাওয়াব ও প্রতিদানের প্রতিশ্রুতি পূরণ হিসেবে তাদেরকে জান্নাত দিবেন। خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا তারা সেখানে স্থায়ী হবে। আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে যে জান্নাত প্রদান করবেন, তাতে তারা স্থায়ী হবে, তাদের জন্যে তথায় থাকবে নে'মত রাজি, সেখান থেকে তারা স্থানান্তরিতও হবেনা, বিতাড়িতও হবেনা।

الخلود। শব্দের অর্থ চিরস্থায়ী ও চির অবস্থান, তা ইতিপূর্বে আমরা আলোচনা করেছি।

আল্লাহ্ তা'আলার বাণী رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ (আল্লাহ্ তাদের প্রতি প্রসন্ন এবং তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট, এ-ই মহা সফলতা) এর ব্যাখ্যা:

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, সে সকল সত্যবাদী, যাঁরা আল্লাহ্ তা'আলার আনুগত্যে কর্মসম্পাদন ও তাঁর অবাধ্যতা পরিহার জনিত প্রতিশ্রুতি পূরণ করেছে। আল্লাহ্ তা'আলা তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন وَرَضُوْا عَنْهُ এবং তারাও মহান আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলার আদেশ নিষেধ পালনের প্রেক্ষিতে তিনি ছাওয়াব ও প্রতিদান প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তা পূরণ করায়, সত্যবাদীদেরকে ওই ব্যাপক ছাওয়াব প্রদান করায় তারা আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি সন্তুষ্ট। ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ। এ-ই মহা সফলতা, অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা তাদের প্রতি সন্তুষ্ট আর তারা আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি সন্তুষ্ট। এ সন্তোষজনক পরিবেশে আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে জান্নাত সমূহ প্রদান করবেন, সেখানে তারা স্থায়ী হবে, তাদের প্রতি আল্লাহ্ তা'আলার এ দানই মহা সাফল্য, পরম সফলতা।

দুনিয়াতে তারা জান্নাতই কামনা করত, জান্নাত পাওয়ার লক্ষ্যেই কাজ করত। তাদের যা প্রত্যাশা ছিল, তাই তারা পেয়ে গেল।

মহান আল্লাহর বাণী—

(١٢٠) لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَ الْأَرْضِ وَمَا فِيْهِنَّ ، وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝

১২০. আসমান ও যমীন এবং এগুলোর মধ্যে যা আছে তার সার্বভৌমত্ব আল্লাহরই, এবং তিনি সর্ব বিষয়ে শক্তিমান।

ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, হে নাছারাগণ! لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ অর্থাৎ আসমান ও যমীনের কর্তৃত্ব-সার্বভৌমত্ব আল্লাহরই وَمَافِيْهِنَّ এগুলোর মধ্যে যা আছে, তার সবগুলোর কর্তৃত্বও একমাত্র আল্লাহ তা'আলার; ঈসা (আ) এর নয়, যাকে তোমরা মা'বূদ মনে কর। এ কর্তৃত্ব ঈসা (আ) এর মায়েরও নয়, আসমান যমীনে যা আছে, তাদের কারোই নয় এ কর্তৃত্ব। কর্তৃত্ব তাদের হবে কিরূপে? আসমান যমীন ও এগুলোর মধ্যে যা আছে, তার সবগুলো তো আল্লাহরই সৃষ্টি। ঈসা (আ) ও তাঁর মাতা এ সৃষ্টি জগতের একটি অংশমাত্র। তাঁরা এ পৃথিবীতে আগমন করেছেন প্রস্থান করেছেন। আগমন নির্গমনের স্থান এ দুনিয়াতে তাঁদের আগমন ও প্রস্থান দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, তারা সেই মহান সত্ত্বার মালিকানাধীন বান্দা, যার কর্তৃত্ব রয়েছে আসমান যমীন ও তদস্থিত সব কিছুর উপর। এর দ্বারা আল্লাহ তা'আলা নাছারাসহ তাঁর সমগ্রজগতকে তাঁর যুক্তির মাধ্যমে সতর্ক করে দিচ্ছেন, যাতে তারা এ নিয়ে চিন্তা ভাবনা করে, বিচার বিশ্লেষণ করে এবং তা অনুধাবন করে। وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ অর্থাৎ মহান আল্লাহ তা'আলা, আসমান-যমীনের ও এগুলোর মধ্যে যা আছে, তার সবগুলোর কর্তৃত্ব যাঁর হাতে, তিনি এগুলো ধ্বংস ও বিনাশ করে দিতে সক্ষম, তিনি সক্ষম ঈসা (আ) কে ধ্বংস করতে, তাঁর মা ও পৃথিবীর সব কিছুকে ধ্বংস করতে। যেমন তিনি সক্ষম তাদেরকে সৃষ্টি করতে।

এ কাজে তাঁকে বাধা দেয়ার এবং সর্বত্র তাঁর ইচ্ছার প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করার ক্ষমতা কারো নেই, তাকে অক্ষম করার ক্ষমতা কারো নেই। তাঁর ক্ষমতা নযীর বিহীন, তাঁর কর্তৃত্ব ও রাজত্ব তুলনাহীন।

।। সূরা মায়িদা সমাপ্ত ।।

Contents

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

সূরা আন'আম

১ হইতে ৮৫ আয়াত

মহান আল্লাহ্‌র বাণী—

(١) اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمٰتِ وَالنُّوْرَ ۬ؕ ثُمَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُوْنَ ○

১. সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র, যিনি আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন, আর তৈরী করেছেন অন্ধকার ও আলো, তা সত্ত্বেও কাফিররা তাদের প্রতিপালকের সমকক্ষ সাব্যস্ত করে।

ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম আল্লামা আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ (সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌রই) আয়াতাংশে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন যে, সমস্ত প্রশংসা সকল কৃতজ্ঞতা একক আল্লাহ্‌র জন্যে, যার নেই কোন অংশীদার। প্রশংসা অন্যান্য তথাকথিত অংশীদার ও উপাস্যদের জন্যে নয় এবং কাফিররা আল্লাহ্ তা'আলা ব্যতীত যে সকল প্রতিমা ও দেব-দেবীর পূজা করে, তাদের জন্যেও নয়। বাক্যটি বর্ণনামূলক বটে, তবে আজ্ঞাসূচক অর্থে ব্যবহারের ইঙ্গিত রয়েছে। অর্থাৎ হে লোকসকল! প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা নির্ভেজাল ও খাঁটিভাবে আল্লাহ্ তা'আলার জন্যেই নিয়োজিত রাখ, যিনি সৃজন করেছেন তোমাদেরকে এবং আসমান যমীনকে। এতে তোমরা কাউকেই, কোন বস্তুকেই তার সাথে শরীক করোনা। তোমাদের নিকট রয়েছে তাঁর নি'মতরাজী, তোমাদের উপর রয়েছে তাঁর অনুগ্রহ, তাই একমাত্র তিনিই তোমাদের প্রশংসার দাবীদার, উপযুক্ত। আল্লাহ্ তা'আলা ব্যতীত তোমরা যাদের 'ইবাদত কর এবং তাঁরই সৃষ্টি যেগুলোকে তোমরা তাঁর শরীক ও সমকক্ষ মনে কর, তারা প্রশংসার দাবীদার ও উপযুক্ত নয়।

اَلْحَمْدُ (প্রশংসা) ও اَلشُّكْرُ (কৃতজ্ঞতা) শব্দের পার্থক্য ইতিপূর্বে আমরা দলীল প্রমানসহ বর্ণনা করেছি।

وَجَعَلَ الظُّلُمٰتِ وَالنُّوْرَ (তিনি উৎপত্তি ঘটিয়েছেন অন্ধকার ও আলোর) এর ব্যাখ্যাঃ ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, আয়াত দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা বুঝিয়েছেন যে, সর্ববিধ প্রশংসা আল্লাহ্ তা'আলার, যিনি সৃষ্টি করেছেন আসমান ও যমীন, অন্ধকারে পরিণত করেছেন রাত্রিকে আর আলোকময় করেছেন দিবসকে।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১৩০৪০. তাফসীরকার সুদ্দী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, وَجَعَلَ الظُّلُمٰتِ وَالنُّوْرَ আয়াতাংশে الظُّلُمٰت। (অন্ধকার) অর্থ রাতের অন্ধকার। আর النُّوْر। (আলো) অর্থ দিবসের আলো।

১৩০৪১. হযরত কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِى خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمٰتِ وَالنُّوْرَ সম্পর্কে তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা আসমানকে যমীনের পূর্বে, অন্ধকারকে আলোর পূর্বে এবং জান্নাতকে সৃষ্টি করেছেন জাহান্নামের পূর্বে।

যদি কেউ প্রশ্ন করেন, তাহলে جَعَلَ শব্দের অর্থ কি? তবে উত্তরে বলা হবে যে, আরবগণ جَعَلَ শব্দটিকে সাধারণ বর্ণনা (خبر) এবং ক্রিয়া (فعل) -এর মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করেন। তাঁরা বলেন, جَعَلْتُ اَفْعَلُ كَذَا (আমি এরূপ করছিলাম) جَعَلْتُ اَقُوْمُ وَاَقْعُدُ (আমি উঠাবসা করছিলাম)। তাদের কথ্য রীতি দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, جَعَلْتُ শব্দটি ক্রিয়ার অবিচ্ছিন্নতা ও চলমানতা নির্দেশ করে। جَعَلَ শব্দটি নিজে কোন ক্রিয়া নয়। কোন ব্যক্তির বক্তব্য جَعَلْتُ اَقُوْمُ (আমি দাঁড়াচ্ছিলাম) দ্বারা ও তা প্রমাণিত হয়, কারণ এখানে দাঁড়ানো ব্যতীত অন্য কোন কর্ম নেই। جَعَلْتُ শব্দটি ক্রিয়ার প্রবাহমানতা ও স্থায়িত্ব নির্দেশ করেছে। কবির নিম্নোক্ত কবিতা দ্বারাও তা প্রমাণিত হয়,

وَزَعَمْتَ اَنَّكَ سَوْفَ تَسْلُكُ فَارِدًا لَه – وَالْمَوْتُ مُكْتَنِعٌ طَرِيْقِى قَادِرِ

فَاجْعَلْ تَحَلَّلْ مِنْ يَمِيْنِكَ اِنَّمَا – حِنْثُ الْيَمِيْنِ عَلَى الاثِيْمِ الْفَاجِرِ

তুমি মনে করেছ যে, একাকী তুমি পথ চলবে, কিন্তু স্মরণ রেখ, দু'দিক থেকেই মৃত্যু তোমার নিকটবর্তী, ক্ষমতাশালী। সুতরাং পর্যায়ক্রমে তোমরা শপথ থেকে বেরিয়ে আস, কারণ শপথ ভঙ্গের দায় ও পাপ আপতিত হয় পাপিষ্ঠ ও মন্দ লোকের উপর।

কবিতায় فَاجْعَلْ تَحَلَّلْ অর্থ অল্প অল্প করে শপথ থেকে বেরিয়ে আস, শপথ থেকে মুক্ত হও। এখানে جَعَلَ দ্বারা শপথ থেকে মুক্তি ভিন্ন অন্য কোন ক্রিয়ার কথা বুঝানো হয়নি। অনুরূপ বাক্যে উল্লেখিত সকল جَعَلَ শব্দই ক্রিয়ার প্রবাহমানতা ও অবিচ্ছিন্নতা অর্থে ব্যবহৃত হয়, মূল ক্রিয়ার অর্থে এর কোন প্রভাব নেই, কার্যকারিতা নেই। وَجَعَلَ الظُّلُمٰتِ وَالنُّوْرَ অর্থ-আসমান ও যমীনের রাত্রিকে তিনি অন্ধকার বানিয়েছেন এবং দিবসকে আলোকময় বানিয়েছেন।

ثُمَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُوْنَ (তা সত্ত্বেও কাফিররা তাদের প্রতিপালকের সমকক্ষ দাঁড় করায়)-এর ব্যাখ্যা ঃ ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা কাফিরদের আচরণে বিস্ময়

প্রকাশ করে মু'মিনদের কাজকে কাফিরদের বিরুদ্ধে দলীল উপস্থাপন করে ইরশাদ করেন, হে লোকসকল! যে মা'বুদের হাম্‌দ ও প্রশংসা করা তোমাদের জন্যে ওয়াজিব, তিনি আসমান যমীন সৃষ্টি করেছেন, এগুলো থেকে তিনি তোমাদের জীবনোপকরণ ও খাদ্যদ্রব্যের সুব্যবস্থা করেছেন, যে সকল গবাদি পশুর গোশত খেয়ে ও কাজে ব্যবহার করে তোমরা বেঁচে থাক, সেগুলোর খাদ্যের ব্যবস্থা করেছেন। তিনি আসমান থেকে তোমাদের জন্যে বারি বর্ষণ করেন, তোমাদের কল্যাণে সেখানে পালাক্রমে চন্দ্র-সূর্য পরিভ্রমণ করে, ভূমিতে তোমাদের খাদ্য-শস্য উৎপন্ন হয়, আরো উৎপন্ন হয় তোমাদের রুচিসম্মত সুস্বাদু ফলমূল।

এতদ্ব্যতীত তোমাদের কল্যাণ ও উপকারার্থে আরও বহুকিছু উৎপন্ন হয়। হে লোকসকল! كَفَرُوْا অর্থাৎ যারা আল্লাহর নেয়'মত অস্বীকার করে, তোমাদের ও তাদের জন্যে সৃষ্ট নে'মতরাজী যারা প্রত্যাখ্যান করে بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُوْنَ (তারা তাদের প্রতিপালকের সমকক্ষ দাঁড় করায়) অর্থাৎ যিনি এ সকল ব্যবস্থা করলেন, এতসব সৃষ্টি করলেন তাঁর ইবাদতে তারা তাঁর শরীক ও সমকক্ষ দাঁড় করায়, তাঁর ইবাদতের সাথে তারা অন্যান্য উপাস্য অংশীদার, দেবতা ও প্রতিমার ইবাদত করে। অথচ উপরোক্ত বিষয়গুলোর সৃজনে তাদের প্রতি নে'মত বর্ষণে এদের কোনটিই তার শরীক ছিল না, ছিলনা অংশীদার। বরং তিনি এককভাবে এসব সৃষ্টি করেছেন। এতদসত্ত্বেও ইবাদত করতে গিয়ে তারা তাঁর সাথে অন্যকে শরীক করে যুক্ত করে। 'সুবহানাল্লাহ' গভীর বুদ্ধিমত্তা সহকারে চিন্তাশীল ও বোধশক্তি সহকারে গবেষক ব্যক্তিদের জন্যে এ কেমন চমৎকার যুক্তি! কত সংক্ষিপ্ত অথচ উন্নত উপদেশ।

কোন কোন তাফসীরকার বলেছেন যে, এ আয়াতটি তাওরাত শরীফের প্রথম আয়াত।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১৩০৪২. হযরত কা'ব (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সূরা আন'আম এর প্রথম আয়াত তাওরাত শরীফের প্রথম আয়াত।

১৩০৪৩. অপর সনদে কা'ব (র) থেকে অনুরূপ বর্ণিত। তবে তাতে এতটুকু অতিরিক্ত রয়েছে "وَخَاتِمَةُ التَّوْرَاةِ خَاتِمَةُ هُوْد" সূরা 'হুদ' এর শেষ আয়াত তাওরাত শরীফেরও শেষ আয়াত। বস্তুর ক্ষেত্রে একটি অপরটির সমান্তরাল ও বরাবর করাকে عدل বলা হয়। কোন একটি বস্তুকে অপর একটি বস্তুর সাথে সমান সমান করাকে আদল বলে। عَدَلْتُ هٰذَا بِهٰذَا عدلا ফায়সালার ক্ষেত্রে যখন ইনসাফ করা হয় তাকে عدل বলা হয়। ন্যায় বিচার করলে আপনি বলেন عَدَلْتُ فِيْهِ أعدل عَدْلاً।

يَعْدِلُوْنَ এর ব্যাখ্যায় আমরা যা বলেছি, তাফসীলকারগণও আমাদের মত বলেছেন।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১৩০৪৪. মুজাহিদ (র) থেকে বর্ণিত। يَعْدِلُوْنَ প্রসংগে তিনি বলেন يُشْرِكُوْنَ অর্থাৎ তারা শরীক করে, সমকক্ষ দাঁড় করায়। আয়াতে কোন্ প্রকারের লোকদেরকে বুঝানো হয়েছে, তা নিয়ে তাফসীরকারদের মধ্যে একাধিক মত রয়েছে।

১৩০৪৫. ইবন আবযা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা খারেজী সম্প্রদায়ের এক লোক اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمٰتِ وَالنُّوْرَ ثُمَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُوْنَ আয়াত পাঠ করতে করতে তাঁর নিকট উপস্থিত হয়। তাঁর উদ্দেশ্যে সে বলে, 'যারা কুফুরী করে তারাই তাঁদের প্রতিপালকের সমকক্ষ দাঁড় করায়, তাই নয় কি? ইব্ন আবযা বললেন, হাঁ, তাইতো। উত্তর শুনে লোকটি প্রস্থান করে। উপস্থিত এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলল, হে ইব্ন আবযা! এই লোকতো এর দ্বারা আয়াতের ব্যাখ্যা অন্য কিছু বুঝিয়েছি যে, খারেজী সম্প্রদায়ের একজন লোক। ইব্ন আবযা বললেন, লোকটিকে আমার নিকট নিয়ে আস।

তার আগমনের পর তিনি বললেন, তুমি কি জান এ আয়াত কাদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে ? সে উত্তরে বলল না।

তিনি বললেন, আয়াতটি নাযিল হয়েছে কিতাবীদেরকে উপলক্ষ করে। যাও, এটাকে অপপ্রয়োগ করো না। অন্যান্য তাফসীরকার বলেন, আয়াতে মূর্তি পূজক মুশরিকদেরকে বুঝান হয়েছে ।

১৩০৪৬. কাতাদা (র) থেকে বর্ণিত। ثُمَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُوْنَ আয়াতাংশ প্রসংগে তিনি বলেন,তারা আহ্লু সুরাহিয়্যাহ।

১৩০৪৭. সুদ্দী (র) থেকে বর্ণিত। ثُمَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُوْنَ আয়াতের ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, তারা মুশরিক।

১৩০৪৮. ইব্নে ওয়াহাব (র) বলেন, ثُمَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُوْنَ আয়াত সম্পর্কে ইব্ন যায়দ (র) বলেছেন, তারা যে সকল দেবতার পূজা করে, সেগুলোকে আল্লাহ্র সমকক্ষ স্থির করে। তিনি আরও বলেছেন, আল্লাহ্র কোন সমকক্ষ নেই, নেই কোন নজীর, তিনি ছাড়া কোন মা'বুদ নেই। আর তিনি গ্রহণ করেননি কোন স্ত্রী ও পুত্র কন্যা।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, এ প্রসংগে আমার মতে সঠিক বক্তব্য এই, আল্লাহ তা'য়ালা ঘোষণা দিয়েছেন যে, যারা কুফুরী করে তারা তাদের প্রতিপালকের সমকক্ষ দাঁড় করায় । সুতরাং সকল প্রকারের ও সকল স্তরের কাফির এ আয়াতের অন্তর্ভুক্ত হবে। একদল অন্তর্ভুক্ত হবে অন্যদল অন্তর্ভুক্ত হবে না, তা নয় । কাজেই, ইয়াহূদী খ্রিস্টান, অগ্নি উপাসক, প্রতিমা পূজারী ও সকল প্রকার কাফির লোকই আয়াতের অন্তর্ভুক্ত হবে ।

মহান আল্লাহর বাণী—

(٢) هُوَ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ طِيْنٍ ثُمَّ قَضٰٓى اَجَلًا ؕ وَاَجَلٌ مُّسَمًّى عِنْدَهٗ ثُمَّ اَنْتُمْ تَمْتَرُوْنَ ○

২. তিনিই তোমাদেরকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন, তারপর এক কাল নির্দিষ্ট করেছেন, এবং আর একটি নির্ধারিত কাল আছে, যা তিনিই জ্ঞাত। তাও তোমরা সন্দেহ কর।

هُوَ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِنْ طِيْنٍ (তিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন মাটি হতে)-এর ব্যাখ্যা ঃ ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, هُوَ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِنْ طِيْنٍ আয়াতাংশ দ্বারা আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেছেন, যে আল্লাহ আসমান যমীন সৃষ্টি করেছেন, এ দু'য়ের রাতকে অন্ধকার করেছেন এবং দিনকে আলোকিত করেছেন। এরূপ অনুগ্রহ সত্ত্বেও কাফিররা তাঁর সঙ্গে কুফুরী করেছে এবং তাদের কল্যাণ ও অকল্যাণ কিছুই করতে পারে না এমন বস্তুকে তারা তাঁর সমকক্ষ দাঁড় করিয়েছে। হে লোকসকল! সেই আল্লাহই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে।

مِنْ طِيْنٍ (মাটি হতে) আয়াতাংশের উদ্দেশ এই যে, সকল মানুষ তো সেই আদি মানুষেরই বংশধর, যাকে আল্লাহ তা'আলা মাটি হতে সৃষ্টি করেছেন। যেহেতু তারা সবাই ওই মাটির তৈরী আদি মানুষেরই সন্তান, সেহেতু তাদের সবাকেই এভাবে সম্বোধন করেছেন। তাফসীরকারগণ আমাদের অনুরূপ তাফসীর করেছেন।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১৩০৪৯. কাতাদা (র) থেকে বর্ণিত। هُوَ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِنْ طِيْنٍ সম্পর্কে তিনি বলেন, আয়াতে সৃষ্টির সূচনার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা হযরত আদম (আ)-কে মাটি হতে তৈরী করেছেন।

১৩০৫০. মুজাহিদ (র) থেকে বর্ণিত। هُوَ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِنْ طِيْنٍ সম্পর্কে তিনি বলেন, এই সৃষ্টি হযরত আদম (আ)।

১৩০৫১. সুদ্দী (র.) থেকে বর্ণিত। خَلَقَكُمْ مِنْ طِيْنٍ (তোমাদেরকে মাটি হতে সৃষ্টি করেছেন) অর্থাৎ আদম (আ) কে সৃষ্টি করেছেন।

১৩০৫২. দাহ্হাক ইব্ন মুযাহিম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত আদম (আ)-কে সৃষ্টি করেছেন মাটি হতে আর সকল মানুষ সৃষ্টি করেছেন তুচ্ছ তরল পর্দার্থের নির্যাস হতে।

১৩০৫৩. خَلَقَكُمْ مِنْ طِيْنٍ আয়াতাংশ সম্পর্কে ইব্ন যায়দ (র) বলেন, আল্লাহ তা'আলা হযরত আদম (আ)-কে সৃষ্টি করেছেন মাটি হতে আর আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, তখন যখন তাঁর পিঠ হতে আমাদেরকে বের করেছিলেন। ثُمَّ قَضٰى اَجَلًا وَاَجَلٌ مُّسَمًّى عِنْدَهٗ (তার পর এক কাল নির্দিষ্ট করেছেন এবং আর একটি নির্ধারিত কাল আছে যা তিনিই জ্ঞাত) এর ব্যাখ্যা ঃ ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, উক্ত আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় তাফসীরকারগণের একাধিক মত রয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন, ثُمَّ قَضٰى اَجَلًا অর্থাৎ হে লোকসকল! তোমাদের তিনি এক একটি মীআদ নির্ধারিত করেছেন আর তা হল সৃষ্টি থেকে মৃত্যুর মধ্যবর্তী মী'আদ, আর اَجَلٌ مُّسَمًّى عِنْدَهٗ (এবং আর একটি নির্ধারিত কাল যা তিনি জ্ঞাত) অর্থাৎ মৃত্যু ও পুনরুত্থানের মধ্যবর্তী মী'আদ।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১৩০৫৪. হযরত হাসান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন قَضَىٰ أَجَلًا অর্থ সৃষ্টি থেকে মৃত্যু পর্যন্ত মীআদ এবং أَجَلٌ مُسَمًّى عِنْدَهُ অর্থ মৃত্যু ও পুনরুত্থানের মধ্যবর্তী মীআদ।

১৩০৫৫. হযরত কাতাদ (রা) থেকে বর্ণিত ثُمَّ قَضَىٰ أَجَلًا وَأَجَلٌ مُسَمًّى عِنْدَهُ আয়াত প্রসংগে বলতেন, প্রথমত তোমার জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত মীআদ, দ্বিতীয়ত: তোমার মৃত্যু থেকে পুনরুত্থান পর্যন্তের মীআদ, আল্লাহ তা'আলার স্বীরকৃত এ দুই মিআদের মধ্যেই তোমার অবস্থান।

১৩০৫৬. দাহ্হাক ইব্ন মুযাহিম (র) থেকে বর্ণিত। ثُمَّ قَضَىٰ أَجَلًا وَأَجَلٌ مُسَمًّى عِنْدَهُ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, মৃত্যুর সময়ক্ষণ আল্লাহ তা'আলা নির্ধারিত করে দিয়েছেন। প্রত্যেক প্রাণীর নির্ধারিত শেষ সময় হলো তার মৃত্যু। কারো নির্ধারিত শেষ সময় উপস্থিত হলে আল্লাহ তা'আলা তাকে আর বিলম্বিত করবেন না। أَجَلٌ مُسَمًّى عِنْدَهُ অর্থ ঃ কিয়ামতের নির্ধারিত সময়। দুনিয়ার বিলুপ্তি এবং সব কিছু আল্লাহর প্রতি ধাবিত হওয়ার সময়।

অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন, রবং ثُمَّ قَضَىٰ أَجَلًا আয়াংশের অর্থ হলো قَضَى الدُّنْيَا দুনিয়ার কাল নির্ধারিত করেছেন, আর أَجَلٌ مُسَمًّى عِنْدَهُ আয়াতাংশের অর্থ-আখিরাতের কাল ও মী'আদ তিনিই জ্ঞাত।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১৩০৫৭. হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। আয়াতে উল্লেখিত أَجَلًا এর ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, দুনিয়ার কাল আর أَجَلٌ مُسَمًّى عِنْدَهُ অর্থ আখিরাত।

১৩০৫৮. মুজাহিদ (র) থেকে বর্ণিত। قَضَىٰ أَجَلًا এর ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, আখিরাতের মীআদ তাঁরই জানা আর ثُمَّ قَضَىٰ أَجَلًا অর্থ দুনিয়ার মীআদ।

১৩০৫৯. মুজাহিদ (র) থেকে অপর সনদে অনুরূপ বর্ণিত।

১৩০৬০ মুজাহিদ (র) থেকে অপর এক সূত্রে অনুরূপ বর্ণিত।

১৩০৬১. হযরত কাতাদা ও হাসান (র) থেকে বর্ণিত। ثُمَّ قَضَىٰ أَجَلًا وَأَجَلٌ مُسَمًّى عِنْدَهُ আয়াতের ব্যাখ্যায় তারা বলেন, দুনিয়ার মীআদ তিনি নির্ধাতি করে দিয়েছেন, তা হলো তোমার সৃষ্টি থেকে তোমার মৃত্যু পর্যন্ত আর أَجَلٌ مُسَمًّى عِنْدَهُ অর্থ কিয়ামতের দিন।

১৩০৬২. মুজাহিদ ও ইকরামা (র) থেকে বর্ণনা করে জাবির (র) বলেন, ثُمَّ قَضَىٰ أَجَلًا وَأَجَلٌ مُسَمًّى عِنْدَهُ আয়াতে ثُمَّ قَضَىٰ أَجَلًا অর্থ দুনিয়ার সময় নির্ধারিত করে দিয়েছেন আর أَجَلٌ مُسَمًّى عِنْدَهُ অর্থ পুনরুত্থানের সময়, এটি তাঁরই জানা।

১. এরা খারিজী সম্প্রদায়ের ইবাদিয়্যার গ্রুপভুক্ত ছিল। তারা হযরত 'আলী (রা)-কে (নাউযুবি'ল্লাহ্) কাফির মনে করত।

১৩০৬৩. মুজাহিদ ও ইকরামা (র) থেকে বর্ণিত। ثُمَّ قَضَى اَجَلاً অর্থ মৃত্যুর সময় নির্ধারণ করে দিয়েছেন, আর وَاَجَلٌ مُّسَمًّى عِنْدَهُ অর্থ আখিরাতের সময়।

১৩০৬৪. কাতাদা ও হাসান (র) থেকে বর্ণিত। قَضَى اَجَلاً وَاَجَلٌ مُّسَمًّى عِنْدَهُ আয়াত সম্পর্কে তারা বলেন قَضَى اَجَلاً অর্থ দুনিয়ার কাল তিনি নির্ধারণ করে দিয়েছেন, আর وَاَجَلٌ مُّسَمًّى عِنْدَهُ কিয়ামতের কাল যা তাঁরই জানা।

১৩০৬৫. মুজাহিদ (র) থেকে বর্ণিত। قَضَى اَجَلاً অর্থ দুনিয়ার কাল, আর وَاَجَلٌ مُّسَمًّى عِنْدَهُ অর্থ পুনরুত্থান।

১৩০৬৬. হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। ثُمَّ قَضَى اَجَلاً وَاَجَلٌ مُّسَمًّى عِنْدَهُ এর ব্যাখ্যা সম্পর্কে তিনি বলেন, قَضَى اَجَلاً অর্থ মৃত্যুর সময় আর مُسَمًّى عِنْدَهُ অর্থ কিয়ামত ও আল্লাহর সম্মুখে দাঁড়িয়ে থাকার সময়।

১৩০৬৭. সুদ্দী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, قَضَى اَجَلاً অর্থ মৃত্যুর সময় আর اَجَلٌ مُّسَمًّى عِنْدَهُ অর্থ কিয়ামতের দিন।

এ সম্পর্কে অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন ঃ

১৩০৬৮. হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত ثُمَّ قَضَى اَجَلاً وَاَجَلٌ مُّسَمًّى عِنْدَهُ আয়াতাংশ সম্পর্কে তিনি বলেন, قَضَى اَجَلاً অর্থ নিদ্রা। এ সময় রূহ সরিয়ে নেওয়া হয়। তারপর সজাগ হওয়ার মুহূর্তে ওই রূহ্ ফিরিয়ে দেওয়া হয়। وَاَجَلٌ مُّسَمًّى عِنْدَهُ অর্থ মানুষের মৃত্যুর সময়।

অন্যান্য তাফসীরকারগণ এ সম্পর্কে বলেন ঃ

১৩০৬৯. ইবনে ওয়াহব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, هُوَ الَّذِى خَلَقَكُمْ مِنْ طِيْنٍ ثُمَّ قَضَى اَجَلاً وَاَجَلٌ مُّسَمًّى عِنْدَهُ আয়াতের অর্থ হলো, হযরত আদম (আ)কে মাটি থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। তারপর আদম (আ) হতে আমাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে। আমাদেরকে বের করা হয়েছে আদম (আ) এর পীঠ হতে। তারপর মৃত্যু ও অঙ্গীকারকে ইহ জগতে একই সময় নির্ধারণ করা হয়েছে। (অঙ্গীকার হলো– মহান আল্লাহ্ একমাত্র প্রতিপালক-এ স্বীকারোক্তি নেওয়া।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, আমার মতে, এক্ষেত্রে সঠিকতম ব্যাখ্যা হলো যারা বলেছেন যে, ثُمَّ قَضَى অর্থ তিনি ইহকালের হায়াত নির্ধারিত করে দিয়েছেন এবং اَجَلٌ مُّسَمًّى عِنْدَهُ অর্থ হলো পরকালে তাঁরই নিকট পুনরুত্থানের সময়। এ ব্যাখ্যাকে আমরা সঠিকতম বলেছি এ কারণে যে, বান্দাদের বিরুদ্ধে আল্লাহ তা'আলা তাঁর আত্মপক্ষ সমর্থন ও যুক্তি প্রদর্শনের ধারা সম্পর্কে আয়াতে তাদেরকে অবহিত করেছেন। তাদেরকে উদ্দেশ্য করে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, হে লোক সকল! তোমাদের মধ্যে কাফিরগণ যে মহান প্রতিপালকের সাথে দেবদেবীদেরকে সমকক্ষ দাঁড় করায়, সেই প্রতিপালকই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। তিনি তোমাদেরকে মৃত্তিকা থেকে সৃজন করেছেন। তোমরা

প্রাণহীন-জড় মৃত্তিকা থাকার পর তিনিই তোমাদেরকে দেহ ও আকৃতি বিশিষ্ট প্রাণীতে রূপান্তরিত করেছেন। তারপর তোমাদের মৃত্যু ও বিনাশের লক্ষ্যে জীবনের মেয়াদকাল নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন, যাতে পুনরায় তোমাদেরকে কাদা ও মাটিতে পরিণত করতে পারেন যেমনটি ছিলে তোমাদের সৃজন ও তৈরির পূর্বের وَاَجَلٌ مُّسَمًّى عِنْدَهٗ অর্থাৎ মৃত্যুর পূর্বে তোমরা যেভাবে জীবিত ছিলে। মৃত্যুর পর পুনরায় তোমাদেরকে পুনরুজ্জীবিত করার সময়টি নির্ধারিত রয়েছে। যেমন বলা হয়েছে–

كَيْفَ تَكْفُرُوْنَ بِاللّٰهِ وَكُنْتُمْ اَمْوَاتًا فَاَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيْكُمْ ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ

মহান আল্লাহর বাণী ثُمَّ اَنْتُمْ تَمْتَرُوْنَ (এতদসত্ত্বেও তোমরা সন্দেহ কর)-এর ব্যাখ্যা ঃ ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন যে, যিনি আসমান ও যমীন সৃষ্টিতে সক্ষম হলেন; এক্ষণে তোমরা তাঁর কুদরত ও ক্ষমতা সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ কর। তোমরা সন্দেহ পোষণ করছ সে মহাশক্তিমানের শক্তি সম্পর্কে, যিনি রাতকে অন্ধকার ও দিনকে আলোকময় করেছেন এবং তোমাদেরকে সৃজন করেছেন মৃত্তিকা থেকে এরপর তোমাদের বর্তমান আকৃতি ও অবস্থানে নিয়ে এসেছেন। উপরন্তু তোমাদের মৃত্যু ও ধ্বংসের পর তিনি তোমাদের পুনঃসৃষ্টি করবেন এবং তোমাদের অস্তিত্বহীনতার পর অস্তিত্বে নিয়ে আসবেন। এ বিষয়ে তোমরা তার প্রতি সন্দেহ করে যাচ্ছ ?

আরবী ভাষায় المرية। শব্দটি 'সন্দেহ' অর্থে ব্যবহার হয়। এ সম্পর্কে তথ্য প্রমাণসহ আলোচনা আমরা ইতিপূর্বে সমাপ্ত করেছি। এক্ষণে তাঁর পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন নেই। যেমন ঃ

১৩০৭০. ইবন যায়দ (র) বলেন, ثُمَّ اَنْتُمْ تَمْتَرُوْنَ অর্থ তোমরা সন্দেহ পোষণ করছ। এ প্রসংগে তিনি তিলাওয়াত করলেন فِىْ مِرْيَةٍ مِّنْهُ এবং বললেন এর অর্থ সন্দেহ।

১৩০৭১. সুদ্দী (র) থেকে ثُمَّ اَنْتُمْ تَمْتَرُوْنَ এর ব্যাখ্যায় অনুরূপ বর্ণিত আছে।

মহান আল্লাহর বাণী—

(٣) وَهُوَ اللّٰهُ فِى السَّمٰوٰتِ وَفِى الْاَرْضِ ۚ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُوْنَ ۝

৩. আসমান ও যমীনে তিনিই আল্লাহ, তোমাদের গোপন ও প্রকাশ্য সবকিছু তিনি জানেন এবং তোমরা যা অর্জন কর, তাও তিনি জানেন।

ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, হে লোকসকল! মা'বূদ হওয়া যে মহান আল্লাহর জন্যে নির্দিষ্ট ও নির্ধারিত অন্য কিছুই যার যোগ্য নয়, তোমাদের প্রতি অসীম নে'মত ও অনুগ্রহের কারণে যিনি তোমাদের নির্ভেজাল নিখাদ প্রশংসার দাবীদার, যার সাথে তোমাদের কাফির লোকেরা সমকক্ষ দাঁড় করায়। তিনিই মহা আল্লাহ, যিনি আসমান সমূহ ও পৃথিবীতে যা আছে, সবই জানেন। তাঁর নিকট কোনকিছুই গোপন নেই।

তিনিই তোমাদের প্রতিপালক, তিনিই তোমাদের সকল প্রশংসা লাভের অধিকারী, যাঁর নির্ভেজাল ইবাদত করা তোমাদের কর্তব্য। তিনিই সেই প্রতিপালক, যাঁর গুণাবলী বর্ণনা করা হলো। এই সকল দেবদেবী তেমাদের প্রতিপালক নয়, যারা না পারে তোমাদের ক্ষতি করতে, না পারে কল্যাণ করতে। বস্তুতঃ তারা কোন কাজই করতে পারে না। তারা নিজেদের উপর আপতিত ক্ষতিও প্রতিরোধ করতে পারে না। وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُوْنَ (এবং তোমরা যা অর্জন কর, তাও তিনি জানেন।) অর্থাৎ যা তোমরা সম্পাদন কর, যা তোমরা সংঘটিত কর, তার সবই তিনি জানেন, তোমাদের জন্যে তা সংরক্ষিত করে রাখেন, যাতে তাঁর নিকট প্রত্যাবর্তন অন্তে– ওইগুলোর বিনিময় তিনি তোমাদেরকে প্রদান করতে পারেন।

মহান আল্লাহর বাণী—

(٤) وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ ○

৪. তাদের প্রতিপালকের নিদর্শনাবলীর এমন কোন নিদর্শন তাদের নিকট উপস্থিত হয় না, যা হতে তারা মুখ না ফিরায়।

ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, আল্লাহ তা'আলা বলেন, যে সকল কাফির নিজেদের দেবদেবী ও প্রতিমাগুলোকে তাদের প্রতিপালকের সমকক্ষ দাঁড় করায়, তাদের নিকট اٰيَةٍ مِّنْ اٰيٰتِ رَبِّهِمْ তাদের প্রতিপালকের নিদর্শনাবলীর যে কোন নিদর্শন আসুক না কেন অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদ, হে মুহাম্মদ (স) আপনার নবুওয়াতের সত্যতা ও আমার পক্ষ থেকে তাদের নিকট আপনি যা নিয়ে এসেছেন, তার যথার্থতার পক্ষে যে কোন দলীল-প্রমাণ ও যুক্তি তাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে আসুক না কেন اِلَّا كَانُوْا عَنْهَا مُعْرِضِيْنَ। (তারা তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিবেই) অর্থাৎ ঐ নিদর্শনকে উপেক্ষা-অবজ্ঞা করে মুখ ফিরিয়ে নিবে। তা গ্রহণে বিরত থাকবে যার সত্যতা ও যথার্থতা প্রমাণে এ দলীলের আগমন তার স্বীকৃতি থেকে বিরত থাকবে। বস্তুতঃ তাদের এ আচরণ আল্লাহ তা'আলা সম্পর্কে তাদের অজ্ঞতাপ্রসূত এবং তাদের ব্যাপারে মহান আল্লাহর সহিষ্ণুতা তাদের বিভ্রান্তির কারণ হয়েছে।

মহান আল্লাহর বাণী—

(٥) فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ ۚ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ○

৫. সত্য যখন তাদের নিকট এসেছে তারা তা প্রত্যাখ্যান করেছে। যা নিয়ে তারা ঠাট্টা বিদ্রূপ করত, তার যথার্থ বিবরণ অচিরেই তাদের নিকট পৌঁছবে।

ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন, যখন সত্য তাদের নিকট এসেছে মহান আল্লাহর সাথে সমকক্ষ স্থাপনকারী এ সকল লোকেরা তখন সত্যকে প্রত্যাখ্যান করেছে। এ

মহান সত্য হলো হযরত মুহাম্মদ (সা)। তিনি যখন তাদের নিকট এলেন, তখন তারা তাকে প্রত্যাখ্যান করেছে এবং তাঁর নবুওয়াতকে অস্বীকার করেছে। তাঁকে প্রত্যাখ্যান করা ও তাঁর নবুওয়াত অস্বীকার করার অশুভ পরিণতি সম্পর্কে ভীতি প্রদর্শন করতঃ আল্লাহ তা'আলা বলেন, হে মুহাম্মদ (সা)! আপনার সম্প্রদায়ের এবং অন্যান্য সম্প্রদায়ের যারা আপনাকে প্রত্যাখ্যান করেছে, তাদের নিকট অচিরেই আসবে أَنْبَٰؤُا مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ(যা নিয়ে তারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত তার যথার্থ বিবরণ) অর্থাৎ আমি তাদেরকে যে সকল আয়াত-নিদর্শন প্রদান করেছি, ওগুলো নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করার পরিণতি ও ফলশ্রুতি অনতিবিলম্বে তাদের নিকট আসবে। এর পর যখন তারা জঘন্য ভ্রান্তিতে লিপ্ত হয়ে পড়ে এবং নিজেদের প্রতিপালকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে থাকে, তখন আল্লাহ তা'আলা তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী বাস্তবায়িত করেছেন এবং বদরের যুদ্ধে তারা নিহত হয়।

মহান আল্লাহর বাণী—

(٦) أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَبْلِهِم مِّن قَرْنٍ مَّكَّنَّٰهُمْ فِى ٱلْأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّن لَّكُمْ وَأَرْسَلْنَا ٱلسَّمَآءَ عَلَيْهِم مِّدْرَارًا وَجَعَلْنَا ٱلْأَنْهَٰرَ تَجْرِى مِن تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَٰهُم بِذُنُوبِهِمْ وَأَنشَأْنَا مِنۢ بَعْدِهِمْ قَرْنًا ءَاخَرِينَ ٥

৬. তারা কি দেখে না যে, তাদের পূর্বে কত মানব গোষ্ঠীকে বিনাশ করেছি, তাদেরকে দুনিয়ায় এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছিলাম, যেমনটি তোমাদেরকেও করিনি এবং তাদের উপর মুষলধারে বৃষ্টি বর্ষণ করেছিলাম, আর তাদের পাদদেশে নদী প্রবাহিত করেছিলাম, অতঃপর তাদের পাপের দরুন তাদেরকে বিনাশ করেছি এবং তাদের পরে অপর মানবগোষ্ঠী সৃষ্টি করেছি।

ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবী মুহাম্মদ (স)-কে উদ্দেশ্য করে বলেন, আমার নিদর্শন প্রত্যাখানকারী ও আপনার নবুওয়াত অস্বীকারকারী লোকেরা কি দেখেনা, তাদের পূর্বে আমি যাদেরকে ধ্বংস করেছি তাদের আধিক্য। তাদের পূর্ববর্তী উম্মতদেরকে আমি ধ্বংস করেছি। পূর্ববর্তী উম্মতদের জন্যে পৃথিবীকে আমি এমন অনুগত ও বিনীত করেছিলাম, যা মক্কাবাসীদের জন্যে করিনি। তাদের জন্যে এ পৃথিবীতে আমি যত কল্যাণ প্রদান করেছি, এদের জন্যে তা প্রদান করিনি। যথাঃ

১৩০১৭১ সুদ্দী (র) থেকে বর্ণিত। আলোচ্য আয়াতে وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَٰبًا فِى قِرْطَاسٍ সম্পর্কে তিনি বলেন, যদি আমি সহীফা অর্থাৎ পুস্তিকা নাযিল করতাম...।

১৩০৭২. কাতাদা (র) থেকে বর্ণিত। مَكَّنَّٰكُمْ فِى ٱلْأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّن لَّكُمْ আয়াত প্রসংগে তিনি বলেন, তাদেরকে আমি যা দান করেছি তোমাদেরকে তা দান করিনি। ব্যাখ্যায় ইমাম তাবারী (র)

বলেন, আমি তাদের প্রতি বারি বর্ষণ করেছি। ফলে বৃক্ষরাজী তাদের জন্যে নানা প্রকারের ফলরাজী ফলিয়েছে। ভূমি তাদেরকে দিয়েছে কচি, সজীব ঘাস-পাতা, কঠিন পর্বত কেটে তারা ব্যবস্থা করেছে বাস গৃহের, মেঘমালা তাদের প্রতি বর্ষণ করেছে প্রচুর বৃষ্টি এবং আমার নির্দেশে তাদের পাদদেশে নদ-নদী প্রবাহিত হয়েছে। অনন্তর তারা তাদের প্রতিপালকের দেওয়া নে'মতের না শোকরী করেছে। তাদের সৃষ্টিকর্তার পাঠানো রাসূলের অবাধ্য হয়েছে। স্রষ্টার বিধি নিষেধ অমান্য করেছে এবং সত্যের বিপরীরে বিদ্রোহ করেছে, ফলে আমার শাস্তির বাণী তাদের প্রতি প্রযোজ্য হয়েছে, তাই তাদের পাপের কারণে তাদেরকে পাকড়াও করেছি, তাদে কৃতকর্মের পরিণতিতে তাদেরকে শাস্তি দিয়েছি। তাদের কাউকে ধ্বংস করেছি ভূমিকম্প দ্বারা, অপর কাউকে বজ্রনিনাদ দ্বারা এবং অন্যান্যদেরকে বিভিন্ন প্রকার শাস্তি দ্বারা ধ্বংস করেছি। وَاَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا (তাদের প্রতি আকাশ বর্ষণ করেছি) অর্থ- বৃষ্টি বর্ষণ করেছি। مِدْرَارًا অর্থ প্রচুর, প্রবল, মুষলধারায়।

وَاَنْشَاْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا اٰخَرِيْنَ (তাদের পর অপর মানব গোষ্ঠী সৃষ্টি করেছি) অর্থ : যাদেরকে আমি ধ্বংস করেছি, তাদের ধ্বংসের পর আমি নতুন মানব গোষ্ঠি সৃষ্টি করেছি এবং ওদের বংশ ধারা ব্যতীত নব প্রজন্ম সৃষ্টি করেছি। যদি কেউ প্রশ্ন করে যে, مَكَّنّٰهُمْ فِى الْاَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّنْ لَّكُمْ (আমি তাদেরকে দুনিয়াতে এমন ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছিলাম যেমনটি তোমাদের করিনি) বক্তব্যের সমাধান কি? এতে কাকে সম্বোধন করা হয়েছে? আয়াতের সূচনায় তো اَلَمْ يَرَوْا كَمْ اَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ (তারা কি দেখে না তাদের পূর্বে কত মানব গোষ্ঠিকে বিনাশ করেছি?) দ্বারা অজ্ঞাত এক সম্প্রদায়কে নিয়ে আলোচনা শুরু করা হয়েছিল।

তখন উত্তরে বলা হবে যে, مَا لَمْ نُمَكِّنْ لَّكُمْ (যেমনটি তোমাদেরকে প্রতিষ্ঠা করিনি) দ্বারা সে সম্প্রদয়কেই সম্বোধন করা হয়েছে اَلَمْ يَرَوْا كَمْ اَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ দ্বারা যাদের কথা বিবৃত হয়েছিল। তবে বিবৃতি ও বর্ণনায় সরাসরি প্রত্যক্ষ উক্তির (قول) অর্থ বিদ্যমান। মূলত: আয়াতের অর্থ এই; হে মুহাম্মদ (স)! সত্য আগমনের পর যারা তা প্রত্যাখান করেছে তাদেরকে বলুন, তারা কি দেখে না যে, তাদের পূর্বে কত মানব গোষ্ঠিকে আমি বিনাশ করেছি। তাদেরকে দুনিয়াতে এমন ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছিলাম, যেমনটি তোমাদেরকে করিনি। আরবী ভাষাভাষীগণ যখন অনুপস্থিত পক্ষ সম্পর্কে সংবাদ প্রদান করে এবং তাতে প্রত্যক্ষ উক্তি (قول) যুক্ত করে তখন এভাবেই বলে থাকে। সংবাদটিকে কখনও কখনও তৃতীয় পক্ষ (গায়েব) হিসেবে বর্ণনা করে যায়, আবার কখনও কখনও সম্বোধন ও প্রত্যক্ষ রীতিতে বর্ণনা করে। তারা বলে قُلْتُ لِعَبْدِ اللّٰهِ مَا اَكْرَمَهُ (আমি আব্দুল্লাহকে বললাম, কিসে তাকে মর্যাদাবান করেছে।

আবার এও বলে قُلْتُ لِعَبْدِ اللّٰهِ مَا اَكْرَمَكَ (কিসে তোমাকে মর্যাদাবান করেছে)। এ প্রক্রিয়ার বর্ণনা দিতে গিয়ে কখনও প্রথম 'তৃতীয় পুরুষ' (গায়েব) দিয়ে শুরু করে, পরে সম্বোধনের দিকে প্রত্যাবর্তন করা হয়। আবার কখনও সম্বোধন রীতিতে সূচনা করে পরে (গায়ব) তথা তৃতীয় পুরুষের দিকে প্রত্যাবর্তন করা হয়। আরবদের কথোপকথনে এ রীতির ব্যাপক প্রচলন রয়েছে। এর কিছু কিছু ইতিপূর্বে

আমরা আলোচনা করেছি। এখানে তার পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন নেই। বসরার অধিবাসী কতেক ব্যাকরণ বিশেষজ্ঞ বলেছেন, এ আয়াতে যেন প্রথমে রাসূলুল্লাহ (স) কে সংবাদ দেয়া হল, তারপর তাদের সাথে তাঁকে সম্বোধন করা হল। অন্য আয়াতে এর নযীর রয়েছে। যেমন حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِى الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ (এবং তোমরা যখন নৌকারোহী হও, এবং এগুলো অনুকূল বাতাসে তাদেরকে নিয়ে চলতে থাকে, সূরা ইউনুস : ২২)। তাই এখানে তৃতীয় পুরুষের শব্দ ব্যবহার করেছেন অথচ সম্বোধন করা হচ্ছে রাসূলুল্লাহ (স) কে, কারণ (তিনিই সম্বোধিত ব্যক্তি।

মহান আল্লাহর বাণী—

(৭) وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتٰبًا فِىْ قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوْهُ بِاَيْدِيْهِمْ لَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِنْ هٰذَآ اِلَّا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ ০

৭. যদি আপনার প্রতি কাগজে লিখিত কিতাবও নাযিল করতাম, আর তারা যদি তা হস্ত দ্বারা স্পর্শও করত তবুও কাফিরগণ বলত, "এটি স্পষ্ট যাদু ব্যতীত কিছু নয়"।

ব্যাখ্যা :

ইমাম আবু জা'ফর তাবারী (র) বলেন, যে সম্প্রদায় তাদের দেবদেবী ও প্রতিমাগুলোকে তাদের প্রতিপালকের সমকক্ষ রূপে দাঁড় করায়, এ আয়াত দ্বারা আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবী মুহাম্মদ (স) কে তাদের সম্পর্কে অবহিত করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, কীভাবে তারা আয়াত ও নিদর্শন গুলো অনুধাবন করবে! এবং কীভাবে আল্লাহর প্রেরিত দলীল প্রমাণ দিয়ে আল্লাহর সাথে কুফুরী ও আপনার নবুওয়াতের অস্বীকৃতি ইত্যাদি তাদের অপকর্মগুলোর অসারতা প্রমাণ করবে। নিজেদের সত্যদ্রোহিতা ও গোঁড়ামীর ফলে তারা এতদূর অধঃপতনে গিয়েছে যে, হে মুহাম্মদ (স)! আমার বিশেষ দূত দ্বারা যে ওহী আমি আপনার নিকট প্রেরণ করি, তা যদি কাগজে প্রেরণ করতাম, এরপর তারা তা প্রত্যক্ষ করত, তার প্রতি তাকিয়ে দেখতে এবং আসমান যমীনের মাঝে ঝুলন্ত এ ওহী পাঠ করত, যে সত্যের প্রতি আপনি আহবান করেছেন, তার সত্যতা, আমার একত্ববাদ ও কুরআন অবতরণ সম্পর্কিত আপনার আনিত বিষয়ের বিশুদ্ধতার কথা ওই ওহীতে থাক্‌ত তবে এ মুশরিকগণ আমার সাথে শরীক নিধারণকারী আমার একত্ববাদের অংশীদার স্থাপনকারী তবুও এ সকল লোক বলবে اِنْ هٰذَا اِلَّا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ (এটি সুস্পষ্ট যাদু ব্যতীত কিছু নয়) অর্থাৎ তারা বলবে আপনি আমাদের নিকট যা নিয়ে এসেছেন তা যাদুই, তা দ্বারা আপনি আমাদের চোখে ইন্দ্রজাল সৃষ্টি করেছেন; এর কোন সত্যতা, অস্তিত্ব ও বিশুদ্ধতা নেই। مُبِيْنٌ অর্থাৎ ভাবুক ও চিন্তাশীল ব্যক্তি ভেবে দেখলে বুঝতে পারবে যে, এর কোন সত্যতা ও যথার্থতা নেই। আমরা যা বলেছি, একদল তাফসীরকারও তা বলেছেন।

যারা এমত পোষণ করেন ঃ

১৩০৭৩. মুজাহিদ (র) থেকে বর্ণিত। كِتَابًا فِىْ قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوْهُ بِاَيْدِيْهِمْ (যদি কাগজে লিখিত কিতাবও নাযিল করতাম অতঃপর তারা হাত দ্বারা তা স্পর্শ করত) আয়াত সম্পর্কে তিনি বলেন, তারা যদি তা স্পর্শ করত এবং সরাসরি চোখে দেখত, তবু তা সত্য বলে গ্রহণ করত না।

১৩০৭৪. কাতাদা (র) থেকে বর্ণিত। وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِيْ قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوْهُ بِاَيْدِيْهِمْ আয়াতের ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, অতঃপর তারা যদি তা সচক্ষে দেখত তবুও কাফিররা বলত, এটি সুস্পষ্ট যাদু ব্যতীত কিছুই নয়।

১৩০৭৫ ইব্ন আব্বাস (র) থেকে বর্ণিত। আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, আমি যদি আসমান থেকে পুস্তিকাসমূহ নাযিল করতাম, যাতে লিখিত বিষয়াদি থাক্ত অতঃপর তারা হাত দিয়ে তা স্পর্শ করতো; তবে তাতে তাদের প্রত্যাখান স্পৃহা আরও বেড়ে যেত।

১৩০৭৬. সুদ্দী (র) থেকে বর্ণিত। আলোচ্য আয়াতে = সম্পর্কে তিনি বলেন, আমি সহীফা অর্থাৎ পুস্তিকা নাযিল করতাম।

১৩০৭৭. কাতাদা (র) থেকে বর্ণিত كِتَابًا فِيْ قِرْطَاسٍ অর্থ পুস্তিকার মধ্যে লেখা, তার পর তারা হাতে স্পর্শ করত তবু কাফিররা বলত, এটি স্পষ্ট যাদু ব্যতীত কিছুই নয়।

মহান আল্লাহর বাণী—

(٨) وَقَالُوْا لَوْلَآ اُنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ ۚ وَلَوْ اَنْزَلْنَا مَلَكًا لَّقُضِيَ الْاَمْرُ ثُمَّ لَا يُنْظَرُوْنَ ○

৮. তারা বলে, তার নিকট কোন ফিরিশতা কেন প্রেরিত হয় না? যদি আমি ফিরিশতা অবতীর্ণ করতাম, তাহলে তাদের কর্মের চূড়ান্ত ফয়সালাই তো হয়ে যেত, আর তাদেরকে কোন অবকাশ দেওয়া হত না।

ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন, হে মুহাম্মদ (স)! আমার আয়াতসমূহ প্রথ্যাখান কারী, দেবদেবী প্রতিমাগুলোকে আমার সমকক্ষ দাঁড় করানো। এসকল লোককে যখন আপনি আমার একত্ববাদের দাওয়াত দিবেন এবং আমি যে প্রতিপালক, তার স্বীকৃতি দানের আহ্বান জানাবেন, আর আপনি যখন আয়াত নিদর্শন ও প্রমাণাদি নিয়ে এসে তাদের আত্মপক্ষ সমর্থনের পথ রুদ্ধ হওয়ার মত বিষয় প্রমাণিত করে দেবেন, তখন তারা আপনাকে বলবে, নিজস্ব আকৃতিতে একজন ফিরিশতা আপনার প্রতি নাযিল হয়নি কেন, যে আমাদের নিকট আনিত বিষয়গুলোতে আপনাকে সত্যায়ন করবে এবং "আল্লাহ আপনাকে আমাদের প্রতি রাসূলরূপে প্রেরণ করেছেন" আপনার এ দাবীর যথার্থতায় আপনার পক্ষে সাক্ষ্য দেবে?

নবী করীম (স) এর উদ্দেশ্যে মুশরিকদের এ জাতীয় উক্তির আর একটি বিবরণ আল্লাহ তা'আলা সূরা ফুরকানে নাযিল করেছেন। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, وَقَالُوْا مَا لِهٰذَا الرَّسُوْلِ يَاْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِيْ فِي الْاَسْوَاقِ لَوْلَا اُنْزِلَ اِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُوْنَ مَعَهُ نَذِيْرًا (তারা বলে, এ কেমন রাসূল, যে আহার করে এবং হাটে বাজারে চলাফেরা করে, তার নিকট কোন ফিরিশতা কেন অবতীর্ণ করা হল না, যে তার সঙ্গে থাক্ত সতর্ককারীরূপে? -সূরা ফুরকান ঃ ৭) وَلَوْ اَنْزَلْنَا مَلَكًا

لَقُضِىَ الاَمْرُ ثُمَّ لاَيُنْظَرُوْنَ(যদি আমি ফিরিশতা প্রেরণ করতাম, তবে তাদের কর্মের চূড়ান্ত ফায়সালাই তো হয়ে যেত, আর তাদেরকে কোন অবকাশও দেয়া হত না) অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা বলছেন, তাদের চাহিদা মুতাবিক আমি যদি ফিরিশতা প্রেরণ করতাম, তারপর তারা কুফরী করত, আমার প্রতি ও আমার রাসূলের প্রতি ঈমান না আনত তবে বিলম্বে নয় বরং তৎক্ষণাৎ তাদের প্রতি শাস্তি এসে যেত, তাওবা করার জন্যে তাদেরকে অবকাশ দেওয়া হত না। যেমনটি ইতি পূর্বেকার উম্মতদের প্রতি আমি করেছি। পূর্ববর্তী উম্মতদের যারা নির্দশন দাবী করেছিল, আর উক্ত নিদর্শন আগমনের পর তা অস্বীকার করেছিল, তাদেরকে আমি তাৎক্ষণিক শাস্তি দিয়েছি. কোন অবকাশ দেইনি। যথা ঃ

১৩০৭৮. সুদ্দী (র) থেকে বর্ণিত। وَلَوْ اَنْزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِىَ الْاَمْرُ ثُمَّ لاَيُنْظَرُوْنَ (তাদেরকে অবকাশ দেওয়া হত না।) এর ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, তাদের উপর আযাব ও শাস্তি অবশ্যই এসে পৌছত।

১৩০৭৯. কাতাদা (র) থেকে বর্ণিত। আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, তাদের প্রতি আমি যদি ফিরিশতা নাযিল করতাম, তারপর তারা ঈমান না আনত, তবে তাদেরকে অবকাশ দেওয়া হত না।

১৩০৮০. মুজাহিদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন لَوْلاَ اُنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ (তার প্রতি ফিরিশতা নাযিল হলনা কেন) অর্থাৎ নিজস্ব আকৃতিতে ফিরিশতা নাযিল হল না কেন? আর وَلَوْ اَنْزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِىَ الْاَمْرُ (আমি যদি ফিরিশতা নাযিল করতাম, তাহলে চূড়ান্ত ফায়সালা হয়েই যেত) কিয়ামত অনুষ্ঠিত হয়েই যেত।

১৩০৮১. ইকরামা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, وَلَوْ اَنْزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِىَ الْاَمْرُ অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা যদি ফিরিশতা নাযিল করতেন, তা সত্ত্বেও তারা ঈমান না আনত, তবে অবিলম্বে তিনি তাদেরকে শাস্তি দিয়েই দিতেন।

এ সম্পর্কে অন্যান্য তাফসীরকার যা বলেন ঃ

১৩০৮২. দাহ্হাক (র) সূত্রে হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। وَلَوْ اَنْزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِىَ الْاَمْرُ ثُمَّ لاَيُنْظَرُوْنَ আয়াতের ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, নিজস্ব আকৃতিতে কোন ফিরিশ্তাহ্ যদি তাদের নিকট আগমন করত, তবে (ভয়ে) সাথে সাথেই তারা মারা যেত, এক মুহূর্তও তাদেরকে বিলম্বিত করা হত না, অবকাশ দেওয়া হত না।

মহান আল্লাহর বাণী—

(৯) وَلَوْ جَعَلْنٰهُ مَلَكًا لَّجَعَلْنٰهُ رَجُلًا وَّلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَّا يَلْبِسُوْنَ ০

৯. যদি তাকে ফিরিশতা করতাম, তবে তাকে মানুষের আকৃতিতেই প্রেরণ করতাম। আর তাদেরকে সেরূপ বিভ্রমে ফেলতাম, যেরূপ বিভ্রমে তারা এখন রয়েছে।

ব্যাখ্যা ঃ

وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَّجَعَلْنَاهُ رَجُلاً আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, যারা আমার সমকক্ষ দাঁড় করায় এবং বলে, "মুহাম্মদ (স) এর নিকটে কোন ফিরিশতা নাযিল হল না কেন, যে তাঁকে সত্যায়ন করবে?" তাদের নিকট প্রেরিত দূতকে আমি যদি ফেরেশতারূপে নাযিল করতাম, যে আসমান থেকে তাদের প্রতি অবতারিত হতো এবং মুহাম্মদ (স) এর সত্যায়ন করতো এবং তাদেরকে তাঁর অনুসরণের নির্দেশ দিতো لَّجَعَلْنَاهُ رَجُلاً অর্থাৎ তাকে অবশ্যই পুরষাকৃতিতেই প্রেরণ করতাম। কারণ, কোন ফিরিশতাকে তার নিজস্ব আকৃতিতে দেখার ক্ষমতা তাদের নেই। অবস্থা যখন এ-ই, তবে তাদের প্রতি আমার মানুষ প্রেরণ করা আর ফিরিশতা প্রেরণ করা একই কথা। কারণ ফিরিশতা প্রেরণ করলেও তো তাকে মানব আকৃতিতে প্রেরণ করতোম।

কাজেই, উভয় অবস্থায়ই তাদের বিরুদ্ধে প্রমাণাদি অখন্ডনীয় যে, আপনি সত্য এবং আপনি যা নিয়ে এসেছেন তাও সত্য।

আমরা যা বলেছি, একদল তাফসীরকারও তাই বলেছেন।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১৩০৮৪. হযরত ইব্ন আব্বাস (র) থেকে বর্ণিত। وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَّجَعَلْنَاهُ رَجُلاً (যদি তাকে আমি ফিরিশতা করতাম, তবে তাকে মানুষের আকৃতিতেই প্রেরণ করতাম) আয়াতের ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, উক্ত ফিরিশতা অবশ্যই পুরুষ লোকের আকৃতিতেই আসত। কারণ, ফিরিশতার দিকে তাকানোর ক্ষমতা তাদের নেই।

১৩০৮৫. মুজাহিদ (র) থেকে বর্ণিত। আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, তাকে পুরুষ লোকের গঠন দিয়ে পুরুষের আকৃতি দিয়েই প্রেরণ করতাম।

১৩০৮৬. হযরত কাতাদা (র) থেকে বর্ণিত। আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, আমি যদি তাদের প্রতি ফিরিশতা প্রেরণ করতাম, তবে অবশ্যই আদমের (সা) আকৃতিতেই প্রেরণ করতাম।

১৩০৮৭. হযরত কাতাদা (র) থেকে অন্য সনদে বর্ণিত যে, তাকে আমি মানুষের আকৃতিতে প্রেরণ করতাম।

১৩০৮৮. হযরত কাতাদা (র) থেকে অপর সূত্রে অনুরূপ বর্ণিত।

১৩০৮৯. ইব্ন ওয়াহাব বলেন, وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَّجَعَلْنَاهُ رَجُلاً আয়াতের ব্যাখ্যায় ইব্ন যায়দ (র) বলেছেন, উক্ত ফিরিশতাকে আমি অবশ্যই পুরুষ লোকের আকৃতি প্রদান করতাম, ফিরিশতার নিজস্ব রূপ দিয়ে প্রেরণ করতাম না।

وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَّا يَلْبِسُوْنَ

(আর তাদেরকে সেরূপ বিভ্রমে ফেলতাম, যেরূপ বিভ্রমে তারা এখন রয়েছে) এর ব্যাখ্যায় ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (৭/৯) (র) বলেন, وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ (আমি তাদেরকে বিভ্রমে ফেলতাম) দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, হে মুহাম্মদ (স)! আমার সমকক্ষ দাঁড় করানো ও আপনার নবুওয়াতের সত্যতায় আগত নিদর্শনগুলোকে অস্বীকারকারী এ সকল লোকের নিকট যদি আমি আপনার সত্যায়নকারী ও সাক্ষীরূপে আসমান থেকে ফিরিশতা নাযিল করি, তারপর তাকে পুরুষ লোকের আকৃতি প্রদান করি, কারণ ফিরিশতাকে আমি যে আকৃতিতে সৃষ্টি করেছি, সে আকৃতিতে তাদের দেখার ক্ষমতা তো তাদের নেই। তবে উক্ত ফিরিশতার ব্যাপারে তারা বিভ্রান্তিতে পড়তো, তারা উপলব্ধি করতে পারবে না, এ-কি ফিরিশতা, না মানুষ।

সুতরাং সেটি যে ফিরিশতা, তা তারা নিশ্চিত হতে পারবে না এবং তাকে ফিরিশতা বলে গ্রহণ করবেনা। বরং তারা বলবে, "এটি ফিরিশতা নয়"। সুতরাং আপনার যথার্থতা, আপনার দেয়া প্রমাণের বিশুদ্ধতা ও আপনার নবুওয়াতের সাক্ষ্যদাতা সম্পর্কে তারা যে বিভ্রান্তিতে জড়িয়ে পড়েছে তখনও ওই বিভ্রান্তি আমি তাদের জন্যে সৃষ্টি করে দেব। এ অর্থে বলা হয়, لَبَسْتُ عَلَيْهِمُ الأَمْرَ الْبِسُهُ لَبْسًا (তাদের নিকট ব্যাপারটি আমি ঘোলাটে করে দিয়েছি) কারো নিকট কোন বিষয়কে অস্পষ্ট করে দিলে তখন এ কথা বলা হয়। অন্যদিকে কাপড় পরিধান করলে বলা হয় لَبِسْتُ الثَّوْبَ أَلْبَسُهُ لُبْسًا (আমি কাপড় পরিধান করেছি) اللَّبُوس। এক প্রকারের পোশাকের নামা তাফসীরকারগণও আমাদের অনুরূপ বলেছেন। যারা এরূপ বলেছেন তাদের আলোচনা :

১৩০৮৯. হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُوْنَ আয়াতের ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, তাদের জন্য বিভ্রম বার করে দেব।

১৩০৯০. কাতাদা (র) থেকে বর্ণিত। وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُوْنَ এর ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, যে সম্প্রদায় নিজেদেরকে বিভ্রমে জড়িত করে, আল্লাহ্ তাদেরকে বিভ্রমে নিক্ষেপ করেন, মানুষ থেকেই বিভ্রমের সূচনা।

১৩০৯১. সুদ্দী (র) থেকে বর্ণিত। আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, তারা নিজেদের যে বিভ্রমে জড়িয়েছে, আমি তাদেরকে ওই বিভ্রমে জড়িয়ে দেব। এ সম্পর্কে ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে অন্য একটি মতামতও ব্যক্ত হয়েছে, যথা ঃ

১৩০৯২. হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُوْنَ এর ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, আয়াতে কিতাবিদেরকে বুঝানো হয়েছে। তারা তাদের দীন থেকে বিছিন্ন হয়েছে এবং তাদের প্রতি আগত রাসূলগণ-কে প্রত্যাখ্যান করেছে। আর এ-ই হচ্ছে আল্লাহর বাণীকে পরিবর্তন করা, মহান আল্লাহর বাণীর অর্থ বিকৃত করা।

১৩০৯৩. দাহ্‌হাক (র) বলেন, وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُوْنَ (আর তাদেরকে সেরূপ বিভ্রমে ফেলতাম, যে রূপ বিভ্রমে তারা রয়েছে) অর্থাৎ আল্লাহর বাণী বিকৃত করার যে অপকর্মে তারা

রয়েছে। এতদ্বারা কিতাবীদেরকে বুঝানো হয়েছে। তাদের কিতাব ও দীন থেকে তারা বিচ্যুত হয়েছে এবং তাদের রাসূলদেরকে প্রত্যাখান করেছে। ফলে তারা নিজেদেরকে যে বিভ্রমের বেড়াজালে আবদ্ধ করেছে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে এই বিভ্রমে জড়িয়ে দিয়েছেন। ইতিপূর্বে আমরা উল্লেখ করেছি যে, সূরার প্রথম দিকের এই আয়াতগুলো ইয়াহুদী খৃষ্টান কিতাবীদের চেয়ে প্রতিমা পূজারী মুশরিকদের ক্ষেত্রেই সমধিক প্রযোজ্য, তা পুনরুল্লেখের প্রয়োজন নেই।

মহান আল্লাহর বাণী—

(١٠) وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ۝

১০. আপনার পূর্বেও অনেক রাসূলকে ঠাট্টা করা হয়েছে; পরিণামে তারা যা নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করছিল, তা-ই বিদ্রূপকারীদেরকে পরিবেষ্টন করেছে।

ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী বলেন, ঠাট্টা বিদ্রূপকারীদের ঠাট্টা-বিদ্রূপের কারণে এবং আল্লাহ তা'আলা সম্পর্কে তাদের অবজ্ঞামূলক আচরণে রাসূলুল্লাহ (স) যে মনোকষ্টে ভুগছিলেন, তা নিরসনে তাদের শাস্তির ভবিষ্যদ্বাণী করে আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবী মুহাম্মদ (স) কে সান্তনা দিয়ে বলছেন, হে মুহাম্মদ (স)! আপনার প্রতি বিদ্রূপকারী এবং আমার ও আমার আনুগত্যে আপনার যে অধিকার তাতে অবজ্ঞা প্রদর্শনকারী লোকদের পথ থেকে আপনি যে দুর্ভোগের শিকার হচ্ছেন, তাকে হাল্কা ভাবে মেনে নিন এবং আমার একত্ববাদ, আমার স্বীকৃতি ও আমার আনুগত্যের অঙ্গীকারের আহ্বান সর্বত্র ছড়িয়ে দেওয়ার যে নির্দেশ আপনাকে দিয়েছি, তা আপনি যথারীতি চালিয়ে যান। তা সত্ত্বেও তারা যদি তাদের ভ্রান্তিতে অনড় থাকে, তাদের কুফরীতে থাকে অবিচল তবে তাদের সাথে আমি সে আচরণ করব তাৎক্ষণিক সাজা দেয়া ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি আপতিত হওয়ার যে আচরণ তাদের পূর্বেকার অন্যান্য উম্মাতের সাথে আমি করেছি।

আপনাকে যেমন আপনার সম্প্রদায়ের প্রতি রাসূলরূপে প্রেরণ করেছি। (তেমনি পূর্ববর্তী উম্মতদের প্রতিও রাসূলগণকে প্রেরণ করেছিলাম। তারপর তারা রাসূলদের সাথে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করেছে এবং আপনার সম্প্রদায় আপনার সাথে যে আচরণ করছে, তারাও তাদের রাসূলের প্রতি ওই আচরণ করেছে। فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ (পরিণামে তারা যা নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করছিল তাই বিদ্রূপকারীদেরকে পরিবেষ্টন করেছে)। আয়াতে حَاقَ অর্থ অবতরণ করেছে রাসূলদের সাথে বিদ্রূপকারীদেরকে পরিবেষ্টন করেছে مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ (যা নিয়ে তারা ঠাট্টা বিদ্রূপ করত তা) অর্থাৎ যে আযাব ও শাস্তি নিয়ে তারা হাসি তামাশা করত, রাসূলদের সতর্ক করা যে শাস্তি অনুষ্ঠিত হবে না বলে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিত ওই শাস্তিই তাদের উপর অবতরণ করল, তাদেরকে পরিবেষ্টন করে নিল।

এ অর্থে-ই বলা হয়, حَاقَ بِهِمْ هذا الامر يَحِيقُ بِهِمْ حَيقًا وحُيُوقًا وَحَيقَانًا (এ ঘটনা তাদের পরিবেষ্টন করে ফেলেছে)। তাফসীর কারগণ আমাদের অনুরূপ বক্তব্য রেখেছেন।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১৩০৯৪. সুদ্দী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন فَحَاقَ بِالَّذِيْنَ سَخِرُوْا مِنْهُمْ (যারা তাদের সাথে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করছিল তাদেরকে পরিবেষ্টন করল) অর্থাৎ রাসূলদের সাথে যারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করছিল, مَاكَانُوْابِهٖيَسْتَهْزِءُوْنَ (যা নিয়ে তারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত) অর্থাৎ যে আযাব ও শাস্তি নিয়ে তারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত, তা তাদের উপর আপতিত হল।

মহান আল্লাহর বাণী—

(١١) قُلْ سِيْرُوْا فِي الْاَرْضِ ثُمَّ انْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِيْنَ ○

১১. বলুন, পৃথিবীতে ভ্রমণ কর, অতঃপর দেখ, যারা সত্য অস্বীকার করেছে, তাদের পরিণাম কী হয়েছিল।

ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম আবু জা'ফর তাবারী (র) বলেন, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, হে মুহাম্মদ (স)! দেব দেবী ও প্রতিমাগুলোকে আমার সমকক্ষ দাঁড় করায় যারা, যারা আপনাকে প্রত্যাখ্যান করে, আমার পক্ষ থেকে আপনি যা নিয়ে এসেছেন তার যথার্থতা অস্বীকার করে, আপনি তাদেরকে বলুন। سِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ (তোমরা পৃথিবীতে পরিভ্রমণ কর) অর্থাৎ তোমরা যাতায়াত কর সে সকল লোকদের শহর-নগরে-যারা তোমাদের পূর্বে তোমাদের ন্যায় নিজ নিজ নবী রাসূলদেরকে প্রত্যাখ্যান করেছিল। অস্বীকার করেছিল আমার নিদর্শনাবলী ثُمَّ انْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِيْنَ (এরপর দেখ যারা সত্য প্রত্যাখান করেছে, তাদের পরিণাম কী হয়েছিল) অর্থাৎ তারপর তোমরা তাকিয়ে দেখ তাদের সত্য প্রত্যাখানের সাথে সাথে ধ্বংস, পতন, দুনিয়াতে অপমান ও লাঞ্ছনা কী ভাবে তাদের উপর আপতিত হয়েছিল এবং আল্লাহর অসন্তুষ্টি জনপদের বিনাশ ও নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার শাস্তি কীভাবে তাদেরকে গ্রাস করেছিল। এ থেকে তোমরা শিক্ষা গ্রহণ কর। তোমাদের বিবেক যদি সত্য প্রত্যাখানের এ অপকর্ম থেকে তোমাদেরকে বিরত না রাখে, আল্লাহর প্রেরিত প্রমাণাদি যদি তোমাদের সতর্ক করতে না পারে, তবে পূর্ববর্তী লোকদের ন্যায় বিনাশ হওয়ায় অপেক্ষা কর, তাদের উপর যে গযব এসেছিল, তোমাদের উপরও তার আগমনের অপেক্ষায় থাক।

এ সম্পর্কে কাতাদা (র) বলতেন ঃ

১৩০৯৫. কাতাদা (র) থেকে বর্ণিত। قُلْ سِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ ثُمَّ انْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِيْنَ (বলুন, পৃথিবীতে পরিভ্রমণ কর, তার পর দেখ, যারা সত্য অস্বীকার করেছে, তাদের পরিণাম কী হয়েছিল।) আয়াত প্রসংগে তিনি বলেন, আল্লাহ তাদেরকে ধ্বংস ও বিনাশ করেছেন। তারপর জাহান্নামের দিকে পাঠিয়ে দিয়েছেন।

মহান আল্লাহর বাণী—

(١٢) قُلْ لِّمَنْ مَّا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ قُلْ لِّلّٰهِ ۚ كَتَبَ عَلٰى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ ۚ لَيَجْمَعَنَّكُمْ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ لَا رَيْبَ فِيْهِ ۚ اَلَّذِيْنَ خَسِرُوْٓا اَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ٥

১২. বলুন, আসমান ও যমীনে যা আছে তা কার? বলুন আল্লাহরই। দয়া করা তিনি তার কর্তব্য **বলে স্থির করেছেন। কিয়ামতের দিন তিনি তোমাদেরকে অবশ্যই একত্র করবেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই। যারা নিজেই নিজেদের ক্ষতি করেছে, তারা ঈমান আনবে না।**

ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, আল্লাহ তা'আলা তার নবী মুহাম্মদ (সা) কে বলেন, قُلْ বলুন, সেই সকল লোকদেরকে, যারা তাদের প্রতিপালকের সমকক্ষ দাঁড় করায় لِمَنْ مَافِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ। অর্থাৎ আসমান ও যমীনে যা আছে, তার মালিকানা ও স্বত্বকার? এরপর তাদেরকে জানিয়ে দেন যে, এ মালিকানা একমাত্র আল্লাহ পাকের। যিনি সবকিছুকে তাঁর আনুগত্যে রেখেছেন। তাঁর মালিকানা ও কর্তৃত্ব দ্বারা সবকিছুকে করেছেন করায়ত্ত। এ স্বত্ব সে প্রতিমাগুলোরও নয়, নয় কোন তথাকথিত দেবদেবীর এবং নিজেদের কল্যাণ সাধন ও অকল্যাণ প্রতিরোধে অক্ষম যে সকল মূর্তির তারা পূজা করে, উপাস্যরূপে গ্রহণ করে, সেগুলোরও নয়। كَتَبَ عَلٰى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ অর্থাৎ তিনি ফায়সালা করেছেন যে, বান্দার প্রতি তিনি দয়াময়, ত্বরিৎ শাস্তি প্রদান করেন না এবং তাদের প্রত্যাবর্তন ও তাওবা কবুল করেন। আল্লাহ পাক থেকে বিমুখ যারা তাওবা যোগে, তারা যেন আল্লাহ তা'আলার প্রতি ফিরে আসে, সে জন্যে আয়াতখানা তাঁর পক্ষ থেকে তাদের প্রতি সদয় আহবান।

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, হে মুহাম্মদ (স)! আমার সমকক্ষ দাঁড় করানো এবং আপনার নবুওয়াত অস্বীকারকারী এ সকল লোক যদি তাওবা করে ও ফিরে আসে, তবে আমি তাদের তাওবা কবূল করব। আমার সৃষ্টিজগত সম্পর্কে তো আমি এ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছি যে, আমার দয়া ও করুণা সবার প্রতি রয়েছে ব্যাপ্ত। যেমনঃ

১৩০৯৬. আবূ হুরায়রা (র) হযরত রাসূলুল্লাহ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি ইরশাদ করেন, আল্লাহ তাআলা সৃষ্টি সম্পন্ন করার পর তিনি ঘোষণা করেন যে, আমার গযবের চেয়ে রহমত বেশী।

১৩০৯৭. হযরত সালমান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ তা'আলা আসমান ও যমীন যখন সৃষ্টি করলেন, তখন একশত রহমতও সৃষ্টি করলেন। প্রতিটি রহমত আসমান যমীনের মধ্যবর্তী স্থান জুড়ে আছে। ৯৯টি রহমত আল্লাহ তা'আলা তাঁর নিকট থেকে দিয়েছেন আর মাত্র একটি যা সমগ্র সৃষ্টি জগতের মধ্যে বণ্টন করেছেন। তাতেই তারা পরস্পর মায়া-মমতার বন্ধনে আবদ্ধ হয়। পশু পাখী একঘাটে পানি পান করে।

তারপর কিয়ামতের দিনে আল্লাহ তা'আলা তাঁর রহমত শুধু মুত্তাকীগণের জন্য সীমিত রাখবেন এবং অতিরিক্ত ৯৯টি রহমত তাদেরকে দান করবেন।

১৩০৯৮. সালমান (র) থেকে অপর সনদে অনুরূপ বর্ণিত। তবে বর্ণনাকারী ইব্‌ন 'আদী তার হাদীছে وَبِهَا تَشْرَبُ الْوَحْشُ وَالطَّيْرُ الْمَاءَ (এ কারণেই পশুপাখী পানি পান করে) অংশটি উল্লেখ করেননি।

১৩০৯৯. হযরত সালমান (র) থেকে অপর সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, তাওরাতে আমরা দু'টো দয়ার বাণী পাই ঃ আল্লাহ তা'আলা আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেন। তারপর অন্যান্য সৃষ্টিজগত সৃষ্টি করার পূর্বে একশতটি রহমত সৃষ্টি করেন। হাদীছে خَلَقَ مِئَةَ رَحْمَةٍ রয়েছে অথবা وَجَعَلَ مِئَةَ رَحْمَةٍ তারপর অবশিষ্ট সৃষ্ট জগত সৃষ্টি করলেন। তখন একটি মাত্র রহমত তাদের মধ্যে বিতরণ করে দিলেন। নিরানব্বইটি রেখে দিলেন তাঁর কাছে। বর্ণনাকারী বলেন, এ একটি মাত্র রহমতের প্রভাবে জগৎবাসী পরস্পর দয়া মায়ার জীবন যাপন করে, তাতেই পারস্পরিক দান দখিনার পরিবেশ সৃষ্টি করে, আদর স্নেহের সম্পর্ক রাখে, পারস্পরিক আসা যাওয়া ও দেখাশোনার রীতি সচল রাখে, তাতেই উষ্ট্রী তার বাছুরকে সস্নেহে দুগ্ধ দান করে, বাচ্চার অনুপস্থিতিতে গাভী হাম্বা ডাক ছাড়ে, ছাগল ছানার বিরহে ছাগী আর্তনাদ করে, পাখী উড়ে যায় ঝাঁকে ঝাঁকে এবং তাতেই মাছগুলো সমুদ্রে বেড়ায় দলবদ্ধভাবে। কিয়ামত অনুষ্ঠিত হবে যেদিন, আল্লাহ তা'আলা সেদিন এ রহমতটি যুক্ত করবেন তাঁর নিকট রক্ষিত রহমতগুলোর সাথে। আর আল্লাহর রহমত হবে আরও উত্তম ব্যাপক।

১৩১০০. হযরত সালমান (র) থেকে অপর এক সূত্রে বর্ণিত كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ (দয়া করা তিনি তার কর্তব্য বলে স্থির করেছেন) আয়াতের ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, তওরাতে আমরা দুটো দয়ার বাণী দেখতে পাই। তারপরের বর্ণনা পূর্ববর্তী বর্ণনার ন্যায়-ই; তবে শব্দগত তারতম্য আছে যে, এ বর্ণনায় وَبِهَا تَتَابَعُ الطَّيْرُ وَبِهَا تَتَابَعُ الْحِيتَانُ فِى الْبَحْرِ – تَتَابَعَ শব্দে ت অক্ষর তাশদীদ বিহীন। আর পূর্ববর্তী বর্ণনায় ছিল وَبِهَا تَتَّابَعُ الطَّيْرُ وَبِهَا تَتَّابَعُ الْحِيتَانُ فِى الْبَحْرِ (ت অক্ষরের তাশদীদ যুক্ত)

১৩১০১. ইব্‌ন তাউস তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, আল্লাহ তা'আলা যখন জগত সৃষ্টি করেন তখন কেউ কারোর প্রতি স্নেহশীল ছিল না। পরে তিনি সৃষ্টি করেন একশত রহমত। এর মধ্যে একটি রহমত তাদেরকে দিয়ে দেন। ফলে জগতের একে অপরের প্রতি স্নেহশীল ও দয়াদ্র হয়ে উঠে।

১৩১০২ ইব্‌ন তাউস তাঁর পিতা থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

১৩০১৩. ইকরামা (রা) থেকে বর্ণিত। সম্ভবত:তিনি মুহম্মদ রূপে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টি জগতের বিচারকার্য যখন সমাপ্ত করবেন, তখন আরশ-ই 'আযীমের নীচ থেকে একটি চিরকুট বের করবেন। তাতে রয়েছে ان رحمتى سبقت غضبى وانا ارحم الراحمين। অর্থাৎ আমার দয়া আমার ক্রোধের উপর প্রাধান্য অর্জন করেছে, অগ্রণী রয়েছে, আমি সর্বাধিক দয়াময়। বর্ণনাকারী বলেন, তারপর জান্নাতীদের সমান সংখ্যক লোককে জাহান্নাম থেকে বের করবেন, বর্ণনা مِثْلَ اهل الجنة রয়েছে কিংবা مِثْلاَ اهل الجنة রয়েছে, বর্ণনাকারী বলেন,

আমার ধারণা مثلا বলেছেন। আর مثل তাতে আমার কোন সন্দেহ নেই। তার বক্ষের দিকে ইঙ্গিত করে বল্লেন আমার এখানে তা লিখিত আছে।

এরা সব আল্লাহর ইচ্ছায় জাহান্নাম থেকে রেহাই পাবে। জনৈক ব্যক্তি ইকরামা (রা) খে উদ্দেশ্য করে বললেন, " হে আবূ আবদিল্লাহ। আল্লাহ তা'আলা তো বলছেন يُرِيْدُوْنَ اَنْ يَّخْرُجُوْا مِنَ النَّارِ وَمَاهُمْ بِخَارِجِيْنَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيْمٌ অর্থাৎ তারা অগ্নি থেকে বের হতে চাইবে। কিন্তু তারা সেখান থেকে বের হবার নয়। এবং তাদের জন্যে স্থায়ী শাস্তি রয়েছে। (সূরা : মায়িদা : ৩৭)। তাহলে তারা বের হবে কেমন করে? উত্তরে তিনি বললেন, আরে! আয়াতে সে সকল জাহান্নামীদের কথা বলা হয়েছে; যারা জাহান্নামের স্থায়ী অধিবাসী।

১৩১০৪. ইক্‌রামা (র) থেকে অপর সনদে বর্ণিত। সম্ভবত তিনি মুসনাদ রূপে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, কিয়ামত যখন অনুষ্ঠিত হবে, তখন আরশের নিচে থেকে আল্লাহ তা'আলা একটি কিতাব বের করবেন। তারপর পূর্ববর্তী বর্ণনার ন্যায় তবে এ সনদে ভাষা নেই : এক ব্যক্তি বলল, হে আবূ আবদিল্লাহ, يُرِيْدُوْنَ اَنْ يَّخْرُجُوْا مِنَ النَّارِ وَمَاهُمْ بِخَارِجِيْنَ مِنْهَا সম্পর্কে আপনার মতামত কি? তারপর হাদীছের শেষ অংশ পূর্বেকার হাদীছের ন্যায়।

১৩১০৫. হাম্মাম ইব্‌ন মুনাববিহ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবূ হুরায়রা (র) কে বলতে শুনেছি যে, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ তা'আলা যখন সৃজন কার্য করলেন তখন তিনি একটি কথা লিখেন। সেটি তার আরশের রক্ষিত আছে। তা হল اِنَّ رَحْمَتِىْ سَبَقَتْ غَضَبِىْ আমার রহমত আমার ক্রোধের উপর প্রাধান্য পেয়েছে।

১৩১০৬. আবদুল্লাহ্ ইবন আমর (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলতেন, আল্লাহ তা'আলার রয়েছে একশোটি রহমত। তার একটি তিনি দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন। তাতেই জিন্ন, ইনসান, আকাশের পাখি, পানির মাছ, স্থলের জীবজন্ত ও পোকা মাকড় এবং শূন্যে বিচরণকারী কীটপতঙ্গ পরস্পর দয়াময়। অবশিষ্ট ৯৯টি রহমত তিনি তার নিজের কাছে রেখে দিয়েছেন। অবশেষে কিয়ামত যখন অনুষ্ঠিত হবে তখন দুনিয়ায় প্রেরিত রহমতটি তথায় গিয়ে অবশিষ্ট রহমতের সাথে যুক্ত হবে। এরপর রহমতগুলোকে আল্লাহ তা'আলা জান্নাতবাসীদের অন্তরে ও তাদের উপরে দান করবেন।

১৩১০৭. আবদুল্লাহ ইব্‌ন আমর (রা) থেকে অপর এক সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ তা'আলার রয়েছে ১০০টি রহমত। তার একটি মাত্র দুনিয়াতে প্রেরণ করেছেন। তাতেই জিন্ন, ইনসান, পশুপাখি ও কীটপতঙ্গ দয়া মায়ার জীবন যাপন করছে।

১৩১০৮. হযরত উমার (র) হযরত কা'ব কে জিজ্ঞেস করে বলেছিলেন, আল্লাহ তাআলা সর্বপ্রথম কি সৃষ্টি করেছেন? উত্তরে হযরত কা'ব (র) বললেন, আল্লাহ তা'আলা একটি কথা লিখেন, তবে তা কলম ও কালী দিয়ে নয়; বরং তাঁর কুদরতী দু'টো আঙ্গুল দিয়ে লিখেছেন। যাবুরজাদ, মুক্তো ও ইয়াকুত পাথরের উপর আঙ্গুগুলো ঘুরিয়েছেন, তাতে লিখিত রয়েছে اَنَا اللّٰهُ لَااِلٰهَ اِلَّا اَنَا اِنَّ رَحْمَتِىْ سَبَقَتْ

غَضَبِي অর্থাৎ আমি-ই আল্লাহ, আমি ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই। আমার রহমত আমার ক্রোধের উপর প্রাধান্য অর্জন করেছে। মহান আল্লাহর বাণী لَيَجْمَعَنَّكُمْ اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لاَرَيْبَ فِيْهِ (কিয়ামতের দিন তিনি তোমাদেরকে অবশ্যই একত্র করবেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই) এর ব্যাখ্যা : ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন لَيَجْمَعَنَّكُمْ এর لام (লাম) বর্ণটি শপথ জ্ঞাপক। অবশ্য লাম (রা) বর্ণের অবস্থা সম্পর্কে আরবী ভাষীগণ বিভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন।

কুফার অধিবাসী কতেক ব্যাকরণ বিশেষজ্ঞ বলেছেন, আপনি ইচ্ছা করলে الرحمة শব্দে বাক্য শেষ করে لَيَجْمَعَنَّكُمْ থেকে নতুন বাক্য আরম্ভ করতে পারেন অথবা = ক্রিয়ার কর্ম হিসেবে নসব যোগ্য পড়তে পারেন অর্থাৎ كَتَبَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ اَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوْءً بِجَهَالَةٍ (তোমাদের প্রতিপালক দয়া করা তাঁর কর্তব্য বলে স্থির করেছেন, তোমাদের মধ্যে কেউ অজ্ঞতা বশত: যদি মন্দ কাজ করে, অতঃপর তাওবা করে এবং সংশোধন করে তবে তো আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দায়াল (সূরা আন'আম ৫৪) এ আয়াতের উদ্দেশ্য كَتَبَ اَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ (তিনি লিখে নিয়েছেন যে, তোমাদের কেউ যদি অজ্ঞতা বশত: মন্দ কার্য করে...)। ইমাম তাবারী বলেন, যে সকল বর্ণের উপস্থিতিতে কোন বাক্যাংশ শপথের উত্তর হওয়ার যোগ্যতা রাখে, আরবগণ সে গুলোকে আন-মাফ তূহা (ان مفتوحة) ও লাম-ই মাফতূহা (لام مفتوحة) বলে। এই সূত্রেই তারা বলে اَرْسَلْتُ اِلَيْهِ اَنْ يَّقُوْمَ এবং اَرْسَلْتُ اِلَيْهِ لَيَقُوْمَنَّ (তার প্রতি নির্দেশ পাঠায়েছি সে যেন অবশ্য দাঁড়ায়)। ثُمَّ بَدَا لَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا رَاَوُا الاٰيَاتِ لَيَسْجُنُنَّهُ حَتّٰى حِيْنٍ (নিদর্শনাবলী দেখার পর তাদের মনে হল যে, তাকে কিছু কালের জন্যে কারারুদ্ধ করতেই হবে। সূরা ইউসূফ : ৩৫)। আল্লাহ তা'আলার এ বাণীটিও অনুরূপ। ইমাম তাবারী (র) বলেন, এ প্রকারের বাক্য কুরআন মজীদে প্রচুর। আপনি কি দেখছেন না, এখানে بَدَا لَهُمْ اَنْ يَّسْجُنُوْنَهُ বললেও চলত। বসরার আধিবাসী কতেক ব্যাকরণবিদ বলেন, لَيَجْمَعَنَّكُمْ শব্দের লাম বর্ণ মানসূব হয়েছে كتب দ্বারা। كتب শব্দটি এখানে فَرَضَ (ফরজ করেছেন) اَوْجَبَ (ওয়াজিব করেছেন) অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, যা শপথের অর্থই প্রদান করে। যেন বলা হল وَاللّٰهِ لَيَجْمَعَنَّكُمْ (আল্লাহর শপথ, তিনি অবশ্যই তোমাদেরকে একত্রিত করবেন)। ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, আমার মতে كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ পর্যন্ত বাক্যে সমাপ্তি এবং لَيَجْمَعَنَّكُمْ থেকে নতুন বাক্যের সূচনা ধরে নেয়াই সঠিক অভিমত।

তখন لَيَجْمَعَنَّكُمْ শব্দটি মুবতাদা এর খবর অর্থাৎ বিধেয় হবে, আর বাক্যের অর্থ হবে হে সমকক্ষ নির্ধারণকারীগণ! অবশ্য আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে একত্রিত করবেন কিয়ামত দিবসে, তাঁর সাথে তোমাদের কুফরীর শাস্তি প্রদানের উদ্দেশ্যে, ওই দিনের আগমনে কোন সন্দেহ নেই। كَتَبَ শব্দকে لَيَجْمَعَنَّكُمْএর আমিল বা বিধায়ক বলার চেয়ে এ অভিমতকে আমি সঠিক বলেছি এ জন্যে যে, كتب শব্দটি একবার الرحمة শব্দে আমল করেছে সুতরাং পুনরায় لَيَجْمَعَنَّكُمْ শব্দের আসল বানানো বৈধ নয়; কারণ এটি দু'টোর প্রতি متعدى হয় না। যদি কেউ প্রশ্ন করেন যে, তাহলে كَتَبَ

Contents

رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ (সূরা আন'আম) আয়াতে أَنَّ। মানসূব হওয়ার ক্ষেত্রে আপনি কি বলবেন? তবে উত্তরে বলা হবে যে, أن। শব্দটি الرحمة। এর বর্ণনা ও ব্যাখ্যা (صفت) , বাক্যের অর্থঃ দয়া করা তার জন্যে বাধ্যতামূলক করেছেন যে, তিনি দয়া করবেন ওই সকল লোককে, যারা অজ্ঞতাবশত: মন্দ কার্য করে অতঃপর তাওবা করে এবং তিনি তাদেরকে ক্ষমা করবেন।

এ প্রক্রিয়ায় ক্ষমা করা ও দয়া করা الرحمة। শব্দের ব্যাখ্যা ও বর্ণনা হতে পারে কিন্তু আলোচ্য আয়াতে لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ অংশটি الرحمة।এর ব্যাখ্যা ও বর্ণনা হতে পারে না যে সেটিকে صفت ধরে নেয়া যাবে। এ সূত্রে মানসূব পড়া যখন শুদ্ধ হচ্ছে না, তখন একটি উপায় আছে যে অপর كتب শব্দ উহ্য ধরে নিয়ে ......لَيَجْمَعَنَّكُمْ অংশকে মানসুর পড়া যায়। কিন্তু যা উল্লেখ নেই তা উহ্য মেনে নিয়ে এর উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। আয়াতে لَارَيْبَ فِيهِ অর্থ لاشك فيه সুতরাং আয়াতের অর্থ এতে কোন সন্দেহ নেই যে, কিয়ামত দিবসে আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে একত্রিত করবেন, তার নিকট জামায়েত করবেন, অতঃপর প্রত্যেককে তার ভাল ও মন্দ কর্মের প্রতিফল প্রদান করবেন।

আল্লাহ তা'আলার বাণী اَلَّذِيْنَ خَسِرُوْا اَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَايُؤْمِنُوْنَ (অর্থ : যারা নিজেই নিজেদের ক্ষতি করেছে, তারা ঈমান আনবেনা)

ব্যাখ্যা ঃ ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, যারা নিজেরা নিজেদের ক্ষতি করেছে অর্থ যারা দেব দেবী ও প্রতিমাগুলোকে আল্লাহ্ তা'আলার সমকক্ষ মনে করে। আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা দেন তিনি অবশ্যই একত্রিত করবেন ওই সকল লোককে, যারা নিজেরই নিজেদের ক্ষতি করেছে অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার শরীক ও সমকক্ষ স্থির করে যারা নিজেদের ধ্বংস করেছে; ফলে আখিরাতে নিজেদের জন্যে আল্লাহ তা'আলার ক্রোধ ও মর্মন্তুদ শাস্তি অপরিহার্য করে নিজেদেরকে বিনাশ করেছে। خسار শব্দের মূল অর্থ الغبن। ক্ষতি। ব্যবসায় ক্ষতিগ্রস্ত হলে বলা হয় خسر الرجل فى البيع (অমুক ব্যক্তি ব্যবসায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে)। যেমন কবি আশা বলেছেন—

لَايَاْخُذُ الرَّشْوَةَ فِي حُكْمِهِ + وَلَايُبَالِي خَسِرَ الْخَاسِرُ

বিচার কার্যে তিনি (আমির ইবৃন তুফায়ল) ঘুষ গ্রহণ করেন না, ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি ক্ষতি হল কি-না তা তিনি ভাবেন না। (দিওয়ান-ই-আশা, ১০৫)।

এ সম্পর্কে ইতিপূর্বে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করেছি, এখানে তা পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন নেই। اَلَّذِيْنَ خَسِرُوْا اَنْفُسَهُمْ আয়াতে الذين। শব্দটি মানসূব হয়েছে। لَيَجْمَعَنَّكُمْ শব্দে كم এর ব্যাখ্যা (بدل) হিসেবে তা মানসূব। কারণ "নিজেদের ক্ষতি করেছে" তারাই لَيَجْمَعَنَّكُمْ (তোমাদেরকে একত্রিত করবেন) যাদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে। فَهُمْ لَايُؤْمِنُوْنَ (তারা ঈমান আনবে না) অর্থাৎ নিজেরাই নিজেদের বিনাশ সাধন করার কারণে এবং নিজেদের অংশ লাভে ব্যর্থতা ও ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার কারণে তারা ঈমান আনবে না তথা আল্লাহর একত্ববাদ মেনে নেবে না। তার পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি ও শাস্তির অঙ্গীকারকে সত্য বলে গ্রহণ করবে না এবং হযরত মুহাম্মদ (স) এর নবুওয়াতের স্বীকৃতি দেবে না।

মহান আল্লাহর বাণী—

(١٣) وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي الَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ○

১৩. রাত ও দিনে যা কিছু থাকে তা তাঁরাই এবং তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম আবু জা'ফর তাবারী (র) বলেন, আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, অজ্ঞতায় আকণ্ঠ নিমজ্জিত থাকার ফলে প্রতিমাদেরকে আল্লাহর সমকক্ষ নির্ধারণকারী এ সকল লোক ঈমান আনবে না, তাঁর একত্ববাদ স্বীকার করবে না, ইবাদত ও আনুগত্যকে এককভাবে তারই জন্যে সীমিত রাখবে না, এবং তাঁর প্রভুত্ব ও উপাস্য হওয়া মেনে নেবে না। অথচ: وَلَهُ مَاسَكَنَ فِى الَّيْلِ وَالنَّهَارِ (রাত ও দিনে যা কিছু থাকে সব তারই)। সৃষ্টি জগতের সবকিছুই তো রাতে ও দিনে বসবাস করে। তাই রাত ও দিনে বসবাস করে অর্থ সৃষ্টি জগতের সবকিছু। وَهُوَ السَّمِيْعُ (তিনিই শ্রোতা) অর্থাৎ এ সকল মুশরিক আল্লাহ সম্পর্কে তাঁর শরীক ও সমকক্ষ নির্ধারণ করা সম্পর্কে যা কিছু বলে এবং এরা ব্যতীত অন্যান্যরা যা কিছু বলে, তার সবকিছুই তিনি শোনেন। الْعَلِيْمُ। (তিনি সর্বজ্ঞ) অর্থাৎ তারা তাদের অন্তরে যা গোপন রাখে এবং অঙ্গ প্রতঙ্গের সাহায্যে যা প্রকাশ করে, তার সব কিছুই তাঁর জানা, এর কিছুই তাঁর অবিদিত নয়। প্রত্যেক মানুষকে তার কর্মানুযায়ী প্রতিদান ও কার্য অনুযায়ী পূর্ণ বিনিময় প্রদানের জন্যে তিনি এগুলো সংরক্ষণ করে রাখছেন।

سَكَنَ শব্দের ব্যাখ্যায় অন্যান্য তাফসীরকারগণ আমাদের ন্যায় বলেছেন।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১৩১০৯. সুদ্দী (র) থেকে বর্ণিত। وَلَهُ مَاسَكَنَ فِى الَّيْلِ وَالنَّهَارِ আয়াত সম্পর্কে তিনি বলেন, রাত ও দিনে যা অবস্থান করে, সব তাঁরই।

মহান আল্লাহর বাণী—

(١٤) قُلْ اَغَيْرَ اللّٰهِ اَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ ، قُلْ اِنِّىٓ اُمِرْتُ اَنْ اَكُوْنَ اَوَّلَ مَنْ اَسْلَمَ وَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ○

১৪. বলুন, আমি কি আসমান ও যমীনের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ ব্যতীত অন্যকে অভিভাবক রূপে গ্রহণ করব? তিনিই জীবিকা দান করেন, কিন্তু তাকে কেউ জীবিকা দান করে না, এবং বলুন, আমি আদিষ্ট হয়েছি যেন আত্মসমর্পণকারীদের মধ্যে আমিই প্রথম ব্যক্তি হই, আমাকে আরও আদেশ করা হয়েছে, তুমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।

ব্যাখ্যা ঃ

قُلْ اَغَيْرَ اللّٰهِ اَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ (বলুন, আমি কি আসমান ও যমীনের স্রষ্টা আল্লাহ ব্যতীত অন্যকে অভিভাক রূপে গ্রহণ করব? আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন যে, আল্লাহ তা'আলা নবী মুহাম্মদ (স) কে উদ্দেশ্য করে বলছেন, হে মুহাম্মদ (স) ! যে সকল মুশরিক দেবদেবী ও প্রতিমাগুলোকে তাদের প্রতিপালকের সমকক্ষ নির্ধারণ করে একক ভাবে আপনার প্রতিপালকের জন্যে একত্ববাদ নির্ধারণে অস্বীকার করে এবং তথাকথিত উপাস্য সমূহ ও প্রতিমাগুলোর ইবাদতের প্রতি অন্যকে আহবান করে, তাদেরকে বলুন "আল্লাহ তাআলা ব্যতীত অন্য কোন বস্তুকে আমি কি অভিভাবকরূপে গ্রহণ করব যে তার কাছে আমি সাহায্য প্রার্থনা করব, বিপদাপদে তার সহায়তা কামনা করব?" যথাঃ

১৩১১০. সুদ্দী (র) থেকে বর্ণিত। قُلْ اَغَيْرَ اللّٰهِ اَتَّخِذُ وَلِيًّا আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, ওলী ওই ব্যক্তি, তারা যাকে অভিভাকরূপে গ্রহণ করে এবং যাকে প্রতিপালকরূপে স্বীকৃতি দেয়। فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ অর্থাৎ আসমান যমীনের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তিকে কি অভিভাকরূপে গ্রহণ করব? فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ বাক্যাংশটি 'আল্লাহ' শব্দের বিশেষণ, তাই মাজরূর হয়েছে। فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ অর্থ আসমান যমীনের প্রথম সৃষ্টিকর্তা ও স্রষ্টা।

১৩১১১. মুজাহিদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত ইবন আব্বাস (র) কে শুনেছি, তিনি বলেন فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ এর মর্ম কি তা আমার জানা ছিল না। একদিন দুজন বেদুইন একটি কূপ সম্পর্কিত মামলা নিয়ে আমার নিকটে আসে। তাদের একজন তখন অপরজনকে বলে اَنَا فَطَرْتُهَا অর্থাৎ আমি শুরু থেকে এ কূপ খনন করেছি।

১৩১১২. সুদ্দী (র) থেকে বর্ণিত। فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ এর ব্যাখ্যায় তিনি বলেন خَالِقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ। আসমান ও যমীনের সৃষ্টিকর্তা।

১৩১১৩. কাতাদা (র) থেকে বর্ণিত। আলোচ্য আয়াতের অর্থ সম্পর্কে তিনি বলেন, আসমান ও যমীনের সৃষ্টিকর্তা। এ সূত্রেই বলা হয় فَطَرَهَا اللّٰهُ يَفْطُرُهَا وَيَفْطِرُهَا فَطْرًا وَفُطُورًا (فَطَرَ শব্দটি খাদযুক্ত হওয়া, ফাঁক-ফোঁকর সৃষ্টি হওয়া অর্থেও ব্যবহৃত হয়।) আর এ থেকেই আল্লাহর বাণী هَلْ تَرٰى مِنْ فُطُوْرٍ-কোন ত্রুটি দেখতে পাও কি? (সূরা মূলক ঃ ৩০) অর্থাৎ কোন ছিদ্র ফাঁক-ফোকর দেখতে পাও কি? তরবারিতে একাধিক খাদ সৃষ্টি হলে বলা হয় سَيْفٌ فُطَارٌ ত্রুটি ও খাদযুক্ত তরবারিতে খাদ সৃষ্টি হওয়ার ত্রুটিরূপে পরিগণিত হয়। কবি আনতারার কবিতাটি এ পর্যায়ের

وَسَيْفِي كَالْعَقِيقَةِ فَهُوَ كِمْعِي سِلَاحِي لَا اَفَلَّ وَلَا فُطَارًا

আমার তরবারি বজ্র বিদ্যুৎ চকচকে, আমার চিরসঙ্গী, তাই আমার অস্ত্র, তাতে নেই কোন খাদ, নেই কোন ত্রুটি। (দিওয়ান-ই-আন তারাহ্ ঃ ৩৮৪)। উটের মুখের মাড়ির গোশত ফেটে দাঁত খসে পড়লে বলা হয়, فَطَرَنَابُ الْجَمَلِ (উটের দাঁত খসে পড়েছে)। تَكَادُ السَّمٰوٰتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْ فَوْقِهِنَّ

-আকাশ মন্ডলী উর্ধ্ব দেশ থেকে ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম হয়েছে সূরা শূরা: ৫) আল্লাহ্ তা'আলার বাণীটিও এ পর্যায়ের। আয়াতে يَتَفَطَّرْنَ অর্থ يَتَصَدَّعْنَ - يَتَشَقَّقْنَ সেগুলো ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হওয়ার উপক্রম হয়েছিল। وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ আয়াতের অর্থ আল্লাহ্ তাঁর সৃষ্টি জগতকে রিয্ক ও জীবিকা প্রদান করেন, কিন্তু তাঁকে কেউ রিয্ক দান করে না। যথা ঃ

১৩১১৪. তাফসীরকার সুদ্দী (র) থেকে বর্ণিত, وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, আল্লাহ্ রিযি্ক দান করেন, কিন্তু তাঁকে কেউ রিযি্ক প্রদান করে না। কেউ কেউ উল্লেখ করেছেন যে, وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يَطْعَمُ পড়া যায়। অর্থাৎ সৃষ্টি জগতকে তিনি খাদ্য দান করেন কিন্তু নিজে খাদ্য গ্রহণ করেন না। অবশ্য এ পাঠরীতি নিতান্ত গৌন হওয়ায় তার কোন গুরুত্ব নেই।

মহান আল্লাহ্র বাণী, قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ। (বলুন, আমি আদিষ্ট হয়েছি যেন আত্মসমর্পণকারীদের মধ্যে আমিই প্রথম ব্যক্তি হই, আমাকে আরও আদেশ করা হয়েছে, "তুমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হয়োনা")-এর ব্যাখ্যা : ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নবী মুহাম্মদ (স) কে উদ্দেশ্য করে বলেন, হে মুহাম্মদ (স)! যারা আপনাকে আহবান করে আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যান্য তথাকথিত উপাস্যদেরকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করতে এবং উদ্বুদ্ধ করে ওগুলোর উপাসনা করতে, তাদেরকে আপনি বলেদিন আসমান যমীনের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্, তিনি আমাকে এবং অন্যান্য সবকিছুকে জীবিকা দান করেন অথচ তাঁকে কেউ জীবিকা দান করে না। তাকে বাদ দিয়ে অন্য কাউকে কি আমি অভিভাবক ও সাহায্যকারী রূপে গ্রহণ করব? তিনি ভিন্ন অন্য সবকিছু তো তাঁর মালিকানাধীন, দাসানুদাস, তারই সৃজন করা সৃষ্টি। হে মুহাম্মদ (স)! তাদেরকে আরও বলে দিন أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ (আমার প্রতিপালক আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন যেন আত্ম সমর্পণকারীদের মধ্যে আমি প্রথম হই) অর্থাৎ আমার যুগ ও সময়ে যারা আনুগত্য স্বীকার করে আল্লাহ্র প্রতি বিনীত হয়, তাঁর আদেশ নিষেধ পালনে বাধ্যগত হয় এবং তাঁর প্রতি মাথা নত করে তাদের মধ্যে আমি যেন প্রথম ব্যক্তি হই। وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (এবং তুমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হয়োনা) অর্থাৎ তাদেরকে এও বলে দিন যে, আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে আমাকে বলা হয়েছে "আল্লাহ্র সাথে অংশীদার স্থির করে যারা দেবদেবী ও প্রতিমাগুলোকে আল্লাহ্র শরীক নির্ধারণ করে, আপনি তাদের দলভুক্ত হবেন না। আয়াতে أُمِرْتُ শব্দটি উহ্য শব্দ قِيلَ لِي থেকে বদল (بدل) অনুষ্ঠিত হয়েছে। امرت এর অর্থ قيل لى (আমাকে বলা হয়েছে) যেন আয়াতে বলা হল قُلْ إِنِّي قِيلَ لِي كُنْ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ হে মুহাম্মদ (স) ! বলে দিন যে, আমাকে বলা হয়েছে "আত্মসমর্পণকারীদের মধ্যে তুমি প্রথম হও এবং মুশরিকদের দলভুক্ত হয়ো না।" أَمر শব্দটি قول (বক্তব্য) উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত। তাই قول উল্লেখ না করে শুধুমাত্র امر। শব্দই উল্লেখ করা হয়েছে।

মহান আল্লাহর বাণী—

(١٥) قُلْ اِنِّیٓ اَخَافُ اِنْ عَصَیْتُ رَبِّیْ عَذَابَ یَوْمٍ عَظِیْمٍ ۝

১৫. বলুন, আমি যদি আপনার প্রতিপালকের অবাধ্য হই তবে আমি ভয় করি যে, মহাদিনের শাস্তি আমার উপর আপাতিত হবে।

ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নবী মুহাম্মদ (সা)-কে উদ্দেশ্য করে বলেন, আল্লাহর সাথে সমকক্ষ নির্ধারণকারী এ সকল মুশরিক যারা আপনাকে প্রতিমা পূজার আহবান জানায়, তাদেরকে বলে দিন "আমার প্রতিপালক তাকে ছাড়া অন্য কিছুর ইবাদত করতে আমাকে নিষেধ করেছেন এবং ওগুলোর ইবাদত করে আমি যদি আমার প্রতিপালকের নিষেধ লংঘন করি, তবে আমি মহাদিনের শাস্তির অর্থাৎ কিয়ামতের দিনের শাস্তির ভয় করি"। কিয়ামতের দিনের প্রচন্ড ভয়াবহতা ও হৃদয়বিদারক পরিস্থিতির আলোকে ওই দিবসকে يوم عظيم তথা মহা দিবস বলা হয়েছে।

মহান আল্লাহর বাণী—

(١٦) مَنْ يُّصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهٗ ؕ وَذٰلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِيْنُ ۝

১৬. সেদিন যাকে তা হতে রক্ষা করা হবে, তার প্রতি তিনি তো দয়া করবেন এবং তাই স্পষ্ট সফলতা।

ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, আয়াতের পাঠরীতিতে বিভিন্ন মত রয়েছে। মদীনা মুনাওয়ারা বস্‌রা নগরী ও আরবের প্রায় সকল কির'আত বিশেষজ্ঞ-ই ইয়া (ى) বর্ণে পেশ ও রা (رَ) বর্ণে যবর যোগে مَنْ يُّصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ পড়েছেন। অর্থাৎ সেদিন যার থেকে শাস্তি বিদূরিত হয়, অপসারিত হয়। কূফা অধিবাসী প্রায় সকল কির'আত বিশেষজ্ঞ ইয়া (ىَ) বর্ণে যবর ও রা (رِ) বর্ণে যের সহকারে مَنْ يَّصْرِفْ عَنْهُ পড়েছেন অর্থাৎ সেদিন আল্লাহ্ তা'আলা যার থেকে শাস্তি বিদূরিত করবেন, অপসারণ করবেন। ইমাম আবু জা'ফর তাবারী (র) বলেন, উল্লেখিত দু'টি পাঠরীতির মধ্যে 'ইয়া' ও 'রা' বর্ণে যথাক্রমে যবর ও যের যোগে পাঠ করাটাই আমার মতে সঠিক। আয়াতের পরবর্তী অংশ فَقَدْ رَحِمَهٗ (তাকে তিনি দয়া করবেন) দ্বারা তা বুঝা যায়। এতে কর্তা সচল রেখে কর্তবাচ্যের ক্রিয়া (رحمة দয়া করবেন) ব্যবহার করা হয়েছে। مَنْ يُّصْرَفْ শব্দে যদি কর্মবাচ্যের ক্রিয়াই হত তবে رحمة ক্রিয়াকে কর্মবাচ্য হিসেবে رُحِمَ ব্যবহার করা হত। فَقَدْ رَحِمَهٗ কর্তা সচল রেখে কর্তৃবাচ্যের ক্রিয়ার ব্যবহার সুস্পষ্ট প্রমাণ যে, من يصرف শব্দেও কর্তৃবাচ্যের ক্রিয়া مَنْ يُّصْرَفْ عَنْهُ হবে।

এ রীতিতে পাঠকরাই সমীচীন তাই আয়াতের ব্যাখ্যা এই ঃ আল্লাহ তা'আলা সেদিন সৃষ্টি জগতের যার থেকে শাস্তি অপসারিত করবেন তাকে তিনি দয়া করবেন। وَذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ (এবং তাই সুস্পষ্ট সফলতা) অর্থাৎ কিয়ামত দিবসে আল্লাহ তা'আলার দয়া ও তাঁর শাস্তি অপসারণ হচ্ছে সফলতা তথা ধ্বংস থেকে মুক্তি। ও الْفَوْزُ الْمُبِينُ। (স্পষ্ট সফলতা) অর্থাৎ এ এমন সফলতাকে কেউ অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে তাকালে তার নিকট স্পষ্ট হয়ে যাবে যে, এ-ই প্রার্থিত বিষয় লাভ করে কাম্য বস্তু অর্জন করে ধন্য হওয়া।

مَنْ يُصْرَفْ عَنْهُ এর ব্যাখ্যায় আমরা যা বলেছি তাফসীরকারগণও তাই বলেছেন ঃ যারা এ মত পোষণ করেন

১৩১১৫. কাতাদা (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, مَنْ يُصْرَفْ عَنْهُ অর্থ যার থেকে শাস্তি অপসারিত হবে।

মহান আল্লাহর বাণী—

(১৭) وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ ۖ وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝

১৭. আল্লাহ আপনাকে ক্লেশ দান করলে, তিনি ব্যতীত তা মোচনকারী আর কেউ নেই। আর তিনি আপনার কল্যাণ করলে তবে তিনিই-তো সর্ব বিষয়ে শক্তিমান।

ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম আবু জা'ফর তাবারী (র) বলেন, আল্লাহ তা'আলা তার নবী মুহাম্মদ (স) কে বলছেন, হে মুহাম্মদ (স)! وَإِنْ يُصِبْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা যদি আপনাকে ক্লেশ দান করেন, অর্থাৎ দুনিয়াতে আপনাকে কষ্ট দান করেন এবং আপনার দৈনন্দিন জীবনে দুঃখ বেদনা ও সংকীর্ণতা প্রদান করেন তবে যে আল্লাহ আপনাকে তাঁর আদেশ নিষেধের ক্ষেত্রে প্রথম আত্মসমর্পণকারী হতে নির্দেশ দান করেছেন এবং আপনার সমসাময়িক লোকদের মধ্যে সর্ব প্রথম তাঁর একত্ববাদের স্বীকৃতি দানের নির্দেশ দিয়েছেন সেই আল্লাহ ব্যতীত অন্য কেউ আপনাকে দুঃখ দুর্দশা থেকে পরিত্রাণ দিতে পারবে না।

মহান আল্লাহর সাথে সমকক্ষ নির্ধারণকারীরা আপনাকে যে সকল দেবদেবী ও প্রতিমার উপাসনা করতে আহবান জানাচ্ছে সে সকল দেবদেবী ও প্রতিমা আপনাকে মুক্তি দিতে পারবে না এমনকি উপরন্ত সৃষ্টির কেউই আপনাকে তা থেকে উদ্ধার করতে পারবে না। وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ (আর তিনি আপনার কল্যাণ করলে) অর্থাৎ তিনি যদি আপনার কোন কল্যাণ করেন দৈনন্দিন জীবনে স্বাচ্ছন্দ, জীবিকার স্বচ্ছলতা এবং ধন সম্পদে প্রাচুর্য দান করেন অতঃপর আপনি স্বীকার করেন যে, তিনিই এগুলো আপনাকে দান করেছেন তবে فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (তিনি তো সর্ব বিষয়ে শক্তিমান) অর্থাৎ যে আল্লাহ আপনাকে এ স্বাচ্ছন্দ দান করেছেন তিনি সর্ব বিষযে ক্ষমতাবান।

আপনার কল্যাণ সাধনে তিনি ক্ষমতাবান, আবার অনিষ্ট সাধনেও। তিনি যা ইচ্ছা করেন, তা বাস্তবায়নে সক্ষম। তাঁর উদ্দেশ্য সাধনে কেউ তাঁকে বাধাগ্রস্ত করতে পারে না এবং তাঁর লক্ষ্য অর্জনে কেউই তাঁকে বারণ করতে পারে না। তিনি তো তথাকথিত ক্ষমতাহীন তুচ্ছ ও অধঃপতিত উপাস্যদের মত নহেন, যারা না পারে নিজেদের কল্যাণ করতে, না পারে অন্যের কল্যাণ করতে। আবার না পারে নিজের ক্ষতি প্রতিরোধ করতে, না পারে, অন্যের ক্ষতি প্রতিহত করতে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, অতএব কী ভাবে এরূপ অথর্ব অক্ষমদের ইবাদত করবেন? কিংবা ওই মহান প্রভুর জন্যে ইবাদতকে নির্ভেজাল ও খাঁটি রাখবেন না কেমন করে? তাঁর জন্যে স্বীকৃতি দেবেন না কেমন করে যার হাতে রয়েছে কল্যাণ ও অকল্যাণ, পুরষ্কার ও শাস্তি এবং যার রয়েছে পূর্ণ ক্ষমতা ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী শক্তি।

মহান আল্লাহর বাণী –

(١٨) وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهٖ ۚ وَهُوَ الْحَكِيْمُ الْخَبِيْرُ ۝

১৮. তিনি আপন বান্দাদের উপর পরাক্রমশালী, তিনি প্রজ্ঞাময়, জ্ঞাতা।

ব্যাখা ঃ

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, আয়াতে (তিনি) দ্বারা আল্লাহ নিজের দিকে ইঙ্গিত করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, তিনি আপন বান্দাদের উপর প্রচন্ড প্রভাবশালী। তিনি তাদেরকে ন্যুব্জ-নত করেন, তাঁর সৃষ্টি জগতকে দাসত্ব স্বীকারে বাধ্য করেন, তিনি তাদের চেয়ে সমুচ্চ। فَوْقَ عِبَادِهٖ (বান্দাদের উপর) বলেছেন এ জন্যে যে, তাঁর قَهَّار অর্থাৎ বান্দাদের উপর প্রবল পরাক্রমশালী হওয়ার বিশেষণটি উল্লেখ করেছেন। যা অপর কোন বস্তুর উপর প্রবল ও পরাক্রমশালী, স্বতঃই তা সমুচ্চ ও সমূর্ধ্ব হয়। সুতরাং আয়াতের অর্থ এই ঃ আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদের উপর প্রবল। তাদেরকে বশীভূতকারী। বান্দাদেরকে এবং তাঁর সমগ্র সৃষ্টিজগতকে বশ্যতা স্বীকারে বাধ্যকরতঃ তিনি তাদের উপর প্রতাপশালী। তাদেরকে অনুগত বানিয়ে তিনি তাদের উর্ধ্বে আর তারা সবাই তাঁর অধঃস্তন।

وَهُوَ الْحَكِيْمُ (এবং তিনি প্রজ্ঞাময়) অর্থাৎ বান্দাদের উর্ধ্বে থাকায় আপন শক্তি বলে তাদেরকে বশীভূত করণে এবং তার সামগ্রিক কল্পনায় আল্লাহ তা'আলা প্রজ্ঞাময়। اَلْخَبِيْرُ (জ্ঞাতা) অর্থাৎ বস্তুর কল্যাণ ও অকল্যাণ সম্পর্কে সম্যক অবগত। কর্মের পরিণাম ও সূচনা তাঁর অজ্ঞাত নয়, তাঁর পরিকল্পনায় কোন ত্রুটি সংঘটিত হয় না। এবং তার বিচার ফায়সালায় অনাহূত কোন বিঘ্ন সৃষ্টি হয় না।

মহান আল্লাহর বাণী –

(١٩) قُلْ اَيُّ شَيْءٍ اَكْبَرُ شَهَادَةً ۚ قُلِ اللّٰهُ ۙ شَهِيْدٌۢ بَيْنِيْ وَبَيْنَكُمْ ۚ وَاُوْحِيَ اِلَيَّ هٰذَا الْقُرْاٰنُ لِاُنْذِرَكُمْ بِهٖ وَمَنْۢ بَلَغَ ۚ اَئِنَّكُمْ لَتَشْهَدُوْنَ اَنَّ مَعَ اللّٰهِ اٰلِهَةً اُخْرٰى ۚ قُلْ لَّاۤ اَشْهَدُ ۚ قُلْ اِنَّمَا هُوَ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ وَّاِنَّنِيْ بَرِيْٓءٌ مِّمَّا تُشْرِكُوْنَ ۝

১৯. বলুন, সাক্ষ্য প্রদানে সর্বশ্রেষ্ঠ কী? বলুন, আল্লাহ আমার ও তোমাদের মধ্যে সাক্ষী এবং এ কুরআন আমার নিকট প্রেরিত হয়েছে যেন তোমাদেরকে এবং যার নিকট তা পৌছঁবে তাদেরকে এর

দ্বারা আমি সতর্ক করি। তোমরা কি এ সাক্ষ্য দাও যে, আল্লাহর সাথে অন্য ইলাহও আছে? বলুন, আমি সে সাক্ষ্য দেই না। বলুন, তিনি একক ইলাহ এবং তোমরা যে শরীক কর, তা হতে আমি মুক্ত।

ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম আবু জা'ফর তাবারী (র) বলেন, আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবী মুহাম্মদ (স) কে বলছেন, হে মুহাম্মদ (স)! আপনার সম্প্রদায়ের যে সব মুশরিক আপনাকে প্রত্যাখ্যান করে, আপনার নবুওয়াত অস্বীকার করে, তাদেরকে বলুন, সাক্ষ্য হিসেবে কোন্ বস্তুটি শ্রেষ্ঠ ও মহান? তারপর তাদেরকে অবগত করিয়ে দিয়ে বলুন যে, সাক্ষ্য হিসেবে সর্বশ্রেষ্ঠ হচ্ছেন আল্লাহ। সৃষ্টি জগতের সাক্ষ্যে যে ভুলত্রুটি, মিথ্যা ও বিচ্যুতি সংঘটিত হওয়ার অবকাশ রাখে, তাঁর সাক্ষ্যে ওই অবকাশ থাকে না। তারপর তাদেরকে বলুন, সাক্ষ্য হিসেবে যে আল্লাহ শ্রেষ্ঠতম, সেই আল্লাহ্ই আমার ও তোমাদের মাঝে সাক্ষী। আমাদের মধ্যে কারা সত্যপন্থী আর কারা বাতিলপন্থী, কথায় ও কাজে কারা সঠিক, আর কারা ভ্রান্ত, তাতে তিনিই সাক্ষী বিচারকরূপে তাঁর অধিষ্ঠানে আমরা সন্তুষ্ট। এক জামা'আত তাফসীরকার আমাদের ন্যায় বলেছেন,

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১৩১১৬ মুজাহিদ (র) থেকে বর্ণিত। اَیُّ شَیْءٍ اَکْبَرُ شَہَادَةً আয়াতের ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, আল্লাহ তা'আলা এর দ্বারা হযরত মুহাম্মদ (স) কে নির্দেশ দিয়েছেন এ বিষয়ে কুরাইশদেরকে জিজ্ঞেস করতে। তারপর পুন: নির্দেশ দিয়েছেন তাদেরকে জানিয়ে দিতে যে, اَللّٰہُ شَہِیْدٌ بَیْنِیْ وَبَیْنَکُمْ আমার ও তোমাদের মাঝে আল্লাহই সাক্ষী।

১৩১১৭ মুজাহিদ (র) থেকে অন্য সূত্রে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ وَاُوْحِیَ اِلَیَّ ہٰذَا الْقُرْاٰنُ لِاُنْذِرَکُمْ بِہٖ وَمَنْ بَلَغَ (আর এ কুর'আন আমার নিকট প্রেরিত হয়েছে, যেন তোমাদেরকে এবং যার নিকট তা পৌঁছবে তাদেরকে এর দ্বারা আমি সতর্ক করি)-এর ব্যাখ্যা ঃ ইমাম আবু জা'ফর তাবারী (র) বলেন, আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবী হযরত মুহাম্মদ (স) কে সম্বোধন করে বলেছেন যে, আপনাকে প্রত্যাখানকারী এ সকল মুশরিকদের বলুন, আমার ও তোমাদের মধ্যে সাক্ষ্য আল্লাহ, আর এও বলেদিন যে, وَاُوْحِیَ اِلَیَّ ہٰذَا الْقُرْاٰنُ لِاُنْذِرَکُمْ بِہٖ আমার নিকট এই কুর'আন অবতীর্ণ হয়েছে যেন এতদ্বারা আমি তোমাদেরকে তাঁর শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক করে দেই, আর সতর্ক করে দেই তোমাদের ব্যতীত অন্যান্য সকল মানুষকে, যাদের নিকট এই কুর'আন পৌছবে, যে কুরআনে বর্ণিত বিষয়গুলো যদি তারা কার্যকর না করে, কুরআনের হালালগুলোকে হালাল ও হারামগুলোকে যদি হারাম বলে গ্রহণ না করে এবং সম্পূর্ণ কুর'আনে ঈমান না আনে তবে আল্লাহর নির্দয়, সাজা তাদের উপর আপতিত হবে। আমরা যা বলেছি, তাফসীরকারগণও অনুরূপ বলেছেন,

যারা এমত পোষণ করেন ঃ

১৩১১৮ কাতাদা (র) থেকে বর্ণিত। اَیُّ شَیْءٍ اَکْبَرُ شَہَادَةً قُلِ اللّٰہُ شَہِیْدٌ بَیْنِیْ وَبَیْنَکُمْ وَاُوْحِیَ اِلَیَّ ہٰذَا الْقُرْاٰنُ لِاُنْذِرَکُمْ بِہٖ وَمَنْ بَلَغَ আয়াত প্রসংগে তিনি ইরশাদ

করেন, আমাদেরকে জানানো হয়েছে যে, নবী করীম (স) বলতেন, "হে লোক সকল! আল্লাহর কিতাব অর্থাৎ কুর'আন মজীদের একটি আয়াত হলেও তা অন্যের নিকট পৌছে দাও। বস্তুত: আল্লাহর কিতাবের একটি আয়াত যার নিকট পৌছে আল্লাহর নির্দেশ তার নিকট পৌছেছে বলে গণ্য করা হবে। তা গ্রহণ করুক কিংবা বর্জন করুক।"

১৩১১৯ কাতাদা (র) থেকে অপর সনদে বর্ণিত। لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, নবী করীম (স) ইরশাদ করেছেন, "আল্লাহর বাণী তোমরা অন্যের নিকট পৌছিয়ে দাও, আল্লাহর কিতাবের একটি আয়াত যার নিকটে পৌছে, আল্লাহর নির্দেশ তার নিকট পৌছেছে বলে গণ্য করতে হব।"

১৩১২০ মুজাম্মদ ইবন কা'ব আল কুরাযী (র) থেকে বর্ণিত ...... لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ আয়াতাংশ সম্পর্কে তিনি বলেন, "যে ব্যক্তির নিকট কুরআন মজীদ পৌছেছে, সে যেন নবী করীম (স) কে দেখেছে।" তারপর তিনি তিলাওয়াত করলেন, وَمَن بَلَغَ أَئِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ

১৩১২১ হাসান ইব্ন সালিহ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি লায়ছ (র) কে প্রশ্ন করেছিলাম "এমন কোন লোক আছে কি? যার নিকট দীনের দাওয়াত পৌছেনি?" উত্তরে তিনি বললেন, মুজাহিদ (র) বলতেন, "কুর'আন মজীদ যেখানেই পৌছুক, তা স্বয়ং দাওয়াত দানকারী, দীনের প্রতি আহবানকারী; এই কুরআন মজীদ সতর্ককারী।" তারপর তিনি তিলাওয়াত করলেন لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ أَئِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ.... (যাতে এই কুর'আন দ্বারা আমি) তোমাদেরকে এবং যার নিকট তা পৌছবে তাদেরকে সতর্ক করি; তোমরা কি এ সাক্ষ্য দাও যে, -----),

১৩১২২ মুজাহিদ (র) থেকে বর্ণিত। وَمَن بَلَغَ (এবং যার নিকট তা পৌছে) অর্থ আরব অনারব নির্বিশেষে যারাই ইসলাম গ্রহণ করে।

১৩১২৩. মুজাহিদ (র) থেকে অপর সনদে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

১৩১২৪. মুজাহিদ ইব্ন কা'ব (র) থেকে বর্ণিত। لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ প্রসংগে তিনি বলেন, যার নিকট কুর'আন মজীদ পৌছে, ধরে নিতে হবে যে মুহাম্মদ (স) ই তা পৌছান।

১৩১২৫. হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَٰذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ আয়াতে لِأُنذِرَكُم بِهِ অর্থাৎ মক্কার অধিবাসীদেরকে আর وَمَن بَلَغَ অর্থ কুর'আন যার নিকট পৌছে। তারপর যার নিকট কুর'আন মজীদ পৌছে রাসূলুল্লাহ (স) তার জন্যে সতর্ককারী।

১৩১২৬. মুজাহিদ (র) থেকে বর্ণিত। আল্লাহ তা'আলার বাণী প্রসংগে তিনি বলেন, وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَٰذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم আরবদেরকে এবং وَمَن بَلَغَ অর্থাৎ অনারবদেরকে।

১৩১২৭. সুদ্দী (র) থেকে বর্ণিত। لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ আয়াতাংশের وَمَن بَلَغَ সম্পর্কে তিনি বলেন, কুরআন যার নিকট পৌছে, আল কোরআনই তার জন্য সতর্ককারী।

১৩১২৮. وَأُوحِىَ إِلَىَّ هَٰذَا الْقُرَانُ لأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ আয়াতাংশ প্রসংগে ইব্ন যায়দ (র) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলতেন, এ কুরআন যার নিকট পৌঁছে, আমি তার জন্যে সতর্ককারী। অতঃপর তিনি তিলাওয়াত করলেন, يَاأَيُّهَاالنَّاسُ إِنِّى رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا (হে লোক সকল! আমি তোমাদের সকলের জন্যে আল্লাহর রাসূল) [সূরা আরাফ : ১৫৮] বর্ণনাকারী আরও বলেন, কুরআন মজীদ যার নিকট পৌঁছে, রাসূলুল্লাহ (স) তার জন্যে সতর্ককারী। ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, আয়াতের অর্থ এই ঃ হে মুশরিকগণ। এ কুরআন মজীদ দ্বারা আমি যেন তোমাদেরকে সতর্ক করি এবং অন্য যে সকল লোকের নিকট কুরআন মজীদ পৌঁছবে তাদেরকেও সতর্ক করি। وَمَنْ بَلَغَ এর مَنْ শব্দটি أَنْذِرَ এর معمول তথা কর্ম, সংঘটিত হওয়ায় নসবযোগ্য আর بلغ শব্দটি তার সিলাহ (صله) বা সমন্বয় পদ। مَنْ এর প্রতি ইঙ্গিতবাহী (১) সর্বনামটিকে بلغ থেকে বিলুপ্ত করা হয়েছে এজন্যে যে, ما ও الذى। এর সিলাহ (صله) এর ক্ষেত্রে আরবগণ ওই রূপে ব্যবহার করেন।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ أَئِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ الِهَةً أُخْرَى قُلْ لاَأَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَّاحِدٌ وَإِنَّنِى بَرِئٌ مِّمَّا تُشْرِكُوْنَ (তোমরা কি সাক্ষ্য দাও যে, আল্লাহর সাথে অন্য ইলাহ আছে? বলুন আমি সে সাক্ষ্য দেই না। বলুন, তিনি একক ইলাহ এবং (তোমরা যাকে শরীক কর, তা হতে আমি মুক্ত)-এর ব্যাখ্যা ঃ ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবী মুহাম্মদ (স) কে বলেন "যে সকল মুশরিক আপনার নবুওয়াত অস্বীকার করে এবং আল্লাহ ভিন্ন অন্য কাউকেও আল্লাহর সমকক্ষ নির্ধারণ করে, তাদেরকে বলে দিন, হে মুশরিকগণ! তোমরা কি সাক্ষা দাও যে, আল্লাহর সাথে অন্য ইলাহ আছে অর্থাৎ তাঁর সাথে দেবদেবী ও প্রতিমা ইত্যাদি উপাস্য সমূহ রয়েছে? الهة। শব্দটি বহুবচন হওয়া সত্ত্বেও তার বিশেষণে বহুবচন أُخرى ব্যবহার না করে একবচন أُخرى ব্যবহার করা হয়েছে এ জন্যে যে, বহুবচনগুলোর সাথে স্ত্রী লিঙ্গের একবচন প্রযোজ্য হয়, যেমন আল্লাহ তা'আলার বাণী فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الأُولَى (তাহলে অতীত যুগের লোকদের অবস্থা কী?) [সূরা তা-হা ঃ ৫১]

এখানে قُرُوْنُ এর বিশেষণে أول কিংবা أَوَّلِيْنَ বলা হয়নি। এরপর আল্লাহ তা'আলা তার নবী মুহাম্মদ (স) কে উদ্দেশ্য করে বলেন, হে মুহাম্মদ (স)! আপনি বলুন, لاَأَشْهَدُ আমি সাক্ষ্য দেই না তা যা তোমরা সাক্ষ্য দাও অর্থাৎ আল্লাহর সাথে অন্য ইলাহ রয়েছে, বরং এরূপ সাক্ষ্য আমি ঘৃণা ভরে প্রত্যাখান করি, অস্বীকার করি قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَّاحِدٌ অর্থাৎ আপনি বলুন যে, তিনি (আল্লাহ) একক মা'বুদ–উপাস্য। যে সকল অনুগ্রহের প্রেক্ষিতে তিনি বান্দার ইবাদত দাবী করেন তাতে তাঁর কোন শরীক নেই إِنَّنِى بَرِئٌ مِّمَّا تُشْرِكُوْنَ। অর্থাৎ আপনি এও বলুন যে, যেগুলোকে তোমরা আল্লাহর শরীক বলে দাবী কর, তার সাথে অংশীদার হওয়ার কথা বল, এবং তার সাথে তোমরা যেগুলোর উপাসনা কর, আমি সেগুলো থেকে মুক্ত, সম্পর্কহীন। আল্লাহ ব্যতীত আমি কারো ইবাদত করি না এবং তিনি ব্যতীত কাউকে ইলাহ্ বলে ডাকি না।

কথিত আছে যে, ইয়াহূদীদের একটি সম্প্রদায়কে উপলক্ষ করে এ আয়াত নাযিল হয়েছে। তবে এ বর্ণনার বিশুদ্ধতা প্রমাণিত নয়। যথা ঃ

১৩১২৯ হযরত ইবন আব্বাস (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাহ্হাম ইব্ন যায়দ, কুরদাম ইব্ন কা'ব ও বাহ্রী ইবন উমাইর প্রমুখ ইয়াহূদী একদা রাসূলুল্লাহ্ (স) এর দরবারে আসে। তারা বলল, হে মুহাম্মদ (স)! আল্লাহর সাথে অন্য ইলাহ্ আছে, তা কি আপনি জানেন না? রাসূলুল্লাহ্ (স) বলেন لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ। আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ্ নেই। এ বাণী নিয়েই আমি প্রেরিত হয়েছি, এবং এদিকেই আমি দাওয়াত দেই, আহবান করি। তাদেরকে এবং তাদের বক্তব্যকে কেন্দ্র করে আল্লাহ তা'আলা নাযিল করেন,

قُلْ اَىُّ شَىْءٍ اَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللّٰهُ شَهِيْدٌ بَيْنِىْ وَبَيْنَكُمْ .....لَا يُؤْمِنُوْنَ

মহান আল্লাহর বাণী –

(٢٠) اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يَعْرِفُوْنَهٗ كَمَا يَعْرِفُوْنَ اَبْنَآءَهُمْ م اَلَّذِيْنَ خَسِرُوْٓا اَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ۝

২০. যাদেরকে কিতাব দিয়েছি, তারা তাকে সেরূপ চিনে, যেরূপ চিনে তাদের সন্তানগণকে। যারা নিজেরাই নিজেদের ক্ষতি করেছে, তারা ঈমান আনবে না।

ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন : اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ। যাদের আমি কিতাব দিয়েছি অর্থাৎ তাওরাত ও ইনজীল। يَعْرِفُوْنَ তারা জানে যে, আল্লাহ্ই একমাত্র মাবূদ-ইলাহ একাধিক ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ (স) নবী, প্রেরিত রাসূল, যেমন চিনে তারা নিজেদের সন্তানদেরকে। الذين خسروا انفسهم বাক্যটি প্রথমোক্ত الذين। এর বিশেষণ। خسروا। انفسهم (তারা নিজেদের ক্ষতি করেছে) অর্থাৎ মুহাম্মদ (স) আল্লাহ তা'আলার প্রেরিত রাসূল এ অকাট্য সত্য প্রত্যাখান করে তারা নিজেদের সর্বনাশ করেছে। নিজেদেরকে জাহান্নামের আগুনে নিক্ষেপ করেছে। তারা তো জানে যে, তাঁর রাসূল হওয়া সত্য ও বাস্তব।

فَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ (তারা ঈমান আনবে না) অর্থাৎ এ অপকর্ম দ্বারা তারা নিজেদের ক্ষতি করেছে বিধায় তারা ঈমান আনবে না, ঈমান তাদের ভাগ্যে জুটবে না। "নিজেদের প্রতি তাদের ক্ষতি" এর ব্যাখ্যায় কোন কোন তাফসীরকার বলেছেন যে, প্রত্যেকের জন্যে জান্নাতে রয়েছে একটি বাসস্থল এবং জাহান্নামে রয়েছে একটি বাসস্থান। আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন জান্নাতে অবস্থিত জাহান্নামীদের বাসস্থানগুলো জান্নাতীদের জন্যে বরাদ্দ করে দেবেন এবং জাহান্নামে অবস্থিত জান্নাতীদের বাসস্থানগুলো জাহান্নামীদেরকে বরাদ্দ করে দিবেন। এই হচ্ছে ক্ষতিগ্রস্তদের প্রকৃত ক্ষতি নিজেদের প্রতি অবিচার করা এবং দুনিয়াতে আল্লাহ তা'আলার চরম অবাধ্যতায় লিপ্ত থাকার কারণে। اَلَّذِيْنَ يَرِثُوْنَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ (তারা উত্তরাধিকারী হবে ফিরদাওসের, যাতে তারা স্থায়ী হবে, সূরা মু'মিন ঃ ১১) আল্লাহ্ তা'আলার এ বাণীর মর্ম তা-ই।

اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يَعْرِفُوْنَهٗ كَمَا يَعْرِفُوْنَ اَبْنَآءَهُمْ - আয়াতের ব্যাখ্যায় আমরা যা বলেছি, তাফসীরকারগণও অনুরূপ বলেছেন।

১৩১৩০ কাতাদা (র) থেকে বর্ণিত। আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, তারা জানে যে, ইসলাম আল্লাহ তা'আলার মনোনীত দীন, হযরত মুহাম্মদ (স) আল্লাহর প্রেরিত রাসূল! তাদের নিকট রক্ষিত তাওরাত ইনজীলে তারা এগুলো লিখিত পায়।

১৩১৩১ কাতাদা (র) থেকে বর্ণিত। আলোচ্য আয়াত প্রসংগে তিনি বলেন, اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ। অর্থাৎ ইয়াহূদী ও খৃস্টানগণ, তাদের কিতাবের বর্ণনার আলোকে রাসূলুল্লাহ (স) কে চিনে যেরূপ তাদের সন্তানদেরকে চিনে।

১৩১৩২ সুদ্দী (র) থেকে বর্ণিত। আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, তারা রাসূলুল্লাহ (স) কে তেমন চিনে, যেমন চিনে নিজেদের সন্তানদেরকে। কারণ তাঁর পরিচিতি ও বর্ণনা তাদের নিকট রক্ষিত তাওরাতে বিদ্যমান রয়েছে।

১৩১৩৩ ইব্ন জুরায়জ (র) থেকে বর্ণিত। আলোচ্য আয়াত প্রসংগে তিনি বলেন, তারা তাঁকে অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ (স) কে চিনে।

বর্ণনাকারী আরও বলেন, মদীনার অধিবাসী যে সকল আহ্‌লি কিতাব ইসলাম গ্রহণ করেছেন, তাঁরা বলেছেন "আল্লাহর শপথ, রাসূলুল্লাহ (স) কে আমরা আমাদের সন্তানদের চেয়ে ভাল চিনি। আমাদের কিতাবে তাঁর পর্যাপ্ত গুণাগুণ, পরিচিতি ও বর্ণনা পেয়ে থাকি তাঁর এ নিশ্চিত পরিচিতি। আর আমাদের সন্তানগণের ব্যাপার? সন্তান গ্রহণের সময় আমাদের স্ত্রীরা কোন অনাকাংখিত ঘটনা ঘটিয়েছে কিনা তাতো আমরা অবগত নই।

মহান আল্লাহর বাণী—

(٢١) وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَوْ كَذَّبَ بِاٰيٰتِهٖ ؕ اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الظّٰلِمُوْنَ ۝

২১. যে ব্যক্তি আল্লাহ সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করে অথবা তাঁর নিদর্শনকে প্রত্যাখ্যান করে তার অপেক্ষা অধিক জালিম আর কে? জালিমগণ আদৌ সফলকাম হয় না।

ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন وَمَنْ اَظْلَمُ অর্থাৎ সীমালংঘনে কে অধিক রূঢ়, কর্মে অধিক ভ্রান্ত এবং বক্তব্যে সমধিক অজ্ঞ? مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ। كَذِبًا অর্থাৎ আল্লাহ সম্বন্ধে ভিত্তিহীন বক্তব্য রচনা করে, তাঁর সম্পর্কে মনগড়া মিথ্যা উদ্ভাবন করে আর এ সূত্রে দাবী করে যে, সৃষ্টি জগতের কেউ কেউ আল্লাহর শরীক সমকক্ষ এবং আল্লাহ ব্যতীত অন্য উপাস্য রয়েছে, যেমন মূর্তিপূজক মুশরিকরা বলে। আর খ্রিষ্টানরা বলে যে, আল্লাহ তা'আলার সন্তান রয়েছে এবং রয়েছে পত্নী। اَوْ كَذَّبَ بِاٰيٰتِهٖ অর্থাৎ নবীগণের নবুওয়াতের সমর্থনে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে যে

মু'জিযা সমূহ, নিদর্শনাবলী ও প্রমাণসমূহ দান করেছেন, তা প্রত্যাখ্যান করে। ইয়াহূদীরা ওগুলো প্রত্যাখান করেছিল। اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الظّٰلِمُوْنَ অর্থাৎ আল্লাহ সম্পর্কে ভিত্তিহীন মন্তব্য করে যারা, যারা তাঁর সম্পর্কে মিথ্যা রচনা করে এবং যারা তাঁর নবীদের (আ) নবুওয়াত অস্বীকার করে, তারা না পারবে সফলতা লাভ করতে আর না পারবে স্থায়ীভাবে জান্নাতে বসবাস করতে।

মহান আল্লাহ্‌র বাণী—

(২২) وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيْعًا ثُمَّ نَقُوْلُ لِلَّذِيْنَ اَشْرَكُوْٓا اَيْنَ شُرَكَآؤُكُمُ الَّذِيْنَ كُنْتُمْ تَزْعُمُوْنَ ۝

২২. স্মরণ কর, যেদিন তাদের সকলকে একত্র করব, অতঃপর মুশরিকদের বলব "যাদেরকে তোমরা আমার শরীক মনে করতে, তাঁরা কোথায়"?

ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, এ সকল লোক যারা আল্লাহর সম্পর্কে মিথ্যা রচনা করে এবং তাঁর নিদর্শনাদি প্রত্যাখ্যান করে তারা বর্তমানে অর্থাৎ দুনিয়ার জীবনেও সফলকাম হবে না এবং সেদিনও সফলকাম হবে না, যেদিন আমি সবাইকে একত্র করব অর্থাৎ অর্থাৎ আখিরাতে। আয়াতে কিছু অংশ উহ্য আছে। বিবৃত অংশ দ্বারা উহ্য অংশ সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যায় বলে তা উল্লেখ করা হয়নি।

আয়াতের ব্যাখ্যা এই ঃ যারা জালিম তারা দুনিয়ার এ জীবনে সফলকাম হবে না এবং সেদিনও সফলকাম হবে না, যেদিন আমি সবাইকে একত্রিত করব। সুতরাং وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ বাক্যাংশটি বাক্যের অপর একটি মর্ম ও উদ্দেশ্যের সাথে সংযুক্ত অর্থাৎ اليوم فى الدنيا। এ মর্মটি উহ্য বটে; কিন্তু যেন তা বিদ্যমান। কারণ শ্রোতারা এর অর্থ উপলব্ধি করতে পারে। ثُمَّ نَقُوْلُ لِلَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا اَيْنَ شُرَكَاءُكُمْ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার কর্তৃত্বে অংশীদার রয়েছে দাবী করে। যারা আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা রচনা করে, সে সকল মিথ্যাচারীদেরকে এবং আল্লাহর নিদর্শনাদি ও রাসূলগণকে প্রত্যাখ্যান কারীদের যখন আমি একত্রিত করব এবং কিয়ামত দিবসে সমবেত করব তখন বলবঃ ثُمَّ نَقُوْلُ لِلَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا اَيْنَ شُرَكَاءُكُمُ الَّذِيْنَ كُنْتُمْ تَزْعُمُوْنَ অর্থাৎ আল্লাহর প্রতি মিথ্যা রচনা করে তোমরা যে দাবী করতে আল্লাহ ব্যতীত তোমাদের অন্যন্য ইলাহ্ রয়েছে, আল্লাহ ব্যতীত তোমাদের অন্যন্য রাব ও প্রতিপালক রয়েছে, তারা এখন কোথায়? নিজেদের দাবীতে তোমরা যদি সত্যবাদী হয়ে থাকো তবে ওগুলোকে উপস্থিত কর।

মহান আল্লাহ্‌র বাণী—

(২৩) ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ اِلَّآ اَنْ قَالُوْا وَاللّٰهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِيْنَ ۝

২৩. অতঃপর তাদের এটি ভিন্ন বলার অন্য কোন অজুহাত থাকবে না, "আমাদের প্রতিপালক আল্লাহর শপথ, আমরাতো মুশরিক ছিলাম না।"

ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা দেন যে, আমি যখন তাদেরকে পরীক্ষায় ফেলব, যাচাই করব, এবং এ সূত্রে বলব أَيْنَ شُرَكَاءُكُمُ الَّذِيْنَ كُنْتُمْ تَزْعُمُوْنَ তখন আমার প্রশ্নের উত্তরে তাদের একমাত্র বক্তব্য হবে وَاللّٰهِ رَبِّنَا مَاكُنَّا مُشْرِكِيْنَ (আমাদের প্রতিপালক আল্লাহর শপথ, আমরা তো মুশরিক ছিলাম না)। ঈমানদার হওয়ার মিথ্যা দাবী করে তারা এ বক্তব্য প্রদান করবে।

আয়াতের পাঠরীতিতে মতভেদ রয়েছে। মদীনা শরীফ ও বসরার একদল এবং কুফাবাসী কতেক কিরা'আত বিশেষজ্ঞ তা (تَاء) বর্ণে নসব যোগে فِتْنَتَهُمْ পাঠ করেছেন। এ অর্থে যে, তাদের وَاللّٰهِ رَبِّنَا مَاكُنَّا مُشْرِكِيْنَ বলা-ই আমার পক্ষ থেকে তাদের পরীক্ষা। তবে ক্রিয়াটি فِتْنَتُهُمْ এর সংস্পর্শে অবস্থিত হওয়ায় সেটিকে স্ত্রীলিঙ্গ হিসেবে তারা تكن পড়েছেন। মূলত : قيل এর ক্রিয়া হিসেবে তা يَكُنْ হওয়ারই কথা ছিল। فتنة শব্দটি يكن এর বিধেয় (خبر)

আরবী ভাষীদের কাছে ক্রিয়ার এ রূপান্তর নিতান্তই কম, তাদের ভাষায় এটি বিশুদ্ধ নয়। অবশ্য কবি লাবিদের (র) একটি চরণে এ রীতি লক্ষ্য করা গেয়েছে, যথা ঃ

فَمَضَى وَقَدَّمَهَا وَكَانَتْ عَادَةً مِنْهُ اذا هِيَ عَرَّدَتْ اقدامها

নর গাধা মাদী গাধাকে সামনে নিয়ে অগ্রসর হচ্ছিল, তার রীতি এই যে, মাদী গাধা যখন পালাতে চেষ্টা করে, তখন তাকে সামনে রেখে সে চলতে থাকে। (মুআল্লাকা-ইলাবীদ)।

উক্ত চরণে اقدام এর ক্রিয়া হিসেবে كان হওয়া সমীচীন ছিল। কিন্তু عادة এর সাথে অবস্থিত হওয়ায় স্ত্রীলিঙ্গ كَانَتْ ব্যবহার করেছেন। কূফার অধিবাসী একদল কির'আত বিশেষজ্ঞ ইয়া (ياء) যোগে ثُمَّ لَمْ يَكُنْ এবং তা (تَاء) অক্ষরে নসব যোগে فِتْنَتَهُمْ الاَّ اَنْ قَالُوْا পাঠ করেছেন। আয়াতের মর্ম পূর্বের ন্যায়। তবে اَن শব্দটি পুংলিঙ্গ হওয়ায় ক্রিয়াটিকে তাঁরা পুংলিঙ্গ يكون পড়েছেন। ইমাম আবূ জাফর তাবারী (র) বলেন, শেষোক্ত পাঠরীতি আমার মতে সঠিক। কারণ নির্দিষ্ট কারণে فتنة শব্দের চেয়ে ان। অধিক কার্যকর।

ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ এর ব্যাখ্যায় বিভিন্ন মত রয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন যে, এর অর্থ তাদের একমাত্র বক্তব্য হবে। যারা এমত পোষণ করেন-

১৩১৩৪. কাতাদা (র) থেকে বর্ণিত। ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ -এর ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, مقالتهم তাদের বক্তব্য। মা'মার (র) বলেন, কাতাদা (র) ভিন্ন অন্যান্য ভাষ্যকারের নিকট আমি শুনেছি। فتنتهم-এর অর্থ معذرتهم মানে তাদের ওযর আপত্তি।

১৩১৩৫. হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, فتنتهم এর هولهم অর্থ তাদের বক্তব্য।

১৩১৩৬. হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে অপর সনদে বর্ণিত। এখানে فتنتهم অর্থ كلامهم অর্থাৎ তাদের বক্তব্য অন্যান্য তাফসীরকার বলেন, فتنتهم অর্থ معذرتهم

১৩১৩৮ কাতাদা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ এখানে فِتْنَتُهُمْ এর অর্থ مَعْذِرَتُهُمْ

১৩১৩৯. কাতাদা (র) থেকে অপর সনদে বর্ণিত। ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ اِلاَّ اَنْ قَالُوْا وَاللّٰهِ رَبِّنَا مَاكُنَّا مُشْرِكِيْنَ এখানে فِتْنَتُهُمْ এর ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, অসত্য ও মিথ্যা দ্বারা তাদের আপত্তি নিবেদন করা।

ইমাম আবূ জাফর তাবারী (র) বলেন, এ বিষয়ে সঠিক বক্তব্য হচ্ছে আয়াতের অর্থ ঃ তাদেরকে আমি যখন পরীক্ষা করব তখন তাদের কৃত শিরক ও অংশীবাদের (প্রেক্ষাপটে আপত্তি স্বরূপ তাদের বক্তব্য হবে اِلاَّ اَنْ قَالُوْا وَاللّٰهِ رَبِّنَا مَاكُنَّا مُشْرِكِيْنَ (আমাদের প্রতিপালক আল্লাহর শপথ, আমরা মুশরিক ছিলাম না।) বাক্যের মর্ম সম্পর্কে শ্রোতাগণ অবগত বিধায় قول (বক্তব্য) এর স্থলে فتنة (পরীক্ষা) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। فتنة শব্দের মৌলিক অর্থ পরীক্ষা ও যাচাই করা। আল্লাহ তা'আলা যখন তাদেরকে পরীক্ষা করবেন একমাত্র তখনই তারা এ উত্তর ও আপত্তি নিবেদন করবে, তাই তাদের উত্তর ও আপত্তি নিবেদনের বিবৃতির স্থলে পরীক্ষা অর্থ জ্ঞাপক فتنة শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। وَاللّٰهِ رَبِّنَا مَاكُنَّا مُشْرِكِيْنَ আয়াতে رَبِّنَا শব্দের পাঠরীতিতেও মতভেদ রয়েছে। কূফা ও বসরার কতেক এবং মদীনা শরীফের প্রায় সকল কির'আত বিশেজ্ঞই رَبِّنَا শব্দ اللّٰه। শব্দের বিশেষণ রূপে বা (بَاء) বর্ণে যের যোগে وَاللّٰهِ رَبِّنَا পাঠ করেছেন। পক্ষান্তরে একদল তাবেঈ (র) رَبَّنَا শব্দকে সম্বোধন পদ يَارَبَّنَا রূপে বা (ب) বর্ণে নসব যোগে وَاللّٰهِ رَبَّنَا পাঠ করেছেন। কূফা নগরীর প্রায় সকল কিরা'আত বিশেষজ্ঞের পাঠ রীতিও তাই।

ইমাম আবূ জাফর তারাবী (র) বলেন, যারা নসব যোগে رَبَّنَا পড়েছেন, তাদের পাঠই সঠিক। কারণ জিজ্ঞাসিতদের পক্ষ থেকে এটি মহান আল্লাহ্কে দেয়া উত্তর। তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল اَيْنَ شُرَكَاءُكُمُ الَّذِيْنَ كُنْتُمْ تَزْعُمُوْنَ (যাদেরকে তোমরা আল্লাহর শরীক মনে করতে, তারা কোথায়?) নিজেদের প্রতিপালকের জন্যে তাদের উত্তর এই وَاللّٰهِ يَارَبَّنَا مَاكُنَّا مُشْرِكِيْنَ (হে আমার প্রতিপালক! আল্লাহর শপথ, আমরা মুশরিক ছিলাম না।) তারা দুনিয়াতে শিরকের প্রবক্তা ছিল তা তারা অস্বীকার করবে। আল্লাহ তা'আলা মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স) কে বলবেন اُنْظُرْ كَيْفَ كَذَبُوْا عَلٰى اَنْفُسِهِمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَاكَانُوْا يَفْتَرُوْنَ- (দেখ, তারা নিজেরাই নিজেদেরকে কিরূপ মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করে এবং যে মিথ্যা তারা রচনা করত তা কিভাবে তাদের জন্য নিষ্ফল হল।)তাদের বক্তব্য مَاكُنَّا مُشْرِكِيْنَ -হে প্রভূ! আমরা আপনার কোন শরীক ও সমকক্ষ স্থির করতাম না, আপনি ভিন্ন অন্য কারো নিকট প্রার্থনা করতাম না।

মহান আল্লাহ্র বাণী—

(٢٤) اُنْظُرْ كَيْفَ كَذَبُوْا عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ ۝

২৪. দেখ, তারা নিজেরাই নিজেদেরকে কিরূপ মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করে এবং যে মিথ্যা তারা রচনা করত, তা কিভাবে তাদের জন্যে নিষ্ফল হল।

ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম আবূ জাফর তাবারী (র) বলেন, আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবী মুহাম্মদ (সা)-কে বলেন, হে নবী (স) দেখুন, অতঃপর উপলব্ধি করুন, দেবদেবী ও প্রতিমাদেরকে আল্লাহর সমকক্ষ নির্ধারণকারী এ মুশরিকরা কিরূপে আখিরাতে নিজেদের ব্যাপারে মিথ্যাচার করবে। আখিরাতে আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের সময় وَاللّٰهِ يَارَبِّنَا مَاكُنَّا مُشْرِكِيْنَ বলে কীভাবে মিথ্যার আশ্রয় নেবে।

দুনিয়াতে তারা যেরূপ অসত্য বানোয়াট ও মিথ্যার বেসাতী করত, এবং হীন চরিত্রের অধিকারী ছিল এখানেও তারা ওই চরিত্র অবলম্বন করছে। আয়াতে نظر। অর্থ অন্তর্দৃষ্টিতে দেখা, উপলব্ধি করা, চোখের দেখা নয়। আয়াতের অর্থঃ পুংখানুপুংখ রূপে দেখুন অতঃপর উপলব্ধি করুন, কীভাবে তারা আখিরাতে মিথ্যাচার করবে।

আয়াতে كَذَبُوْا। (মিথ্যা বলেছে) শব্দ يُكَذِّبُوْنَ (মিথ্যাচার করবে) অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। পূর্ববর্তী আয়াতে বিষয়টি আলোচিত হওয়ায় এটি ধরে নেয়া হল যে, তা সংঘটিত হয়ে গেছে। وَضَلَّ عَنْهُمْ مَاكَانُوْا يَفْتَرُوْنَ অর্থাৎ যে সকল দেবদেবী ও প্রতিমাকে তারা উপস্যরূপে গ্রহণ করেছিল, সেগুলো আজ তাদের থেকে বহুদূরে, তাদের সাথে সম্পর্কচ্যুত। তারা চলছে ওদের বিপরীত দিকে। কারণ উপাস্যগুলো ধ্বংস ও বিনাশ হয়ে গিয়েছে আর তারা অর্থাৎ যারা আল্লাহ তাআলার বিরুদ্ধে দম্ভ দেখিয়ে তথাকথিত উপাস্যগুলোর উপাসনা করত, এখন তারা হচ্ছে পুনরুত্থিত।

এরপর আল্লাহ তা'আলা সম্পর্কে তাদের মিথ্যা ও বানোয়াট উক্তি, দেবদেবীর পূজা-অর্চনা ও আল্লাহ তাআলার কর্তৃত্বে শরীক-সমকক্ষ নির্ধারণের অপরাধে তাদেরকে পাকড়াও করা হবে। এখন তাদের উপাস্যগুলো তাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হবে এবং মিথ্যা রচনার দোষে পূজারীগণকে শাস্তি দেওয়া হবে الضَّلَالُ। শব্দের অর্থ সম্পর্কে ইতিপূর্বে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করেছি যে, الضَّلَالُ। অর্থ সত্য পথ ভিন্ন অন্য পথ গ্রহণ করা। কেউ কেউ উল্লেখ করেছেন যে, কিয়ামত দিবসে আল্লাহ তা'আলার রহমত ও করুণার ব্যাপকতা দর্শন করতঃ মুশরিকরা অনুরূপ বক্তব্য পেশ করবে। এ সম্পর্কে আলোচনা ঃ

১৩১৪০. সাঈদ ইব্ন জুবায়র (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি উপস্থিত হয়েছিল হযরত ইব্ন আব্বাস (র) এর নিকট। সে বলল, আল্লাহ তা'আলা বলছেন وَاللّٰهِ رَبِّنَا مَاكُنَّا مُشْرِكِيْنَ

আবার আল্লাহ তা'আলা এও বলছেন وَلَايَكْتُمُوْنَ اللّٰهَ حَدِيْثًا (এবং তারা আল্লাহ হতে কোন কিছুই গোপন করতে পারবে না, সূরা নিসা-৪২) এর সমাধান কি? উত্তরে হযরত ইব্ন আব্বাস (র) বলেন, তারা যখন প্রত্যক্ষ করবে যে, ইসলাম অনুসারী ব্যতীত কেউ জান্নাতে প্রবেশ করছেনা। তখন তারা শিরকের কথা অস্বীকার করে বলবে وَاللّٰهِ رَبِّنَا مَاكُنَّا مُشْرِكِيْنَ তখন আল্লাহ তা'আলা তাদের মুখ বন্ধ করে দিবেন এবং তাদের হাত পা কথা বলতে শুরু করবে। এ-ই হচ্ছে وَلَايَكْتُمُوْنَ اللّٰهَ حَدِيْثًا (এবং তারা আল্লাহ থেকে কিছুই গোপন রাখতে পারবে না।)

১৩১৪১. মুজাহিদ (র) থেকে বর্ণিত। وَاللّٰهِ رَبِّنَا مَاكُنَّا مُشْرِكِيْنَ আয়াত সম্পর্কে তিনি বলেন, এটি মুশরিকদের বক্তব্য। তারা যখন দেখবে অন্যান্যদের পাপরাশি ক্ষমা করে দেয়া হচ্ছে অথচ মুশরিকদের আল্লাহ তা'আলা ক্ষমা করছেন না তখন তারা একথা বলবে। أُنْظُرْ كَيْفَ كَذَبُوْا عَلٰى أَنْفُسِهِمْ অর্থাৎ তাদের উপরোক্ত বক্তব্যকে আল্লাহ তা'আলা মিথ্যা রূপে আখ্যায়িত করছেন।

১৩১৪২. মুজাহিদ (র) থেকে অপর সনদে অনুরূপ বর্ণিত।

১৩১৪৩. হযরত ইবন আব্বাস (র) থেকে বর্ণিত। وَاللّٰهِ رَبِّنَا مَاكُنَّا مُشْرِكِيْنَ আয়াত প্রসঙ্গে তিনি উল্লেখ করেন وَلَايَكْتُمُوْنَ اللّٰهَ حَدِيْثًا অর্থাৎ তাদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সাহায্যে আল্লাহ তা'আলা সবকিছু প্রকাশ করে দিবেন।

১৩১৪৪. সাঈদ ইবন জুবায়র (রা) থেকে বর্ণিত। ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوْا وَاللّٰهِ رَبِّنَا مَاكُنَّا مُشْرِكِيْنَ আয়াত প্রসঙ্গে তিনি বলেন, এতদ্বারা তারা শপথ করবে এবং উযর (আপত্তি) পেশ করবে। তারা বলবে وَاللّٰهِ رَبِّنَا আমাদের প্রভু আল্লাহর শপথ।

১৩১৪৫. হযরত সাঈদ ইবন জুবায়র (র) থেকে অপর সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, তারা শপথ করবে এবং উযর (আপত্তি) নিবেদন করবে। তারা বলবে وَاللّٰهِ رَبِّنَا আমাদের প্রতিপালক আল্লাহর শপথ।

১৩১৪৬. সাঈদ ইবন জুবায়র (র) থেকে অপর সনদে অনুরূপ বর্ণিত।

১৩১৪৭. সাঈদ ইবন জুবায়র (র) থেকে অপর সনদে বর্ণিত। وَاللّٰهِ رَبِّنَا مَاكُنَّا مُشْرِكِيْنَ আয়াত প্রসংগে তিনি বলেন, আখিরাতে একত্ববাদের অনুসারী কিছু লোককে যখন জাহান্নাম থেকে বের করে আনার নির্দেশ দেয়া হবে তখন জাহান্নামে অবস্থানকারী মুশরিকরা বলবে, আস আমরা ঘোষণা করি لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ হয়তবা ওদের সাথে আমরাও বেরুতে পারব। বর্ণনাকারী বলেন, উক্ত বক্তব্যে মুশরিকদেরকে সত্য বলে গ্রহণ করা হবে না। তখন তারা শপথ করবে এবং বলবে, وَاللّٰهِ رَبِّنَا مَاكُنَّا مُشْرِكِيْنَ তখন আল্লাহ তা'আলা বলবেন, أُنْظُرْ كَيْفَ كَذَبُوْا عَلٰى أَنْفُسِهِمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَاكَانُوْا يَفْتَرُوْنَ

১৩১৪৮. কাতাদা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, وَضَلَّ عَنْهُمْ مَاكَانُوْا يَفْتَرُوْنَ অর্থাৎ যেগুলোকে তারা আল্লাহ্‌র সমকক্ষ নির্ধারণ করত সেগুলো কিরূপ নিষ্ফল হল।

১৩১৪৯. হযরত ইবন আব্বাস (র) থেকে বর্ণিত। وَاللّٰهِ رَبِّنَا مَاكُنَّا مُشْرِكِيْنَ আয়াত প্রসঙ্গে তিনি বলেন, মুশরিকরা যখন দেখবে যে, মুসলিমগণই শুধু জান্নাতে প্রবেশ করছে তখন তারা পরস্পর বলবে— এস, আমাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করলে আমরা বলব وَاللّٰهِ رَبِّنَا مَاكُنَّا مُشْرِكِيْنَ আমাদের প্রভু আল্লাহর শপথ, আমরা মুশরিক ছিলাম না। এরপর তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে তখন তারা ওই উত্তর প্রদান করবে। আল্লাহ্ তাদের মুখ সীল করে দেবেন এবং তাদের অঙ্গ-প্রতঙ্গ সকল কর্ম সম্পর্কে সাক্ষ্য প্রদান করবে। কাফিরেরা যখন এ পরিস্থিতির সম্মুখীন হবে তখন তারা কামনা করবে, যদি তারা মাটির সাথে মিশে যেত এবং তারা আল্লাহ হতে কোন কথাই গোপন করতে পারবেনা।

১৩১৫০. মুজাহিদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কিয়ামত দিবসে মানুষের নিকট একটি সময় আসবে, যখন মুশরিকরা দেখবে যে, একত্ববাদীদেরকে ক্ষমা করে দেয়া হচ্ছে।

তখন মুশরিকরা বলবে وَاللّٰهِ رَبِّنَا مَاكُنَّا مُشْرِكِيْنَ (আমাদের প্রভু আল্লাহর শপথ, আমরা মুশরিক ছিলাম না)। তখন আল্লাহ তা'আলা বলবেন اُنْظُرْ كَيْفَ كَذَبُوْا عَلٰى اَنْفُسِهِمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَاكَانُوْا يَفْتَرُوْنَ (দেখ তারা নিজেরাই নিজেদেরকে কিরূপ মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করে এবং যে মিথ্যা তারা রচনা করত, তা কিভাবে তাদের জন্যে নিষ্ফল হল)।

১৩১৫১. সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র (র) থেকে বর্ণিত। তিনি رَبَّنَا শব্দে যের যোগে وَاللّٰهِ رَبِّنَا مَاكُنَّا مُشْرِكِيْنَ পাঠ করতেন এবং ব্যাখ্যায় বলেছেন, তারা শপথ করেছে এবং নিজেদের উযর (আপত্তি) নিবেদন করেছে।

মহান আল্লাহর বাণী—

(٢٥) وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّسْتَمِعُ اِلَيْكَ ۚ وَجَعَلْنَا عَلٰى قُلُوْبِهِمْ اَكِنَّةً اَنْ يَّفْقَهُوْهُ وَفِيْٓ اٰذَانِهِمْ وَقْرًا ۚ وَاِنْ يَّرَوْا كُلَّ اٰيَةٍ لَّا يُؤْمِنُوْا بِهَا ۚ حَتّٰٓى اِذَا جَآءُوْكَ يُجَادِلُوْنَكَ يَقُوْلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِنْ هٰذَآ اِلَّآ اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ ○

২৫. তাদের মধ্যে কতক আপনার দিকে কান পেতে রাখে কিন্তু আমি তাদের অন্তরের উপর আবরণ দিয়েছি, যেন তারা তা উপলব্ধি করতে না পারে। তাদেরকে বধির করেছি, এবং সমস্ত নিদর্শন প্রত্যক্ষ করলেও তারা তাতে ঈমান আনবেনা। এমনকি তারা যখন আপনার নিকট উপস্থিত হয়ে বিতর্কে লিপ্ত হয় তখন কাফিররা বলে, এতো সে কালের উপকথা ব্যতীত কিছুই নয়।

ব্যাখ্যা ঃ

وَمِنْهُمْ مَنْ يَّسْتَمِعُ اِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلٰى قُلُوْبِهِمْ اَكِنَّةً اَنْ يَّفْقَهُوْهُ وَفِىْ اٰذَانِهِمْ وَقْرًا-এর ব্যাখ্যা ঃ ইমাম আবূ জাফর তাবারী (র) বলেন, আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন, হে মুহাম্মদ (স)! দেবদেবী ও প্রতিমাগুলোকে আল্লাহর সমকক্ষ নির্ধারণকারী এ সকল মুশরিকদের মধ্যে কতক লোক يَسْتَمِعُ اِلَيْكَ অর্থাৎ আপনার থেকে কুরআন শ্রবণ করে আল্লাহর একত্ববাদের প্রতি আপনার আহবান ও আপনার আদেশ-নিষেধ শোনে; কিন্তু আপনার বক্তব্য উপলব্ধি করে না, স্মৃতিতে ধারণা করে না, অভিনিবেশ সহকারে চিন্তা করে না এবং আপনার প্রতি নাযিল কৃত আল কুরআনে বিধৃত প্রমাণাদি অনুধাবন করার জন্যে মনোযোগ সহকারে শোনেও না।

তারা শোনে শুধু আপনার কণ্ঠ, পাঠ এবং কথা, আপনি যা বলেন তা উপলব্ধি করে না। কারণ আল্লাহ তা'আলা তো তাদের অন্তরে আবরণ সৃষ্টি করে দিয়েছেন। اَكِنَّةً শব্দটি كِنَانٌ এর বহু বচন। كِنَانٌ

অর্থ আচ্ছাদন আবরণ; যেমন سِنَانٌ এর বহু বচন أَسِنَّةٌ । এ সূত্রেই আলিফ যোগে أَكْنَنْتُ الشَّيْءَ فِي نَفْسِي। এবং আলিফ বিহীন كَنَنْتُ الشَّيْءَ فِي نَفْسِي বলা হয়। অর্থাৎ আমার অন্তরে আমি কিছু গোপন করে রেখেছি। بَيْضٌ مَكْنُونٌ (সুরক্ষিত ডিম্ব। সূরা সাফফাত ঃ ৪৯)। আয়াতটি এ জাতীয়। كِنَانٌ শব্দের আচ্ছাদন ও আবরণ, কবির নিম্নোক্ত কবিতা থেকেও তার প্রমাণ পাওয়া যায়। تَحْتَ عَيْنٍ كِنَانُنَا ظِلُّ بُرْدٍ مُرَحَّلٍ আমাদের অবস্থান মেঘমালার নীচে আমাদের আচ্ছাদন হচ্ছে কারুকার্য খচিত চাদরের ছায়া (কবি উমর ইবন আবী রাবিয়াহ, কাসীদা, ১২৫-১২৬)। কবিতায় كِنَانُنَا আমাদের আবরণ অর্থাৎ তাদের আচ্ছাদন, যা তাদেরকে ঢেকে রাখছে।

وَفِي أذَانِهِمْ وَقْرًا (এবং তাদের কর্ণে বধিরতা)। আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, তিনি তাদের কর্ণে বধিরতা সৃষ্টি করে দিয়েছেন এবং কানে তালা লাগিয়ে দিয়েছেন, যাতে আপনার পঠিত বিষয় তারা অনুধাবন করতে না পারে এবং আপনার আহ্বানকৃত বিষয় মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করতে না পারে। الْوَقْرُ। দ্বারা শ্রবণেন্দ্রিয়ের বধিরতা বুঝাতে আরবগণ واو বর্ণে যবর সহকারে الْوَقْرُ। পাঠ করে। আর একই শব্দ দ্বারা গর্ভাবস্থা বুঝাতে واو বর্ণে যের সহকারে الْوِقْرُ। পাঠ করে। যেমন বলা হয় وَقِرَ الدَّابَّةُ। পশু গর্ভধারণ। গর্ভধারণ বুঝাতে ইফআল (بَابُ افْعَالٍ) কাঠামোতে أَوْقَرَتِ الدَّابَّةُ ও বলা হয়। তখন গর্ভধারিণী পশুকে বলা হয় مُوقِرَةٌ শ্রবণ শক্তির জড়তার ক্ষেত্রে وَقِرَتْ বলা হয়, আর সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে বলা হয় مَوْقُورٌ এ প্রসংগে কবির একটি পংক্তি প্রণিধান যোগ্য। وَلِيَ هَامَةٌ قَدْ وَقَرَ الضَّرْبُ سَمْعَهَا। আমার নিকট আছি এমন একটি মাথার খুলি, প্রচণ্ড প্রহার যাকে বধির করেছে।

আরবদের দৈনন্দিন আলাপচারিতা থেকে জানা গিয়েছে যে, কর্ণে বধিরতাকে তারা وُقِرَتْ أُذُنُهُ রূপেও বর্ণনা করে এবং বধির কর্ণকে বলে مَوْقُورَةٌ আর أَوْقَرَتِ النَّخْلُ। (খেজুর বৃক্ষ ফলবতী হয়েছে)। ফলবতী খেজুর বৃক্ষাকে বলা হয় مُوقِرٌ এতে স্ত্রীলিঙ্গের চিহ্ন থাকে না। যেমন বলা হয় امْرَأَةٌ। طَامِثٌ وَحَائِضٌ ঋতুবতী মহিলা। কারণ এ বিশেষণ পুরুষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। যখন বলা হবে, আল্লাহ তা'আলা একে বলবতী করেছেন, তখন مُوقَرَةٌ শব্দ ব্যবহার করা হয়। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ মূলত:-এর অর্থ أَنْ لاَّ يَفْقَهُوهُ তাদের অন্তরে আমি আবরণ সৃষ্টি করেছি যাতে তারা তা অনুধাবন না করতে পারে। যেমন মহান আল্লাহর বাণী يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا অর্থ أَنْ لاَّ تَضِلُّوا। আল্লাহ তোমাদের নিকট বর্ণনা করছেন, যাতে তোমরা বিভ্রান্ত না হও (সূরা নিসাঃ ১৭৬)। অন্তরে আবরণ সৃষ্টি করা হয় এজন্যে যে, সংশ্লিষ্ট বিষয়টি বুঝতে না পারে। বুঝে নেওয়ার জন্যে তো আবরণ সৃষ্টি করা হয় না।

আমরা যা বলেছি, তাফসীরকারগণও তা বলেছেন।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১৩১৫২. কাতাদা (র) থেকে বর্ণিত। وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي أذَانِهِمْ وَقْرًا আয়াত প্রসঙ্গে তিনি বলেন, শ্রবণেন্দ্রিয় দ্বারা তারা শ্রবণ করে বটে, কিন্তু কিছুই স্মরণ

রাখতে পারে না, যেমন চতুষ্পদ জন্তু, শব্দ শোনে কিন্তু তাকে কি বলা হচ্ছে তা অনুধাবন করতে পারে না।

১৩১৫৩. সুদ্দী (র) থেকে আলোচ্য আয়াতাংশের ব্যাখ্যায়— وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا আয়াতের ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, أَكِنَّةً অর্থ আবরণ। আল্লাহ তা'আলা তাদের অন্তরকে আচ্ছাদিত করে দিয়েছেন, ফলে তারা সত্য অনুধাবন করতে পারছে না। وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا অর্থাৎ তাদের কর্ণে দিয়েছেন বধিরতা।

১৩১৫৪. মুজাহিদ (র) থেকে বর্ণিত। وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ

আয়াত প্রসঙ্গে তিনি বলেন, কুরায়শগণ কান পেতে রাখে।

১৩১৫৫. মুজাহিদ (র) থেকে অপর সনদে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا حَتَّى إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ

(সমস্ত নিদর্শন প্রত্যক্ষ করলেও তারা তাতে ঈমান আনবেনা। এমনকি তারা যখন আপনার নিকট উপস্থিত হয়ে বিতর্কে লিপ্ত হয় তখন কাফিররা বলে, এতো সে কালের উপকথা ব্যতীত কিছুই নয়) এ আয়াতের ব্যাখ্যা ঃ ইমাম আবূ জাফর তাবারী (র) বলেন, আল্লাহ তা'আলা বলেন, দেবদেবী ও প্রতিমাগুলোকে আল্লাহর সমকক্ষ নির্ধারণকারী এ সকল লোক, যাদের অন্তরে আমি আবরণ সৃষ্টি করে দিয়েছি, যাতে আপনার নিকট থেকে শোনা বিষয়গুলো অনুধাবন করতে না পারে। তারা যদি দেখে كُلَّ آيَةٍ (সবগুলো নিদর্শন) অর্থাৎ ওই সব দলীল ও প্রমাণ, যা দ্বারা প্রজ্ঞাবান ও বিচক্ষণ ব্যক্তি আল্লাহর একত্ববাদ, হে রাসূল আপনার বক্তব্যের সত্যতা ও আপনার নুবুওয়াতের যথার্থতা উপলব্ধি করতে পারে, তবুও لَا يُؤْمِنُوا بِهَا অর্থাৎ ওগুলো সত্য বলে গ্রহণ করবে না এবং ওগুলো দ্বারা তাওহীদ রিসালত প্রমাণিত হয় তা তারা স্বীকার করবে না। حَتَّى إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ (এমনকি তারা যখন আপনার নিকট উপস্থিত হয়, তখন তারা বিতর্কে লিপ্ত হয়) অর্থাৎ হে মুহাম্মদ (স)! আপনার আনীত বিষয়গুলোর পক্ষে প্রামাণ্য দলীলাদি প্রত্যক্ষ করার পর তারা যখন আপনার নিকট প্রত্যাবর্তন করে তখন তারা আপনার সাথে বিবাদে লিপ্ত হয়, বিতর্ক জুড়ে দেয়। يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا (কাফিরগণ বলে) অর্থাৎ যে সকল প্রমাণাদির দ্বারা রাসূলুল্লাহ (স) কাফিরদের বিরুদ্ধে যুক্তি পেশ করেন এবং তাদের নিকট যেগুলো বর্ণনা করেন, তাঁর মুখে সেগুলো শ্রবণান্তে আল্লাহর নিদর্শনাদি ও তার যথার্থতা অস্বীকারকারী কাফিররা রাসূলুল্লাহ (সা) কে লক্ষ্য করে বলে إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ (এ তো সে কালের উপকতা ব্যতীত আর কিছুই নয়) অর্থাৎ এগুলো প্রাচীনযুগের কিস্‌সা কাহিনী মাত্র।

اساطير শব্দটি إسطارة ও أسطورة এর বহুবচন; যেমন أفكوهة ও اساطير أضحوكة এর ন্যায় একটি বহুবচন أَسْطَار ও হতে পারে। যেমন بَيت এর বহুবচন ابيات এবং قول وابابيت এর বহুবচন أقوال এবং أقاويل আলোচ্য শব্দটি আল্লাহ তা আলার বাণী وكتب

مُسْطُور (শপথ কিতাবের বা লিখিত আছে। সূরা তূর ঃ ২) থেকে নিষ্পন্ন। এর রূপ বিবর্তন سَطَرًا يَسْطُرُ-سَطْرًا– শব্দটির স্বরূপ যখন এ-ই তখন আয়াতের অর্থ ঃ এ তো শুধু তাই যা পূর্ববর্তীগণ লিখে গিয়েছে। হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) ও অন্যান্য তাফসীরকার আয়াতের এরূপ ব্যাখ্যা করতেন এবং তারা বলতেন এর অর্থ ঃ এতো পূর্ববর্তী লোকদের কাহিনী মাত্র।

১৩১৫৬. আলী ইব্‌ন আবী তাল্‌হা সূত্রে ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

১৩১৫৭. সুদ্দী (র) থেকে বর্ণিত। আয়াতের উল্লেখিত اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ অর্থ اَسَاجِيعُ الْاَوَّلِيْنَ। পূর্ববর্তী লোকদের ছন্দোবদ্ধ তপ মন্ত্র আরবী ভাষায় অভিজ্ঞ কতক লোক অর্থাৎ আবূ উবায়দা মা'মার ইব্‌ন মুছান্না বলতেন আলোচ্য শব্দের একটি পঠন রীতি لاسطَارَةً। এর রূপক অর্থ কুবচন ও অসত্য কথন। ব্যাকারণবিদ আখফাশ বলতেন ঃ কারও মতে এর একবচন اُسْطُورَةً আবার অন্য কারো মতে اِسْطَارَةً তবে আমার মতে এটি এমন একটি বহুবচন, যার শব্দগত একবচন নেই, যেমন العَبَابِيد–المذاكير ও الابابيل। তিনি আরও বলেন, অবশ্য কেউ বলেছেন ابابيل এর একবচন اِبِّيل আবার কেউ বলেছেন عِجُّول এর কাঠামোতে اِبُّول। কিন্তু আরবগণ এর একবচন ব্যবহার করতেন বলে আমার জানা নেই। এটি বরং عَبَابِيد এর ন্যায়, এর একবচন নেই। আরবী ভাষাভাষীগণ মনে করেন যে, شماطيط এর একবচন شَمْطَاط ব্যাকরণ বিশেষজ্ঞ আখফাশ আরও বলেন যে, এগুলোর একবচন আছে বটে কিন্তু তা ব্যবহৃত হয় না, কথোপকথনে কেউ তা উচ্চারণ করে না। কারণ এ দৃষ্টান্ত গুলো বহুবচন রূপেই ব্যবহৃত হয়।

আরবী ভাষাভাষী পণ্ডিতদেরকে আমি বলতে শুনেছি যে, اَرْسَلَ خَيْلَهُ اَبَابِيلَ -তার অশ্বদলকে সমষ্টিগতভাবে প্রেরণ করেছে"। তারা উক্ত শব্দের এক বচন ব্যবহার করতেন না। কাফিররা রাসূলুল্লাহ (স) এর সাথে বিতর্কে লিপ্ত হত বলে আয়াতে যা উল্লেখ করাহয়েছে তা নিম্নরূপঃ

১৩১৫৮. হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। حَتّٰى اِذَا جَاءُوْكَ يُجَادِلُوْنَكَ আয়াত প্রসংগে তিনি বলেন, আয়াতে মুশরিকাদের কথা বলা হয়েছে। মুসলমানদের যবেহকৃত প্রাণী সম্পর্কে তারা বিতর্ক করত। তারা বলত, তোমরা নিজেরা যা যবেহ কর ও হত্যা কর তা তোমরা আহার কর বটে, কিন্তু আল্লাহ তা'আলা যা হত্যা করেন (মৃত) তা তোমরা আহার কর না। তোমরা তো দাবী কছর যে, তোমরা আল্লাহর নির্দেশের অনুসারী।

মহান আল্লাহর বাণী—

(٢٦) وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْـَٔوْنَ عَنْهُ ۚ وَاِنْ يُّهْلِكُوْنَ اِلَّآ اَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُوْنَ ○

২৬. তারা অন্যকে তা শ্রবণে বিরত রাখে এবং নিজেরাও তা থেকে দূরে থাকে, আর তারা নিজেরাই শুধু নিজেদেরকে ধ্বংস করে, অথচ তারা উপলব্ধি করে না।

ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম আবূ জাফর তাবারী (র) বলেন, وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ-এর ব্যাখ্যায় ব্যাখ্যাকারগণ বিভিন্ন মত পেশ করেছেন। কেউ বলেছেন, এর অর্থ আল্লাহর আয়াত ও নিদর্শনাদি প্রত্যাখ্যানকারী এ সকল মুশরিক লোক মুহাম্মদ (সা) এর অনুসরণ ও তাঁর দীন গ্রহণ থেকে লোকদেরকে বিরত রাখে, وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ এবং তারা নিজেরা ও তা থেকে দূরে থাকে।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১৩১৫৯. ইব্ন হানাফিয়্যাহ্ (র) থেকে বর্ণিত। وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ এর ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, তারা নিজেরা নবী করীম (সা) থেকে বহুদূরে পড়ে থাকে। তাঁর আহ্বানে সাড়া দেয় না, আর অন্যান্য লোকজনকে এ কাজে বাধা দেয়, বিরত রাখে।

১৩১৬০. হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ এর ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, মুহাম্মদ (সা) এর প্রতি ঈমান আনয়ন থেকে তারা লোকজনকে বাধা দেয়, বিরত রাখে। وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ এবং তারা নিজেরাও তা থেকে দূরে থাকে।

১৩১৬১. সুদ্দী (র) থেকে বর্ণিত। আলোচ্য আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, মুহাম্মদ (সা) এর অনুসরণ থেকে তারা লোকজনকে বিরত রাখে এবং তারা নিজেরাও তা থেকে দূরে থাকে।

১৩১৬২. হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে অপর সনদে বর্ণিত। وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ এর ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, তারা নিজেরা রাসূলুল্লাহ (সা) এর সাথে সাক্ষাত করে না এবং অন্য কেউ তাঁর সাথে সাক্ষাত করুক সে সুযোগও তারা দেয় না।

১৩১৬৩. আবূ মু'আয (র) থেকে বর্ণিত। وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ (তারা তার থেকে বিরত রাখে) এর ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, তারা মুহাম্মদ (সা) থেকে লোকদেরকে বিরত রাখে।

১৩১৬৪. কাতাদা (র) থেকে বর্ণিত। আলোচ্য আয়াত প্রসঙ্গে তিনি বলেন, النَّهِى। (বিরত রাখা) এবং نَأَى (দূরে থাকা) উভয় অপকর্মই তাদের দ্বারা সংঘটিত হত। النَّأَى। অর্থ দূরে থাকা। কোন কোন তাফসীরকার বলেন, আয়াতের অর্থ বরং এইঃ তারা বিরত রাখে কুরআন থেকে। কুরআন শ্রবণ ও তদনুযায়ী আমল করা থেকে বিরত রাখে। যাঁরা এ মত পোষণ করেন ঃ

১৩১৬৫. কাতাদা (র) থেকে বর্ণিত। وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ (তারা তা থেকে বিরত রাখে) প্রসঙ্গে তিনি বলেন, তারা বিরত রাখে কুরআন থেকে وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ এবং নিজেরা তা থেকে দূরে থাকে।

১৩১৬৬. মুজাহিদ (র) থেকে বর্ণিত। وَهُمْ يَنْهَوْنَ এর ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, কুরাইশগণ যিক্র (উপদেশ শুনা) থেকে বিরত রাখে وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ অর্থাৎ নিজেরাও দূরে থাকে।

১৩১৬৭. মুজাহিদ (র) থেকে অপর সনদে অনুরূপ বর্ণিত

১৩১৬৮. কাতাদা (র) থেকে বর্ণিত। আলোচ্য আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, তারা লোকজনকে বিরত রাখে কুরআন থেকে এবং নবী করীম (সা) থেকে, আর নিজেরাও দূরে থাকে।

১৩১৬৯. ইব্ন যায়দ (রা) থেকে বর্ণিত। وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ এর ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, তারা তা থেকে দূরে অবস্থান করে। অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন, এর অর্থ মুহাম্মদ (সা) কে কষ্ট দেওয়া থেকে লোকজনকে বিরত রাখে وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ এবং তাঁর দীন ও তাঁর অনুসরণ থেকে নিজেরা দূরে সরে থাকে। যাঁরা এ মত পোষণ করেন ঃ

১৩১৭০. হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলতেন, এ আয়াত নাযিল হয়েছে রাসূলুল্লাহ (স) এর চাচা আবূ তালিবকে উপলক্ষ করে। একদিকে তিনি মুহাম্মদ (সা) কে কষ্ট দেওয়া থেকে লোকজনকে বারণ করতেন, আবার তিনি নিজে কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সা) এর আনীত বিষয়ে ঈমান আনয়ন থেকে বিরত থাকতেন।

১৩১৭১. ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে অপর সনদে বর্ণিত। وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ তিনি বলেন, আয়াত নাযিল হয়েছে আবূ তালিবকে উপলক্ষ করে। রাসূলুল্লাহ (সা) কে কষ্ট দেওয়া থেকে তিনি লোকজনকে বিরত রাখেন আবার তার আনীত বিষয়ে ঈমান আনয়ন থেকে তিনি দূরে সরে থাকেন।

১৩১৭২. হাবীব ইব্ন ছাবিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) কে বলতে শুনেছেন যে, وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ এ আয়াত নাযিল হয়েছে আবূ তালিবকে উপলক্ষে করে। মুহাম্মদ (সা) এর প্রতি আক্রমণ ও নির্যাতন করা থেকে তিনি মুশরিক লোকদেরকে বিরত রাখতেন এবং মুহাম্মদ (স) যা এনেছেন তার প্রতি ঈমান আনয়ন থেকে তিনি দূরে থাকতেন।

১৩১৭৩. কাসিম ইব্ন মুখাইমারা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) এর প্রতি নির্যাতন করা থেকে আবূ তালিব লোকজনকে বিরত রাখত, কিন্তু নিজে রাসূলুল্লাহ (সা) কে সত্য নবী বলে মানতেন না।

১৩১৭৪. কাসিম ইব্ন মুখাইমারা (র) থেকে অপর সনদে বর্ণিত। وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, আয়াত নাযিল হয়েছে রাসূলুল্লাহ (সা) এর চাচা আবূ তালিবকে উপলক্ষ করে। ইব্ন ওয়াকী বর্ণনা করেছন যে, ইব্ন বিশর (র) বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) এর চাচা আবূ তালিব তাঁকে অত্যাচার নির্যাতন থেকে রক্ষা করতেন কিন্তু তাঁকে সত্য নবী বলে গ্রহণ করতেন না।

১৩১৭৫. ইব্ন আব্বাস (রা) وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলতেন যে, আবূ তালিবকে উপলক্ষ করে আয়াত নাযিল হয়েছে। অত্যাচার-নির্যাতন থেকে তিনি রাসূলুল্লাহ (সা) কে রক্ষা করতেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সা) যা নিয়ে অবিভূত হয়েছেন, তার অনুসরণ থেকে তিনি দূরে থাকতেন।

১৩১৭৬. কাসিম ইব্ন মুখাইমারা (র) থেকে অপর সনদে বর্ণিত যে, আলোচ্য আয়াত আবূ তালিবকে উপলক্ষ করে নাযিল হয়েছে।

১৩১৭৭. হাবীব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আলোচ্য আয়াতে আবূ তালিবের কথাই বলা হয়েছে।

১৩১৭৮. আতা ইব্‌ন দীনার (র) থেকে বর্ণিত। আলোচ্য আয়াত প্রসঙ্গে তিনি বলেন, আবূ তালিবকে উপলক্ষ করে তা নাযিল হয়েছে। মুহাম্মদ (সা) এর প্রতি নির্যাতন ও অত্যাচার করা থেকে তিনি লোকজনকে বিরত রাখতেন, কিন্তু তিনি নিজে রাসূলুল্লাহ (সা) এর আনীত হিদায়ত গ্রহণে বিরত থাকতেন। ইমাম আবু জাফর তাবারী (র) বলেন, উল্লেখিত বাখ্যা সমূহের মধ্যে ঐ ব্যাখ্যাই সঠিক, যাঁরা বলেছেন যে, وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ অর্থ অন্যান্য লোকজনকে তারা মুহাম্মদ (সা) এর অনুসরণ থেকে বিরত রাখে এবং وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ অর্থ তারা নিজেরা তাঁর অনুসরণ থেকে দূরে থাকে। এটিকে সঠিক বলার যুক্তি এই যে, পূর্বেকার আয়াত সমূহে মহান আল্লাহর সমকক্ষ নির্ধারণকারী মুশরিকদের কথা আলোচিত হয়েছে।

আরও আলোচিত হয়েছে, তাদের দ্বারা রাসূলুল্লাহ (সা) কে প্রত্যাখ্যানের বর্ণনা ও তাঁর আনীত কুরআন ও ওহী থেকে তাদের মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার আলোচনা, তাই وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ আয়াতে তাদের বর্ণনা থাকাই অপরিহার্য। যেহেতু, এমন কোন দলীল আমাদের নিকট পৌঁছেনি, যা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, وَهُمْ يَنْهَوْنَ আয়াতে পূর্ববর্তী প্রসঙ্গ বর্জন করত: নতুন কোন প্রসঙ্গের অবতারণা করা হয়েছে। রবং এ আয়াতের পূর্বাপর ভাব ও বিষয় দ্বারা প্রমাণীত হয় যে, আমাদের বক্তব্যই সঠিক যে, এতে রাসূলুল্লাহ (সা) এর সম্প্রদায়ভুক্ত একদল মুশরিকের কথা আলোচিত হয়েছে, এতদভিন্ন অন্য কোন কারোর কথা নয়।

অতএব যথাযথ ব্যাখ্যা এই ঃ হে মুহাম্মদ (সা) ! এই মুশারিক দল যদি সবগুলো নিদর্শন প্রত্যক্ষ করে, তবুও তারা ঈমান আনবে না। এমনকি তারা যখন আপনার নিকট উপস্থিত হয়, তখন আপনার সাথে বিতর্ক জুড়ে দেয়। তারা বলে, আপনি যা নিয়ে এসেছেন, তাতো প্রাচীন কালের লোকদের উপকথা ও কিসসা কাহিনী। কুরআন শ্রবণ থেকে তারা লোকদেরকে বিরত রাখে, বাধা দেয় এবং নিজেরা আপনার থেকে দূরে অবস্থান করে إِنْ يُهْلِكُوْنَ إِلاَّ أَنْفُسَهُمْ (তারা নিজেরাই শুধু নিজেদেরকে ধ্বংস করে)। অর্থাৎ মহান আল্লাহর পথে বাধা সৃষ্টি করে কুরআন বিমুখ হয়ে এবং নিজ প্রতিপালককে অস্বীকার করে তারা অন্যের নয় বরং নিজেরই ক্ষতি করছে। যেহেতু তাদের কার্যাবলী দ্বারা তারা আল্লাহর অসন্তুষ্টি ও তাঁর মর্মন্তুদ শাস্তিই টেনে আনছে এবং এমন এক ভয়ংকর পরিণামের দিকে অগ্রসর হচ্ছে, যার মুকাবিলা করার ক্ষমতা তাদের নেই।

وَمَا يَشْعُرُوْنَ (অথচ তারা তা উপলব্ধি করতে পারে না) অর্থাৎ নিজ কর্ম দ্বারা তারা নিজেদের জন্যে কেমন তর পতন ও ধ্বংস ডেকে আনছে তা তারা বোঝে না। কোন বস্তু অপর বস্তু থেকে দূরত্বে অবস্থান করলে আরবগণ বলে قَدْ نَأَى عَنْهُ তা দূরে চলে গিয়েছে। এর রূপান্তর কাঠামো يَنْأَى نَأْيًا আরবী ভাষাবাসীদের মুখে শোনা যায় نَأَيْتُكَ এর অর্থ نَأَيْتُ عَنْكَ আমি তোমার নিকট থেকে দূরে সরে গিয়েছি। আমি তোমাকে আমার নিকট থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছি বুঝাতে তারা বলেন أَنْأَيْتُكَ। তাদের ভাষায় نَأَيْتُ عَنْكَ অর্থাৎ আমি তোমার নিকট থেকে দূরে সরে গিয়েছি। এ প্রসঙ্গে কবি হুতাইআহ্ এর পংক্তিটি

প্রণিধানযোগ্য نَأَتْكَ أُمَامَةُ الأَسُؤَالاً وَأَبْصَرَتْ مِنْهَا بِطَيْفٍ خَيَالاً

একটি মাত্র নিবেদনের প্রেক্ষিতে উমামা আপনার নিকট থেকে দূরে সরে গিয়েছে, তার ব্যাপারে আপনি স্বপ্নীল কল্পনা রচনা করেছেন। (দিওয়ান-ই-হুতাইআহ ঃ ৩১)

মহান আল্লাহর বাণী—

(২৭) وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ○

২৭. আপনি যদি দেখতে পেতেন যখন তাদেরকে অগ্নির পার্শ্বে দাঁড় করান হবে এবং তারা বলবে হায়! যদি আমাদের প্রত্যাবর্তন ঘটত তবে আমরা আমাদের প্রতিপালকের নিদর্শনকে অস্বীকার করতাম না এবং আমরা মু'মিনদের অন্তর্ভুক্ত হতাম।

ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম আবু জা'ফর তাবারী (র) বলেন, আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবী মুহাম্মদ (সা) কে বলেন وَلَوْتَرٰى অর্থাৎ হে মুহাম্মদ (সা) দেবদেবী ও প্রতিমা গুলোকে আপন প্রভুর সমকক্ষ নির্ধারণকারী এবং আপনার নবুওয়াত অস্বীকারকারী যে সকল লোকের পরিচিতি ও অবস্থান আমি আপনাকে জানিয়েছি। আপনি যদি তাদেরকে দেখতেন اِذْوُقِفُوْا অর্থাৎ আবদ্ধ করে রাখা। অথ জাহান্নামের মধ্যে عَلَى النَّارِ এর স্থলে فِى শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন وَاتَّبَعُوْا مَاتَتْلُو الشَّيَاطِيْنُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ এবং সুলায়মানের যুগে শয়তানরা যা আবৃত করত, তারা তা অনুসরণ করত। (সূরা বাকারা -১০২)। আয়াতে عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ অংশটি মূলত: فِى مُلْكِ سُلَيْمَانَ

কোন কোন তাফসীরকার বলেন, اِذْوُقِفُوْا শব্দটি اِذَاوُقِفُوْا অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কারণ ইতিপূর্বে আমরা আলোচনা করেছি যে, আবরগণ মাঝে মাঝে اِذَا এর স্থলে اِذْ শব্দ ব্যবহার করে থাকে, যদিও সুক্ষ্ম দৃষ্টিতে উভয়ের মাঝে অর্থগত পার্থক্য বিদ্যমান। কারণ اِذْ ব্যবহৃত হয় সে সংবাদের সাথে, যা বাস্তবায়িত ও সংঘটিত হয়ে গেছে আর اِذَا ব্যবহৃত হয় সে বিবরণের সাথে যা এখনও বাস্তবতা লাভ করেনি, যা এখনও ঘটেনি। এ প্রসঙ্গে কবি আবু নাজম এর পংক্তিটি উল্লেখ করা যায়—

مَدَّلَنَا فِى عُمْرِهِ رَبُّ طَهَا ثُمَّ جَزَاهُ اللّٰهُ عَنَّا اِذْجَزٰى

جَنَّاتٌ عَدْنٍ فِى الاَعَلاَلِى الْعُلٰى

সূরা 'তাহা'-এর মালিক নাযিলকারী প্রভু আমাদের কল্যাণে তাঁর জীবন কাল দীর্ঘ করে দিন। তারপর আল্লাহ তা'আলা আমাদের পক্ষ থেকে যখন তাকে বিনিময় প্রদান করবেন তখন যেন সু-উচ্চ ও উন্নত স্তরে তাঁকে চিরস্থায়ী জান্নাত প্রদান করেন।

পংক্তিতে اذا جَزَى এর স্থলে اذ جَزَى ব্যবহার করেছেন। কতক তাফসীরকার বলেছেন যে, اُوقِفُوا না বলে আয়াতে وُقِفُوا বলা হয়েছে। এ জন্যে যে, আরবী ভাষায় اُوقِفُوا এর চেয়ে وُقِفُوا শব্দই অধিক বিশুদ্ধ। জন্তুকে দাঁড় করিয়ে রাখলে আলিফ ব্যতীত وَقَفْتُ ব্যবহার করে বলা হয় وَقَفْتُ الدَّابَّةَ وَغَيْرَهَا-জন্তুও অন্যান্যদেরকে দাঁড় করিয়ে রেখেছি। অনুরূপভাবে ভূমি খন্ডকে সাদকা ও ওয়াক্ফ করে রাখলে বলা হয় وَقَفْتُ الأَرْضَ (জমি ওয়াক্ফ করেছি) এখানেও আলিফের ব্যবহার নেই।

১৩১৭৯.আবূ আমর (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আরবী ভাষাভাষী কেউ কেউ আমি আলিফ যোগে اُوقفتُ الشئ বলতে শুনিনি। তবে আমি যদি কোন লোককে কোন স্থানে দাঁড়ানো দেখতে পেয়ে আলিফ যোগে مَااُوقَفَكَ هَاهُنَا (কিসে তোমাকে এখানে দাঁড় করিয়ে রেখেছে) বলতে পারতাম তবে তা আমার নিকট বিশুদ্ধ ও গ্রহণীয় বাক্য বলে বিবেচিত হত।

আল্লাহ্ তা'আলার বাণী فَقَالُوْا يَالَيْتَنَا نُرَدُّ অর্থাৎ এ মুশরিকদের যখন জাহান্নামে আবদ্ধ করে রাখা হবে তখন তারা বলবে আহ! আমাদেরকে যদি দুনিয়াতে ফেরত পাঠানো হত। যাতে আমরা তাওবা করতে পারতাম এবং আল্লাহর আনুগত্যে ফিরে যেতাম وَلاَنُكَذِّبُ بِايٰتِ رَبِّنَا অর্থাৎ আমাদের প্রভুর প্রমাণাদি আমরা প্রত্যাখ্যান করতাম না , অস্বীকার করতমা না। وَنَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ অর্থাৎ আমরা সে সকল লোকের দুলভুক্ত হতাম, যারা আল্লাহ তাঁর প্রমাণাদি ও তাঁর রাসূলগণকে সত্য বলে বিশ্বাস করে এবং আমরা সে সকল লোকের অন্তর্ভুক্ত হতাম যারা আল্লাহর আদেশ নিষেধ মেনে চলে। আয়াতের পাঠরীতি সম্পর্কে একাধিক মত রয়েছে।

আরব ও মদীনা ইরাকের প্রায় সকল কির'আত বিশেষজ্ঞ يَالَيْتَنَا نُرَدُّ وَلاَنُكَذِّبُ بِايٰتِ رَبِّنَا وَنَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ পাঠ করেছেন। অর্থাৎ আমরা যদি ফিরে যেতাম তখন আমরা আল্লাহ তা'আলার নিদর্শনাদি প্রত্যাখ্যানকারী হতাম, না বরং মু'মিনদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যেতাম। কুফা অধিবাসী কতক কির'আত বিশেষজ্ঞ পাঠ করেছেন يَالَيْتَنَا نُرَدُّ وَلاَنُكَذِّبُ بِايٰتِ رَبِّنَا وَنَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ অর্থাৎ হায় আমরা যদি ফিরে যেতাম আর তখন যদি আল্লাহর নিদর্শনাদি প্রত্যাখ্যান না করতাম এবং মু'মিনদের দলভুক্ত হতাম। এ দৃষ্টিকোণ থেকে তারা কিছু ব্যাখ্যা পেশ করেছেন।

১৩১৮০. হারূন (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইবন মাসউদ (র)-এর পাঠরীতিতে فاء সহকারে يَالَيْتَنَا نُرَدُّ وَلاَنُكَذِّبَ রয়েছে। সিরিয়ার কতক কিরআত বিশেষজ্ঞ প্রথম দু'টো ক্রিয়ার রফা যোগে يَالَيْتَنَا نُرَدُّ فَلاَنُكَذِّبُ এবং শেষটিতে নসব যোগে পাঠ করেছেন। এ পদ্ধতি অনুসারে যেন ব্যাখ্যা এই ঃ তারা দুনিয়াতে প্রত্যাবর্তনের কামনা ব্যক্ত করেছে এবং তাদের মু'মিন হওয়ার কামনাও প্রকাশ করেছে আর সাধারণ বিবৃতি দিয়েছে যে, দুনিয়ায় প্রত্যাবর্তনের পর তারা প্রভুর নিদর্শনাদি প্রত্যাখ্যান করবে।

ক্রিয়াগুলো মানসূব ও মারফূ' পড়ার ক্ষেত্রে অর্থগত তারতম্যের ব্যাপারে আরবী ভাষাভাষীগণ ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। বসরা অধিবাসী জনৈক ব্যাকারণবিদ বলেছেন وَلَانُكَذِّبُ بِاٰيٰتِ رَبِّنَا وَنَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ এর ক্রিয়াদ্বয় মানসূবই পাঠ করা হবে, যেহেতু এগুলো অভিলাষ (تمنى) এর উত্তর এবং এ ক্ষেত্রে واو এর পূর্ববর্তী ক্রিয়া فاء এর পরবর্তী ক্রিয়ার সমকক্ষ অর্থাৎ নসবযোগ্য। অবশ্য তিনি এও বলেছেন যে, ইচ্ছে করলে এগুলো 'অভিলাষের উত্তর' (جواب التمنى) নির্ধারণ না করে পাঠ করা যায়। অর্থাৎ তখন কাফিররা যেন বলবে, আল্লাহর শপথ, আমরা আমাদের প্রভুর নিদর্শনাদি প্রত্যাখ্যান করবনা। এবং আল্লাহর শপথ, আমরা মু'মিনদের দলভুক্ত হব। এ পদ্ধতিতে আয়াতের পরবর্তী অংশ তার প্রথমাংশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।

ওই ব্যাকারণবিদ আরও বলেছেন যে, ক্রিয়া দুটোকে মারফূ' পড়াই যুক্তিযুক্ত। কারণ ওগুলো নসব পড়তে হলে واو বর্ণটিকে সংযোজক (واو عطف) ধরে নিতে হবে। আর সংযোজক واو ধরে নিলে তখন অর্থ হবে "তারা কামনা করবে যে, তারা আয়াত প্রত্যাখ্যান করবে না এবং তারা মু'মিনদের দলভুক্তহবে।" আল্লাহ্ই ভাল জানেন। তবে এটি আয়াতের উদ্দেশ্য নয়। কারণ আয়াত প্রত্যাখ্যান না করা ও মু'মিনদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া তাদের কামনার বিষয় নয় , বরং তারা কামনা করবে শুধু দুনিয়ায় প্রত্যাবর্তন আর সাধারণভাবে বিবৃতি দেবে যে, আয়াত প্রত্যাখ্যান করবে না এবং মু'মিনদের দুলভুক্ত হবে।

কুফা অধিবাসী কতক ব্যাকারণবিদ বলেন واو বর্ণকে অভিলাষের (تمنى) উত্তর ধরে নিয়ে نكون ও نكذب ক্রিয়াদ্বয়কে নসব পাঠ করা বিশুদ্ধ। আবরগণ অভিলাষের উত্তরে فاء (جواب التمنى) বর্ণ যেমন ব্যবহার করে তেমন واو এবং ثم শব্দও ব্যবহার করে। তারা বলে لَيْتَ لِى مَلاً فَاُعْطِيْكَ لَيْتَ لِى مَلاً ثُمَّ اُعْطِيْكَ এবং لَيْتَ لِى مَلاً وَاُعْطِيْكَ সর্ব অর্থ আহ্ আমার যদি সম্পদ থাকত তবে আমি তোমাকে দান করতাম। অবশ্য واو টি বিপরিতার্থক (واو الصرف) واو হিসেবেও ক্রিয়াদ্বয় মানসূব হতে পারে। যেমন لَايَسَعُنِى وَلِيَعْجِزَعَنْكَ এমন কোন বস্তু নেই যা আমাকে সমর্থবান করে আর তোমার ব্যাপারে অক্ষম হয়ে পড়ে। তাদের অপর একজন বলেন, ক্রিয়াদ্বয়কে মানসূব পড়া আমি পসন্দ করি না, কারণ এদুটো ওদের অভিলাষের বিষয়ভুক্ত নয় বরং এ হচ্ছে তাদের সাধারণ বিবৃতি নিজেদের সম্পর্কে তারা ব্যক্ত করবে। আপনি কি দেখছেন, না পরক্ষণে আল্লাহ তা'আলা তাদের বক্তব্যকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে বলেছেন وَلَوْرُدُّوْا لَعَادُوْا لِمَا نُهُوْا عَنْهُ (এবং তারা প্রত্যাবর্তিত হলেও যা করতে তাদেরকে নিষেধ করা হয়েছিল পুনরায় তারা তাই করব)। সাধারণ বিবৃতিকে মিথ্যা বলে আখ্যায়িত করা যায়, অভিলাষ ও কামনাকে নয়।

فاء ব্যতীত অন্যান্য শব্দ দ্বারা অভিলাষের (تمنى) উত্তর আনা যায়, কোন কোন ব্যাকারণবিদ তা মানেন না। তিনি বলেন واو বর্ণটি অবস্থা জ্ঞাপক রূপে ব্যবহৃত হয় যেমন ঃ لَايَسَعُنِى شَيْئٌ وَيَضِيْقُ عَنْكَ এমন বস্তু নেই, যা আমাকে সামর্থবান করে অথচ তোমার ব্যাপারে সংকটে পতিত হয়।

সমগ্র আরবী ভাষায় واو الصرف এর অবস্থাও তাই। অবশ্য فاء বর্ণটি جزاء এর উত্তর যেমন لَوْقُمْتَ لأَتَيْنَاكَ অর্থাৎ مَاقُمْتَ فَنَاتِيكَ তুমি যদি দাঁড়াও তবে আমি অবশ্যই তোমার নিকট আসতাম। উক্ত ব্যাকরণবিদ আরও বলেন যে, বিপরীতার্থ প্রদান এবং فاء এর অবস্থান অনুরূপ। আল্লাহ তা'আলার বাণী ولانكذب এবং نكون এর মধ্যে তা জাইয হয়েছে এজন্যে যে, তারা বলবে يَالَيْتَنَانُرَدُّ হায়! আমরা যদি প্রত্যাবর্তিত হতাম অর্থাৎ বর্তমানে জাহান্নামের মধ্যে অবস্থানের ভিন্নতর অবস্থায় যদি প্রত্যাবর্তিত হতাম।

অতএব বক্তব্য প্রদানের সময় তাদের অবস্থান হবে জাহান্নামে এবং তখন তারা কামনা করবে যেন তারা ওই অবস্থায় আবদ্ধ না থাকে। ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, উপরোক্ত ব্যাখ্যাদানকারী ব্যক্তি আয়াতের অর্থ সম্ভবতঃএই বুঝতে চেয়েছেন যে, হে মুহাম্মদ (সা)! আপনি যদি তাদেরকে দেখতেন যখন তারা অগ্নির পাশে দাঁড়িয়ে থাকবে অতঃপর তারা বলবে! কুফরী অবস্থায় আল্লাহ তা'আলার নির্দশনাদি প্রত্যাখ্যান করায় এখন আমরা অগ্নির পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছি, হায়! আমরা যদি দুনিয়াতে প্রত্যাবর্তন করতে পারতাম তবে আমরা তথায় কাফির না হয়ে প্রভুর নির্দনাদির প্রত্যাখ্যানকারী না হয়ে অবস্থান করতাম। উপরোক্ত ব্যাখ্যা সম্পর্কে ইমাম তাবারী (র) মন্তব্য করেছেন যে, এটি এমন এক ব্যাখ্যা কুরআনের প্রকাশ্য ভাব তা অগ্রাহ্য করে। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন وَلَوْرُدُّوْا لَعَادُوْا لِمَا نُهُوْاعَنْهُ (তারা প্রত্যাবর্তিত হলেও যা করতে তাদেরকে নিষেধ করা হয়েছিল, পুনরায় তারা তাই করত)। এতদ্বারা আল্লাহ তা'আলা অবহিত করে দিলেন যে, তাদের বক্তব্যে তারা মিথ্যাবাদী।

কামনা ও অভিলাষযোগ্য বক্তব্যকে মিথ্যা আখ্যায়িত করা যায় না। সুতরাং ক্রিয়াদ্বয়কে অভিলাষের অন্তর্ভুক্ত করে প্রদত্ত উপরোক্ত ব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য নয়। আমার ধারণা যে, সংশ্লিষ্ট ব্যাখ্যাকার এ ব্যাখ্যা প্রদানের সময় চিন্তার গভীরে প্রবেশ করেন নি; বরং আরবীরীতি নীতিকে সম্বল করে এ ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, আমার নিকট একমাত্র মনোনীত পাঠরীতি হচ্ছে يَالَيْتَنَا نُرَدُّ وَلاَنُكَذِّبُ بِاٰيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ অর্থাৎ শেষ ক্রিয়াদ্বয়ে মারফূ সহকারে পাঠ করা । আয়াতের অর্থ ঃ হায় যদি আমাদের প্রত্যাবর্তন ঘটত! দুনিয়াতে ফিরে গেলে আমরা আমাদের প্রভুর নিদর্শনাদির প্রত্যাখ্যানকারী হতাম না। বরং আমরা মু'মিনদের অন্তর্ভুক্ত হতাম।

দনিয়াতে প্রত্যাবর্তিত হওয়ায় তারা কিরূপ হবে সে সম্পর্কে এটি সাধারণ বিবৃতি, নিদর্শন প্রত্যাখ্যান না করা ও মু'মিন হওয়ার অভিলাষ নয়। কারণ আল্লাহ তা'আলা ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন যে, তারা দুনিয়াতে ফেরত গেলেও নিষিদ্ধ কর্মে লিপ্ত হবে। অর্থাৎ তাদের বক্তব্যে তারা মিথ্যাবাদী। উপরোক্ত বক্তব্য যদি তাদের অভিলাষ প্রসূত হত তবে সেটিকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা সংগত হত না। যেহেতু অভিলাষ ও কামনাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা যায় না। সত্যায়ন ও মিথ্যা প্রতিপাদন একমাত্র সাধারণ বিবৃতির ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। ইমাম তাবারী (র) আরও বলেন, যে ব্যক্তি এসব পাঠের মতামত ব্যক্ত করেন, আমার ধারণা তিনি আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ (র)-এর পাঠরীতি অনুযায়ী ব্যাখ্যা করেছেন। ইব্ন মাসউদ (রা) -এর

পাঠরীতি হচ্ছে ঃ يَالَيْتَنَا نُرَدُّ وَلاَنُكَذِّبُ بِآيَاتِ رَبِّنَا فَنَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ এতে فاء যোগে অভিলাষের উত্তর (جواب التمنى) আনয়ন করা হয়েছে। فاء যোগে অনুরূপ পাঠ করলে তার বিশুদ্ধতায় কোন সন্দেহ থাকে না। তখন আয়াতের অর্থ হবে আমরা যদি দুনিয়াতে প্রত্যাবর্তিত হই আমাদের প্রতিপালকের নির্দনাদি প্রত্যাখ্যান করব না আমরা বরং মু'মিনদের দলর্ভুক্ত হব।

আবরগণ فاء যোগে যেমন واو এবং ثم যোগেও তেমন অভিলাষের উত্তর (جواب التمنى) আনয়ন করে, বলে যিনি বক্তব্য রেখেছেন এবং তাদের নিকট থেকে তা শুনেছেন বলে দাবী করেছেন, তা যদি সঠিক হয় তবে আলোচ্য আয়াতে واو দ্বারা উত্তর আনয়ন করা হয়েছে ধরে নিয়ে يَالَيْتَنَا نُرَدُّ وَلاَنُكَذِّبُ بِآيَاتِ رَبِّنَا فَنَكُوْنَ পাঠ করা বিশুদ্ধ হবে। যেমন আব্দুল্লাহ ইবন মাউসদ (রা)-এর পাঠরীতি। অন্যথায় নসব যোগে পাঠকরা আয়াত নাযিলের উদ্দেশ্যের সাথে অসংগতি সৃষ্টি করবে। অবশ্য আবরগণ এরূপ করেন বলে আমি শুনিনি বরং উত্তর আনয়নের জন্যে فاء বর্ণ এবং বিপরীতভাবে (الفرق) বুঝানোর জন্যে واو বর্ণের ব্যবহার তাদের ভাষায় সর্বজন বিদিত রীতি।

মহান আল্লাহর বাণী—

(২৮) بَلْ بَدَا لَهُمْ مَّا كَانُوْا يُخْفُوْنَ مِنْ قَبْلُ ۖ وَلَوْ رُدُّوْا لَعَادُوْا لِمَا نُهُوْا عَنْهُ وَاِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ ○

২৮. না পূর্বে তারা যা গোপন করত, তা এখন তাদের নিকট প্রকাশ পেয়েছে এবং তারা প্রত্যাবর্তিত হলেও যা করতে তাদেরকে নিষেধ করা হয়েছিল পুনরায় তারা তাই করত এবং নিশ্চয়ই তারা মিথ্যাবাদী।

ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, হে মুহাম্মদ (সা)!আল্লাহর সমকক্ষ নির্ধারণকারী এবং আপনার নবুওয়ত অস্বীকারকারী এ সকল লোক জাহান্নামে অবস্থান কালে يَالَيْتَنَا نُرَدُّ وَلاَنُكَذِّبُ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ বলে যে বক্তব্য প্রদান করবে তা তাদের অনুতাপ অনুশোচনা জনিত নয়। আল্লাহ্তে ঈমান না আনা এবং আপনার সত্যায়ন বর্জনে লজ্জিত হওয়ার প্রেক্ষিতে নয় বরং তাদের উপর আপতিত আল্লাহ তা'আলার কঠিন শাস্তির ভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে তারা ওই বক্তব্য প্রদান করবে।

তাদের জন্য এ মর্মন্তুদ শাস্তি তাদের পাপাচার ও অবাধ্যতার ফল, যা তারা লোক চক্ষুর অন্তরালে সংঘটিত করত, লুকিয়ে রাখত জনগণ থেকে। কিয়ামত দিবসে আল্লাহ তা'আলা তাদের সব অপকর্ম ফাঁস করে দেবেন এবং তা সর্বসমক্ষে উন্মুক্ত করে দেবেন। কোটি জনতার সম্মুখে তাদেরকে করবেন অপদস্থ অপমানিত। তারপর তাদেরকে তাদের উপযুক্ত শাস্তি প্রদান করবেন। بَلْ بَدَا لَهُمْ مَّا كَانُوْا يُخْفُوْنَ مِنْ قَبْلُ অর্থাৎ ইতিপূর্বে দুনিয়াতে অবস্থান কালে তারা গোপনে যে সকল পাপাচার ও অসৎ কার্য সম্পাদন করত, এক্ষণে তা তাদের নিকট প্রকাশ হয়ে গেল। وَلَوْ رُدُّوْا অর্থাৎ তাদেরকে যদি দুনিয়াতে

ফেরত পাঠানো হত এবং তথায় বসবাসের অবকাশ দেয়া হত لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ অর্থাৎ ইতিপূর্বে দুনিয়াতে আল্লাহর আয়াত অস্বীকার আল্লাহের সাথে কুফরী এবং যে কাজে আল্লাহর অসন্তুষ্টি তা সংঘটন ইত্যাদি যা যা তারা করত, দুনিয়াতে প্রত্যাবর্তিত হলে তারা পুনরায় ওই অপকর্মেই লিপ্ত হত। وَاِنَّهُمْ لَكَاذِبُوْنَ অর্থাৎ "দুনিয়াতে প্রত্যাবর্তিত হলে আমাদের প্রভুর নির্দশনাদি প্রত্যাখ্যান করব না, আমরা মু'মিনদের দলভুক্ত হব" তাদের এ বক্তব্যে তারা মিথ্যাবাদী। কারণ তাদের এ বক্তব্য আল্লাহর প্রতি ঈমান আনয়নের আগ্রহ সঞ্জাত নয় বরং প্রচন্ড আযাব ও কঠিন শাস্তির ভয়ে তারা এরূপ বলবে। আমরা যা বলেছি তাফসীরকারগণ ও তা বলেছেন।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১৩১৮১. সুদ্দী (র) থেকে বর্ণিত। بَلْ بَدَا لَهُمْ مَا كَانُوا يُخْفُوْنَ مِنْ قَبْلُ আয়াত প্রসঙ্গে তিনি বলেন, দুনিয়াতে তারা যা গোপন রাখত এক্ষণে আখিরাতে তাদের সে সকল কার্য ফাঁস হয়ে গিয়েছে।

১৩১৮২. কাতাদা (র) থেকে বর্ণিত। وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ আয়াতের ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, আল্লাহ তাদের জন্যে পূর্ববর্তী দুনিয়ার ন্যায় যদি একটি দুনিয়ার ব্যবস্থা করতেন তবে তারা তাদের পূর্বেকার পাপ কর্মের ন্যায় পাপ কর্মে লিপ্ত হত।

মহান আল্লাহর বাণী—

(٢٩) وَقَالُوٓا اِنْ هِيَ اِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوْثِيْنَ ○

২৯. তারা বলে আমাদের পার্থিব জীবনই একমাত্র জীবন এবং আমরা পুনরুত্থিতও হব না।

ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, এ হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে অবহিতকরণ। সূরার সূচনায় যে সকল মু'মিনদের প্রসঙ্গ অবতারণা করেছিলেন, এ আয়াতেও সেসকল মুশরিক এবং দেবদেবী প্রতিমাকে আল্লাহর সমকক্ষ হিসাবে নির্ধারণকারী লোকদের কথা বলা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَقَالُوْا اِنْ هِيَ اِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا (আর তারা বলে, আমাদের পার্থিব জীবনই একমাত্র জীবন) অর্থাৎ তাদের প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা জানিয়ে দিচ্ছেন যে, সৃষ্টি জগতের সবার মৃত্যুর পর আল্লাহ্ তা'আলা সেগুলোকে পুনরুজ্জীবিত করবেন একথা তারা অস্বীকার করে এবং বলে মৃত্যুর পর কোন জীবনই নেই, ধ্বংস ও বিনাশ হয়ে যাওয়ার পর নেই কোন পুনরুত্থান।

পুনরুত্থান অস্বীকার , আখিরাতে আল্লাহ তা'আলার পুরস্কার ও শাস্তির কথা অমান্য করার ফলে তারা বেপরোয়া পাপ, কফুরী অপরাধ সংঘটিত করে। কেমনতর জঘন্য পাপ তারা করছে এবং যে অপরাধ তারা সংঘটিত করে তাতে করছে তাদের সামান্যতমও পরোয়া নেই। যেহেতু আল্লাহর প্রতি ঈমান আনয়ন; তাঁর রাসূলের সত্যায়নও পুন্যচারের ফলে আখিরাতের প্রতিশ্রুত প্রতিদান তারা আশা করে না। অপরদিকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কুফরী করা এবং তাদের কৃত মন্দ কাজের ফলে আসন্ন শাস্তির ভয়ও তাদের নেই। ইবন মাসউদ (রা) বলতেন, ঐ হচ্ছে জাহান্নামের পার্শ্বে দন্ডায়মান কাফিরদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলার প্রজ্ঞাপন যে, তারা যদি দুনিয়াতে প্রত্যবর্তিত হত তবে তারা বলত—আমাদের পার্থিব জীবনই জীবন, আমরা পুনরুত্থিত হব না।

১৩১৮৪. ইবন যায়দ (র) থেকে বর্ণিত। وَلَوْ رُدُّوْا لَعَادُوْا لِمَا نُهُوْا عَنْهُ আয়াত প্রসংগে তিনি বলেন, তারপর যদি যখন দুনিয়াতে প্রত্যাবর্তিত হত তখন তারা বলত, আমাদের দুনিয়ার জীবনই জীবন এবং আমরা পুনরুত্থিত হব না।

মহান আল্লাহর বাণী—

(٣٠) وَلَوْ تَرٰى اِذْ وُقِفُوْا عَلٰى رَبِّهِمْ ؕ قَالَ اَلَيْسَ هٰذَا بِالْحَقِّ ؕ قَالُوْا بَلٰى وَرَبِّنَا ؕ قَالَ فَذُوْقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ ۝

৩০. তুমি যদি দেখতে পেতে তাদেরকে যখন তাদের প্রতিপালকের সম্মুখে দাঁড় করান হবে এবং তিনি বলবেন একি প্রকৃত সত্য নয়? তারা বলবে; আমাদের প্রতিপালকের শপথ, নিশ্চয়ই সত্য। তিনি বলবেন তবে তোমরা যে কুফরী করতে, তজ্জন্য তোমরা এখন শাস্তি ভোগ কর।

ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَلَوْ تَرٰى (যদি তুমি দেখতে পেতে) অর্থাৎ হে মুহাম্মদ (সা) যারা বলে مَاهِىَ اِلاَّ حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوْثِيْنَ (পার্থিব জীবনই আমাদের জীবন, আমরা পুনরুত্থিত হব না) তাদেরকে যদি আপনী দেখতে পেতেন। اِذْ وُقِفُوْا (যখন তাদেরকে দাঁড় করানো হবে) অর্থাৎ কিয়ামত দিবসে আবদ্ধ করে রাখা হবে, عَلٰى رَبِّهِمْ (তাদের প্রতিপালকের সম্মুখে) অর্থাৎ তাদের ব্যাপারে আল্লাহর বিচার ও ফায়সালার সম্মুখে قَالَ اَلَيْسَ هٰذَا بِالْحَقِّ (তিনি বলবেন একি প্রকৃতি সত্য নয়?)। অর্থাৎ তাদের জিজ্ঞেস করা হবে এ বলেন যে,পুনরুজ্জীবন-পুরুত্থান যা তোমরা দুনিয়াতে প্রত্যাখ্যান করতে, তা সত্য নয়? তখন তারা উত্তর দেবে এবং বলবে, হ্যাঁ, অবশ্যই আল্লাহর শপথ , এটি নিশ্চয়ই সত্য। قَالَ فَذُوْقُوا الْعَذَابَ। (তিনি বলবেন,তবে তোমরা শাস্তি ভোগ কর) অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে লক্ষ্য করে বলবেন, দুনিয়াতে তোমরা যে আযাব ও শাস্তিকে অস্বীকার করতে, এখন সে আযাব ভোগ কর।

بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ (তোমরা সে কুফরী করতে তজ্জন্যে), অর্থাৎ তোমরা দুনিয়াতে এ আযাবকে অস্বীকার করতে। সুতরাং ওই অস্বীকৃতি ও প্রত্যাখ্যানের ফল স্বরূপ সেই আযাব ভোগ কর।

মহান আল্লাহর বাণী —

(٣١) قَدْ خَسِرَ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِلِقَاءِ اللّٰهِ ۗ حَتّٰى اِذَا جَاءَتْهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُوْا يٰحَسْرَتَنَا عَلٰى مَا فَرَّطْنَا فِيْهَا ۙ وَهُمْ يَحْمِلُوْنَ اَوْزَارَهُمْ عَلٰى ظُهُوْرِهِمْ ۗ اَلَا سَاءَ مَا يَزِرُوْنَ ۝

৩১. যারা আল্লাহর সম্মুখীন হওয়াকে মিথ্যা বলেছে, তারা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এমনকি অকস্মাৎ তাদের নিকট যখন কিয়ামত উপস্থিত হবে তখন তারা বলবে, হায়! এটিকে আমরা যে অবহেলা করেছি তার জন্যে আক্ষেপ। তারা তাদের পৃষ্ঠে নিজেদের পাপ বহন করবে। দেখ, তারা যা বহন করবে তা অতি নিকৃষ্ট।

ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, قَدْ خَسِرَ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِلِقَاءِ اللّٰهِ বাণী দ্বারা আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন যে,কুফরীর বিনিময়ে ঈমান বিক্রি করে ধ্বংস ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সে সকল লোক اَلَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِلِقَاءِ اللّٰهِ অর্থাৎ মৃত্যুর পর পুনরুত্থান পুরস্কার শাস্তি এবং জান্নাত-জাহান্নামকে যে সকল কুরায়শ বংশীয় মুশরিক অস্বীকার করেছে এবং এ অস্বীকৃতিতে অন্যান্য যারা তাদের পথ অনুসরণ করেছে।

حَتّٰى اِذَا جَاءَتْهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً অর্থাৎ সে সময় যখন এসে যাবে, যে সময়ে কবর থেকে আল্লাহ তা'আলা মৃতদেরকে পুনরুত্থিত করবেন, السَّاعَة শব্দে আলিফ ও লাম বর্ণ এজন্যে যুক্ত হয়েছে যে,সম্বোধিত ব্যক্তিদের নিকট তার মর্ম জ্ঞাত রয়েছে السَّاعَة শব্দে সে সময়কেই উদ্দেশ্য করা হয়েছে, যার পরিচিতি ও বর্ণনা ইতিপূর্বে প্রদান করা হয়েছে। بَغْتَة শব্দের অর্থ আচমকা,আকস্মিক পূর্ব সতর্কীকরণ ব্যতিরেকে। শব্দটি تَفْجَؤُهُ بِوَقْتٍ مُفَاجَاتِهَا اِيَّاه (তার নিকট হঠাৎ এসে পড়েছে) বাক্য থেকে উত্থিত। অনুরূপভাবে আচমকা গ্রহণ করলে বলা হয়। بَغْتَةً اَبْغَتُهُ وَبَغْتُه

قَالُوْا يٰحَسْرَتَنَا عَلٰى مَا فَرَّطْنَا فِيْهَا অর্থাৎ মহান আল্লাহর সম্মুখীন হওয়াকে যারা মিথ্যা বলেছে, তারা তাদের জান্নাতের বাসস্থান গুলোকে জান্নাতী ক্রেতাদের জাহান্নামস্থ বাসস্থানের বিনিময়ে বিক্রি করে চরম ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। অতঃপর অকস্মাৎ কিয়ামত যখন উপস্থিত হবে এবং তারা যা বিক্রি করেছে এবং যা ক্রয় করেছে তা যখন চাক্ষুষ দেখবে আর দুনিয়াতে কৃত লেনদেনের ক্ষতিগ্রস্ততা ও লোকসান যখন স্পষ্ট হয়ে উঠবে ক্ষতির গভীরতা ও অতলান্তিকতা উপলব্ধি করে যখন দেখবে যে, এর চেয়ে মারাত্মক ক্ষতি আর হতে পারে না, তখন লজ্জায় ক্ষোভে ও অনুশোচনায় বলে উঠবে يٰحَسْرَتَنَا عَلٰى مَا فَرَّطْنَا فِيْهَا (হায়! এটিকে আমরা অবহেলা করেছি তজ্জন্যে আক্ষেপ) অর্থাৎ হায়! এ লেনদেনে আমরা যা হারিয়েছি তার জন্যে লজ্জা। আয়াতে বর্ণিত فِيْهَا এর হা এবং আলিফ (هَا) দ্বারা

صفقة (লেনদেন) এর দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে قَدْ خَسِرَ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِلِقَاءِ اللّٰهِ দ্বারা صفقة এর অর্থ পাওয়া যায় তাই আয়াতে صفقة শব্দ উল্লেখ করা হয়নি।

কারণ এটি তো সর্বজন বিদিত যে, ক্ষতিগ্রস্ততা ক্রয় বিক্রয় জনিত লেনদেনেই (صفقة) সংঘটিত হয়। আয়াতের অর্থ এই, যারা আল্লাহর সম্মুখীন হওয়াকে মিথ্যা বলেছে তারা আল্লাহর সন্তুষ্টি ও জান্নাত লাভের মাধ্যমে ঈমানকে আল্লাহর অসন্তুষ্টি ও শাস্তি লাভের বাহন কুফরীর বিনিময়ে বিক্রি করে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। কত জঘন্য ক্ষতিতে তারা লিপ্ত তা তারা উপলব্ধি করতে পারছে না। অবশেষে কিয়ামত যখন অনুষ্ঠিত হবে, অকস্মাৎ কিয়ামত যখন এসে যাবে এবং এ লেনদেনে কি পরিমাণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তা যখন প্রত্যক্ষ্য করবে তখন অপমান ও অনুশোচনায় তারা বলবে—হায়, এ সম্পর্কে আমরা যে অবহেলা করেছি, তার জন্যে আক্ষেপ। তাফসীরকারগণ আমাদের অনুরূপ ব্যাখ্যা করেছেন।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১৩১৮৫. সুদ্দী (র) থেকে বর্ণিত, يَاحَسْرَتَنَا عَلٰى مَافَرَّطْنَا فِيْهَا আয়াতের ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, يَاحَسْرَتَنَا অর্থ হায়! আমাদের আক্ষেপ عَلٰى مَافَرَّطْنَا فِيْهَا অর্থ আমরা যে অবহেলা করেছি, অনন্তর জান্নাত লাভের আমল পরিত্যাগ করেছি।

১৩১৮৬. আবূ সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী করিম (সা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, يَاحَسْرَتَنَا প্রসংগে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, জাহান্নামীগণ তাদের জান্নাতস্থ বাসস্থানসমূহ অবলোকন করবে। তারপর বলবে হায়! আফসোস-আক্ষেপ। আল্লাহ পাকের বাণী وَهُمْ يَحْمِلُوْنَ أَوْزَارَهُمْ عَلٰى ظُهُوْرِهِمْ اَلاَسَاءَ مَايَزِرُوْنَ অর্থ তারা তাদের পৃষ্ঠে নিজেদের পাপ বহন করবে। দেখ তার যা বহন করবে তা অতি নিকৃষ্ট। এর ব্যাখ্যা ঃ ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন। আল্লাহর সম্মুখীন হওয়াকে যারা মিথ্যা বলে, তারা তাদের পাপের বোঝা নিজেদের পৃষ্ঠে বহন করে নিয়ে যাবে। আয়াতে هُمْ (তারা) অর্থ উপরে যাদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে يَحْمِلُوْنَ أَوْزَارَهُمْ অর্থাৎ তাদের পাপ ও গুনাহসমূহ اوزار বহুবচন, একবচনে وزر এ ভাবেই কেউ পাপে লিপ্ত হলে বলা হয় وَزَرَ الرَّجُلُ يَزِرُ আল্লাহ তা'আলা বললেন اَلاَسَاءَ يَزِرُوْنَ কোন সম্প্রদায়কে পাপাচারের অপবাদ দিতে গিয়ে বলা হয় قَدْوَزَرَ الْقَوْمُ فَهُمْ يُوْزَرُوْنَ وَهُمْ مَوْزُوْرُوْن

কেউ কেউ বলেন যে, الوزر অর্থ বোঝা। এর সমর্থনে আমি কোন প্রমাণ পাই নি। এ বিষয়ে নির্ভরযোগ্য কোন আরবী ভাষীর বর্ণনাও আমার জানা নেই। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন عَلٰى ظُهُوْرِهِمْ (তারা বহন করবে তাদের পৃষ্ঠে),বাহক কখনও মাথায় করে বহন করে, আবা কখনও কাঁধে কিংবা অন্য কোন ভাবে বহন করে। তারা

কিভাবে বহন করবে এতদ্বারা আল্লাহ তা'আলা তা জানিয়ে দিলেন। বর্ণিত আছে যে,সেদিন তারা তাদের পৃষ্ঠে করে পাপের বোঝা বহন করবে। যেমনঃ

১৩১৮৭. আমর ইব্ন কায়স আল মালাঈ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মু'মিন যখন তার কবর থেকে বের হবে, সুদর্শন ও সুবাসিত এক আগন্তুক তার সম্মুখে এসে দাঁড়াবে এবং বলবে, আপনি আমাকে চিনতে পেয়েছেন কি? মু'মিন ব্যক্তি বলবে, নাতো, তবে এতটুকু দেখতে পাচ্ছি যে, আল্লাহ আপনাকে সুবাসিত ও সুশ্রী করেছেন।

আগন্তুক বলবে, "আমি দুনিয়াতেও অনুরূপ ছিলাম। আমি আপনার পুণ্য কর্ম-নেক আমল—দুনিয়াতে দীর্ঘ দিন আমি আপনার উপর আরোহণ করেছি। আজ আপনি আমার ঘাড়ে আরোহণ করুন" বর্ণনাকারী অতঃপর তিলাওয়াত করলেন يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِيْنَ اِلَى الرَّحْمٰنِ وَفْدًا (যেদিন দয়াময়ের নিকট মুত্তাকীদেরকে সম্মানীত মেহমানরূপে সমবেত করব সূরা মারয়াম ঃ ৮৫)। আর কাফির ব্যক্তি কবর থেকে বের হবার পর তার সুম্মুখে দন্ডায়মান হবে কুৎসিত, কদাকার দুর্গন্ধময় এক আগন্তুক। সে বলবে, আমাকে চেন কি? কাফির ব্যক্তি বলবে; না তো; তবে এতটুকু দেখতে পাচ্ছি আল্লাহ তোমার চেহারা করেছেন কদাকার আর তোমাকে করেছেন দুর্গন্ধময়।

আগন্তুক বলবে, "দুনিয়াতেও আমি অনুরূপ ছিলাম, আমি তোমার পাপ কর্ম-বদ আমল।" দুনিয়াতে দীর্ঘদিন তুমি আমার ঘাড়ে আরোহণ করেছিলে, আজ আমি তোমাতে আরোহণ করব। অতঃপর বর্ণনাকারী তিলাওয়াত করলেন, وَهُمْ يَحْمِلُوْنَ اَوْزَارَهُمْ عَلٰى ظُهُوْرِهِمْ اَلَا سَاءَ مَايَزِرُوْنَ (তারা তাদের পৃষ্ঠে নিজেদের পাপ বহন করবে। দেখ তারা যা বহন করবে তা অতি নিকৃষ্ট)।

১৩১৮৮. সুদ্দী (র) থেকে বর্ণিত। وَهُمْ يَحْمِلُوْنَ اَوْزَارَهُمْ عَلٰى ظُهُوْرِهِمْ আয়াত প্রসংগে তিনি বলেন, জালিম ও পাপী ব্যক্তি কুৎসিত চেহারার কালো বর্ণের দুর্গন্ধময় এবং নোংরা পোশাক পরিহিত একলোক তার সাথে কবরে প্রবেশ করে। লোকটিকে দেখে পাপী ব্যক্তি বলে, তোমার চেহারা এত কুৎসিত! আগন্তুক তখন বলে, তোমার আমল ও কর্ম অনুরূপ কুৎসিত ছিল। পাপী বলে, তুমি এত দুগন্ধময়! সে বলে, তোমার আমল অনুরূপ দুর্গন্ধময় ছিল। পাপী বলে, তোমার পোশাক এতো নোংরা! সে বলে, তোমার আমল অনুরূপ নোংরা ছিল। পাপী বলে, তুমি কে? সে বলে, আমি তোমার আমল।

বর্ণনাকারী বলেন, এরপর ওই আমল তার সাথে কবরে অবস্থান করে। অবশেষে কিয়ামত দিবসে যখন পুনরুত্থিত হবে তখন তার আমল তাকে বলবে—দুনিয়াতে অত্যন্ত আমোদ-আহলাদ ও ভোগ-বিলাসের সাথে আমি তোমাকে বহন করেছি। আজ তুমি আমাকে বহন করবে। অতঃপর এ আমল তার পৃষ্ঠে চড়ে তাকে তাড়িয়ে নিয়ে রওয়ানা করবে, অবশেষে জাহান্নামে দাখিল করে দিবে। এই হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার বাণী وَهُمْ يَحْمِلُوْنَ اَوْزَارَهُمْ عَلٰى ظُهُوْرِهِمْ (তারা তাদের পৃষ্ঠে নিজেদের পাপ বহন করবে)।

আল্লাহ তা'আলার বাণী اَلَا سَاءَ مَايَزِرُوْنَ (তারা যা বহন করবে তা অতি নিকৃষ্ট) এর অর্থ : নিজেদের প্রভুর সাথে কুফরী করে তারা যে পাপ অর্জন করেছে, তা অতি নিকৃষ্ট। যেমন ঃ

১৩১৮৯. কাতাদা (র) থেকে বর্ণিত। اَلاَ سَاءَ مَايَزِرُوْنَ এর ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, তারা যা আমল করে, কার্য করে, তা অতি নিকৃষ্ট।

মহান আল্লাহ্র বাণী—

(٣٢) وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَآ اِلاَّ لَعِبٌ وَّلَهْوٌ ، وَلَلدَّارُ الْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ ، اَفَلاَ تَعْقِلُوْنَ ○

৩২. পার্থিব জীবনতো ক্রীড়া-কৌতুক ব্যতীত কিছুই নয় এবং যারা তাকওয়া অবলম্বন করে তাদের জন্যে পরকালের আবাসই শ্রেয়, তোমরা কি অনুধাবন করনা?

ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, মৃত্যুর পর পুনরুত্থান অস্বীকারকারী কাফিররা যারা বলে "পার্থিব জীবনই আমাদের প্রকৃত জীবন আমরা পুনরুত্থিত হব না" এ আয়াত দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা তাদের ধারণা ও বক্তব্যকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করছেন। তাদের বক্তব্য প্রত্যাখ্যান করত: আল্লাহ্ তা'আলা বলছেন مَاالْحَيَاةُ الدُّنْيَا اِلاَّ لَعِبٌ وَّلَهْوٌ অর্থাৎ হে লোক সকল! দুনিয়ার আরাম-আয়েশের পেছনে যারা হন্যে হয়ে ঘুরছে, এজগতে তাতো আমি তোমাদের নালালের মধ্যে এনে দিয়েছি, এর ভোগ বিলাস ও আনন্দ উৎসব অর্জনে যারা সদা ব্যস্ত, যারা মত্ত রয়েছে বিলাসিতায়, তারাতো মূলত: ক্রীড়া কৌতুকেই লিপ্ত রয়েছে। যেহেতু এ হচ্ছে স্বল্প দিনের, ক্ষণস্থায়ী অনতি বিলম্বে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের থেকে তা অপসৃত হয়ে যাবে অথবা আকস্মিক এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে, যার ফলে এ বিলাস বৈভব তার কাছে তিক্ত ও রুচিহীন মনে হবে, যেমনটি ক্রীড়া কৌতুকে লিপ্ত ব্যক্তির নিকট অনতি বিলম্বে ক্রীড়া কৌতুকের অসারতা প্রতিভাত হয়। অতঃপর এ অর্থহীন কার্যে অপচয়ের জন্যে অক্ষেপ ও অনুশোচনার সৃষ্টি হয়, তখন দুঃখ তার স্থান দখল করে নেবে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন, হে লোকসকল! পার্থিব জীবন নিয়ে মত্ত থেকনা, বিভ্রান্ত হয়ো না। পার্থিব জীবন নিয়ে প্রত্যারিত যারা, বিভ্রান্ত যারা, শীঘ্রই তারা লজ্জিত হবে। وَلَلدَّارُ الْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ (যারা তাকওয়া অবলম্বন করে তাদের জন্যে পরকালের আবাসই শ্রেয়)। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলার আনুগত্যে কাজ করা এবং যে আখিরাতের কল্যাণ তার অধিবাসীদের জন্যে অটুট থাকবে, সেখানকার আনন্দ তার বাসিন্দাদের জন্যে থাকবে। চিরস্থায়ী সংকার্যের মাধ্যমে সে আখিরাতের জন্যে প্রস্তুতি গ্রহণ করা অবিলম্বে ধ্বংস হয়ে যাওয়া দুনিয়ার চেয়ে উত্তম।

এ দুনিয়াতে তো দুনিয়াদারদের আনন্দ স্থায়ী হবে না, এর ভোগ বিলাস তার অধিবাসীদের জন্যে চিরস্থায়ী নয়। لِلَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ (যারা তাকওয়া অবলম্বন করে তাদের জন্যে) অর্থাৎ যারা আল্লাহকে ভয় করে তার নির্দেশ পালনে অবাধ্যতা পরিহার করে এবং দ্রুত তাঁর সন্তুষ্টির দিকে অগ্রসর হয় মুত্তাকী হয়ে তাদের জন্যে। اَفَلاَ تَعْقِلُوْنَ (তোমরা কি অনুধাবন কর না) অর্থাৎ পুনরুত্থান অস্বীকারকারী এ সকল লোক আমি যা বিবৃত করি তার মাহাত্ম্য কি তা উপলব্ধি করতে পারে না, আমি যে বলি দুনিয়ার জীবন ক্রীড়া কৌতুক মাত্র তা কি তারা বুঝাতে পারে না?

তারাতো প্রতিনিয়ত দেখছে যে, তাদের কতক মৃত্যু মুখে পতিত হচ্ছে। অপর কতক বিনাশ হয়ে মরছে এবং অপর কতক হচ্ছে বিপদগ্রস্ত, আকস্মিক দুর্ঘটনার সন্ত্রস্ত। এ সকল ঘটনঅঘটনে বোধশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তিদের জণ্যে উপদেশ ও সর্তকবাণী রয়েছে যেন দুনিয়ার প্রতি আকৃষ্ট না হয় এবং দুনিয়ার দাসে পরিণত না হয়। এ সকল ঘটনায় সুস্পষ্ট দলীল ও প্রমাণ বিদ্যমান যে, এ দুনিয়ার একজন পরিকল্পনাকারী ও প্রতিপালক রয়েছেন; একক ও একনিষ্ঠভাবে যাঁর ইবাদত করা সৃষ্টি জগতের কর্তব্য, অন্য তাঁর সাথে শরীক না করে ঐকান্তিকভাবে যাঁর উপাসনা করা জগতবাসীর অবশ্য করণীয়।

মহান আল্লাহ্র বাণী—

(٣٣) قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَٰكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ ۝

৩৩. অবশ্য আমি জানি যে, তারা যা বলে তা আপনাকে নিশ্চিতই কষ্ট দেয়; কিন্তু তারা আপনাকে তো মিথ্যাবাদী বলে না, বরং সীমালংঘনকারীগণ আল্লাহর আয়াতকে অস্বীকার করে।

ব্যাখ্যা ঃ

ইমান আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নবী মুহাম্মদ (সা) কে বলেন, قَدْ نَعْلَمُ (আমি অবশ্য জানি) হে মুহাম্মদ (সা) إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ (তারা যা বলে তা আপনাকে নিশ্চিতই কষ্ট দেয়) অর্থাৎ মুশরিকগণ যা বলে তা আপনাকে কষ্ট দেয়। মুশরিকদের বক্তব হলো إِنَّهُ كَذَّابٌ তিনি (মুহাম্মদ সা) মিথ্যাবাদী। فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ এর পাঠরীতিতে একাধিক মতামত রয়েছে। কূফা অধিবাসী একদল কিরা'আত বিশেষজ্ঞ তাশদীদ বিহীন فَإِنَّهُمْ لَا يُكْذِبُونَكَ পাঠ করেছেন অর্থাৎ তাদের নিকট আল্লাহ তা'আলার যে ওহী আপনি নিয়ে এসেছেন, তাতে তারা আপনাকে মিথ্যা বলে না এবং এটির যথার্থতা ও বিশুদ্ধতাকে তারা প্রতিরোধ করে না, রবং এর বিশুদ্ধতা সম্পর্কে তারা নিঃসন্দেহ ওয়াকিফহাল। তবে মুখে তারা এটি অস্বীকার করে। তাতে ঈমান আনেনা।

কতক বিশেষজ্ঞ বাগধারা উদ্ধৃতি করে বলেছেন, "কোন লোক মিথ্যা কথা নিয়ে আসলে তারা বলে" أَكْذَبْتُ الرَّجُلَ। আর কোন লোক মিথ্যুক, তা যদি আপনি বিবৃত করেন তখন তাদের ভাষায় বলা হয় كَذَّبْتُهُ (আপনি তাকে মিথ্যুক বলেছেন) মদীনা, ইরাক, কূফা ও বসরার একদল কিরাআত বিশেষজ্ঞ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ পাঠ করেছেন অর্থাৎ জ্ঞানের দিক থেকে তারা আপনাকে মিথ্যাবাদী বলে না, বরং তারা জানে যে, আপনি সত্যবাদী। তারা আপনাকে মিথ্যাবাদী বলে শুধু মুখে, হিংসা ও গোঁড়ামী বশতঃ। ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, এ ক্ষেত্রে আমার নিকট সঠিক বক্তব্য এই যে, উল্লেখিত উভয় কিরাআতই সু-প্রসিদ্ধ। প্রত্যেক কিরাআতের পিছনে উল্লেখযোগ্য সংখ্যাক কিরাআত বিশেষজ্ঞের সমর্থন রয়েছে এবং প্রত্যেক কিরাআতের যুক্তিসঙ্গত উৎস রয়েছে।

এতে কোন সন্দেহ নেই যে, মুশরিকদের একটি দল হযরত রাসূলুল্লাহ (সা) কে মিথ্যা বলত, আল্লাহ তা'আলা তাঁকে যে বিশেষ দানে ভূষিত করেছেন, সে নবুওয়াতকে প্রতিরোধ করতে চাইত। তাদের কেউ

কেউ বলত, মুহাম্মদ (সা) কবি আর কেউ বলত তিনি জ্যোতিষি আর অপর একদল বলত তিনি উম্মাদ। তিনি আসমান থেকে যে ওহী নিয়ে এসেছেন এবং বিশ্ব প্রতিপালক তাঁর প্রতি যা নাযিল করেছেন সবই মুখে তা অস্বীকার করত। তাদের মধ্যে কতক এমন ছিল যে, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ব্যাপার তাদের নিকট স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল এবং তার নবুয়তের বিশুদ্ধা তারা উপলব্ধি করেছিল এতদ্বসত্ত্বেও সত্যদ্রোহী হয়ে হিংসা বিদ্বেষের বশবর্তী হয়ে তারা তাঁর নবুওয়াত অস্বীকার করে। সুতরাং যারা فَانَّهُمْ لاَيُكَذِّبُوْنَكَ পাঠ করেন তাদের কিরআত সঠিক এ অর্থে যে, যারা আপনার নবুওয়াতের যথার্থতা উপলব্ধি করে এবং আপনার বক্তব্যের সত্যতা অনুধাবন করে, তারপর এ কুরআন আল্লাহ তা'আলার অবতীর্ণ, আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে আগত তা মুখে অস্বীকার করে অথচ তারা নিশ্চিত জানে যে, তা আল্লাহ তা'আলার নিকট থেকে এসেছে।

اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُوْنَهُ كَمَا يَعْرِفُوْنَ اَبْنَاءَهُمْ

(যাদেরকে কিতাব দিয়েছি তাঁরা তাকে সেরূপ চিনে যেরূপ তাঁদের সন্তানগণ। সূরা আন'আম ঃ ২০)

আল্লাহ তা'আলার এ বাণী সুস্পষ্ট দলীল যে, তাদের মধ্যে কেউ কেউ এমন ছিল রাসূলুল্লা (স)-এর সত্যতা ও তাঁর নবুওয়াতের যথার্থতা সম্পর্কে নিশ্চিত জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও ঔদ্ধত্য সহকারে তারা তা অস্বীকার করত। অনুরূপভাবে যারা فَانَّهُمْ لاَيُكَذِّبُوْنَكَ পাঠ করেছেন তারাও সঠিক এ অর্থে যে, তারা রাসূলুল্লাহ (সা)কে মিথ্যাবাদী বলছে বিদ্বেদ বশত: অজ্ঞতা বশত: নয়। আমরা তো পূর্বে উল্লেখ করেছি যে, তাদের মধ্যে এমন লোক ছিল, যারা ছিল এরূপ স্বভাবের অধিকারী।

আমাদের দেওয়া প্রত্যেক ব্যাখ্যায় একদল তাফসীরকারের সমর্থন রয়েছে। যারা বলেছেন যে, এর অর্থ "তারা আপনার প্রতি মিথ্যা আরোপ করে না, বরং আপনি আল্লাহ তা'আলর সত্য নবী—এ জ্ঞান থাকা সত্ত্বেওতারা সত্যকে অস্বীকার করে"

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১৩১৯০. আবূ সালিহ (র) থেকে বর্ণিত। قَدْ نَعْلَمُ اِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِىْ يَقُوْلُوْنَ فَانَّهُمْ لاَيُكَذِّبُوْنَكَ আয়াত প্রসঙ্গে তিনি বলেন, একদি রাসূলুল্লাহ (সা) দুঃখ ভারাক্রান্ত মনে উপবিষ্ট ছিলেন। তখন সেখানে আগমন করেন হযরত জিবরাঈল (আ)। তিনি রাসূলুল্লাহ (সা) কে উদ্দেশ্য করে বললেন, কিসে আপনাকে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত করেছে? রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, ওরা আমায় মিথ্যাবাদী বলছে। তখন হযরত জিবরাঈল (আ) বললেন, তারা আপনাকে মিথ্যাবাদী বলেনি মোটেই, তারা নিশ্চিত জানে যে, আপনি সত্যবাদী, বরং জালিমগণ আল্লাহর আয়াত গুলোকে অস্বীকার করেছে।

১৩১৯১. আবূ সালিহ (র) থেকে অপর সনদে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ (সা) দুঃখিত মনে উপবিষ্ট ছিলেন। তখন হযরত জিবরাঈল (আ) তথায় আগম করলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ (সা) কে বললেন,আপনি দুশ্চিন্তাগ্রস্ত কেন? "ওরা আমায় মিথ্যাবাদী বলেছে"—তিনি উত্তর দিলেন। জিবরাঈল (আ) বললেন, "তারা তো আপনাকে মিথ্যাবাদী বলেনি,তারা নিশ্চিতভাবে জানে যে, আপনি সত্যবাদী জালিমগণ বরং আল্লাহর আয়াতগুলোকে অস্বীকার করেছে।"

১৩১৯২. কাতাদা (র) থেকে বর্ণিত। وَلٰكِنَّ الظّٰلِمِيْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ يَجْحَدُوْنَ আয়াত প্রসঙ্গে তিনি বলেন,তারা জানে যে, আপনি আল্লাহর রাসূল, অথচ তারা অস্বীকার করে।

১৩১৯৩. সুদ্দী (র) থেকে বর্ণিত। قَدْ نَعْلَمُ اِنَّهٗ لَيَحْزُنُكَ الَّذِىْ يَقُوْلُوْنَ فَاِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُوْنَكَ وَلٰكِنَّ الظّٰلِمِيْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ يَجْحَدُوْنَ আয়াত প্রসঙ্গে তিনি বলেন, বদর দিবসে আখনাস ইব্‌ন শরীক বানূ যুহরা গোত্রের লোকজনকে বল্‌ল " হে বানু যুহরা ! মুহাম্মদ (সা) তোমাদের ভাগ্নে। ভাগ্নের উপ আক্রমণ থেকে বিরত থাকা তোমাদের সর্বাধিক কর্তব্য। কারণ তিনি যদি প্রকৃত নবী-ই হন তবে আজ তোমরা তার বিরুদ্ধে লড়বেই না। আর তিনি যদি মিথ্যাবাদীও হন তবুও ভাগ্নের উপর আক্রমণ থেকে বিরত থাকা তোমাদের কর্তব্য। তোমরা এখানে দাঁড়িয়ে থাক, আমি আবুল হিকামের (আবূ জাহ্‌ল) সাথে সাক্ষাত করে আসি। যুদ্ধে মুহাম্মদ (সা) পরাজিত হলে তোমরা নির্বিঘ্নে নিরাপদে বাড়ী ফিরে যাবে, আর মুহাম্মদ (সা) বিজয়ী হলেও তোমাদের ভয়ের কোন কারণ নেই। তারাতো তোমাদের আপন সম্প্রদায়। তারা তোমাদের কোন অনিষ্ট করবে না।" এ আত্মরক্ষা মূলক কুটিল বুদ্ধির জন্যে সেদিন থেকে সে আখনাস (গা বাঁচানো লোক) নামে প্রসিদ্ধ হয়। তার আদি নাম ছিল উবায়। আখনাস ও আবূ জাহ্‌ল এক জায়গায় মিলিত হল। আবূ জাহ্‌লকে নির্জনে ডেকে নিয়ে আখনাস বলল, " হে আবাল হিকাম! আমাকে সত্য করে বলুন তো, মুহাম্মদ (সা) সত্যবাদী না মিথ্যুক? আমাদের গোপন আলাপ শুনবে তৃতীয় কেউ এখানে নেই।"

তখন আবূ জাহ্‌ল বল্‌ল "ধুত্তুরি, আল্লাহর শপথ, নিশ্চয়ই মুহাম্মদ (সা) সত্যবাদী। মুহাম্মদ কখনো মিথ্যা বলেননি। তবে ব্যাপার হচ্ছে পতাকা বহন, প্রহরা দান, হাজীদের পানি পান করানো এবং নবুওয়াতের মর্যাদা সবগুলোই যদি মুহাম্মদ (সা) এর গোত্র বানূ কুসায় নিয়ে যায় তবে কুরায়শের অবশিষ্ট গোত্রদের জন্যে থাক্‌বে কোন্‌টা?" এই হচ্ছে আল্লাহ তা'আলা বাণী فَاِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُوْنَكَ وَلٰكِنَّ الظّٰلِمِيْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ يَجْحَدُوْنَ। আল্লাহর আয়াত অর্থ মহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

১৩১৯৪. হযরত সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র (রা) থেকে বর্ণিত। فَاِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُوْنَكَ আয়াতের ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, তারা মুহাম্মদ (সা) কে মিথ্যাবাদী বলতনা, রবং আল্লাহ্‌র আয়াতগুলোকে প্রত্যাখ্যান করত। যে সকল তাফসীরকার বলেছেন যে এর অর্থ ঃ "তারা আপনাকে মিথ্যাবাদী বলে না বরং আপনি যা নিয়ে এসেছেন তা প্রত্যাখ্যান করে।"

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১৩১৯৫. নাজিয়া (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম (সা) কে উদ্দেশ্য করে আবূ জাহ্‌ল বলেছিলেন, আমরা আপনাকে অপবাদ দিই না, তবে আপনি যা নিয়ে এসেছেন, তাতে অপবাদ দিই। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা নাযিল করেন فَاِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُوْنَكَ وَلٰكِنَّ الظّٰلِمِيْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ يَجْحَدُوْنَ

১৩১৯৬. নাজিয়া ইব্ন কা'ব থেকে বর্ণিত। আবূ জাহ্ল হযরত রাসূলুল্লাহ (স) কে বলেছিল, আমরা আপনাকে মিথ্যাবাদী বলিনা, রবং আপনি যা নিয়ে এসেছেন তা প্রত্যাখ্যান করি। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাযিল করেন। অপর কতেক তাফসীকার বলেন, বরং অর্থ এই ঃ আপনি যা নিয়ে এসেছেন, তারা তা বাতিল করে না।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১৩১৯৭. মুহাম্মদ ইব্ন কা'ব (র) থেকে বর্ণিত। فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ আয়াত প্রসঙ্গে তিনি বলেন, আপনার হাতে যা আছে, তারা তা বাতিল করে না।

আল্লাহ তা'আলার বাণী ঃ وَلَٰكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ (বরং সীমা লংঘনকারীরা আল্লাহ্র আয়াত্কে অস্বীকার করে) অর্থাৎ বস্তুতঃ আল্লাহর সাথে শিরককারী বা আল্লাহর প্রমাণসমূহ অর্থাৎ তার কিতাব ও রাসূল অস্বীকার করে এবং এগুলোর বিশুদ্ধতা প্রত্যাখ্যান করে। তাফসীরকার সুদ্দী (র) বলেন, এখানে আল্লাহর আয়াত অর্থ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। এ সম্পর্কিত বর্ণনা আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করছি।

মহান আল্লাহ্র বাণী—

(٣٤) وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا ۚ وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ۚ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ ○

৩৪. আপনার পূর্বেও অনেক রাসূলকে অবশ্যই মিথ্যাবাদী বলা হয়েছিল; কিন্তু তাদেরকে মিথ্যাবদী বলা ও ক্লেশ দেওয়া সত্ত্বেও তারা ধৈর্য ধারণ করেছিল, যে পর্যন্ত না আমার সাহায্য তাদের নিকট এসেছে। আল্লাহর আদেশ কেউ পরিবর্তন করতে পারে না। প্রেরিত পুরুষদের সম্বন্ধে কিছু সংবাদ তো আপনার নিকট এসেছে।

ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, এ আয়াত আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রতি সান্তনাবাণী। আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে তাঁর সম্প্রদায়ের নিকট তিনি যে সত্য নিয়ে এসেছিলেন তারা তা প্রত্যাখ্যান করায় তিনি যে মনোবেদনা অনুভব করেছিলেন, তার পরিপ্রেক্ষিতে এ আয়াতে তাঁর প্রতি আশ্বাসবাণী। আল্লাহ তা'আলা বলেন, হে মুহাম্মদ (সা)! আপনার সম্প্রদায়ের এ মুশরিকরা যদি আপনাকে প্রত্যাখ্যান করে, আপনার নবুওয়াত অস্বীকার করে এবং আয়াতগুলোর আল্লাহর নিকট থেকে আগমন অগ্রাহ্য করে, তাতে আপনি এ প্রত্যাখ্যান ও যাবতীয় দুঃখ-ক্লেশে ধৈর্য ধারণ করুন, যতক্ষণ না আল্লাহর সাহায্য আসে। আপনার পূর্ববর্তী উম্মতদের নিকট আমি যে সকল রাসূল প্রেরণ করেছিলাম তো তারাও প্রত্যাখ্যাত হয়েছিলেন, মিথ্যাবদীর অপবাদ পেয়েছিলেন এবং নিজ নিজ উম্মৎ থেকে দুর্ব্যবহারের সম্মুখীন হয়েছিলেন। উম্মতের প্রত্যাখ্যানের মুখে তারা ধৈর্য ধারণ করেছিলেন।

দুষ্টজনের এ অপতৎপরতা তাদেরকে আল্লাহর নির্দেশ অর্থাৎ সম্প্রদায়ের প্রতি দীনের দাওয়াত পরিচালনা থেকে টলাতে পারে নি। অবশেষে তাদের উভয় দলের মাঝে আল্লাহ তা'আলা চূড়ান্ত ফায়সালা

করে দেন। وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمٰتِ اللّٰهِ (আল্লাহর আদেশ কেউ পরিবর্তন করতে পারে না) অর্থাৎ আল্লাহর বাণী পরিবর্তন করার শক্তি কারো নেই। আয়াতে كَلِمٰتِ اللّٰهِ আল্লাহর বাণী অর্থাৎ নবী মুহাম্মদ (স.) এর প্রতি নাযিলকৃত আল্লাহ তা'আলার সাহায্যের প্রতিশ্রুতি। যারা মুহাম্মদ (স.)-এর বিরোধিতা করবে, তাদের বিরুদ্ধে তাঁকে সাহায্য করার এবং যারা তাঁর দাওয়াত পরিত্যাগ করে মুখ ফিরিয়ে চলে যাবে তাদের বিরুদ্ধে বিজয় দান করার যে অঙ্গীকার আল্লাহ তা'আলা করেছেন, তাই।

لَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَّبَإِ الْمُرْسَلِيْنَ (প্রেরিত পুরুষদের সম্বন্ধে কিছু সংবাদ তো আপনার নিকট এসেছে) অর্থাৎ হে মুহাম্মদ (সা)! আপনার পূর্বে যে সকল রাসূল আগমন করেছিলেন, তাদের ও তাদের উম্মতদের কিছু তথ্য তো আপনার নিকট নিশ্চয়ই এসেছে। উম্মতগণ যখন আমার আয়াতসমূহ অস্বীকার করল আর তাদের ভ্রম ও ভ্রান্তিতে সীমা ছাড়িয়ে গেল তখন তাদের সাথে আমি যে আচরণ করেছি, তার কিছু সংবাদ আপনার নিকট এসেছে। انباء এর ব্যবহার না করে نبا উল্লেখ করা হয়েছে এ জন্যে যে, من শব্দ দ্বারা انباء এর প্রতি ইঙ্গিত পাওয়া যায়। আল্লাহ তা'আলা বলেন, পূর্ববর্তী রাসূলদের উম্মতগণ তাদেরকে প্রত্যাখ্যান করায় আমার পক্ষ থেকে রাসূলদের প্রতি যে সাহায্য ও বিজয় এসেছিল, আপনিও অনুরূপ সাহায্য ও বিজয়ের অপেক্ষা করুন এবং উম্মতের পক্ষ থেকে নির্যাতন ও অত্যাচারের মুখে তাঁরা যে ধৈর্য ধারণ করেছিলেন, আপনিও তা অনুসরণ করুন।

তাফসীরকারগণ এ আয়াতের অনুরূপ ব্যাখ্যা করেছেন।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১৩১৯৭. কাতাদা (র) থেকে বর্ণিত। وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوْا عَلٰى مَا كُذِّبُوْا আয়াত প্রসঙ্গে তিনি বলেন, এতদ্বারা আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবী (সা) কে সান্তনা দিচ্ছেন, যা তোমরা শ্রবণ করছ এবং তাকে তিনি অবহিত করেছেন যে তাঁর পূর্বযুগে রাসূলগণ প্রত্যাখ্যাত হয়েছিলেন, তখন তারা ধৈর্য ধারণ করেছিলেন। অবশেষে আল্লাহ তা'আলা তাদের মাঝে ফায়সালা করে দিয়েছেন, তিনিই সর্বোত্তম ফায়সালাকারী।

১৩১৯৯. দাহ্হাক (র) থেকে বর্ণিত। আলোচ্য আয়াত প্রসঙ্গে তিনি বলেন, এতদ্বারা আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবী (সা) কে সান্তনা দিচ্ছেন।

১৩২০০. ইব্ন জুবায়র (র) থেকে বর্ণিত, আলোচ্য আয়াত প্রসঙ্গে তিনি বলেন, আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবী (স.) কে সান্তনা দিচ্ছেন।

মহান আল্লাহর বাণী—

(٣٥) وَاِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ اِعْرَاضُهُمْ فَاِنِ اسْتَطَعْتَ اَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْاَرْضِ اَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاۤءِ فَتَاْتِيَهُمْ بِاٰيَةٍ ؕ وَلَوْ شَاۤءَ اللّٰهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدٰى فَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْجٰهِلِيْنَ ۝

৩৫. যদি তাদের উপেক্ষা আপনার নিকট কষ্টকর মনে হয় তবে সম্ভব হলে ভূগর্ভে সুড়ঙ্গ অথবা আকাশে সোপান অন্বেষণ করুন এবং তাদের নিকট কোন নিদর্শন আনুন। আল্লাহ ইচ্ছে করলে তাদের সকলকে অবশ্য সৎপথে একত্র করতেন। সুতরাং আপনি মূর্খদের অন্তর্ভুক্ত হবেন না।

ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, হে মুহাম্মদ (সা) ! এ সকল মুশরিকদের আপনার প্রতি উপেক্ষা, যে সত্যসহকারে আপনাকে আমি প্রেরণ করেছি আপনার আনীত ওই বিষয়ের সত্যায়ন থেকে তাদের পলায়ন যদি আপনার নিকট কষ্টকর মনে হয় এবং তাদের পক্ষ থেকে আগত অনাকাংখিত আরচরণে আপনি যদি ধৈর্য ধারণ করতে না পারেন তবে فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ (সম্ভব হলে ভূ-গর্ভে সুড়ঙ্গ অন্বেষণ করুন) অর্থাৎ খরগোশের গর্তের ন্যায় ভূমিতে কোন গর্ত তৈরী করতে যদি সক্ষম হন এবং তাতে প্রবেশে সমর্থ হন أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ (অথবা আকাশে সোপান অন্বেষণ করুন) অর্থাৎ আরোহণের বাহন খুঁজে নেয়া যদি সম্ভব হয়, যার মাধ্যমে উপরে উঠা যায়, যেমন সিঁড়ি ইত্যাদি. যেমন কবির কবিতা—

لاَتُحْرِزُ الْمَرْءَ أَحْجَاءُ الْبِلاَدِ وَلاَ - يُبْنَى لَهُ فِي السَّمٰوتِ السَّلاَلِيمُ

নগরীর প্রান্তসমূহ মানুষকে রক্ষা করতে পারে না এবং তার জন্যে আকাশে সোপানও নির্মিত হয় না। (মাজাযুল কুরআন ঃ আবূ উবায়দা ঃ ১৯০)। فَتَأْتِيَهُمْ অতঃপর যদি একটি আয়াত আনতে পারেন অর্থাৎ আপনার বক্তব্যের সত্যতায় আমি যা দিয়েছি তা ছাড়া কোন দলীল প্রমাণ উপস্থিত করতে পারেন তবে তা নিয়ে আসুন।

আমরা যা বলেছি, তাফসীরকারগণও তাই বলেছেন।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১৩২০১. হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। وَإِنْ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ আয়াত প্রসঙ্গে তিনি বলেন النَّفَقَ। অর্থ সুড়ঙ্গ বা গর্ত অর্থাৎ যদি সুড়ঙ্গ খুঁজে পান এবং তাতে প্রবেশ করেন فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ অতঃপর কোন নিদর্শন নিয়ে আসতে পারেন أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ অর্থাৎ যদি আকাশে আরোহণের সিঁড়ি খুঁজে পান, অতঃপর তাতে চড়ে আমার নিদর্শনের চেয়ে উৎকৃষ্ট নিদর্শন নিয়ে আসতে পারেন তবে তা করুন।

১৩২০২. কাতাদা (র) থেকে বর্ণিত। আলোচ্য আয়াত প্রসংগের তিনি বলেন, نَفَقًا অর্থ সুড়ঙ্গ আর سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ অর্থ আকাশে আরোহণের সোপান, সিঁড়ি।

১৩২০৩. সুদ্দী (র) থেকে বর্ণিত। আলোচ্য আয়াত প্রসংগে তিনি বলেন, النَّفَقُ। অর্থ সুড়ঙ্গ আর السُّلَّمُ। অর্থ আরোহণ যন্ত্র-সোপান।

১৩২০৪. হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। نَفَقًا فِي الْأَرْضِ অর্থ মাটিতে সুড়ঙ্গ। বাক্যের প্রসঙ্গ দ্বারা শর্ত (شرط)-এর উত্তর (جزاء) সম্পর্কে ইঙ্গিত পাওয়া যায় এবং শ্রোতৃবৃন্দ উহার অর্থ অনুধাবন করতে পারে বিধায় আয়াতে উত্তর (جزاء) উল্লেখ কর হয়নি। যে ক্ষেত্রে শ্রোতাদের নিকট

বাক্যের অর্থ বোধগম্য হয়, সে ক্ষেত্রে আরবগণ এ রীতি ব্যবহার করে, তখন একে-অন্যকে বলে ঃ إن استطعت أن تنهض معنا في حاجتنا। আমাদের কর্মোপলক্ষ্যে তুমি যদি আমাদের সাথে যেতে পার إن قدرت على معونتنا। তুমি যদি আমাদের সাহায্য করতে সমর্থ হও, বাক্য দ্বয়ে উত্তর (جزاء) অনুল্লেখ রয়েছে। বক্তার উদ্দেশ্য إن قدرت على معونتنا فافعل তুমি যদি আমাদেরকে সাহার্য করতে সমর্থ হও তবে তা কর। হ্যাঁ, উত্তরের উল্লেখ ব্যতীত সম্বোধিত ব্যক্তি ও শ্রোতা যদি অর্থ উপলব্ধি করতে না পারে তবে তারা উত্তর অনুল্লেখ রাখে না। إن تقم। (তুমি যদি দাঁড়াও) এতটুকু বলে নীরব থাকা তা তারা করে না।

কারণ এ ধরনের বাক্য উল্লেখ না করলে শ্রোতা বাক্যের অর্থ উপলব্ধি করতে পারে না। এ ক্ষেত্রে বলা হয় إن تقم تصب خيرا। (তুমি যদি দাঁড়াও তোমার ভাল হবে) অথবা إن تقم فحسن (আপনি দাঁড়ালে তা ভাল) ইত্যাদি। আয়াতে শর্ত-এর উত্তর (جزاء) বিলুপ্ত করা হয়েছে। এর দৃষ্টান্ত আরব কবির কবিতায় ও বিদ্যমান—فبحظ مما نعيش ولا تذهب بك الترهات في الأهوال

যতটুকু নিয়ে আমরা জীবন যাপন করি, তুমিও ততটুকু নিয়ে জীবন যাপন কর, অসার ও অনর্থ তোমাকে বিপদ সংকুল স্থানে যেন না টানে। এর অর্থ فبحظ مما نعيش فعيشي যতটুকু আমরা জীবন যাপন করছি তুমিও ততটুকু জীবন যাপন কর।

আল্লাহ তা'আলার বাণী ঃ وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدٰى فَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْجٰهِلِيْنَ। (আল্লাহ ইচ্ছা করলে তাদের সকলকে অবশ্য সৎপথে একত্র করতেন। সুতরাং আপনি মূর্খদের অন্তর্ভুক্ত হবেন না)-এর ব্যাখ্যা ঃ ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, হে মুহাম্মদ (সা)! এ সব কাফিরেরা যারা আপনাকে প্রত্যাখ্যান করেছে এবং তাদের প্রত্যাখ্যানে আপনি ব্যথিত হচ্ছেন, আমি যদি তাদেরকে দীনে সুদৃঢ় থাকার বিষয়ে ঐক্যবদ্ধ করতাম এবং ইসলামের সঠিক পথে একত্রিত করতাম, যার ফলে তোমাদের সবার কথা এক হয়, তোমাদের ও তাদের মাযহাব এক হয়, তোমাদের সকলকে সত্যের উপর ঐক্যবদ্ধ করা আমার জন্যে দুরূহ নয়। আমার ক্ষমতায় আমি তাতে সক্ষম, তবে আমার সৃষ্টি সম্পর্কে আমার অনাদি এবং তাদের সৃষ্টি ও দেহাকৃতি প্রদানের পূর্বে তাদের ব্যাপারে আমার সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে আমি তা করছিনা فَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْجٰهِلِيْنَ। (সুতরাং আপনি মূর্খদের অন্তর্ভুক্ত হবেন না) অর্থাৎ হে মুহাম্মদ (সা) ! আল্লাহ তা'আলা ইচ্ছা করলে তার ক্ষমতা বলে তামাম সৃষ্টি জগতকে হিদায়াতের উপর ঐক্যবদ্ধ করতে পারেন, একথা যারা জানে না, অনুধাবন করতে পারে না, আপনি তাদের দলভুক্ত হবেন না। আপনি অন্তর্ভুক্ত হবেন না সে সকল লোকের, যারা জানে যে, জাগতের যারা আল্লাহর সাথে কুফরী করছে, তাদের ক্ষেত্রে আল্লাহর অনাদি জ্ঞানের প্রেক্ষিতে এবং তাদের ব্যাপারে আল্লাহর সিদ্ধান্ত মুতাবিক-ই- তারা এ আচরণ করছে এবং কাফিরদের এ কর্মকাণ্ড তাদের ইখতিয়ার ও ইচ্ছাধীন অনুসারে ঘটছে, জোর জবরদস্তি ও বাধ্যতামূলক নয়।

সৃষ্টি সম্পর্কিত আল্লাহ্ তা'আলার এ নীতির যথার্থতা যখন আপনি অনুধাবন করবেন তখন সত্যের প্রতি আপনার আহ্বান উপেক্ষাকারী মুশরিকদের উপক্ষো এবং সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের প্রত্যাখান আপনার নিকট অসহ্য ও কষ্টকর মনে হবে না। এ প্রসঙ্গে আমরা যা বলেছি, তাফসীরকারগণও তা বলছেন।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১৩২০৫. হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। আলোচ্য আয়াত সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা বলছেন, আমি যদি ইচ্ছা করতাম তবে সবাইকে হিদায়াত ও সৎ পথে ঐক্যবদ্ধ করতাম।

ইমাম আবু জা'ফর তাবারী (র) বলেন, কাদারিয়া সম্প্রাদায়ের আহ্‌লি তাফবীয অর্থাৎ যারা মানুষকে স্বয়ংসম্পূর্ণ, স্বনির্ভর ও সর্বেসর্বা মনে করে এবং এ ধারণা পোষণ করে যে, মানব জীবনে মানুষের কর্মের সর্বময় ক্ষমতা মানুষকে সোপর্দ করা হয়েছে, মানুষ স্বীয় ক্ষমতা বলে যা ইচ্ছা তা করতে পারে। মানুষের কর্ম সৃষ্টির পেছনে তার ইচ্ছাই যথেষ্ট; তাদের এ মতবাদের ভ্রান্তির ওপর আয়াতটি সুস্পষ্ট প্রমাণ। কাদরিয়া সম্প্রদায়ের লোকেরা এ কথা অস্বীকার করে যে, আল্লাহ্ তা'আলার নিকট দয়ার ভাণ্ডার রয়েছে, তাঁর সৃষ্টি জগতের যাকে তিনি তা দোয়ার ইচ্ছা করেন তাকে এ দয়া প্রদর্শন করেন এবং সে ব্যক্তি সত্য পথ প্রাপ্ত হয়, আল্লাহর প্রতি অনুগত হয়, হিদায়াতের পথে ফিরে আসে, সত্য গ্রহণ করে এবং কুফরী ও ভ্রান্তির ওপর সত্যকে অগ্রাধিকার প্রদান করে।

কারণ আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা দিয়েছেন যে, যারা তার সাথে কুফরী করছে তাদেরকে যদি তিনি হিদায়াত প্রদানের ইচ্ছা করতেন, তারা সবাই হিদায়াতের ওপর ঐক্যবদ্ধ হোক তা যদি তিনি চাইতেন তবে তিনি তা করতেনই। এ তো সন্দেহাতীত যে, তাদের ব্যাপারে তিনি যদি তা করতেন তবে তারা সবাই হিদায়াত ও সৎপথ প্রাপ্ত হয়ে যেত, প্রথভ্রষ্ট থাকত না। তারা সবাই হিদায়াত প্রাপ্ত হয়ে গেলে তা নিঃসন্দেহে তাদের জন্যে কল্যাণ হত। আল্লাহ্ তা'আলা কর্তৃক তাদেরকে হিদায়াতের ওপর ঐক্যবদ্ধ না করা মূলতঃ তাদের জন্যে যা কল্যাণময় ছিল তা পরিত্যাগ করা; অথচ তা করতে আল্লাহ্ তা'আলা সক্ষম। ইচ্ছাকৃতভাবে তিনি এ কাজ বর্জন করেছেন। সুতরাং তার এ বর্জন সুস্পষ্ট দলীল যে, হিদায়াত পর্যন্ত পৌঁছার এবং ঈমান আনয়নের সকল উপায় উপকরণ আল্লাহ্ তা'আলা বান্দাদের প্রতি হস্তান্তর করেন নি, প্রদান করেন নি।

মহান আল্লাহ্‌র বাণী—

(٣٦) إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ ۘ وَالْمَوْتَىٰ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ۝

৩৬. যারা শ্রবণ করে শুধু তারাই আল্লাহর ডাকে সাড়া দেয়। আর মৃতকে আল্লাহ পুনর্জীবিত **করেন; অতঃপর তাঁর দিকেই তারা প্রত্যাবর্তন করবে।**

ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, "অত্র আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ্ তায়ালা তাঁর নবী মুহাম্মদ (স) কে লক্ষ্য করে বলেন, আপনি যাদেরকে তাদের প্রতিপালকের একত্ত্ববাদের দিকে আহ্বান করেন ও আপনার নবুয়তকে স্বীকার করার জন্যে দাওয়াত দিয়েছেন, তারা আপনার আহ্বানের প্রতি সাড়া দেয়া থেকে ও আপনার নবুয়ত স্বীকার করা থেকে যেরূপ বিরত থাকছে, তা যেন আপনার কাছে কষ্টের কারণ

না হয়। কেননা আপনি যে মহৎ বিষয়ের প্রতি আহবান করেছেন, তার প্রতি শুধু তারাই সাড়া দেয় যাদেরকে সত্যের প্রতি ঝুঁকে পড়ার জন্যে তাদের শ্রবণ শক্তিকে আল্লাহ তা'আলা সুপ্রশস্ত করে দিয়েছেন এবং সঠিক পথের অনুসরণকে তাদের জন্যে সহজ করে দিয়েছেন। আর যাদের শ্রবণ শক্তিতে আল্লাহ তা'আলা মোহর মেরে দিয়েছেন, তারা আল্লাহ তাআলা ও তাঁর সঠিক পথের প্রতি আপনার আহ্বানকে এমনিভাবে অনুধাবন করে যেমন পশু পাল স্বীয় রাখালের হাক-ডাক ছাড়া আর কিছুই শ্রবণ করে না। তাদের বৈশিষ্ট্য আল্লাহ তা'আলা কুরআনুল কারীমের সুরা বাকারার ১৭১ নং আয়াতে বর্ণনা করে বলেন صُمٌّ بُكْمٌ عُمْىٌ فَهُمْ لاَ يَعْقِلُوْنَ অর্থাৎ তারা বধির, মূক, অন্ধ। সুতরাং তারা বুঝবেনা। অন্য কথায় তাদের কর্ণ হিতোপদেশ শ্রবণে অসমর্থ, তাদের অন্তর সদুপদেশ গ্রহণে অপেক্ষা ও চক্ষু সৎপথ দর্শনে বাধাপ্রাপ্ত। এটাকে রূপক অর্থে মোহর করে দেযঅ ও দৃষ্টি শক্তির উপর আবরণ বলা হয়েছে।

আয়াতাংশ وَالْمَوْتٰى يَبْعَثُهُمُ اللّٰهُ এর মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা বলেন, "আল্লাহ তা'আলা কাফিরদেরকে মৃতদের সাথে পুনরুত্থান করবেন। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা কাফিরদেরকে এমন মৃতদের মধ্যে গণ্য করেন, যারা কোনরূপ আওয়াজ শুনেনা; আহবান অনুধাবন করে না ও কোন কথার অর্থ বুঝে না। কেননা তারা আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক নাযিলকৃত আয়াতসমূহ সম্পর্কে গুরুত্ব সহকারে চিন্তা ভাবনা করে না ও এগুলো হতে কোনরূপ উপদেশ গ্রহণ করেনা। অন্যথায় তারা আল্লাহ তা'আলার রাসূলগণের প্রতি মিথ্যা আরোপ ও তাদের বিরোধিতা থেকে বিরত থাকত।

যারা এমত পোষণ করেন ঃ

১৩২০৬. মুজাহিদ (র) হতে বর্ণিত। তিনি অত্র আয়াতাংশ اِنَّمَا يَسْتَجِيْبُ الَّذِيْنَ يَسْمَعُوْنَ এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, এখানে মুমিন বান্দাদের কথা বলা হয়েছে, তারাই উপদেশ গ্রহণ করে। আয়াতাশে উল্লেখিত وَالْمَوْتٰى দ্বারা কাফিরদেরকে বুঝানো হয়েছে। তাদেরকে মৃতদের সাথে আল্লাহ তাআলা পুনরুত্থান করবেন।

১৩২০৭. অন্য এক সূত্রে মুজাহিদ (র) থেকে অনুরূপ বর্ণিত রয়েছে।

১৩২০৮. কাতাদাহ (র) হতে বর্ণিত। তিনি অত্র আয়াতাংশ اِنَّمَا يَسْتَجِيْبُ الَّذِيْنَ يَسْمَعُوْنَ -এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, "অত্র আয়াতাংশটি একটি মু'মিন বান্দার উপমা, যে বান্দা আল্লাহ তা'আলার প্রেরিত কিতাবকে মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করে; এর দ্বারা উপকার লাভ করে এবং এটাকে অনুধাবন করার চেষ্টা করে। তবে যারা আল্লাহ তা'আলার প্রেরিত আয়াত সমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করে তারা প্রকতৃপক্ষে বধির ও মূক। এটা এমন একজন কাফিরের উপমা, যে বধির ও মূক; আমার হিদায়াতকে অবলোকন করে না এবং উক্ত হিদায়াত দ্বারা উপকৃত হয় না।

১৩২০৯. হাসান বসরী (র) হতে বর্ণিত। তিনি অত্র আয়াত اِنَّمَا يَسْتَجِيْبُ الَّذِيْنَ يَسْمَعُوْنَ الاية -এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, "অত্র আয়াতাংশে মু'মিনগণের কথা বলা হয়েছে এবং অত্র আয়াতাংশে উল্লেখিত اَلْمَوْتٰى দ্বারা কাফিরদেরকে বুঝানো হয়েছে।

১৩২১০. হাসান বসরী (র) হতে বর্ণিত। তিনি অত্র আয়াত اِنَّمَا يَسْتَجِيْبُ الَّذِيْنَ يَسْمَعُوْنَ وَالْمَوْتٰى يَبْعَثُهُمُ اللّٰهُ -এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, "অত্র আয়াতাংশে উল্লেখিত الموتى। শব্দের অর্থ হচ্ছে কাফিরবৃন্দ।

উপরোক্ত আয়াতে উল্লেখিত ثُمَّ اِلَيْهِ يُرْجَعُوْنَ আয়াতাংশের অর্থ হচ্ছে, " তারপর ঐ সব মু'মিন বান্দা আল্লাহ তা'আলার প্রতি প্রত্যানীত হবেন, যাঁরা আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের ডাকে সাড়া দিয়েছিলেন এবং ঐসব কাফির ও আল্লাহ তা'আলার প্রতি প্রত্যানীত হবে, যারা তোমার কথা হৃদয়ঙ্গম করতে পারেনি; কেননা আল্লাহ তা'আলা তাদের ও তোমার উপদেশ হৃদয়ঙ্গম করার মাঝে অন্তরায় সৃষ্টি করে দিয়েছেন। তারপর মু'মিন বান্দাকে দুনিয়ায় কৃত নেক আমলের জন্য মু'মিন বান্দাদের প্রতি কৃত প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী সওয়াব প্রদান করা হবে এবং কাফিরদের প্রতি কৃত প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী এ কাফিরকেও শাস্ত প্রদান করা হবে। আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রতি অণু পরিমাণ যুল্‌মও করবেন না।

মহান আল্লাহ্র বাণী—

(٣٧) وَقَالُوْا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ اٰيَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ ؕ قُلْ اِنَّ اللّٰهَ قَادِرٌ عَلٰۤى اَنْ يُّنَزِّلَ اٰيَةً وَّلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ۝

৩৭. তারা বলে, তাঁর প্রতিপালকের নিকট হতে তাঁর নিকট কোন নিদর্শন অবতীর্ণ হয়না কেন? বল, নিদর্শন নাযিল করতে আল্লাহ সক্ষম। কিন্তু তাদের অধিকাংশই জানে না।

ব্যাখ্যা ঃ

'আল্লামা আবূ জা'ফর মুহাম্মদ ইবন জারীর তাবারী (র) বলেন, অত্র আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, যারা তাদের প্রতিপালকের সাথে দেব-দেবীকে সমকক্ষ মনে করে এবং আল্লাহ তা'আলার আয়াত সমুহের প্রতি পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে, তারা বলে, 'মুহাম্মদ (স)-এর প্রতি তার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে কোন নির্দশন কেন নাযিল হল না? অন্য কথায় এখানে উল্লেখিত لَوْلَا-এর অর্থ হচ্ছে هَلَّا অর্থাৎ কে না? প্রসিদ্ধ কবি জারীর বলেন,

تَعُدُّوْنَ عَقْرَ النَّيْبِ اَفْضَلَ مَجْدِكُمْ + بَنِىْ ضَوْطَرَى لَوْلَا الْكَمِىُّ الْمُقَنَّعَا

অর্থাৎ হে বনী দাওতারা! অন্যদের প্রতি তোমরা তোমাদের দন্তাঘাতকে তোমাদের জন্যে সম্মানের উচ্চ শিখর মনে কর, তবে সুপ্ত গুণাবলীকে কেন ইজ্জত-সম্মানের উৎস বলে মনে করনা ?

এখানে لولا الكمى এর অর্থ হচ্ছে هلا الكمى অর্থাৎ সুপ্ত গুণাবলী কেন নয় ?

আয়াতে উল্লেখিত الاية। শব্দটির অর্থ হচ্ছে العلامة। চিহ্ন বা নমুনা।

সূরা ফুরকানের ৭ ও ৮ নং আয়াতে আল্লাহ তা'আলা কাফিরদের আচরণ বর্ণনার্থে বলেন,

مَالِهٰذَا الرَّسُوْلِ يَاْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِىْ فِى الْاَسْوَاقِ لَوْلَا اُنْزِلَ اِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُوْنَ مَعَهٗ نَذِيْرًا اَوْ يُلْقٰى اِلَيْهِ كَنْزٌ اَوْ تَكُوْنُ لَهٗ جَنَّةٌ يَاْكُلُ مِنْهَا

অর্থাৎ (কাফিররা বলে), এ কেমন রাসূল যে আহার করে এবং হাটে, বাজারে চলাফেরা করে; তাঁর নিকট কোন ফিরিশ্‌তা কোন অবতীর্ণ করা হলনা, যে তাঁর সংগে থাকত সতর্ককারীরূপে? কিংবা তাঁকে ধন-ভাণ্ডার দেয়া হয় না কেন অথবা তাঁর একটি বাগান নাই কেন, যা হতে সে আহার সংগ্রহ করতে পারে? অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা নবী মুহাম্মদ (সা) কে সম্বোধন করে বলেছেন, হে মুহাম্মদ ! উপরোক্ত উক্তির প্রবক্তাদেরকে বলে দাও, নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা যেকোন নিদর্শন নাযিল করতে সক্ষম। অন্য কথায় তারা যা চাচ্ছে তা তারা যা প্রশ্ন করছে এগুলোর বিরুদ্ধে আল্লাহ তা'আলা দলীল ও প্রমাণ পেশ করতে সক্ষম। কিন্তু যারা এরূপ নিদর্শন চাচ্ছে, তাদের অধিকাংশই বুঝেনা যে নিদর্শন নাযিল করলে তাদের উপর কিরূপ বালা-মুসীবত নাযিল হতে পারে। তাদে উপর নিদর্শন নাযিল না করার কারণ ও হিকমত তারা বুঝতে পারে না; যদি তারা তাদের উপর নিদর্শন নাযিল না করার কারণ ওর হস্য বুঝতে পারত তাহলে তারা এরূপ বলত না এবং তোমাকেও তারা এরূপ প্রশ্ন করত না। আসলে তারা এ সম্পর্কে কিছুই জানেনা।

মহান আল্লাহর বাণী—

(٣٨) وَمَا مِنْ دَآبَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَٰٓئِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّآ أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ ۚ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَٰبِ مِنْ شَيْءٍ ۚ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ ۝

৩৮. ভূপৃষ্ঠে বিচরণকারী এমন জীব নেই অথবা নিজ ডানার সাহায্যে এমন কোন পাখী উড়েনা, যা তোমাদের মত একটি উম্মত নয়। কিতাবে আমি কোন কিছুরই উল্লেখ বাদ দেইনি; অতঃপর আপন প্রতিপালকের দিকে তাদের সকলকেই একত্র করা হবে।

ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম আবূ জাফর মুহাম্মদ ইবন জারীর তাবারী (র) বলেন, অত্র আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা নবী মুহাম্মদ (স)কে লক্ষ্য করে বলেন, তোমা থেকে প্রত্যাবর্তনকারী ও আল্লাহ তা'আলার নিদর্শন সমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্নকারী কাফিরদের বলে দিন হে সম্প্রদায়! তোমরা যে সব কাজ আঞ্জাম দিচ্ছ তা থেকে অল্লাহ তা'আলাকে গাফিল বা অবগতহীন মনে করোনা কিংবা তোমরা যা অর্জন করবে তার প্রতিদান আল্লাহ তা'আলা দেবেন না এরূপ ধারণাও করো না। আর তিনি তোমাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে কেমন করে গাফিল বা অবগতহীন থাকবেন? কিংবা তিনি এগুলোর প্রতিদান থেকে বিরত থাকবেন ? অথচ ভূপৃষ্ঠে বিচরণশীল ছোট বড় যে কোন জীবের কার্যকলাপ কিংবা আকাশে নিজ ডানার সাহার্যে উড়ন্ত যে কোন পাখীর কার্য কলাপ সম্পর্কে তিনি গাফিল নন। বরং তাদেরকে বিভিন্ন গোত্র, জাতি, শ্রেণীতে বিন্যস্ত করে রেখেছেন; তাদের এক শ্রেণী অন্য শ্রেণীকে চিনে, যেমন তোমরা একে অন্যকে চিন। যে কাজের প্রতি এদেরকে অনুগত করা হয়েছে, তারা সেই কাজ করে থাকে যেমন তোমরা তোমাদের স্বীয় কাজ কাম আন্‌জাম দিয়ে থাক। তাদের উপকার কিংবা অপকারের জন্যে তারা যে কাজ করে থাকে তারা তার জন্যে দায়ী হয়। তাদের সব রকমের কার্য কলাপের হিসাব, মূল কিতাব বা লাওহে মাহফুযে সংরক্ষিত রয়েছে। এরপর

আল্লাহ তা'আলা তাদের মৃত্যুদান করবেন, তাদের পুনরুত্থান করবেন এবং কিয়ামতের দিন তাদের কাজের প্রতিফল দান করবেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, সেই প্রতিপালক ভূপৃষ্ঠে বিচরণশীল জীব-জন্তু ও আকাশে উড্ডীয়মান পশুপাখী সমূহের যাবতীয় কার্যকলাপের সংরক্ষণকে বিনষ্ট করেন না; বরং তাদের বিচরণ ও যাবতীয় কার্যকলাপ সম্পর্কে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন, তাদের কার্যকলাপের হিসাব; মূল কিতাব বা লাওহে মাহফুযে সরংরক্ষণ করে থাকেন। হাশর মাঠে তাদেরকে একত্রিত করবেন ও ভূপৃষ্ঠে কৃত তাদের অতীত কার্যকলাপের প্রতিদান প্রদান করবেন। সুতরাং তোমাদের কার্যকলাপ বিনষ্ট করা ও তোমাদের কৃত কার্যকলাপের সংরক্ষণে কোন প্রকার ত্রুটির আশ্রয় না নেয়ার তিনিই হচ্ছেন উপযুক্ত সত্ত্বা। হে মানব সমাজ সেই সত্ত্বা বা আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে একত্রিত করবেন এবং তোমাদের সকলের হিসেব নেবে, যদি কেউ কল্যাণের কাজ করে থাকে তাহলে তার জন্যে রয়েছে কল্যাণমূলক প্রতিদান। আর অকল্যাণের কাজ করে থাকলে তার জন্যে অকল্যাণমূলক প্রতিফল থাকবে নির্ঘাত। যেহেতু তোমাদেরকে এমন নি'আমতসমূহ আল্লাহ তা'আলা বিশেষভাবে দান করেছেন এবং তোমাদের জন্যে তাঁর এমন এমন অনুগ্রহ বিস্তৃত রেখেছেন যা তোমাদের ব্যতীত দুনিয়ার অন্যদের জন্যে বরাদ্দ করা হয়নি, সেহেতু তোমরা এইরূপ নি'আমতের জন্যে আল্লাহ তা'আলার শুকর করার অধিক হকদার এবং তোমাদের পক্ষে মহান আল্লাহর নির্দেশিত আদেশ সম্বন্ধে অবগত হওয়া বেশী প্রয়োজন। কেননা তিনি তোমাদেরকে যাবতীয় বস্তু সমূহের খারাপ ও উত্তমের মধ্যে পার্থক্য করার বেধশক্তি প্রদান কররেছেন। তিনি তোমাদেরকে এমন অনুধাবন শক্তি প্রদান করেছেন, যা জীব-জন্তু ও পশু পাখীকে দান করেননি। আর যদ্বারা তোমরা তোমাদের উপকার ও অপকারের মধ্যে পার্থক্য অনুধাবণ করে থাক।

আমাদের বর্ণিত উপরোক্ত তাফসীরের অনুরূপ ব্যাখ্যাকারীগণ ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন।

যারা এমত পোষণ করেন ঃ

১৩২১১. মুজাহিদ (র) হতে বর্ণিত। তিনি আয়াতাংশ أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ -এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, বাক্যাংশের অর্থ হচ্ছে বিভিন্ন শ্রেণীভুক্ত, অথচ তাদের নামের মাধ্যমে তারা সুপরিচিত ও চিহ্নিত।

১৩২১২. অন্য এক সূত্রেও অনুরূপভাবে মুজাহিদ (র) হতে বর্ণিত রয়েছে।

১৩২১৩. কাতাদাহ (র) হতে বর্ণিত। তিনি অত্র আয়াত وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِى الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَّطِيْرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ -এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেছেন, এ আয়াতের ভাবার্থে বুঝা যায়, পাখীরা একটি উম্মত, মানব জাতি একটি উম্মত এবং জিন জাতি একটি উম্মত।

১৩২১৪. সুদ্দী (র) হতে বর্ণিত। তিনি আয়াতাংশ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ। এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, আয়াতের অর্থ إِلَّا خَلَقَ أَمْثَالُكُم। অর্থাৎ তোমাদের ন্যায় তারাও এক একটি উম্মত।

১৩২১৫. ইবন জুরাইজ (র) হতে বর্ণিত। তিনি অত্র আয়াত وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِى الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَّطِيْرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ=এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, 'অণু-পরমাণু এমনকি তার চেয়ে অধিক ক্ষুদ্র ভূ পৃষ্ঠে বিচরণকারী যে কোন জন্তুই আল্লাহ তা'আলার মাখলুক বা উম্মত হিসেবে বিবেচ্য।

অত্র আয়াতে উল্লেখিত مَافَرَّطْنَا فِى الْكِتَابِ مِنْ شَىْءٍ আয়াতাংশটির অর্থ হচ্ছে مَاضَيَّعْنَا اِثْبَاتَ شَىْءٍ فِيْهِ অর্থাৎ অত্র কিতাবে কোন বস্তুরই প্রমাণ প্রদান করা থেকে আমি বিরত থাকিনি।

এ প্রসঙ্গে নিম্নে বর্ণিত তিনটি অভিমত প্রণিধানযোগ্য ঃ

১৩২১৬. আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি অত্র আয়াতাংশ مَافَرَّطْنَا فِى الْكِتَابِ مِنْ شَىْءٍ এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, আয়াতের অর্থ হচ্ছে مَاتَرَكْنَا شَيْئًا الاقدكتبناه فى ام الكتاب অর্থাৎ মূল কিতাবে লিপিবদ্ধ করা ব্যতীত কোন বস্তুই আমি রাখিনি।

১৩২১৭. ইবন যাইদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি আলোচ্য আয়াতাংশ এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, এর অর্থ হচ্ছে, আমরা কিতাব সম্পর্কে অচলাবস্থার আশ্রয় নেইনি। প্রত্যেক বস্তুই মূল বিতাবে রেকর্ডভুক্ত।

১৩২১৮. অন্য এক সূত্রেও ইবন যাইদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি আলোচ্য আয়াতাংশ এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, এর অর্থ হচ্ছে প্রতিটি বস্তুই মুল কিতাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে। আলোচ্য আয়াতাংশ ثُمَّ اِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُوْنَ এ উল্লেখিত حشر শব্দটির অর্থ নিয়ে ব্যাখ্যাকারীগণ একাধিক মত প্রকাশ করেন। তাদের কেউ কেউ বলেছেন, তাদের حشر এর অর্থ হচ্ছে, তাদের মৃত্যু।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১৩২১৯.আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি অত্র আয়াত وَمَامِنْ دَابَّةٍ فِى الْاَرْضِ وَلَاطَائِرٍ يَّطِيْرُ بِجَنَاحَيْهِ اِلَّا اُمَمٌ اَمْثَالُكُمْ এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, অত্র আয়াতে উল্লেখিত জীব-জন্তুর মৃত্যুই হচ্ছে তাদের জন্যে তাদের হাশর।

১৩২২০. অন্য এক সূত্রেও আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি অত্র আয়াতাংশ ثُمَّ اِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُوْنَ এরা তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, আয়াতের উল্লেখিত حشر দ্বারা موت কে বুঝানো হয়েছে।

১৩২২১. দাহ্হাক (র) হতে বর্ণিত। তিনি অত্র আয়াতাংশ ثُمَّ اِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُوْنَ এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, আয়াতাংশে উল্লেখিত حشر দ্বারা মৃত্যু বুঝানো হয়েছে।

আবার কেউ কেউ বলেন, এ স্থানে حشر দ্বারা কিয়ামতের দিন পুনরুত্থানের জন্যে একত্রিত করাকে বুঝানো হয়েছে।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১৩২২২. আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি অত্র আয়াতাংশ اِلَّا اُمَمٌ اَمْثَالُكُمْ مَافَرَّطْنَا فِى الْكِتَابِ مِنْ شَىْءٍ ثُمَّ اِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُوْنَ এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন,

কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা সমস্ত মাখলুককে একত্রিত করবেন। অতঃপর যেসব বস্তুর শিং ছিলনা তাদেরকে শিং ও শক্তি দেয়া হবে, যাতে প্রতিশোধ গ্রহণ করতে পারে। তারপর এদেরকে আল্লাহ তা'আলা বলবেন, "তোমরা মাটি হয়ে যাও। এ একারণে কাফিরগণ বলবে ঃ হায়, আফফোস - আমি যদি মাটি হয়ে যেতাম। (সূরা নাবা)

১৩২২৩. হযরত আবূ যর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা একদিন হুজুর (সা) এর দরবারে ছিলাম। এমন সময় দুইটি বকরী একে অন্যকে গুতো মারল। হুজুর (সা) বললেন, "তোমরা কি জান এগুলো কেন একে অন্যকে গুতো মারছে?" সাহাবীগণ বললেন, "আমরা তা জানি না।" হুজুর (সা) বললেন, তবে আল্লাহ তা'আলা জানেন এবং শীঘ্রই তাদের মাঝে ফায়সালা করে দিবেন।

১৩২২৪. হযরত আবূ যর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হুজুর (সা)-এর সামনে দুইটি বকরী একটি অপরটিকে গুতো মারছে। তখন হুজুর (সা) আমাকে বললেন, 'হে আবূ যর! তুমি কি জান তারা কি জন্য একে অপরকে গুতো মারছে। আমি বললাম, না। তিনি বললেন, তবে আল্লাহ জানেন এবং শীঘ্রই তাদের মধ্যে তিনি ফায়সালা করে দেবেন। হযরত আবূ যর (রা) বলেন, আমাদেরকে ছেড়ে হুজুর (সা) চলে গেছেন, তবে কোন পাখী আকাশে তার পাখা মেলে উড়ে না বরং আমরা তার সম্বন্ধে মহানবী (সা) থেকে কিছু না কিছু জেনে নিয়েছি।

ইমাম আবূ জা'ফর মুহাম্মদ ইবন জরীর তাবারী (র) বলেন, এ আয়াতের তাফসীর সম্পর্কে আমাদের বিশুদ্ধ অভিমত হচ্ছে এ যে, আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে প্রতিটি বস্তু ও পাখী সম্বন্ধে সংবাদ দিয়েছেন যেগুলোকে আল্লাহর নিকট একত্রিত করা হবে। এ আয়াতের উল্লেখিত حشر বা একত্রিতকরণ দ্বারা কিয়ামতের হাশরকে পৃথক পৃথকী ভাবে বুঝানো ও বৈধ। আবার মৃত্যুর দ্বারা حشر বা একত্রিকরণকে বুঝানোও বৈধ। পুনরায় দুই ধরনের حشر কে বুঝানোও বৈধ। প্রকাশ্য আয়াতে কোন প্রকার প্রমাণ নেই এমনকি মহানবী (সা) হতে বর্ণিত কোন হাদীসেও প্রমাণ নেই যে, অত্র আয়াতাংশ ثُمَّ اِلٰى رَبِّهِمْ يُحْشَرُوْنَ উল্লেখিত حشر দ্বারা কি বুঝানো হয়েছে। কেননা আরবী ভাষায় حشر এর অর্থ جمع বা একত্র করা। যেমন সূরা স্যাদের ১৯নং আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ وَالطَّيْرَ مَحْشُوْرَةً كُلٌّ لَّهٗ اَوَّابٌ অর্থাৎ আর সমবেত বিহংগ কুলকেও; (নিয়োজিত করেছিলাম) সকলেই ছিল তাঁর অভিমুখী। এখানে محشورة এর অর্থ হচ্ছে مجموعة অর্থাৎ সমবেত। যখন এটা প্রমাণ হল যে, حشر এর অর্থ সমবেত হওয়া আর আল্লাহ তা'আলা নিজ মাখলুখকে নিজের দিকে কিয়ামতের দিন সমবেত ও একত্রিত করবে এবং মৃত্যুর মাধ্যমেও তাদেরকে একত্রিত করে থাকেন, সুতরাং বিশুদ্ধতম অভিমত হবে আয়াতের অর্থকে সাধারণভাবে ব্যবহার করা। যেমন আল্লাহ তা'আলা আয়াতে প্রকাশ্য অর্থকে সাধারণ ভাবে প্রয়োগ করেছেন। আর এরূপ বলা বৈধ যে, প্রতিটি জন্তু পাখী ধ্বংসের পর ও কিয়ামতের দিন পুনরুত্থানের পর আল্লাহ তা'আলার সমীপে সমবেত হবে। কেননা মহা পরাক্রমশালী আল্লাহ তা'আলা সামগ্রিক ভাবেই অত্র আয়াতের ইরশাদ করেছেন, ثُمَّ اِلٰى رَبِّهِمْ يُحْشَرُوْنَ অর্থাৎ তারপর

নিজ প্রতিপালকের দিকে তাদের সকলকেই একত্র করা হবে। অত্র আয়াতে কাউকে বিশেষ ভাবে সমবেত ও একত্রিত করার কথা বলা হয়নি।

যদি কেউ এখানে প্রশ্ন করেন যে, কোন পাখীই তার স্বীয় ডানা ব্যতীত উড়ে না। তাহলে, নিজ ডানার সাহায্যে এমন কোন পাখী উড়ে না-বলার কারণ কি থাকতে পারে? এরূপ সংবাদ প্রদানে অর্থাৎ পাখীর দুইটি ডানার সাহায্যে উড়ার সংবাদ প্রদানে কি কোন উপকার বা যুক্তিকতা নিহিত আছে?

উত্তরে বলা যায়, পূর্বেই বলা হয়েছে যে, মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ তা'আলা এ কিতাবটিকে নবী (সা)-এর সম্প্রদায়ের ভাষায় অবতীর্ণ করেছেন এবং তাদের বাচনভঙ্গি ও সুপরিচিত বাগ ধারায় তাদেরকে সম্বোধন করেছেন। আরবী ভাষাভাষীরা যখন তাদের কথায় অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করতে চায় তখন তারা বলে থাকে كَلَّمتُ فُلاَنًا بِفَمِى অর্থাৎ আমি নিজ মুখে অমুকের সাথে কথা বলেছি। وَمَشَيتُ اِلَيهِ بِرِجلِى অর্থাৎ আমি নিজের পায়ে হেটে তার নিকট গিয়েছি। ضَرَبتُهُ بِيَدِىٌ অর্থাৎ আমি তাকে নিজ হাতে প্রহার করেছি। তাদের দৈনন্দিন জীবনে সুপরিচিত ও ব্যবহৃত অনুরূপ বাগ ধারা ও প্রবাদ বাক্যানুযায়ী আল্লাহ তা'আলা কুর'আন মজীদে তাদেরকে সম্বোধন করেছেন। যেমন সূরায় সাদের ২৩নং আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন اِنَّ هٰذَا اَخِىْ لَهٗ تِسْعٌ وَّتِسْعُوْنَ نَعْجَةً وَّلِىَ نَعْجَةٌ وَّاحِدَةٌ- অর্থাৎ এ আমার ভাই তার রয়েছে নিরানব্বইটি দুম্বা এবং আমার রয়েছে মাত্র একটি দুম্বা। এখানে واحدة শব্দটি দ্বারা তাগিদ বুঝানো হয়েছে।

মহান আল্লাহ্র বাণী—

(٣٩) وَالَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا صُمٌّ وَّبُكْمٌ فِى الظُّلُمٰتِ ؕ مَنْ يَّشَاِ اللّٰهُ يُضْلِلْهُ ؕ وَمَنْ يَّشَاْ يَجْعَلْهُ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ○

৩৯. যারা আমার আয়াতকে অস্বীকার করে তারা বধির ও মূক অন্ধকারে রয়েছে। যাকে ইচ্ছা আল্লাহ বিপথগামী করেন এবং যাকে ইচ্ছা তিনি সরল পথে স্থাপন করেন।

ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম আবূ জা'ফর মুহাম্মদ ইবন জারীর তাবারী (র) বলেন, অত্র আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেন যে, যারা আল্লাহ তা'আলার নিদর্শনাদি, আলামত ও উপস্থাপিত দলীলাদিকে অস্বীকার করে, তারা হক কথা শ্রবণ থেকে বধির এবং হককথা বলা থেকে মূক, তারা কুফরীর অন্ধকারে দিশেহারা রয়েছে। আল্লাহ তা'আলার বলেন, কাফির কুফুরীর অন্দকারে হাবুডুবু খায়; সে আল্লাহ তা'আলা নিদর্শনাদি দেখার মত দেখে না। যদি দেখতো তাহলে সে এগুলোর প্রতি গুরুত্ব আরোপ করত এবং জানতে পারত যে, যে সত্ত্বা তাকে সৃষ্টি করেছেন এবং তাকে বাড়িয়েছন তারপর তাকে জীবন যাপনের প্রশিক্ষণ দিয়েছেন এবং তাতে উত্তম জ্ঞান দান করেছেন, তাকে প্রয়োজন মোতাবেক পরিমিত অংগ প্রত্যঙ্গ দান করেছেন এবং তার শরীরের সঠিক অংগ প্রত্যঙ্গকে সুস্থ সবল সৃষ্টি করেছেন। তিনি তাকে অনর্থক সৃষ্টি করেননি এবং

তাকে বিনা কারণে পড়ে থাকতে অনুমতি দেননি, তিনি তাকে যে সব অঙ্গ প্রত্যঙ্গ প্রদান করেছেন, তা শুধু মাত্র তাঁর আনুগত্য ও সন্তুষ্টি অর্জনের জন্যে ব্যবহার করতে সৃষ্টি করেছেন, তাঁর অবাধ্যতা ও অসন্তুষ্টির কাজে ব্যবহার করতে অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলোকে সৃষ্টি করেননি। কাজেই, একজন কাফির কুফুরীর অন্ধকারে হাবুডুবু খাওয়ায় ও কুফুরীর ছত্র ছায়ায় হতবুদ্ধি বিধায় কুরআনে কারীমে আল্লাহ তা'আলা তার জন্যে যা কিছু সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন এবং অন্যান্য উম্মতের পথে কিয়ামতের দিন সে যে আফসোস করবে, তা থেকে সে গাফিল রয়েছে। এরপর আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা দিয়েছেন যে, তিনি তাঁর মাখলূক থেকে যাকে চান ঈমান থেকে সরিয়ে কুফুরীর দিকে ধাবিত করে গুমরাহ করেন এবং যাকে হিদায়াত করতে চান তাকে সহজ সরল পথ প্রদর্শন করেন। তাঁকে তার নিজ ফযল ও করমে কুফুরী ও তাঁর রাসূলগণ ও তারা যা কিছু নিয়ে এসেছেন তার প্রতি কুফুরী না করে ঈমানের প্রতি তাওফীক প্রদান করেন। তিনি তাঁর মাখলূক থেকে ঐ ব্যক্তিকেই হিদায়াতের পথ দেখান, যার জন্যে পূর্বেই সৌভাগ্য লিখা রয়েছে। আর তিনি ঐ ব্যক্তিকেই গুমরাহ করেন, যার তকদীরে পূর্ব থেকেই দুর্ভাগ্য লিখে রেখেছেন। তাঁর হাতেই সমস্ত কল্যাণের চাবিকাটি। যত দয়া মেহেরবানী সবই তাঁর এবং তাঁরই ইখতিয়ারে রয়েছে সৃষ্টি ও প্রশাসন।

ইমাম আবূ জা'ফর মুহাম্মদ ইবন জারীর তাবারী (র) বলেন, আমাদের উপরোক্ত ব্যাখ্যার ন্যায় কাতাদাহ (র) আয়াতের তাফসীর বর্ণনা করেছেন।

১৩২২৫. কাতাদাহ (র) হতে বর্ণিত। তিনি অত্র আয়াতে উল্লেখিত علم ربكم শব্দদ্বয়ের ব্যাখ্যায় বলেন, এটা একজন কাফিরের উপমা। ربكم ও رصم তারা, যারা হিদায়াতের পথ দেখে না এবং তা থেকে উপকৃত হয় না। সঠিক পথ থেকে সরে, কুফরীর অন্ধকারে নিমজ্জিত রয়েছে তা থেকে সে বের হতে পারছে না, বরং তার মধ্যে হাবুডুবু খায়।

মহান আল্লাহর বাণী—

(٤٠) قُلْ أَرَءَيْتَكُمْ إِنْ أَتَٰكُمْ عَذَابُ ٱللَّهِ أَوْ أَتَتْكُمُ ٱلسَّاعَةُ أَغَيْرَ ٱللَّهِ تَدْعُونَ إِن كُنتُمْ صَٰدِقِينَ ۝

৪০. হে রসূল! আপনি বলুন, তোমরা ভেবে দেখ যে, আল্লাহর শাস্তি তোমাদের উপর আপতিত হলে অথবা তোমাদের নিকট কিয়ামত উপস্থিত হলে, তোমরা কি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকেও ডাকবে? যদি তোমরা সত্যবাদী হও।

ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম আবূ জা'ফর মুহাম্মদ ইবন জারীর তাবারী (র) বলেন, অত্র আয়াতে উল্লেখিত ارءيتكم শব্দটির ব্যাখ্যা নিয়ে আরবী ভাষাভাষীগণ একাধিক মত প্রকাশ করেছেন। বছরার কিছু কিছু আরবী ব্যাকরণবিদ বলেন ارءيتكم শব্দটিতে تاء এর পরে كاف অক্ষরটি সম্বোধন বুঝাবার জন্যে এসেছে। تاء অক্ষরটিতে فتحه দেওয়া হয়েছে। যেমন, একবচন حاضر এর ক্ষেত্রে দেওয়া হয়ে থাকে। তারা আরো বলেন, رويدك زيدا বাক্যটিতে যেরূপ كاف অক্ষরটি সম্বোধনের জন্য উল্লেখ করা হয়েছে, অনুরূপ ভাবে এখানেও সম্বোধনের জন্য كاف অক্ষরটি উল্লেখ করা হয়েছে। ارود زيدا বাক্যটির

অর্থ হবে যায়দকে ছেড়ে দাও। এ كاف টির حرف হিসেবে কোন স্থানীয় اعراب নেই। তাকে فتحه ও দেওয়া যাবেনা কিংবা رفع ও দেওয়া যাবে না এটা ذاك এর كاف এর মতই সম্বোধনের জন্যে ব্যবহৃত হয়েছে। অনুরূপ ভাবে আরবরা বলে থাকে اَبْصَرْكَ زَيْداً এখানেও كاف অক্ষরটি সম্বোধনের জন্যে ব্যবহৃত হয়েছে।

আবার তাদের কেউ কেউ বলেন ارايتكم ان اتاكم এর অর্থ হলো ارايتم। অর্থাৎ তোমরা কি দেখ না? তারা আরো বলেন, এরূপ كاف তাগিদ সহকারে সম্বোধনের জন্যে ব্যবহার হয়ে থাকে। ارايتكم এর تاء একবচন اسم বুঝাবার জন্যে ব্যবহৃত হয়েছে। অনুরূপ ভাবে كاف ও সম্বোধনের ক্ষেত্রে একবচন, দ্বিবচন ও বহুবচনের মধ্যে পার্থক্যের সময় একই ভাবে ব্যবহার হয়ে তাকে। যেমন একবচন পুংলিঙ্গ ও নিকটের জন্যে هذا এবং মধ্যবর্তী দুরত্বের জন্য ذلك আর স্ত্রীলিংগ দূরের জন্যে تلك এবং বহুবচনের জন্যে اولئك। সুতরাং সম্বোধন বুঝাবার জন্যে كاف ব্যবহার হয়ে থাকে। এটা اسم নয় কিন্তু تاء হলো اسمএকবচন ও বহুবচনে ব্যবহৃত হয়। كاف একই অবস্থায় থাকে। যেমন আরবগণ বলে থাকে لَيْسَكَ الاَّ زَيْد অর্থাৎ সেখানে যায়িদ ব্যতীত অন্য কেউ নেই এখানে ليسك এর অর্থ হলো لاسما অনুরূপ ভাবে তারা বলে থাকে لاَسِيَّكَ زَيد অর্থাৎ বিশেষ করে যায়িদ। এখানে لاسيك এর অর্থ হবে لاسيما অনুরূপভাবে তারা বলে যাকে وبَلاَكَ অর্থাৎ হাঁ, তারা বলে وبئسك رجلا অথবা ولنعمك رجلا অর্থাৎ সে খুবই খারাপ লোক অথবা সে খুবই ভাল লোক। তারা আরো বলে আকে انظرك زيدا مااصنع به কিংবা وابصرك ما اصنع به অর্থাৎ তার প্রতি লক্ষ্য কর।

আবার কেউ কেউ বলেন, তারা বলে ابصركم ما اصنع به অর্থাৎ তোমরা লক্ষ্য কর। তারা বলে انظركم زيدا অর্থাৎ যায়দের প্রতি তাকাও। বনূ কিলার গোত্রের কোন কোন সদস্যকে বলতে শোনা যায় اتعلمك। অর্থাৎ তিনি এখানে كاف ব্যবহার করেন। অথচ তিনি যুরিম্মা বৃহৎ গোত্রের কবি।

কূফার কোন কোন নাহু শাস্ত্রবিদ বলেন, ارايتك عمرا -এর মধ্যে অধিকাংশ সময় همزه বাদ দিয়ে পড়া হয়। তারা আরো বলেন, ارايتك এর মধ্যে كاف অক্ষরটি محل نصب এ রয়েছে। প্রকৃত পক্ষে, বাক্যটি যেন ছিল নিম্নরূপ ارايت نفسك على غير هذه الحال। তারা আরো বলেন, كاف অক্ষরটি দ্বিবচন, বহুবচন ও স্ত্রীলিংগে ব্যবহার হয়ে থাকে। দ্বিবচনে বলা হয়ে থাকে ارايتكما। বহুবচন পুলিংগে বলা হয়ে থাকে ارايتموكم। এবং স্ত্রীলিংগে বলা হয়ে থাকে ارايتكن। সম্বোধনকৃত ব্যক্তির কাজটি তার প্রতি সোপর্দ করে তার সম্বন্ধে তাকে প্রশ্ন করা হয়। তারপর ব্যাপক হারে ব্যবহারের দরুণ ت অক্ষরটিকে একবচন পুংলিঙ্গ, স্ত্রীলিংগ, দ্বিবচন ও বহুবচনের ক্ষেত্রে একই অবস্থায় ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

কাজেই তারা বহুবচন পুংলিঙ্গের ক্ষেত্রে বলে থাকে ارايتكم زيدا ما صنع বহুবচন স্ত্রীলিংগের ক্ষেত্রে বলে থাকে ارايتكن زيدا ما صنع। কাজেই তারা تاء কে একবচন এবং كاف কে দ্বিবচন ও বহুবচনে ব্যবহার করে থাকে। আর كاف কে تاء এর স্থলাভিষিক্ত মনে করে। যেমন, আল্লাহ তা'আলা কুরআনে কারীমের সুরায় আল-হাক্কার ১৯নং আয়াতে বলেন, هاؤم اقرأوا كتابيه এখানে هاؤم এক বচন নেওয়া হয়েছে। তার স্থলাভিষিক্ত হিসেবে اقرأوا কে বহুবচন নেওয়া হয়েছে। একবচনে বলা হয়ে থাকে هاءيارجل এবং هاؤما পুনরায় তারা বলে থাকে هاكم অর্থাৎ দ্বিবচন ও বহুবচনের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র ميم وكاف কে ব্যবহার করে থাকে। কাজেই كاف টি যেন رفع এর অবস্থায় রয়েছে। কেননা, এটা تاء এর পরিবর্তে এসেছে। আর কোন কোন সময় তারা দ্বিবচন, বহুবচন, পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিংগের ক্ষেত্রে كاف কে ব্যবহার করে থাকে। যেমন বলা হয়, عليك زيدا এখানে كاف টি جر এর অবস্থায় আছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটা تاء এর কাজ করেছে তবে লক্ষণীয় যে, অধিকাংশ সময় تاء টি اسم হিসেবে ব্যবহাত হয় এবং তার সাথে حرف استفهام ব্যবহৃত হয়। যেমন বলা হয় ارايتك زيدا هل قام কেননা তখন বাক্যটির অর্থ হয় اخبرنى عن زيد। তারপর যে সম্পর্কে সংবাদ চাওয়া হয়েছে তা বর্ণনা করা হয়েছে। এরূপ একবচন নাম পুরুষের বেলায় অধিকতর ব্যবহার পাওয়া যায়। অন্যান্য রূপান্তরে استفهام সাধারণত: ব্যবহার হয় না। তাই তারা বলে না ارايتك هل قمت কেননা না এরূপ বাক্যের দ্বারা যার সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হয় তারা তার সম্বন্ধে বর্ণনা করার ইচ্ছা প্রকাশ করে থাক। তারপর যে অবস্থা সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হয় তার সম্বন্ধে তারা বর্ণনা করার ইচ্ছা করে। বাক্যের দ্বারা যখন সংবাদ চাওয়া হয় তখন তারা প্রায়ই শর্তের প্রতি উভয়কে উল্লেখ করে থাকে, اسم কে উল্লেখ করে না, যেমন তারা তিন শ্রেণীর বাক্য বলে থাকে

(১) ارايت ان اتيت زيدا هل ياتينا (২) ارايتك ان اتيت زيدا هل ياتينا (৩) ارايت زيدا ان اتيته هل ياتينا

"আল্লামা আবূ জা'ফর মুহাম্মদ" ইবন জারীর তাবারী (র) বলেন, উপরোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা নিম্নরূপ ঃ হে মুহাম্মদ (স)! দেব-দেবী ও মূর্তিগুলোকে আল্লাহ তা'আলার সাথে শরীক বলে ধারণাকারী এ সব লোককে বলুন, হে আমার সম্প্রদায়, যদি তোমাদের উপর আল্লাহ তা'আলার শাস্তি আপতিত হয় যেমন করে তোমাদের পূর্বে উম্মতদের মধ্য হতে কেউ কেউ ভূমিকম্প, আবার কেউ কেউ বজ্র দ্বারা ধ্বংস হয়ে গিয়েছে; অথবা যদি তোমাদের নিকট কিয়ামত এসে যায় যখন তোমরা তোমাদের কবর হতে পুনরায় উঠবে এবং কিয়ামতে অবস্থানের জায়গায় তোমরা দ্রুত ধাবিত হবে, তখন তোমাদের উপর আপতিত দুর্যোগ ও শাস্তি থেকে পরিত্রান পাবার জন্যে তোমরা এক আল্লাহ ব্যতীত অন্যকে ডাকবে কিংবা আল্লাহ ব্যতীত তোমাদের অন্যান্য মাবূদের প্রতি ঝুঁকে পড়বে যারা তোমাদেরকে তোমাদের উপর আপতিত দুর্যোগ ও মহাশাস্তি থেকে পরিত্রাণ দেবে? যদি তোমরা তোমাদের দাবী এবং ধারণায় সত্য হও যে আল্লাহ ব্যতীত তোমরা যে সব মাবূদকে ডাকছ তারা তোমাদের উপকার সাধন করবে কিন্তু তা তারা তোমাদের ক্ষতি করবে তাহলে তোমরা উপরোক্ত কাজটি আঞ্জাম দাও।

মহান আল্লাহর বাণী—

(٤١) بَلْ اِيَّاهُ تَدْعُوْنَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُوْنَ اِلَيْهِ اِنْ شَآءَ وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُوْنَ ٥

৪১. না, শুধু তাকেই ডাকবে? ইচ্ছা করলে যে দুঃখের জন্য তাঁকে ডাকতেছ, তিনি তোমাদের সেই দুঃখ দূর করবেন এবং যাকে তোমরা তাঁর শরীক ও অংশীদার করতে, তা তোমরা বিস্মৃত হবে।

ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম আবু জা'ফর মুহাম্মদ ইবন জারীর তাবারী (র) বলেন, দেব-দেবীদেরকে আল্লাহ তা'আলার সমকক্ষ ধারণাকারীদের দাবীর অসারতা প্রমাণের জন্যে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন যে, হে আল্লাহ তা'আলার সাথে দেব-দেবী ও মূর্তিদের শরীক ধারণাকারীরা, যদি তোমাদের উপর আল্লাহর শাস্তি উপনীত হয়, কিংবা কিয়ামত তোমাদের নিকটবর্তী হয়ে যায় তাহলে তোমাদের প্রতি অপতিত ভয়াবহ অবস্থায় আল্লাহ তাআলা ব্যতীত অন্য দেব-দেবী ও মূর্তিগুলোর প্রতি কি তোমরা আশ্রয় নেবে? না তোমরা ঐ সময় শুধু তোমাদের সৃষ্টিকর্তা ও তোমাদের প্রতিপালককেই ডাকবে; তাঁর কাছেই তোমরা ফরিয়াদ করবে এবং অন্য সবকে বাদ দিয়ে শুধু তাঁর কাছেই ঝুঁকে পড়বে। তারপর তোমরা যে দুঃখের জন্যে তাঁকে ডাকতেছ তিনি সেই দুঃখ দূর করবেন অর্থাৎ যখন তোমরা তাঁর কাছে ফরিয়াদ করবে ও তাঁর কাছে কাতর হয়ে আশ্রয় প্রার্থনা করবে তখন তিনি তোমাদের উপর আপতিত দুঃখ দুর্দশা দূর করার ইচ্ছা করলে তোমাদের থেকে তিনি তা দূর করবেন। কেননা তিনিই সর্বশক্তিমান, তিনিই সবকিছুর মালিক। তোমরা যে সব দেব-দেবী ও মূর্তিকে ডাকছ তারা শক্তিমান ও মালিক নয়। তারপর আল্লাহ তা'আলা বলেন. যাকে তোমরা তাঁর শরীক করতে তা তোমরা বিস্মৃত হবে। অর্থাৎ যখন আল্লাহ তা'আলার শাস্তি আসবে, কিংবা কিয়ামত তার ভয়াবহ অবস্থা নিয়ে তোমাদের দ্বার প্রান্তে হাজির হবে তখন তোমাদের ইবাদতের বেলায় তোমরা আল্লাহ তা'আলার সাথে যাকে শরীক করছ তাকে তোমরা ভুলে যাবে। অন্য কথায় যে সব দেব-দেবী ও মূর্তিকে আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত ডাকছ ও উপাসনা করছ, এদেরকে তখন তোমরা ভুলে যাবে।

মহান আল্লাহর বাণী—

(٤٢) وَلَقَدْ اَرْسَلْنَآ اِلٰٓى اُمَمٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَاَخَذْنٰهُمْ بِالْبَاْسَآءِ وَالضَّرَّآءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُوْنَ ٥

৪২. তোমার পূর্বেও বহুজাতির নিকট রাসূল প্রেরণ করেছি; তারপর তাদেরকে অর্থ সংকট ও দুঃখ ক্লেশ দ্বারা পীড়িত করেছি যাতে তারা বিনীত হয়।

ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, অত্র আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা দেব-দেবীদের সাথে তাঁকে সমকক্ষ ধারণাকারীদের শাস্তির ভয় দেখাচ্ছেন এবং যদি তারা তাদের পথ ভ্রষ্টতায় অটল থাকে তাহলে তাদের পূর্ববর্তী উম্মতদের সাথে দুনিয়ায় শাস্তি প্রদানের ক্ষেত্রে তরান্বিত করার বিষয়টি তাদের উপরও প্রযোজ্য হবে বলে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেন। তারপর পূর্ববর্তী উম্মতদের রাসূলগণকে অস্বীকৃতি

জ্ঞাপনের রীতিনীতি সম্বন্ধে অবহিত করার জন্যে আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূল মুহাম্মদ (স) এর প্রতি সংবাদ প্রেরণ করেন এবং বলেন, হে মুহাম্মদ! আপনার পূর্ববর্তী উম্মতদের আদেশ পালন করার হুকুম দিয়েছিলাম; নিষিদ্ধ পথে চলতে বারণ করেছিলাম। কিন্তু তারা আমার রাসূলদের অস্বীকার করেছিল, আমার হুকুম ও নিষেধের বিরোধীতা করেছিল। তাই আমি তাদেরকে বিভিন্ন ধরনের মুসিবতে গ্রেফতার করে পরীক্ষা করেছিলাম।

আলোচ্য আয়াতে উল্লেখিত باساء শব্দটির অর্থ হচ্ছে, দৈনন্দিন জীবন নির্বাহে অর্থ সংকট ও অভাব অনটন। আর ضَرَّاءً শব্দটির অর্থ হচ্ছে শারীরিক অসুস্থতার কারণে দুঃখ ক্লেশ ভোগ করা। بَاسَاء ও ضَرَّاءً শব্দ দু'টির اعراب ও অর্থ সম্বন্ধে সূরায় বাকারায় বিস্তারিত আলোচনা উপস্থাপন করা হয়েছে তার পুনরাবৃত্তি এখানে নিষ্প্রয়োজন।

আলোচ্য আয়াতে উল্লেখিত لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُوْنَ এর মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন যে, তাদেরকে আমি বিভিন্ন পন্থায় পরীক্ষা করেছি, যাতে তারা আমার প্রতি বিনয়ী হয়; আমার জন্যেই ইবাদতকে নিরংকুশ ভাবে আদায় করে; অনুনয় বিনয় ও ইবাদতের মাধ্যমে অন্যের প্রতি আনুগত্য স্বীকার না করে শুধু মাত্র আমার প্রতিই এককভাবে আনুগত্য স্বীকার করবে।

এ আলোচ্য আয়াতে কিছু কথাবার্তা উহ্য রয়েছে। বাক্যের প্রকাশ ভঙ্গির দ্বারা এগুলো সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে; এরূপে ভাষার অলংকার প্রকাশ পেয়েছে। বাক্যটি প্রকৃত পক্ষে ছিল এরূপ وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا اِلٰى اُمَمٍ مِنْ قَبْلِكَ رسلا فكذبوهم فَاَخَذْنَهُمْ بِالْبَاسَاء অর্থাৎ আপনার পূর্বের উম্মতদের প্রতি রাসূলগণকে প্রেরণ করেছিলাম তখন তারা তাদেরকে অস্বীকার করেছিল। তাই তাদেরকে আমি অর্থসংকটে পতিত করি। কেননা তাদেরকে অর্থ সংকটে গ্রেফতার করার কারণ নবী রাসূল (স) দের প্রেরণ করা নয় বরং প্রেরিত নবী রাসূল (স) দের প্রতি অস্বীকৃতি জ্ঞাপন ও আল্লাহ তা'আলার হুকুমের বরখেলাফ করা। এসব কারণে উপরোক্ত আয়াতের উপরে উল্লেখিত তাফসীর ও ব্যাখ্যাটি খুবই প্রণিধানযোগ্য। আলোচ্য আয়াতের উল্লেখিত التضرع শব্দটি الضراعة থেকে নিসৃত باب تفعل এর مصدر অর্থ হচ্ছে অনুনয় বিনয় ও আনুগত্য।

মহান আল্লাহর বাণী—

(٤٣) فَلَوْلَآ اِذْ جَآءَهُمْ بَاْسُنَا تَضَرَّعُوْا وَلٰكِنْ قَسَتْ قُلُوْبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ০

৪৩. আমার শাস্তি যখন তাদের উপর আপতিত হল তখন তারা কেন বিনত হল না? অধিকন্তু তাদের হৃদয় কঠিন হয়েছিল এবং তারা যা করতেছিল শয়তান তা তাদের দৃষ্টিতে শোভন করেছিল।

ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, আলোচ্য আয়াতেও বাক্যের কিছু অংশ উহ্য রয়েছে, যা বাক্যের প্রকাশ্য বচনভঙ্গি দ্বারা সহজেই অনুমেয়। আল্লাহ তা'আলা পূর্ববর্তী উম্মতদের সম্বন্ধে সংবাদ

পরিবেশন করেন যে, যারা রাসূলগণের প্রতি মিথ্যা অপবাদ আরোপ করেছিল আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে বিনত করার জন্যে অর্থ সংকট ও শারীরিক দুঃখ-কষ্টে পতিত করেন। তারপর আল্লাহ তা'আলা বলেন, যখন তাদের উপর আমার শাস্তি আপতিত হল তখন তারা কেন বিনত হল না? তবে তাদেরকে অর্থ সংকট ও শারীরিক দুঃখ-কষ্টে পতিত করার কালে তাদের আচরণ কি ছিল এ সম্বন্ধে তিনি আমাদেরকে কোন প্রকার সংবাদ পরিবেশন করেননি। সুতরাং এই হিসেবে পুরাপুরি বাক্যের অর্থ হবে নিম্নরূপ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِنْ قَبْلِكَ رسلا فكذبوهم فَأَخَذْنَهُمْ بِالْبَاسَاءِ والضراء لعلهم يتضرعون فلم يتضرعوا فلولا اذجاءهم بَأسنا يتضرعوا অর্থাৎ তোমরা পূর্ববর্তী উম্মতদের কাছে আমি নবী-রাসূল প্রেরণ করেছিলাম, তারপর তাদেরকে বিনত করার জন্যে তাদেরকে আর্থিক সংকট ও শারীরিক অসুস্থতা এবং অশান্তির মধ্যে লিপ্ত করেছিলাম। কিন্তু তারা বিনত হয়নি। সুতরাং যখন তাদের প্রতি আমার শাস্তি উপনীত হল তখন তারা কেন বিনত হল না?

আলোচ্য আয়াতাংশের উল্লেখিত فَلَوْلاَ শব্দটির অর্থ হচ্ছে فَهَلاَّ অর্থাৎ কেননা? আরবগণ যখন اسم مرفوع এর পূর্বে لولا কে উল্লেখ করে তখন তারা لولا এর পরে তার خبر বা বিধেয়কে উল্লেখ করে এবং امر এর صيغه ব্যবহার করে থাকে। যেমন তারা বলে : لَولاَاَخُوكَ لَزُرْتُكَ অর্থাৎ যদি তোমার ভাই না থাকত আমি তোমার সাথে সাক্ষাত করতাম। তারা আরো বলে থাকে لَولاَ ابوكَ لَضَربتكَ অর্থাৎ তোমার পিতা না থাকলে আমি তোমাকে প্রহার করতাম। আর যদি আরবগণ فعل এর পূর্বে لولا কে উল্লেখ করে, কিংবা এটাকে اسم এর পূর্বে উল্লেখ না করে তাহলে তারা لولا কে استفهام হিসেবে ব্যবহার করে। তারা বলে থাকে لولاَجِئتَنَا فَنُكْرِمُكَ কেন তুমি আমাদের কাছে আসলেনা তাহলে আমরা তোমার সম্মান করতাম? তারা আরো বলে, لَولازُرتَ اخاكَ فنزورك কেন তুমি তোমার ভাইয়ের সাথে সাক্ষাৎ করলে না তাহলে আমরাও তোমার সাথে সাক্ষাৎ করতাম। এখানে لولا এর অর্থ হচ্ছে هَلاَّ বা কেননা? যেমন আল্লাহ তা'আলা সূরা আল মুনাফিকূনের ১০নং আয়াতে ইরশাদ করেন ঃ لَولاَ اَخَّرتَنِى اِلَى اَجَلٍ قَرِيبٍ فَاَصَّدَّقَ অর্থাৎ আমাকে আরো কিছুকালের জন্য অবকাশ দিলে না কেন তাহলে আমি সাদাকা দিতাম?

অনুরূপ ভাবে لوما তারা ব্যবহার করে থাকে। উপরে উল্লেখিত ব্যাখ্যা অনুযায়ী পুরাপুরি আয়াতের অর্থ হবে নিম্নরূপ: নবী রাসূলগণের অস্বীকারকারী এসব উম্মতের প্রতি যখন আমার শাস্তি আপতিত হয় তারা তাদের প্রতি আর্থিক অনটন ও শারিরীক অশান্তি আপতিত হবার পরও বিনয়ী হয় না; তারা কেন বিনয়ী হয় না? যদি তারা বিনয়ী হত; তারা তাদের প্রতিপালকের প্রতি অনুনয় বিনয় করত; আল্লাহ তা'আলার আনুগত্যের মাধ্যমে তাঁর প্রতি তারা ঝুঁকে পড়ত; তাহলে তাদের প্রতিপালক আল্লাহ তা'আলা তাদের থেকে তাঁর শাস্তিও আবার উঠিয়ে নিত। আলোচ্য আয়াতে উল্লেখিত الباس। শব্দটির অর্থ অন্য জায়গায় বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন।

অত্র আয়াতে উল্লেখিত وَلٰكِنْ قَسَتْ قُلُوْبُهُمْ আয়াতাংশের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা বলেন, নবী রাসূলগণের অস্বীকারকারীরা তাদের মিথ্যাচারে অটল রয়েছে এবং তাদের প্রতিপালকের হুকুম তারা অমান্য করেছে; আল্লাহ তা'আলার শাস্তি ও আযাবকে তারা তুচ্ছ মনে করেছে এবং তাদের অন্তরকে কঠিন করে ফেলেছে। আল্লাহ তা'আলা তাদের যে সব 'আমলের প্রতি অসন্তুষ্ট, শয়তান তা তাদের দৃষ্টিতে শোভন করেছিল।

মহান আল্লাহর বাণী—

(٤٤) فَلَمَّا نَسُوْا مَا ذُكِّرُوْا بِهٖ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ اَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ ۖ حَتّٰٓى اِذَا فَرِحُوْا بِمَآ اُوْتُوْٓا اَخَذْنٰهُمْ بَغْتَةً فَاِذَا هُمْ مُّبْلِسُوْنَ ○

৪৪. তাদেরকে যে উপদেশ দেয়া হয়েছিল তারা যখন তা বিস্মৃত হল তখন তাদের জন্য সমস্ত কিছুর দ্বার উন্মুক্ত করে দিলাম; অবশেষে তাদেরকে যা দেয়া হল যখন তারা তাতে উল্লাসিত হল তখন অকস্মাৎ তাদেরকে ধরলাম, ফলে তখনই তারা নিরাশ হয়ে পড়ল।

ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (রঃ) বলেন, আলোচ্য আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা বলেন, তাদেরকে যে উপদেশ দেয়া হয়েছিল তারা যখন তা বিস্মৃত হল অর্থাৎ আমার নবী-রাসূলগণের মাধ্যমে আমি তাদেরকে যা হুকুম করেছিলাম তার প্রতিপালন যখন তারা ছেড়ে দিল।

যাঁরা উপরোক্ত ব্যাখ্যা সমর্থন করেন ঃ

১৩২২৬. আবদুল্লাহ ইবন 'আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি আলোচ্য আয়াতাংশ فَلَمَّا نَسُوْا مَاذُكِّرُوْا بِهٖ এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, বাক্যাংশের অর্থ হচ্ছে, তাদেরকে যে উপদেশ দেয়া হয়েছিল তারা যখন তার প্রতি পালন পরিত্যাগ করল.....

১৩২২৭. ইবন জুরাইজ (র) হতে বর্ণিত। তিনি আলোচ্য আয়াতাংশ نَسُوْا مَاذُكِّرُوْا بِهٖ এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, বাক্যাংশের অর্থ হচ্ছে, আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রসূলগণ তাদেরকে যে হুকুম আহকামের প্রতিপালনের জন্য আহবান করেছিলেন যখন তারা তা অস্বীকার ও পরিত্যাগ করল ....

আয়াতাংশ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ اَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ -এর মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা বলেন, আর্থিক অভাব অনটনের পরিবর্তে আমি তাদেরকে দৈনন্দিন জীবনে প্রাচুর্য ও আরাম-আয়েশ দান করলাম এবং শারীরিক অশান্তির পরিবর্তে সুস্বাস্থ্য ও শান্তি দান করলাম। এটা ছিল আমার পক্ষ থেকে পরীক্ষা হিসেবে।

যাঁরা উপরোক্ত ব্যাখ্যা সমর্থন করেন?

১৩২২৮. মুজাহিদ (র) হতে বর্ণিত। তিনি অত্র আয়াতাংশ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ اَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, বাক্যাংশের অর্থ হচ্ছে, পূর্ববর্তী লোকদের জন্যে প্রাচুর্য ও আরাম আয়াশের সুবিধাদি।

১৩২২৯. কাতাদাহ (র) হতে বর্ণিত। তিনি অত্র আয়াতাংশ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, বাক্যাংশের অর্থ হচ্ছে দুনিয়ার প্রাচুর্য ও রিযিকের প্রশস্ততা।

১৩২৩০. আল্লামা সুদ্দী (র) হতে বর্ণিত। তিনি অত্র আয়াতাংশের فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, বাক্যাংশের অর্থ হচ্ছে রিযিকের প্রশস্ততা।"

যদি কোন ব্যক্তি প্রশ্ন করেন, অত্র আয়াতাংশের মাধ্যমে কেমন করে বলা হল فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ। অর্থাৎ আমি তাদের জন্য সবকিছুর দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছিলাম। অথচ এটা জানা কথা যে, তাদের জন্য রহমত ও তাওবার দ্বার উন্মুক্ত করা হয়নি। আবার এ দুটো দ্বার ব্যতীতও অনেক দ্বার রয়েছে, যেগুলো তাদের জন্যে উন্মুক্ত নয়?

উত্তরে বলা যায়, প্রশ্নকারী যেরূপ প্রশ্ন করেছে, আসলে ব্যাপারটি এরূপ নয়; বরং বাক্যাংশের অর্থ হচ্ছে আমার পক্ষ থেকে তাদের প্রতি যত দ্বার বন্ধ করে দেয়া হয়েছিল অভাব অনটন ও শারীরিক অশান্তির সময় তাদেরকে বিনত করার জন্যে পরীক্ষার নিমিত্তে তা উন্মুক্ত করে দেয়া হল। কিন্তু তাদের বিনত না হবার কারণে এবং আল্লাহ তা'আলার হুকুম অমান্য করার দরুণ তাদের প্রতি পুনরায় দ্বার বন্ধ করে দেয়া হয়েছিল। যেমন আল্লাহ তা'আলা সূরা আ'রাফের ৯৪ ও ৯৫ আয়াতের ইরশাদ করেন,

وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّنْ نَّبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ حَتَّى عَفَوْا وَقَالُوا قَدْ مَسَّ آبَاءَنَا الضَّرَّاءُ وَالسَّرَّاءُ فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ-

অর্থাৎ আমি কোন জনপদে নবী পাঠালে এটার অধিবাসীবৃন্দকে অর্থ সংকট ও দুঃখ ক্লেশ দ্বারা পীড়িত করি যাতে তারা নতি স্বীকার করে। তার অকল্যাণকে কল্যাণে পরিবর্তিত করি; অবশেষে তারা প্রাচুর্যের অধিকারী হয় এবং বলে আমাদের পূর্ব পুরুষগণও তো সুখ-দুঃখ ভোগ করেছেন। তারপর অকস্মাৎ তাদেরকে আমি বিধৃত করি। কিন্তু তারা উপলব্ধি করতে পারে না। অনুরূপ ভাবে অত্র আয়াতাংশেও বর্ণনা করা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা বিস্মৃত সম্প্রদায়ের জন্যে দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, তাদেরকে যে উপদেশ দেয়া হয়েছিল, তারা যখন তা বিস্মৃত হল তখন তাদের জন্য সমস্ত কিছুর দ্বার উন্মুক্ত করে দিলাম। আর তা হচ্ছে তাদেরকে পরীক্ষা করার জন্যে তাদেরকে যে আর্থিক অনটনে ও শারীরিক অসুস্থতায় রাখা হয়েছিল। এখন এ আর্থিক অনটনকে আর্থিক প্রাচুর্য এবং শারীরিক অসুস্থতাকে সুস্থতায় পরিবর্তন করে দেয়া হল। আর এটার অর্থই হল বন্ধকৃত দ্বারকে তাদের জন্যে উন্মুক্ত করে দেয়া হল। পূর্বে দ্বার বন্ধ হবার কথা বলা হয়েছিল। এখন দ্বার উন্মুক্ত করার কথা বল হল।

আয়াতাংশ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا। এর মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা বলেন, "যখন রাসূলগণের অস্বীকৃতি জ্ঞাপনকারীদের প্রতি সাংসারিক প্রাচুর্য ও শারীরিক সুস্থতার নিয়ামতের দ্বার খুলে দেয়া হল তখন তারা উল্লাসিত হয়ে উঠল।

উপরোক্ত তাফসীরের সমর্থকদের কতিপয়ের নাম নিম্নে উল্লেখ করা হল।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১৩২৩১. সুদ্দী (র) হতে বর্ণিত। তিনি অত্র আয়াতাংশ حَتّٰى اِذَا فَرِحُوْا بِمَا اُوْتُوْا এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, বাক্যাংশের অর্থ হচ্ছে, যখন তাদেরকে রিযিকের প্রসস্ততা দান করা হল তখন তারা উল্লাসিত হয়ে উঠল।

১৩২৩২. হাম্মাদ ইবন যায়দ (র) হতে বর্ণিত। তিনি অত্র আয়তাংশ حَتّٰى اِذَا فَرِحُوْا بِمَا اُوْتُوْا এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, এক ব্যক্তি এ আয়াতাংশ সম্বন্ধে বলতেন, আল্লাহ তা'আলা ঐ ব্যক্তির প্রতি রহমত নাযিল করুন, যিনি অত্র আয়াতাংশ পাঠ করেন, তার আয়াতাংশের ভাবার্থ নিয়ে গবেষণা করেন। আয়াতাংশটি হচ্ছে حَتّٰى اِذَا فَرِحُوْا بِمَا اُوْتُوْا اَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً অর্থাৎ অবশেষে তাদেরকে যা দেয়া হল তারা তাতে উল্লাসিত হল তখন অকস্মাৎ আমি তাদেরকে ধরলাম।

১৩২৩৩. মুহাম্মদ ইবন আন-নযর আল হারিসী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি অত্র আয়াতাংশ اَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, তাদেরকে বিশ বছরের সময় দেয়া হয়েছিল।'

আয়াতাংশ اَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً এর মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, আমি অকস্মাৎ তাদের প্রতি শাস্তি প্রেরণ করেছিলাম। তারা অহংকারে লিপ্ত ছিল। তারা উপলব্ধি করতে পারেনি যে, এরূপ শাস্তি তাদের প্রতি হঠাৎ প্রেরণ করা হবে। আর তাদের প্রতি এরূপ শাস্তি পূর্ব থেকে প্রয়োগকৃত নয়। এই প্রসঙ্গে নিম্নে বর্ণিত তিনটি হাদীস প্রণিধানযোগ্য।

১৩২৩৪. ইবন জুরাইজ (র) হতে বর্ণিত। তিনি অত্র আয়াতাংশ حَتّٰى اِذَا فَرِحُوْا بِمَا اُوْتُوْا اَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, এ শাস্তিটি ছিল তাদের নিকট একেবারে অভিনব এবং তাদের জন্য অপ্রত্যাশিত।

১৩২৩৫. 'আল্লামা সুদ্দী (র) হতে বর্ণিত। তিনি অত্র আয়াতাংশ اَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, বাক্যাংশের অর্থ হচ্ছে, তাদের নিকট অকস্মাৎ আযাব ও শাস্তি এসেছিল।

১৩২৩৬. মুজাহিদ (র) হতে বর্ণিত। তিনি আলোচ্য আয়াতাংশ اَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলন, এর অর্থ হচ্ছে, তাদের কাছে হঠাৎ আযাব এসেছিল যখন তারা নিজেদেরকে নিরাপদ মনে করতেছিল।

অত্র আয়াতে উল্লেখিত আয়াতাংশ فَاِذَاهُمْ مُبْلِسُوْنَ এর অর্থ হচ্ছে, তারা ধ্বংসের মুখোমুখি হল, তাদের যাবতীয় দলীলাদি অসার প্রমাণ হল এবং তারা তাদের রাসূলগণের প্রতি অতীতের অস্বীকৃতি জ্ঞাপনের দরুণ লজ্জিত হয়ে পড়ল।

যেমন বর্ণিত আছে ঃ

১৩২৩৭. আল্লামা সুদ্দী (র) হতে বর্ণিত। তিনি অত্র আয়াতাংশ فَاِذَا هُمْ مُبْلِسُوْنَ এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, এর অর্থ হচ্ছে তারা যখন ধ্বংসের মুখোমুখি হয়ে পড়ল ও তাদের অবস্থায় পরিবর্তিত আকার ধারণ করল।

১৩২৩৮. মুজাহিদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আয়াতাংশের অর্থ দুঃখিত ও লজ্জিত।

১৩২৩৯. ইবন যায়দ (র) বর্ণিত। তিনি অত্র আয়াতাংশ فَاِذَا هُمْ مُبْلِسُوْنَ এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, مُبْلِسُوْنَ শব্দটি বহুবচন, একবচন হচ্ছে مبلس আর مبلس এমন ব্যক্তিকে বলা হয়, যার উপর এমন মুসীবত অবতীর্ণ হয়েছে, যা সে প্রতিহত করতে অক্ষম। এরূপ ব্যক্তিকে مُستكين ও বলা হয়। তবে مبلس এর অবস্থা مستكين থেকে অধিক শোচনীয়। এরপর তিনি সূরা আল মু'মিনূনের ৬নং আয়াতটি তিলাওয়াত করেন فَمَا اسْتَكَانُوْا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُوْنَ অর্থাৎ তারা তাদের প্রতিপালকের প্রতি বিনত হলনা এবং কাতর প্রার্থনাও করল না।

প্রথম পাকড়াওয়ের মধ্যে ছিল সতর্কবাণী ও শাসানো ইত্যাদি। তারপর তিনি নিম্নের আয়াতগুলো তিলাওয়াত করেন اَخَذْنَاهُمْ بِالْبَاسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُوْنَ فَلَوْلاَ اِذْجَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوْا وَلٰكِنْ قَسَتْ قُلُوْبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَاكَانُوْا يَعْمَلُوْنَ এরপর শাস্তি প্রেরণ করা হল, যার মধ্যে مَاكَانُوا يَعْلَمُوْن কোন সতর্কবাণী ছিল না। আবার তিনি তিলাওয়াত করেন حَتّٰى اِذَافَرِحُوْا بِمَا اُوْتُوْا اَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَاِذَاهُمْ مُبْلِسُوْنَ সুতারং দ্বিতীয়বার শাস্তি প্রেরণে কোন সতর্কবাণী বা অবকাশ দেয়া হয়নি। কিন্তু প্রথমবারে যদি তারা বিনত হত তাহলে তাদের থেকে শাস্তি বিদূরিত হয়ে যেত।

১৩২৪০. উকবাহ ইবন আমির (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) এরশাদ করেন যদি তুমি লক্ষ্য কর যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর কোন বান্দাকে দুনিয়াতে সম্পদ দান করেছেন, তাহলে এটা হবে পরীক্ষার জন্যে। তারপর তিনি এই আয়াতটি তিলাওয়াত করেন,

فَلَمَّا نَسُوْا مَاذُكِّرُوْا بِهٖ اِلَى قوله وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

১৩২৪১. অন্য এক সূত্রে 'উক্বাহ ইবন 'আমির (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেন 'যদি তুমি লক্ষ্য কর যে, আল্লাহ তা'আলার প্রতি অবাধ্যতা সত্ত্বেও আল্লাহ তা'আলা যখন বান্দাদের কাঙ্খিত সম্পদ দান করে থাকেন, এটা হবে তাঁর পক্ষ থেকে তাদের জন্যে একটি পরীক্ষামাত্র। তারপর তিনি অত্র আয়াতটি তিলাওয়াত করেন فَلَمَّا نَسُوْا مَاذُكِّرُوْا بِهٖ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ اَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ الاية আরবী ভাষায় ابلاس। কথাটির মূল অর্থ নিয়ে একাধিক মত রয়েছে। কেউ কেউ মনে করেন যে, এর অর্থ হচ্ছে কোন বিসয়ের কারণে দুঃখিত ও লজ্জিত হওয়া।

আবার কেউ কেউ মনে করেন যে, এর অর্থ হচ্ছে নিজের কাছে যুক্তি না থাকা, আর সে কারণে চুপ হয়ে যাওয়া। কেউ কেউ মনে করেন যে, এর অর্থ হচ্ছে অনুনয় বিনয় করা। তারা আরো বলেন, পরিত্যক্ত ও পরিত্যাজ্যকেও ابلاس বলা হয়। প্রসিদ্ধ কবি আল উজ্জাজ বলেন يَاصَاحِ هَلْ تَعْرِفُ رَسْمًا مُكْرَسًا – قَالَ : نَعَمْ ! اعْرِفُهُ أوابلسنا অর্থাৎ হে আহবানকারী! তুমি এক মৌলিক নকশাখানা চিন? উত্তরে সে বলল, হাঁ, চিনি এবং ইতস্ততঃ করতে লাগল। যারা ابلاس এর অর্থ যুক্তির অবসান ও যুক্তির অবসানকালীন মৌনতা বলে দাবী করেন, তারা এ কবিতার ব্যাখ্যায় বলেন, এটার অর্থ হচ্ছে আহবানকারী উত্তর দিতে সক্ষম হয়নি।

আবার অন্যরা الابلاس এর অর্থ الخشوع বা অনুনয় বিনয় বলে ব্যাখ্যা করেছেন। তাদের মতে ابلس এর অর্থ হচ্ছে তাকে তার পরিবারের সদস্যরা পরিত্যাগ করেছে এবং সে অসহায় অবস্থায় অবস্থান করছে।

পুনরায় কেউ কেউ বলেন, الابلاس এর অর্থ দুঃখ ও অনুতাপ। যেমন বলা হয়ে থাকে أَبْلَسَ الرَّجُلُ ابلاسًا অর্থাৎ লোকটি অনুতপ্ত ও নিরাশ হয়েছিল। আর এজন্যই শয়তানকে ابليس বলা হয়ে থাকে।

মহান আল্লাহর বাণী—

(٤٥) فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝

৪৫. অতঃপর জালিম সম্প্রদায়ের মুলোচ্ছেদ করা হল। আর প্রশংসা আল্লাহরই, যিনি জগৎ সমূহের প্রতিপালক।

ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, 'অত্র আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেন, যে সম্প্রদায়ের সদস্যরা তাদের প্রতিপালকের অবাধ্য হয়েছে; আল্লাহ তা'আলার রাসূলদেরকে মিথ্যা প্রতি... করেছে; আল্লাহ তা'আলা হুকুমের খেলাফ করেছে, তাদের সমূলে উচ্ছেদ করা হয়েছে। তাদের মধ্যে আর কাউকে রাখা হয়নি বরং অকস্মাৎ আল্লাহ তা'আলার শাস্তি এসে তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছে।

আমাদের উপরোক্ত তাফসীরকে ব্যাখ্যাকারীদের একটি দল সমর্থন করেছেন।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১৩২৪২. সুদ্দী (র) হতে বর্ণিত। তিনি অত্র আয়াতাংশ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, বাক্যাংশের অর্থ হচ্ছে, 'জালিমদের মূলোচ্ছেদ করা হয়েছে।'

১৩২৪৩. হাম্মাদ ইবন যায়দ (র) হতে বর্ণিত। তিনি অত্র আয়াতাংশ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, 'এর অর্থ হল, তারা ধ্বংস প্রাপ্ত হয়েছে।

অত্র আয়াতে উল্লেখিত دَابِرُ الْقَوْمِ ঐ ব্যক্তিকে বলা হয়, যিনি তাদের সর্বশেষ ও পিছনে আসে। যখন কেউ তার সম্প্রদায়ের পিছনে আসে তখন বলা হয়ে থাকে : قَدْدَبَرَ الْقَوْمَ فُلَانٌ يَدْبِرُهُمْ دَبْرًا وَدُبُوْرًا প্রসিদ্ধ কবি উমাইয়া বলেন,

فَاُهْلِكُوْا بِعَذَابٍ حَصَّ دَابِرَهُمْ فَمَا اَسْتَطَاعُوْا لَهُ صَرْفًا وَلَااُنْتَصَرُوْا

অর্থাৎ হাশরের মাঠে তাদেরকে এমন শাস্তির মাধ্যমে ধ্বংস করে দেয়া হবে, যা তাদেরকে নির্মূল করে দেবে। তারা তখন তা থেকে নিষ্কৃতি পাবে না এবং কারো উপর জয় লাভ করতে পারবে না।

অত্র আয়াতে উল্লেখিত আয়াতাংশ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ এর মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা বলেন, তাঁরা রাসূল ও বাধ্যগত বান্দাগণের প্রতি নিয়ামত প্রদানের জন্যে পরিপূর্ণ প্রশংসা ও সম্পূর্ণ সুরার আল্লাহ তা'আলার জন্য নিবেদিত। তারা তাদের বিরোধী কাফিরদের বিরুদ্ধে যুক্তি প্রমাণ পেশ করেছেন এবং আল্লাহ তা'আলার প্রতি কাফিরদের কুফুরী ও রাসূলদের প্রতি তাদের অস্বীকৃতির প্রেক্ষিতে তাদেরকে আল্লাহ তাআলার অসন্তুষ্টি ও প্রতিশ্রুত শাস্তি ত্বরান্বিত করার প্রক্রিয়া তারা প্রত্যক্ষ করেছেন।

মহান আল্লাহর বাণী—

(٤٦) قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ اَخَذَ اللّٰهُ سَمْعَكُمْ وَاَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلٰى قُلُوْبِكُمْ مَّنْ اِلٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ يَاْتِيْكُمْ بِهٖ ؕ اُنْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْاٰيٰتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُوْنَ ۝

৪৬. আপনি বলুন, তোমরা কি ভেবে দেখ, আল্লাহ যদি তোমাদের শ্রবণ শক্তি ও দৃষ্টি শক্তি কেড়ে নেন এবং তোমাদের হৃদয়ে মোহর করে দেন তবে আল্লাহ ব্যতীত কি কোন ইলাহ রয়েছে, যে তোমাদেরকে এগুলো ফিরিয়ে দেবেন? লক্ষ্য কর, আমি কিভাবে আয়াতসমূহ বর্ণনা করি; তবুও তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়।

ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, 'আল্লাহ তা'আলা অত্র আয়াতের মাধ্যমে স্বীয় নবী মুহাম্মদ (স) কে সম্বোধন করে বলেন, হে মুহাম্মদ! আমার সাথে দেব-দেবী ও মূর্তিগুলোকে সমকক্ষ ধারণাকারী ও আপনার নবুয়তের অস্বীকৃতি জ্ঞাপনকারীদের বলুন, আল্লাহ তা'আলার সাথে অন্যকে অংশীদার ধারণাকারী হে মুশরিকবা যদি আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে বধির করেন তথা তোমাদের শ্রবণ শক্তি কেড়ে নেন; তোমাদেরকে অন্ধ করেন তথা তোমাদের দৃষ্টি শক্তি কেড়ে নেন এবং তোমাদের অন্তরের মোহর মেরে দেন, ফলশ্রুতিতে তোমরা কোন কথাই বুঝবেনা; কোন দলীল ও নিদর্শন প্রত্যক্ষ করতে পারবে না এবং কোন বিষয় হৃদয়ঙ্গম করতে পারবে না। প্রত্যেক 'ইবাদতকারীর ইবাদতের হকদার আল্লাহ্ তা'আলা ব্যতীত কি কোন ইলাহ্ রয়েছে, যিনি তোমাদের থেকে কেড়ে নেয়া শক্তি দৃষ্টিশক্তি ও বোধ শক্তি ফেরত দেবেন? তাতে তোমরা তার ইবাদত করবে, কিংবা তাকে তোমাদের এমন প্রতিপালকের ইবাদতে অংশীদার করবে যিনি তোমাদের থেকে এসব শক্তি নিয়ে যেতে পারেন এবং যখন চান তখন ফেরত দিতেও পারেন।

এখানে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নবীকে মুশরিকদের বিরুদ্ধে দলীল পেশ করার প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন এবং রাসূল (স) কে বলছেন, হে নবী! তাদেরকে বলুন, আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত তোমরা যাদের ইবাদত করছ, তারা তোমাদের কোন ক্ষতিও করতে পারে না এবং কোন উপকারও করতে পারে না। ঐ সত্ত্বাই তোমাদের ইবাদতের একমাত্র হকদার, যার হাতে রয়েছে উপকার, অপকার ও হ্রাস-বৃদ্ধির পূর্ণ ক্ষমতা। তিনি যা চান তা তিনি আঞ্জাম দিতে ক্ষমতা রাখেন তিনি এরূপ অক্ষম নন, যার কোন শক্তি নেই।

অতঃপর স্বীয় নবী (সা) কে সম্বোধন করে আল্লাহ তাআলা বলেন, হে মুহাম্মদ (স)। আপনি একটু লক্ষ্য করুন আমি কেমন করে তাদের বিরুদ্ধে একের পর এক দলীল পেশ করছি। আর তাদের জন্যে বিভিন্ন ধরনের উদাহরণ ও উপমা বর্ণনা করি যাতে তারা চিন্তা করে, উপদেশ গ্রহণ করে ও আল্লাহ তাআলার প্রতি ঝুঁকে পড়ে। তাদের বিরুদ্ধে উত্তরোত্তর দলীল পেশ করার এবং তাদেরকে বিভিন্ন পন্থায় উপদেশ প্রদানের পরও তারা উপদেশ গ্রহণ ও গুরুত্ব আরোপ থেকে বিরত রয়েছে।

আয়াতে উল্লেখিত يَصْدِفُوْنَ এর অর্থ হচ্ছে يُعْرِضُوْنَ অর্থাৎ বিমুখ হয়ে থাকে। যেমন বলা হয়ে থাকে صَدَفَ فُلَانٌ عَنِّىْ بِوَجْهِهِ فَهُوَ يَصْدِفُ صُدُوْفًا وَصَدْفًا অর্থাৎ সে আমা থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকে কিংবা মুখ ফিরিয়ে থাকবে।

প্রসিদ্ধ কবি ইবনুর রিকা' বলেছেন

اِذَا ذَكَرْنَ حَدِيْثًا قُلْنَ اَحْسَنَهُ + وَهُنَّ عَنْ كُلِّ سُوْءٍ يُتَّقَى صُدُفُ

অর্থাৎ আমার মনিবের পরিবারের সদস্যরা যখন আলোচনা করে তখন মার্জিত ভাষায় আলাপ আলোচনা করে থাকে এবং যে কোন ধরনের বর্জনীয় আলোচনা থেকে তারা মুখ ফিরিয়ে রাখে। প্রসিদ্ধ কবি লাবীদ বলেছেন,

يُرْوِى قَوَامِحَ قَبْلَ اللَّيْلِ صَادِفَةً + اشْبَاهِ جِنٍّ عَلَيْهَا الرَّيْطُ وَالْأُزُرُ

অর্থাৎ আমার সাথী-সঙ্গীরা দিনের শরাব সরার পান হতে বিরত থাকে। আর যখন রাত শুরু হয় তখন তারা জ্বিন জাতির ন্যায় শরাব পান ও আনন্দ উৎসবে মেতে উঠে।

যদি কেউ এখানে প্রশ্ন করেন যে, কেমন করে বলা হল مَنْ اِلٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ يَأْتِيْكُمْ بِهٖ অর্থাৎ এর بِهٖ কে একবচন নেয়া হয়েছে অথচ তার مرجع হচ্ছে سَمْعَكُمْ وَاَبْصَارَكُمْ وَقُلُوْبَكُمْ অর্থাৎ এখানে বহুবচন হবার প্রয়োজন ছিল। কেননা পূর্বে مَرجع বহুবচন উল্লেখ করা হয়েছে।

উত্তরে বলা যায় এখানে مرجع শুধু السمع। হতে পারে। সুতরাং السمع। একবচন হবার কারণে ضمير কে একবচন নেয়া হয়েছে। আবার একবচন দ্বারা سَمْعَكُمْ وَاَبْصَارَكُمْ وَقُلُوْبَكُمْ সবগুলোকে مرجع হিসেবে গণ্য করা যায়। কেননা তখন বাক্যটি হবে নিম্নরূপ ঃ

مَنْ اِلٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ يَاْتِيْكُمْ بِمَا اَخَذَ مِنْكُمْ مِنَ السَّمْعِ وَالاَبْصَارِ وَالاَفْئِدَةِ আরবগণ এ ধরনের বাক্য ব্যবহার করে থাকে। যখন বিভিন্ন ধরনের থাকে তখন সামান্যতম সামঞ্জস্যতার জন্যে এক বচন নিয়ে অন্যটিকে বুঝানো হয়ে থাকে যেমন তারা বলে থাকে اقبالك وادبارك يعجبنى অর্থাৎ তোমরা আসা যাওয়া আমাকে বিস্মিত করেছে।

আবার একথাও বলা হয়েছে যে, بِهِ এর মধ্যে যে ه টি আছে তার দ্বারা হিদায়াত বুঝানো হয়েছে।

আয়াতে উল্লেখিত يَصْدِفُوْنَ শব্দটির আমাদের বর্ণিত উপরোক্ত তাফসীরটি ব্যাখ্যাকারীগণ সমর্থন করেছেন।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১৩২৪৪ ঃ মুজাহিদ (র) হতে বর্ণিত। তিনি অত্র আয়াতাংশ يَصْدِفُوْنَ এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, এটার অর্থ হচ্ছে يَعْرِضُوْنَ অর্থাৎ তারা মুখ ফিরিয়ে রাখে।

১৩২৪৫. অন্য একসূত্রে মুজাহিদ (র) হতে অনুরূপ বর্ণিত রয়েছে।

১৩২৪৬. আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি উল্লেখিত يَصْدِفُوْنَ এর অর্থ প্রসঙ্গে বলেন, এটার অর্থ হচ্ছে يَعْدِلُوْنَ অর্থাৎ 'তারা মুখ ফিরিয়ে রাখে।'

১৩২৪৭. কাতাদাহ (র) হতে বর্ণিত। তিনি অত্র আয়াতাংশ نُصَرِّفُ الاٰيٰتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُوْنَ এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, يَصْدِفُوْنَ এর অর্থ হচ্ছে يَعْرِضُوْنَ عَنْهَا অর্থাৎ মুখ ফিরিয়ে রাখে।

১৩২৪৮. সুদ্দী (র) হতে বর্ণিত। তিনি অত্র আয়াতাংশ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُوْنَ এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, يَصْدِفُوْنَ এর অর্থ হচ্ছে يَصُدُّوْنَ অর্থাৎ মুখ ফিরিয়ে রাখে।

মহান আল্লাহর বাণী—

(٤٧) قُلْ اَرَءَيْتَكُمْ اِنْ اَتٰىكُمْ عَذَابُ اللّٰهِ بَغْتَةً اَوْ جَهْرَةً هَلْ يُهْلَكُ اِلَّا الْقَوْمُ الظّٰلِمُوْنَ ۝

৪৭. বল, তোমরা কি ভেবে দেখেছ, আল্লাহর শাস্তি অকস্মাৎ অথবা প্রকাশ্যে তোমাদের উপর আপতিত হলে জালিম সম্প্রদায় ব্যতীত আর কেউ ধ্বংস হবে কি?

ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, অত্র আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নবী মুহাম্মদ (স) কে সম্বোধন করে বলেন, স্বীয় প্রতিপালকের সাথে মূর্তিগুলিকে সমকক্ষ ধারণাকারী এবং তাদের নিকট আমার পক্ষ থেকে তুমি যে পেরিত রাসূল (স) এর সম্বন্ধে মিথ্যা প্রতিপন্নকারীদেরকে বলে দাও, তোমরা আমাকে এ ব্যাপারে সংবাদ প্রদান কর যে, মূর্তিগুলিকে আল্লাহ তা'আলার অংশীদার গণ্য করার জন্যে এবং আমার কথার মাহাত্ম্য অনুধাবন করার ক্ষেত্রে দলীল অবলোকন করার পর আমাকে অস্বীকার

করায় যদি তোমাদের উপর আল্লাহর শাস্তি আপতিত হয়.... অত্র আয়াতে উল্লেখিত بَغْتَةً এর অর্থ হচ্ছে অকস্মাৎ বা অসতর্ক অবস্থায় শাস্তি আপতিত হবার ব্যাপারে তোমরা অনবহিত। আয়াতে উল্লেখিত جَهْرَةً এর অর্থ হচ্ছে অথবা তোমাদের উপর আল্লাহর শাস্তি আপতিত হল আর তোমরা তা দেখতেছিলে এবং শাস্তি লক্ষ্য করতে ছিলে।

উল্লেখিত আয়াতাংশ هَلْ يُهْلَكُ اِلاَّ الْقَوْمُ الظَّالِمُوْنَ এর অর্থ হচ্ছে আমাদের ও তোমাদের মধ্য থেকে আল্লাহ তা'আলা কি ঐ ব্যক্তিকে ধ্বংস করবে না, যে এমন স্বত্তার ইবাদত করে, যে ইবাদতের উপযুক্ত নয় অথবা এমন স্বত্তার ইবাদত করে না যে ইবাদতের উপযুক্ত?

الجهرة। শব্দটির অর্থ নিয়ে অন্যত্র বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। পুনরাবৃত্তি এখানে কাম্য নয়।

الجهرة। শব্দটির মাসদার হচ্ছে لاجهار। আর তা হচ্ছে দেখার জন্যে কোন বস্তুকে প্রকাশ করা।

যারা উপরোক্ত ব্যাখ্যা সমর্থন করেন ঃ

১৩২৪৯. মুজাহিদ (র) হতে বর্ণিত। তিনি অত্র আয়াতে উল্লেখিত الجهرة। শব্দটির অর্থ সম্বন্ধে বলেন, এটার অর্থ হচ্ছে وهم ينظرون অর্থাৎ তারা তাকিয়ে রয়েছে।

১৩২৫০. অন্য এক সূত্রে মুজাহিদ (র) হতে বর্ণিত। তিনি অত্র আয়াতাংশ قُلْ اَرَءَيْتَكُمْ اِنْ اَتَاكُمْ عَذَابُ اللّٰهِ بَغْتَةً اَوْ جَهْرَةً এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন, جهرة এর ভাবার্থ হচ্ছে ينظرون অর্থাৎ তারা তাকিয়ে রয়েছে।

মহান আল্লাহর বাণী—

(٤٨) وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِيْنَ اِلاَّ مُبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ ۚ فَمَنْ اٰمَنَ وَاَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ۝

৪৮. রাসূলগণকে তো শুধু সুসংবাদবাহী ও সতর্ককারী রূপেই প্রেরণ করি। কেউ ঈমান আনলে ও নিজেকে সংশোধন করলে তাদের কোন ভয় নেই এবং চিন্তারও কারণ নেই।

ব্যাখ্যা ঃ

'আল্লামা আবু জা'ফর মুহাম্মদ ইবন জারীর তাবারী (র) বলেন, উল্লেখিত আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা বলেন, আমার প্রতি বাধ্যগত থাক কারণে প্রতিদান হিসাবে কিয়ামতের দিন বান্দাদের প্রকাশ্য সফলতা ও বেহেশ্তের সুসংবাদবাহী হিসেবে রাসূল এগণ প্রেরণ করেছি। আবার আমার প্রতি অবাধ্য থাকার কারণে আমার পক্ষ থেকে সুনাহের শাস্তি হিসেবে কিয়ামতের দিন আমার প্রদত্ত ভয়াবহ শাস্তি সম্বন্ধে বান্দাদের সতর্ককারীরূপে রাসূলগণ প্রেরণ করেছি। কাজেই যদি কেউ ধ্বংস হয়ে যায় তাহলে প্রকাশ্য দলীল প্রাপ্ত হয়ে ধ্বংস হবে। আর যে ব্যক্তি আমার সতর্ককারী রাসূলগণের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে ও তারা আল্লাহ তা'আলার তরফ থেকে যা কিছু প্রাপ্ত হয়েছেন, তা সর্বান্তকরণে গ্রহণ করেন ও

দুনিয়াতে নেক আমল, করেন। তাদের জন্যে তাদের প্রতিপালকের কাছে কোন প্রকার ভয় নেই। আল্লাহ তা'আলা স্বীয় শত্রুদের ও গুনাহদের জন্যে যেই শাস্তি ও আযাব নির্ধারণ করে রেখেছেন, তারা তা থেকে নিরাপদে থাকবেন এবং দুনিয়ায় যা কিছু রেখে এসেছেন তার জন্যে তারা চিন্তিত হবেন না।

মহান আল্লাহর বাণী—

(٤٩) وَالَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا يَمَسُّهُمُ الْعَذَابُ بِمَا كَانُوْا يَفْسُقُوْنَ ۝

৪৯. যারা আমার নিদর্শনকে মিথ্যা বলেছে, সত্য ত্যাগের জন্য তাদের উপর শাস্তি আপতিত হবে।

ব্যাখ্যা ঃ

'আল্লামা আবূ জা'ফর মুহাম্মদ ইবন জারীর তাবারী (র) বলেন, অত্র আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'যারা আমার প্রেরিত রাসূলগণকে মিথ্যা বলেছে; আমার আদেশ ও নিষেধের বিরোধিতা করেছে এবং আমার প্রেরিত দলীলাদি আসার বলে প্রমাণ করার বৃথা চেষ্টা করেছে, আমার দলীলাদিকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার জন্যে তাদেরকে আমার প্রদত্ত শাস্তি স্পর্শ করবে।

১৩২৫১. ইবন যায়দ (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, কুর'আনুল কারীমে উল্লেখিত প্রতি فسق এর অর্থ হচ্ছে মিথ্যা বা সত্য ত্যাগ।

মহান আল্লাহর বাণী—

(٥٠) قُلْ لَّآ اَقُوْلُ لَكُمْ عِنْدِيْ خَزَآئِنُ اللّٰهِ وَلَآ اَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَآ اَقُوْلُ لَكُمْ اِنِّيْ مَلَكٌ ۚ اِنْ اَتَّبِعُ اِلَّا مَا يُوْحٰٓى اِلَيَّ ۚ قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الْاَعْمٰى وَالْبَصِيْرُ ۚ اَفَلَا تَتَفَكَّرُوْنَ ۝

৫০. বলুন, আমি তোমাদের এটা বলিনা যে, আমার নিকট আল্লাহর ধন ভান্ডার রয়েছে। অদৃশ্য সম্বন্ধেও আমি অবগত নই এবং তোমাদের এটাও বলিনা যে, আমি ফিরিশতা। আমার প্রতি যা ওহী হয় আমি শুধু তারই অনুসরণ করি। বলুন, অন্ধ ও চক্ষুষ্মান কি সমান? তোমরা কি অনুধাবন কর না?

ব্যাখ্যা ঃ

'আল্লামা আবূ জা'ফর মুহাম্মদ ইবন জাফর তাবারী (র) বলেন, আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবী মুহাম্মদ (সা) কে সম্বোধন করে বলেন, তুমি তোমার নবুয়তের অস্বীকার কারীদের বলে দাও, আমি তোমাদের বলি না যে, আমি তোমাদের প্রতিপালক। আমার কাছে নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের ধনভান্ডার রয়েছে। আমি এ কথাও বলি না যে, আমি যাবতীয় গোপন ও অদৃশ্য বস্তু সম্বন্ধে অবগত রয়েছি। এগুলো সম্বন্ধে আমাদের প্রতিপালকই অবগত রয়েছেন। তাঁর কাছে কোন কিছুই গোপন নেই। আমি যদি এরূপ বলতাম তোমরা আমাকে মিথ্যাবাদী বলতে। কেননা প্রতিপালক ঐ সত্ত্বাই হতে পারেন, যাঁর রয়েছে প্রতিটি বস্তুর মালিকানা

বস্তু। তাঁরই ইখতিয়ারে রয়েছে প্রতিটি বস্তুর নড়াচড়া করার ক্ষমতা, তাঁর কাছে কোন বস্তুই গোপন নয়। আর তিনিই আল্লাহ্, তিনি ব্যতীত অন্য কোন মা'বূদ নেই। আমি তোমাদের বলিনা যে, আমি ফিরিশতা। কেননা ফিরিশতা মানব চক্ষুর সামনে, স্বীয় অবয়বে অবস্থান করে না। আমি যদি এরূপ বলতাম তাহলে তোমরা আমার কথা ও দাবী পরিত্যাগ করতে। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, 'হে মুহাম্মদ! (সা)! তাদের বলে দিন আমার কথাও দাবীর ব্যাপারে আমি শুধু আমার প্রতি প্রেরিত ওহীর অনুসরণ করি, শুধু আল্লাহ তা'আলাই আমার প্রাতি ওহী প্রেরণ করেন। আল্লাহ তা'আলা আমার প্রতি ওহী অবতীর্ণ করেন। সুতারং আমি তার ওহী প্রচার করি ও তাঁর হুকুম মান্য করি। আমি তোমাদের কাছে আল্লাহর তরফ থেকে অকাট্য প্রমাণসমূহ নিয়ে এসেছি। এতে আমার কথার সত্যতা প্রকাশ পেয়েছে। আমি যা কিছু বলছি, তা তোমাদের বিবেকের কাছে গ্রহণীয়, অসম্ভব বলে কর্তনীয় নয়। বরং উপযুক্ত প্রমাণ সহকারে হওয়ায় আমার কথা পরিপূর্ণ যুক্তিযুক্ত বলে বিবেচিত বিধায় তোমাদের অস্বীকৃতির কারণ কি?

অত্র আয়াতে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নবীর সম্প্রদায়কে শিরক করার কারণে তাদের বিরুদ্ধে ও নবীর নবুয়তের পক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করে পরিণাম সম্পর্কে সতর্ক করে দিচ্ছেন।

অত্র আয়াতাংশ هَلْ يَسْتَوِى الْأَعْمَى وَالْبَصِيْرُ এর মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা তার নবী (সা) কে সম্বোধন করে বলেন, "হে মুহাম্মদ (সা)! তাদেরকে বলে দিন অন্ধ ও চক্ষুষ্মান কি সমান? এখানে অন্ধ দ্বারা এমন কাফিরকে বুঝানো হয়েছে, যে আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক প্রেরিত দলীল ও নিদর্শনাদিকে পর্যবেক্ষণ করে না, এগুলো থেকে উপদেশ গ্রহণ করে না এবং এগুলোর অনুসণ করে না। মূল কথা, হক সত্য থেকে বিমুখ হয়ে থাকে। আর চক্ষুষ্মান হল ঐ মুমিন ব্যক্তি, যিনি আল্লাহ তা'আলা প্রেরিত দলীল ও নিদর্শনাদি গুরুত্ব সহকারে অবলোকন করেন; এগুলোর অনুসরণ করেন এবং এগুলোর আধ্যাত্মিক আলো দ্বারা নিজেকে আলোকিত ও উদ্ভাসিত করেন।

আয়াতংশ أَفَلَا تَتَفَكَّرُوْنَ। এর মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা ঐ সব লোককে সম্বোধন করার জন্যে নবীকে বলছেন, যারা আল্লাহ তা'আলার নিদর্শনাদিকে মিথ্যা বলে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, হে নবী! আপনার সম্প্রদায়কে বলুন, তোমরা আমার পেশকৃত নিদর্শনাদি সম্বন্ধে চিন্তা ও গবেষণা কর না কেন? যদি করতে তাহলে তোমরা আমার কথা ও দাওয়াতের সত্যতা অনুভব করতে তোমাদের প্রতিপালকের সাথে দেব-দেবী ও মূর্তিগুলোকে অংশীদার মনে করে যে তোমরা বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছ এবং আমার সত্যতার প্রমাণ তোমাদের চোখের সামনে উদ্ভাসিত হওয়ার পর আমাকে যে তোমরা মিথ্যা প্রতিপন্ন করছ, এ সবের অসারতা অনুধাবন করতে। যে ঈমানের মধ্যে তোমাদের সফলতা নির্ণীত এবং আমি যে দিকে তোমাদের আহবান করছি, এ দিকে তোমরা জনগণকে আহবান না করে তোমরা কি কুফরীর দিকে জনগণকে আহবান করবে, যে কুফরীতে, তোমরা ডুবে রয়েছ?

অত আয়াতের আমাদের উপরোক্ত তাফসীরকে ব্যাখ্যাকারীদের বৃহৎ একটি দল সমর্থন করেছেন।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১৩২৫২. মুজাহিদ (র) হতে বর্ণিত। তিনি এ আয়াতাংশ قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الْأَعْمَى وَالْبَصِيْرُ এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন الْأَعْمَى وَالْبَصِيْرُ। এর যথাক্রমে অর্থ হচ্ছে الضال و المهتدى। অর্থাৎ গোমরাহ ও হিদায়াতপ্রাপ্ত।

১৩২৫৩. মুজাহিদ (র) হতে অন্য এক সূত্রে অনুরূপ বর্ণিত রয়েছে।

১৩২৫৪. কাতাদাহ (র) হতে বর্ণিত। তিনি অত্র আয়াত قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الْاَعْمٰى وَالْبَصِيْرُ এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন الاعمى। অর্থ হচ্ছে এমন কাফির যে আল্লাহ্ তা'আলার হক, হুকুম ও নিয়ামত হতে মুখ ফিরিয়ে রেখেছে। আর البصير। এর অর্থ হচ্ছে এমন মু'মিন বান্দাহ্, যিনি স্বীয় উপকার সাধনের দিকে বিশেষ ভাবে নজর রাখেন। তিনি আল্লাহ্ তা'আলার توحيد বিশ্বাস রাখেন, স্বীয় প্রতিপালকের আনুগত্যে কাজ করেন এবং আল্লাহ্ তা'আলার প্রদত্ত দ্রব্যাদি হতে উপকার সাধন করেন।

মহান আল্লাহর বাণী—

(৫১) وَاَنْذِرْ بِهِ الَّذِيْنَ يَخَافُوْنَ اَنْ يُّحْشَرُوْٓا اِلٰى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُمْ مِّنْ دُوْنِهٖ وَلِيٌّ وَّلَا شَفِيْعٌ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ ۝

৫১. তুমি এটা দ্বারা তাদেরকে সতর্ক করে দাও যারা ভয় করে যে, তাদেরকে তাদের প্রতিপালকের নিকট সমবেত করা হবে এমন অবস্থায় যে, তিনি ব্যতীত তাদের কোন অভিভাবক বা সুপারিশকারী থাকবে না; হয়ত তারা সংশোধন হবে।

ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম আবু জাফর তাবারী (র) বলেন, এ আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় নবী হযরত মুহাম্মদ (স)কে সম্বোধন করে বলেন, হে মুহাম্মদ! তোমার কাছে প্রেরিত কুরআন করীমের সাহায্যে তুমি এমন সম্প্রদায়কে সতর্ক করে দাও, যারা এ জন্য ভয় করেন যে তাঁদেরকে তাঁদের প্রতিপালকের নিকট সমবেত করা হবে। তাঁরা আল্লাহ্ তা'আলা কর্তৃক ওয়াদা ও শাস্তি বিধানের বিষয়টি বিশ্বাস করেন; তাঁরা আল্লাহ্ তা'আলাকে সন্তুষ্ট করার লক্ষ্যে কাজ করে থাকেন এবং আখিরাতে আল্লাহ্র শাস্তি হতে নিজেদেরকে রক্ষা করার প্রচেষ্ট অব্যাহত রেখেছেন। এ আয়াতে উল্লেখিত لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُوْنِهٖ وَلِيٌّ আয়াতাংশের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, যদি আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে শাস্তি দেন তাহলে আল্লাহ্ তা'আলা ব্যতীত এমন কোন অভিভাবক নেই, যিনি তাদেরকে সাহায্য করতে পারে ও আল্লাহ্র শাস্তি থেকে তাদেরকে রক্ষা করতে পারে। আবার এমন কোন সুপারিশকারী নেই, যিনি আল্লাহ্ তা'আলার কাছে তাদের জন্য সুপারিশ করতে পারে ও আল্লাহ্ তা'আলার শাস্তি হতে তাদেরকে বাচাইতে পারে। উল্লেখিত আয়াতাংশে لَعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ এর অর্থ হচ্ছে, হে নবী! তাদেরকে সতর্ক করে দিন! যাতে তারা নিজে নিজে আল্লাহ্ তা'আলাকে ভয় করেন: স্বীয় প্রতি পালকের আনুগত্য করেন; কিয়ামতের জন্য প্রয়োজনীয় আমল করেন এবং গুনাহের কার্যসমূহ পরিত্যাগ করে আল্লাহ্র অসন্তুষ্টি থেকে পরিত্রাণ লাভ করেন।

আবার কেউ বলেন وَاَنْذِرْ بِهِ الَّذِيْنَ يَخَافُوْنَ اَنْ يُّحْشَرُوْا। এর অর্থ হচ্ছে এটা সম্বন্ধে তাদেরকে সতর্ক কর, যাতে তারা জানে যে, তাদেরকে সমবেত করা হবে। এখানে خوف দ্বারা علم বুঝানো হয়েছে। কেননা তাদের ভয় ছিল তাদের علم বা জানার জন্যে, যে কিয়ামত সংঘটিত হবে এবং নিঃসন্দেহে কিয়ামতের অস্তিত্ব রয়েছে।

এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় নবী করীম (স) কে হুকুম দিয়েছেন যাতে তিনি স্বীয় সাহাবীদের আল্লাহ্ তা'আলার ওহী মারফত প্রেরিত প্রতিটি আদেশ নিষেধ শিক্ষা দানে, তাদেরকে উপদেশ দেন, তাদেরকে গুরুত্ব সহকারে সতর্ক করেন, মুশরিকদের বিরুদ্ধে দলীল ও যুক্তি পেশ করার পর অবকাশ দেয়ার জন্যে আপাতত তাদের ব্যাপারে মৌনতা অবলম্বন করা যাতে পরিণামে তাদের সম্বন্ধে আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছা মুতাবিক যাবতীয় নির্দেশের মালিক আল্লাহ্ তা'আলাই প্রমাণিত হন।

মহান আল্লাহর বাণী—

(٥٢) وَلَا تَطْرُدِ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدٰوةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَهٗ ، مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ وَّمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِّنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُوْنَ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ ○

৫২. যারা তাদের প্রতিপালককে প্রাতে ও সন্ধ্যায় তার সন্তুষ্টি লাভার্থে ডাকে, তাদেরকে তুমি বিতাড়িত করবে না। তাদের কর্মের জবাবদিহির দায়িত্ব তোমার নয় এবং তোমার কোন কর্মের জবাব দিহিতার দায়িত্ব তাদের নয় যে, তাদেরকে বিতাড়িত করবে। করলে তুমি জালিমদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, বর্ণিত আছে যে, এ আয়াতখানি একদল দরিদ্র মুসলমানের ব্যপারে অবতীর্ণ হয়েছে। যখন মুশরিকগণ রাসুলুল্লাহ্ (স) এর নিকট দাবী করল, আপনার নিকট যে সকল দরিদ্র মুসলমান সাহচর্যে থাকে, তাদেরকে সরিয়ে রাখলে আমরা আপনার মজলিশে আসতে পারি এবং আপনার সাহচার্যে আসতে পারি। এ পরিপ্রেক্ষিতে খানি নাযিল হয়। এ প্রসঙ্গে বর্ণিত আছে ঃ

১৩২৫৫. আব্দুল্লাহ্ ইবন মাসউদ (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন কুরাইশদের কয়েকজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ (স) এর নিকট আসলেন। তখন সুহাইব (রা), বিল্লাল (র) ও খাব্বাব (রা) প্রমুখ দরিদ্র সাহাবা রাসূলুল্লাহ (স) এর দরবারে উপস্থিত ছিলেন। মুশরিক সর্দার বলল ঃ হে মুহাম্মদ! আপনি কি আপনার সম্প্রদায়ের এসব লোকদের নিয়েই সন্তুষ্ট? আমাদের মধ্য হতে কি আল্লাহ্ তা'আলা শুধু এদের প্রতি অনুগ্রহ করলেন? আমরা কি এদের অধীনস্থ হয়ে থাকবো? তাদেরকে আপনার এখান থেকে সরিয়ে দিন, তাহলে হয়ত আমরা আপনার অনুসরণ করতে পারি। তখন এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয় ঃ

وَلَا تَطْرُدِ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدٰوةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَهٗ وَكَذٰلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ اِلٰى اخر الاية

১৩২৫৬. অন্য এক সূত্রে 'আব্দুল্লাহ্ ইবন মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ,"একবার কুরাইশদের একটি দল রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর কাছে আগমন করল। তারপর তিনি পূর্বের হাদীসের ন্যায় বর্ণনা করেন।

১৩২৫৭. কুরদূস ইবনে আব্বাস (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা কুরাইশদের একটি দল রাসূলুল্লাহ্ (স) এর কাছে আগমন করল। তারপর তিনি পূর্বের হাদীসের ন্যায় বর্ণনা করেন।

১৩২৫৮. খাব্বাব (রা) হতে বর্ণিত। তিনি এ আয়াত وَلَا تَطْرُدِ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدْوةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَهُ الى قوله فَتَكُوْنَ مِنَ الظَّالِمِيْنَ -এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, একবার আকরা ইবন হাবিশ আত তামীমী এবং উ-আই-নাহ্ ইবন হাসান আল ফাযারী রাসূলুল্লাহ্ (স) এর নিকট আসলেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ (স) কয়েকজন দরিদ্র মুসলমান যেমন বিলাল (রা) সুহাইব (রা) আম্মার (রা) ও খাব্বাব (রা) কে নিয়ে বসে ছিলেন। কাফিররা দরিদ্র মুসলমানদের রাসূলুল্লাহ (স) এর কাছে দেখে আবমাননার দৃষ্টিতে তাকাল এবং রাসূল (সা) এর কাছে এগিয়ে এসে বলল, "আমাদের দাবী আমাদের জন্যে আপনি আপনার কাছে বিশেষ আসনের ব্যবস্থা করবেন, যাতে আরবরা আমাদের মর্যাদা সহজেই বুঝতে পারে। কেননা আরবের বিভিন্ন স্থান থেকে তাদের প্রতিনিধিগণ আপনার কাছে আগমন করে থাকে। এসব গোলামের সাথে তারা আমাদেরকে বসা দেখলে আমাদের লজ্জা হবে। আমরা যখন আপনার কাছে এসেছি তখন তাদেরকে এখান হতে চলে যেতে বলুন। যখন আমাদের কাজ শেষ হবে তখন আপনি ইচ্ছা করলে তাদের সাথে বসবেন। রাসূল (স) বললেন, 'হাঁ' তখন তারা বলল, এই মর্মে আপনি আমাদেরকে একটি লিপিকা লিখে দিন। বর্ণনাকারী বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) লিখার সামগ্রী চাইলেন এবং লিখার জন্য আলী (রা) কে ডাকলেন। বর্ণনাকারী বলেন, আমরা এক পার্শ্বে বসেছিলাম এমনি সময় এ আয়াত নিয়ে জিব্রাইল (আ) অবতীর্ণ হন।

وَلَا تَطْرُدِ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُوْنَ مِنَ الظَّالِمِيْنَ -

(যারা তাদের প্রতিপালককে প্রাতে ও সন্ধ্যায় তাঁর সন্তুষ্টি লাভের জন্য ডাকে, তাদেরকে আপনি বিতাড়িত করবেন না। তাদের কর্মের জবাবদিহিতার দায়িত্ব আপনার নয় এবং আপনার কোন কর্মের জবাবদিহির দায়িত্ব তাদের নয় যে, আপনি তাদেরকে বিতাড়িত করবেন। করলে আপনি জালিমদের অন্তর্ভুক্ত হবেন)।

তারপর রাসূল (সা) পড়লেন ঃ

وَكَذٰلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُوْلُوْا اَهٰؤُلَاءِ مَنَّ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا اَلَيْسَ اللّٰهُ بِاَعْلَمَ بِالشَّاكِرِيْنَ -

(এইভাবে তাদের একদলকে অন্য দল দ্বারা পরীক্ষা করছি যেন তারা বলে, আমাদের মধ্যে কি এদের প্রতিই আল্লাহ্ তা'আলা অনুগ্রহ করলেন? আল্লাহ্ কি কৃতজ্ঞ লোকদের সম্বন্ধে সর্বিশেষ অবহিত নন?)

এরপর রাসূল (স) পড়লেন ঃ

وَاِذَا جَاءَكَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِاٰيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلٰى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ

(যারা আমার আয়াতসমূহে ঈমান আনে তারা যখন আপনার নিকট আসে তখন তাদেরকে আপনি বলে দিন, তোমাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক, তোমাদের প্রতিপালক দয়া করা তাঁর কর্তব্য বলে স্থির করেছেন।)

বর্ণনাকারী বলেন, তারপর রাসূল (সা) নিজ হাত থেকে লিখার কাগজ ফেলে দিলেন এবং আমাদেরকে ডাকলেন। আমরা তাঁর কাছে আসলে তিনি বললেন, سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلٰى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ (তোমাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক, তোমাদের প্রতিপালক দয়া করা তাঁর কর্তব্য বলে স্থির করেছেন) আমরা তাঁর সাথে বসে রইলাম। যখন তিনি উঠে যাবার উপক্রম হলো, উঠে দাঁড়ালেন এবং আমরাও উঠে দাঁড়ালাম। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করেন ঃ

وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَهُ وَلَاتَعْدُعَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيْدُ زِيْنَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا – سورة الكهف-٢٨

(আপনি নিজকে ধৈর্য সহকারে রাখবেন তাদেরই সংসর্গে, যারা সকাল ও সন্ধ্যায় আহবান করে তাদের প্রতিপালককে তাঁর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে এবং আপনি পার্থিব জীবনের শোভা কামনা করে তাদের হতে আপনার দৃষ্টি ফিরিয়ে নিবেন না)।

বর্ণনাকারী বলেন, এরপর রাসূল (সা) আমাদের সাথে বসতেন এবং উঠে যাবার সময় হলে তিনি উঠে যেতেন। আর আমরাও চলে যেতাম।

১৩২৫৯. অন্য এক সূত্রে খাব্বাব (রা) হতে অনুরূপ হাদীস সামান্য ব্যতিক্রম সহকারে বর্ণিত রয়েছে।

১৩২৬০. কাতাদাহ (র) ও আল কালবী (র) হতে বর্ণিত। তারা বলেন, 'কুরাইশ বংশীয় কাফিরদের একটি দল একদিন রাসূলুল্লাহ্ (স) এর দরবারে হাযির হয়ে বলেন, যদি আপনি চান যে, আমরা আপনার অনুসরণ করি তাহলে গরীব মুসলমানদের অমুক অমুককে আমাদের উপস্থিতির সময় আসতে বারণ করবেন। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করেন وَلَا تَطْرُدِ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدٰوةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَهُ وَكَذٰلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ الاية

১৩২৬১. কাতাদাহ (র) হতে বর্ণিত। তিনি এ আয়াতে وَلَا تَطْرُدِ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدٰوةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَهُ اِلٰى قَوْلِهِ وَكَذٰلِكَ فَتَنَّا الاية এর তাফসীর প্রসঙ্গে

বলেন, কিছু সংখ্যক লোক রাসূলাল্লাহ্ (সা) কে বলেছিল, হে মুহাম্মদ (সা) যদি আপনি চান যে আমরা আপনার অনুরসণ করি তাহলে আমাদের মধ্য থেকে অমুক অমুককে বহিস্কার করে দিন অর্থাৎ যারা পার্থিব মর্যাদায় মুশরিকদের থেকে কিছু নিম্ন মানের। তাই মুশরিকরা তাদেরকে ঘৃণার চোখে দেখত। তখন আল্লাহ্ তা'আলা প্রথম হতে শেষ পর্যন্ত এই আয়াতটি নাযিল করেন।

১৩২৬২. মুজাহিদ (র) হতে বর্ণিত। তিনি এ আয়াত وَلاَ تَطْرُدِ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدْوَةِ الاية এর তাফসীর প্রসংগে বলেন, বিলাল (র) ও ইবন উম্মে আবদ (র) একদিন মুহাম্মদ (স) এর কাছে বসেছিলেন। তখন কুরাইশদের অনেক তাদেরকে আবমাননা করার জন্যে বলল, যদি এই দুইজনও তাদের ন্যায় যারা রয়েছে তারা না থাকত তাহলে আমরা রাসূল (সা) এর দরবারে উঠা বসা করতাম। তারা তাদের বহিস্কারের দাবী করায় তাদের দাবীকে খন্ডন করে আল্লাহ্ ত'আলা আয়াত নাযিল করেন। অতঃপর নাযিল হল্ اَلَيْسَ اللّٰهُ بِاَعْلَمَ بِالشَّاكِرِيْنَ বর্ণনাকারী বলেন এই দুই আয়াতের মাঝে এ আয়াতাংশ قُلْ سَلاَمٌ عَلَيْكُمْ নাযিল হয়।

১৩২৬৩. সা'দ (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এ আয়াতটি ৬ জন সাহাবীর সম্পর্কে নাযিল হয়। তাদের মধ্যে একজন হলেন আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রা)। তিনি বলেন, আমার ন্যায় অন্য কয়েক জন সাহাবী সমেত আমরা হযরত মুহাম্মদ (স) এর দরবারে যাতায়াত করতাম, রাসূল (স) এর নিকটবর্তী হতাম এবং রাসূল (স)-এর কথা শুনতাম। কুরাইশগণ একদিন বলল, আমাদের চেয়ে মর্যাদায় কম হওয়া সত্ত্বেও তারা রাসূল (স) এর নিকটবর্তী হয় অর্থাৎ এরা নিকটবর্তী হতে পারে না, এদেরকে ত্যাগ করা হোক। তখন আয়াতটি নাযিল হয় وَلاَ تَطْرُدِ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدْوَةِ وَالْعَشِيِّ

১৩২৬৪. ইকরামা (র) হতে বর্ণিত। তিনি এ وَاَنْذِرْ بِهِ الَّذِيْنَ يَخَافُوْنَ اَنْ يُحْشَرُوْا اِلٰى رَبِّهِمْ الاية

এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, একদিন বনূ 'আবদ মান্নাফের বিশিষ্ট কয়েকজন কাফির 'উতবা ইবন্ রাবী'আহ শাইবাহ ইব্ন রাবী'আহ, মুত'ইম্ মুতিম ইব্ন 'আ'দী, হারিস ইব্ন নাওফাল, কুরয়াহ ইবন 'আবদ আমর ইবন নাওফাল প্রমুখ আবূ তালিবের কাছে গিয়ে বলল, হে আবু তালেব! যদি আপনার ভাতিজা আমাদের ক্রীতদাস, মিত্র ও নিম্ন শ্রেণীর লোকদেরকে ত্যাগ করে তাহলে সে আমাদের অন্তরে বিরাট স্থান করে নেবে। আমাদের কাছে সে হবে অধিক অনুসরণীয়। তার প্রতি আমাদের বিশ্বাস স্থাপন ও অনুসরণের ব্যাপারে সে নিজেকে আমাদের অত্যন্ত নিকটবর্তী পাবে। বর্ণনাকারী বলেন, আবূ তালেব রাসূল (স) এর নিকট এসে সাথে বিষয়টি বললেন। উমর ইবন খাত্তাব (রা) বললেন, আপনি আপাততঃ যদি তাদের কথা মত কাজ করেন তাহলে বুঝতে পারবেন তারা কি চায় এবং তাদের কথা বা কতদূর সত্য? তখন আল্লাহ্ তা'আলা এই আয়াতটি নাযিল করেন। وَاَنْذِرْ بِهِ الَّذِيْنَ يَخَافُوْنَ اَنْ يُحْشَرُوْا

إِلَى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَوٰةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ إِلَى قَولِه أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ বর্ণনাকারী বলেন, ক্রীতদাসদের মধ্যে ছিলেন বিলাল (রা) 'আম্মার (রা) ইবন ইয়াসার, আবূ হুযাইফার আযাদকৃত গোলাম সালিম (রা), উসাইদ (রা) এর আযাদকৃত গোলাম সাবীহ মিত্রদের মধ্যে ছিলেন। ইবন মাসউদ (রা), মিকদাদ ইব্‌ন আমর (রা), মাসউদ ইবনুল কারী (রা) ওয়াকিদ ইবন 'আব্দুল্লাহ্ আল হানযালী (রা) আমর ইবন 'আবদে আমর যুসশিমলাইন (রা), মিরসাদ ইবন্ আবূ মিরসাদ (রা)। ধনী মিত্রদের মধ্যে ছিলেন হামযা ইবন 'আব্দুল মুত্তালিব (রা) এর ন্যায় অন্যান্য অনেক তারপর। কুরাইশ বংশের কিছু কাফির সর্দার, প্রভু ও মিত্রদের সম্বন্ধে নাযিল হয় وَكَذَٰلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا الاية এসব আয়াত নাযিল হবার পর উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) রাসূল (সা)-এর নিকট এসে তাঁর উত্থাপিত অভিমতের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করেন।

وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ الاية

১৩২৬৫. ইবন যায়দ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন এক ব্যক্তি রাসুলুল্লাহ্ (সা) এর দরবারে হাজির হয়ে বলল, সালমান, বিলাল ও তাদের সাথী সঙ্গীদের সাথে আমাকেও আল্লাহ্ তা'আলা একই সারিতে, দেখবে আমার কাছে এটি লজ্জার ব্যাপারে। কাজেই আপনি তাদেরকে আপনার নিকট থেকে বের করে দেন এবং অমুক অমুককে আপনার নিকট যাতায়াতের সুযোগ দিন। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর এ প্রসংগে কুরআন এর এই আয়াতখানি নাযিল হয় وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَوٰةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ .... فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ অর্থাৎ তুমি মুসলমানদেরকে ওদের কথামত এই ভাবে বের করে দিবেনা। তোমার মধ্যে ও জালেমদের মধ্যে যোগসূত্র সৃষ্টি হবে।

অতঃপর রাসূল (সা) পাঠ করেন وَكَذَٰلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ এরপর আল্লাহ্ তা'আলা এরাই মুসলমানদেরকে আপনার দরবার থেকে বের করার পরামর্শ দিয়েছে। মুসলমানদেরকে আমার পক্ষে থেকে সালাম দিন এবং সুসংবাদ দিন যে, আমি তাদের ক্ষমা করে দিয়েছি এবং রাসূল (সা) তিলাওয়াত করেন ঃ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ এবং পরবর্তী আয়াতাংশে পৌছলেন وَكَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ এখানে تستبين এর অর্থ تعرفها

যাদেরকে বহিষ্কার না করার জন্যে আল্লাহ্ তা'আলা নবী (স) কে বলেছেন, তারা তাদের রবকে কি ভাবে ডাকত, এ বিষয়ে একাধিক মত রয়েছে। কিছু সংখ্যক ব্যাখ্যাকারী বলেন, এখানে পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের কথা বলা হয়েছে।

যারা এমত পোষণ করেন ঃ

১৩২৬৬. আব্দুল্লাহ্ ইবন আব্বাস (র) হতে বর্ণিত। তিনি এ আয়াত وَلَا تَطْرُدِ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدْوةِ وَالْعَشِىِّ এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, এ আয়াতে উল্লেখিত يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدْوةِ وَالْعَشِىِّ এর অর্থ হচেছ তারা সকাল ও সন্ধ্যায় ফরয সালাত আদায়ের মাধ্যমে স্বীয় প্রতিপালকের ইবাদত করেন।

১৩২৬৭. ইব্‌রাহীম (র) হতে বর্ণিত। তিনি এ আয়াত يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدْوةِ وَالْعَشِىِّ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَهُ এর তাফসীর প্রসংগে বলেন, আয়াতের অর্থ হচ্ছে পাঁচ ওয়াক্ত ফরয সালাত। কোন কোন বক্তা মনগড়া অনেক কথাই বলে।

১৩২৬৮. অন্য এক সূত্রে ইব্‌রাহীম (র) হতে বর্ণিত। তিনি এ আয়াত

وَلَا تَطْرُدِ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدْوةِ وَالْعَشِىِّ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَهُ

এর তাফসীরে নামায এর সালাতের কথা বলেছেন।

১৩২৬৯. মুজাহিদ (র) হতে বর্ণিত। তিনি এ আয়াত وَلَا تَطْرُدِ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدْوةِ وَالْعَشِىِّ এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, 'এখানে ফজর ও আসরের ফরয নামায এর কথা বলা হয়েছে।

১৩২৭০. হাসান (র) হতে বর্ণিত। তাকে এ আয়াত وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدْوةِ وَالْعَشِىِّ এর তাফসীর সম্পর্কে প্রশ্ন করা হল, এ আয়াতে কি ঐ সব বক্তাদের কথা বলা হয়েছে, যা কোন কোন বক্তা বাড়িয়ে বলে থাকেন? তিনি উত্তরে বলেন, না; বরং তারা হলেন ঐ সব ব্যক্তি, যারা জামায়াতের সাথে রীতিমত নামায আদায় করেন।

১৩২৭১. মুজাহিদ (র) হতে অন্য এক সূত্রে বর্ণিত রয়েছে। তিনি এ আয়াতাংশ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدْوةِ وَالْعَشِىِّ এর তাফসীর সম্পর্কে বলেন, এখানে ফরজ নযমাযের কথা বলা হয়েছে।

১৩২৭২. দাহহাক (র) হতে বর্ণিত। তিনি এ আয়াতাংশ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدْوةِ وَالْعَشِىِّ এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, এখানে يَعْبُدُوْنَ এর অর্থ হচ্ছে يَدْعُوْنَ এবং بِالْغَدْوةِ وَالْعَشِىِّ এর অর্থ হচ্ছে ফরয সালাত।

১৩২৭৩. কাতাদাহ্ (র) হতে বর্ণিত। তিনি এ আয়াতাংশ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِىِّ এর তাফসীর প্রসংগে বলেন, এখানে দুটো ফরয নামাযের কথা বলা হয়েছে। আর তা হ'লো ফজরের নামায ও আসরের নামায।

১৩২৭৪. আব্দুল্লাহ্ ইবন উমর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি এ আয়াতাংশ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, আয়াতে উল্লেখিত بِالْغَدْوَةِ وَالْعَشِيِّ এর মাধ্যমে ফরয সালাত সমূহকে বুঝানো হয়েছে।

১৩২৭৫. মুজাহিদ ও ইব্‌রাহীম (র) হতে বর্ণিত। তারা এ আয়াতাংশ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, এখানে পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের কথা বলা হয়েছে।

১৩২৭৬. মুজাহিদ (র) হতে অন্য এক সূত্রে অনুরূপ বর্ণিত রয়েছে।

১৩২৭৭. মুজাহিদ (র) হতে অন্য এক সূত্রে বর্ণিত। তিনি এ আয়াতাংশে وَلَاتَطْرُدِ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, এ আয়াতে দুইজন মুমিন মুসল্লী সম্বন্ধে বলা হয়েছে। তারা হলেন বিলাল (রা) ও ইবনে উম্মে আবদ (রা)। অন্য এক সূত্রে মুজাহিদ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমি সায়ীদ ইবনুল মুসাইব (র) এর সাথে ফজরের সালাত আদায় করলাম। ইমাম যখন সালাম ফিরালেন, লোকজন তখন এক বক্তার চারপাশে সমবেত হল। সায়ীদ (র) বলেন, এই মজলিসে মানুষ কেন এত গুরুত্ব সহকারে দ্রুত যোগদান করছে? মুজাহিদ (র) বলেন, আমি তখন বললাম, আল্লাহ্ তা'আলা যা বলেছেন, তার ব্যাখ্যা তারা এইরূপ করেছেন। সায়ীদ (র) বললেন, আল্লাহ্ তা'আলা কি বলেছেন? মুজাহিদ বললেন, তখন আমি বললাম, 'আল্লাহ তা'আলা বলছেন وَلَاتَطْرُدِ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ তিনি বললেন এটা এ ব্যাপারে কেন? এটাতো বলা হয়েছে সালাতের সম্পর্কে যে সালাত আমার এই মাত্র শেষ করলাম।

১৩২৭৮. আব্দুর রহমান ইবনে আবু ওমরাহ (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এ আয়াতে ফরয সালাতের কথা বলা হয়েছে।

১৩২৭৯. আমের (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এ আয়াতে সালাতের কথা বলা হয়েছে।

১৩২৮০. অন্য এক সূত্রে আমের (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এ আয়াতে সালাতের কথা বলা হয়েছে।

১৩২৮১. কাতাদাহ (র) হতে বর্ণিত। তিনি এ আয়াত وَلَاتَطْرُدِ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَهُ এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, এ আয়াতে ফজর ও আসরের সালাতের কথা বলা হয়েছে।

১৩২৮২. মুজাহিদ (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন আবদুর রহমান ইবন আবু উমরা (র) মসজিদে নবীতে সালাত আদায় করেন। সালাত শেষে করার পর তিনি উঠে দাঁড়ালেন এবং রাসূল (স) এর হুজরা শরীফে হেলান দিয়ে বসলেন। লোকজন তার নিকট ভিড় করতে লাগল। তখন তিনি বললেন, আপনারা চলে যান। তখন তাকে বলা হল আপনার প্রতি আল্লাহ্ তা'আলা রহম করুন। তারা এসেছে

وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ এ আয়াত সম্পর্কে জানার জন্য। তিনি বললেন, এই আয়াত দ্বারা সালাতের কথা বুঝানো হয়েছে।

আবার কেউ কেউ বলেন, এখানে সালাত সম্বন্ধেই বলা হয়েছে। কিন্তু কুরাইশরা রাসূল (স) এর নিকট, দরিদ্র মুসলমানদেরকে মজলিশ হতে বহিষ্কার করার জন্যে অবেদন করেননি বা মজলিশ থেকে পিছু সরিয়ে দেওয়ার জন্যও আবেদন করেননি। তারা শুধু গরীবদেরকে প্রথম কাতার থেকে সরে যাবার জন্যে রাসূল (স) এর কাছে আবদার করেছিল। গরীবেরা কেন পিছনের কাতারে থাকে।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১৩২৮৩. আব্দুল্লাহ্ ইবন আব্বাস (র) হতে বর্ণিত। তিনি এ আয়াত وَكَذٰلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضِهِمْ الاية এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, এ আয়াতে কতিপয় দরিদ্র মুসলমানদের কথা বলা হয়েছে। তারা রাসূল (স) এর সংস্পর্শে থাকতেন, তখন কতিপয় সচ্ছল লোকেরা রাসূল (স) কে বললেন, আমরা আপনার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছি। তবে আমরা যখন সালাত আদায় করব তখন আপনি আপনার সাথে এসব লোককে সরিয়ে দেবেন যেন তারা আমাদের পেছনে সালাত আদায় করে।

কেউ কেউ বলেন, তাদের দু'আর অর্থ হল যিকির, আযকার।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১৩২৮৪. ইব্রাহীম (র) হতে বর্ণিত। তিনি আলোচ্য আয়াত وَلَاتَطْرُدِ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, এ আয়াতে যিকির কারীদের সম্পর্কে বলা হয়েছে।

১৩২৮৫. মনসুর (র) হতে বর্ণিত। তিনি এ আয়াত وَلَاتَطْرُدِ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, "এ আয়াতে যাদের কথা বলা হয়েছে তারা হল যিকিরকারী"।

১৩২৮৬. অন্য এক সূত্রে ইবরাহীম (র) হতে বর্ণিত। তিনি এ আয়াত وَلَاتَطْرُدِ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ এর তাফসীর সম্পর্কে বলেন, এ আয়াতে যিকির করতে বাধা দেবন না।

কেউ কেউ বলেন, আয়াতের অর্থ হল কুরআনের শিক্ষা ও তিলাওয়াত দেওয়া।

যারা এমত পোষণ করেন ঃ

১৩২৮৭. আবূ জা'ফর (র) হতে বর্ণিত। তিনি আলোচ্য আয়াত وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, তাদেরকে রাসূল (স) কুরআন শিক্ষা দিতেন। কে এমন আছে, যে রাসূল (স) কে উপদেশ দিতে পারে?

কেউ কেউ বলেন, এখানে তাদের দু'আ করার অর্থ হল শুধু তারই ইবাদত করা।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১৩২৮৮. দাহ্হাক (র) হতে বর্ণিত। তিনি এ আয়াতাংশ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, এ আয়াতে উল্লেখিত يدعون এর অর্থ হচ্ছে يعبدون অর্থাৎ তারা 'ইবাদত করে। সূরা গাফিরের ৬৬ নং আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ قُلْ اِنِّى نُهِيْتُ اَنْ اَعْبُدَ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ لَمَّا جَاءَنِى الْبَيِّنٰتُ مِنْ رَّبِّى وَاُمِرْتُ اَنْ اُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِيْنَ অর্থাৎ বল, আমার প্রতিপালকের নিকট হতে আমার নিকট সুস্পষ্ট নিদর্শন আসার পর তোমরা আল্লাহ্ ব্যতীত যাদেরকে আহ্বান কর তাদের 'ইবাদত করতে আমাকে নিষেধ করা হয়েছে এবং আমি আদিষ্ট হয়েছি জগৎসমূহের প্রতিপালকের নিকট আত্মসমর্পণ করতে।

'আল্লামা আবু জা'ফর মুহাম্মদ ইব্ন তাবারী (র) বলেন, অত্র আয়াতের বিশুদ্ধতম তাফসীর হল নিম্নরূপ: নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-কে এমন লোকদের বহিষ্কার নিষিদ্ধ করেছেন, যারা তাদের প্রতিপাককে সকালে সন্ধ্যায় ডাকে। আল্লাহ্ তা'য়ালাকে ডাকা বিভিন্ন পন্থায় হতে পারে। কথাবার্তায় আল্লাহ্ তা'আলার নাম স্মরণ করা। আবার কোন কোন সময় আল্লাহ্ তা'আলার নির্ধারিত বা ফরয কার্যাদি অঙ্গ প্রতঙ্গ দ্বারা সম্পাদের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলাহ্কে ডাকা হয়ে থাকে। ফরয ব্যতীত কিছু কিছু আমল রয়েছে যেগুলো সুন্নত ও নফলের পর্যায়ভুক্ত। আল্লাহ তা'আলাকে সন্তুষ্ট করার লক্ষ্যে এসব আমল আঞ্জাম দিয়ে আল্লাহ তা'আলাকে ডাকার কাজটি সম্পাদন করা হয়ে থাকে। কোন কোন সময় উপরের উল্লেখিত ডাকার যাবতীয় পন্থাই কোন সম্প্রদায়ে পাওয়া যায় এবং তা পাওয়া যায় বৈধ। এখানেও আল্লাহ তা'আলা তাদের গুণাবলী বর্ণনা করে ঘোষণা দিয়েছেন যে, তারা সকাল সন্ধ্যায় আল্লাহ্ তা'আলাকে ডাকেন। আল্লাহ্ তা'আলা কোন কোন সময় 'ইবাদতকে দু'আ বা ডাক বলে আখ্যায়িত করেছে। সূরায়ে মু'মিনের ৬০নং আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন قَالَ رَبُّكُمُ ادْعُوْنِىْ اَسْتَجِبْ لَكُمْ اِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِىْ سَيَدْخُلُوْنَ جَهَنَّمَ دَاخِرِيْنَ অর্থাৎ তোমাদের প্রতিপালক বলেন, তোমরা আমাকে ডাক, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেব। যারা অহংকারে আমার ইবাদতে বিমুখ, তারা অবশ্যই জাহান্নামে প্রবেশ করবে, লাঞ্ছিত হয়ে।

আবার কোন কোন সময় দু'আ দ্বারা শুধু-মাত্র ডাকাকেই বুঝানো হয়ে থাকে। তাই কোন একটি অর্থকে অধিক শুদ্ধ বলে আখ্যায়িত করা যায় না। আল্লাহ্ তা'আলা যে রূপ মুমিনদের গুণাবলী বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন যে, তারা আল্লাহ্কে সকাল সন্ধ্যায় ডাকে। কেউ কেউ এরূপভাবে মুমিন বান্দাদের ক্ষেত্রে দু'আ অর্থ প্রয়োগ করে থাকেন। দু'আর দ্বারা তার বিশেষ কোন অর্থে গ্রহণ করেনা।

উপরের আলোচনার আলোকে আয়াতের ব্যাখ্যাটি নিম্নরূপ করা যায় : হে মুহাম্মদ (স)! আপনার নিকট যে কুরআন মজীদ প্রেরণ করা হয়েছে, সেই কুরআন মজীদ সম্পর্কে এ সব ব্যক্তিদের সতর্ক করে দিন, যারা জানে যে, তাদেরকে তাদের প্রতিপালাকের নিকট সমবেত করা হবে। সুতরাং তারা আল্লাহ্ তা'আলার।

সমীপে সমবেত হওয়ার ভয়ে সদাসর্বদা নেক আমলে মগ্ন থাকে। কেননা আল্লাহ্ ব্যতীত তাদের আর কোন সাহায্যকারী নেই। অন্যদিকে তোমার সম্প্রদায়ের যারা আল্লাহ ও কিয়ামতের দিনকে মিথ্যা বলেছে তারা আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি ঔদ্ধত্য হয়ে আপনার প্রতি ভী'ত প্রদর্শন করছে ও আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশ পালন থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখছে। আপনি আমলকারীদেরকে তাড়িয়ে দেবেন না। যদি দেন তাহলে আপনি ঐ সব লোকের অন্তর্ভুক্ত হবেন, যারা অন্যায় ভাবে ঐসব লোককে তাড়িয়ে দেয়; যারা তাড়া খাওয়ার উপযুক্ত নয়। এবং আপনি ঐসব লোককে নিকটবর্তী করে নেবেন যারা আপনার নিকটবর্তী হওয়ার যোগ্য নয়। এ জন্য যে, ঐ সব লোককে তাড়িয়ে দিতে নিষেধ করেছি, যারা প্রতিপালককে যাদের নেক আমল দ্বারা এবং আল্লাহ্ তা'আলার কাছে ক্ষমা ও শক্তি কামনা করে। তাদের প্রতি আল্লাহ্ তা'আলা যে সব ফরয বা অপরিহার্য কার্যকলাপ নির্ধারণ করেছেন এবং যেগুলো তাদের জন্যে নফল ইবাদত বলে গণ্য ইত্যাদি তারা আন্তরিক ভাবে আদায় করে; তারা আল্লাহ্ তা'আলাকে নিজ যবানে উঠতে বসতে সকলে সন্ধ্যায় স্মরণ করে ; আর এর মাধ্যমে তারা শুধু আল্লাহ্ তা'আলার নৈকট্য অর্জনের জন্যে ও আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভের কামনা করে। আয়াতে উল্লেখিত مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ বাক্যাংশের দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা করেন যে, হে নবী! আমি তাদেরকে যে রিযিক ও সম্পদ দান করেছি, এগুলোর ব্যাপারে আপনার নিকট থেকে কোন প্রকার হিসাব নেয়া হবে না। অনুরূপ ভাবে আপনাকে যে সম্পদ দেয়া হয়েছে এ সম্বন্ধে তাদের নিকট হিসাব চাওয়া হবে না। তাদেরকে দুনিয়ায় যেসব সম্পদ দিয়েছি, তার হিসাব থেকে আপনি নিষ্কৃতি লাভ করতে তাদেরকে তাড়িয়ে দেওয়ার প্রয়োজন নেই। কারণ কেউ কারো হিসাবের জন্যে দায়ী নয়।

মহান আল্লাহর বাণী—

(٥٣) وَكَذٰلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُوْلُوْآ اَهٰؤُلَآءِ مَنَّ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنْ بَيْنِنَا ؕ اَلَيْسَ اللّٰهُ بِاَعْلَمَ بِالشّٰكِرِيْنَ ○

৫৩. এভাবে তাদের একদলকে অন্যদল দ্বারা পরীক্ষা করেছি, যেন তারা বলে, আমাদের মধ্যে কি এদের প্রতিই আল্লাহ্ অনুগ্রহ করলেন? আল্লাহ্ কি কৃতজ্ঞ লোকদের সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত নন?

'আল্লামা আবূ জা'ফর মুহাম্মদ ইবন জারীর তাবারী (র) বলেন, অত্র আয়াতাংশে উল্লেখিত كَذٰلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ এর অর্থ হচ্ছে اختبرنا وابتلينا। অর্থাৎ এভাবে তাদের একদলকে অন্য দল দ্বারা পরীক্ষা করেছি।

এ প্রসঙ্গে নিম্নের বর্ণনাটি প্রণিধানযোগ্য।

১৩২৮৯. কাতাদাহ (র) হতে বর্ণিত। তিনি অত্র আয়াতাংশ كَذٰلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ এর তফসীর প্রসঙ্গে বলেন, অত্র বাক্যাংশের অর্থ হচ্ছে كَذٰلِكَ ابْتَلَيْنَا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ অর্থাৎ এভাবে তাদের এক দলকে অন্য দল দ্বারা পরীক্ষা করেছি। 'আল্লামা আবূ জা'ফর (র) বলেন, এ কিতাবের অন্যত্র الْفِتْنَةَ। শব্দটির অর্থ যে পরীক্ষা ও কোন মুসীবতে গ্রেফতার করা, তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি, যার পুনরাবৃত্তি এখানে নিষ্প্রয়োজন।

"আল্লাহ্ তা'আলা বন্দাদের একদলকে অন্য দল দ্বারা পরীক্ষা করেন"— কথাটির অর্থ হচ্ছে, আল্লাহ তা'আলা তাদের মধ্যে যে রিযিক ও চরিত্রের উৎকর্ষতা বন্টন করেছেন ও তাদেরকে দয়া করে প্রদান করেছেন, তা তাদের মধ্যে এইরূপ বন্টন সম্পর্কে বিভিন্ন মতামত প্রকাশ করে থাকে। আল্লাহ্ তাদের মধ্যে কাউকে ধনী করেছেন আবার কাউকে দরিদ্র, কাউকে শক্তিশালী আবার কাউকে দুর্বল। সুতরাং তাদের এক দল অন্য দলের মুখাপেক্ষী, তাদের মধ্যে বিরাজমান এইরূপ ব্যবস্থা আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে তাদের জন্য একটি পরীক্ষা মাত্র।

অত্র আয়াত সম্বন্ধে বর্ণিত আমাদের উপরোক্ত তাফসীর ব্যাখ্যাকারী একটি দল সমর্থন করেছেন।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১৩২৯০. আব্দুল্লাহ ইব্ন 'আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। অত্র আয়াতাংশ كَذٰلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ-এর তাফসীর প্রসঙ্গে তিনি বলেন, এর অর্থ হচ্ছে তাদের কাউকে আল্লাহ্ তা'আলা ধনী করেছেন আর কাউকে দরিদ্র। তাই ধনীরা দরিদ্রের প্রতি কটাক্ষ করে বলছে أَهٰؤُلَاءِ مَنَّ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا অর্থাৎ আমাদের মধ্য হতে আল্লাহ্ তা'আলা কি শুধু তাদেরকেই হেদায়াত করলেন? তারা দরিদ্রদের প্রতি ঠাট্টা-বিদ্রূপ ছলে এরূপ মন্তব্য করেছে।

আয়াতাংশ لِيَقُوْلُوْا أَهٰؤُلَاءِ مَنَّ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا -এর মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, আমি জনগণকে ধন-সম্পদ, দারিদ্রতা, সম্মান, অপমান, শক্তি, দুর্বলতা, হিদায়াত, পথভ্রষ্টতা ইত্যাদি পরীক্ষা করার জন্য দান করেছি। যাতে যাদেরকে আল্লাহ তা'আলা গোমরাহ করেছেন এবং সত্যপথ থেকে বিচ্ছিন্ন করেছেন, তারা যেন যাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা হিদায়েত করেছেন এবং তাদেরকে হিদায়াত প্রাপ্ত হবার তাওফীক প্রদান করেছেন। ঠাট্টার ছলে বলে আমাদের মধ্যে এদের কিছু লোককে কি আল্লাহ তা'আলা হিদায়াত ও সভ্যতা দান করে এদের প্রতি আল্লাহ্ তা'আলা অনুগ্রহ প্রদর্শন করলেন, অথচ এরা দরিদ্র, দুর্বল ও নিম্নস্তরের লোক আর আমি হচ্ছি ধনী, শক্তিশালী ও সম্মানী লোক? তারা দরিদ্রদের প্রতি ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে এবং ইসলামের ও ইসলামের অনুসারীদের প্রতি শত্রুতা বশতঃ এই রূপ মন্তব্য করে থাকে।

আয়াতাংশ أَلَيْسَ اللّٰهُ بِأَعْلَمَ بِالشّٰكِرِيْنَ এর মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা ঐ সব মুশরিকের প্রতিউত্তর দিচ্ছেন, যারা আল্লাহ তা'আলা যে দরিদ্র ও দুর্বলদেরকে সত্যের প্রতি হেদায়াত প্রদান করতে পারেন এবং ধনীদেরকে সত্য থেকে বিমুখ করতে পারেন অস্বীকার করে। আবার এ সত্যটাও তাদের

কাছে প্রতিষ্ঠিত করা যে, আমি আল্লাহ্ আমার বান্দার মধ্যে কে কৃতজ্ঞ এবং কে নিয়ামতের অকৃতজ্ঞ, আমি তা বেশ জানি। সুতরাং তাদের মধ্য হতে যাকে আমি হেদায়াত দান করে অনুগ্রহ করেছি তা হল আমার নিয়ামতের প্রতি তার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের প্রতিদান স্বরূপ। অন্যদিকে যাকে আমি হেদায়াতের রাস্তা থেকে বিচ্যুত করে অপমানিত করেছি, তা হলো আমার নিয়ামতের প্রতি তার অকৃতজ্ঞতার সাজা স্বরূপ। অতএব, অনুগ্রহ প্রদান ও অপমানিত করা ধনীর সম্পদ ও দরিদ্রের দারিদ্র্যতার জন্যে নয়। কেননা সওয়াব ও আযাবের কোন ব্যক্তি হকদার হচ্ছে শুধুমাত্র কৃতকর্মের প্রতিফল স্বরূপ। তার সম্পদ কিংবা দারিদ্র্যতার জন্যে নয়। কেননা ধন-সম্পদ, দারিদ্রতা, শক্তি-সামর্থ্য ও অপরাগতা ইত্যাদি মাখলুকের ইখতিয়ার ভুক্ত কার্যকলাপ।

মহানা আল্লাহর বাণী—

(٥٤) وَإِذَا جَآءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاٰيٰتِنَا فَقُلْ سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلٰى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ ۙ اَنَّهٗ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوْٓءًۢا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْۢ بَعْدِهٖ وَاَصْلَحَ فَاَنَّهٗ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝

৫৪. যারা আমার আয়াতে ঈমান আনে তারা যখন তোমার নিকট আসে তখন তাদেরকে তুমি বলবে, তোমাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। তোমাদের প্রতিপালক দয়া করা তার কর্তব্য বলে স্থির করেছেন। তোমাদের মধ্যে কেউ অজ্ঞতা বশতঃ যদি মন্দ কাজ করে, অতঃপর তওবা করে এবং সংশোধন করে তবে তো আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম আবু জাফর তাবারী (র) বলেন, অত্র আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা কার সম্বন্ধে এরশাদ করেছেন, এনিয়ে ব্যাখ্যা কারীগণ মতবিরোধ করেছেন।

ব্যাখ্যা কারীদের কেউ কেউ বলেন যে, অত্র আয়াতের মাধ্যমে এমন ব্যক্তিবর্গ সম্বন্ধে বলা হয়েছে যাদেরকে দূরে সরিয়ে দেওয়ার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় নবী (স)-কে নিষেধ করেছেন। এইরূপ অভিমত পোষণ কারী গণ তাদের অভিমতের স্বপক্ষে বিভিন্ন বর্ণনা ইতিমধ্যে পেশ করছেন।

আবার কেউ কউ বলেন, অত্র আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা এমন সম্প্রদায় সম্পর্কে বক্তব্য রেখেছেন, যারা রাসূল (স) কে এমন বড় পাপ সম্বন্ধে প্রশ্ন করেছে যা তারা করেছে এবং আল্লাহ্ তা'আলা তাদের তওবা কবুল থেকে তাদেরকে নিরাশ করেননি।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১৩২৯১. মাহান (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা একটি সম্প্রদায় রাসূল (স) এর কাছে হাজির হল। তারা মারাত্মক পাপের কার্য সম্পাদন করেছিল। মাহান (র) বলেন, রাসূল (স) তাদের আরজির কোন উত্তর দিয়েছিলেন বলে আমার মনে পড়ে না। তিনি আরো বলেন, অতঃপর আল্লাহ তা'আলা নিম্নের আয়াত শরীফ অবতীর্ণ করেন ঃ

وَاِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُمِنُوْنَ بِاٰيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ الاية

১৩২৯২. মাহান (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একটি সম্প্রদায় একদা রাসূল (সা)-এর দরবারে হাজির হন এবং তারা আরয করেন, হে মুহাম্মদ (সা) আমরা মারাত্মক পাপের শিকার হয়েছি। তিনি বলেন, রাসূল (সা) তাদের কোন প্রতিউত্তর করেছেন বলে আমার মনে পড়ে না। অতঃপর তারা চলে গেলে আল্লাহ তা'আলা অত্র আয়াত وَاِذَا جَاءَكَ الَّذِيْنَ يُمِنُوْنَ بِاٰيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ অবতীর্ণ করেন। রাসূল (স) তাদেরকে ডেকে পাঠালেন এবং তাদের সামনে অত্র আয়াতটি তিলাওয়াত করেন।

১৩২৯৩. অন্য এক সূত্রে মাহান (র) থেকে অনুরূপ বর্ণিত রয়েছে।

আবার কেউ কেউ বলেন, এ আয়াতে মু'মিন বান্দাদের এমন একটি সম্প্রদায়ের সম্পর্কে বলা হয়েছে যারা রাসূল (সা)-কে বের করে দেয়ার জন্য পরামর্শ দিয়েছিলেন। যাদেরকে বের করার জন্যে আল্লাহ তা'আলা নিষেধ করেছেন। এ ধরনের পরামর্শ ছিল তাদের পক্ষ থেকে একটি ভুল পদক্ষেপ। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাদের অন্যায় ক্ষমা করে ছেন এবং নবী (স- কে নির্দেশ দেন যে, যখন তারা রাসূল (সা)-এর নিকটে আসবে তখন যেন তিনি তাদেরকে এই ব্যাপারে সুসংবাদ দেন, ভুল পরামর্শ দেবার জন্যে তাদের যে ত্রুটি হয়েছিল তা আল্লাহ তা'আলা তাদের মাফ করে দিয়েছেন। এ মত হল - ইকরামা (র) ও আব্দুর রহমান ইবনে যাইদের (র) অভিমত। তাদের বর্ণনা পূর্বে পেশ করা হয়েছে।

ইমাম আবু জা'ফর তাবারী (র) বলেন, এ আয়াতের ব্যাখ্যায় যতগুলো অভিমত বর্ণনা করা হয়েছে তন্মধ্যে আমাদের কাছে ঐ অভিমতটি শ্রেয়, যেখানে বলা হয়েছে যে, এ আয়াতাংশ وَاِذَا جَاءَكَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِاٰيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ দ্বারা যাদেরকে তাড়িয়ে দিতে নিষেধ করা হয়েছে। কেননা আল্লাহর কালাম وَاِذَا جَاءَكَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِاٰيَاتِنَا আয়াতটি আলাদা একটি সংবাদ, আর এ সংবাদটি পরিবেশন করা হয়েছে যাদেরকে তাড়িয়ে দেবার জন্যে নিষেধ করা হয়েছে তাদের সম্বন্ধে রাসূল (সা)-এর প্রতি নিষেধাজ্ঞা জারীর পর। সুতরাং যদি وَاِذَا جَاءَكَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِاٰيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ আয়াতে উল্লেখিত সম্প্রদায় দ্বারা যাদেরকে তাড়িয়ে দেবার জন্যে নিষেধ করা হয়েছে তাদেরকে বুঝানো হত তাহলে বলা হত وَاِذَا جَاءُوكَ فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ অধিকন্তু এ আয়াতের মাধ্যমে তাদের ঘটনা বর্ণনা করার পূর্বের দুইটি আয়াতের সাথে এ আয়াতটিকে সংযুক্ত না করায় একথাই প্রমাণিত হচ্ছে যে, এ আয়াতে ঐ সব ব্যক্তি সম্বন্ধে বলা হয়েছে, যাদের সম্বন্ধে পূর্ববর্তী আয়াত দুইটিতে বলা হয়নি।

অতএব আয়াতটির ব্যাখ্যা নিম্নরূপ করা যায় ঃ বিষয়টি আমরা যা বলেছি তাই সঠিক। অর্থাৎ হে মুহাম্মদ! (সা) যখন ঐসব লোক আপনার নিকট আসে, যারা আমার প্রেরিত কুরআন দলীলসমূহ ও নির্দশনসমূহ বিশ্বাস করে এবং এগুলোকে মুখে স্বীকার করে ও আমলে পরিণত করে, তারা তাদের কৃত পাপরাশি সম্পর্কে আপনার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে। তারা কি এসব পাপ থেকে তওবা করেছে অর্থাৎ যদি

তারা তাদের কৃত পাপরাশি সম্পর্কে অনুতপ্ত হয় তাহলে আপনি তাদেরকে নিরাশ করবেননা। আর তাদেরকে বলবেন, তোমাদের উপর আল্লাহ্ তা'আলার সালাম। অন্য কথায় তোমরা আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ হতে তোমাদের পাপ থেকে নিরাপত্তা অর্জন করবে। অর্থাৎ তোমাদের তাওবার পর তোমাদের প্রতি আল্লাহ্র শাস্তি প্রয়োগ হতে তোমরা নিরাপত্তা লাভ করবে।

এ আয়াতাংশ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ -এর মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা করেন যে, তোমাদের প্রতিপালক স্বীয় মাখলুকের প্রতি রহমতের ফায়সালা করেছেন। এজন্যেই তোমাদের মধ্যে যদি কেউ অজ্ঞতা বশতঃ কোন মন্দ কাজ করে এরপর তওবা করে ও সংশোধন করে তবে তো আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

এই আয়াতের কেরাতে কেরাত বিশেষ্যজ্ঞদের মধ্যে একাধিক মত রয়েছে। মদীনাবাসীদের প্রচলিত কিরাআত أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوْءًا অর্থাৎ তারা اَنَّهُ না পড়ে اَنَّهُ পড়েছেন। এর দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলার রহমতকে বুঝানো হয়েছে। এরপর ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَانَّهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ভিন্ন রূপে উল্লেখ করা হয়েছে। তাই فا এর পর انه জের সহকারে পড়া হয়েছে এবং এটি এমন حرف হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে, যার কোন মধ্যবর্তী স্থান নেই। আয়াতের শেষাংশের অর্থ হবে فَهُوَ لَهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ অর্থাৎ তিনি তার জন্যে ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু। কিংবা অর্থ হবে فله المغفرة والرحمة অর্থাৎ তার জন্যে রয়েছে ক্ষমা ও দয়া।

কুফার কোন কিরাআত বিশেষজ্ঞ اَنَّهُ ও فَاَنَّهُ উভয় ক্ষেত্রে الف কে যবর দিয়ে পড়েছেন। তখন আয়াতের ভাবার্থ হবে নিম্নরূপ ঃ প্রথমে বলা হয়েছে كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ এরপর তার ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে اَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوْءًا بِجَهَالَةٍ অর্থাৎ رحمة হতে। পুনরায় তার সাথে فَاَنَّهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ কে عطف করা হয়েছে। অন্য কথায় انه -এর উপর فَانَّه কে عطف করা হয়েছে আর দুটোকে এমন حرف হিসেবে গণ্য করা হয়েছে, যাদের اسم দ্বয়কে যবর দেয়া হয়ে থাকে।

আবার মক্কার কোন কোন কিরাআত বিশেষজ্ঞ এবং কুফা ও বসরার কারীগণ اِنَّهُ এর الف কে দিয়ে كسره পাঠ করেছেন এই হিসেবে যে, এখানে পুনরায় নুতনভাবে বাক্য আরম্ভ করা হল। এখন اَنَّهُ ও فَانَّهُ দুটোই এমন حرف যা বাক্যের মধ্যে ব্যবহার হয় না।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, এখানে আমার নিকট সঠিক কিরাআত হল যারা যেরসহ পাঠ করে। كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ اِنَّهُ এর মধ্যে বাক্যটি শেষ হয়ে যায়। এবং اِنَّهُ مَنْ عَمِلَ দ্বারা নতুন বাক্য শুরু করা হয়েছে। যে ব্যক্তি অজ্ঞতাবশতঃ মন্দ কাজ করে এরপর তওবা করে ও নিজেকে সংশোধন করে তার পরিণত বর্ণনা করা হলো।

আয়াতাংশ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ এর অর্থ হচ্ছে তোমাদের মধ্যে কেউ যদি পাপ কাজে লিপ্ত হয়, আর তার কাজ যদি অজ্ঞতা বশতঃ হয়, এরপর সে তাওবা করে এবং সংশোধন হয়ে যায়। মহান আল্লাহ্ অত্যন্ত ক্ষমাশীল; যখন বান্দাহ তাওবা করে এবং তাঁর দিকে ফিরে আসে। আর আল্লাহর আনুগত্যে মনোনিবেশ করে এবং পুনরায় পাপে লিপ্ত না হয়। আর সে কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত হয় তাহলে সে তার কৃতপাপের জন্যে তওবা করার ফলে আল্লাহ্ তা'আলাকে তার প্রতি পরম দয়ালু হিসাবে পাবে।

উপরোক্ত তফসীর একদল ব্যাখ্যাকার সমর্থন করেছেন।

যারা এমত পোষণ করেন ঃ

১৩২৯৪. মুজাহিদ (র) হতে বর্ণিত। তিনি এ আয়াতাংশ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, এর অর্থ হচ্ছে যার হালাল ও হারামের জ্ঞান নেই। আর এ অজ্ঞতাই পাপে লিপ্ত হওয়ার কারণ হয়েছে।

১৩২৯৫. দাহহাক (র) হতে অনুরূপ বর্ণিত রয়েছে।

১৩২৯৬. অন্য এক সূত্রে মুজাহিদ (র) হতে বর্ণিত হয়েছে। তিনি আলোচ্য আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় সুরা নিসার ১৭ নং আয়াতাংশ إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ পেশ করেন। যতক্ষণ সে উক্ত কাজ থেকে ফিরে না আসে ততক্ষণই অজ্ঞতা হিসাবে গণ্য হবে।

১৩২৯৭. অন্য এক সূত্রে মুজাহিদ (র) হতে বর্ণিত। তিনি এ আয়াতাংশ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, এর অর্থ হচ্ছে, ব্যক্তি কোন পাপের কাজ করে, সে তার অজ্ঞতার কারণেই করে।

১৩২৯৮. আবু খালদাহ খালিদ ইবন দীনার (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন আমরা আবুল আলীয়া (র) নিকটে যেতাম, তিনি এ আয়াতটি পাঠ করতেন,

وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ

মহান আল্লাহ্‌র বাণী—

(৫৫) وَكَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ ۝

৫৫. এই ভাবে আয়াতসমূহ বিশদ ভাবে বর্ণনা করিঃ আর ইহাতে অপরাধীদের পথ স্পষ্টভাবে প্রকাশ পায়।

ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম আবু জাফর তাবারী (র) বলেন, এই আয়াত দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, এইভাবে আয়াতসমূহ বিশদভাবে বর্ণনা করি, যেমনটা এই সুরার প্রথম থেকে এই পর্যন্ত আমি মুর্তিপূজক

মুশরিকদের বিরুদ্ধে আমার দলীল ও নিদর্শনাদি বর্ণনা করেছি। এবং এইগুলোকে তোমার কাছে সুস্পষ্ট করে দিয়েছি অনুরূপ ভাবে অন্যান্য বাতিল সম্প্রদায়ের প্রতিটি ভ্রান্ত ধারনার অসারতা প্রমাণিত করার ক্ষেত্রে আমার দলীল ও নিদর্শনাদি বিশদ ভাবে বর্ণনা করেছি। সত্যকে অসত্য থেকে এবং শুদ্ধকে অশুদ্ধ থেকে পৃথক করে দিয়েছি। অত্র আয়াতাংশ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ এর কিরাতে একাধিক মতামত রয়েছে। মদীনার অধিকাংশ ক্বারীগণ অত্র আয়াতাংশে وَلِتَسْتَبِينَ কে تَاء সহকারে سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ এর سَبِيلُ শব্দের لام কে জবর দিয়ে পাঠ করেছেন। وَلِتَسْتَبِينَ দ্বারা নবী (সা) কে সম্বোধন করা হয়েছে। আয়াতাংশের তফসীর এইভাবে করা যায়, হে মুহাম্মদ! আপনি যাতে অপরাধীদের পথকে স্পষ্টভাবে চিহ্নিত করতে পারেন।

ইবনে যায়দ (রা) এই আয়াতাংশের ব্যাখ্যা অনুরূপভাবে বর্ণনা করে বলেন, এটার অর্থ হচ্ছে, হে মুহাম্মদ (স)! যাতে আপনার কাছে ঐ সব অপরাধীর পথ সুস্পষ্ট হয়ে উঠে, যারা কিছু সংখ্যক মুসলমানকে আপনার দরবার থেকে তাড়িয়ে দেবার পরামর্শ দিয়েছিল।

১৩২৯৯. ইবন যায়দ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি অত্র আয়াতাংশ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ। এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, অর্থ হচ্ছে যাতে ঐ সব লোকের অবস্থান পরিষ্কার হয়ে যায়, যারা এক দল মুসলমানকে তাড়িয়ে দেবার জন্যে আপনাকে পরামর্শ দিচ্ছে।

মক্কা ও বসরার কিছু সংখ্যক কিরাত বিশেষজ্ঞ অত্র আয়াতকে নিম্নরূপ পাঠ করেন وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ। অর্থাৎ تَاء সহকারে এবং سبيل এর لام-এ পেশ সহকারে পাঠ করেন سبيل কে مؤنث স্ত্রীলিঙ্গ বিবেচনা করে وَلِتَسْتَبِينَ এর فاعل (কর্তা) করা হয়েছে। তাদের কাছে আয়াতের অর্থ হবে নিম্নরূপ ঃ এবং এইরূপে নিদর্শনাদি বিশদ ভাবে বর্ণনা করছি যাতে তোমার জন্যে ও মুমিন বান্দাদের জন্যে অপরাধীদের পথ সুস্পষ্ট হয়ে যায়।

কুফার অধিকাংশ কিরাত বিশেষজ্ঞগণ এই আয়াতটি পাঠ করেন নিম্নরূপ ঃ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ। অর্থাৎ سبيل কে পেশ সহকারে এবং وَلِتَسْتَبِينَ -এর মধ্যে সহকারে يَاء পাঠ করেন। এখানে وَلِتَسْتَبِينَ -এর فاعل হচ্ছে سبيل তারা سبيل কে مذكر (পুরুষ লিঙ্গ) মনে করে থাকেন। যারা تاء এবং ياء সহকারে পাঠ করেন তাদের উভয় দল سبيل কে فاعل মনে করেন তাই উভয়ের কাছে অর্থও একই। শুধু পার্থক্য হল একদল سبيل কে مذكر (পুরুষ লিঙ্গ) মনে করেন এবং অন্য দল سبيل কে مؤنث (স্ত্রীলিঙ্গ) মনে করেন।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, দুটো কিরা'আতের মধ্যে আমার নিকট উত্তম হল السبيل। কে পেশ যোগে পাঠ করা। কেননা আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রেরিত কিতাব পবিত্র কু'রআনে নিদর্শনাদি বিশদ ভাবে বর্ণনা করেছেন। যাদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে, তারা সকলই যাতে সঠিকভাবে বাতিল থেকে সত্যকে পার্থক্য করতে পারেন- কিছু সংখ্যক উপলব্ধি করবে এবং কিছু সংখ্যক করবেনা- এইরূপ নয়।

আর যাঁরা السبيل। কে যবর সহকারে পাঠ করেছেন, তাঁরা সত্যের উপলব্ধিকে নবী (স)-এর প্রতি সীমাবদ্ধ রেখেছেন।

ফলে وَلِتَسْتَبِيْنَ এর গঠন রীতিতে يَاء দ্বারা কিংবা تَاء দ্বারা পাঠ করুক এতে কোন পার্থক্য নেই। কেননা আরবের যাঁরা السبيل। শব্দটি مذكر মনে করেন, তাঁরা হচ্ছেন বনূ তামীম এবং নজদের অধিবাসী। আর যাঁরা السبيل। কে مؤنث মনে করেন, তাঁরা হচ্ছেন হিজাযের বাসিন্দা। বিভিন্ন শহরের কিরা'আত বিশেষজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত এই দুইটি কিরা'আত খুবই প্রসিদ্ধ। আরবের প্রচলিত আঞ্চলিক ভাষা সমূহের মধ্যে দুটো খুবই প্রসিদ্ধ। তবে দুটো আঞ্চলিক ভাষার মধ্যে একটির সাথে অন্যটির বিরোধ নেই এবং একটির চেয়ে অন্যটি উত্তম বলে গ্রহণ করার কোন কারণ নেই। দুটো গঠনরীতিতেই السبيل। কে পেশ দ্বারা সহকারে পাঠ করা হয়ে থাকে। উপরোক্ত আয়াতাংশ نُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ -এর ভাষ্যে আমাদের পেশকৃত ব্যাখ্যাকে তাফসীরকারগণ গহণ করেছেন ঃ

১৩৩০০. কাতাদাহ (র) হতে বর্ণিত। তিনি অত্র আয়াতাংশ وَكَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, এর অর্থ হচ্ছে نُبَيِّنُ الاٰيٰتِ অর্থাৎ আমি নিদর্শন সমূহ বিশদ ভাবে বর্ণনা করি।

১৩৩০১. ইবনে যায়দ (র) হতে বর্ণিত। তিনি অত্র আয়াতাংশ نُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ -এর ব্যাখ্যা نُبَيِّنُ দ্বারা করেছেন।

মহান আল্লাহর বাণী —

(٥٦) قُلْ اِنِّيْ نُهِيْتُ اَنْ اَعْبُدَ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ۚ قُلْ لَّآ اَتَّبِعُ اَهْوَآءَكُمْ ۙ قَدْ ضَلَلْتُ اِذًا وَّمَآ اَنَا مِنَ الْمُهْتَدِيْنَ ○

৫৬. বল, তোমরা আল্লাহ্ ব্যতীত যাদেরকে আহ্বান কর তাদের ইবাদত করতে আমাকে নিষেধ করা হয়েছে। বল, আমি তোমাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করি না, করলে আমি বিপথগামী হব এবং সৎপথ প্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত থাকব না।

ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম আল্লামা আবু জা'ফর তাবারী (র) বলেন, অত্র আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় নবী মুহাম্মদ (স) কে সম্বোধন করে বলছেন, হে মুহাম্মদ! তুমি তোমার সম্প্রদায়ের ঐসব মুশরিককে বলে দাও, যারা দেব-দেবী ও মূর্তিদেরকে আল্লাহ আ'আলার সমকক্ষ মনে করে, আর তাদের ধর্ম ও মূর্তি পূজাকে সমর্থন করার জন্যে তোমাদেরকে আহ্বান করছে। তোমরা আল্লাহ্ ব্যতীত যাদেরকে আহ্বান কর, তাদের ইবাদত করতে আল্লাহ তা'আলা আমাকে নিষেধ করেছেন। সুতরাং তোমরা যাদের ইবাদতের প্রতি আমাকে আহ্বান করছ এ ব্যাপারে আমি তোমাদের অনুসরণ করব না, এ ব্যাপারে তোমাদের খেয়াল-খুশীর আমি সমর্থন করবনা। যদি আমি এটা করি তাহলে আমি সত্যের পথ থেকে বিচ্যুত হব। ও বিপথে চলব এবং তোমাদের মত বিপথগামী হয়ে যাব।

আয়াতে উল্লেখিত ضَلَلْتُ শব্দটিতে দুই রকমের কিরাআত তথা لام অক্ষরে যবর বা যের সহকারে পাঠ করার রেওয়াজ রয়েছে। তবে বিশুদ্ধ ও প্রসিদ্ধ কিরাআত যবর সহকারে পাঠ করা। বিভিন্ন শহরের

অধিকাংশ কিরাআত বিশেষজ্ঞগণ যবর সহকারে পাঠ করেছেন। যেহেতু আরবদের কাছে এই কিরাআতটি প্রসিদ্ধ, আমরা এই কিরাআতেই পাঠ করব। ضَلَلْتُ এর নাম অক্ষরে যের দিয়ে পাঠ করার রেওয়াজ সমধিক প্রসিদিদ্ধ লাভ করেনি। খুব কম লোক এভাবে পাঠ করে থাকে। যিনি مَاضِى (অতীতকালের ক্রিয়া)-তে বলেন ضَلِلْتُ তিনি مضارع তে (বর্তমান ও ভবিষ্যতকালের ক্রিয়া) বলেন أَضَلُّ আর যিনি ماضى তে বলেন ضَلَلْتُ তিনি مضارع তে বলেন أَضِلُّ অনুরূপ সমগ্র কুর'আনে ضَلَلَ অর্থাৎ لام এ যবর সহকারে পড়া হয়ে থাকে। যেমন সূরায়ে সিজদার ১০ নং আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেন وَقَالُوا أَئِذَا ضَلَلْنَا فِى الْأَرْضِ أَئِنَّا لَفِى خَلْقٍ جَدِيدٍ (অর্থ তারা বলেন, আমরা মৃত্তিকায় পর্যবশিত হলেও কি আমাদেরকে আবার নতুন করে সৃষ্টি করা হবে)

মহান আল্লাহর বাণী—

(৫৭) قُلْ إِنِّى عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّى وَكَذَّبْتُم بِهِۦ ۚ مَا عِندِى مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِۦٓ ۚ إِنِ ٱلْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ ۖ يَقُصُّ ٱلْحَقَّ ۖ وَهُوَ خَيْرُ ٱلْفَٰصِلِينَ ○

৫৭. বল, অবশ্যই আমি আমার প্রতিপালকের স্পষ্ট প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত; অথচ তোমরা ইহাকে প্রত্যাখ্যান করেছ, তোমরা যা সত্বর চাও, তা আমার নিকট নেই। কর্তৃত্ব তো আল্লাহ্রই। তিনি সত্য বিবৃত করেন এবং ফয়সালা কারীদের মধ্যে তিনিই শ্রেষ্ঠ।

ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম আবু জা'ফর তাবারী (র) বলেন, অত্র আয়াতে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নবী (স)-কে সম্বোধন করে বলেন, হে মুহাম্মদ। যারা তাদের প্রতিপালকের সাথে দেব-দেবী ও মূর্তিদেরকে সমকক্ষ মনে করে এবং তোমাকেও তোমার প্রতিপালকের সাথে অংশীদার করতে আহ্বান করে, তাদেরকে বলে দাও যে, আমি আমার রাবের পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত অর্থাৎ আমি আমার পরিষ্কার বক্তব্যের উপর রয়েছি যাহা স্পষ্ট বর্ণনা করছি। এবং তার প্রমাণাদি আমার নিকট উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর। তাহলো আল্লাহ তা'আলার সাথে কাউকে শরীক না করে খাঁটি তাওহীদ ও দাসত্ব গ্রহণের উপর আমি প্রতিষ্ঠিত রয়েছি।

যখন কোন ব্যক্তি কোন কিছু সম্পর্কে সুস্পষ্ট ভাবে অবগত থাকে তখন তার সম্পর্কে আরবগণ বলে فُلَانٌ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ هَذَا الْأَمْرِ অর্থাৎ অমুক ব্যক্তি এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত।

কবি বলেন,

أَبَيِّنَةً تَبْغُونَ بَعْدَ اعْتِرَافِهِ + وَقَوْلُ سُوَيْدٍ قَدْ كَفَيْتُكُمْ بِشْرًا

অর্থাৎ উক্ত বিষয় তার স্বীকারোক্তি সুয়াইদের বক্তব্যের পরও কি তোমরা কোন সুস্পষ্ট প্রমাণ চাও। আমি তোমাদেরকে সন্তোষজনক খবর ও আনন্দ সরবরাহ করেছি।

আয়াতে উল্লেখিত وَكَذَّبْتُمْ بِهِ এর অর্থ হচ্ছে وَكَذَّبْتُمْ انْتُمْ بِرَبِّكُمْ অর্থাৎ তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে অস্বীকার করছ। ه এর সর্বনাম দ্বারা رَبّ শব্দকে বুঝানো হয়েছে। উল্লেখিত আয়াতাংশ مَاعِنْدِى مَا تَسْتَعْجِلُوْنَ بِهِ এর অর্থ হচ্ছে তোমরা আল্লাহ্ তা'আলার যেই আযাব ও গজবকে এখনই কামনা করছ, তা আমার হাতে নেই, আমি তা প্রদানের ক্ষমতাও রাখি না। ঘটনা হল এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা যখন স্বীয় নবী মুহাম্মদ (স)-কে তাওহীদের বাণী দিয়ে তাদের কাছে প্রেরণ করেন, তিনি তাদেরকে আল্লাহ্‌র দিকে ডাকেন এবং তাদেরকে সংবাদ দেন যে, তিনি তাদের কাছে আল্লাহ্ কর্তৃক প্রেরিত রাসুল। তখন তারা বলে (আম্বিয়া ঃ ৩) هَلْ هَذَا الاَّ بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ اَفَتَاتُوْنَ السِّحْرَ وَ اَنْتُمْ تُبْصِرُوْنَ অর্থাৎ এতো তোমাদের মত একজন মানুষ বই অন্য কিছু নয়। তবুও কি জেনে শুনে তোমরা জাদুর কবলে পড়বে? তারা কোরআন সম্বন্ধেও বলে ঃ এটা অলীক কল্পনা মাত্র। তাদের কেউ কেউ বলে, বরং এটা বানানো কথা যা মুহাম্মদ (স) বলিয়াছেন। আবার তাদের কেউ কেউ বলে "বরং মুহাম্মদ (সা) একজন কবি মাত্র। সুতরাং তিনি আমাদের কাছে একটি নিদর্শন সমূহ প্রদর্শনের ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহ তা'আলার হাতে, তোমার হাতে নয়। তুমি শুধুমাত্র একজন প্রেরিত রাসূল। তোমার কর্তব্য হল তুমি যা নিয়ে প্রেরিত হয়েছ তাই প্রচার করা। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমার ও তাদের মধ্যে সত্যকে ফয়সালা করে দেবেন। তিনি তোমার ও তাদের মধ্যে বিরোধের অবসান ঘটাবেন। অতঃপর তোমাদের মধ্যে কে হকের উপর আর কে বাতিলের উপর রয়েছে, প্রকাশ করে দিবেন।

আয়াতাংশ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِيْنَ এর অর্থ হচ্ছে তিনিই হক ও বাতিলের মাঝে উত্তম পার্থক্যকারী। তিনি শ্রেষ্ঠ ফায়সালাকারী; কেননা তার বিচার ও ফয়সালা কোন প্রকার বা সম্পর্কের খাতিরে হয় না। কারো প্রতি কোন প্রকার পক্ষপাতিত্ব করা হয় না এবং তার ফয়সালায় কোন প্রকার জুলুম ও সীমালংঘনেরও অবকাশ নেই। কেননা তিনি ফয়সালা গ্রহণকালে কোন প্রকার উৎকোচ গ্রহণ করেন না। যদি করতেন তাহলে যুলুম ও অন্যায় করার সম্ভাবনা থাকত। সুতরাং তিনি বিচারক ও ফয়সালাকারীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত।

আব্দুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (র)-এর পঠনরীতিতে উল্লেখ করা হয়েছে وَهُوَ اَسْرَعُ الْفَاصِلِيْنَ তিনি অতি দ্রুত ফয়সালা কারী।

১৩৩০২. সা'ঈদ ইব্ন জুবায়র (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আব্দুল্লাহ্ ইবন মাস'উদ (রা) এর কিরা'আতে রয়েছে يَقْضِى الْحَقَّ وَهُوَ اَسْرَعُ الْفَاصِلِيْنَ (তিনি সত্যের ফয়সালা দেন এবং তিনি অতি দ্রুত ফয়সালাকারী)।

আয়াতাংশ يَقُصُّ الْحَقَّ -এর কিরা'আতে কিবা'আত বিশেষজ্ঞ গণের একাধিক মত রয়েছে ঃ মদীনা ও হিজাজের সাধারণ কারীগণ এবং কুফা ও বসবার কিছু সংখ্যক কারী পাঠ করেন ঃ اِنِ الْحُكْمُ الاَّ لِلّٰهِ يَقُصُّ الْحَقَّ অর্থাৎ يقص কে صاد সহকারে পাঠ করেন, অর্থ হচ্ছে কাহিনী। আর এ ব্যাখ্যার স্বপক্ষে দলীল পেশ করে বলেন, সূরা ইউসুফের ৩নং আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন

نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ اَحْسَنَ الْقَصَصِ (আমি আপনার নিকট উত্তম কাহিনী বর্ণনা করি) আব্দুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (র) হতেও অনুরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়।

১৩৩০৩. 'আব্দুল্লাহ্ ইব্ন 'আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি অত্র আয়াতের তাফসীরে বলেন, এখানে আয়াতটি হবে يَقُصُّ الْحَقَّ । তিনি আবার বলেন, কুর'আনের অন্য জায়গায় রয়েছে نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ اَحْسَنَ الْقَصَصِ (সুরা ইউসুফ আয়াত-৩) আবার কূফা ও বসরার একদল কারী পাঠ করেন اِنِ الْحُكْمُ اِلاَّ لِلّٰهِ يَقْضُ الْحَقَّ ؛ অর্থাৎ ضاد সহকারে পাঠ করেন। আয়াতটির অর্থ হবে "কর্তৃত্ব তো আল্লাহ্রই তিনি সত্যের ফয়সালা করেন।" তাঁদের পঠিত বিষয়টির সত্যতা প্রমাণ হিসেবে তাঁরা পরবর্তী আয়াতাংশ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِيْنَ পেশ করেন। দুইটি বিরোধীয় দলের মধ্যে ফায়সালা বিচারের মাধ্যমেই হয়ে থাকে, বিবৃতির মাধ্যমে নয়।

উপরোক্ত দুইটি কিরা'আতের মধ্যে শেষোক্ত কিরা'আতটি আমাদের মতে উত্তম। তার কারণ উপরে উল্লেখ করা হয়েছে।

উপরে উল্লেখিত বর্ণনার আলোকে আয়াতটির অর্থ নিম্নরূপ বলা যায়ঃ হে মুশরিক! তোমরা যে আল্লাহ্ তা'আলার আযাবের জন্যে ত্বরা করছ, এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবার এবং তোমাদেরও আমার মত বিরোধে ফয়সালা করার মালিক শুধু আল্লাহ্ই। যিনি তার ফয়সালার কোন অন্যায় বা যুলমের আশ্রয় নেননা, তাঁরই হাতে রয়েছে সৃষ্টি ও নির্দেশের ক্ষমতা। তিনি আমার ও তোমাদের মধ্যে সত্যের ফয়সালা কারী এবং নির্দেশ ও আদেশ প্রদানের ক্ষেত্রে আমাদের শ্রেষ্ঠ সিদ্ধান্ত দাতা।

মহান আল্লাহর বাণী—

(৫৮) قُلْ لَّوْ اَنَّ عِنْدِىْ مَا تَسْتَعْجِلُوْنَ بِهٖ لَقُضِىَ الْاَمْرُ بَيْنِىْ وَ بَيْنَكُمْ ؕ وَ اللّٰهُ اَعْلَمُ بِالظّٰلِمِيْنَ○

৫৮. (হে রাসূল!) আপনি বলুন, তোমরা যা সত্বর চাচ্ছ, তা যদি আমার নিকট থাকত তাহলে আমার ও তোমাদের মধ্যেকার ব্যাপারে তো ফয়সালা হয়ে যেত এবং আল্লাহ যালিমদের সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত।

ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম আবু জা'ফর মুহাম্মদ ইবনে জারীর তাবারী (র) বলেন, এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রিয় নবী মুহাম্মদ (স) কে বলেন, হে মুহাম্মদ ! যারা দেব-দেবী ও মূর্তি গুলোকে নিজ পতিপালকের সমকক্ষ বলে ধারণা করে, তোমার আনীত বিষয়াদি সম্পর্কে আপনাকে মিথ্যা বলে, আল্লাহ্ তা'আলার আযাবকে সত্বর চেয়ে যারা আপনাকে কোন নিদর্শন পেশ করার জন্যে চাপ দেয়, তাদেরকে বলে দিন, যে আযাবকে তোমরা তাড়াতাড়ি চাও, তা যদি আমার হাতে থাকত, তাহলে যা তোমরা সত্বর চাও, বা সত্বর প্রদান করার ফল আমার ও তোমাদের মধ্যেকার ব্যাপারে তো ফয়সালা হয়ে যেত। কিন্তু, এটাতো মহান

আল্লাহর হাতে, যিনি যালিমদের প্রতি আযাব অবতীর্ণ করার সময় সম্পর্কে বেশী অবহিত। এ যালিমরা নিজ নিজ ইবাদতকে এমন সত্তার জন্যে নিবেদিত করেছে, যা মোটেই সমীচিন নয়। কেননা, ইবাদত শুধু এক আল্লাহ্ তা'আলার জন্যে নিবেদিত হওয়া সমীচিন। তারা আল্লাহ্ তা'আলা ব্যতীত দেব-দেবী ও মূর্তির পূজা অর্চনা করে থাকে। তাদের থেকে প্রতিশোধ নেবার সময় সম্বন্ধে আল্লাহ্ তা'আলা বেশী ওয়াকিফহাল। আর কোন্ সময় আমাদের ও তাদের মধ্যে ফয়সালা হবে তাও এ আয়তাংশে উল্লেখিত। لَقُضِىَ الْاَمْرُ بَيْنِى وَبَيْنَكُمْ এর অর্থ সম্বন্ধে কেউ কেউ বলেন, এটার অর্থ, হাশরের ময়দানে মৃত্যুকে যবহ করা।

১৩৩০৪ ইবন জুরাইজ (র) হতে বর্ণিত। তিনি আয়াতাংশ لَقُضِىَ الْاَمْرُ এর ব্যাখ্যায় বলেন, এটার অর্থ মৃত্যুকে যবহ করা।

ধারণা করা হয়েছে যে, উপরোক্ত অভিমত পোষণকারী তফছীকারগণ সূরা মরইয়মের ৩৯নং আয়াতে বর্ণিত ঘটনাটি হতে এখানেও ফায়সালার মর্মটি উপলব্ধি করেছেন। অথচ এ আয়াতাংশে لَقُضِىَ الْاَمْرُ بَيْنِى وَبَيْنَكُمْ থেকে মর্মটি উদ্ভাসিত হয় না। আল্লাহ্ তা'আলার তরফ থেকে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রতি এটা একটা নির্দেশ, তিনি যেন ঐ ব্যক্তিদেরকে বলে দেন, যারা চায় যে নবী কোন প্রকার নিদর্শন নিয়ে আগমন করুক। "যদি আযাব আনা কিংবা নিদর্শন প্রদর্শন আমার ইখ্তিয়ারে থাক্ত তাহলে তোমরা যা চাও আমি তা সত্বর মোতাদেরকে প্রদান করতাম। অথচ, তা হলো এমন সত্তার হাতে, যিনি মাখলুকের জন্য কোন্টা কল্যাণকর সেই সম্বন্ধে আমার থেকে এবং সমগ্র মাখলূক থেকে অধিক জ্ঞানী। সূরা মরইয়ামের ৩৯ নং আয়াতে আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন ঃ

وَاَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ اِذْ قُضِىَ الْاَمْرُ وَهُمْ فِىْ غَفْلَةٍ

অর্থাৎ আপনি তাদেরকে সতর্ক করে দিন পরিতাপের দিবস সম্পর্কে, যখন সকল সিদ্ধান্ত হয়ে যাবে, এখন তারা গাফিল। এ আয়াতের তাফসীরে একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যে ঘটনাটি ও لَقُضِىَ الْاَمْرُ সম্বন্ধে তফছীরকারগণের ব্যাখ্যার মধ্যে সামঞ্জস্যতা রয়েছে।

মহান আল্লাহর বাণী—

(৫৯) وَعِنْدَهٗ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَآ اِلَّا هُوَ ؕ وَيَعْلَمُ مَا فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ؕ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَّرَقَةٍ اِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِىْ ظُلُمٰتِ الْاَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَّلَا يَابِسٍ اِلَّا فِىْ كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ ○

৫৯. অদৃশ্যের কুঞ্জি তাঁরই নিকট রয়েছে, তিনি ব্যতীত অন্য কেউ তা জানেন না। জলে ও স্থলে যা কিছু রয়েছে, তা তিনিই অবগত; তাঁর অজ্ঞাতসারে একটি পাতাও পড়ে না; মাটির অন্ধকারে এমন কোন শস্য কণাও অংকুরিত হয় না অথবা রসযুক্ত কিংবা শুষ্ক এমন কোন বস্তু নেই, যা সুস্পষ্ট কিতাবে নেই।

ইমাম আবূ জা'ফর মুহাম্মদ ইবন জারীর তাবারী (র) বলেন, আয়াতে উল্লেখিত وَعِنْدَهٗ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ।এর অর্থ, আল্লাহ তা'আলার কাছে অদৃশ্যের কুঞ্জি রয়েছে।

আয়াতে উল্লেখিত مَفَاتِحُ শব্দটি বহুবচন, এক বচনে হবে مِفْتَحٌ আবার مِفْتَحٌ কে مِفْتَاحٌ ও বলা হয়ে থাকে। مِفْتَحٌ এর বহুবচন হবে مَفَاتِيحُ আর مِفْتَاحٌ এর বহুবচন হবে مَفَاتِحُ আয়াতাংশে وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ এর দ্বারা خَزَائِنُ الْغَيْبِ বা অদৃশ্য ভান্ডার সমূহ বুঝানো হয়েছে।

যেমন ঃ

১৩৩০৫. সুদ্দী (র) হতে বর্ণিত। তিনি আয়াতাংশ وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ -এর ব্যাখ্যায় বলেন, مَفَاتِحُ الْغَيْبِ এর অর্থ خَزَائِنُ الْغَيْبِ অর্থাৎ অদৃশ্য ভান্ডার সমূহ।

১৩৩০৬. আবদুল্লাহ ইবন মছউদ (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, তোমাদের নবী (সা)-কে অদৃশ্য ভান্ডার সমূহ ব্যতিত সবকিছুই দেওয়া হয়েছে।

১৩৩০৭ আবদুল্লাহ্ ইবন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি আয়াতাংশ وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ ব্যাখ্যায় বলেন, অদৃশ্য ভান্ডার পাঁচটি। সুরা লুকমানের ৩৪নং আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন-

إِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَافِى الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِىْ نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَاتَدْرِىْ نَفْسٌ بِاَىِّ اَرْضٍ تَمُوْتُ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ

অর্থাৎ কিয়ামতের জ্ঞান কেবল আল্লাহ তা'আলার কাছে রয়েছে, তিনি বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং তিনি জানেন যা মাতৃগর্ভে রয়েছে। কেউ জানে না আগামীকল্য সে কি অর্জন করবে এবং কেউ জানেন কোন স্থানে তার মৃত্যু ঘটবে; আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সর্ববিষয়ে অবহিত।

ইমাম আবু জা'ফর তাবারী (র) বলেন, উপরোক্ত আলোচনার ভিত্তিতে আয়াতটির তাফসীর নিম্নরূপে করা যায় ঃ আল্লাহ তা'আলা নিজ মাখলুকের মধ্যে যারা যালিম, তাদের সম্পর্কে অবহিত রয়েছেন। তারা কি ধরনের শাস্তির যোগ্য এবং তাদের সাথে আল্লাহ তা'আলা কিরূপ আচরণ করবেন ইত্যাদি আল্লাহ্ তা'আলাই জানেন। কেননা, তাঁরই কাছে অদৃশ্যের জ্ঞান ও শিক্ষা রয়েছে। তারা এ সমন্ধে অবগত নয়। তারা এ সম্বন্ধে কিছু বুঝেও না এবং অনুধাবনও করে না। আল্লাহ তা'আলার কাছে রয়েছে ঐসব বস্তর জ্ঞান, যা তোমাদের কাছেও অদৃশ্য নয়, কেননা যা কিছু জলে ও স্থলে রয়েছে তা খোলা চোখে দেখা যায়, এগুলোকে মানুষ জানে। কাজেই উপরোক্ত আয়াতাংশের অর্থ হবে—"হে মানবজাতি! তোমাদের পক্ষে যা অদৃষ্ট তার জ্ঞান রয়েছে আল্লাহ তা'আলার নিকট, তা তোমরা জাননা এবং ভবিষ্যতেও এ সম্বন্ধে অবহিত হতে পারবে না। এ সম্পর্কে শুধু আল্লাহ তা'আলাই জানেন। আবার আল্লাহ তা'আলা ঐ সব বস্তুসম্বন্ধেও জানেন না যা তোমাদের সকলে জানে। তাঁর নিকট কোন কিছুই গোপন নয়। কেননা মানব জাতির জানা অজানা সবই তিনি জানেন।

এ সম্বন্ধে আল্লাহ তা'আলা জানিয়ে দিয়েছেন যে, আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রতিটি বস্তুরই জ্ঞান রয়েছে যা এ জগতে সৃষ্টি হয়েছে এবং পরবর্তীতে সৃষ্টি হবে। আর এটাই হলো অদৃশ্য জ্ঞান।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, আয়াতাংশ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ اِلاَّ يَعْلَمُهَا– لايــة। -এর মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, যেখানে যে পাতা ঝরুক না কেন, সেই সম্বন্ধে আল্লাহ তা'আলা অবগত; সেটা মরুদ্যানে হোক আর কোন স্থলালয়ে হোক। শহরে হোক আর গ্রাম-গঞ্জে হোক। ইতিমধ্যে সৃষ্টি হয়েছে কিংবা শ্রীঘ্র সৃষ্টি হবে সবকিছুই লাওহে মাহ্ফুযে নিবন্ধনকৃত রয়েছে। কখন কোন্ বস্তু সৃষ্টি হবে এবং কখন তা ধ্বংস হয়ে যাবে সব কিছুই সেখানে নির্ধারিত রয়েছে।

আয়াতে উল্লেখিত مُبِيْن শব্দটির অর্থ হচ্ছে তথায় কি রয়েছে তার শুদ্ধতা সম্পর্কে সুস্পষ্ট বর্ণনা, যেটা যথারীতি সংঘটিত হবে।

যদি কেউ এখানে প্রশ্ন করেন যে, লাওহে মাহ্ফুযের এই সুস্পষ্ট কিতাবে প্রতিটি বস্তু নিবন্ধন করার কি দরকার? কেননা গোপন স্পষ্ট সব কিছু সম্বন্ধেই আল্লাহ তা'আলাও অবহিত। কোন কিছু ভুলে যাবার ভয় তার নেই।

উত্তরে বলা যায়, যা ইচ্ছে আল্লাহ্ তা'আলা তা করতে পারেন। আল্লাহ্ তা'আলা পরীক্ষা করেন সংরক্ষণকারী ফেরেশতাদের । কেননা এক ফেরেশতা বান্দাদের আমল লিপিবদ্ধ করতে ও পেশ করতে আদেশ প্রাপ্ত। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলছেন,

اِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَاكُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ - অর্থ্যাৎ তোমরা যা করতে তা আমি লিপিবদ্ধ করেছিলাম। তাছাড়া অন্য কারণ এর মধ্যে হ'তে যাবে। যা আল্লাহ তা'আলাই ভাল জানেন কোন কোন পিরিশতার বিরুদ্ধে প্রমাণ পত্র পেশ করার জন্যে কিংবা বনি আদমের কারো কারো বিরুদ্ধে প্রমাণ পত্র পেশ করার জন্যে লাওহে-মাহফুযে লিপিবদ্ধ করা হয়। এ প্রসঙ্গে নিম্নে বর্ণিত হাদীসটি প্রণিধানযোগ্য।

১৩৩০৮. আবদুল্লাহ্ ইবন আল হারিশ (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যমীনের মধ্যে এমন কি কোন গাছ ও সূচের ছিদ্র স্থান পাওয়া যাবে না, যেখানে একজন ফিরিশতা নিয়োজিত রাখা হয়নি, সেই ফিরিশতা আল্লাহ্ তা'আলার কাছে সেই গাছ ও সূচের ছিদ্র স্থানের খবর পৌছান। গাছটি শুকালে শুকাবার খবর কাঁচা থাকলে কাঁচার খবর অবশ্যই পৌছান।

মহান আল্লাহর বাণী—

(٦٠) وَهُوَ الَّذِىْ يَتَوَفّٰكُمْ بِالَّيْلِ وَ يَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيْهِ لِيُقْضٰٓى اَجَلٌ مُّسَمًّى ۚ ثُمَّ اِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ۝

৬০. তিনিই রাত্রিকালে তোমাদের মৃত্যু ঘটান এবং দিবসে তোমরা যা কর তা তিনি জানেন; অতঃপর দিবসে তোমাদেরকে তিনি পুনঃজাগরিত করেন, যাতে নির্ধারিত কাল পূর্ণ হয়। অতঃপর তার দিকেই তোমাদের প্রত্যাবর্তন, অনন্তর তোমরা যা কর সে সম্বন্ধে তোমাদেরকে তিনি অবহিত করবেন।

আবূ জাফর তাবারী (র) বলেন, এ আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা রাসূলে খোদা (সা)-কে সম্বোধন করে বলেন, হে মুহাম্মদ! তুমি তাদেরকে বলে দাও, আল্লাহ তা'আলা যালিমদের সম্পর্কে বিশেষ অবগত এবং তিনিই রাত্রিকালে তোমাদের মৃত্যু ঘটান এবং তোমাদের শরীর থেকে তোমাদের রূহ নিয়ে যান। আর দিবসে তোমরা যা কাজ কর আল্লাহ তা'আলা তা জানেন। مَاجَرَحْتُمْ অর্থ হলো مَاكَسَبْتُم

আয়াতে উল্লেখিত تَوَفَّى শব্দটি আরবী ভাষায় সংখ্যায় পরিপূর্ণ করার অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন একজন কবি বলেছেন—

أَنَّ بَنِي الاَدَامَ لَيسُوا مِن اَحَدٍ + وَلاَتَوفَّاهُ قُرَيشُ فِي العَدَدِ –

অর্থাৎ بَنُو اٰدَامَ (বানু আদাম) কারো মধ্য হতে নয় এবং কুরাইশগণ সংখ্যায় তাদের ন্যায় পরিপূর্ণ নয়। এখানে لاتوفا قريش فى العدد এর অর্থ হচ্ছে لَم تدخُلُهم قريش فى العدد অর্থাৎ কুরাইশগণ তাদের ন্যায় পরিপূর্ণ নয়। এবং অন্তর্ভুক্ত নয়। আরবরা لاجتراح। শব্দটিকে দ্বারা কোন লোকের হাতের কিংবা পায়ের অথবা মুখের কাজ কে বুঝায়। হাত পা, ও মুখ কে جوارح البدن বলা হয়। এরপর কোন কাজের «ذت تَوى جارح বলা হয়। কেননা আরবরা শ্রমের কাজে বিশেষ অঙ্গগুলোকে ব্যবহার করে থাকে পরে বহুল ব্যবহারের দরুণ প্রতিটি শ্রমিককে جارح বলা হয়। শরীরের যে কোন অঙ্গ দ্বারাই উপার্জন করুক না কেন তাকে مُجتَرِح বলা হয়।

আমাদের উপরোক্ত তাফসীরকে ব্যাখ্যাকারীগণ সমর্থন করেছেন।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১৩৩০৯. সুদ্দী (র) হতে বর্ণিত। তিনি অত্র আয়াতাংশ وَهُوَ الَّذِى يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيلِ وَيَعْلَمُ مَاجَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, উল্লেখিত আয়াতাংশ يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيلِ দ্বারা ঘুমের কথা বলা হয়েছে এবং আয়াতাংশ وَيَعْلَمُ مَاجَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ দ্বারা পাপ কাজের কথা বলা হয়েছে।

১৩৩১০. 'আবদুল্লাহ ইবন 'আব্বাস (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, অত্র আয়াতাংশে পাপ কার্যের কথা বলা হয়েছে।

১৩৩১১. কাতাদাহ (র) হতে বর্ণিত। তিনি আলোচ্য আয়াতাংশ দ্বারা দিনের কার্য কে বুঝিয়েছেন।

১৩৩১২. অন্য এক সূত্রে কাতাদাহ (র) হতে অনুরূপ বর্ণিত রয়েছে।

১৩৩১৩. অন্য এক সূত্রে কাতাদাহ (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আলোচ্য আয়াতে ঘুম এবং পাপের কথা বলা হয়েছে। আল্লাহ পাক সব কিছুই জানেন। কোন কিছুই তার নিকট গোপন থাকে না।

১৩৩১৪. মুজাহিদ (র) হতে বর্ণিত। তিনি আলোচ্য আয়াতাংশ وَهُوَ الَّذِى يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيلِ وَيَعلَمُ مَاجَرَحتُم بِالنَّهَارِ এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, আয়াতাংশ وَهُوَ الَّذِى يَتَوَفَّاكُم

بِالَّيْلِ এর দ্বারা তাদের ঘুমকে বুঝানো হয়েছে এবং আয়াতাংশ مَاجَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ এর দ্বারা দিবসের শ্রমের কথা বলা হয়েছে।

ইমাম আবূ জাফর তাবারী (র) বলেন, এই আয়াতে যদিও আল্লাহ তা'আলার মহান কুদরত ও জ্ঞান সম্বন্ধে সংবাদ পরিবেশ করা হয়েছে, তথাপিও এখানে ঐসব মুশরিকদের বিরুদ্ধে দলীল পেশ করা হয়েছে যারা মৃত্যুর ও ধ্বংসের পর পুনরুত্থানকে অস্বীকার করে। তাই তাদের বিরুদ্ধে দলীল পেশ করে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَاجَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَى أَجَلٌ مُسَمًّى

অর্থাৎ যেই স্বত্ত্বা রাত্রিকালে তোমাদের রুহ নিয়ে যান এবং দিবসে তোমাদেরকে জীবিত করেন যাতে তোমরা তোমাদের জন্যে নির্ধারিত জীবনের কাল পূর্ণ করতে পার। তোমরা এটা দেখছ এবং প্রক্রিয়ার সঠিকতাও উপলব্ধি করছ। তোমাদের রুহ হরণ এবং তোমাদের ধ্বংস সাধন, পুনরায় রুহ্‌কে শরীরে প্রত্যাবর্তন তথা মৃত্যুর পর তোমাদের পুনর্জাগরণ সম্পর্কে যে আল্লাহ্ তা'আলার শক্তি রয়েছে তোমরা তা অস্বীকার করছনা। কিয়ামতের দিন মৃত্যুর পর পুনর্জীবিত করার উপমা হিসেবে উপরোক্ত বর্ণনা বিবেচ্য, যা তোমরা নিজ চোখে দেখছ এবং সহজে বুঝতে পারছ। তোমরা যা অবলোকন করছ এ ক্ষেত্রে মহান আল্লাহ্‌র শক্তিকে তোমরা অস্বীকার করছনা। সুতরাং এক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলার শক্তি সামর্থ রয়েছে বলে সুপ্রমাণিত হয়।

আয়াতে উল্লেখিত বাক্যাংশ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ এর অর্থ হচ্ছে পুনরায় আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে দিনের বেলায় ঘুম থেকে জাগ্রত করেন। فِيهِ এর মধ্যে هَاءٌ সর্বনামটা দ্বারা النَّهَارِ। শব্দকে বুঝানে হয়েছে। উল্লেখিত আয়াতাংশ لِيُقْضَى أَجَلٌ مُسَمًّى এর অর্থ হচ্ছে, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের জন্য নির্ধারিত আয়াতকে পরিপূর্ণ করেন ও তোমাদের মৃত্যু প্রদান করেন। অতঃপর সকলকে আল্লাহ্ তা'আলার দিকে ফিরে যেতে হবে তখন আল্লাহ তা'আলা তোমাদের হায়াতে কৃতকর্মের ফলাফল ঘোষণা করবেন, তোমাদের প্রতিদান প্রদান করবেন। যদি কৃতকর্ম ভাল হয়, ভাল ফল পাবে আর কৃতকর্ম খারাপ হলে খারাপ ফল পাবে।

১৩৩১৫. মুজাহিদ (র) হতে বর্ণিত। তিনি ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ আয়াতাংশের তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, এখানে উল্লেখিত فِيهِ এর هَاءٌ এ সর্বনাম দ্বারা النَّهَارِ। কে বুঝনো হয়েছে।

১৩৩১৬. কাতাদাহ (র) হতে বর্ণিত তিনি আয়াতাংশ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, এখানে উল্লেখিত فِيهِ এর অর্থ হচ্ছে فِي النَّهَارِ ও সার بَعث এর অর্থ হচ্ছেঃ জাগ্রত করা।

১৩৩১৭. অন্য এক সূত্রেও কাতাদাহ (র) হতে অনুরূপ বিষয় বর্ণিত রয়েছে।

১৩৩১৮. সূদ্দী (র) হতে বর্ণিত। তিনি আয়াতাংশ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, আয়াতাংশে উল্লেখিত فِيهِ এর দ্বারা النَّهَارِ। -কে বুঝানো হয়েছে।

১৩৩১৯. আবদুল্লাহ্ ইবন কাসীর (র) হতে বর্ণিত। তিনি আয়াতাংশ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيْهِ এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, এটার অর্থ হচ্ছে يَبْعَثُكُمْ فِي الْمَنَامِ আয়াতাংশে لِيُقْضَى اَجَلٌ مُّسَمًّى এর অর্থ হচ্ছে মৃত্যু।

যারা এ মত পোষণ করেন ঃ

১৩৩২০ মুজাহিদ (র) হতে বর্ণিত। তিনি অত্র আয়াতাংশ لِيُقْضَى اَجَلٌ مُّسَمًّى এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, এটার অর্থ হচ্ছে মৃত্যু।

১৩৩২১. সুদ্দী (র) হতে বর্ণিত। তিনি অত্র আয়াতাংশ لِيُقْضَى اَجَلٌ مُّسَمًّى এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, এটার অর্থ হচ্ছে মৃত্যু পর্যন্ত হায়াতের নির্ধারিত সময়।

১৩৩২২. আবদুল্লাহ্ ইবন কাসীর (র) হতে বর্ণিত। তিনি অত্র আয়াতাংশে لِيُقْضَى اَجَلٌ مُّسَمًّى এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, এটার অর্থ হচ্ছে তাদের জন্য নির্ধারিত সময়।

মহান আল্লাহর বাণী—

(٦١) وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهٖ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً ، حَتّٰىٓ اِذَا جَآءَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُوْنَ ٥

৬১. তিনিই স্বীয় বান্দাদের উপর পরাক্রমশালী। এবং তিনিই তোমাদের রক্ষক প্রেরণ করেন, **অবশেষে যখন তোমাদের কারোও মৃত্যুকাল উপস্থিত হয়, তখন আমার প্রেরিতরা তার মৃত্যু ঘটায়, এবং তারা কোন ত্রুটি করে না।**

ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম আবু জাফর তাবারী (র) বলেন, অত্র আয়াতে উল্লেখিত وَهُوَ الْقَاهِرُ এর অর্থ হচ্ছে, আল্লাহ তা'আলা স্বীয় মখলুকের উপর পরাক্রমশালী এবং স্বীয় কুদরতের মহিমায় মহিমান্বিত, তাদের দেব দেবী ও মূর্তিদের ন্যায় পরাভূত, অপমানিত ও লাঞ্ছিত নয়। আয়াতে উল্লেখিত وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً আয়াতাংশের অর্থ হচ্ছে, তিনি তোমাদের রক্ষক প্রেরণ করেন। حَفَظَةً এমন ফিরিশতাদের বলা হয়, যারা রাত ও দিন বান্দাদের অনুসরণ করে, তাদের কার্যকলাপের সংরক্ষণ করে ও হিসাব রাখে। তারা সংরক্ষণ ও গণনার ক্ষেত্রে কোন রূপ ত্রুটি করে না। এবং কোন আমলও নষ্ট করে না।

আমাদের উপরোক্ত মত তাফসীরকারগণ সমর্থন করেন।

যারা এমত পোষণ করেন ঃ

১৩৩২৩. সুদ্দী (র) হতে বর্ণিত। তিনি অত্র আয়াতাংশ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, অত্র আয়াতাংশে উল্লেখিত حَفَظَةً এর অর্থ হচ্ছে প্রহরী ফিরিশতাগণ, যারা মানুষ ও তার কার্যকলাপকে রক্ষণা বেক্ষণ করেন।

১৩৩২৪ কাতাদাহ (র) হতে বর্ণিত। তিনি অত্র আয়াত وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّى اِذَا جَاءَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لاَيُفَرِّطُوْنَ এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, এ আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, হে আদম সন্তান! আল্লাহ তা'আলা তোমার কাছে প্রহরী প্রেরণ করেন, যারা তোমার আমল, রিযিক ও তোমার মৃত্যুকাল রক্ষণাবেক্ষণ করেন। যখন তুমি তোমার হায়াত সম্পন্ন কর তোমার প্রতিপালকের নিকট তোমাকে তুলে নেওয়া হয়। এই তথ্য প্রকাশার্থে আল্লাহ তা'আলা বলেন, حَتَّى اِذَا جَاءَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لاَيُفَرِّطُوْنَ অর্থাৎ নিশ্চয়ই তোমাদের প্রতিপালক প্রেরিত ফেরেশতাদের মাধ্যমে তোমাদের রক্ষণা বেক্ষণ করেন, তিনি তোমাদের এবং তোমাদের আমলের রক্ষণাবেক্ষণের জন্যে পাহারারত ফিরিশতাদের পাঠিয়ে থাকেন। তাঁরা রক্ষণাবেক্ষণ করতে থাকে, যতক্ষণ না তোমাদের মৃত্যুকালে উপস্থিত হয় এবং আল্লাহ তা'আলার আদেশ তোমাদের সম্বন্ধে অবতীর্ণ হয়। তোমাদের কারো কাছে যখন আল্লাহ তা'আলার এই আদেশ আসে তখন রূহ কবয করার জন্যে যেসব ফিরিশতা নিয়োজিত, তাঁরা এসে তার মৃত্যু ঘটান। আর এ ব্যাপারে তাঁরা কোন প্রকার ত্রুটির প্রশ্রের নেয় না এবং কাজকে পন্ড করে দেয় না।

যদি কেউ প্রশ্ন করেন, রূহ সমূহ কবয করার মালাকুল মাউত অর্থাৎ মাউতের ফিরিশতা নিযুক্ত রয়েছেন তাহলে কেমন করে বলা হইল توفته رسلنا অর্থাৎ আমার দূতগণ তার মৃত্যু ঘটায়। رسل তো অনেক আর মালাকুল মাউত তো একজন। আবার আল্লাহ তা'আলা কি সূরা সাজ্‌দার ১১নং আয়াতে ইরশাদ করেন,

قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِى وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ اِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُوْنَ

অর্থাৎ বলুন, তোমাদের জন্যে নিযুক্ত মৃত্যুর ফিরিশতা তোমাদের প্রাণ হরণ করবে। অবশেষে তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট প্রত্যানীত হবে।

উত্তরে বলা যায় যে, এরূপও হতে পারে, মৃত্যুর ফিরিশতাকে অন্যান্য ফিরিশতারা সাহায্য করে থাকেন। মৃত্যুর কাজ আঞ্জাম দিয়ে থাকেন। তাই মৃত্যুর কাজটি মৃত্যুর ফিরিশতার সাহায্যকারীদের দ্বারা আঞ্জাম প্রাপ্ত হলেও মৃত্যুর ফিরিশতার প্রতি মৃত্যু ঘটানোর কাজটি প্রত্যাবর্তন করা হয়ে থাকে। কেননা সাহায্যকারীরা যে কাজটি করেছেন তা মৃত্যুর ফিরিশতার আদেশেই আঞ্জাম দিয়ে থাকেন। অনুরূপভাবে বাদশাহর লোকেরা যদি কাউকে বাদশাহর হুকুমে হত্যা করে কিংবা বেত্রাঘাত করে থাকে তাহলে এ হত্যারও বেত্রাঘাতের দায়-দায়িত্ব বাদশাহর প্রতি বর্তায় যদিও তিনি নিজে কাউকে হত্যাও করেননি কিংবা বেত্রাঘাতও করেননি।

আমাদের উপরোক্ত তাফসীরকে ব্যাখ্যাকারীদের বড় একটি দল সমর্থন করেছেন।

যারা এমত পোষণ করেন ঃ

১৩৩২৫. ইব্রাহীম (র) হতে বর্ণিত। তিনি আত্র আয়াতাংশ حَتَّى اِذَا جَاءَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لاَيُفَرِّطُوْنَ এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা) বলতেন, মৃত্যুর ফিরিশতার অনেক সহযুগী রয়েছে।

১৩৩২৬. হাসান ইবন ওবাইদুল্লাহ (র) হতে বর্ণিত। তিনি অত্র আয়াতংশ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُوْنَ এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, ইবন আব্বাস (রা)-কে অত্র আয়াতাংশের তাফসীর সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, মৃত্যুর ফিরিশতার অনেক সাহায্যকারী রয়েছে।

১৩৩২৭. অন্য এক সূত্রে ইব্রাহিম (র) হতে বর্ণিত। তিনি অত্র আয়াতাংশে تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُوْنَ এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, অত্র আয়াতাংশের উল্লেখিত رُسُلُ এর অর্থ হচ্ছে মৃত্যুর ফিরিশতার সাহায্যকারীগণ।

১৩৩২৮. অন্য এক সূত্রে ইবরাহিমের (র) হতে বর্ণিত। তিনি অত্র আয়াতাংশের তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, দূতগণ জীবের মৃত্যু ঘটান, আর মৃত্যুর ফিরিশতা তা হরণ করেন।

১৩৩২৯. ইবন আব্বাস (র.) হতে বর্ণিত। তিনি আয়াতাংশ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُوْنَ এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, এখানে উল্লেখিত رُسُلُ এর অর্থ হচ্ছে মৃত্যুর ফিরিশতার সাহায্যকারী ফিরিশতাগণ।

১৩৩৩০. অন্য এক সূত্রে ইবন আব্বাস (র) হতে বর্ণিত। তিনি অত্র আয়াতাংশের তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, অত্র আয়াতাংশে উল্লেখিত رُسُلُ এর অর্থ মৃত্যুর ফিরিশতার সাহায্যকারী ফিরিশতাগণ।

১৩৩৩১. অন্য এক সূত্রে ইবরাহিম (র) হতে বর্ণিত। তিনি অত্র আয়াতাংশের অনুরূপ ব্যাখ্যা রয়েছে।

১৩৩৩২. কাতাদাহ (র) হতে বর্ণিত। তিনি অত্র আয়াতাংশ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, নিশ্চয়ই মৃত্যুর ফিরিশতার কতিপয় দূত রয়েছেন। মৃত্যুর ফিরিশতা তাদেরকে প্রেরণ করেন। এভাবে তিনি তা সংগ্রহ করে থাকেন।

এবং কালবী (র) বলেছেন, মৃত্যুর ফিরিশতা রুহ হরণের দায়িত্বে রয়েছেন। বান্দা যদি মুমিন হন তার রুহ গ্রহণের দায়িত্ব রহমতের ফিরিশতাদের কাছে অর্পণ করা হয়। আর যদি কাফির হয় তাহলে তার রুহ হরণের দায়িত্ব আযাবের ফিরিশতাদের কাছে অর্পণ করা হয়।

১৩৩৩৩. অন্য এক সূত্রে কাতাদাহ (র) হতে বর্ণিত। তিনি আয়াতাংশের তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, প্রথমত: রুহ হরণের দায়িত্ব দূতগণ গ্রহণ করেন, পরে তারা তা মৃত্যুর ফিরিশতার কাছে হস্তান্তর করেন।

১৩৩৩৪. অন্য এক সূত্রে ইবরাহীম (র) হতে বর্ণিত। তিনি অত্র আয়াতাংশের তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, প্রথমতঃ দূতগণ রুহ হরণ করেন। অতপর মৃত্যুর ফিরিশতা রুহকে তাদের থেকে গ্রহণ করে থাকেন।

অন্য এক সূত্রে ইবরাহীম (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, رُسُلُنَا এর দ্বারা মালাকুল মউতের সাহায্যকারী ফিরিশতাদেরকে বুঝানো হয়েছে।

মুজাহিদ (র) হতে অন্য এক সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, মৃত্যুর ফিরিশতার জন্যে সমগ্র ভূ-পৃষ্ঠকে গামলার ন্যায় গণ্য করা হয়েছে। ভূ-পৃষ্ঠের যে কোন স্থান থেকে যে কোন বস্তু তিনি সহজে সংগ্রহ করে থাকেন। অধিকন্তু তার জন্যে কতিপয় সাহায্যকারীর ব্যবস্থা করা হয়েছে। তারা আত্মা হরণ করে থাকে এবং পরে মৃত্যুর ফিরিশতা তাদের থেকে আত্মা সমূহ গ্রহণ করে থাকেন।

১৩৩৩৫. অন্য এক সূত্রে ইবন আব্বাস (র) হতে বর্ণিত। তিনি অত্র আয়াতাংশের তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, এখানে উল্লেখিত رُسُلُنَا এর অর্থ হল মৃত্যুর ফিরিশতার সাহায্যকারী।

১৩৩৩৬ অন্য এক সূত্রে ইবরাহীম (র) হতে বর্ণিত। তিনি অত্র আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, অত্র আয়াতে উল্লেখিত ফিরিশতার দ্বারা মৃত্যুর ফিরিশতার সাহায্যকারীদেরকে বুঝানো হয়েছে।

১৩৩৩৭ অন্য এক সূত্রে ইবরাহীম (র) হতে বর্ণিত। তিনি অত্র আয়াতাংশের তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, সাহায্যকারী ফিরিশতাগণ রুহ হরণ করেন, এবং পরে মৃত্যুর ফিরিশতার কাছে তা সমর্পণ করেন।

১৩৩৩৮. ইবন আনাস (র) হতে বর্ণিত। একদা তাকে প্রশ্ন করা হল, মৃত্যুর ফিরিশতা একজনেই কি সমগ্র জীবের রুহ হরণ করে থাকেন? তিনি উত্তরে বললেন, মৃত্যুর ফিরিশতা রুহ হরণের দায়িত্বে রয়েছেন। আবার এরূপ কাজে তার কতিপয় সাহায্যকারীও রয়েছেন। সূরা আ'রাফের ৩৭নং আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন حَتَّى إِذَا جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا وَهُمْ يَتَوَفَّوْنَهُمْ অর্থাৎ যতক্ষণ না আমার ফিরিশতাগণ প্রাণ হরণের জন্যে তাদের নিকট আসবে। অতঃপর আল্লাহ আ'আলা ইরশাদ করেন وَتَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُوْنَ তবে মৃত্যুর ফিরিশতা ভূ-পৃষ্ঠে ভ্রমণ করে থাকেন, তার প্রতিটি কদম পূর্বদিক থেকে পশ্চিম দিক পর্যন্ত বিস্তৃত। তাকে পুনরায় প্রশ্ন করা হল, মু'মিন বান্দাদের রুহ কোথায় থাকবে ? তখন তিনি বললেন, বেহেশতের সিদরাতুল মুনতাহায়।

১৩৩৩৯. অন্য এক সূত্রে মুজাহিদ (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন; ভূ-পৃষ্ঠে কোন এমন বাড়ী নাই যেখানে মৃত্যুর ফিরিশতা প্রতিদিন দুই বার পরিদর্শন না করেন।

এই কিতাবের অন্য জায়গায় বর্ণনা করা হয়েছে যে, اَلتَّفْرِيْطُ। এর অর্থ হচ্ছে اَلتَّضْيِيْعُ। অর্থাৎ ত্রুটি বা অপব্যয় করা। এ অভিমতের সমর্থনকারীদের কতিপয় ব্যাখ্যাকারীর নাম ও বর্ণনা নিম্নে পেশ করা হল।

১৩৩৪০. ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি আয়াতাংশ وَهُمْ لَا يُفَرِّطُوْنَ এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, বাক্যাংশের অর্থ হচ্ছে وَهُمْ لَا يُضَيِّعُوْنَ অর্থাৎ তারা ত্রুটি কিংবা অপব্যয় করে না।

১৩৩৪১. সুদ্দী (র) হতে বর্ণিত। তিনি অত্র আয়াতাংশ وَهُمْ لَا يُفَرِّطُوْنَ এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, বাক্যাংশের অর্থ হচ্ছে وَهُمْ لَا يُضَيِّعُوْنَ অর্থাৎ তারা ত্রুটি কিংবা অপব্যয় করে না।

মহান আল্লাহর বাণী—

(٦٢) ثُمَّ رُدُّوْٓا إِلَى اللهِ مَوْلٰىهُمُ الْحَقِّ ۚ أَلَا لَهُ الْحُكْمُ ۗ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحٰسِبِيْنَ ○

৬২. অতঃপর তাদের প্রকৃত প্রতিপালকের দিকে তারা প্রত্যানীত হয়। দেখ, কর্তৃত্ব তো তারই এবং হিসাব গ্রহণে তিনিই সর্বাপেক্ষা তৎপর।

ইমাম আবু জা'ফর তাবারী (র) বলেন, অত্র আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, অতঃপর রুহ হরণকারী ফিরিশ্তা-রা আত্মাগুলোসহ তাদের প্রকৃত মালিক আল্লাহ্ তা'আলার দিকে প্রত্যানীত। কেননা কর্তৃত্ব তো তারই। তিনি ব্যতীত মাখলুকের মধ্যে অন্য কারো কর্তৃত্ব নেই। হে মানব সমাজ! যারা

তোমাদের সংখ্যা গণনা করে, তোমাদের আমল ও মৃত্যুকাল ইত্যাদি কার্যক্রম সম্বন্ধে হিসাব নিকাশ করে তাদের মধ্যে আল্লাহ্ তা'আলা সর্বাপেক্ষা তৎপর। তিনি সব কিছুই হিসাব করেন। তিনিই সবকিছুর পরিমাণ ও পরিমাপের খবর রাখেন। কেননা তিনি কোন যন্ত্রের সাহায্যে হিসাব গ্রহণ করেন না। তিনি এগুলো সম্বন্ধে অবহিত। তার কাছে কোন কিছুই গোপন নেই।

সূরা সাবার ৩ নং আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন,

وَلَايَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِى السَّمٰوٰتِ وَلَافِى الْاَرْضِ وَلَا اَصْغَرُ مِنْ ذٰلِكَ وَلَا اَكْبَرُ اِلاَّ فِىْ كِتَابٍ مُّبِيْنٍ

অর্থ আকাশ মন্ডলী ও পৃথিবীতে তার অগোচর নয় অনুপরিমাণ কিছু কিংবা তদপেক্ষা ক্ষুদ্র অথবা বৃহৎ কিছু; ইহার প্রত্যেকটি লিপিবদ্ধ রয়েছে সুস্পষ্ট কিতাবে।

মহান আল্লাহর বাণী —

(٦٣) قُلْ مَنْ يُّنَجِّيْكُمْ مِّنْ ظُلُمٰتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُوْنَهٗ تَضَرُّعًا وَّخُفْيَةً ۚ لَئِنْ اَنْجٰنَا مِنْ هٰذِهٖ لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الشّٰكِرِيْنَ ○

৬৩. বলুন, কে তোমাদেরকে রক্ষা করেন স্থল ভাগের ও সমুদ্রের অন্ধকার হতে যখন তোমরা কাতরভাবে এবং গোপনে তাঁর নিকট অনুনয় বিনয় কর? আমাদেরকে এটা হতে রক্ষাত্রান করলে আমরা অবশ্যই কৃতজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হব।

ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, অত্র আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবী (সা)-কে সম্বোধন করে বলেন; হে মুহাম্মদ (সা)! নিজ প্রতিপালকের সমকক্ষ ধারণাকারী এবং দেব-দেবী ও মূর্তিদের পূজা-অর্চনার দিকে আহবানকারীদের বলে দিন, যখন তোমরা পথ হারিয়ে ফেল, সমুদ্রের অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়ে দিশেহারা হয়ে যাও, পরিত্রাণের কোন পথ খুঁজে পাওনা, তখন তোমরা আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্য কাউকে কি কাতরভাবে ও গোপনভাবে অনুনয় কর? আর আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত কে তোমাদের তখন এরূপ বিপদ থেকে উদ্ধার করে? তোমরা তখন বলতে থাক, হে আমাদের প্রতিপালক! যদি আপনি আমাদেরকে এরূপ অস্বস্তিকর অবস্থা থেকে রক্ষা করেন তাহলে আমরা ঐসব ব্যক্তির অন্তর্ভুক্ত হব, যারা কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে আপনার একত্ববাদে বিশ্বাস করে এবং আপনার জন্যে ইবাদতকে নিরংকুশ করে। আমরা যাদেরকে আপনার ইবাদতে অংশীদার মনে করেছি, তাদের অন্তর্ভুক্ত করবেন না।

আমাদের উপরোক্ত তাফসীরকে ব্যাখ্যাকারগণ গ্রহণ করেছেন।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১৩৩৪২ 'আবদুল্লাহ ইব্ন 'আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি অত্র আয়াত قُلْ مَنْ يُّنَجِّيْكُمْ مِّنْ ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُوْنَهٗ تَضَرُّعًا وَّخُفْيَةً-এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, কোন মানুষ

যখন রাস্তা হারিয়ে ফেলে তখন আল্লাহ তা'আলাকে ডাকে এবং বলে, হে খোদা! যদি আপনি আমাদেরকে এ বিপদ থেকে পরিত্রাণ দিন আমরা কৃতজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হব।

১৩৩৪৩. কাতাদাহ (র) হতে বর্ণিত। তিনি অত্র আয়াতাংশ قُلْ مَنْ يُنَجِّيكُمْ مِنْ ظُلُمَاتِ مِنْ ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ। এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, অত্র আয়াতাংশে উল্লেখিত الْبَرِّ وَالْبَحْرِ এর অর্থ হচ্ছে مِنْ كُرَبِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ অর্থাৎ জল ও স্থলের মুসীবতসমূহ হতে কে তোমাদেরকে রক্ষা করে?

মহান আল্লাহর বাণী—

(٦٤) قُلِ اللّٰهُ يُنَجِّيكُمْ مِّنْهَا وَمِنْ كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ اَنْتُمْ تُشْرِكُوْنَ ۝

৬৪. (হে রাসূল!) আপনি **বলুন, আল্লাহই তোমাদেরকে তা থেকে এবং সমস্ত দুঃখ কষ্ট হতে নাজাত দান করেন। তারপরও তোমরা শিরক কর।**

ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম আবূ জা'ফর মুহাম্মদ ইবন জারীর তাবারী (র) বলেন, আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রিয় নবী মুহাম্মদ (সা)-কে বলেন, রাসূল! যারা আল্লাহ ব্যতীত দেব-দেবীকে নিজ প্রতিপালকের সমকক্ষ মনে করে, আপনি তাদেরকে বলুন, জল ও স্থলে মুসীবত অবতীর্ণ হবার সময় তোমরা কার থেকে নাজাত পাও ? তোমরা জেনে নাও, মহাশক্তিমান আল্লাহ তা'আলা মুসীবতের সময় তোমাদেরকে নাজাত দিবার ক্ষমতা রাখেন; তিনিই তোমাদেরকে জল ও স্থলের ভয়াবহ আতংক, হতবুদ্ধিতা, ধ্বংসের কবল ও যাবতীয় দুঃখ ক্লেশ থেকে নাজাত দেন। আল্লাহ তা'আলার ইবাদতে তোমরা যেসব দেব-দেবী ও মূর্তিকে শরীক মনে কর, তারা তোমাদের নাজাত দিতে পারে না। কেননা, তারা তোমাদের উপকার ও অপকার করার ক্ষমতা রাখে না। তোমাদেরকে আল্লাহ তা'আলা ভয়াবহ মুসীবত ও অনভিপ্রেত ভয়ংকর অবস্থা থেকে নাজাত দিবার পর তোমরা দেব-দেবী ও মূর্তিদেরকে আল্লাহ তা'আলার সমকক্ষ মনে কর এবং ইবাদতে তাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলার শরীক মনে কর, তা আল্লাহ তা'আলার হক আদায়ের ক্ষেত্রে তোমাদের মূর্খতা ও অজ্ঞতা ভিন্ন আর কিছু নয়। অধিকন্তু এটা তোমাদের উপর আল্লাহ তা'আলা যেসব নিয়ামত দান করেছেন তার প্রতি তোমাদের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন এবং তোমাদের প্রতি দ্রুত আযাব নাযিল হবার ক্ষেত্র তৈরী করা বটে।

মহান আল্লাহর বাণী—

(٦٥) قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلٰٓى اَنْ يَّبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ فَوْقِكُمْ اَوْ مِنْ تَحْتِ اَرْجُلِكُمْ اَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَّيُذِيْقَ بَعْضَكُمْ بَاْسَ بَعْضٍ ۚ اُنْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُوْنَ ۝

৬৫. বলুন, তোমাদের **ঊর্ধদেশ অথবা পাদদেশ হতে শাস্তি প্রেরণ করতে, তোমাদেরকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করতে এবং একদলকে অপর দলের সংঘর্ষের আস্বাদ গ্রহণ করাত তিনিই সক্ষম। দেখ, আমি কিরূপ বিভিন্ন প্রকার আয়াত বিবৃত করি যাতে তারা অনুধাবন করে।**

ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম আবু জা'ফর তাবারী (র) বলেন, অত্র আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নবী মুহাম্মদ (সা)-কে সম্বোধন বলেন, হে মুহাম্মদ! যারা আল্লাহ্ ব্যতীত দেব-দেবী ও মূর্তিদেরকে আপন প্রতিপালকের সমকক্ষ মনে করে, তাদেরকে বলে দিন যে সত্ত্বা তোমাদেরকে জল ও স্থলের অন্ধকার এবং যাবতীয় দুঃখ ক্লেশ থেকে ত্রাণ করেন, তারপর তোমরা তাঁর সাথে অন্যকে শরীক কর। তিনি তোমাদের শিরকের কারণে ও তার সাথে অন্যকে মা'বুদ বিবেচনা করায় এবং আল্লাহ্ তা'আলার অফুরন্ত নিয়ামত ও অনুগ্রহ উপভোগের পর তাঁর অকৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের কারণে আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের উর্ধ্বদেশ কিংবা পাদদেশ হতে তোমাদের উপর শাস্তি প্রেরণ করতে সক্ষম।

এসব সম্প্রদায়ের উর্ধ্বদেশ ও পাদদেশ হতে তাদের উপর আযাব প্রেরণ করার যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল এই আযাবের আকৃতি প্রকৃতি সম্পর্কে ব্যাখ্যাকারীগণ একাধিক মত পোষণ করেন।

ব্যাখ্যাকারীদের কেউ কেউ বলেন, উর্ধ্বদেশ হতে যে আযাব নাযিল করার প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিল তা ছিল الـرجـم। বা পাথর নিক্ষেপ আর তাদের পাদদেশ থেকে আযাব প্রেরণের যে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিল তা ছিল ভূমিধস।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১৩৩৪৪. আবু মালিক (র) হতে বর্ণিত। তিনি অত্র আয়াতাংশ عَذَابًا مِّنْ فَوْقِكُمْ اَوْ مِنْ تَحْتِ اَرْجُلِكُمْ এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, উল্লেখিত আয়াতের অর্থ হচ্ছে ভূমিধস।

১৩৩৪৫. অন্য এক সুত্রে আবু মালিক (র) ও সাঈদ ইবন জুবাইর (র) হতে অনুরূপ বর্ণনা পাওয়া গিয়েছে।

১৩৩৪৬. মুজাহিদ (র) বর্ণিত। তিনি অত্র আয়াত قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى اَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ فَوْقِكُمْ اَوْمِنْ تَحْتِ اَرْجُلِكُمْ এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, এখানে যেই আযাবের কথা উল্লেখ করা হয়েছে তা হচ্ছে اَلْخَسَفُ। ভূমিধস।

১৩৩৩৪৭. সুদ্দী (র) হতে বর্ণিত। তিনি অত্র আয়াত قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى اَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ فَوْقِكُمْ اَوْمِنْ تَحْتِ اَرْجُلِكُمْ এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, অত্র আয়াতে উল্লেখিত عَذَابًا مِّنْ فَوْقِكُمْ এর দ্বারা আসমানী আযাব এবং مِنْ تَحْتِ اَرْجُلِكُمْ দ্বারা ভূমিধসের ন্যায় আযাবকে বুঝানো হয়েছে।

১৩৩৪৮. ইবন যায়দ (র) হতে বর্ণিত। তিনি অত্র আয়াতাংশ قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى اَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ فَوْقِكُمْ اَوْمِنْ تَحْتِ اَرْجُلِكُمْ এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, ইবন মাসউদ (র) মাহফিলে অথবা মিম্বরে বসে চিৎকার দিয়ে বলতেন, সাবধান হও হে মানব সকল! তোমাদের প্রতি

অত্র আয়াতাংশটি আল্লাহ তা'আলা অবতীর্ণ করেন قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ যদি আসমান থেকে তোমাদের উপর কোন আযাব অবতীর্ণ হয় তাহলে তোমাদের মধ্যে কেউ অবশিষ্ট থাকবে না।

অথবা তোমাদের সহ যদি যমীন ধসে যায় তাহলে আল্লাহ তা'আলা তোমাদের এমন ভাবে ধ্বংস করে দেবেন যে, কেউ তোমাদের মধ্যে অবশিষ্ট থাকবে না।

أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ

অথবা পরবর্তী আয়াতাংশে যেটা তা হয়ে থাকে। তবে তোমাদের প্রতি তিনটির হীনতমটি অবতীর্ণ হয়।

আবার কেউ কেউ বলেন, "ঊর্ধদেশ থেকে আযাব অবতীর্ণ" দ্বারা অসৎ নেতৃবৃন্দের কথা বুঝানো হয়েছে এবং أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ এর দ্বারা অসৎ অধীনস্থ বা নিম্নস্থ কর্মচারীদের বুঝানো হয়েছে।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১৩৩৪৯. আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস (র) হতে বর্ণিত। তিনি অত্র আয়াতাংশ قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ -এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, অত্র আয়াতে উল্লেখিত عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ -এর দ্বারা অসৎ নেতৃবৃন্দ এবং أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ -এর দ্বারা অসৎ অধীনস্থদেরকে বুঝানো হয়েছে।

১৩৩৫০. অন্য এক সূত্রে ইবন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি আয়াত قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ -এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, অত্র আয়াতে উল্লেখিত مِنْ أَوْ مِنْ فَوْقِكُمْ এর অর্থ হচ্ছে مِنْ أُمَرَائِكُمْ অর্থাৎ তোমাদের নেতৃবৃন্দ আর আয়াতে উল্লেখিত تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ এর অর্থ হচ্ছে سَفَلَتُكُمْ অর্থাৎ তোমাদের অধীনস্থগণ।

ইমাম আবু জা'ফর তাবারী (র) বলেন, উপরে বর্ণিত দুইটি তাফসীরের মধ্যে আমার দৃষ্টিতে বিশুদ্ধতার দিক থেকে উত্তম অভিমত হল ঐ ব্যক্তির অভিমত, যিনি বলেন যে, ঊর্ধদেশ থেকে অবতীর্ণ আযাব দ্বারা পাথর বৃষ্টি, তুফান কিংবা এ ধরনের কোন বিপর্যয়ের বিষয় বলা হয়েছে, যা তাদের মাথার উপর থেকে অবতীর্ণ করা হয়। আবার পাদদেশ থেকে আযাব আগমনের দ্বারা ভূমিধ্বস অথবা তদ্রূপ কোন বিপর্যয়ের বিষয় বলা হয়েছে। কেননা আরবী ভাষার تحت الارجل و فوق এর অর্থ সুস্পষ্ট। এগুলো বলা হলে অন্য অর্থ বুঝায় না। এ সম্পর্কে যদিও 'আব্দুল্লা ইবন 'আব্বাস (রা) থেকে বিশুদ্ধ বর্ণনা আমাদের কাছে এসেছে, তবে গ্রহণীয় পদ্ধতি হল এই— যখন কোন একটি বাক্যের দুই প্রকারের সঠিক ব্যাখ্যা পাওয়া যায়, তন্মধ্যে যেই ব্যাখ্যাটি অত্যধিক পরিচিত ও অত্যন্ত গ্রহণযোগ্য এবং কম পরিচিত ব্যাখ্যাটি গ্রহণ করার জন্যে এমন কোন অলংঘনীয় কারণ বিদ্যমান না থাকে তাহলে অতীব পরিচিত ব্যাখ্যাটি গ্রহণ করতে হয়।

আল্লামা ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, অত্র আয়াতে উল্লেখিত يَلْبِسَكُمْ এর অর্থ يخلطكم এবং شيعًا এর অর্থ فرقًا। شيع শব্দটি বহুবচন একবচন হচ্ছে شيعة আয়াতে উল্লেখিত يلبسكم শব্দটি لبست عليه الامر বাগধারা থেকে নির্গত। এর অর্থঃ গুলিয়ে দেওয়া। এই শব্দে ب অক্ষরে যবর বা যের দেওয়ার মধ্যে অর্থের কোন পার্থক্য নেই। এখানে অর্থ হচ্ছেঃ তিনি তোমাদেরকে দলে উপদলে বিভক্ত করে দেন। অন্যান্য ব্যাখ্যাকারগণও এরূপ বলেছেন।

যারা এমত পোষণ করেন ঃ

১৩৩৫১. মুজাহিদ (র) হতে বর্ণিত। তিনি অত্র আয়াতাংশ أَوْيَلْبِسَكُمْ شِيَعًا এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, এখানে উল্লেখিত شيعًا এর অর্থ হচ্ছে বিভিন্ন বিরোধীয় দল।

১৩৩৫২. সুদ্দী (র) হতে বর্ণিত। তিনি অত্র আয়াতাংশ أَوْيَلْبِسَكُمْ شِيَعًا এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, এর অর্থ হচ্ছে يُفَرِّقَ بَيْنَكُمْ অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে বিভিন্ন দলের সৃষ্টি করে।

১৩৩৫৩. অন্য এক সূত্রে মুজাহিদ (র) হতে বর্ণিত। তিনি অত্র আয়াতাংশ أَوْيَلْبِسَكُم شِيَعًا এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, এর অর্থ হচ্ছে তোমাদের মধ্যে বিভিন্ন ফিৎনা ও মতবিরোধ সৃষ্টি হবে।

১৩৩৫৪. ইব্ন যায়দ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি অত্র আয়াতাংশ أَوْيَلْبِسَكُم شِيَعًا এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, এর অর্থ হচ্ছে বর্তমানে জনগণের মধ্যে বিরাজমান মতবিরোধ, দলাদলিল এবং পরস্পরের রক্তপাত।

১৩৩৫৫. ইব্ন 'আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি অত্র আয়াতাংশ أَوْيَلْبِسَكُم شِيَعًا এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন شيعًا এর অর্থ হচ্ছে মতবিরোধ ও বিভিন্ন দল উপদল।

১৩৩৫৬. অন্য একসূত্রে আব্দুল্লাহ ইব্ন 'আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি অত্র আয়াতাংশ أَوْيَلْبِسَكُم شِيَعًا এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, এখানে شيع এর অর্থ হচ্ছে বিভিন্ন বিরোধীয় দল উপদল।

অত্র আয়াতে উল্লেখিত وَيُذِيقَ بَعْضَكُم بَأْسَ بَعْضٍ এর অর্থ হচ্ছে يقتل بعضكم بعضا অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে পরস্পর পরস্পরকে হত্যা হওয়া।

কোন ব্যক্তি যদি নিজ অস্ত্র দ্বারা অন্যকে হত্যা করে তখন 'আরবী ভাষায় বলা হয় قد اذاق فلان فلانا الموتَ। অর্থাৎ অমুক অমুককে মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করিয়েছে। আরো বলা হয় اذاقه باسه। অর্থাৎ তাকে দুষ্টামির ফল ভোগ করিয়েছে ذوق শব্দটির প্রকৃত অর্থ হচ্ছে কোন খাদ্যের স্বাদ গ্রহণ করা। তারপর এটা প্রতিটি কাজের বেলায় ব্যবহার হয়ে থাকে। যেখানে একে অন্যের উপর কোন কাজ চাপিয়ে দেয় তা খুশীর হোক কিংবা দুঃখের ও কষ্টের হোক না কেন।

البأس। শব্দটির ব্যাখ্যা অন্য জায়গায় বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন নাই। আমাদের উপরোক্ত তাফসীরকে ব্যাখ্যাকারীগণ সমর্থন করেছেন।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১৩৩৫৭. সুদ্দী (র) হতে বর্ণিত। তিনি অত্র আয়াতাংশ وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, এখানে তরবারীর মাধ্যমে সংঘর্ষের স্বাদ গ্রহণ করবার কথা বলা হয়েছে।

১৩৩৫৮. নূফ আলবাকালী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি অত্র আয়াতাংশ وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, আল্লাহ্‌র শপথ, এ আয়াতাংশের মাধ্যমে অস্ত্রধারী শত্রুদের কথা বলা হয়েছে, যারা তোমাদের কোমরে অস্ত্রদ্বারা আঘাত করছে।

১৩৩৫৯. ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি অত্র আয়াতাংশ وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, এর অর্থ হচ্ছে তোমাদের একে অন্যের উপর হত্যা ও শাস্তি প্রয়োগের মাধ্যমে অধিপত্য বিস্তার করবে।

১৩৩৬০. মুজাহিদ (র) হতে বর্ণিত। তিনি আলোচ্য আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, আল্লাহ তা'আলার একত্বে বিশ্বাসী উম্মতে মুহাম্মদীর শাস্তি দেয়া হয়ে থাকে তরবারীর মাধ্যমে অর্থাৎ যুদ্ধ বিগ্রহের মাধ্যমে। আয়াতাংশ أَوْيَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ এর তাফসীর প্রসঙ্গে তিনি বলেন, মিথ্যাবাদীদের শাস্তি হচ্ছে মহানাদ ও ভূমিকম্প। ব্যাখ্যাকারীগণ পুনরায় একাধিক মত পোষণ করেছেন যে, অত্র আয়াতাংশের সম্বন্ধে বলা হয়েছে। তাদের কেউ কেউ বলেন, এই আয়াতে মুহাম্মদ (স) এর মুসলিম উম্মতদের কথা বলা হয়েছে এবং তাদের সম্বন্ধে অত্র আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১৩৩৬১. আবুল অলিয়া (র) হতে বর্ণিত। তিনি অত্র আয়াত قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ أَوْمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, এখানে চারটি আযাবের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এর মধ্যে দুটো রাসূলুল্লাহ (স) এর ইন্‌তিকালের পর ২৫ বছরের মধ্যে সংঘটিত হয়। জনগোষ্ঠি বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয় এবং একে অন্যের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। আর দুটো বাকী রয়েছে, এগুলো ভবিষ্যতে সংঘটিত হবেই। তা হচ্ছে اَلْخَسْفُ وَالْمَسْخُ অর্থাৎ ভূমিধস এবং চেহারা বিকৃতি।

১৩৩৬২. মুজাহিদ (র) হতে বর্ণিত। তিনি অত্র আয়াতাংশ مِنْ فَوْقِكُمْ أَوْمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, অত্র আয়াতে উল্লেখিত قُلْ هُوَ مِنْ فَوقِكُم أَوْيَلْبِسَكُمْ شِيَعًا উম্মতে মুহাম্মদীর ক্ষেত্রে বলা হয়েছে এবং তোমাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা এর أَوْمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ থেকে রেহাই দিয়েছেন। আয়াতাংশ أَوْيَلْبِسَكُمْ شِيَعًا এর অর্থ হচ্ছে তোমাদের মধ্যে বিরাজমান ফিৎনা ফাসাদ ও মতবিরোধ।

১৩৩৬৩. অন্য এক সূত্রে মুজাহিদ (র) থেকে অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে।

১৩৩৬৪. কাতাদাহ (র) হতে বর্ণিত। قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا الاية এর ব্যাখ্যা প্রসংগে বলেন আমাদের জন্যে বর্ণনা করা হয়েছে যে, একদা রাসূলুল্লাহ্ ফজরের সালাত আদায় করেন এবং তা দীর্ঘায়িত করেন। তখন তাহার কোন স্ত্রী তাহাকে প্রশ্ন করেন, হে আল্লাহর নবী! আপনি আজ এমন দীর্ঘ সালাত আদায় করলেন যা কোনদিন করেন নি, হেতু কি? রাসূল (সা) বলেন, যেহেতু এটা ভয় ভীতি ও আশা আকাংখার সালাত, সেহেতু এত দীর্ঘায়িত হয়েছে। এই সালাতে আমি আমার প্রতিপালকের দরবারে তিনটি দোয়া পেশ করেছি। প্রথমটি হল আমি তাঁর নিকট দোয়া করেছি, আমার উম্মতের উপর কোন শত্রুকে যেন এমন ভাবে জয়যুক্ত না করেন যে, তারা আমার উম্মতকে নির্মূল করে দেয়। আমার এই দোয়া আল্লাহ্ তা'আলা কবূল করেন দ্বিতীয় দোয়া হল যেন আমার উম্মতের উপর দূর্ভিক্ষকে চাপিয়ে না দেয়া হয়, আমার এই দোয়া ও আল্লাহ তা'আলা মঞ্জুর করেন। তৃতীয় দোয়া হল আমার উম্মতকে যেন দলে দলে বিভক্ত না হয় এবং একে অন্যের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত না হয়। আমার এই দোয়া কবুল করা হয়নি। আমাদের কাছে আরো বর্ণনা করা হয়েছে যে, রাসূল (সা) বলতেন, আমার উম্মতের মধ্যে একদল লোক কিয়ামত পর্যন্ত সর্বদা সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে, তাদেরকে তাদের বিরুদ্ধবাদীরা কোন ক্ষয়ক্ষতি করতে পারবে না।

১৩৩৬৫. জাবির (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন হযরত নবী করীম (সা) এর প্রতি আল্লাহ তা'আলা অত্র আয়াত قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ فَوْقِكُمْ أَوْمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ নাযিল করেন তখন রাসূল (সা) বলেন أَعُوذُ بِوَجْهِكَ অর্থাৎ হে আল্লাহ! আপনার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। অতঃপর যখন পরবর্তি আয়াতাংশ أَوْيَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ নাযিল করেন, তখন রাসূল (সা) বলেন, এই দুটো সহজতর ও অধিক হালকা।

১৩৩৬৬. জাবির (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন অত্র আয়াত قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ فَوْقِكُمْ أَوْمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ নাযিল হয়, তখন রাসূল (সা) বলেন, نَعُوذُبِكَ - نَعُوذُبِكَ অর্থ হে আল্লাহ! তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি, হে আল্লাহ্! তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। যখন নাযিল হয় أَوْيَلْبِسَكُمْ شِيَعًا তখন তিনি বলেন, "এটা অধিক সহজ"।

১৩৩৬৭. খালিদ আল খাযায়ী (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রাসূল (সা) খুবই সংক্ষিপ্ত সালাত আদায় করলেন, তবে রুকু সিজদা পরিপূর্ণ ভাবে আদায় করলেন। অতঃপর রাসূল (সা) বলেন, এটা ছিল ভয়ভীতি ও আশা ভরসার সালাত। আমি এই সালাতে আল্লাহ্ তা'আলার কাছে তিনটি দোয়া করেছি, তন্মধ্যে দুইটি আমাকে দেয়া হয়েছে, বাকী রয়েছে একটি অর্থাৎ একটি দোয়া কবুল করা হয় নাই।

প্রথমটি হল আমি আল্লাহ্ তা'আলার কাছে দোয়া করেছি, তোমাদের উপর এমন আযাব যেন নাযিল করা না হয়, যা তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর নাযিল করা হয়েছিল।

আল্লাহ্ তা'আলা আমার এই দোয়া কবুল করেন। দ্বিতীয়টি হল আমি আল্লাহ্ তা'আলার কাছে দোয়া করেছি তোমাদের উপর যেন শত্রুকে এমনভাবে আধিপত্য বিস্তার করতে না দেন, যাতে তোমরা সমূলে উৎখাত হয়ে যাও। আল্লাহ্ তা'আলা আমার এই দো'য়া মন্‌জুর করেন। তৃতীয় হল আমি আল্লাহ্ তা'আলার কাছে দোয়া করেছি তোমাদেরকে যেন দলে দলে বিভক্তি না করেন এবং একদল যেন অন্য দলকে সংঘর্ষের বিষময় ফল আস্বাদন না করান। কিন্তু আমার এই দোয়া মঞ্জুর করা হয় নাই।

বর্ণনাকারী আবু মালিক খালিদ আল খাযায়ী (রা) এর ছেলে প্রশ্ন করেন যে এ হাদীসটি কি আপনাকে আপনার পিতা স্বয়ং রাসূল (সা) থেকে শুনেছেন? তাঁর পিতা বলেন, তিনি এমন লোকদের থেকে এই হাদীস শুনেছেন, যারা রাসূল (সা) এর মুখ থেকে শ্রবণ করেছেন।

১৩৩৬৮. শাদ্দাদ ইবন আউস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা) ইরশাদ করেন, আল্লাহ্ তা'আলা পৃথিবীর কিছু অংশ আমার কাছে সুস্পষ্ট করে দেন, যাতে আমি উহার পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্ত অবলোকন করি। আমাকে সংবাদ দেয়া হয় যে, আমার উম্মতের রাজত্বের পরিধি এতদূর পৌঁছবে, যতদূর আমাকে দেখানো হয়েছে। আর আমাকে দুই ধরনের লাল ও সাদা সম্পদে খাযানা দেয়া হয়েছে আমি আমার প্রতিপালকের কাছে আবেদন করি, যেন আমার উম্মতকে সর্বগ্রাসী দূর্ভিক্ষ দ্বারা ধ্বংস করে দেয়া না হয়, তাদেরকে যেন দলে দলে বিভক্ত না করা হয়। তারা যেন একে অপরের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত না হয়। আল্লাহ্ তা'আলা তখন বলেন, হে মুহাম্মদ! আমি যখন কোন বিষয় ফয়সালা করি, তার ব্যতিক্রম হয় না; তা অবশ্যই কার্যকরী হয়। আমি তোমার উম্মতের জন্যে তোমার এই আবেদনটি মঞ্জুর করলাম যে, তাদেরকে আমি দূর্ভিক্ষ দ্বারা একেবারে ধ্বংস করবো না এবং আমি তাদের উপর তাদের শত্রুদের এমনভাবে অধিপত্য বিস্তার করতে দেব না, যাতে তারা তাদেরকে সমূলে বিনাশ করে দেয়। তবে তারা একে অপরকে ধ্বংস করবে, একে অপরকে হত্যা করবে এবং একে অপরকে বন্দী করবে। রাসূল (স) বলেন আমি আমার উম্মতের উপর পথ ভ্রষ্ট নেতাদের নেতৃত্বের আশংকা করছি। আমার উম্মতের মধ্যে যদি একবার যুদ্ধ-বিগ্রহ শুরু হয় হয়ে যায় তা কিয়ামত পর্যন্ত আর বন্ধ হবে না। অর্থাৎ খুনাখুনী চলতেই থাকবে।

১৩৩৬৯. অন্য এক সূত্রে শাদ্দাদ ইবন আউস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি অনুরূপ বর্ণনা করেন, তবে একটু অতিরিক্ত বর্ণনা পেশ করেন যে, রাসূল (সা) ইরশাদ করেন, আমি আমার উম্মতের জন্য শুধুমাত্র পথভ্রষ্ট নেতৃবৃন্দকে ভয় করি।

১৩৩৭০. খাব্বাব ইবনুল আরাত বদরী সাহাবী (রা) হতে বর্ণিত। একবার তিনি রাসূল (সা) এর সালাত আদায়কে পর্যবেক্ষণ করেন একবার রাসূল (সা) প্রত্যুষে সালাত আদায় করেন। তখন খাব্বাব (রা) বলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি আপনাকে অদ্য এমন সালাত আদায় করতে দেখলাম, যেরূপ সালাত আদায় করতে আর কোন দিন দেখি নাই। রাসূল (সা) বলেন হাঁ, এটা ছিল ভয়ভীতি ও আশা আকাংখার সালাত। আমার প্রতিপালকের কাছে আমি তিনটি আবেদন রেখেছি। তিনি দুইটি মঞ্জুর করেন।

আমি তার কাছে আবেদন রেখেছি যেন আমার উম্মতকে এমনভাবে ধ্বংস করা না হয়, যেমনভাবে অন্যান্য উম্মতকে ধ্বংস করা হয়েছিল। তিনি আমার এই আবেদন মঞ্জুর করেন। আমি পুনরায় তাঁর কাছে আবেদন করেছি যেন আমার উম্মতের উপর শত্রুকে এমনভাবে আধিপত্য বিস্তার করতে না দেয়া হয়, যাতে তারা নির্মূল হয়ে যায়। আমার এ আবেদনটিও মঞ্জুর করা হয়। আমি পুনরায় তাঁর কাছে আবেদন করেছি যেন আমার উম্মতকে বিভিন্ন দলে উপদলে বিভক্ত করা না হয়। কিন্তু আমার এই আবেদনকে নাকচ করে দেয়া হয়।

১৩৩৭১. ইমাম যুহরী (র) হতে বর্ণিত। তিনি অত্র আয়াতাংশ أَوْيَلْبِسَكُمْ شِيَعًا এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, একদিন বদরী সাহাবী খাব্বাব ইবন্ আল আরত (রা) রাসূল (সা) এর সালাত আদায় পর্যবেক্ষণ করেন। তারপর অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেন।

১৩৩৭২. জাবির ইবন্ আবদুল্লাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন রাসূল (সা) এর কাছে অত্র আয়াতটি নাযিল হয় قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ فَوْقِكُمْ

রাসূল (সা) বলেন أَعُوذُ بِوَجْهِكَ অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমি আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করছি। তারপর নাযিল হল أَوْمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ রাসূল (সা) বলেন, أعوذ بوجهك অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমি আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করছি। তারপর নাযিল হয় أَوْيَلْبِسَكُمْ شِيَعًا রাসূল (সা) বলেন, এটা সহজতর।

১৩৩৭৩. হাসান বসরী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা) ইরশাদ করেন, আমি আমার প্রতিপালকের কাছে চারটি আবেদন রেখেছি; তিনটি আবেদন মঞ্জুর করা হয়েছে, কিন্তু একটি আবেদন না মুঞ্জুর করা হয়। আমি তার কাছে আবেদন রেখেছি যেন আমার উম্মতের উপর শত্রুকে এমনভাবে আধিপত্য বিস্তার করতে না দেয়া হয়, যাতে তারা আমার উম্মতকে সমূলে বিনাশ করতে পারে; তাদের উপর যেন দূর্ভিক্ষ চাপিয়ে দেয়া না হয়। আর তারা যেন ভ্রান্তির উপর ঐক্যমত স্থাপন না করে। আমার এই তিনটি আবেদন মঞ্জুর করা হয়। আমি আরো একটি আবেদন পেশ করেছিলাম যেন তাদেরকে বিভিন্ন দলে বিভক্তি না করা হয় এবং একে অন্যকে সংঘর্ষের বিষময় ফল আস্বাদন না করায়। আমার এই আবেদনটি না মঞ্জুর করা হয়।

১৩৩৭৪. সুদ্দী (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা) ইরশাদ করেন, আমি আমার প্রতিপালকের কাছে কয়েকটি আবেদন রেখেছিলাম। তন্মধ্যে তিনটি আবেদনকে মঞ্জুর করা হয়। আর একটি আবেদন না মঞ্জুর করা হয়। আমি আবেদন করেছিলাম আমার উম্মতের সকলকে যেন কাফির হিসেবে বিবেচিত না করা হয়। আমার এই আবেদন মঞ্জুর করা হয়। আবার আমি আবেদন করেছিলাম, আমার উম্মতদের উপর নিরংকুশভাবে যেন শত্রুরা আধিপত্য বিস্তার করতে না পারে। এই আবেদনটিও ম ুর করা হয়। আমি আরও আবেদন করেছিলাম পূর্ববর্তী উম্মতদের যেভাবে শাস্তি প্রদান করা হয়েছিল আমার উম্মতদেরকে যেন অনুরূপভাবে শাস্তি দেয়া না হয়। আমার এই আবেদনটিও গৃহীত হয়। আমি আবেদন করেছিলাম, আমার উম্মতরা একে অন্যের সাথে সংঘর্ষ না করে এবং একে অন্যকে শাস্তি প্রদান না করে। কিন্তু আমার এ আবেদন মঞ্জুর করা হয়নি।

১৩৩৭৫. হাসান বসরী (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এ আয়াতাংশ وَيُذِيْقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ নাযিল হওয়ার পর আল্লাহ তা'আলা হযরত মুহাম্মদ (সা) কে উম্মতদের জন্যে সাক্ষী হিসেবে সম্বোধন করে বলেন اُنْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْاٰيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُوْنَ অতঃপর রাসূল (সা) উঠে দাঁড়ালেন, অযু করলেন এবং আল্লাহ তা'আলার কাছে আবেদন পেশ করলেন উম্মতদের উপর যেন উর্ধদেশ থেকে কোন আযাব নাযিল না করা হয় এবং তলদেশ থেকেও যেন কোন প্রকার আযাব না আসে, তাদেরকে যেন বিভিন্ন দলে বিভক্ত না করা হয় এবং একদল অন্য দলকে যেন সংঘর্ষে পরাজিত করে বিষময় ফল আস্বাদন না করায়। যেমন বনী ইস্রাইলকে আস্বাদন করানো হয়েছে। তারপর জিবরাঈল (আ) অবতরণ করেন এবং রাসূল (সা) কে সম্বোধন করে বলেন, হে মুহাম্মদ! আপনি আপনার প্রতিপালকের কাছে চারটি আবেদন করেছেন। আপনার দুইটি আবেদন মঞ্জুর করা হয়েছে, আর অপর দুইটি মঞ্জুর করা হয় নাই। আপনার উম্মতের উপর না উর্ধদেশ থেকে কোন আযাব আসবে, না তলাদেশ থেকে, যা তাদেরকে সমূলে বিনাশ করে দেবে। এই দুটো আযাব প্রতিটি নবীর উম্মতের জন্যে প্রেরণ করা হয়েছিল, যারা আল্লাহ্র কিতাব ও তাদের কাছে প্রেরিত নবীকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে ঐক্যমতে পৌছেছিল। আপনার উম্মতদেরকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করা হবে এবং একজন অন্য জনের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হবে সংঘর্ষের বিষময় ফল আস্বাদন করাবে। শেষোক্ত দুইটি আযাব আল্লাহ্ তা'আলার কিতাব ও আম্বিয়াগণের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারী অথচ তাদের গুনাহর কারণে শাস্তি দেয়া হবে। এ সম্পর্কে রাসূল (সা) এর নিকট আল্লাহ্ তা'আলা সূরা যুখরুফের ৪১ ও ৪২ আয়াতদ্বয়ে ওহী প্রেরণ করেন فَاِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَاِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُوْنَ অর্থাৎ আমি যদি তোমার মৃত্যু ঘটাই, তবুও আমি তোমার উম্মতের মধ্য হতে এদেরকে শাস্তি দেব। اَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِىْ وَعَدْنَاهُمْ فَاِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُوْنَ অর্থাৎ অথবা আমি তাদেরকে যে শাস্তির ভয় দেখিয়েছি, তা যদি আমি তোমাকে (তোমার জীবিত কালে) প্রত্যক্ষ করাই তবে তাদের উপর আমার তো পূর্ণ ক্ষমতা রয়েছে।

অতঃপর সাথে সাথে রাসূল (সা) আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে আবেদন নিবেদন করতে থাকলেন; হে আমার প্রতিপালক! আমার উম্মতের একজন অন্যজনকে শাস্তি দেবে আর আমি তা প্রত্যক্ষ করব, এর চেয়ে বড় মুসীবত আমার জন্যে আর কি হতে পারে? তখন আল্লাহ্ তা'আলা সূরা আনকাবুতের ১ম হতে ৩য় আয়াত পর্যন্ত অবতীর্ণ করেন। الٓمٓ - اَحَسِبَ النَّاسُ اَنْ يُّتْرَكُوْا اَنْ يَّقُوْلُوْا اٰمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُوْنَ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِيْنَ অর্থাৎ আলিফ, লাম, মীম, মানুষ কি মনে করে যে, আমরা ঈমান এনেছি। একথা বললেই তাদেরকে পরীক্ষা না করে অব্যাহতি দেয়া হবে? আমি তো এদের পূর্ববর্তীদেরকেও পরীক্ষা করেছিলাম। আল্লাহ অবশ্যই প্রকাশ করে দেবেন কারা সত্যবাদী। তিনি অবশ্যই প্রকাশ করে দিবেন কারা মিথ্যাবাদী।

আল্লাহ তা'আলা প্রিয় নবী (সা) কে জানিয়ে দিলেন যে, তার উম্মতকেই শুধু পরীক্ষা করা হয় নাই, বরং পূর্ববর্তী উম্মতদেরকেও পরীক্ষা করা হয়েছিল। আর ভবিষ্যতেও তাদেরকে পরীক্ষা করা হবে, যেমন পূর্ববর্তীদেরকে পরীক্ষা করা হয়েছিল।

অতঃপর রাসূল (সা) এর প্রতি সূরা আল মুমিনূনের ৯৩ ও ৯৪নং আয়াত নাযিল করা হয়।

قُلْ رَبِّ اِمَّا تُرِيَنِّىْ مَا يُوْعَدُوْنَ رَبِّ فَلاَ تَجْعَلْنِىْ فِى الْقَوْمِ الظَّالِمِيْنَ

বল, হে আমার প্রতিপালক! যে বিষয়ে তাদেরকে প্রতিশ্রুতি প্রদান করা হচ্ছে, তুমি যদি তা আমাকে দেখাতে চাও তবে হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমাকে জালিম জাতীর অন্তর্ভুক্ত করো না।

রাসূল (সা) আল্লাহ তা'আলার কাছে আশ্রয় চান এবং আল্লাহ তা কবুল করেন। তাই তিনি তার উম্মতের মধ্যে সংঘবদ্ধ হয়ে থাকা, পরস্পরের প্রতি স্নেহ-মমতা ও আনুগত্য প্রত্যক্ষ করেন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা প্রিয়নবী (সা) এর কাছে এমন একটি আয়াত নাযিল করলেন, যা দ্বারা তাঁর সাহাবায়ে কিরামকে ফিৎনা ও ফ্যাসাদ সম্বন্ধে সতর্ক করা হয়। আল্লাহ তা'আলা রাসূল (সা) কে সংবাদ দেন যে, রাসূল (সা) এর উম্মতের বিশেষ বিশেষ লোককে তিনি পরীক্ষা করবেন। সূরা আনফালের ২৫নং আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন

وَاتَّقُوْا فِتْنَةً لاَتُصِيْبَنَّ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ

অর্থঃ তোমরা এমন ফিতনাকে ভয়, কর যা বিশেষ করে তোমাদের মধ্যে যারা জালিম, কেবল তাদেরকেই ক্লিষ্ট করবে না এবং জেনে রেখো যে, আল্লাহ শাস্তি দানে কঠোর।

রাসূল (সা) এর ইন্তিকালের পর সাহাবায়ে কিরামের বিশেষ দল সৃষ্ট ফিতনার শিকার হন এবং বিশেষ দল ফিতনা থেকে রক্ষা পান।

১৩৩৭৬. আবুল আলীয়া (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক দিন জিব্রাইল (আ) রাসূল (স) এর নিকট আগমন করে সংবাদ দেন যে, ভবিষ্যতে রাসূল (সা) এর উম্মতের মধ্যে মতবিরোধ ও বিশৃঙ্খলা দেখা দিবে। এ সংবাদে রাসূল (সা) ব্যথিত হলেন। অতঃপর তিনি দুয়া করেন, হে আল্লাহ! তাদের মধ্যে যারা উত্তম, তাদেরকে বিজয়ী ও দীর্ঘস্থায়ী কর।

১৩৩৭৭. আবু জুবাইর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন নিম্নবর্ণিত আয়াতটি নাযিল হয় قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلٰى اَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ فَوْقِكُمْ রাসূল (সা) বলেন, হে আল্লাহ্। আমি আপনার কাছে এর থেকে পানাহ চাই। অতঃপর নাযিল হয় اَوْمِنْ تَحْتِ اَرْجُلِكُمْ তখনও রাসূল (সা) বলেন, হে আল্লাহ্। আমি আপনার কাছে এর থেকে পানাহ চাই। অতঃপর নাযিল হয় اَوْيَلْبِسَكُمْ شِيَعًا তখন রাসূল (সা) বলেন, এটা সহজতর। যদি রাসূল (সা) এর থেকে পানাহ চাইতেন তাহলে এর থেকে আল্লাহ পানাহ দিতেন।

১৩৩৭৮. যায়দ ইবন আসলাম (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন অত্র আয়াতটি

قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلٰى اَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ فَوْقِكُمْ اَوْمِنْ تَحْتِ اَرْجُلِكُمْ اَوْيَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيْقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ

নাযিল হয় রাসূল (সা) ইরশাদ করেন, হে সাহাবীরা! আমার ইন্তিকালের পর তোমরা কাফির হয়ে গিয়ে তলোয়ার দিয়ে একে অন্যের শিরচ্ছেদ করো না। সাহাবায়ে কিরাম বলেন, আমরা সাক্ষ্য দিতেছি আল্লাহ ব্যতীত কোন মাবূদ নেই এবং রাসূল (সা) আপনি আল্লাহর রাসূল। রাসূল (সা) বলেন, হ্যা! তখন তাদের কেউ কেউ বলেন, এরূপ সর্বদা থাকবে না। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করেন :

اُنْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْاٰيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُوْنَ وَكَذَّبَ بِهٖ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيْلٍ لِكُلِّ نَبَاٍ مُسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ

অর্থ ঃ দেখ, কিরূপ বিভিন্ন প্রকারে আমি আয়াত বিবৃত করি, যাতে তারা অনুধাবন করে। তোমরা তো আযাবকে মিথ্যা বলেছে অথচ এটা সত্য। বল, আমি তোমাদের কর্ম নির্বাহক নই। প্রত্যেক বার্তার জন্যে নির্ধারিত কাল রয়েছে এবং শীঘ্রই তোমরা অবহিত হবে।

আবার কেউ কেউ বলেন, কিছু সংখ্যক লোক দ্বারা মুশরিকদেরকে আর অন্য কিছু সংখ্যক লোক দ্বারা মুসলমানদেরকে বুঝানো হয়েছে।

যারা এমত পোষণ করেন ঃ

১৩৩৭৯. হাসান (র) হতে বর্ণিত। তিনি অত্র আয়াত قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلٰى اَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ اَوْمِنْ تَحْتِ اَرْجُلِكُمْ الاية এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, অত্র আয়াতে উল্লেখিত عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ اَوْمِنْ تَحْتِ اَرْجُلِكُمْ বলা হয়েছে মুশরিকদের ক্ষেত্রে। আর شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَاْسَ بَعْضٍ বলা হয়েছে মুসলমানদের ক্ষেত্রে।

ইমাম আবু জা'ফর তাবারী (র) বলেন, আমার কাছে এ আয়াতের বিশুদ্ধতম তাফসীর হচ্ছে এই রূপ বলা যে, আল্লাহ্ তা'আলা অত্র আয়াতের মাধ্যমে মুশরিকদেরকে দেব-দেবী ও মুর্তিপূজা থেকে বিরত রাখার জন্যে ভয়-ভীতি প্রদর্শন করেছেন, এই আয়াত দ্বারা তাদেরকেই উদ্দেশ্য করা হয়েছে। কেননা এই আয়াতটি তাদের সম্বন্ধে সংবাদ পরিবেশন ও তাদের সম্বোধন সূচক আয়াত দ্বয়ের মধ্যবর্তী আয়াত। প্রথমে বলা হয়েছে قُلْ مَنْ يُنَجِّيْكُمْ مِنْ ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُوْنَهٗ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً لَئِنْ اَنْجَانَا مِنْ هٰذِهٖ لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الشَّاكِرِيْنَ قُلِ اللّٰهُ يُنَجِّيْكُمْ مِنْهَا وَمِنْ كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ اَنْتُمْ تُشْرِكُوْنَ وَكَذَّبَ بِهٖ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ এবং আলোচ্য আয়াতের পরে বলা হয়েছে আরবী আর এ আয়াতে উল্লেখিত মিথ্যাচার বিশেষণটি মুমিনদের জন্যে প্রযোজ্য নয়। তাই বর্তমান আয়াতটি দুইটি আয়াতের মধ্যবর্তী হওয়া এটা স্পষ্ট দলীল যে, এটা হচ্ছে যারা মুশরিক তাদের জন্য ভয় প্রদশর্ন। আর তাদেরকে পরবর্তি মিত্যাচারের দোষে দোষারূপ করা হয়েছে। এমন লোকদের মিথ্যাচারের দোষারূপ করা হয়নি যাদের বর্ণনা একেবারে আসেনি। তবে এরূপ হওয়া সত্ত্বেও শাস্তি বিধানটি সার্বজনীন করা হয়েছে। অন্য কথায় যারা আল্লাহ ও তার রাসূল (সা) এর বিরোধীতা করবে এবং আল্লাহ্ তা'আলার

নিদর্শনাদিকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করবে, তাদের জন্যে উপরোক্ত আযাব রয়েছে। আর যারা তাদের অনুকরণ করবে তারাও অনুরূপ আযাবের যোগ্য হবে।

রাসূল (সা) হতে যে সব হাদীস বর্ণিত রয়েছে, (যেমন বর্ননাকারী বলেন যে, রাসূল (সা) বলেছেন, আমি আমার প্রতিপালকের কাছে তিনটি আবেদন রেখেছি তার মধ্যে দুইটি মঞ্জুর হয়েছে এবং একটি না মঞ্জুর হয়েছে।) এ প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, এরূপ ধারণা করা বৈধ যে, ঐ সময় মুশরিকবৃন্দ ও তাদের রীতি-নীতি অনুকরণকারী ইসলাম বিরোধীদের শাস্তির ভয়-ভীতি প্রদর্শনের জন্যে এই আয়াতটি নাযিল হয়। অতঃপর পূর্ববর্তী উম্মতদেরকে তাদের পাপের দরুণ যে শাস্তি প্রদান করা হয়েছিল, এরূপ শাস্তির পরীক্ষা থেকে উম্মতকে রক্ষা করার জন্যে স্বীয় প্রতিপালকের দরবারে রাসূল (সা) আবেদন পেশ করেন, রাসূল (সা) এর দোয়া ও আগ্রহের জন্যে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর উম্মতকে এমন পাপরাশি থেকে হিফাযত করেন, যে পাপরাশির জন্যে তারা চার রকমের আযাবের যোগ্য হয়ে পড়েছিল। কিন্তু দুই রকমের আযাব থেকে তাদেরকে পরিত্রাণ করা হয়নি।

আর যে সব ব্যাখ্যাকার এই সব আয়াতকে এই উম্মতের ক্ষেত্রে নাযিল করা হয়েছে বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন, আমি মনে করি যে, ব্যাখ্যাকারীগণ এই উম্মত সম্বন্ধে এরূপ ব্যাখ্যা করেছেন যে, এই উম্মতের মধ্যে এমন কিছু সংখ্যক লোকের অভির্ভাব হবে, যারা পূর্ববর্তী উম্মতের ন্যায় আল্লাহ্ ত'আলার বিরোধিতা ও কুফরির কারণে তাদের উপর এমন আযাব নাযিল হবে, যেমন পূর্ববর্তী উম্মতদের উপর নাযিল হয়েছিল। আবূ 'আলিয়া (রা) এর ন্যায় অন্যান্যরাও বলেছেন যে, চারটি বিষয় সম্বন্ধে রাসূল (সা) আবেদন পেশ করেছেন, তন্মধ্যে দুইটি বিষয় রাসূলের ইন্তিকালের ২৫ বছরের মাথায় সংঘটিত হয়ে যায়। আর দুটি বাকী থেকে যায়। তা হচ্ছে ভূমিধস ও চেহারা বিকৃত হওয়া। আর এ সম্পর্কে রাসূল (সা) হতে এরূপ বর্ণিত হয়েছে। একবার রাসূল (সা) বলেন, অতিশীঘ্র এই উম্মতের মধ্যে ভূমিধস ও চেহারার বিকৃতি ঘটবে। আমার উম্মতের মধ্যে একদল খেলা তামাশায় মত্ত হয়ে পড়বে তার পর তারা আকৃতি পরিবর্তন হয়ে বানর ও শূকরে পরিণত হবে আর তারা যদি এরূপ আকৃতি পরিবর্তনের শিকার হয় তাহলে নিঃসন্দেহে তাদের সাথে পূর্ববর্তী উম্মতদের ন্যায় আচরণ করা হবে যারা তাদের প্রতিপালকের আদেশ লংঘন করেছিল এবং তাঁর নির্দেশ সমূহকে অস্বীকার করেছিল। আবূ 'আলিয়া (রা) এর বর্ণনার ন্যায় উবাই (রা) হতেও বর্ণনা এসেছে।

১৩৩৮০. উবাই ইবন কা'ব (রা) হতে বর্ণিত। তিনি আয়াতে قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا এর ব্যাখ্যায় বলেন, এখানে চার প্রকারের আযাবের কথা বলা হয়েছে এবং সবগুলোই কিয়ামত দিবসের পূর্বে সংঘটিত হবে। হয়ত নবী করীম (সা) এর ইন্তিকালের ২৫ বছরের মধ্যে দুইটি সংঘটিত হয়। উম্মতে মুহাম্মদীকে দলে দলে বিভক্ত করা হবে এক দলের সাথে অন্য দলের বিবাদ সৃষ্টি করে যুদ্ধের স্বাদ আস্বাদন করা হবে। বাকী দুইটি অবশ্যই সংঘটিত হবে, আর তা হচ্ছে ভূমিধস ও পাথর বৃষ্টি।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ اُنْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْاٰيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُوْنَ অর্থাৎ লক্ষ্য করুন, আমি কিভাবে আয়াতসমূহকে সবিস্তারে বর্ণনা করেছি, যেন তারা তা অনুধাবন করতে পারে।

আবূ জা'ফর মুহাম্মদ ইবন জারীর তাবারী (র) বলেন, এ আয়াতাংশ اُنْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْاٰيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُوْنَ। এর মাধ্যমে আল্লাহ তাঁর নবী মুহাম্মদ (সা) কে বলেন, হে মুহাম্মদ! আপনি আপনার অন্তর চক্ষু দ্বারা ঐ সব কাফিরের বিরুদ্ধে আমাদের দলীলসমূহ উপস্থাপনকে লক্ষ্য করুন, যারা নিজ প্রতিপালককে অস্বীকার করেছে; আল্লাহ তা'আলার নি'মতসমূহকে অস্বীকার করেছে এবং তাদের মধ্যে আমার নি'মতসমূহকে ছড়িয়ে দিবার বিষয়টি অবিশ্বাস করছে। আয়াতে উল্লেখিত لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُوْنَ এর অর্থ, তাহলে তারা এটা বুঝবে এবং এটাকে গুরুত্ব দেবে। তাহলে তারা উপদেশ গ্রহণ করবে। এবং আল্লাহ তা'আলার অসন্তুষ্টির কারণ হতে পারে দেব দেবী ও মূর্তি পূজা এবং আল্লাহ তা'আলার কিতাব ও তাঁর রাসূলের অস্বীকৃতির ন্যায় আমল হতে বিরত থাকবে।

মহান আল্লাহর বাণী—

(٦٦) وَكَذَّبَ بِهٖ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ ؕ قُلْ لَّسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيْلٍ ۝

(٦٧) لِكُلِّ نَبَاٍ مُّسْتَقَرٌّ ؗ وَّسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۝

৬৬. তোমার সম্প্রদায় তো এটাকে মিথ্যা বলেছে, অথচ এটা সত্য। বল, আমি তোমাদের কার্য নির্বাহক নই।

৬৭. প্রত্যেক বার্তার জন্যে নির্ধারিত কাল রয়েছে এবং শীঘ্রই তোমরা অবহিত হবে।

ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, আল্লাহ তা'আলা নবী (সা) কে সম্বোধন করে বলেন, হে মুহাম্মদ! তুমি যা বলছ, সংবাদ দিচ্ছ এবং আসন্ন শাস্তির ভয় প্রদর্শন করছ তোমার কওমের লোকেরা তো এটাকে মিথ্যা বলেছে। অথচ তাদের শিরকী কর্মকান্ডের দরুণ তাদের উর্ধদেশ ও তলদেশ হতে আযাবে অবতীর্ণ হওয়া ও তাদের বিভিন্ন দল উপদলে বিভক্ত হয়ে সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়ার বিষয়টি এমন সত্য যে, তার মধ্যে কোনরূপ সন্দেহের অবকাশ নেই। তারা যদি কৃতকর্ম হতে তওবা না করে ও আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে অনুনয়-বিনয় করে আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদত ও আনুগত্যের প্রতি ঝুঁকে না পড়ে এবং গুনাহের ও শিরকের কাজে লিপ্ত থাকে তখন হে মুহাম্মদ! (সা) তাদেরকে বলে দাও, আমি তোমাদের রক্ষক ও অভিভাবক নই, আমি শুধু একজন বার্তাবাহক রাসূল মাত্র। আমি যা নিয়ে প্রেরিত হয়েছি, তা আমি তোমাদের কাছে পৌঁছে দিচ্ছি। তোমরা জেনে রেখো, প্রত্যেক ঘটনার জন্যে একটি নির্ধারিত কাল রয়েছে, এ সময় উত্তীর্ণ হবার পর তার সত্যতা প্রকাশ পাবে, তা মিথ্যা ও বাতিল থেকে পৃথক হয়ে পড়বে। আমি তোমাদেরকে আল্লাহ তা'আলার আযাব সম্বন্ধে যেই সংবাদ দিচ্ছে তা ঠিক। এ সংবাদকে মিথ্যা প্রতিপন্নকারী হে মুশরিকগণ, তোমাদের মধ্যে আযাব অবতীর্ণ হলেই তোমরা আমার সংবাদের সত্যতা

জানতে পারবে। তারা আল্লাহ্ তাআলার আযাব স্বচক্ষে অবলোকন করেছে এবং আল্লাহ তা'আলার মনোনিত মু'মিন বান্দাদের দ্বারা তারা তখন নিহত হয়েছে। অনেক ব্যাখ্যাকারী আমাদের এ মতামতকে সমর্থন করেছেন।

যারা এমত পোষণ করেন ঃ

১৩৩৮১. সুদ্দীর (র) হতে বর্ণিত। তিনি অত্র আয়াতাংশ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, কুরাইশরা কুরআনকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে, অথচ কুরআন সত্য। আয়াতে উল্লেখিত وكيل শব্দটির অর্থ الحفيظ। বা অভিভাবক। আয়াতে উল্লেখিত বাক্য لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ এর কুরআনী সংবাদ কুরাইশদের প্রতি প্রতিশ্রুত শাস্তিটা বদরের যুদ্ধে কার্যে পরিণত হয়েছে।

১৩৩৮২. মুজাহিদ (র) হতে বর্ণিত। তিনি অত্র আয়াতাংশ لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, এটার অর্থ হচ্ছে لِكُلِّ نَبَإٍ حَقِيقَةٌ

অর্থাৎ প্রতিটি বার্তার যথার্থতা রয়েছে দুনিয়ার হোক কিংবা আখেরাতে। আয়াতে উল্লেখিত وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ এর অর্থ হচ্ছে দুনিয়ায় যা হবে তা তোমরা দেখবে। এবং আখিরাতে যা ঘটবে তা তোমাদের সামনে প্রকাশ হয়ে পড়বে।

১৩৩৮৩. আব্দুল্লাহ্ ইবন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি অত্র আয়াতাংশ لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন আয়াতাংশে উল্লেখিত مُسْتَقَرٌّ এর অর্থ হচ্ছে এ যথার্থতা রয়েছে।

১৩৩৮৪. অন্য এক সূত্রে আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি অত্র আয়াতাংশ لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, আয়াতে উল্লেখিত نَبَاء এবং مُسْتَقَرٌّ এর অর্থ হচ্ছে কাজ ও যথার্থতা। কোনটা হয়ত দুনিয়ায় হবে আবার কোনটা হয়ত আখিরাতে হবে। হাসান বস্রী (র) لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ এর তাফসীরে বলেন, সাহাবীদের মধ্যে সে ফিৎনা দেখা দিয়ে ছিল, এটার দ্বারা সেই ফিতনাকে বুঝানো হয়েছে।

১৩৩৮৫. হাসান বসরী (র) হতে বর্ণিত। তিনি আয়াতাংশটি لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ পাঠ করেন এবং বলেন, ফিৎনার শাস্তি আটকিয়ে রাখা হয়েছিল। যখন ফিৎনার কাজ করে, তখন তার শাস্তি ছাড়িয়ে পড়ে।

মহান আল্লাহর বাণী—

(٦٨) وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۚ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ○

৬৮. তুমি যখন দেখ তারা আমার আয়াত সম্বন্ধে উপহাসমূলক আলোচনায় মগ্ন হয় তখন তুমি দূরে সরে পড়বে যেই পর্যন্ত না তারা অন্য প্রসঙ্গে প্রবৃত্ত হয় এবং শয়তান যদি তোমাকে ভ্রমে ফেলে তবে স্মরণ হবার পরে জালিম সম্প্রদায়ের সাথে বসবে না।

ইমাম আবু জা'ফর তাবারী (র) বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় নবী (স) কে বলেন, হে মুহাম্মদ! যখন তুমি মুশরিকদেরকে দেখবে যে, তারা তোমার কাছে প্রেরিত আমার আয়াত সমূহ সম্বন্ধে উপহাস মূলক আলোচনায় মগ্ন হয়। আয়াতে উল্লেখিত আল্লাহ পাকের আয়াত সমূহে তাদের অনুসন্ধানের অর্থ হচ্ছে তাতে তাদের উপহাস আয়াত নাযিল হওয়া সম্পর্কে তাদের বিদ্রূপ খারাপ মন্তব্য ভয় মিথ্যা প্রতিপন্ন করা। আয়াতাংশে উল্লেখিত فَاَعْرِضْ عَنْهُمْ এর অর্থ হচ্ছে তাদের থেকে তোমার মুখ ফিরিয়ে নিয়ে; তাদের কাছ থেকে উঠে দাঁড়াবে এবং তাদের সাথে বসবে না। আয়াতাংশ حَتّٰى يَخُوْضُوْا فِىْ حَدِيْثٍ غَيْرِهٖ এর অর্থ হচ্ছে যতক্ষণ না তারা আল্লাহ্ তা'আলার আয়াত সমূহ সম্পর্কে ঠাট্টা-বিদ্রূপ বন্ধ করে।

আয়াতে উল্লেখিত وَاِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, যদি তুমি ভুলক্রমে তাদের সাথে বসে যাও এবং আমার আয়াত সমূহের তাদের ঠাট্টা-বিদ্রূপের সময় ঐ স্থানকে পরিত্যাগ করতে না পার; পরে যদি তা বুঝতে পার তৎক্ষণাৎ তাদের থেকে উঠে দাঁড়াবে। আর স্মরণ হবার পর যালিম সম্প্রদায়ের সাথে বসবে না। আর তাদের এরূপ ঠাট্টা বিদ্রূপ মোটেই সমীচীন নয়। এখানে ঠাট্টা-বিদ্রূপের দ্বারা যুলুম বুঝানো হয়েছে।

আমাদের উপরোক্ত তাফসীরকে ব্যাখ্যাকারীগণ সমর্থন করেছেন।

যারা এমত পোষণ করেন ঃ

১৩৩৮৬. কাতাদাহ হতেবর্ণিত। তিনি অত্র আয়াত وَاِذَا رَاَيْتَ الَّذِيْنَ يَخُوْضُوْنَ فِىْ اٰيَاتِنَا فَاَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتّٰى يَخُوْضُوْا فِىْ حَدِيْثٍ غَيْرِهٖ এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন-এর অর্থ হচ্ছে যারা আল্লাহ্ তা'আলার আয়াত সমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে এগুলো সম্বন্ধে ঠাট্টা বিদ্রূপ করে তাদের সাথে বসার জন্যে রাসূল (সা) কে আল্লাহ তা'আলা নিষেধ করেছেন। যদি রাসূল (সা) তা ভুলে যান তাহলে স্মরণ হওয়ার পর যেন যালিম সম্প্রদায়ের সাথে তিনি ওঠা বসা না করেন।

১৩৩৮৭. অন্য এক সূত্রে কতাদাহ (রা) হতে অনুরূপ বর্ণিত রয়েছে।

১৩৩৮৮ আবূ মালিক (রা) ও সা'য়ীদ ইব্ন জুবাইর (র) হতে বর্ণিত। তাঁরা অত্র আয়াতাংশ وَاِذَا رَاَيْتَ الَّذِيْنَ يَخُوْضُوْنَ فِىْ اٰيَاتِنَا এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, এর অর্থ হচ্ছে যারা আমাদের আয়াত সমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে।

১৩৩৮৯. 'আল্লামা সুদ্দী (র) হতে বর্ণিত। তিনি আলোচ্য আয়াত এর তাফসীর প্রসংগে বলেন, এই আয়াতের অর্থ হচ্ছে, মুশরিকরা যখন মু'মিনদের মজলিসে বসত, নবী (সা) ও কুর'আনুল কারীম সম্বন্ধে সমালোচনা করত, নবী (সা) কে গালি-গালাজ ও ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত। তাই আল্লাহ তা'আলা মুমিনগণকে মুশরিকদের সাথে মজলিসে বসতে নিষেধ করেন, যতক্ষণ না তারা অন্য আলোচনা শুরু করে। আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে, "হে নবী! যদি আপনি ভুলক্রমে তাদের মজলিসে বসেন, তখন স্মরণ হওয়ার পরই তাদের মজলিশ থেকে উঠে যান।

১৩৩৯০. মুজাহিদ (র) হতে বর্ণিত। তিনি আয়াতাংশ يَخُوْضُوْنَ فِىْ اٰيَاتِنَا এর তাফসীর প্রসংগে বলেন, এর অর্থ হচ্ছে আমার আয়াত সমূহ'কে তারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করে।"

১৩৩৯৯১. আবূ জা'ফর (রহ) হতে বর্ণিত। তিনি অত্র আয়াতের তাফসীর প্রসংগে বলেন, এর ভাবার্থ হচ্ছে, "তোমরা সমালোচকদের মজলিসে বসবেন কেননা তারা আল্লাহ তা'আলার আয়া সমূহ সম্পর্কে বিরূপ আলোচনা করে।

১৩৯৯২. 'আবদুল্লাহ ইবন 'আব্বাস (রহ) হতে বর্ণিত। তিনি অত্র আয়াতাংশ وَاِذَا رَاَيْتَ الَّذِيْنَ الَّذِيْنَ فَرَّقُوْا دِيْنَهُمْ وَكَانُوْا সূরা আন আমের ১৫৯ নং আয়াতাংশ يَخُوْضُوْنَ فِىْ اٰيَاتِنَا وَلَاتَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ تَفَرَّقُوْا وَاخْتَلَفُوْا مِنْ সূরা আল ইমরানের ১০৫নং আয়াতাংশ شَيْعًا اَنْ اَقِيْمُوْا الَّذِيْنَ وَلَا تَتَفَرَّقُوْا সূরা শূরার ১৩নং আয়াতাংশ بَعْدِ مَاجَاءَ هُمُ الْبَيِّنَاتُ فِيْهِ এবং কুর'আনে উল্লেখিত অনুরূপভাবে অন্যান্য আয়াত সমূহের তাফসীর প্রসংগে বলেন, এগুলোর ভাবার্থ হচ্ছে, আল্লাহ তা'আলা মুমিন বান্দাদের একতাবদ্ধ হয়ে বাস করার নির্দেশ দিয়েছেন এবং তাদেরকে বিভিন্ন মতাবলম্বী হতে ও মতবিরোধ করতে নিষেধ করেছেন। আর তাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন যে তাদের পূর্বের লোকেরা ঝগড়া ঝাঁটি ও আল্লাহ তা'আলার প্রেরিত ধর্মে মত বিরোধের জন্যে ধ্বংস হয়েছে।

১৩৩৯৩. অন্য এক সূত্রে হযরত মুজাহিদ (র) হতে বর্ণিত। তিনি অত্র আযাতাংশ وَاِذَا رَاَيْتَ الَّذِيْنَ يَخُوْضُوْنَ فِىْ اٰيَاتِنَا। এর তাফসীর প্রসংগে বলেন, অত্র আয়াতাংশে উল্লেখিত يَخُوْضُوْنَ فِىْ اٰيَاتِنَا

এর অর্থ হচ্ছে তারা আমার আয়াতসমূহ সম্পর্কে বিদ্রূপ করছে। তিনি আরো বলেন, নবী করীম (সা) কে তাদের মজলিশে বসতে নিষেধ করা হয়েছে। তবে যদি ভুল হয়ে যায় তাহলে স্মরণ আসার পরই অত্র মজলিশ থেকে উঠে যেতে হবে। এই কথাগুলিই অত্র আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে।

ইবন জুরাইজ (র) বলেন, মুশরিকরা রাসূল (সা)-এর মজলিশে বসত এবং রাসূল (সা) থেকে দ্বীনের কথা শুনতে পছন্দ করতো। কিন্তু যখন তারা মূলত: তার পরক্ষণেই সমালোচনা শুরু করত। এপ্রসঙ্গে আলোচ্য আয়াত খানি নাযিল হয়।

১৩৩৯৪. অন্য এক সূত্রে মুজাহিদ (র) হতে বর্ণিত। তিনি আলোচ্য আয়াতাংশের তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, আয়াতাংশের তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন। আয়াতাংশের

অর্থ, তারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করে।

১৩৩৯৫. আবূ মালিক (রা) হতে বর্ণিত। তিনি অত্র আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, এ আয়াতে মুশরিকদের সম্পর্কে বলা হয়েছে। তিনি বলেন, অত্র আয়াতাংশের مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِيْنَ অর্থ হচ্ছে যদি তুমি ভুলে যাও এবং পরে স্মরণ হয় তখন আর তাদের সাথে বসবেনা।

মহান আল্লাহর বাণী—

(٦٩) وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ وَلَٰكِنْ ذِكْرَىٰ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ۝

৬৯. মুশরিকদের কর্মের জবাবদিহির দায়িত্ব তাদের নয় যারা সাবধানতা অবলম্বন করে; তবে উপদেশ দেয়া তাদের কর্তব্য যাতে মুশরিকরাও সাবধান হয়।

ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, আল্লাহ তা'আলা অত্র আয়াতের মাধ্যমে বলেন, যে ব্যক্তি সাবধানতা অবলম্বন করে; সে আল্লাহকে ভয় করে এবং আল্লাহ তা'আলার হুকুমের আনুগত্য করে এবং আল্লাহ তা'আলার নিষেধকে পরিহার করে। তাঁর উপরে কোন পাপ বর্তাবে না যদি সে এসব লোকের মজলিস পরিত্যাগ না করে যারা আল্লাহর কালাম কুরআনে কারীমের সমালোচন করে। কেননা তাদের মজলিশ পরিত্যাগ না করার অর্থ এই নয়, সে তাদের প্রতি রাজি ও সন্তুষ্ট। সে আল্লাহ তা'আলার হক আদায় করে সাবধানতা অবলম্বন করছে বিধায় তার উপর তাদের নির্দেশকে স্মরণ বর্তাবেনা । তবে আল্লাহ তা'আলার নির্দেশকে স্মরণ করিয়ে দেবার জন্য তাদেরকে পরিত্যাগ করতে হয়। অত্র আয়াতে উল্লেখিত لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ এর অর্থ হচ্ছে يَتَّقُوا। অর্থাৎ তারা যেন সাবধানতা অবলম্বন করে।

আয়াতে উল্লেখিত ذِكْرَى এর অর্থ ذكر অন্য কথায় ذكرى ও ذكر একই অর্থবোধক দুটি শব্দ। ذكرى শব্দটি আয়াতের মধ্যে نصب ও رفع দুই অবস্থায় হতে পারে। نصب -এর অবস্থায় আয়াতাংশের অর্থ হবে ليعرضوا عنهم ذكرى তবে আল্লাহ তা'আলার নির্দেশকে স্মরণ করিয়ে দেবার জন্যে তাদেরকে পরিত্যাগ করতে হয়। رفع-এর অবস্থায় আয়াতাংশের অর্থ মুশরিকদের মজলিশ পরিত্যাগ না করায় সাবধানতা অবলম্বনকারীদের উপর কোন পাপ বর্তায় না। কিন্তু তাদেরকে পরিত্যাগ করাই হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার নির্দেশকে স্মরণ করা।

এইরূপ ব্যাখ্যা করা হয়ে থাকে যে, মুশরিকরা যখন আল্লাহ তা'আলার আয়াতসমূহ সমন্ধে সমালোচনা করতে থাকে তখন রাসূল (সা)কে মুশরিকদের মজলিশ পরিত্যাগ করার জন্যে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কেননা রাসূল (সা)যদি তাদের মজলিশ থেকে উঠে দাঁড়ান এটা মুশরিকদের কাছে খারাপ লাগবে। এজন্যেই আল্লাহ তাা'আলা নবী (সা) কে বলেন, যখন মুশরিকরা আল্লাহ তা'আলার আয়াতসমূহে সমালোচনা শুরু করে তখন আপনি তাদের মজলিশ ত্যাগ করুন। তাহলে তারা সমালোচনা ক্ষান্ত করবে এবং সমালোচনা থেকে পরে বিরত থাকবে।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১৩৩৯৬. ইব্ন জুরাইজ (র)হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুশরিকরা রাসূল (সা)-এর মজলিশে আগমন করত এবং রাসূল (সা)থেকে ওয়াজ নসিহত শুনতে পছন্দ করত। তারপর যখন তারা কুরআনের বাণী শুনতো তখন সমালোচনা করত। তাই এই আলোচ্য আয়াত নাযিল হয়।

তিনি বলেন, যখন তারা সমালোচনা শুরু করত রাসূল (সা) মজলিশ থেকে উঠে দাঁড়াতেন তখন তারা সমালোচনা থেকে বিরত হয়ে যেত এবং বলত তোমরা সমালোচনা করবে না যদি সমালোচনা কর রাসূল (সা) আমাদের মাঝ থেকে উঠে দাঁড়াবেন। এজন্যই আল্লাহ তা'আলা পরবর্তীতে নাযিল করেন, لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ অর্থাৎ যাতে তারা সাবধানতা অবলম্বন করে। কেননা তারা জানে যে, তারা সমালোচনা করলে তিনি উঠে দাঁড়াবেন। আবার নাযিল হয় وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ অর্থাৎ যদি মুশরিক বান্দাগণ মুশরিকদের সাথে বসে থাকেন তাদের কোন পাপ নেই। তবে হে মুমিন বান্দাগণ! তোমরা তাদের সাথে বসে থাকবে না। তারপর এই আয়াত খানির হুকুম সূরা নিসার ১৪০ নং আয়াতের মাধ্যমে রহিত হয়ে যায়।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِى الْكِتَابِ اَنْ اِذَا سَمِعْتُمْ اٰيَاتَ اللّٰهِ يُكْفَرُبِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوْا مَعَهُمْ حَتّٰى يَخُوْضُوْا فِىْ حَدِيْثٍ غَيْرِهٖ اِنَّكُمْ اِذًا مِّثْلُهُمْ - (سورة النساء : ١٤٠)

অর্থাৎ কিতাবে তোমাদের প্রতি তিনি অবতীর্ণ করেছেন যে, যখন তোমরা শুনবে আল্লাহর আয়াত প্রত্যাখ্যাত হচ্ছে এবং এটাকে বিদ্রূপ করা হচ্ছে তখন যে পর্যন্ত তারা অন্য প্রসঙ্গে লিপ্ত না হবে তোমরা তাদের সাথে বসবে না; অন্যতায় তোমরাও তাদের মত হবে।

এই আয়াতটি আলোচ্য আয়াতটির হুকুম কে রহিত করে দেয়।

১৩৩৯৭. সুদ্দী (র) হতে বর্ণিত। তিনি অত্র আয়াতাংশ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ এর তাফসীর প্রসংগে বলেন, এখানে উল্লেখিত مِنْ حِسَابِهِمْ -এর অর্থ হচ্ছে مِنْ حِسَابِ الْكُفَّارِ مِنْ شَيْءٍ আয়াতে উল্লেখিত وَلٰكِنْ ذِكْرٰى-এর অর্থ হচ্ছে যখন তোমার স্মরণ হবে তখন উঠে দাঁড়াবে । আয়াতে উল্লেখিত لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ এর অর্থ হচ্ছে যাতে তারা তোমাদের সাথে দুর্ব্যবহার হতে সাবধানতা অবলম্বন করে। যখন তারা দেখবে যে, তোমরা তাদের মজলিশে উপবিষ্ট নও তখন তারা তোমাদের থেকে লজ্জা পাবে। তাই তারা সমালোচনা থেকে বিরত থাকবে। পরবর্তীতে এই আয়াতের হুকুমকে আল্লাহ তা'আলা রহিত করে দেন। তারপর মু'মিন বান্দাগণকে মুশরিকদের মজলিশে বসতে চিরদিনের জন্যে নিষেধ করে দেন। সূরা নিসার ১৪০ নং আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেনঃ

وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِى الْكِتَابِ اَنْ اِذَا سَمِعْتُمْ اٰيَاتِ اللّٰهِ يُكْفَرُبِهَا وَيُسْتَهْزَاُ بِهَا الاية

১৩৩৯৮. মুজাহিদ (র) হতে বর্ণিত। তিনি অত্র আয়াতাংশ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ এর তাফসীর প্রসংগে বলেন, এর অর্থ হচ্ছে যদি তারা বলে কিন্তু তুমি তাদের সাথে বসবেনা।

১৩৩৯৯. অন্য এক সূত্রে মুজাহিদ (র) হতে অনুরূপ বর্ণিত রয়েছে।

১৩৪০০. আবূ মালিক (র) হতে বর্ণিত। তিনি আলোচ্য আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন,

এর অর্থ হচ্ছে মুশরিকরা যদি আল্লাহ তা'আলার আয়াতসমূহ সম্পর্কে সমালোচনা করে আর আপনি সেখানে থাকেন তাহলে আপনার উপর কোন দায়িত্ব বর্তাবে না।

মহান আল্লাহর বাণী—

(৭০) وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَوٰةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِۦٓ أَن تُبْسَلَ نَفْسٌۢ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَّا يُؤْخَذْ مِنْهَا أُولَٰٓئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌۢ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ۝

৭০. যারা তাদের দ্বীনকে ক্রীড়া-কৌতুকরূপে গ্রহণ করে এবং পার্থিব জীবন যাদেরকে প্রতারিত করে, আপনি তাদের সংগ বর্জন করুন এবং এর দ্বারা তাদেরকে উপদেশ দিন, যাতে কেউ নিজ কৃতকর্মের জন্য ধ্বংস না হয়, যখন আল্লাহ ব্যতীত আর কোন অভিভাবক ও সুপারিশকারী থাকবেনা এবং বিনিময়ে সব কিছু দিলেও তা গৃহীত হবে না; এরাই কৃতকর্মের জন্য ধ্বংস হবে; কুফরীর কারণে তাদের জন্য রয়েছে অত্যুষ্ণ পানীয় ও মর্মন্তুদ শাস্তি।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, অত্র আয়াতে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নবী মুহম্মদ (স) কে বলেন, হে নবী ! যারা আল্লাহ-তা'আলার দ্বীন ও আল্লাহর ইবাদতকে ক্রীড়া-কৌতুকরূপে গ্রহণ করে, একমাত্র আল্লাহ তা'আলাকে ইবাদতের পরিবর্তে আল্লাহ তা'আলার আয়াতসমূহকে খেল তামাশা বলেন গণ্য করে, যখন তারা কুর'আন তিলাওয়াত শুনে তখান তারা কুর'আনের আবেদন থেকে মুখ ঘুরিয়ে রাখে ও সমালোচনা করে এরবং কুর'আন নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে। তুমি তাদের সংগ বর্জন কর, আমি তাদের শাসিস্ত দেওয়ার জন্যে ওৎপেতে বসে আছি; তারা যা করছে তার শাস্তি দেয়া ও প্রতিশোধ নেয়ার জন্যে আমই যথেষ্ট। তারা পার্থিব জীবনের ভোগ লালসায় মত্ত ও প্রতারিত এবং মৃত্যুর পর আল্লাহ তা'আলার দিকে প্রত্যাবর্তন ও হিসাব নিকাশের জন্য পুনরুত্থানের বিষয়টিকে তারা সম্পূর্ণ ভুলে গেছে। এ প্রসংগে নিম্নে বর্ণিত বর্ণনাসমূহ প্রণিধানযোগ্য।

১৩৪০১. মুজাহিদ (রহ) হতে বর্ণিত। তিনি অত্র আয়াতাংশ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا-এর তাফসীর প্রসংগে বলেন, এই আয়াতের তাফসীর সূরা আল মুদ্দাসসিরের ১১নং আয়াতের ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا এর মত।

১৩৪০২. অন্য এক সূত্রে মুজাহিদ হতে অনুরূপ বর্ণিত রয়েছে।

অত্র আয়াতের হুকুম সূরা তাওবার ৫ নং আয়াত وَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوْهُمْ (অর্থাৎ, মুশরিকদের যেখানে পাবে হত্যা করবে।)

অনেক তাফসীরকার উপরোক্ত মতামতকে সমর্থন করেছেন।

যারা এমত পোষণ করেন ঃ

১৩৪০৩. হযরত কাতাদাহ (র) হতে বর্ণিত। তিনি অত্র আয়াতাংশ وَذَرِ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا دِيْنَهُمْ لَعِبًا وَّلَهْوًا প্রসংগে বলেন, অত্র আয়াত খানা নাযিল হওয়ার পর সূরা তাওবার একটি আয়াত নাযিল হয় ও তাদেরকে হত্যার হুকুম দেয়া হয়।

১৩৪০৪. অন্য এক সূত্রে হযরত কাতাদাহ (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, অত্র আয়াতংশ وَذَرِ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا دِيْنَهُمْ لَعِبًا وَّلَهْوًا। নাযিল হওয়ার পরে সূরা তওবার ৫নং আয়াত وَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوْهُمْ। নাযিল হয় এবং মুশরিকেদের হত্যা করার হুকুম জারী হয়।

আয়াতে উল্লেখিত আয়াতাংশ وَذَكِّرْ بِهٖ اَنْ تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ-এর দ্বারা এই বলা উদ্দেশ্য যে, হে মুহাম্মদ ! যারা কুর'আন ও তোমার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে তাদেরকে কুর'আন সম্পর্কে এ বলে উপদেশ দাও, কেউ যেন তার কৃতকর্মের জন্য ধ্বংস না হয়ে যায়। এখানে اَنْ تُبْسَلَ نَفْسٌ কথাটি অর্থের দিক দিয়ে হচ্ছে اَنْ لاَّتُبْسَلَ نَفْسٌ। এখানে لا শব্দটা উহ্য রাখা হয়েছে। যেমন সূরা নিসার ১৭৬ নং আয়াতে لا শব্দ উহ্য রেখে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اَنْ تَضِلُّوْا।এটার মানে হচ্ছে اَنْ لاَ تَضِلُّوْا। এখানে তাদেরকে কুর'আন সম্পর্কে উপদেশ দাও যাতে তারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং আল্লাহ্ তা'আলার তরফ থেকে যে মহা সত্য তার কাছে এসেছে তার অনুসরণ করে। তাহলে কেউই কৃতকর্মের ভারত্বের জন্যে ধ্বংস প্রাপ্ত হবে না। উক্ত মর্ম বাক্যের বাচন ভঙ্গি দ্বারাই বুঝা যায়, তাই لا শব্দ উহ্য রাখা হয়েছে।

আয়াতে উল্লেখিত বাক্যাংশ اَنْ تُبْسَلَ نَفْسٌ-এর অর্থ নিয়ে তাফসীরকারগণের মধ্যে একাধিক মতামত রয়েছে।

তাঁদের কেউ কেউ বলেন, اَنْ تُبْسَلَ نَفْسٌ-এর অর্থ হচ্ছে اَنْ تُسْلَمَ نَفْسٌ অর্থাৎ কেউ যেন করায়ত্ব না হয়।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১৩৪০৫. ইকরামা (র) হতে বর্ণিত। তিনি অত্র আয়াতাংশ اَنْ تُبْسَلَ نَفْسٌ এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, অত্র আয়াতাংশে উল্লেখিত تُبْسَلَ এর অর্থ হচ্ছে تُسْلَمَ

১৩৪০৬. হাসান বসরী (র) হতে বর্ণিত। তিনি অত্র আয়াতাংশ اَنْ تُبْسَلَ نَفْسٌ -এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, এর অর্থ হচ্ছে اَنْ تُسْلَمَ

১৩৪০৭. অন্য এক সূত্রে হাসান বসরী (র) হতে অনুরূপ বর্ণিত রয়েছে।

১৩৪০৮. মুজাহিদ (র) হতে বর্ণিত। তিনি অত্র আয়াত-এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, অত্র আয়াতে উল্লেখিত تُبْسَلَ-এর অর্থ হচ্ছে تُسْلَمُ

১৩৪০৯. অন্য এক সূত্রে মুজাহিদ (র) হতে অনুরূপ বর্ণিত রয়েছে।

১৩৪১০. অন্য এক সূত্রে মুজাহিদ (র) হতে বর্ণিত। তিনি অত্র আয়াতাংশ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا।-এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, অত্র আয়াতাংশে উল্লেখিত أُبْسِلُوا। এর অর্থ হচ্ছে أُسْلِمُوا।

আবার কেউ কেউ বলেন أَنْ تُبْسَلَ نَفْسٌ।-এর অর্থ হচ্ছে تُحْبَسُ অর্থাৎ কেউ যেন গ্রেফতার ও কয়েদ না হয়।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১৩৪১১. কাতাদাহ (র) হতে বর্ণিত। তিনি অত্র আয়াতাংশ أَنْ تُبْسَلَ نَفْسٌ প্রসঙ্গে বলেন, এর অর্থ হচ্ছে تُؤْخَذُ فَتُحْبَسَ অর্থাৎ তাকে যেন ধারা ও কয়েদ করা না হয়।

১৩৪১২. অন্য এক সূত্রে কাতাদাহ (র) হতে অনুরূপ বর্ণিত রয়েছে।

১৩৪১৩. ইবন যায়দ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি অত্র আয়াতাংশ أَنْ تُبْسَلَ نَفْسٌ كَسَبَتْ-এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, এটার অর্থ হচ্ছে أَنْ تُوخَذَ نَفس كَسَبَتْ। অর্থাৎ কেউ যেন তার কৃতকর্মের জন্যে ধৃত না হয়।

আবার কেউ কেউ বলেন تُبْسَلَ -এর অর্থ হচ্ছে تُفْضَحُ অর্থাৎ অপমানিত করা না হয়।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১৩৪১৪. আব্দুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি অত্র আয়াতাংশ وَذَكِّرْ بِهِ أَنْ تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ-এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, আয়াতাংশে উল্লেখিত تُبْسَلَ -এর অর্থ হচ্ছে تُفْضَحُ অর্থাৎ যেন অপমানিত না হয়।

আবার কেউ কেউ বলেন, এটার অর্থ, أن تجزى। অর্থাৎ কাউকে যেন তার কৃতকর্মের প্রতিদান দেয়া না হয়।

যারা এমত পোষণ করেন ঃ

১৩৪১৫. কালবী (র) হতে বর্ণিত। তিনি অত্র আয়াতাংশ أَنْ تُبْسَلَ-এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, উপরোক্ত আয়াতাংশে উল্লেখিত أَنْ تُبْسَلَ-এর অর্থ হচ্ছে أن تجزى অর্থাৎ কাউকে যেন তার কৃত কর্মের প্রতিদান দেয়া না হয়।

تبسل শব্দটি باب افعال-এর إبسال হতে নিঃসৃত। إبسال-এর মূল হল تحريم বঞ্চিত করা। এর থেকে বলা হয়ে থাকে ابسلت المكان অর্থাৎ فَلَم يَقرب حُرِّمتَ المَكانَ অর্থাৎ স্থানটিকে তুমি পরিত্যাগ করেছ স্থানটি এখন তোমার নাগালের বাহিরে।

প্রসিদ্ধ কবি দুমরাহ ইবন দুমরাতান্নাহশালী বলেন,

بَكَرَت تَلُومُكَ بَعدَ وَهنٍ فِى النَّدَى + بَسلٌ عَلَيكِ مَلاَمَتِى وَعِتَابِى

অর্থাৎ হে কবি! তোমাকে তোমার স্ত্রী অর্ধ রাত্রিতে কিছুক্ষণ ঘুমের পর মেহমানের জন্যে উঠ যবেহ্ করায় সমজলিসে ভৎর্সনা করছে। হে আমার স্ত্রী! এইরূপ সৎকারে বাধা প্রদানের জন্যে তোমার উপর আমর ভৎর্সনা ও নিন্দা অতিশয় তীব্র।

বলা হয়ে থাকে ঃ أَسَدٌ بَاسِل ভয়ঙ্কর সিংহ, যার কাছে কেউ যেতে সাহস পায় না। সে নিজেকে অন্য থেকে বঞ্চিত করে রেখেছে। তার পর প্রতিটি শক্ত কাজের বিশেষণ বুঝাতে তা ব্যবহৃত হয়।

বলা হয়ে থাকে اعط الرقى بسلته অর্থাৎ গুণিনকে তার পারিশ্রমিক প্রদান কর।

বলা হয়ে থাকে شَرَاب بَسِيل অর্থাৎ مَترُوك -পরিত্যক্ত পানীয়। অনুরূপভাবে বলা হয়ে থাকে المبسل بالجريرة অর্থাৎ পাপের শিকার। বলা হয়ে থাকে, مُبسَل যাকে বন্ধক হিসেবে সমর্পণ করা হয়েছে।

প্রসিদ্ধ কবি 'আউফ ইবন আল আহওয়াস আল-কিলাবী বলেন,

وَابسَالِى بَنِىَّ بِغَيرِ جُرمٍ + بُعونَاهُ وَلاَبِدَمٍ مُرَاقٍ

অর্থাৎ কোন প্রকার অন্যায়ের শিকার কিংবা কোন প্রকার রক্তপাত ব্যতীত আমার ছেলেকে আমি তোমাদের কাছে পণ অর্থ হিসেবে সমর্পণ করেছি।

প্রসিদ্দ কবি শানফারা বলেন ঃ

هُنَالِكَ لاَأَرجُو حَيَاةً تَسُرُّنِى + سَمِيرَ اللَّيَالِى مُبسَلاً بِالجَرَائِرِ

অর্থাৎ সেখানে (কবরে) আমি এমন একটি জীবন চাই না, যা আমাকে খুশী করবে, আমি রাতের বেলা গল্প শুনার ও পাপের শিকার হতে থাকব।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, উপরোক্ত আলোচনার আলোকে আয়াতের ব্যাখ্যা করা যায় ঃ কুর'আন সম্পর্কে ঐ সব লোকে উপদেশ প্রদান করে এবং মুশরিকদের মধ্যে যারা তাদের পথ অনুসরণ করে তাহলে কেউ যেন তার কৃতপাপ ও তার প্রতিপালকের প্রতি কুফরী কারার কারণে ধ্বংস না হয়ে যায়। আর যেন পাপের শিকার না হয়, হলে তার কৃত কর্মের জন্যে সে আল্লাহ্ তা'আলার আযাবে গ্রেফতার হয়ে যাবে। পুনরায় যখন তার কৃত পাপের কারণে সে দায়বদ্ধ হয়ে পড়বে তখন তার কোন সাহায্যকারী

থাকবেনা, যে তাকে আল্লাহ তা'আলার শাস্তি প্রদান থেকে রক্ষা করতে পারে। আর তার কোন সুপারিশকারী থাকবে না, যে কোন প্রকার অছিলার মাধ্যমে তার জন্যে সুপারিশ করবে।

আর এমন কি তারা যদি বিনিময়ে সব কিছুও দিতে চায় তবুও তা গ্রহণ করা হবেনা। এরাই সে সেব লোক যারা তাদের কৃতকর্মের জন্য ধ্বংস হবে। তাদের কুফরির কারণে রয়েছে তাদের জন্য অতি উষ্ণ পানীয় এর মর্মান্তিক শাস্তি।

ব্যাখ্যা

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী বলেন, উল্লেখিত আয়াতাংশের অর্থ হচ্ছে যে ব্যক্তি কৃতকর্মের জন্য ধ্বংস হয়ে যাবে সে যদি সব কিছুও দান করে তা গ্রহণ করা হবে না।

فَدَى يَفْدِى অর্থ عَدَلَ يَعْدِلُ عَدلاً হবে مصدر ও مضارع، ماضى শব্দ হতে عدل فِداءً সূরা মা'য়িদার ৯৫ নং আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

وَعَدلُ ذلكَ صِيَامًا ؛ অথবা সমসংখ্যক সিয়াম পালন করা। অন্য কথায় এটার অর্থ হচ্ছে অন্য প্রকারের বস্তু দিয়ে তার সম পরিমাণ আদায় করা।

আমাদের উপরোক্ত তাফসীরকে ব্যাখ্যাকরগণ গ্রহণ করেছেন।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১৩৪১৬. কাতাদাহ (র) হতে বর্ণিত। তিনি অত্র আয়াতাংশের وَاِنْ تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَايُؤْخَذْ مِنْهَا তাফসীর সম্বন্ধে বলেন, কেউ ভূ পৃষ্ঠ পরিমাণ স্বর্ণ দান করলেও তা গৃহীত হবে না।

১৩৪১৭. সুদ্দী (র) হতে বর্ণিত। তিনি অত্র আয়াতাংশের তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, কেউ ভূ পৃষ্ঠ পরিমাণ স্বর্ণ দান করলেও তা কবূল করা হবেনা।

১৩৪১৮. ইবন যায়দ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি আলোচ্য আয়াতাংশের তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, কেউ যদি দুনিয়া ও তার মধ্যে যা কিছু আছে তা প্রদান করে নিজের পরিত্রাণ চায় তার থেকে তা কবুল করা হবেনা। কোন কোন আরবী ভাষাবিদ এই আয়াতের আরবী ব্যাখ্যা এরূপ করেছেন ঃ وَاِنْ تُقسط كُلَّ قسط لَايُقبَلُ منها এবং বলেছেন, এর অর্থ জীবনের তাওবা।

এ অভিমতের কোন যৌক্তিকতা নেই। কেননা দুনিয়ার প্রতিটি তাওবা কারীর খাঁটি তাওবা আল্লাহ তা'আলা কবুল করে থাকেন। ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, অত্র আয়াতাংশ اُولَٰئِكَ الَّذِيْنَ اُبْسِلُوْا بِمَا كَسَبُوْا لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِيْمٍ وَعَذَابٌ اَلِيْمٌ بِمَا كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ -এর মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা বলেন, কিয়ামতের দিন আল্লাহর আযাব থেকে রক্ষা পাবার জন্যে যারা সবকিছু দান করার পরও- গ্রহণ করা হবেনা; তারাই কৃতকর্মের জন্যে জন্যে ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। অন্য কথায় তাদেরকে

আল্লাহ্ তা'আলার আযাবের জন্যে সমর্পণ করা হয়েছে। দুনিয়ায় তারা যেসব পাপ অর্জন করেছে তার প্রতিদান হিসেবে তাদেরকে আযাবের সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। তাদের জন্যে রয়েছে অত্যুষ্ণ পানি।

আরবী ভাষায় حميم শব্দটির অর্থ গরম। এখানে শব্দটি محموم বা اسم مفعول -এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ গরম পানি। অনুরূপ حمام কে حمام বলা হয়। কেননা এটা শরীরকে গরম করে। প্রসিদ্ধ কবি মারকাশ বলেন,

فِى كُلِّ مُمْسِى لَهَا مِقْطَرَةٌ + فِيْهَا كِبَاءٌ مُعَدٌّ وَحَمِيمٌ

অর্থাৎ প্রতিটি সন্ধ্যায় عجلان কন্যার জন্যে রয়েছে গরম পানি ও আগরদান, যার মধ্যে কিবাহ্ নামক আগর মওজুদ থাকে।

এখানে حميم -এর অর্থ-গরম পানি। প্রসিদ্ধ কবি আবূ য়ু'আয়ব আল হালালী ঘোড়ার প্রসংশায় বলেন,

تَأْبَى بِدِرَّتِهَا اذَامَا اسْتُغْضِبَتْ + الاَّ الْحَمِيمَ فَانَّهُ يَتَبَضَّعُ

অর্থাৎ ঘোড়াকে বেত্রাঘাত করা হলে রাগান্বিত হয়ে উঠে এবং ঘাম ব্যতীত অন্য কিছুই তার মধ্যে দেখতে পাওয়া যায় না। আর তা ধীরে ধীরে বহুক্ষণ পর্যন্ত পড়তে থাকে।

অত্র আয়াতে যাদের কথা বলা হয়েছে তাদের জন্যে তৈরী রাখা হয়েছে গরম পানি। কেননা গরম পানি পিপাসা নিবারণ করে না। অধিকন্তু এরূপ সংবাদ পরিবশেন করা হয়েছে যে, যখন তারা দোজখে নিপতিত হবে, তখন তাদের পিপাসা মিটাবার ফরিয়াদের জবাব দেয়া হবে না; বরং তাদেরকে এমন পানি দেয়া হবে যার দ্বারা পিপাসা ক্রমশঃ বাড়তেই থাকবে। এই গরম পানির সাথে আবার তাদেরকে অপমানজনিত কঠোর আযাব দেয়া হবে। কেননা তারা দুনিয়ায় আল্লাহর সাথে কুফরী করত। আল্লাহর একত্বকে অস্বীকার করত এবং আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যান্য উপাস্যদের তারা 'ইবাদত করত। এ প্রসঙ্গে নিম্নে বর্ণিত ৩টি হাদীস প্রণিধানযোগ্য।

১৩৪১৯. আল্লামা সুদ্দী (র) হতে বর্ণিত। তিনি অত্র আয়াতাংশ أُولَٰئِكَ الَّذِيْنَ أُبْسِلُوْا بِمَا كَسَبُوْا -এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, অত্র আয়াতাংশে উল্লেখিত أُبْسِلُوْا -এর অর্থ হচ্ছে سلموا

১৩৪২০. 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি অত্র আয়াতাংশ وَلَٰئِكَ الَّذِيْنَ أُبْسِلُوْا بِمَا كَسَبُوْا-এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, অত্র আয়াতাংশে উল্লেখিত أُبْسِلُوْا-এর অর্থ হচ্ছে فضحوا অর্থাৎ তাদের অপমানিত করা হবে।

১৩৪২১. ইবন যায়দ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি অত্র আয়াতাংশ وَلَٰئِكَ الَّذِيْنَ أُبْسِلُوْا بِمَا كَسَبُوْا -এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, অত্র আয়াতাংশে উল্লেখিত أُبْسِلُوْا بِمَا كَسَبُوْا -এর অর্থ হচ্ছে أُخِذُوْا بِمَا كَسَبُوْا অর্থাৎ তাদের কৃতকর্মের জন্যে তাদের পাকড়াও করা হবে।

আল্লাহ্ তা'আলার আযাবের জন্যে সমর্পণ করা হয়েছে। দুনিয়ায় তারা যেসব পাপ অর্জন করেছে তার প্রতিদান হিসেবে তাদেরকে আযাবের সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। তাদের জন্যে রয়েছে অত্যুষ্ণ পানি।

আরবী ভাষায় حميم শব্দটির অর্থ গরম। এখানে শব্দটি محموم বা اسم مفعول -এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ গরম পানি। অনুরূপ حمام কে حمام বলা হয়। কেননা এটা শরীরকে গরম করে। প্রসিদ্ধ কবি মারকাশ বলেন,

فِي كُلِّ مُمْسِى لَهَا مِقْطَرَةٌ + فِيهَا كِبَاءٌ مُعَدٌّ وَحَمِيمُ

অর্থাৎ প্রতিটি সন্ধ্যায় عجلان কন্যার জন্যে রয়েছে গরম পানি ও আগরদান, যার মধ্যে কিবাহ্ নামক আগর মওজুদ থাকে।

এখানে حميم -এর অর্থ-গরম পানি। প্রসিদ্ধ কবি আবূ যু'আয়ব আল হালালী ঘোড়ার প্রসংশায় বলেন,

تَأْبَى بِدِرَّتِهَا اذامَا اسْتُغْضِبَتْ + الاَّ الْحَمِيمَ فَانَّهُ يَتَبَضَّعُ

অর্থাৎ ঘোড়াকে বেত্রাঘাত করা হলে রাগান্বিত হয়ে উঠে এবং ঘাম ব্যতীত অন্য কিছুই তার মধ্যে দেখতে পাওয়া যায় না। আর তা ধীরে ধীরে বহুক্ষণ পর্যন্ত পড়তে থাকে।

অত্র আয়াতে যাদের কথা বলা হয়েছে তাদের জন্যে তৈরী রাখা হয়েছে গরম পানি। কেননা গরম পানি পিপাসা নিবারণ করে না। অধিকন্তু এরূপ সংবাদ পরিবেশন করা হয়েছে যে, যখন তারা দোজখে নিপতিত হবে, তখন তাদের পিপাসা মিটাবার ফরিয়াদের জবাব দেয়া হবে না; বরং তাদেরকে এমন পানি দেয়া হবে যার দ্বারা পিপাসা ক্রমশঃ বাড়তেই থাকবে। এই গরম পানির সাথে আবার তাদেরকে অপমানজনিত কঠোর আযাব দেয়া হবে। কেননা তারা দুনিয়ায় আল্লাহর সাথে কুফরী করত। আল্লাহর একত্বকে অস্বীকার করত এবং আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যান্য উপাস্যদের তারা 'ইবাদত করত। এ প্রসঙ্গে নিম্নে বর্ণিত ৩টি হাদীস প্রণিধানযোগ্য।

১৩৪১৯. আল্লামা সুদ্দী (র) হতে বর্ণিত। তিনি অত্র আয়াতাংশ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا -এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, অত্র আয়াতাংশে উল্লেখিত أُبْسِلُوا -এর অর্থ হচ্ছে أسلموا।

১৩৪২০. 'আবদুল্লাহ ইব্ন 'আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি অত্র আয়াতাংশ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا-এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, অত্র আয়াতাংশে উল্লেখিত أُبسلوا-এর অর্থ হচ্ছে فضحوا। অর্থাৎ তাদের অপমানিত করা হবে।

১৩৪২১. ইবন যায়দ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি অত্র আয়াতাংশ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا -এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, অত্র আয়াতাংশে উল্লেখিত أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا -এর অর্থ হচ্ছে أُخِذُوا بِمَا كَسَبُوا। অর্থাৎ তাদের কৃতকর্মের জন্যে তাদের পাকড়াও করা হবে।

মহান আল্লাহর বাণী—

(٧١) قُلْ اَنَدْعُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا وَ لَا يَضُرُّنَا وَ نُرَدُّ عَلٰٓى اَعْقَابِنَا بَعْدَ اِذْ هَدٰىنَا اللّٰهُ كَالَّذِى اسْتَهْوَتْهُ الشَّيٰطِيْنُ فِى الْاَرْضِ حَيْرَانَ ۖ لَهٗٓ اَصْحٰبٌ يَّدْعُوْنَهٗٓ اِلَى الْهُدَى ائْتِنَا ؕ قُلْ اِنَّ هُدَى اللّٰهِ هُوَ الْهُدٰى ؕ وَ اُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۙ

৭১. (হে রাসূল! আপনি) বলুন, আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত আমরা কি এমন কিছুকে ডাকব, যা আমাদের কোন উপকার কিংবা অপকার করতে পারে না? আল্লাহ তা'আলা আমাদের সৎপথ প্রদর্শনের পর আমরা কি সেই ব্যক্তির ন্যায় পূর্বাবস্থায় ফিরে যাব, যাকে শয়তান দুনিয়ায় পথ ভুলিয়ে হয়রান করেছে যদিও তার সহচরগণ তাকে সঠিক পথে আহ্বান করে বলে, 'আমাদের নিকট এসো' (হে রাসূল! আপনি) বলুন 'আল্লাহ তা'আলার পথই পথ এবং আমরা জগতসমূহের প্রতিপালকের নিকট আত্মসর্মর্পণ করতে আদিষ্ট হয়েছি।

ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম আবূ জা'ফর মুহাম্মদ ইবন জারীর তাবারী (র) বলেন, পৌত্তলিক, মুশরিক সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে দলীল পেশ করার লক্ষ্যে হযরত নবী করীম (সা) এর নিকট আল্লাহ তা'লার তরফ থেকে এটা একটি সাবধান বাণী। মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ তা'আলা বলেন, হে মুহাম্মদ (সা)! প্রতিপালক আল্লাহ তা'আলার সাথে মূর্তি ও অন্যান্য দেব-দেবী, তথাকথিত অংশীদারদেরকে সমকক্ষ বিবেচনাকারী মুশরিকদের এবং তোমাকে তাদের তথাকথিত দ্বীনের আনুগত্য ও তাদের সাথে মূর্তি পূজায় যোগদান করার জন্যে পরামর্শদানকারীদেরকে বলে দাও, "আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত আমরা কি এমন কিছু পাথর ও কাষ্ঠখন্ডকে ডাকব যা আমাদের কোন উপকার কিংবা অপকার করতে পারে না?

এমতাবস্থায় আমরা কি আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত পাথর কিংবা কাষ্ঠখন্ডের ইবাদত করব এবং যিনি জীবন মৃত্যু, উপকার ও অপকারের মালিক, তাঁর ইবাদত পরিত্যাগ করব? যদি তোমাদের সঠিক জ্ঞান-বুদ্ধি থাকত, তাহলে তোমরা কল্যাণ ও অকল্যাণের মধ্যে পার্থক্য করতে পারতে। অথচ এটার মধ্যে কোন সন্দেহ নেই যে, তোমরা এ বিষয়টি জান–যার উপকারের আশা করা যায় কিংবা যার অনিষ্টের আশংকা করা হয় তার খিদমত করা অন্য এমন ব্যক্তির খিদমত করা হতে উত্তম, যার দ্বারা উপকারের কোন আশা করা যায় না কিংবা তার দ্বারা অনিষ্টেরও কোন আশংকা করা হয় না।

তিনি আরো বলেন, এ আয়াতাংশে উল্লেখিত وَنُرَدُّ عَلٰى اَعْقَابِنَا এর অর্থ হলো, "আমরা আমাদের পিছনের দিকে ধাবিত হব, তারপর আমরা আমাদের পিছনের দিকে ফিরে যাব ও আমাদের লক্ষ্যে পৌছার কৃতিত্ব অর্জন করতে পারব না।" الرَّدُّ عَلَى الْعَقِبِ এর অর্থ ইতিপূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে। পুনরাবৃত্তি এখানে কাম্য নয়। আরবরা প্রত্যেক এমন আকাংখাকারী, যে লক্ষ্যস্থলে পৌছতে

পারেনি তার ক্ষেত্রে বলে ردعلى عقيبيه অর্থাৎ লক্ষ্যস্থলে পৌছতে কামিয়াব হয়নি। আর এ বাক্যটি এখানে ব্যবহার করে এ কথা বুঝানো হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলার আমাদের সৎপথ প্রদর্শন করা এবং সে পথে আমাদেরকে চলার তাওফীক প্রদানের পর আমরা কি ইসলাম থেকে কুফরীর দিকে ফিরে যাব? তারঃপর এ ক্ষেত্রে আমাদের উদাহরণ এমন একটি লোকের ন্যায়-হবে, যার পিছু নিয়েছে শয়তান। পরিণামে সে পথ ভুলে দুনিয়ায় হয়রান পেরেশান হয়ে ঘুরছে।

এ আয়াতে উল্লেখিত اسْتَهْوَتْهُ শব্দটি باب استفعال থেকে উদ্ভূত এবং واحد مذكر এর صيغة এর হবে صيغة = ماده হবে هوى যেমন ماضى এর صيغة বলা হয়ে থাকে هوى فلان الى كذا অর্থাৎ অমুক ব্যক্তি অমুকের প্রতি ঝোঁকে পড়ল। مضارع এর صيغة বলা হয়ে থাকে يهوى اليه অর্থাৎ তার দিকে ঝোঁকে পড়বে। আল্লাহ তা'আলা সূরা ইবরাহীমের ৩৭নং আয়াতে ইরশাদ করেন فَاجْعَلْ اَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِىْ اِلَيْهِمْ অর্থাৎ 'তারপর তুমি কিছু লোকের অন্তর তাদের প্রতি অনুরাগী করে দাও। এখানে تهوى এর অর্থ, লোকদের অন্তর তাদের প্রতি অনুরাগী হবে।

এ আয়াতে উল্লেখিত حَيْرَانَ শব্দটি فَعْلَانَ এর পরিমাপে। حير মূল হতে উদ্ভূত। ماضى এর صيغة হবে حَارَ যেমন بيع থেকে بَاعَ বলা হয়ে থাকে। قَدْحَارَ فلانُ إلى الطريق অর্থাৎ অমুক রাস্তায় বিভ্রান্ত হয়েছে। مضارع এর صيغة বলা হয়ে তাকে يحار এবং مصدر এ বলা হয়ে থাকে حيرة – حيرانا – حيرورة আর এরূপ বলা হয়ে থাকে যখন কেউ রাস্তা হারিয়ে ফেলে, সঠিক রাস্তার সন্ধান পায় না।

এ আয়াতে উল্লেখিত বাক্যাংশ لَهُ أَصْحَابٌ يَّدْعُوْنَهُ এর অর্থ, বিভ্রান্তি ও পথভ্রষ্টতার প্রতি শয়তান দুনিয়ায় তাকে পথ ভুলিয়ে হয়রান করছে। তার দলীল পেশ করা ও সঠিক পথে অবস্থান নেওয়ার ক্ষেত্রে সাহায্যকারী সহচরগণ রয়েছেন, তারা তাকে তাদের অবস্থানরত সঠিক পথে অবস্থান করার যৌক্তিকতার দলীল প্রাপ্তি ও পেশের জন্যে আহবান করছে। তারা তাকে বলছে, আমাদের কাছে এসো।

পুনরায় এ আয়াতাংশে উল্লেখিত حيران, শব্দটিকে غير منصرف পড়া হয়েছে। অর্থাৎ تنوين সহকারে حيرانا পড়া হয়নি, কেননা এটা فعلان এর পরিমাপে এসেছে। আর فعلان এর পরিমাপে যা আসে এবং এটার مؤنث আসে فعلى এর পরিমাপে, আরবী ভাষায় তা معرفه হোক কিংবা نكرة হোক منصرف পড়া হয় না।

ইমাম আবূ জা'ফর মুহাম্মদ ইবন জারীর তাবারী (র) বলেন, এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা এমন একটি কাফিরের উদাহরণ দিয়েছেন, যে ঈমান আনার পর আল্লাহ তা'আলাকে অস্বীকার করেছে এবং মুশরিকদের মধ্য হতে শয়তানসমূহ তথা কুমন্ত্রণাকারীদেরকে অনুসরণ করছে। এখানে তার সহচরগণের দ্বারা তার ঐ সব সহচরকে বুঝানো হয়েছে, যারা তার মুসলমান থাকা অবস্থায় তার সহচর ছিলেন। তাঁরা এখনও সত্য ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত আছেন, তাঁরা তাকে হিদায়াতের দিকে ডাকছে যে হিদায়াতে তারা স্বয়ং অবস্থান করছেন, তাঁরা এটাকে আকড়িয়ে ধরে রেখেছেন অথচ সে সত্য ধর্ম থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়েছে

এবং তার থেকে সত্য ধর্ম বিদায় হয়ে গিয়েছে। তাই তাঁরা তাকে বলছে, "তুমি আমাদের কাছে এসো এবং আমাদের হিদায়াত ও ধর্মের উপর দৃঢ়তার সাথী হয়ে যাও। অথচ, সে তাদের সাথে মিশে যেতে অস্বীকার করে, শয়তানী উপকরণগুলির অনুসরণ করে এবং দেব-দেবী ও মূর্তির পূজা অর্চনা করে।

আমাদের উপরোক্ত অভিমতটি ব্যাখ্যাকারীদের কেউ কেউ সমর্থন করেছেন। আবার কেউ কেউ বিরোধিতা করেছেন।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১৩৪২২. সুদ্দী (র) হতে বর্ণিত। তিনি অত্র আয়াত قُلْ اَنَدْعُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰه مَالاَ يَنْفَعُنَا وَلاَ يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلٰى اَعْقَابِنَا بَعْدَ اِذْهَدٰنَا اللّٰهُ كَالَّذِى اسْتَهْوَتْهُ الشَّيٰطِيْنُ فِى الاَرْضِ حَيْرَانَ لَهُ اَصْحٰبٌ يَّدْعُوْنَهُ اِلَى الْهُدَى ائْتِنَا-এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, 'মুশরিকরা মু'মিনগণকে বলল, আমাদের পন্থা অবলম্বন কর ও মুহাম্মদ (সা) এর দ্বীন ছেড়ে দাও। আল্লাহ তা'আলা এর প্রতি উত্তরে বলেন ঃ

قُلْ اَنَدْعُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَالاَ يَنْفَعُنَا وَلاَ يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلٰى اَعْقَابِنَا الاية

অর্থাৎ বল, আল্লাহ ব্যতীত আমরা কি এমন কিছুকে ডাকব, যা আমাদের কোন উপকার কিংবা অপকার করতে পারে না? অর্থাৎ এসব দেব-দেবীর পূজা-অর্চনা করলে আমরা আল্লাহ তা'আলার হিদায়াতের পর আমাদের পূর্বাবস্থায় ফিরে যাব এবং আমাদের অবস্থা উক্ত ব্যক্তির অবস্থার ন্যায় হবে, যাকে শয়তান পৃথিবীতে হয়রান-পেরেশান করছে। অন্য কথায় হে মুসলমানগণ! তোমরা যদি ঈমান আনার পর কুফরী কর তাহলে তোমাদের উদাহরণ হবে ঐ ব্যক্তির ন্যায়, যে তার দলের সাথে সঠিক পথে ছিল। তারপর সে রাস্তা হারাল এবং শয়তানগুলো তাকে পৃথিবীর নানা জায়গায় হয়রান-পেরেশান করে ঘুরাতে লাগল। অথচ তার সাথীগণ সঠিক পথে আছেন এবং তাঁরা তাকে স্নেহ ভরে ডাক্‌ছে ও বলছে, "আমাদের কাছে আস, আমরা সঠিক পথে রয়েছি।" এরপর সে তাদের কাছে আস্‌তে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করল। হে কাফিররা! অনুরূপভাবে তোমাদের মধ্যে যারা মুহাম্মদ (সা)-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের পর তোমাদের অনুকরণ করছে অথচ মুহাম্মদ (সা) সঠিক রাস্তার প্রতি আহবান করছেন। আর সেই সঠিক রাস্তাটিই হচ্ছে ইসলাম।

১৩৪৩২৩. 'আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি অত্র আয়াত اَنَدْعُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰه مَالاَ يَنْفَعُنَا وَلاَ يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلٰى اَعْقَابِنَا-এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, এটি একটি উদাহরণ, আল্লাহ তা'আলা এটা যাদের সম্বন্ধে বর্ণনা করেছেন, তারা হচ্ছে দেব-দেবী; যারা দেব-দেবীর পূজা-অর্চনার প্রতি আহবানকারী এবং যারা আল্লাহ তা'আলার ইবাদতের প্রতি আহবানকারী। তাদেরকে এমন এক ব্যক্তির সাথে উপমা দেওয়া হয়েছে, যে রাস্তা হারিয়ে ফেলেছে, বিভ্রান্তিতে পতিত হয়েছে ও হতভম্ব হয়ে পড়েছে। তাকে একজন আহবানকারী আহবান করছে, 'হে অমুকের সন্তান! অমুক রাস্তার পানে

এসো। আবার তার কিছু সংখ্যক সহচর রয়েছে, তারাও তাকে ডাক্‌ছে— হে অমুক! সঠিক রাস্তায় এসো। যদি সে প্রথম আহবানকারীর ডাকে সাড়া দেয় ও তার সাথে চলে যায় তাহলে সে ধ্বংসের কবলে পতিত হবে। আর যদি সে হিদায়াতের আহবানকারীদের ডাকে সাড়া দেয় তাহলে সে সঠিক রাস্তা পাবে। প্রথমোক্ত এসব আহবানকারীরা দুনিয়ায় ধোকাবাজ বলে পরিচিত। বর্ণনাকারী বলেন, এ আয়াতে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ ব্যতীত যারা দেব-দেবীর পূজা-অর্চনা করে তাদের উপমা এমন একটি লোকের ন্যায়, যে ধারণা করে সে সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত; কিন্তু যখন তার কাছে মৃত্যু উপস্থিত হবে তখন সে অনুতপ্ত ও ধ্বংসের সম্মুখীন হয়।

كَالَّذِى اسْتَهْوَتْهُ الشَّيٰطِيْنُ فِى الْاَرْضِ

উল্লেখিত আয়াতাংশে এমন ধোকাবাজদের প্রতি ইংগিত করা হয়েছে, যারা কাংখিত ব্যক্তিটিকে তার নামে, তার পিতার নামে ও তার দাদার নামে আহবান করে থাকে। তারপর সে তাদের আনুগত্য করে থাকে এবং সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত বলে নিজেকে মনে করে। এ কারণে যখন সে মৃত্যুমুখে পতিত হয় তখন সে তাকে ধ্বংসপ্রাপ্ত দেখতে ও বুঝতে পায়। আবার কোন কোন সময় তারা তাকে এ পৃথিবীতে পরিত্যক্ত হিসেবে আস্তাকুড়ে নিক্ষেপ করে এবং সে একসময় ধুকে ধুকে পিপাসিত ও ক্ষুধিত ধ্বংসের কোলে ঢলে পড়ে। বাস্তবিকই পৌত্তলিকদের হাল অবস্থা পৃথিবীতে এরূপই পরিলক্ষিত হয়ে থাকে।

১৩৪২৪. কাতাদাহ (র) হতে বর্ণিত। তিনি অত্র আয়াতাংশ اِسْتَهْوَتْهُ الشَّيٰطِيْنُ فِى الْاَرْضِ এর তাফসীর প্রসংগে বলেন, এর অর্থ হচ্ছে اضلته فى الارض حيران অর্থাৎ তাকে পৃথিবীতে শয়তানগুলো পথভ্রষ্ট করে পেরেশান রেখেছিল

১৩৪২৫. মুজাহিদ (র) হতে বর্ণিত। তিনি অত্র আয়াতাংশ مَا لَا يَنْفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, অত্র আয়াতাংশের মাধ্যমে দেব-দেবী, মূর্তিদেরকে বুঝানো হয়েছে।

১৩৪২৬. অন্য এক সনদে মুজাহিদ (র) হতে বর্ণিত। তিনি অত্র আয়াতাংশ اِسْتَهْوَتْهُ الشَّيٰطِيْنُ فِى الْاَرْضِ حَيْرَانَ এর তাফসীর প্রসংগে বলেন, হয়রান ও পেরেশানীতে নিমজ্জিত লোকটিকে তার দলের লোকেরা তাদের পথে আহ্বান করে। এটা উপমা হচ্ছে ঐ ব্যক্তির, যে হিদায়াতপ্রাপ্ত হবার পর পথভ্রষ্ট হয়ে যায়।

১৩৪২৭. অন্য এক সনদে মুজাহিদ (র) হতে বর্ণিত। তিনি অত্র আয়াতাংশে উল্লেখিত حيران শব্দটি ব্যাখ্যা প্রসংগে বলেন, কাফিরের জন্য এটা একটি উপমা। বলা হয়ে থাকে الكافر حيران অর্থাৎ তাকে তার মুসলিম বন্ধু সঠিক পথের দিকে আহবান করে কিন্তু সে তার ডাকে সাড়া দেয় না।

১৩৪২৮. কাতাদাহ (র) হতে বর্ণিত। তিনি অত্র আয়াতাংশ قُلْ اَنَدْعُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا এর তাফসীর প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে অত্র আয়াতাটি لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ পর্যন্ত তিলাওয়াত করেন এবং বলেন, এ আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা মুহাম্মদ (সা) ও তাঁর সাহবায়ে কিরামকে পথভ্রষ্টদের বিরুদ্ধে যুক্তি দাঁড় করবার প্রশিক্ষণ দিয়েছেন।

আবার কেউ কেউ নিম্ন বর্ণিত হাদীসের ব্যাখ্যা অনুসারী অত্র আয়াতের ব্যাখ্যা পেশ করেছেন।

১৩৪২৯. 'আবদুল্লাহ ইবন 'আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি অত্র আয়াতাংশ كَالَّذِى اسْتَهْوَتْهُ الشَّيٰطِيْنُ فِى الْاَرْضِ حَيْرَانَ لَهٗٓ اَصْحٰبٌ يَّدْعُوْنَهٗٓ اِلَى الْهُدَى-এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, অত্র আয়াতাংশে উল্লেখিত লোকটি আল্লাহর হিদায়াতের আহবানে সাড়া দেয় না, সে তার শয়তান বন্ধুদের আনুগত্য করে; পৃথিবীতে পাপের কাজ করে বেড়ায়, সত্য থেকে বিচ্যুত তার কিছু সংখ্যক সহচর রয়েছে, যারা তাকে তথাকথিত হিদায়াতের প্রতি আহবান করে; আর তারা মনে করে যে, তারা তাকে প্রকৃত হিদায়াতের দিকে আহবান করে। অথচ আল্লাহ তা'আলা তার মানবজাতীয় অভিভাকদেরকে হুশিয়ার করে দিয়ে বলেছেন, 'আল্লাহ তা'আলার হিদায়াতই নিঃসন্দেহে প্রকৃত হিদায়াত। আর ভ্রষ্ট পথ হচ্ছে যে পথে জ্বীনেরা তাকে আহবান করে।

উপরোক্ত বর্ণনা অনুসায়ী 'আবদুল্লাহ ইবন 'আব্বাস (রা) এর মতামত এরূপ মনে হয়; তিনি বলেছেন বিভ্রান্তে উপনীত ব্যক্তিটির সহচরগণ তাকে বিভ্রান্তির দিকে ডাক্‌ছে এবং ধারণা করছে যে, এটাই হিদায়াত। আল্লাহ তা'আলা তাদের উক্তিকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে বলছেন, আল্লাহর হিদায়াতই প্রকৃত হিদায়াত। তার সহচরগণ যে দিকে তাকে আহবান করছে তা প্রকৃত হিদায়াত নয়।

উপরোক্ত ব্যাখ্যায় ত্রুটি পরিলক্ষিত হয় কেননা যদি আল্লাহ তা'আলা পথভ্রষ্ট আহ্বানকারীর আহ্বানকে হিদায়াত বলে আখ্যায়িত না করতেন, বরং তারাই নিজেদের আহ্বানকে হিদায়াত বলে আখ্যায়িত করত, তাহলে উপরোক্ত ব্যাখ্যা শুদ্ধ হত। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তা'আলাই তাদের আহ্বানগণকে হিদায়াতের প্রতি আহতান বলে আখ্যায়িত করেছেন এবং সংবাদ দিয়েছেন যে, আহবানকারীরা তাকে হিদায়াতের দিকে অহবান করছে। আর আল্লাহ তা'আলা পথভ্রষ্টতা বেহিদায়াত বলে আখ্যায়িত করবে তা বৈধ নয়। কেননা, তা একেবারে মিথ্যা। আর আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করা কোন ক্রমেই বৈধ নয়। মিথ্যা আল্লাহ তা'আলার গুণাবলীর অন্তর্ভুক্ত নয়। হ্যাঁ উপরোক্ত ব্যাখ্যাটি শুদ্ধ বলে যুক্তি প্রদর্শন করা যেত, যদি আল্লাহ তা'আলা আহবান কারীদের সম্পর্কে সংবাদ দিতেন যে, তারা তাকে বলেছে তুমি হিদায়াত পানে আগমন কর, বরং আল্লাহ তা'আলা বলেছেন যে, তারা তাকে হিদায়াতের দিকে আহবান করে। তাই তারা পথভ্রষ্টতার দিকে আহবান করবে এবং আল্লাহ তা'আলা এটাকে হিদায়াত বলে আখ্যায়িত করবেন এরূপ চিন্তা করা বৈধ নয়।

উল্লেখিত আয়াতাংশে বর্ণিত ائْتِنَا। শব্দটির অর্থ তারা বলে, আমাদের কাছে এসো—এখানে বাক্যের প্রকাশ ভঙ্গিতে 'বলো' কথাটি বুঝা যায় বিধায় 'বলো' কথাটি উহ্য রাখা হয়েছে।

আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত রয়েছে যে, তিনি এ আয়াতাংশটি নিম্নরূপ পাঠ করতেন, يَّدْعُوْنَهٗٓ اِلَى الْهُدَى بَيِّنًا এ প্রসংগে বর্ণিত দুইটি হাদীস উল্লেখযোগ্য।

১৩৪৩০. আবূ ইসহাক (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) এর কিরা'আত হলো يَّدْعُوْنَهٗ اِلَى الْهُدَى بَيِّنًا

১৩৪৩১. মুজাহিদ (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) এর কিরা'আত হলো يَدْعُوْنَهُ اِلَى الْهُدَى بَيِّنًا অর্থাৎ তারা এমন একটি রাস্তার দিকে আহবান করে, যা হচ্ছে প্রকাশ্য।

যদি আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) এর কিরা'আত অনুযায়ী এ আয়াতাংশটি পাঠ করা হয় তাহলে بين শব্দটি الهدى। শব্দটির বিশেষণ হিসেবে বিবেচ্য হবে। بَيِّن শব্দটিতে نصب হবার কারণ হলো তা الهدى = معرفه এর صفة হিসেবে গণ্য। এটা نكرة এবং الف ولام। তা থেকে বিলুপ্ত করা হয়েছে। প্রকৃত পক্ষে যেন বলা হয়েছিল يَدْعُوْنَهُ اِلَى الْهُدَى الْبَيِّنِ

কেউ কেউ বলেছেন, আয়াতাংশ উল্লেখিত الهدى। এর দ্বারা প্রকৃত হিদায়াত বুঝানো হয়েছে। উপরোক্ত আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) এর কিরায়াতই এরূপ ব্যাখ্যার অনুকূলে বিবেচিত।

قُلْ اِنَّ هُدَى اللّٰهِ هُوَ الْهُدٰى وَاُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ এ আয়াতাংশ আল্লাহ তা'আলা নবী করীম (সা) কে লক্ষ্য করে বলেন, হে মুহাম্মদ ! তুমি ঐ সব মুশরিককে বলে দাও, যারা দেব-দেবীকে নিজেদের প্রতিপালকের সমকক্ষ মনে করে এবং নিজেদের সাথীদেরকে বলে, "তোমরা আমাদের পথ অনুসরণ কর, আমরা তোমাদের পাপের বোঝা বহন করব। কেননা, আমরা হিদায়াতের উপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছি।" তোমরা যেরূপ মনে করে থাক বিষয়টি এরূপ নয়; আল্লাহ তা'আলা হিদায়াতই প্রকৃত হিদায়াত। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা তাঁর নিজ পথ সম্বন্ধে আমাদের কাছে বিস্তারিত বর্ণনা পেশ করেছেন। আমাদেরকে এ পথ আকড়িয়ে ধরতে হুকুম দিয়েছেন। আমাদের জন্যে তিনি যে দীন নির্ধারণ করেছেন, তাও আমাদের জন্যে বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করেছেন। এই হলো, আল্লাহ তা'আলার হিদায়াত এবং তার উপর দৃঢ়তা অবলম্বন করাই কাম্য। তার মধ্যে কোন প্রকার সন্দেহ নেই; তাতে মূর্তিপূজাও নেই। যে দেব-দেবী ও মূর্তিগুলো কোন ক্ষতিও করতে পারে না এবং কোন প্রকার উপকারও করতে পারে না। কাজেই আমরা সত্যকে প্রত্যাখ্যান করব না এবং বাতিলের অনুসরণ করব না। সবকিছুর মালিক সদাপরাক্রমশালী প্রতিপালক আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে তাঁর প্রতি আত্মসমর্পণ করতে ইবাদত আনুগত্য নম্রতা সহকারে প্রতিবশ্যতা স্বীকার করতে নির্দেশ দিয়েছেন। কাজেই, আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্যান্য দেব-দেবী অংশীদারদের পূজা-অর্চনা ত্যাগ করে একমাত্র আল্লাহ তা'আলার জন্যে আমাদের ইবাদতকে নির্ধারিত করা আমাদের উচিত।

এ কিতাবের অন্য জায়গায় لاسلام। এর পূর্ণ ব্যাখ্যা পেশ করা হয়েছে, তার পুনরাবৃত্তি এখানে প্রয়োজনীয় নয়।

وَاُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ এর অর্থ হলো, امرناكى نسلم وان نسلم لرب العالمين

কেননা, আরবী ভাষাভাষীগণ كى ও এমন لام যা كى অর্থে ব্যবহৃত হয়। এরূপ لام কে ان এর স্থলে ব্যবহার করে থাকে। অন্যদিকে ان কে ও كى এর স্থলে ব্যবহার করে থাকে।

মহান আল্লাহর বাণী—

(৭২) وَاَنْ اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاتَّقُوْهُ ؕ وَهُوَ الَّذِيْٓ اِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ ○

৭২. (আর আমাদেরকে এ নির্দেশও দেয়া হয়েছে যে,) তোমরা সঠিকভাবে নামায কায়েম করবে এবং আল্লাহ পাককে ভয় করে চলবে। আর তিনিই তো সেই আল্লাহ, যাঁর নিকট তোমাদের সকলকে একত্র করা হবে।

ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম আবূ জা'ফর মুহাম্মদ ইবন জারীর তাবারী (র) বলেন, এ আয়াতাংশে উল্লেখিত وَاُمِرْنَا اَنْ اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ এর অর্থ وَاُمِرْنَا اَنْ اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ অর্থাৎ আমাদেরকে ছালাত কায়েম করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পুনরায় এ আয়াতাংশে উল্লেখিত وَاَنْ اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ তে ان এ অব্যয়টিকে لنسلم এ অবস্থিত لام অব্যয়টির সাথে عطف করা হয়েছে। কেননা, لنسلم এর অর্থ ان نسلم অন্য কথায় لام অব্যয়টি ان অব্যয়ের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এজন্যই ان اقيموا কে لنسلم এর لام এর অর্থের সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে। পুনশ্চঃ لنسلم এ অবস্থিত لام টি فعل مستقبل এর সাথে আসে এবং ان ও এমন একটি অব্যয় যা لام এর ন্যায় فعل مستقبل এর সাথে আসে। তাই অর্থের দিক দিয়ে মিল থাকার কারণে একটিকে অপরটির সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে। ان অব্যয়টি لام এর সাথে সংযুক্ত হবার কারণে ان অব্যয়টি ও لام এর ন্যায় محل نصب এর মধ্যে রয়েছে। বসরার কিছু সংখ্যক নাহু শাস্ত্রবিদ দুইটি অভিমত পেশ করেছেন। প্রথমতঃ মত প্রকাশ করে বলেন, অত্র আয়াতাংশে উল্লেখিত وَاُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ اَنْ اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ এর অর্থ হচ্ছে امرنا كى نسلم অর্থাৎ لَامْ এর অর্থ হচ্ছে كَىْ যেমন আল্লাহ তা'আলা নিজ কালামে পাকের সূরা ইউনুসের ১০৪ নং আয়াতে ইরশাদ করেন وَاُمِرْتُ اَنْ اَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ

لِنُسْلِمَ এর পর বলা হয়েছে وَاَنْ اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاتَّقُوْهُ অর্থাৎ আমাদের সালাত কায়েম করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

দ্বিতীয় অভিমত হল لام এর দ্বারা فعل কে সংযুক্ত করা হয়েছে। তখন অর্থ হবে وَاُمِرْتُ اَنْ اَكُوْنَ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ যেমন সূরা আ'রাফের ১৫৪ নং আয়াতে বলা হয়েছে هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُوْنَ অর্থাৎ যারা তাদের প্রতিপালককে ভয় করে। এখানে لِرَبِّهِمْ এর لَامْ এর সাথে يَرْهَبُوْنَ ক্রিয়াপদকে সংযুক্ত করা হয়েছে। সুতরাং আয়াতাংশের অর্থ হবে নিম্নরূপঃ "আমাদের সালাত কায়েম করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে।" আর সালাত কায়েম করার অর্থ হচ্ছে, যে সব নিয়ম পদ্ধতি সহকারে সালাত আদায় করার জন্যে আমাদের উপর সালাতকে ফরয করা হয়েছে, সে সব নিয়ম নীতি যথাযথ পালন করে সালাত আদায় করা। তারপর বলা হয়েছে وَاتَّقُوْهُ অর্থাৎ তোমরা রাব্বুল আলামীনকে ভয় কর, যিনি আমাদেরকে তাঁর অনুগত হতে নির্দেশ প্রদান করেছেন। সুতরাং তোমাদের উপর ফরযকৃত

সালাত আদায় করে, তাঁর আনুগত্যের প্রতি স্বীকৃতি জ্ঞাপন কর এবং তাঁর জন্যেই ইবাদতকে নির্ধারণ করো, তাঁকে ভয় কর ও তাঁর অসন্তুষ্টি ও রোষ থেকে পরিত্রাণ লাভ কর। আর তিনি তোমাদের ও সারা বিশ্বের প্রতিপালক, তাঁর নিকট তোমাদেরকে সমবেত করা হবে, তোমরা কিয়ামতের দিন তাঁর সাথে একত্রিত হবে তখন তিনি তোমাদের প্রতিটি কাজের প্রতিদান দেবেন। প্রত্যেকেই তার আমল বা কাজের পরিপূর্ণ প্রতিদান পাবে।

মহান আল্লাহর বাণী—

(৭৩) وَهُوَ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ ۭ وَيَوْمَ يَقُوْلُ كُنْ فَيَكُوْنُ ۬ قَوْلُهُ الْحَقُّ ۭ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِى الصُّوْرِ ۭ عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ۭ وَهُوَ الْحَكِيْمُ الْخَبِيْرُ ○

৭৩. তিনিই আসমান, যমীন সৃষ্টি করেছেন সঠিকভাবে। এবং সে দিনকেও যেদিন বলবেন 'হও' ফলে তা হয়ে যাবে। তার কথাই সত্য। আর স্মরণ কর সেদিনকেও, যেদিন শিংগায় ফুংকার দেয়া হবে সেদিনকার রাজত্ব ও কর্তৃত্ব তো তাঁরই গোপন ও প্রকাশ্য ও দৃশ্য সবকিছু সম্বন্ধে তিনি অবগত। আর তিনিই প্রজ্ঞাময়, সব বিষয় সম্পর্কে তিনি অবগত।

ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, মহান আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবী মুহাম্মদ (সা) কে লক্ষ্য করে বলেন, হে মুহাম্মদ! তাদের প্রতিপালকের সাথে দেব-দেবীকে সমকক্ষ ধারণাকারীদেরকে এবং আপনাকে পৌত্তলিকতার দিকে আহবানকারীকে বলে দিন, আমরা জগতসমূহের এমন প্রতিপালকের নিকট আত্ম সমর্পণ করতে আদিষ্ট হয়েছি, যিনি যথাবিধি আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। আমাদেরকে ঐ সব দেবদেবীর নিকট আত্মসমর্পণ করতে নির্দেশ দেয়া হয়নি, যেগুলো কোন প্রকার উপকার করতে পারে না কিংবা অপকারও করতে পারে না, কোন কিছু শুনতে পায় না ও দেখতে পায় না।

এই আয়াতাংশে উল্লেখিত بِالْحَقِّ শব্দটির ব্যাখ্যা সম্বন্ধে ব্যাখ্যাকারীগণের একত্রিত মত রয়েছে। তাঁদের কেউ কেউ বলেন, এটার অর্থ হচ্ছে, তিনি যথার্থ ও সঠিক ভাবে আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, বাতিল, অনর্থক বা ভুল করে তিনি তা সৃষ্টি করেননি। যেমন আল্লাহ তা'আলা সূরা সোয়াদ-এর ২৭নং আয়াতে ইরশাদ করেন وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا অর্থাৎ আমি আকাশ, পৃথিবী এবং উভয়ের অন্তর্বর্তী কোন কিছুই অনর্থক সৃষ্টি করিনি। তারা আরো বলেন, حَقّ এর সাথে এখানে باء এবং الف لام নেওয়া হয়েছে। এ ধরনের শব্দে আরবী ভাষাভাষীগণ باء এবং الف لام ব্যবহার করে থাকে যেমন বলা হয়ে থাকে فلان يقول بالحق অর্থাৎ انه يقول الحق। তিনি সত্য কথা বলে থাকেন। তারা আরো বলেন, 'বাক্যাংশ' 'بالحق' দ্বারা কথায় সত্যতা ব্যতীত অন্যটিকে বুঝানো হয়নি। حق শব্দটি القول এর صفة হিসেবে গণ্য। কেননা এটা القول এর সাথে এখানে নেয়া হয়েছে। যথাবিধি কথাও সত্য কথার গুণটির সাথে বক্তা সম্পৃক্ত। তারা বলেন, অনুরূপ ভাবে আকাশ

মন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি আল্লাহ তা'আলার কৌশলগুলোর মধ্য হতে একটি কৌশল মাত্র। সুতুরাং আল্লাহ তা'আলা এ দুটোর সৃষ্টির এবং অনুরূপভাবে এ দুটো ব্যতীত অন্যান্য বস্তুর সৃষ্টির কৌশলগুণ দ্বারা ভূষিত। এর অর্থ এনয় যে, আকামন্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টি ব্যতীত শুধু অন্য গুণের দ্বারা ভূষিত।

আবার কেউ কেউ বলেন, এর অর্থ হচ্ছে, আকাশ মন্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টি তার নিজ কথায় সংঘটিত হয়েছে। তিনি আকাশ মন্ডলী ও পৃথিবীকে বলেছেন اِئْتِيَا طَوْعًا اَوْ كَرْهًا অর্থাৎ তোমরা উভয়ে এসো, ইচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায় (সূরা হামীম আস-সাজদাহর ১১নং আয়াত)। তারা বলেন, এখানে الْحَقُّ এর অর্থ হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার কথা সত্য। তাদের এ অভিমতের সত্যতা প্রমাণের জন্যে আয়াতের পরবর্তী অংশ পেশ করে তারা বলেন, 'আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, وَيَوْمَ يَقُوْلُ كُنْ فَيَكُوْنُ قَوْلُهُ الْحَقُّ। অর্থাৎ যখন তিনি বলেন, 'হও' তখন হয়ে যায়। তার কথাই সত্য। সুতরাং আল্লাহর কথাই সত্য। তারা বলেন, নিজ কথার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা যাবতীয় বস্তু সৃষ্টি করেছেন। কাজেই যার মাধ্যমে যাবতীয় বস্তু সৃষ্টি করেছেন, তা যাবতীয় সৃষ্ট বস্তুর অন্তর্ভুক্ত নয়। সৃষ্ট বস্তুসমূহের সাথে আল্লাহর কথা সম্পৃক্ত না হওয়া প্রমাণিত বিধায় যে কথার দ্বারা আল্লাহ তা'আলা সমস্ত মাখলূক সৃষ্টি করেছেন, আল্লাহর সেই কথা সৃষ্ট বস্তু নয় বলে প্রমাণিত হয়।

অত্র আয়াতের অংশে وَيَوْمَ يَقُوْلُ كُنْ فَيَكُوْنُ উল্লেখিত وَيَوْمَ يَقُوْلُ এর عَامِل কি অর্থাৎ يَوْمَ শব্দটির মীম অক্ষরে কেন نَصَب (যবর) হল এবং يَوْمَএর এখানে অর্থই বা কি, এ নিয়ে আরবী ব্যাকরণবিদদের একাধিক মত রয়েছে। বসরার কিছু সংখ্যক নাহু (ব্যাকরণ) শাস্তবিদ বলেন, এখানে يَوْمَ শব্দটি مُضَاف এবং يَقُوْلُ كُنْ فَيَكُوْنُ হবে مُضَاف اِلَيْه আর এটা ظَرف এর কারণে منصوب (জবরযুক্ত) হয়েছে। এ বাক্যটির যেন কোন প্রকাশ্য خَبر বিধেয় নেই। (এ অভিমতের শুদ্ধতা সম্বন্ধে আল্লাহ তা'আলা অধিক ভালো জানেন)। ইমাম তাবারী (র) বলেন, এ অভিমতটি আমার উপরোক্ত ব্যাখ্যার সাথে সংঘাতপূর্ণ। আয়াতটি যেন প্রকৃতপক্ষে ছিল নিম্নরূপ وَاذْكُرْ وَيَوْمَ يَقُوْلُ كُنْ فَيَكُوْنُ অনুরূপভাবে আয়াতাংশ يَوْمَ يُنْفَخُ فِى الصُّوْرِ টিও প্রকৃত পক্ষে ছিল وَاذْكُرْ يَوْمَ يُنْفَخُ فِى الصُّوْرِ আবার কেউ কেউ বলেন, এই আয়াতাংশ يَوْمَ يُنْفَخُ فِى الصُّوْرِ عَلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ এর মাঝে উল্লেখিত يوم শব্দটি يُنْفَخُ হতে ظرف হয়ে منصوب (যবরযুক্ত) হয়েছে।

আবার কেউ কেউ বলেন, বাক্যাংশ يَقُوْلُ كُنْ فَيَكُوْنُ এ উল্লেখিত নির্দেশটি শুধুমাত্র صُوْر বা শিংগার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। তাদের এ ব্যাখ্যা অনুযায়ী বাক্যটির অর্থ হবে, যেদিন শিংগাকে বলা হবে كُنْ হও, তখন তা হয়ে যাবে। তারই কথা সত্য। সেদিন দৃশ্য ও অদৃশ্যের সমস্ত বস্তু সম্পর্কে একমাত্র বিজ্ঞ আল্লাহ তা'আলা শিংগায় ফুঁক দেবেন। উল্লেখিত قَوْلُهُ কে حَقٌّ শব্দের কারণে مرفوع (পেশযুক্ত) পড়া হয় এবং حَقٌّ কেও قوله শব্দের কারণে مرفوع (পেশযুক্ত) পড়া হয়।

আবার কেউ কেউ বলেন, كُنْ فَيَكُوْنُ এর অর্থ হচ্ছে, ধ্বংসের পর আল্লাহ তা'আলা আখিরাতে যে সব বস্তু পুনরায় সৃষ্টি করবেন, তাদেরকে বলবেন, 'হও' তখন হয়ে যাবে। অন্য কথায় কোন কিছুর অস্তিত্ব বিলোপের পর পুনরায় সৃষ্টির ক্ষেত্রে বলা হয়ে থাকে وَيَوْمَ يَقُوْلُ

এ সব ব্যাখ্যাকারীর অভিমত অনুযায়ী كُنْ فَيَكُوْنُ এর সাথে এখানে বাক্য শেষ হয়ে যায়। আর পরবর্তী আয়াতাংশে বর্ণিত قَوْلُهُ হবে مبتدا উদ্দেশ্য এবং اَلْحَقُّ হবে خبر বিধেয় আয়াতের ব্যাখ্যা হবে নিম্নরূপ ঃ

তিনিই আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। আর যেদিন তিনি যাবতীয় বস্তুকে বলবেন كُنْ হয়ে যাও। তখন তা فَيَكُوْنُ হয়ে যাবে। অন্য কথায় আকাশ মন্ডলী ও পৃথিবী ধ্বংসের পর যথাবিধি তিনি এদের সৃষ্টি করবেন। তারপর স্বীয় মাখলুকের প্রতি আল্লাহ তা'আলার প্রদত্ত বাণী ও প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে নিজেই সংবাদের সূচনা করে বলেন যে, তিনি এদের ধ্বংসের পর এদেরকে পুনরায় জীবিত করবেন। আর এ তথ্যাটি নিরেট সত্য। এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'এ কথাটি এমন সত্য যে, তার মধ্যে সন্দেহের কোন লেশ মাত্র নেই। আবার তিনি সংবাদ দেন যে, যেদিন শিংগায় ফুঁক দেয়া হবে তখন আল্লাহ তা'আলারই একচ্ছত্র অধিকার বা রাজত্ব থাকবে। এই ব্যাখ্যা অনুযায়ী আয়াতাংশ يَوْمَ يُنْفَخُ فِى الصُّوْرِ এ উল্লেখিত اَلْمُلْكُ এর صلة হবে। উপরোক্ত ব্যাখ্যার আলোকে يَوْمَ يُنْفَخُ فِى الصُّوْرِ। আয়াতাংশটি اَلْحَقُّ এর صلة হিসেবে গণ্য হতে পারে।

আবার কেউ কেউ বলেন, বরং উপরোক্ত আয়াতটির অর্থ হবে নিম্নরূপঃ যা ধ্বংস হয়ে গেছে তাকে যখন বলা হবে كُنْ (হও) তখন তাঁর কথাটি সত্য হয়ে যাবে। এখানে قول কে وَ يَوْمَ يُنْفَخُ فِى الصُّوْرِ। এর জন্য مرفوع করা হয়েছে। আর كُنْ فَيَكُنْ কে قول এর محل হিসেবে গণ্য করা হয়েছে এবং اَلْحَقُّ কে وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِى الصُّوْرِ এর صلة হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। উপরোক্ত ব্যাখ্যার সারমর্ম যেন হল নিম্নরূপ ঃ وَيَوْمَئِذٍ قَوْلُهُ الْحَقُّ يَوْمَ يُنْفَخُ فِى الصُّوْرِ আর এ ব্যাখ্যা অনুযায়ী يَوْمَ يُنْفَخُ فِى الصُّوْرِ কে اَلْيَوْمُ الاَوَّلُ এর بَيَان গণ্য করা হলে তা হবে শুদ্ধ। আর قَوْلُهُ الْحَقُّ কে যদি يَوْمَ يُنْفَخُ فِى الصُّوْرِ এর কারণে مرفوع গণ্য করা হয়, يَوْمَ يُنْفَخُ فِى الصُّوْرِ কে محل গণ্য করা হয় এবং وَيَوْمَ يَقُوْلُ كُنْ فَيَكُوْنُ কে তার صلة হিসেবে বিবেচনা করা হবে তাও হবে বৈধ।

ইমাম তাবারী (র) বলেন, "উপরোক্ত অভিমতগুলোর মধ্যে নিম্নোক্ত অভিমতটি আমার দৃষ্টিতে শুদ্ধ। আর তা হচ্ছে নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা সংবাদ দিয়েছেন যে, তিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টির ক্ষেত্রে অদ্বিতীয়; একমাত্র মহান আল্লাহ ব্যতীত অন্য কেউ এরূপ নয়; স্বীয় মাখলূক থেকে যে ব্যক্তি তাঁর সাথে অংশীদারীত্ব করে দেব-দেবী ও মূর্তিসমূহের পূজা অর্চনা করে যে তার মূর্খতার পরিচয় দেয় তা তিনি আমাদের কাছে চিহ্নিত করে দেন, মুশরিকরা এমন বস্তুসমূহের ইবাদত তথা পূজা-অর্চনা করে বিভ্রান্তির আশ্রয় নেয়, যেগুলো কারো কোনরূপ ক্ষতি করতে পারে না কিংবা কারো উপকারও করতে পারে না

এমনকি নিজেদেরও কোন উপকার করতে পারে না, কিংবা নিজেদের থেকে কোন রূপ ক্ষতির কারণ এমন বিষয় দূর করতে পারে না। মুশরিকদের এরূপ আচরণের বিষয়টি আল্লাহ তা'আলা বান্দাদের কাছে তুলে ধরেছেন। কাফিররা মৃত্যুর পর পুনরুত্থান, আল্লাহ প্রদত্ত সওয়াব ও আযাবকে অস্বীকার করে। আল্লাহ তা'আলা তাদের এ হীন কর্মের বিরুদ্ধে নিজ কালামে পাকে দলীল পেশ করেছেন। এ সবের প্রথম সৃষ্টি ও পুনরায় সৃষ্টির ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলার যে শক্তি সমর্থ রয়েছে, তা তিনি প্রমাণ করেছেন। তিনি আরো প্রমাণ করেছেন যে, যিনি প্রথমে এ সব সৃষ্টি করেছেন, তার জন্যে এগুলো ধ্বংসের পর পুনরায় সৃষ্টি করা কষ্টসাধ্য নয়। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, নিজ প্রতিপালকের সাথে এমন সব বস্তুকে সমকক্ষ নির্দ্ধারণকারী, যারা লাভ ক্ষতি কিছুই করতে পারে না, তোমরা জেনে রেখো আল্লাহ তা'আলা এমন সত্ত্বা যিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীকে সঠিকভাবে সৃষ্টি করেছেন। এ উক্তিটি মাখলূখের জন্যে দলীল হিসেবে বিবেচ্য। তারা এর দ্বারা তাদের সৃষ্টিকর্তাকে চিনতে পারে; আল্লাহ তা'আলার মহা শক্তি-সামর্থ্য সম্বন্ধে অনুধাবন করতে পারে ও অপরের কাছে দলীল পেশ করতে পারে এবং একনিষ্ঠ ভাবে আল্লাহ তা'আলার 'ইবাদতে মনোনিবেশ করতে পারে।

অত্র আয়াতাংশ وَيَوْمَ يَقُوْلُ كُنْ فَيَكُوْنُ এর মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেন, যখন বর্তমানের আকাশ মন্ডলী ও পৃথিবীকে অন্য পৃথিবীতে পরিবর্তন করা হবে তখন বলা হবে كُنْ (হও) তৎক্ষণাৎ আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছে মোতাবেক হয়ে যাবে। অন্য কথায় এ পৃথিবীর পরিবর্তে অন্য এক পৃথিবী সৃষ্টি হয়ে যাবে। আর অত্র আয়াতে كُنْ فَيَكُوْنُ এ বাক্যের সমাপ্তি হয়ে যাবে।

উপরোক্ত ব্যাখ্যার আলোকে বাক্যের মধ্যে কিছু বাক্যাংশ উহ্য রয়েছে বলে মনে করতে হবে এবং তা প্রকাশ্য বাক্যের ভঙ্গিতে বুঝা যায়। পূর্ণ বাক্যটির অর্থ হবে যখন এরূপ অর্থাৎ كُنْ বলা হবে তখন আকাশ মন্ডলী ও পৃথিবী ব্যতীত অন্য আকাশ মন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি হয়ে যাবে। এটা বুঝা যায় আল্লাহ তা'আলার বাণীর মাধ্যমে, আল্লাহ তা'আলা বলেন وَهُوَ الَّذِى خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ তারপর আল্লাহ তা'আলা নিজ قول বা ওয়াদার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন, قوله الحق অর্থাৎ আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী পরিবর্তনের প্রতিশ্রুতি সত্য এর মধ্যে কোন সন্দেহ নেই। এরপর বলা হয় وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِى الصُّوْرِ সুতরাং يَوْمَ يُنْفَخُ فِى الصُّوْرِ বাক্যাংশটি الملك। এর صله হিসেবে গণ্য। তখন বাক্যের অর্থ হবে নিম্নরূপ; সেদিন কর্তৃত্ব আল্লাহ তা'আলারই। কেননা দ্বিতীয়বার শিংগায় ফুঁক দেয়ার সময়টাই হচ্ছে পরিবর্তিত আকাশ মন্ডলীও পৃথিবী সৃষ্টির কাল।

এমতাবস্থায় قَوْلُهُ الْحَقُّ আয়াতাংশে অবস্থিত قول টি পেশাযুক্ত হবে তার عامل হল وَيَوْمَ يقول كن فيكون অন্য কথায় يَوْمَ يُنْفَخُ فِى الصُّوْرِ আয়াতাংশটি كن فيكون এর জন্যে قول হিসেবে গণ্য হবে। পূর্ণ বাক্যটির অর্থ হবে ঃ তিনিই আকাশ মন্ডলী ও পৃথিবী সঠিকভাবে সৃষ্টি করেছেন এবং যেদিন এগুলোর পরিবর্তে (স্থলে) নতুন আকাশ মন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করা হবে, এদেরকে তখন বলা হবে كن فيكن তাঁর কথা সত্য।

আয়াতাংশ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِى الصُّوْرِ এর মাধ্যমে উক্ত দিনে একমাত্র আল্লাহ তা'আলারই কর্তৃত্ব রয়েছে বলে সংবাদ পরিবেশন করা হয়েছে; যদিও দুনিয়া এবং আখিরাতে সর্বত্র ও সর্বকালে আল্লাহ তা'আলার জন্যেই কর্তৃত্ব সংরক্ষিত ও নির্ধারিত। কেননা উক্ত দিবসে কর্তৃত্বের কোন প্রতিযোগী থাকবে না এবং কর্তৃত্বের কোন দাবীদারও থাকবে না। দুনিয়ায় যে সব অত্যাচারী ও স্বৈরাচারী ক্ষমতাবানগণ তাদের কর্তৃত্বে তারা প্রতিযোগিতা করত, সেখানে তাদের ভিন্ন আল্লাহ তা'আলা হবেন কর্তৃত্বের অধিকারী। তারা সকলেই তখন আল্লাহ তা'আলার কর্তৃত্বকে স্বীকার করবে এবং নিশ্চিতভাবে জানতে পারবে যে দুনিয়ায় তারা যে, স্বীয় কর্তৃত্বের দাবী করত, তা ছিল অর্থহীন।

অত্র আয়াতাংশে উল্লেখিত صور শব্দটির অর্থ নিয়ে ব্যাখ্যাকারীগণ মতবিরোধ করেছেন। কেউ কেউ বলেন, 'এটার অর্থ শিংগা'। এটাতে দুইটি ফুঁক দেয়া হবে। পৃথিবীতে যা কিছু জীবিত রয়েছে তা ধ্বংস করার জন্যে প্রথমবার শিংগায় ফুঁক দেয়া হবে। প্রতিটি মৃত জীবকে পুনরায় উঠানোর জন্যে দেয়া হবে দ্বিতীয় ফুঁক। এ বক্তব্যের সত্যতা প্রমাণের জন্যে সূরায়ে যুমারের ৬৮নং আয়াত উপস্থাপন করা হয়। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন ;

وَنُفِخَ فِى الصُّوْرِ فَصَعِقَ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِى الْاَرْضِ مَنْ شَاءَ اللّٰهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيْهِ اُخْرٰى فَاِذَاهُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُوْنَ-

অর্থাৎ এবং শিংগায় ফুঁৎকার দেয়া হবে। ফলে যাদেরকে আল্লাহ ইচ্ছা করেন তারা ব্যতীত আকাশ মন্ডলী ও পৃথিবীর সকলে মূর্ছিত হয়ে পড়বে। অতঃপর আবার শিংগায় ফুঁৎকার দেয়া হবে। তৎক্ষণাৎ এরা দন্ডায়মান হয়ে তাকাতে থাকবে।

উপরোক্ত বক্তব্যের সত্যতা প্রমাণের জন্যে রাসূল (সা) এর হাদীসও উপস্থাপন করা হয়। আব্দুল্লাহ ইবন 'আমার হতে বর্ণিত। যখন রাসূল (সা) কে صور সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হয়েছিল তখন তিনি বলেছিলেন, "এটা একটি শিংগা যেটাতে ফুৎকার দেয়া হবে।"

আবার কেউ কেউ বলেন, এখানে উল্লেখিত صور কথাটি صورة এর বহুবচন। যখন জীবকুলে তাদের রূহ ফুঁৎকার করা হবে তখন আমি তাদেরকে জীবিত করব। যেমন আরবগণ শহরের প্রাচীরকে বলেন سور অথচ এটা বহু বচন এবং এক বচনে হবে سورة প্রসিদ্ধ কবি জারীর বলেন, سُوْرُ الْمَدِيْنَةِ وَالْجِبَالُ الْخُشَّعُ

অর্থাৎ শহরের সীমানা প্রাচীর ও নীচু নীচু পাহাড়গুলোর আবরণ نفخ فى الصور ও বলেন আবার ونفخ الصور ও বলে থাকেন। অর্থাৎ কোন কোন সময় الصور শব্দও ব্যবহার করেন আবার কোন কোন সময় ব্যবহার করেন না نفخ الصور এর অনুকূলে প্রসিদ্ধ কবির একটি প্রসিদ্ধ কবিতা পাঠ করা হয়ে থাকে। কবি বলেন,

لولا ابن جعدة لم تفتح قهندزكم – ولاخراسان حتى ينفخ الصور

অর্থাৎ ইবন জা'দাহ যদি না থাকতেন কুহুনদুয নামক দুর্গটি জয় করা যেত না এবং খোরাসানও জয় করা যেত না যতক্ষণ না শিংগায় ফুৎকার দেয়া হয়।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, এ প্রসংগে আমাদের কাছে বিশুদ্ধ মতামত হচ্ছে নিম্নরূপ যা রাসূল (সা) হতে বর্ণিত বর্ণনাসমূহ থেকে অনুসৃত। যেমন রাসূল (সা) ইরশাদ করেছেন, নিশ্চয় ইশরাফীল (আ) শিংগা মুখে নিয়ে ললাট অনমিত করে দন্ডায়মান রয়েছেন, হুকুমের অপেক্ষা করছেন। যখনই হুকুম করা হবে তখনই তিনি তাতে ফুঁৎকার দেবেন। রাসূল (সা) এ কথাও বলেছেন صور একটি শিংগা তাতে ফুঁৎকার দেয়া হবে।

ইবন 'আব্বাস (রা) হতে উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি অত্র আয়াতাংশ يَوْمَ يُنْفَخُ فِى الصُّوْرِ عَلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, এটার অর্থ হচ্ছে নিশ্চয় দৃশ্য ও অদৃশ্য সম্বন্ধে যিনি পরিজ্ঞাত, তিনিই শিংগায় ফুঁক দেবেন। এ প্রসঙ্গে নিম্নবর্ণিত হাদীসটি প্রণিধানযোগ্য,

১৩৪৩২ নং হাদীস ঃ 'আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি অত্র আয়াতাংশ عَلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ। এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন এর অর্থ হচ্ছে নিশ্চয় দৃশ্য ও অদৃশ্যের যিনি পরিজ্ঞাত না তিনিই শিংগায় ফুৎকার দেবেন।

তাবারী (রা) বলেন, আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা) এর ব্যাখ্যানুযায়ী বাক্যাংশ عَلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ হচ্ছে পূর্ববর্তী বাক্যাংশ يَوْمَ يُنْفَخُ فِى الصُّوْرِ উল্লেখিত يـنـفـخ فـعـل এর فـاعـل বা কর্তা যা পূর্ববর্তী বাক্যাংশে উল্লেখ করা হয়নি। এ অবস্থায় বাক্যটির অর্থ হবে, যেদিন দৃশ্য ও অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা আল্লাহ তা'আলা শিংগায় ফুঁক দেবেন। যেমন আরবগণ বলে থাকেন اَكَلَ طَعَامَكَ عَبْدُ اللّٰهِ। অর্থাৎ 'আবদুল্লাহ তোমার খাবার খেয়ে নিয়েছে। এখানে বাক্যের প্রথমাংশ কর্তার উল্লেখ নেই। خـبـر বা فـعـل সম্বন্ধে অবগত হবার পর কর্তা সম্বন্ধে জানতে পেরেছে। কেননা কর্তা প্রথমতঃ উল্লেখ করা হয়নি। 'আবদুল্লাহ ইবন 'আব্বাস (রা) এর ব্যাখ্যাটি যদিও অগ্রহণীয় নয়, তবুও এর থেকে উত্তম ব্যাখ্যা হচ্ছে عَلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ বাক্যাংশকে الذى এর نـعـت বলে গণ্য করা হবে। الذى। কথাটি পূর্ববর্তী বাক্যাংশ وَهُوَ الَّذِى خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ এর মধ্যে উল্লেখ রয়েছে।

'আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা) থেকে এ সম্পর্কে অন্য একটি বর্ণনা রয়েছে। তিনি বলেছেন, এখানে نـفـخ فـى الـصـور এর অর্থ হচ্ছে, প্রথমবারে শিংগায় ফুৎকার দেয়া। এ প্রসঙ্গে নিম্নে বর্ণিত হাদীসটি প্রণিধানযোগ্য।

১৩৪৩৩. 'আবদুল্লাহ ইবন 'আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি অত্র আয়াতাংশ يَوْمَ يُنْفَخُ فِى الصُّوْرِ عَلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ। এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, এখানে উল্লেখিত- نُفِخَ فِى الصُّوْرِ। এর অর্থ হচ্ছে, 'প্রথমবার শিংগায় ফুঁক দেয়া। তিনি বলেন, তুমি কি শুননি আল্লাহ তা'আলা সূরা যুমারের ৬৮নং আয়াতে ইরশাদ করেছেন

وَنُفِخَ فِى الصُّوْرِ فَصَعِقَ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِى الْاَرْضِ مَنْ شَاءَ اللّٰهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيْهِ اُخْرٰى فَاِذَاهُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُوْنَ-

অত্র আয়াতে উল্লেখিত ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى এর মাধ্যমে দ্বিতীয় বার ফুঁৎকারের কথা বলা হয়েছে। ইমাম তাবারী (র) বলেন, عَلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ এর অর্থ হচ্ছে, হে মানব জাতি! তোমরা যা দেখতেছ এবং লক্ষ্য করতেছ, যা তোমাদের পঞ্চ ইন্দ্রিয় দ্বারা অনুধাবন করতে পারতছে না, তোমরা তা দেখতেছ না তিনি এসব কিছু সম্বন্ধে পরিজ্ঞাত। তিনি তার মাখলূককে অস্তিত্বহীনতা থেকে অস্তিত্বে আনয়ন এবং অস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বহীনতায় পরিণত করার ব্যাপারে যে সব বুদ্ধিমত্তা ও কর্মপন্থা প্রয়োগ করতে হয়, পুনরায় তাদেরকে মৃত্যুর পর সওয়াব কিংবা আমাদের প্রতিদান প্রদান করতে হয়; এ সকল ব্যাপারে তিনি প্রজ্ঞাময়। তাঁর মাখলূক ভাল মন্দ যা কিছু আমল বা অর্জন করছে আল্লাহ তা'আলা এসব সংরক্ষণ করে রাখেন, যাতে তিনি প্রত্যেককে তার কর্মফল প্রদান করতে পারেন। তিনি হুশিয়ার করে দিচ্ছেন, তোমরা যারা নিজ প্রতিপালকের সাথে অন্যকে সমকক্ষ স্বীকার করছ তারা আল্লাহ তা'আলার আযাব থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করো। কেননা তোমরা যা আমল করবে বা ছেড়ে দেবে তিনি এসব কিছু সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত। তিনি তোমাদেরকে তোমাদের আমল অনুযায়ী প্রতিদান দিতে প্রস্তুত রয়েছেন।

মহান আল্লাহর বাণী—

(٧٤) وَإِذْ قَالَ إِبْرٰهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً ۚ إِنِّي أَرٰكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلٰلٍ مُّبِينٍ ○

৭৪. স্মরণ কর, যখন ইব্রাহীম (আ) তাঁর পিতা আযরকে বলেছিলেন, আপনি কি মূর্তিকে ইলাহরূপে গ্রহণ করেন? আমি তো আপনাকে ও আপনার সম্প্রদায়কে স্পষ্ট ভ্রান্তিতে দেখতেছি।

ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম আবু জা'ফর তাবারী (র) বলেন, অত্র আয়াতাংশ وَإِذْ قَالَ إِبْرٰهِيمُ لِأَبِيهِ الخ এর মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবী মুহাম্মদ (সা) কে লক্ষ্য করে বলেন, হে মুহাম্মদ! (সা) আপনার সম্প্রদায় যারা আপনার সাথে বির্তক করে তাদের মা'বুদ সম্বন্ধে আপনার সাথে কলহ বিবাদ করে; আপনিও এ ব্যাপারে তাদের বিতর্কের প্রতিউত্তর দিন; তোমার যে সম্প্রদায় বিভ্রান্তিতে রয়েছে তাদের এ বিভ্রান্তি ও পথ ভ্রষ্টতার বিরুদ্ধে আপনি আমার নিকট হতে শিক্ষা প্রাপ্ত হয়ে তাদের প্রতি দলীল উপস্থাপন করুন, আপনি সুদৃঢ় ধর্মের উপর অবস্থান করছেন এবং প্রকৃতপক্ষে আপনে যে সত্যের উপর রয়েছেন, তার সত্যতা প্রমাণ করুন; তাদেরকে আমার বন্ধু ইবরাহীম (আ) এবং তার বিভ্রান্তিতে পতিত সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে উপস্থাপিত সাফল্যমণ্ডিত দলীল সম্বন্ধে অবহিত করুন; তাকে আরো অবহিত করুন—ইবৃরাহীম (আ) এর সম্প্রদায় দেব-দেবীর পূজা-অর্চনায় তথা বিভ্রান্তিতে নিক্ষিপ্ত অবস্থায় থাকাকালীন ইবৃরাহীম (আ) তাদের বিতর্কের প্রতিউত্তর দিয়েছিলেন; তিনি আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির প্রতি একাগ্র ছিলেন, দেব-দেবী ব্যতীত নিজ মা'বূদকে অভিভাবক ও সাহায্যকারী হিসেবে মনে করতেন, সুতরাং আপনি তাঁকে ইমাম হিসেবে গণ্য করুনও তাঁর অনুসরণ করুন এবং তাঁর চরিত্রকে নিজেরও আপনার সম্প্রদায়ের জন্যে আদর্শ হিসেবে বিবেচনা করুন। স্মরণ করুন যখন ইবৃরাহীম (সা) নিজ খালেক, মালেক ও ধর্মে বিশ্বাস স্থাপন করে দেব-দেবীর পূজা অর্চনা থেকে নিজেকে দূরে রেখে নিজ পিতাকে বলেছিলেন হে আযর!

পুনরায় ব্যাখ্যাকারীগণ আযর শব্দটির ব্যাখ্যা সম্বন্ধে মতবিরোধ করেন। আযর দ্বারা কাকে বুঝানো হয়েছে? আযর কে? এটা কি বিশেষ্য, না বিশেষণ? যদি বিশেষ্য হয়ে থাকে তাহলে তিনি কে?

কেউ কেউ বলেন, এটা তাঁর পিতার নাম।

যারা এমত পোষণ করেন ঃ

১৩৪৩৪. সুদ্দী (র) হতে বর্ণিত। তিনি অত্র আয়াতাংশ وَاِذْ قَالَ اِبْرٰهِيْمُ لِاَبِيْهِ اٰزَرَ-এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, অত্র আয়াতাংশে উল্লেখিত শব্দের অর্থ হচ্ছে, ইব্‌রাহীম (আ) এর পিতার নাম।

১৩৪৩৫. মুহাম্মদ ইবন ইসহাক (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আযর হচ্ছেন ইব্‌রাহীম (আ) এর পিতার নাম। আল্লাহ্ তা'আলা অধিক জ্ঞাত। আমাদের কাছে উল্লেখ করা হয়েছে, তিনি কুফার সিওয়াদ নামক গ্রামের কোসাই বংশের এক ব্যক্তি ছিলেন।

১৩৪৩৬. সায়ীদ ইবন 'আবদুল আজীজ (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইব্‌রাহীম (আ)-এর পিতার নাম আযর ও তারিহ্ যেমন ইয়াকূব ও ইসরাইল একই ব্যক্তির দুই নাম।

আবার কেউ কেউ বলেন, তিনি ইব্‌রাহীম (আ)-এর পিতা ছিলেন না।

যারা এমত পোষণ করেন ঃ

১৩৪৩৭. মুজাহিদ (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আযর, ইব্‌রাহীম (আ) এর পিতা ছিলেন না।

১৩৪৩৮. অন্য এক সনদে মুজাহিদ (র) হতে বর্ণিত। তিনি অত্র আয়াতাংশ وَاِذْ قَالَ اِبْرٰهِيْمُ لِاَبِيْهِ اٰزَرَ এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, আযর ইব্‌রাহীম (আ)-এর পিতার নাম ছিল না বরং এটা ছিল একটি মূর্তির নাম।

১৩৪৩৯. অন্য এক সনদে মুজাহিদ (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আযর একটি মূর্তির নাম।

১৩৪৪০. সুদ্দী (র) হতে বর্ণিত। তিনি অত্র আয়াতাংশ وَاِذْ قَالَ اِبْرٰهِيْمُ لِاَبِيْهِ اٰزَرَ এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, অত্র আয়াতাংশে উল্লেখিত আযর, ইব্‌রাহীম (আ)-এর পিতার নাম নয়, বরং তাঁর নাম ছিল তারিহ্ আর মূর্তির নাম আযর।"

তিনি বলেন, আয়াতাংশটি প্রকৃতি পক্ষে ছিল اَتَتَّخِذُ اَصْنَامًا اٰلِهَةً অর্থাৎ তুমি এক আযর তথা মূর্তিগুলোকে মা'বূদ হিসেবে গণ্য কর?

আবার কেউ কেউ বলেন, اٰزَرَ শব্দটি আরবদের ভাষায় একটি গালি ও রোষের বিষয়। আর এর অর্থ হচ্ছে কুটিল (معوج)। অর্থাৎ ইব্‌রাহীম (আ) তাঁর পিতাকে সত্য থেকে বিচ্যুত হওয়ার কারণে দোষারোপ করেছেন।

اٰزَرَ শব্দটির পঠনরীতিতে একাধিক মত রয়েছে। বিভিন্ন দেশের সাধারণ কিরা'আত বিশেষজ্ঞগণ ازر কে فتحه দিয়ে পাঠ করেন এবং বলেন, "অত্র আয়াতাংশ وَاِذْ قَالَ اِبْرٰهِيْمُ لِاَبِيْهِ اٰزَرَ এ উল্লেখিত اَب শব্দটির اعراب এর অনুকরণে ازر শব্দটিতে غير منصرف হওয়ার কারণে فتحه

দেয়া হয়েছে। ازر শব্দটি اعجمى ও علم বিধায় এটা غير منصرف হিসেবে গণ্য এবং كسره এর পরিবর্তে তাতে فتحه হয়েছে। কেননা غير منصرف শব্দটি كسره গ্রহণ করে না।

আবূ ইয়াযীদ আল-মাদীনী (র) ও হাসান বসরী (র) দুই জনই ازر শব্দটিকে منادى হিসেবে ر এ ضمه সহকারে পাঠ করেন। প্রকৃত পক্ষে শব্দটি ছিল يا ازر

সুদ্দী (র) এর মন্তব্য হচ্ছে আযর একটি মূর্তির নাম এবং এটিকে এখানে فتحه সহকারে পাঠ করা হয়েছে। কারণ আয়াতাংশটি প্রকৃতপক্ষে ছিল اَتَتَّخِذُ اَصْنَامًا اٰلِهَةً আরবী ব্যাকরণে তা শুদ্ধ নয়, কেননা আরবগণ حرف استفهام এর পর فعل থাকলে সেই فعل এর সাথে اسم আসলে তাতে فتحه দিয়ে পাঠ করে না। তারা বলে না اخاك اكلمت যখন তারা বুঝতে চায় اخاك اكلمت। অর্থাৎ তুমি কি তোমার ভাইয়ের সাথে কথা বলেছিলে?

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, আমার মতে এখানে শুদ্ধ কিরা'আত হল اَب শব্দটির অনু-করণ করে ازر শব্দটির ر তে فتحه দিয়ে পাঠ করা। আর তা غير منصرف হওয়ার কারণে كسره এর স্থলে فتحه গ্রহণ করেছে। কেননা এটি اسم عجمى। আমাদের এই কিরা'আতটিকে গ্রহণ করার কারণ হল এ কিরা'আত সম্পর্কে 'উলামায়ে কিরামের اجماع। সংঘটিত হয়েছে।

এই কিরা'আতটি শুদ্ধ প্রমাণিত হবার এবং حرف استفهام এর পর فعل থাকলে এবং সেই فعل এর সাথে اسم কে فتحه দেয়া বৈধ না হবার দুইটি কারণের যে কোন একটি কারণের জন্যেই ازر শব্দটিকে فتحه দিয়ে পাঠ করা বৈধ হয়ে থাকবে। প্রথমটি হচ্ছে ازر শব্দটি ইব্‌রাহীম (আ)-এর পিতার নাম। তাহলে اَب শব্দটির অনুকরণে এতে كسرة হবে। কিন্তু عجمه وعلم হবার কারণে غير منصرف হিসেবে গণ্য বিধায় তাকে فتحة দিয়ে পাঠ করা হয়ে থাকে। আরবগণ عجمه وعلم কে غير منصرف হিসেবে গণ্য করে থাকেন। দ্বিতীয়টি হচ্ছে ازر শব্দটি اب শব্দটির نعت হবে। তাহলে ও এটিতে كسره দিতে হবে। কেননা এতে لام এর عمل বর্তাবে। কিন্তু যেহেতু এটি احمر ও اسود এর ন্যায় وصف ও وزن فعل হয়েছে সেহেতু এটিতে فتحه দিয়ে পড়তে হবে। অর্থাৎ এটা অনুরূপ অন্যগুলোর ন্যায় غير منصرف হিসেবে গণ্য হবে। বাক্যাংশটির এখন অর্থ দাঁড়াবে

وَاِذْ قَالَ اِبْرٰهِيْمُ لِاَبِيْهِ الزَّائغ اَتَتَّخِذُ اَصْنَامًا اٰلِهَةً

অর্থাৎ ইব্‌রাহীম (আ) তাঁর বিভ্রান্তিতে পতিত পিতাকে বললেন, আপনি কি মূর্তিগুলোকে মা'বুদ হিসেবে গণ্য করেন?

উপরোক্ত দুইটি কারণ প্রমাণিত হবার পর আমরা বলতে পারি যে, উপরোক্ত দুইটি মন্তব্যের মধ্যে ঐ বক্তব্যটিই অধিক শুদ্ধ, যাতে বলা হয়েছে ازر শব্দটি দ্বারা ابراهيم (আ) এর পিতাকে বুঝানো

হয়েছে। কেননা আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং খবর দিয়েছেন যে, তিনিই তার পিতা। এ অভিমতটি ব্যাখ্যা শাস্ত্রবিদদের কাছে অত্যধিক সংরক্ষিত গ্রহণযোগ্য। পক্ষান্তরে অন্য অভিমতটি অত বেশী গ্রহণযোগ্য নয়। যেখানে বলা হয়েছে যে, آزر শব্দটি أَب এর نعت হিসেবে গণ্য।

যদি কোন ব্যক্তি প্রশ্ন করেন যে, বংশক্রম শাস্ত্রবিদগণ ইব্রাহীম (আ) কে তারিহ এর বংশধর বলে পরিচিতি পেশ করে থাকেন, তাহলে কেমন করে ইব্রাহীম (আ) এর পিতার নাম আযর হতে পারে? অথচ প্রসিদ্ধ হল যে, তার নাম তারিহ।

উত্তরে বলা যায় যে, একজনের দুই নাম হতে পারে; এটা অসম্ভবের কিছুই নয়। আমাদের বর্তমান যুগেও অনেকেরই দুই নাম রয়েছে। অনুরূপ আমাদের পূর্বেও তাদের যুগে অনেকেরই দুই নাম ছিল। অধিকন্তু এটা তার উপাধি ছিল, যা দ্বারা তিনি ভূষিত ছিলেন।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, অত্র আয়াতাংশ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ এর মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন যে, ইব্রাহীম (আ) তাঁর পিতা আযরকে বলেছিলেন, আপনি এক মূর্তিকে ইলাহরূপে গ্রহণ করেন? অন্য কথায় যে আল্লাহ তা'আলা আপনাকে সৃষ্টি করেছেন, সুবিন্যস্ত করেছেন এবং আপনার উপজীবিকার ব্যবস্থা করেছেন সেই আল্লাহ ব্যতীত আপনি কি মুর্তিসমূহকে প্রতিপালক হিসেবে গ্রহণ করেছেন ও মা'বূদ হিসেবে গ্রহণ করে নিয়েছেন?

অত্র আয়াতাংশ উল্লেখিত اصنام কথাটি صنم এর বহুবচন আর صنم হল একবচন। পাথর, লাকড়ী কিংবা অন্যান্য বস্তুদ্বারা তৈরী মানুষ আকৃতি দেব-দেবী। এটাকে আরবী ভাষায় وثن বলা হয়। কোন কোন সময় দেয়াল কিংবা অন্য কোথায়ও মানুষাকৃতির ছবি অংকনকেও صنم এবং وثن বলা হয়ে থাকে।

ইব্রাহীম (আ) বলেছেন, হে আযর! আপনাকে এবং আপনার সম্প্রদায়কে যারা আপনার সাথে মূর্তি-পূজা করে ও মূর্তিগুলিকে প্রতিপালক মনে করে, আমি সত্য থেকে বিচ্যুত ও সঠিক পথ থেকে ভ্রষ্ট দেখতে পাচ্ছি। এখানে স্পষ্ট ভ্রান্তি বলা হয়েছে কেননা যে ব্যক্তি লক্ষ্য করবে তার কাছেই এটা স্পষ্ট হয়ে উঠবে যে, এটা সঠিক পথের সীমালংঘন এবং সুদৃঢ় পথ থেকে পদস্খলন। অন্য কথায় তিনি এবং তাঁর সম্প্রদায়ের লোকেরা আল্লাহর তাওহীদ ও ইবাদত থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়েছে অথচ আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে নিজেদের নির্মিত ও নিজেদের কাছে সংরক্ষিত দেব-দেবী ও মূর্তির পূজা অর্চনা ছেড়ে দিয়ে আল্লাহ তা'আলার ইবাদতে একনিষ্ঠ হবার জন্যে নির্দেশ জারী করেছেন।

মহান আল্লাহর বাণী—

(٧٥) وَكَذٰلِكَ نُرِيٓ اِبْرٰهِيْمَ مَلَكُوْتَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلِيَكُوْنَ مِنَ الْمُوْقِنِيْنَ ○

৭৫. এইভাবে ইব্রাহীম (আ) কে আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর পরিচালনা ব্যবস্থা দেখাই আর যাতে সে নিশ্চিত বিশ্বাসীদের অন্তর্ভুক্ত হয়।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, অত্র আয়াতাংশে উল্লেখিত كَذٰلِكَ এর অর্থ হচ্ছে যেমনভাবে আমি তাঁকে তাঁর ধর্মে অন্তর্দৃষ্টি দান করেছিলাম এবং তার বিরুদ্ধে কাফিররা যে পথ ভ্রষ্টতায় রয়েছে তার যথার্থতা নিরূপনের শক্তি প্রদান করেছিলাম, তেমনিভাবে তাকে আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর রাজত্ব বা পরিচালনা ব্যবস্থা দেখাই। مَلَكُوْتَ এর মধ্যে تاء কে অতিরিক্ত লেখা হয়েছে। কেননা তার মূল অক্ষর হচ্ছে مُلك যেমন جبروت এর মধ্যে ت কে অতিরিক্ত নেয়া হয়েছে جبروت এর মূল অক্ষর جبر আরো বলা হয়েছে رهبوت خير رموت অর্থাৎ رَهْبَةٌ خَيْرٌ مِّنْ رَّحْمَةٍ অন্য কথায় "বন্ধু বান্ধব এর কাছে দয়ার পাত্র হবার চেয়ে দুষমনের কাছে ভীতিপ্রদ হওয়া উত্তম।"

আরবদেরকে এরূপ বলতেও শুনা গেছে له ملكوت اليمن والعراق অর্থাৎ "তার ইয়ামান ও ইরাকের শাসন ক্ষমতা রয়েছে।" পুনরায় ব্যাখ্যা শাস্ত্রবিদগণ আয়াতাংশ نُرِى اِبْرٰهِيْمَ مَلَكُوْتَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ এর ব্যাখ্যা নিয়ে একাধিক মত পোষণ করেন। কেউ কেউ বলেন, "এর অর্থ نريه خلق السموت والارض অর্থাৎ আমি তাকে আকাশ মন্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টি রহস্য দেখাই।

যারা এমত পোষণ করেন ঃ

১৩৪৪১. 'আবদুল্লাহ ইবন 'আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি অত্র আয়াতাংশ نُرِىْ اِبْرٰهِيْمَ مَلَكُوْتَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ এর ব্যাক্যা প্রসঙ্গে বলেন, এর অর্থ হচ্ছে خلق السَّموتِ وَالاَرض অর্থাৎ আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টি রহস্য।

১৩৪৪২. কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি অত্র আয়াতাংশ وَكَذٰلِكَ نُرِىْ اِبْرٰهِيْمَ مَلَكُوْتَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, এর অর্থ হচ্ছে আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টি রহস্য দেখাই।

১৩৪৪৩. অন্য এক সনদে 'আবদুল্লাহ ইবন 'আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি আলোচ্য আয়াতাংশের তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, এর অর্থ হচ্ছে خلق السموت والارض অর্থাৎ আকাশমন্ডলী ও পৃথিবরি সৃষ্টির রহস্য।

আবার কেউ কেউ বলেন, ملكوت এর অর্থ হচ্ছে الملك অর্থাৎ রাজত্ব। মূল অক্ষরের পথে تاء অতিরিক্ত বর্ধিত করা হয়েছে।

যারা এ মত পোষণ করেন ঃ

১৩৪৪৪. 'ইকরামা (র) হতে বর্ণিত। তাঁকে এক ব্যক্তি আলোচ্য আয়াতাংশের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে প্রশ্ন করেন। তিনি উত্তরে বলেন, ملكوت এর অর্থ হচ্ছে الملك তবে নাবাতী ভাষায় এটাকে বলা হয় ملكوتا

১৩৪৪৫. অন্য এক সনদে 'ইকরামা (র) হতে বর্ণিত। তিনি অত্র আয়াতাংশে উল্লেখিত ملكوت এর সম্বন্ধে বলেন, নাবাতী ভাষায় এটা হচ্ছে ملكوتا

আবার কেউ কেউ বলেন, এর অর্থ হচ্ছে আকাশমন্ডলী ওপৃথিবীর নিদর্শন সমূহ।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১৩৪৪৬. মুজাহিদ (র) হতে বর্ণিত। তিনি আলোচ্য আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন, এখানে উল্লেখিত ملكوت السموت والارض এর অর্থ হচ্ছে ايات السموت والارض। অর্থাৎ আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর নিদর্শনসমূহ।

১৩৪৪৭. অন্য এক সনদে মুজাহিদ (র) হতে বর্ণিত। তিনি আলোচ্য আয়াতাংশের তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, ملكوتُ এর অর্থ ايات। বা নিদর্শনসমূহ।

১৩৪৪৮. অন্য এক সনদে মুজাহিদ (র) হতে বর্ণিত। তিনি আলোচ্য আয়াতাংশের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন, এর ইব্‌রাহীম (আ)-এর জন্যে সপ্ত আকাশ এমনকি আল্লাহ তা'আলার 'আরশ পর্যন্ত যখন খুলে গেল, তখন তিনি এসবের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন। তাঁর জন্যে সপ্ত পৃথিবীও খুলে গেল তখন তিনি এদের প্রতিও দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন।

১৩৪৪৯. সুদ্দী (র) হতে বর্ণিত। তিনি আলোচ্য আয়াতাংশের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন, তাকে ইব্‌রাহীম আর একটি পাথরের উপর যখন দাঁড় করানো হল এবং তাঁর জন্যে আকাশমন্ডলী খুলে দেয়া হল। তখন তিনি এগুলোর মধ্যে আল্লাহ তা'আলার রাজত্ব লক্ষ্য করেন এমনকি জান্নাতে সুরক্ষিত তাঁর স্থানটিও দেখে নেন। অন্যদিকে পৃথিবী তাঁর কাছে খুলে দেয়া হল। তিনি পৃথিবীর সর্ব নিম্নভাগটি পর্যন্ত পর্যবেক্ষণ করেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা সূরা 'আনকাবূতের ২৭নং আয়াতে ইরশাদ করেন; وَاٰتَيْنَاهُ اَجْرَهُ فِى الدُّنْيَا। অর্থাৎ আমি তাকে দুনিয়ায় পুরস্কৃত করেছিলাম। অন্য কথায় আমি তাঁকে জান্নাতের মর্যাদা প্রদান করেছিলাম। اجر। শব্দটির অর্থ আবার কেউ কেউ উত্তম প্রশংসা বলেও উল্লেখ করেছেন।

১৩৪৫০. মুজাহিদ (র) হতে বর্ণিত। তিনি আলোচ্য আয়াতাংশের তাফসীর প্রসংগে বলেন, অর্থ হচ্ছে, তাঁর জন্যে যখন আকাশসমূহ খুলে দেয়া হয়েছিল, তখন তিনি আকাশসমূহের মধ্যে যা কিছু রয়েছে সেই সবের দিকে লক্ষ্য করলেন। এমনকি তিনি আল্লাহ তা'আলার সিংহাসন পর্যন্ত দেখতে লাগলেন। তার জন্যে সপ্ত যমীনও খুলে দেয়া হয়েছিল। তখন তিনি এগুলোর মধ্যে যা কিছু রয়েছে তার দিকে দৃষ্টি করলেন।

১৩৪৫১. সাঈদ ইব্‌ন জুবাইর (র) হতে বর্ণিত। তিনি আলোচ্য আয়াতাংশের তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, 'আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর চামড়া পর্দাসমূহ তাঁর জন্যে খুলে দেয়া হয়েছিল। এগুলোর প্রতি তিনি লক্ষ্য করে একটি পাথর দেখতে পেলেন। পাথরটি একটি মাছের উপর অবস্থিত। আর মাছটি আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের আংটি লা-ইলাহ ইল্লাল্লাহু কালেমার উপর প্রতিষ্ঠিত।

১৩৪৫২. সালমান (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, "যখন ইব্‌রাহীম (আ) আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর পরিচালনা ব্যবস্থার প্রতি দৃষ্টি করলেন তখন তিনি একজন বান্দাকে একজন ব্যভিচারিণীর সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত দেখলেন ও তার প্রতি অভিশাপ দিলেন। তারপর বান্দাটি ধ্বংস হয়ে গেল। পুনরায় তিনি অন্য

একজনকে অনুরূপ ব্যভিচারে লিপ্ত দেখলেন ও তার প্রতি বদ দু'আ করলেন। তারপর এ বান্দাটি ধ্বংস হয়ে গেল। পুনরায় তিনি অন্য একজনকেও অনুরূপ ব্যভিচারের লিপ্ত দেখতে পেলেন ও তার প্রতি বদ দু'আ করলেন। তারপর এ বান্দাটিও ধ্বংস হয়ে গেল। তখন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, আমার এ বান্দাটিকে (ইব্রাহীম-আ) অবতরণ করিয়ে নীচে নিয়ে এসো। সে যেন আমার অন্যান্য বান্দাদের আর ধ্বংস না করে।

১৩৪৫৩. আ'তা (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন আল্লাহ তা'আলা ইব্রাহীম (আ) কে আকাশ মন্ডলীর পরিচালনা ব্যবস্থা দেখানোর জন্যে উর্ধ্বেগমন করালেন তখন তিনি নিম্নে লক্ষ্য করলেন এবং একজন বান্দাকে তিনি ব্যভিচারে লিপ্ত দেখলেন। তখন তিনি তার প্রতি বদ দু'আ করলেন ও সে ধ্বংস হয়ে গেল। পুনরায় তাকে উর্ধে গমন করানো হল। তখন তিনি নিম্নে। লক্ষ্য করলেন ও একজন বান্দাকে তিনি ব্যভিচারে লিপ্ত দেখলেন। তিনি তাকে অভিশাপ দিলেন। এতে ধ্বংস হয়ে গেল। পুনরায় তাঁকে উর্ধে গমন করানো হল। তিনি তাঁর নিম্নে লক্ষ্য করলেন ও অন্য এক বান্দাকে তিনি ব্যভিচারে লিপ্ত দেখলেন। তিনি তার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে তাকে অভিশাপ দিলেন। তখন দৈব আওয়ায আসল হে ইব্রাহীম! তুমি যান; তুমি আর অভিশাপ দিও না। কেননা তুমি আমার এমন বান্দা যার দু'আ মকবূল বা গ্রহণীয়। আমি আমার বান্দার ব্যাপারে তিন ধরনের ব্যবস্থা নিয়ে থাকি। যদি সে আমার নিকট তওবা করে আমি তার তওবা কবূল করি। যদি সে তওবা না করে তাহলে আমি হয়ত তার থেকে পবিত্র বংশধর সৃষ্টি করি। কিংবা তাকে তার অবস্থায় থাকতে দেই, তারপর আমি তার হিসেব গ্রহণে প্রস্তুত থাকি।

১৩৪৫৪. উসামা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, "একদা ইব্রাহীম (আ) মনে মনে বললেন যে, তিনি সৃষ্টিকূলের মধ্যে অধিক মেহেরবান। তখন আল্লাহ তা'আলা তাকে উর্ধে পরিভ্রমণ করালেন। তিনি পৃথিবীর বাসিন্দাদের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন এবং তাদের কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণ করেন। তিনি যখন তাদেরকে পাপের কাজ করতে দেখলেন, বললেন, "হে আল্লাহ! তাদেরকে ধ্বংস করে দাও। তার প্রতিপালক তাকে বললেন, আমি আমার বান্দাদের প্রতি তোমার চেয়ে অধিক দয়াবান, তুমি নেমে যাও। অতঃপর তারা আমার কাছে তওবা করবে এবং আমার প্রতি ফিরে আসবে।

আবার কেউ কেউ বলেন, مـلـكـوت এর অর্থ হচ্ছে যা কিছু আল্লাহ তা'আলা তাকে তারকা, চন্দ্র ও সূর্য ইত্যাদি অবলোকন করিয়েছেন। এর মাধ্যমে এ সম্পর্কে সংবাদ পরিবেশন করা হয়েছে।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

১৩৪৫৫. আদ দাহাক (র) হতে বর্ণিত। তিনি অত্র আয়াত وَكَذٰلِكَ نُرِىٓ اِبْرٰهِيْمَ مَلَكُوْتَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ। এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, مـلـكـوت এর অর্থ হচ্ছে, সূর্য, চন্দ্র ও তারকারাজি।

১৩৪৫৬. মুজাহিদ (র) হতে বর্ণিত। তিনি অত্র আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, مـلـكـوت এর অর্থ হচ্ছে সূর্য ও চন্দ্র।

১৩৪৫৭. ইবন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি অত্র আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, مَلَكُوْتَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ। এর অর্থ হচ্ছে সূর্য, চন্দ্র ও তারকারজি।

১৩৪৫৮. কাতাদাহ (র) মতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইব্‌রাহীম (আ) কে অত্যাচারীদের এক অত্যাচারী থেকে গোপন রাখা হয়েছিল এবং তাঁর আঙ্গুলীগুলোর মধ্যে তাঁর খাদ্য খাবারের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। যখন তিনি তাঁর অংগুলীগুলি থেকে কোন একটি অঙ্গুলী চুষতেন তখন তিনি তার মধ্যে খাদ্য পেতেন। একদিন যখন তিনি গোপন স্থান থেকে বের হলেন তখন তিনি আকাশ মন্ডলী ও পৃথিবীর ملكوت দেখতে পেলেন। ملكوت السموات এর মধ্যে সূর্য, চন্দ্র ও তারকারাজি অন্তর্ভুক্ত এবং ملكوت الارض এর মধ্যে পাহাড়, গাছ ও সাগরাদি অন্তর্ভুক্ত।

১৩৪৫৯. অন্য এক সনদে কাতাদাহ (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদের জন্যে উল্লেখ করা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলার নবী ইব্‌রাহীম (আ) কে কোন এক ধনাঢ্য অত্যাচারী হতে গোপন রাখা হয়েছিল এবং তাকে একটি গর্তের মধ্যে রাখা হয়েছিল। তাঁর আঙ্গুলীর মধ্যে তার খাবারের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। অতঃপর তিনি যখন তার কোন একটি আঙ্গুলী চুষতেন তার মধ্যে নিজের খাবার পেতেন। তিনি যখন গর্ত থেকে বের হলেন তাঁকে আল্লাহ তা'আলা আকাশমন্ডলীর ملكوت দেখালেন; সূর্য, চন্দ্র, তারকারাজি, মেঘমালা ও মহা সৃষ্টিকুল দেখালেন। অতঃপর পৃথিবীর ملكوت ও দেখালেন; পাহাড়, সাগর, নদী-নালা, গাছ-পালা এবং সর্বপ্রকার জানোয়ার ও মহাসৃষ্টিকুল দেখালেন।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, এর ব্যাখ্যায় শুদ্ধতার দিক্ দিয়ে উত্তম অভিমত হচ্ছে ঐ ব্যক্তির কথা, যিনি বলেছেন যে, আল্লাহ ত'আলা অত্র আয়াত وَكَذٰلِكَ نُرِىْ اِبْرٰهِيْمَ مَلَكُوْتَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ। এর মাধ্যমে ঘোষণা করেছেন যে, তিনি তাকে আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর রাজত্ব দেখালেন। আর তা হচ্ছে তিনি যা কিছু এর মধ্যে সৃষ্টি করেছেন যথাসূর্য, চন্দ্র, তারকারাজি, গাছপালা, জীব-জন্তু ইত্যাদি যাবতীয় বাহিক্য ও অভ্যন্তরিণ দিকসমূহ তার কাছে সুস্পষ্টভাবে উন্মুক্ত করে দিলেন। ملكوت শব্দটির অর্থ নিয়ে পূর্বে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে, যার পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন।

অত্র আয়াতে উল্লেখিত আয়াতাংশ وَلِيَكُوْنَ مِنَ الْمُوْقِنِيْنَ এর মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, আল্লাহ তা'আলা তাকে আকাশ মন্ডলী ও পৃথিবীর পরিচালনা ব্যবস্থা অবগত করালেন, যাতে তিনি আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদকে স্বীকার করেন এবং তাকে যে বস্তুর প্রতি হিদায়াত করা হয়েছে ও তাকে দেখানো হয়েছে তার প্রকৃত রহস্য তিনি জানতে ও বুঝতে পারেন।

যেমন আল্লাহ তা'আলা একত্ববাদ ও তার সম্প্রদায়ের পথ ভ্রষ্টতা, তাদের দেব-দেবীর পূজা ও আল্লাহ ব্যতীত এসব দেব-দেবীকে উপাস্য বলে মেনে নেয়া ইত্যাদি।

উপরোক্ত আয়াতাংশের তাফসীর প্রসঙ্গে আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা)-এর উক্তি প্রণিধানযোগ্য। তা হলো ঃ

১৩৪৬০. আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি অত্র আয়াতাংশ وَلِيَكُوْنَ مِنَ الْمُوْقِنِيْنَ। এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, আল্লাহ তা'আলা ইব্‌রাহীম (আ)-এর জন্যে প্রতি বস্তুর

বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিণ দিকগুলো খুলে দিয়েছিলেন। ফলে সৃষ্টিকুলের সমুদয় কর্মকলাপের মধ্যে কিছুই তাঁর নিকট গোপন থাকেনি। তারপর যখন তিনি পাখীদেরকে অভিশাপ দিতে লাগলেন তখন আল্লাহ তা'আলা বললেন, তুমি এটা সহ্য করার ক্ষমতা রাখ না। এরপর তিনি পূর্বে যে অবস্থায় ছিলেন, সেই অবস্থায় তাকে আল্লাহ তা'আলা বহাল রাখলেন।

উপরোক্ত অভিমত অনুযায়ী অত্র আয়াতের ব্যাখ্যা হচ্ছে, আমি তাঁকে আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর পরিচালনা ব্যবস্থা দেখালাম, যাতে তিনি এমন ব্যক্তি রূপে গণ্য হতে পারেন, যিনি প্রতিটি বস্তু সম্বন্ধে সংবাদমূলক নয় বরং অনুভূতিমূলক নিশ্চিত বিশ্বাস স্থাপন করতে পারেন। এই প্রসংগে নিম্নে বর্ণিত হাদীসটি প্রণিধান যোগ্য।

১৩৪৬১. আবদুর রহমান ইবন 'আয়িশ-আল হাদরামী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা) একদিন আমাদেরকে ফজরের সালাত পড়ালেন। সালামান্তে কোন এক ব্যক্তি 'আরয করলেনঃ আজকের ফজরের ন্যায় কোন দিন আপনার চেহারা এত উজ্জ্বল আমি দেখিনি। রাসূল (সা) ইরশাদ করেন, আমার অত্যধিক সন্তুষ্ট না হবার কি কারণ থাকতে পারে, অথচ আমার প্রতিপালক আমার কাছে অতি উত্তম আকারে প্রকাশিত হয়েছেন। আমার প্রতিপালক আমাকে প্রশ্ন করলেন, হে মুহাম্মদ! তুমি কি জান যে, আল্লাহ তা'আলার অতি নিকটবর্তী ফিরিশতাগণ কি নিয়ে পর্যালোচনা করতেছে?

তখন আমি বললাম, হে আমার প্রতিপালক! আপনিই অধিক জানেন। তারপর আমার প্রতিপালক আমার বাহুতে তার কুদরতী হস্ত মুবারক স্থাপন করলেন, এতে আমি তার হাতের সিক্ততা আমার বুকে অনুভব করলাম। এরপর আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর মধ্যে যা কিছু রয়েছে, আমি সব কিছু সম্বন্ধে অবহিত হলাম। তারপর রাসূল (সা) নিম্নোক্ত আয়াত তিলাওয়াত করেন ঃ

وَكَذٰلِكَ نُرِى اِبْرٰهِيْمَ مَلَكُوتَ السَّمٰوٰتِ وَالاَرْضِ وَلِيَكُوْنَ مِنَ الْمُوْقِنِيْنَ

মহান আল্লাহর বাণী—

(٧٦) فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ الَّيْلُ رَاٰ كَوْكَبًا ۚ قَالَ هٰذَا رَبِّيْ ۚ فَلَمَّآ اَفَلَ قَالَ لَآ اُحِبُّ الْاٰفِلِيْنَ ○

৭৬. তারপর রাতের অন্ধকার যখন তাকে আচ্ছন্ন করল তখন সে নক্ষত্র দেখে বলল, এটাই আমার প্রতিপালক। এরপর যখন তা অস্তমিত হল তখন সে বলল, যা অস্তমিত হয়, তা আমি পসন্দ করি না।

ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, অত্র আয়াতে উল্লেখিত আয়াতাংশ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ الَّيْلُ। এর অর্থ যখন তাকে আচ্ছন্ন করে দিল। এই অর্থ বুঝাবার জন্যে আরবগণ বলে থাকেন ঃ

جَنَّ عَلَيْهِ الَّيْلُ - جَنَّهُ اللَيْلُ اَجَنَّهُ - اَجَنَّ عَلَيْهِ

جَنَّ শব্দটির সাথে عَلى অব্যয়টি আনয়ন না করলে كلام টি الف। সহকারে আনলে তা হবে উত্তম। সুতরাং اجنه الليل বাক্যটি اجن عليه বাক্য হতে অধিক শুদ্ধ এবং جن عليه الليل বাক্যটি جَنَّهُ বাক্য হতে অধিক শুদ্ধ। তবে উপরোক্ত চার রকমের বাক্যই আরবদের কাছে প্রচলিত ও গ্রহনীয়। পুনরায় جنه الليل বাক্যটি بنواسد এর কাছে অধিক প্রচলিত। وَاَجَنَّهُ اَوْجَنَّهُ বাক্যটি بنو تميم এর মাঝে অধিক প্রচলিত। جَنَّ عليه থেকে مصدر হবে جَنًّا و جُنُونًا و আর اَجَنَّ থেকে مصدر হবে اجنانا বলা হয়ে থাকে اتى فلان فى جن الليل এর থেকেই جن জাতিকে جن বলা হয়। কেননা তারা বনূ আদমের চোখ থেকে গোপন থাকে। বনূ আদম তাদেরকে দেখতে পায় না। আর جن বলা হয় ঐ সব বস্তুকে যা মানুষের দৃষ্টির আড়ালে থাকে। এরূপ বস্তুর ক্ষেত্রে আরবগণ বলে থাকে ঃ قدجن প্রসিদ্ধ কবি আল-বারীকুল হাযালীর একটি কবিতা এই প্রসঙ্গে উপস্থাপন করা যায় ঃ

وَمَاءٍ وَرَدْتُ قُبَيْلَ الْكَرى + وَقَد جَنَّهُ السَّدَفُ الاَدْهَمُ

অর্থাৎ ঘুমের প্রাক্কালে আমি পানির স্থলে পৌঁছলাম অথচ এটাকে কালো অন্ধকার ঢেকে রেখেছে।

আরো একজন প্রসিদ্ধ কবি 'ওবাইদ বলেন,

وَخَرق تَصِيحُ الْبُومُ فِيهِ مَعَ الصَّدَى + مَخُوف اِذَا مَا جَنَّهُ الَّليلُ مَرهُوب

অর্থাৎ এমন সব ভীতিপ্রদ প্রশস্ত ও নির্জন মাঠ রয়েছে, যার মধ্যে রাতের অন্ধকারে পেচা-পেচি ডাকা ডাকি করছে।

যখন মৃত ব্যক্তিকে কবরে রাখা হয় তখন বলা হয় اَجَنَنْتَ الْمَيِّتَ وَجَنَنْتَهُ অনুরূপ ভাবে রাত কাউকে ঢেকে নিলে বলা হয় جنون الليل এজন্যই ঢালককে বলা হয় مِجَنّ কেননা যে নিজকে ঢাকতে বা রক্ষা করতে চায় তাকে ঢাল ঢেকে রাখে কিংবা রক্ষা করে।

অত্র আয়াতে উল্লেখিত رَأى كَوكَبًا এর অর্থ হচ্ছে যখন নক্ষত্র উদয় হল তখন তিনি অবলোকন করেন এবং বলেন, এটাই আমার প্রতিপালক। এ প্রসংগে নিম্নে বর্ণিত হাদীস প্রণিধানযোগ্যঃ

১৩৪৬২. আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি অত্র আয়াত وَكَذٰلِكَ نُرِى اِبرٰهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمٰوٰتِ وَالاَرضِ وَلِيَكُوْنَ مِنَ الْمُوْقِنِيْنَ-এর তাফসীর প্রসংগে বলেন, অত্র আয়াতে উল্লেখিত مَلَكُوت-এর অর্থ হচ্ছে সূর্য, চন্দ্র ও নক্ষত্র। তারপর রাতের অন্ধকার যখন তাকে আচ্ছন্ন করল তখন সে নক্ষত দেখে বলল, এটাই আমার প্রতিপালক। এরপর উপাসনা করে যতক্ষণ না তা অস্তমিত হয়ে যায়। যখন তা অস্তমিত হয়ে গেল তখন সে বলল, যা অস্তমিত হয় তা আমি (ইলাহরূপে) পসন্দ করি না। এরপর যখন সে চন্দ্রকে সমুজ্জ্বল রূপে উদিত হতে দেখল তখন সে বলল, এটা আমার প্রতিপালক। এরপর সে এর উপাসনা করতে থাকে যতক্ষণ না তা অস্তমিত হয়ে যায়। যখন তা অস্তমিত হয়ে গেল তখন সে বলল, আমাকে আমার প্রতিপালক সৎপথ প্রদর্শন না করলে আমি অবশ্যই পথভ্রষ্ট সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হব। তারপর যখন সে সূর্যকে দীপ্তিমানরূপে উদিত হতে দেখল তখন সে বলল, এটা

আমার প্রতিপালক, এটা সর্ববৃহৎ। এটার সে উপাসনা করতে থাকে যতক্ষণ না তা অস্তমিত হয়ে যায়। যখন তাও অস্তমিত হল তখন সে বলল, 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা যাকে আল্লাহ তা'আলার শরীক কর, তার সাথে আমার সংশ্রব নেই।

১৩৪৬৩. কাতাদাহ (র) হতে বর্ণিত। তিনি আলোচ্য আয়াত এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, ইব্রাহীম (আ) অনুধাবন করলেন যে, তাঁর প্রতিপালক স্থায়ী, ক্ষণস্থায়ী নয়। তারপরতিনি আয়াতখানি তিলাওয়াত ক'রে هٰذَا رَبِّىْ هٰذَا اَكْبَرُ পর্যন্ত পৌঁছলেন, অর্থাৎ তিনি পূর্বেকার দুইটি সৃষ্টি থেকে অধিক বড় ও উজ্জ্বল সৃষ্টি অবলোকন করেন।

ইব্রাহীমের (আ) উপরোক্ত মন্তব্যের কারণ নিম্নে বর্ণিত হাদীসে রয়েছে।

১৩৪৬৪. মুহাম্মদ ইবন ইসহাক (র) হতে বর্ণিত। প্রকৃত ঘটনা আল্লাহ তা'আলা অধিক ভাল জানেন। তবে তিনি আমাদের কাছে বর্ণনা রেখেছেন যে, কুফার আশে-পাশের কোন এক গ্রামের কাওস বংশের আযর নামে একজন লোক ছিলেন। তখনকার দিনে প্রাচ্যের বাদশাহ ছিলেন নমরুদ। যখন আল্লাহ তা'আলা ইব্রাহীম (আ)-কে তাঁর সম্প্রদায়ের কাছে একত্ত্ববাদের দলীল এবং নিজ বান্দাদের কাছে রাসূল হিসেবে প্রেরণ করার মনস্থ করলেন। নূহ (আ) ও ইব্রাহীম (আ) এর মধ্যবর্তী সময়ে শুধুমাত্র হুদ (আ) এর প্রেরণের সময়কাল ঘনিয়ে আসল। জ্যোতিষীরা নমরূদ বাদশাহর কাছে এসে তাঁকে বলল, তুমি জেনে রেখো, আমরা আমাদের জ্ঞানের মাধ্যমে জানতে পেরেছি যে, তোমার এই এলাকায় একটি ছেলে জন্ম নেবে, যার নাম হবে ইব্রাহীম। সে তোমাদের ধর্ম থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়বে। আর তোমাদের মূর্তিগুলোকে অমুক বছরের অমুক মাসে এভাবে এভাবে ভেঙ্গে ফেলবে। জ্যোতিষীরা যে বছরের কথা বলেছিল, এ বছর সমাগত হওয়ায় নমরূদ তার এলাকায় প্রতিটি গর্ভবতী নারীর কাছে তার লোকজন পাঠাল এবং তাদেরকে কারারুদ্ধ করল কিন্তু আযরের স্ত্রী ইব্রাহীম (আ) এর মাতাকে বন্দী করতে পারেনি। কেননা সে তাঁর গর্ভ সম্বন্ধে জানইতনা। তার কারণ হচ্ছে বর্ণনা অনুযায়ী তিনি ছিলেন অল্প বয়সী মহিলা। তিনিও তাই তাঁর গর্ভের কথা বুঝতে পারেননি। আর আল্লাহ তা'আলা ও চাননি যে ইব্রাহীম (আ) নমরূদের নাগালে আসুক। মহিলাদেরকে কারারুদ্ধ করার পর নির্দিষ্ট বছরের নির্দিষ্ট মাসে ভূমিষ্ট প্রতিটি ছেলে সন্তানকে নিজের রাজত্ব বজায় রাখার জন্যে হত্যার হুকুম দিল। ইব্রাহীম (আ)-এর মাতা প্রসব বেদনা অনুভব করলে রাতের বেলায় তিনি নিকটেই অবস্থিত একটি গুহার প্রতি চলে যান এবং সেখানে তিনি ইব্রাহীম (আ) কে প্রসব করেন। আর সন্তানকে উপযুক্ত সেবা শুশ্রূষা করেন। তারপর গুহার মুখ বন্ধ করে দেন এবং নিজ বাড়ী ফিরে আসেন। এরপর সময় সময় গিয়ে গুহায় উঁকি মেরে সন্তানটিকে দেখতেন যে, সে কি করে? তিনি তাঁকে জীবিত দেখতে পেতেন। সে তার বৃদ্ধাঙ্গুলী চুষতে থাকত। বর্ণনাকারীগণ বলেন যে, আল্লাহ তা'আলা ইব্রাহীম (আ) এর বৃদ্ধাঙ্গুলীতে তার উপজীবিকার ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন। আর তা তিনি বৃদ্ধাঙ্গুলী চুষলেই পেয়ে যেতেন। বর্ণনাকারীরা আরো বলেন, একদিন আযর ইব্রাহীম (আ) এর মাতাকে তার গর্ভের সন্তান সম্বন্ধে প্রশ্ন করলে তিনি বলেন যে, তিনি একটি ছেলে প্রসব করেছিলেন। পরে ছেলেটি মারা যায়। আর তাঁর কথা বিশ্বাস করে এ ব্যাপারে চুপ করে

থাকেন। বর্ণনাকারীগণ বলেন, ইব্‌রাহীম (আ)-এর যৌবনের একটি দিন এক মাসের ন্যায় ছিল। আবার একটি মাস এক বছরের ন্যায় ছিল। ইব্‌রাহীম (আ) গুহায় পানর মাস অবস্থান করেছিলেন। তারপর তিনি একদিন তার মাতাকে বললেন, আমাকে গুহা থেকে বের করুন, তাহলে আমি একটু এদিক সেদিন দেখবো। রাতের বেলায় তিনি তাকে বের করলেন। বের হয়ে তিনি পৃথিবীর এদিক সেদিক লক্ষ্য করলেন এবং আকাশ মন্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টির রহস্য সম্বন্ধে গবেষণা করতে লাগলেন। নিজে নিজে বলতে লাগ-লেন, যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন, খাদ্য খাবার দিয়েছেন, পানাহার করিয়েছেন, তিনিই আমার প্রতিপালক। তিনি ব্যতীত অন্য কেউ আমার উপাস্য নেই। অতঃপর তিনি আকাশ-পানে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন এবং নক্ষত্র দেখলেন। বললেন, এটা আমার প্রতিপালক। এরপর তিনি নক্ষত্রের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখলেন এবং দেখলেন যে, এটা অস্তমিত হয়ে গেল, তখন তিনি বললেন, যেটা অস্তমিত হয়ে যায়। এটাকে আমি উপাস্য হিসেবে পসন্দ করি না। এরপর চন্দ্র উদয় হলে তিনি তা সমুজ্জ্বল রূপে দেখতে পান এবং বলেন, এটা আমার প্রতিপালক। অতঃপর তিনি অস্তমিত হওয়া পর্যন্ত চন্দ্রের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখ-লেন যখন চন্দ্র অস্তমিত হয়ে গেল তখন তিনি বললেন, যদি আমার প্রতিপালক আমাকে পথ প্রদর্শন না করেন আমি পথ-ভ্রষ্ট সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ব। যখন তিনি দিনের আলো দেখলেন এবং সূর্য উদয় হল তখন তিনি সূর্যকে বড় মনে করলেন। পূর্বে যা কিছু দেখেছিলেন তার চেয়ে সূর্যকে অধিক আলোকময় দেখতে পেলেন এবং বললেন, এটা আমার প্রতিপালক, এটা সবচেয়ে বড়। যখন সূর্যও অস্তমিত হয়ে গেল তখন তিনি বলেন, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা যাকে আল্লাহ তা'আলার শরীক কর তার সাথে আমার কোন সংশ্রব নেই। আমি একনিষ্ঠভাবে তার দিকে মুখ ফিরাচ্ছি, যিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই।

অতঃপর ইব্‌রাহীম (আ) তার পিতা আযরের কাছে ফিরে আসলেন। তবে ইতিপূর্বে তিনি তাঁর প্রতিপালকের পরিচয় পেয়েছেন, নিজেকে সুদৃঢ় করেছেন ও স্বীয় সম্প্রদায়ের ধর্ম থেকে নিজেকে পূর্ণভাবে মুক্ত রেখেছেন। তবে তাদের কারোর কাছে তিনি তা প্রকাশ করেননি। পিতাকে তিনি সংবাদ দিলেন যে, তিনি তাঁর পুত্র এবং ইব্‌রাহীম (আ) এর মাতাও তাঁকে বলেন যে, ইব্‌রাহীম (আ) তাদের সন্তান; আর যা কিছু ঘটেছে তিনি আযরের কাছে সবিস্তারে বর্ণনা করেন। এতে আযর অত্যধিক খুশী হন। আযর তার সম্প্রদায়ের পূজা-অর্চনার জন্যে দেব-দেবীর মূর্তি তৈরী করতেন এবং এগুলোকে বিক্রি করার জন্যে ইব্‌রাহীম (আ) কে প্রদান করতেন। ইব্‌রাহীম (আ) এগুলো নিয়ে বাজারে যেতেন এবং বর্ণনাকারীদের বর্ণনা অনুযায়ী তিনি বলতেন, এমন বস্তু কে খরিদ করবে, যা কোন উপকার বা অপকার করতে পারে না? একথা শুনে কেউ তার কাছে থেকে মূর্তি খরিদ করত না। যখন দিন চলে গেল এগুলি নিয়ে তিনি একটি নদীতে গেলেন এবং পানিতে এগুলির মাথা ডুবিয়ে দিলেন। আর তার সম্প্রদায় ও তার সম্প্রদায়ের ভ্রষ্ট ধর্মের প্রতি উপহাস করে তিনি মূর্তিগুলোকে বললেন, পানি পান কর। এতে মূর্তি ও তার সম্প্রদায়ের প্রতি তার ঠাট্টা বিদ্রূপের কথা সমস্ত এলাকায় লোকজনের কাছে ছড়িয়ে পড়ল। কিন্তু নমরূদের কাছে এ সম্পর্কে এখনও কোন সংবাদ পৌছায়নি।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, উপরোক্ত বর্ণনাকারীদের ভিন্ন অন্যান্যদের মধ্যে কেউ কেউ আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা) এর বর্ণনা ও অন্য যারা তাঁর থেকে বর্ণনা করেছেন যে, ইব্‌রাহীম (আ) নক্ষত্র কিংবা চন্দ্রকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন, "এটা আমার প্রতিপালক"— অস্বীকার করেছেন এবং বলেছেন, "এটা সংগত নয় যে, আল্লাহ তা'আলা এমন ব্যক্তিকে নবীরূপ রিসালাত দিয়ে প্রেরণ করবেন, যিনি প্রাপ্ত বয়স্ক হবার পর কোন এক সময় আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদকে ছেড়ে দেবেন; তাকে চেনবেন না এবং আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্য কোন মা'বূদের প্রতি অসন্তুষ্টি জ্ঞাপন করবেন না।" তারা আরো বলেন, "যদি কোন সময় মনোনীত নবীর জীবনে এরূপ পরিস্থিতি উদয় হয় যে, তিনি আল্লাহকে অস্বীকার করেছেন তাহলে তাঁকে রিসালাত সহকারে মনোনীত করা আল্লাহ তা'আলার পক্ষে মোটেই সমীচীন নয়। কেননা তখন মনোনীত নবী ও কাফিরদের মাঝে কোন পার্থক্য থাকে না। আল্লাহ তা'আলা ও তার সৃষ্টির কারো মাঝে এ সম্পর্ক ব্যতীত অন্য এমন কোন সম্পর্ক নেই, যার জন্যেই তিনি তাকে স্বীয় হাবীব ও নবী হিসেবে গ্রহণ করে নেন।" তারা আরো বলেন, "সৃষ্টিকুল থেকে যাকে তিনি সম্মানে ভূষিত করেছেন তার স্বীয়গুণের জন্যেই করেছেন এবং তার স্বীয় মর্যাদার জন্যেই তাঁকে আল্লাহ তা'আলা তার যোগ্য সওয়াব দান করেছেন।" তারা আরো বলেন, "নক্ষত্র কিংবা চন্দ্র অথবা সূর্যকে দেখার পর ইব্‌রাহীম (আ) যে বলেছেন, "এটা আমার প্রতিপালক"–এটা এজন্য নয় যে, ইব্‌রাহীম (আ) এ ব্যাপারে অজ্ঞ ছিলেন যে, তারা প্রতিপালক হতে পারে না বরং তিনি এগুলি যে, প্রতিপালক হতে পারে তার প্রতি অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করার জন্যেই এটা বলেছেন। আর তার সম্প্রদায়কে তাদের মূর্তি পূজার ব্যাপারে দোষারোপ করার জন্যে তিনি এরূপ বলেছেন। কেননা নক্ষত্র, চন্দ্র ও সূর্য তাদের মূর্তিসমূহ থেকে অধিক আলোকময়, সুন্দর ও চমকপ্রদ। এতদসত্ত্বেও এগুলো মা'বূদ হিসেবে গণ্য নয়। এগুলি অস্তমিত হয়ে যায়; এগুলি ক্ষণস্থায়ী ও এগুলির কোন স্থায়ীত্ব নেই। সুতরাং যে সব মূর্তি সুন্দর্যের দিক দিয়ে এ গুলি থেকে নিম্ন মানের ও আকারে ছোট, তারা কোন দিনও মা'বূদ বা উপাস্য হতে পারে না।" তারা আরো বলেন, ইব্‌রাহীম (আ) তাদেরকে পাল্টা যুক্তি হিসেবে এরূপ বলেছিলেন। যেমন দুই বিতর্ককারীর একজন অন্যজনের অযৌক্তিক কথা স্বীকার করে নিয়ে তার অযৌক্তিক দাবীর অসারতা প্রমাণ করে। আবার দুইটি দাবীকে অযৌক্তিক ধরে নিয়ে এদের মধ্যে পার্থক্য বিশ্লেষণ করে একটিকে শুদ্ধ বলে এবং অন্যটিকে অশুদ্ধ বলে ঘোষণা প্রদান করে।"

আবার কেউ কেউ বলেন, ইব্‌রাহীম (আ) এর এসব আচরণ ছিল বাল্যকালের, যখন তার বিরুদ্ধে কোন রূপ অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত করা যায় না। আর এ অবস্থায় কুফরী বা ঈমানের কোন দায়িত্ব বর্তায় না।

ব্যাখ্যাকারীদের কেউ কেউ বলেন, বরং বাক্যটির অর্থ হচ্ছে, أَهَـٰذَا رَبِّيْ অর্থাৎ এটা কি আমার প্রতিপালক? এটা বলা হয়েছে অস্বীকৃতি ও তিরস্কার করার জন্যে অর্থাৎ এটা আমার প্রতিপালক নয়। তারা আরো বলেন, আরবের লোকেরা এরূপ বাক্য ব্যবহার করে থাকেন এবং প্রশ্নবোধক همزه টি বিলুপ্ত করে থাকেন।

উপরোক্ত ব্যাখ্যাকারীগণ স্বীয় দাবীর প্রমাণার্থে প্রসিদ্ধ কবি আবূ খারাশ আল-হোযালীর কবিতা পেশ করেন। কবি বলেন,

رَفَونِى وَقَالُوا يَاخُوَيلِدُ لاَتُرَعِ ! فَقُلتُ وَاَنكَرتُ الوُجُوهَ هُم هُم؟

অর্থাৎ তারা আমাকে শান্ত করেছে এবং আমাকে বলেছে হে খুয়াইলিদ! ভয় করো না, তখন এ লোকগুলোকে না চেনার জন্যে আমি বললাম, তারাই কি তারা? অত্র কবিতায় উল্লেখিত هُم هُم প্রকৃতপক্ষে ছিল اَهُم هُم অর্থাৎ এরাই কি তারা?

উপরোক্ত ব্যাখ্যাকারগণ প্রসিদ্ধ কবি اوس এর কবিতাও উপস্থাপন করেন। কবি বলেন ঃ

لَعَمرُكَ مَاادرِى وَان كُنتُ دَارِيًا + شُعَيثُ بنُ سَهمٍ اَم شُعَيثُ بنُ مِنقَرٍ

অর্থাৎ তোমার আয়ুষ্কালের শপথ করে বলছি, যদিও তুমি জানতে, কিন্তু আমি জানি না তিনি কি شعيث بن سهم অত্র কবিতায় شُعَيثُ بنُ مِنقَرٍ না شعيث بن سهم কথাটি প্রকৃত পক্ষে ছিল اَشُعَيثُ بنُ سَهمٍ এখানে همزه কে বিলুপ্ত করা হয়েছে। এ ধরনের উপমা আরবী ভাষায় বহুল পরিমাণে দেখতে পাওয়া যায়।

অত্র আয়াতাংশ فَلَمَّا رَاَى الشَّمسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّى তে উল্লেখিত هَذَا رَبِّى কথাটি হওয়া উচিত ছিল هَذِه কেননা এটি স্ত্রীবাচক দ্বারা الشمس শব্দকে বুঝান হয়েছে আর الشمسَ শব্দটি পুরুষবাচক কিন্তু এখানে هَذَا শব্দটি নেয়া হয়েছে তা অর্থের প্রতি লক্ষ্য করেই مذكر নেয়া হয়েছে অর্থের দিক দিয়ে বাক্যটি হবে هذا الشى الطالع ربى অর্থাৎ উদিত বস্তুটি হচ্ছে আমার প্রতিপালক।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, যখন চন্দ্র অস্তমিত হল তখন ইবরাহীম (অ) বললেন, لَئِن لَم يَهدِنِى رَبِّى لاَكُونَنَّ مِنَ القَومِ الضَّالِين অর্থাৎ আমাকে আমার প্রতিপালক সৎপথ প্রদর্শন না করলে আমি অবশ্য পথভ্রষ্টদের অন্তর্ভুক্ত হব। ইবরাহীম (আ)-এর এ উক্তিকে আল্লাহ তা'আলা কুরআন কারীমের মধ্যে উল্লেখ করাতেই প্রমাণিত হয় যে, তার সম্প্রদায়ের কথাগুলো অমূলক ছিল।

এ ব্যাপারে সঠিক মত হচ্ছে, 'ইবরাহীম (আ) সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বর্ণিত সংবাদকে স্বীকৃতি দেয়া এবং অন্যান্য সংবাদকে অস্বীকার করা।

উল্লেখিত আয়াতে বর্ণিত اَفَلَ শব্দটির অর্থ হচ্ছে غاب وذهب অর্থাৎ অদৃশ্য হয়ে গেল ও চলে গেল।

১৩৪৬৫. ইবন ইসহাক (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, الافول এর অর্থ হচ্ছে الذهاب চলে যাওয়া বা অস্তমিত হয়ে যাওয়া। ماضى এর صيغه বলা হয় যেমন اَفَلَ النَّجمُ এবং مضارع এর صيغه বলা হয় يَافُلُ বাবে نصر থেকে এবং يَافِلُ বাবে ضرب থেকে। مصدر হচ্ছে افولا এবং افلا অর্থ হচ্ছে অদৃশ্য বা অস্তমিত হওয়া। যুরুম্মাহ নামক একজন প্রসিদ্ধ কবি বলেছেন ঃ

مَصَابِيحُ لَيسَت بِاللَّواتِى تَقُودُهَا + نُجُومٌ وَلاَبِا لافِلاَتِ الدَّوالِك

অর্থাৎ এগুলো এমন ধরনের উট যে গুলো সকাল বেলায় রাত যাপনের স্থানে থাকে। দিন প্রকাশ না হওয়া পর্যন্ত ঘর থেকে বের করা হয় না। এগুলো এমন উট যেগুলোকে তুমি পরিচালনা কর এগুলো নক্ষত্র নয় কিংবা অন্য কোন গ্রহ নয় যেগুলো রাতের শেষে দিনের প্রারম্ভিক বেলায় ডুবে যায়।

আরবরা একজন অন্যজনকে লক্ষ্য করে বলে থাকে اين افلت عنا অর্থাৎ আমাদের থেকে তুমি কোথায় অনুপস্থিত ছিলে?

মহান আল্লাহর বাণী—

(৭৭) فَلَمَّا رَاَ الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هٰذَا رَبِّيْ ۚ فَلَمَّآ اَفَلَ قَالَ لَئِنْ لَّمْ يَهْدِنِيْ رَبِّيْ لَاَكُوْنَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّآلِّيْنَ ○

৭৭. অতঃপর যখন সে চন্দ্রকে সমুজ্জ্বল রূপে উদিত হতে দেখল তখন সে বলল, এটা আমার প্রতিপালক। যখন এটাও অস্তমিত হয়ে গেল তখন সে বলল, আমাকে আমার প্রতিপালক সৎপথ প্রদর্শন না করলে আমি অবশ্যই পথভ্রষ্টদের অন্তর্ভুক্ত হব।

ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, এ আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা বলেন, যখন চন্দ্র উদয় হল ইব্রাহীম (আ) এটাকে উদিত দেখলেন আর এটা ছিল সমুজ্জ্বল।

যখন সূর্য উদয় হয় তখন বলা হয় بَزَغَتِ الشَّمْسُ تَبْزُغُ بُزُوْغًا

অনুরূপভাবে চন্দ্র উদিত হলেও বলা হয় بَزَغَ الْقَمَرُ يَبْزُغُ بُزُغًا

ইব্রাহীম (আ) বললেন, এটা আমার প্রতিপালক। আর যখন এটা ডুবে গেল তখন ইব্রাহীম (আ) বলেন, যদি আমার প্রতিপালক আমাকে পথ প্রদশন না করেন, একত্ববাদ সম্পর্কে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের তাওফীক না দেন, তাহলে আমি এ সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ব, যারা সঠিক সিদ্ধান্তে পৌছতে ভুল করেছে এবং সঠিক পথে পৌছতে পারেনি। আর তারা আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্যের ইবাদত করছে।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, এ কিতাবের অন্যত্র ضلال সম্বন্ধে আমি বিস্তারিত বর্ণনা রেখেছি, যার পুনরাবৃত্তি এখানে কাম্য নয়।

মহান আল্লাহর বাণী—

(৭৮) فَلَمَّا رَاَ الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هٰذَا رَبِّيْ هٰذَآ اَكْبَرُ ۚ فَلَمَّآ اَفَلَتْ قَالَ يٰقَوْمِ اِنِّيْ بَرِيْٓءٌ مِّمَّا تُشْرِكُوْنَ ○

৭৮. অতঃপর যখন সে সূর্যকে দীপ্তিমানরূপে উদিত হতে দেখল তখন সে বলল, এটা আমার প্রতিপালক; এটা সর্ববৃহৎ। যখন এটাও অস্তমিত হল তখন সে বলল, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা যাকে আল্লাহর শরীক কর, তার সাথে আমার কোন সংশ্রব নেই।

ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, এ আযাতের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা বলেন, যখন ইব্রাহীম (আ) সূর্যকে উদয় হতে দেখলেন, তখন তিনি বললেন, এ উদিত বস্তুটি আমার প্রতিপালক; এটা নক্ষত্র ও চন্দ্র থেকে বৃহত্তম। আয়াতে এটা বৃহত্তম বলা হয়েছে। নমুনা উপস্থিত বিধায়, 'নক্ষত্র ও চন্দ্র থেকে' কথাটি বিলুপ্ত করা হয়েছে। যখন এটা ডুবে গেল বা অস্তমিত হয়ে গেল তখন ইব্রাহীম (আ) স্বীয় সম্প্রদায়কে লক্ষ্য করে বললেন, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা যে সব দেব-দেবী ও মুর্তির পূজা করছ, আল্লাহর সংগে এগুলোকে শরীক করে মা'বূদ হিসেবে ডাকছ, এগুলোর সাথে আমার কোন সংশ্রব নেই।

মহান আল্লাহর বাণী—

(৭৯) إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَٰوَٰتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۝

৭৯. নিশ্চয়ই আমি একনিষ্ঠভাবে শুধু তার দিকেই মুখ ফিরিয়েছি, যিনি আসমান যমীন সৃষ্টি করেছেন। আর আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই।

ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, এ আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় খলীল ইব্রাহীম (আ) সম্বন্ধে সংবাদ দিয়ে বলেন, যখন ইব্রাহীম (আ)-এর কাছে সত্য প্রকাশ পেল ও তিনি সত্যকে চিনলেন তখন তিনি সত্যের সাক্ষ্য প্রদান করলেন এবং আল্লাহ তা'আলার সাথে শরীক জ্ঞাপনকারী স্বীয় সম্প্রদায়ের বাতিল পন্থীদের বিরুদ্ধে মতামত প্রকাশ করলেন। তার জন্যে আল্লাহ তা'আলার পথে কোন নিন্দুকের নিন্দা অন্তরায় সৃষ্টি করতে পারেনি। তাঁর কথা ও কাজের প্রতি তাঁর সম্প্রদায়ের সকলের বিরোধিতা সত্ত্বেও তিনি সত্য গ্রহণ করতে ও সত্যের উপর দৃঢ় থাকার ব্যাপারে ভীতি সন্ত্রস্ত হননি। বরং তিনি তাদেরকে বললেন, হে আমার সম্প্রদায়! যে মহান আল্লাহ আমাকে ও তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন তাঁর ইবাদতে তোমরা যে সব মূর্তি ও দেব-দেবীকে আল্লাহ তা'আলার শরীক হিসেবে গণ্য করছ, এগুলোর সাথে আমার কোন প্রকার সংশ্রব ও সম্পর্ক নেই। আমার ইবাদতকালে আমি এমন আল্লাহ্ তা'আলার দিকে মুখ ফিরিয়েছি যিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন; যিনি চিরদিন থাকবেন; যার কোন ধ্বংস নেই, যিনি অন্যকে জীবিত করেন ও মৃত্যুদান করেন। আর এমন বস্তুটির প্রতি মুখ ফিরাই নাই, যে ধ্বংস হয়ে যাবে; স্থায়ী থাকবে না; বিনষ্ট হয়ে যাবে; সর্বদা থাকবে না; যে কারো কোন প্রকার উপকার কিংবা অপকার করতে পারে না। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা ইবাদতের ক্ষেত্রে মুখ ফিরানো সম্বন্ধে বলেন, ইবাদত একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ তা'আলার জন্যে হতে হবে; প্রতিপালকের সন্তুষ্টির জন্যে এই একনিষ্ঠতায় সুদৃঢ় থাকতে হবে; এগুলো তাওহীদের প্রয়োজনীয় বস্তুসমূহের অন্তর্ভুক্ত। একনিষ্ঠতা ব্যতীত মুখ ফিরানোর কোন মূল্য নেই। কেননা একনিষ্ঠতা ব্যতীত শিরক থেকে মুক্ত হওয়া যায় না। আর একনিষ্ঠতা ব্যতীত মুখ

ফিরানোর মধ্যে কোন উপকারও হয় না; বরং এটা ক্ষতিকারক ও ধ্বংসকারী বলেই পরিগণিত। আমি মুশরিক নই অর্থাৎ আমি তোমাদের অন্তর্ভুক্ত নই। অন্য কথায় হে মুশরিকগণ! তোমাদের ধর্মে পারাদীক্ষিত, তোমাদের মিল্লাতের যারা অনুসারী, আমি তাদের অন্তর্ভুক্ত নই।

যারা এমত পোষণ করেন, তন্মধ্যে ইবনে যায়েদ বলেন ঃ

১৩৪৬৫. ইবন যায়দ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইব্‌রাহীম (আ)-এর সম্প্রদায় ইব্‌রাহীম (আ)কে বলেছিল, তুমি কি এটার (দেব-দেবীর) ইবাদত ছেড়ে দিয়েছে? তখন তিনি বললেন, আমি মুখ ফিরিয়েছি এমন এক সত্তার প্রতি, যিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। তখন তারা বলল, তুমি কিছুই কর না অর্থাৎ তুমি সঠিক পথে নও বরং আমরা তাঁর ইবাদত করি ও ইবাদতে তার দিকে মুখ ফিরাই। তখন তিনি বললেন, না, তোমরা কিছু করনা; বরং আমি একনিষ্ঠ ও আন্তরিকতা সহকারে তার ইবাদত করি। তার সাথে তোমরা যেরূপ শরীক কর, আমি এরূপ শরীক করি না।

মহান আল্লাহর বাণী—

(٨٠) وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ ۚ قَالَ أَتُحَاجُّوٓنِّي فِي اللهِ وَقَدْ هَدٰىنِ ۚ وَلَآ أَخَافُ مَا تُشْرِكُوْنَ بِهٖٓ إِلَّآ أَنْ يَّشَآءَ رَبِّيْ شَيْـًٔا ۗ وَسِعَ رَبِّيْ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا ۗ أَفَلَا تَتَذَكَّرُوْنَ ○

৮০. তাঁর জাতী তাঁর সাথে বিতর্কে লিপ্ত হল। তিনি বলেন তোমরা কি আল্লাহ পাকের **অদ্বিতীয়তা সম্বন্ধে আমার সাথে বিতর্কে লিপ্ত হবে? অথচ তিনি তো আমাকে হেদায়েত করেছেন তোমরা যাদেরকে শরিক কর আমি তাদের ভয় করি না। তবে যদি আমার প্রতিপালক নিজেই কোন কষ্ট দিতে চান দিতে পারেন। আমার প্রতিপালকের জ্ঞান সবকিছুকে পরিবেষ্টন করে রেখেছে। তোমরা কি ভেবে দেখ না।**

ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, অত্র আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন, যে আল্লাহ তা'আলা তাওহীদ ও ইব্‌রাহীম (আ) এর দেব-দেবীর সাথে সম্প্রর্কেচ্ছেদের সম্বন্ধে ইব্‌রাহীম (আ) এর সম্প্রদায় ইব্‌রাহীম (আ) এর সাথে বিতর্কে লিপ্ত হয়েছিল। তাদের বিতর্ক ছিল তাদের উক্তি নিয়ে। তারা বলত, তারা যেসব দেব-দেবী ও মূর্তির পূজা অর্চনা করছে এগুলো ইব্‌রাহীম (আ) এর মা'বুদ থেকে উত্তম। ইব্‌রাহীম (আ) বললেন, তোমরা কি আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদ এবং আল্লাহ তা'আলা ছাড়া অন্য মা'বুদ ব্যতীত শুধুমাত্র আল্লাহ তা'আলার জন্যে ইবাদতকে একনিষ্ঠ করা সম্পর্কে আমার সাথে বিতর্কে লিপ্ত হচ্ছ? অথচ আল্লাহ তা'আলা আমাকে তার একত্ববাদ চেনার তাওফীক প্রদান করেছেন এবং সত্যের পথ প্রদর্শন করেছেন। ফলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেছি যে, আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্য কেউ উপাস্য নেই। আর আল্লাহ ব্যতীত তোমরা যে সব দেব-দেবীকে মা'বুদ হিসেবে গণ্য করেছ, তাদের অবজ্ঞা করলে তাদের পক্ষ থেকে আমার উপর কোন প্রকার দুঃখ দুর্দশা আপতীত হবে বলে আমি কোন আশংকা করি না।

ইব্‌রাহীম (আ)-এর উপরোক্ত মন্তব্য করার কারণ হচ্ছে এই যে, মুশরিকরা তাঁকে বলত, তুমি আমাদের মা'বুদগুলোকে খারাপ জান বিধায় আমাদের মা'বুদগুলো তোমার উপর অভিশাপ দেবে ও তোমার প্রতি শ্বেতবো ও উম্মদনার ন্যায় রোগ আপতীত হবে বলে আমরা আশংকা করি। প্রতিউত্তরে ইব্‌রাহীম (আ) বলেন, যে সব তথাকথিত মা'বূদদের তোমরা 'ইবাদত কর তাদের নিকট থেকে আমার উপর কোন মুসীবত আযাব বা অসন্তুষ্টি আপতীত হবে বলে আমি আশংকা করি না। কেননা আমি বিশ্বাস করি যে, এগুলো কারো কোন উপকার করতে পারে না। পক্ষান্তরে কোন প্রকার অপকারও করতে পারে না। তবে আমি আল্লাহ্ তা'আলাকে ভয় করি বা তার আযাবের আশংকা করি। কেননা তিনিই আমাকে এবং আকাশ মন্ডলী ও পৃথিবীকে সৃষ্টি করেছেন। যদি তিনি চান তাহলে তিনি আমার জান ও মাল ধ্বংস করতে পারেন। অন্যদিকে স্থায়ীত্বও দান করতে পারেন, বাড়িয়ে দিতে পারেন; আবার হ্রাস ইত্যাদিও করতে পারেন। তিনিই নিরংকুশ ক্ষমতার অধিকারী। যাঁরা এমত পোষণ করেন তন্মধ্যে ইব্‌জুর বলেনঃ

১৩৪৬৬. ইব্‌ন জুরাইজ (র) হতে বর্ণিত। তিনি অত্র আয়াত وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ قَالَ اَتُحَاجُّوْنِّى فِى اللّٰهِ وَقَدْ هَدٰنِ এর তাফসীর প্রসংগে বলেন। ইব্‌রাহীম (আ) এর সম্প্রদায় আল্লাহ্ তা'আলার সাথে অন্যকেও মা'বূদ বলে ডাকত এবং ইব্‌রাহীম (আ) কে তাদের মা'বূদ সম্বন্ধে ভয় দেখত। আর বলত যে, তাদের পক্ষ থেকে ইব্‌রাহীম (আ) এর উপর কোন মুসিবত আসবে ও তিনি পাগল হবেন। ইব্‌রাহীম (আ) বললেন, তোমরা কি আল্লাহ্ তা'আলা সম্বন্ধে আমার সাথে বিতর্কে উপনীত হতে চাও। অথচ তিনি আমাকে সঠিক পথ প্রদর্শন করেছেন। তিনি আরও বলেছেন, আমি আমার প্রতিপালককে চিনেছি এবং তোমরা যাদের শরীক কর তাদেরকে আমি ভয় করি না।

অত্র আয়াতাংশে উল্লেখিত وَسِعَ رَبِّى كُلَّ شَىْءٍ عِلْمًا এর অর্থ হচ্ছে, আমার প্রতিপালক প্রতিটি বস্তু সম্বন্ধে জানেন; তাঁর কাছে কোন কিছুই গোপন নেই; তিনি প্রতিটি বস্তুর সৃষ্টিকর্তা। তোমাদের মা'বূদগুলি এরূপ নয়; তারা কারো ক্ষতিও করতে পারে না, আবার উপকারও সাধন করতে পারে না; কোন কিছু বুঝে না; এগুলো খোদাই করা কাঠের মূর্তি ও প্রতিমূর্তি। হে মূর্খের দল! তোমরা উপদেশ গ্রহণ করছ না; তোমরা তোমাদের ও প্রতিটি বস্তুর সৃষ্টিকর্তা, কল্যাণের অধিকারী সমস্ত ক্ষমতার উৎস ও সর্ব বিষয়ে অবহিত আল্লাহ্ তা'আলার 'ইবাদত পরিত্যাগ করে নিজেদের তৈরী মূর্তি ও খোদাই করা কাঠের মূর্তির ইবাদত যে কি জঘন্য ভ্রান্তি তা বুঝে নাও। কেননা খোদাই করা কাঠের তৈরি মূর্তি, প্রতি মূর্তিগুলো কারো কোন প্রকার উপকার ও অপকার করার শক্তি রাখে না; তারা কোন কিছু বুঝে না ও অন-ধাবন করার ক্ষমতা রাখে না।

মহান আল্লাহর বাণী—

(٨١) وَكَيْفَ اَخَافُ مَاۤ اَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُوْنَ اَنَّكُمْ اَشْرَكْتُمْ بِاللّٰهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهٖ عَلَيْكُمْ سُلْطٰنًا ؕ فَاَىُّ الْفَرِيْقَيْنِ اَحَقُّ بِالْاَمْنِ ۚ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۝

৮১. তোমরা যাকে আল্লাহর তা'আলার শরীক কর আমি তাকে কিরূপে ভয় করব? অথচ তোমরা আল্লাহ্ তা'আলার শরীক করতে ভয় কর না যার কোন দলীল প্রমাণ-ই তোমাদের নিকট নাযিল করেননি। অতএব, যদি তোমরা জান তবে বল, দুই দলের মধ্যে কোন দল নিরাপত্তা লাভের অধিকারী।

ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, অত্র আয়াতে ইব্রাহীম (আ) তাঁর সম্প্রদায়কে যে জবাব দেন, তার বর্ণনা রয়েছে। যখন তারা তাঁকে তাদের মা'বূদ সম্পর্কে ভয় দেখায় ও বলে যে, যদি কেউ মূর্তিগুলিকে খারাপ বলে তাহলে তাকে দুঃখ দুর্দশার সম্মুখীন হতে হবে। তাদেরকে তখন তিনি বলেন, আমি কেমন করে তাকে ভয় করব, যাকে তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের 'ইবাদতে শরীক কর এবং আল্লাহ ব্যতীত তার 'ইবাদত কর। অথচ সে কারো ক্ষতি করতে পারে না এবং উপকারও করতে পারে না। আর যদি এগুলো উপকার ক্ষতি সাধন করার ক্ষমতা রাখতো তাহলে তারা নিজেদেরকে আমার কুড়াল দ্বারা মারার এবং ভাঙ্গা থেকে রক্ষা করতে পারত। আর তোমরা ঐ আল্লাহকে ভয় কর না যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন ও উপজীবিকা প্রদান করেছেন। তাঁর 'ইবাদতে অন্যকে শরীক করার বা ইবাদত করার ক্ষেত্রে তোমাদের উপকার বা অপকার সাধন করাতে ক্ষমতাবান। তাঁর ইবাদতে শরীক করার জন্যে তিনি তোমাদের কোন প্রকার সনদ প্রদান করেননি। তোমাদের জন্যে কোন প্রকার দলীলও রচনা করেননি এবং তোমাদের জন্যে এ সম্পর্কে কোন প্রকার ওজর আপত্তিও গ্রহণ করবেন না। সুতরাং আমাদের দুই দলের মধ্যে কে নিরাপত্তার দিক দিয়ে বেশী হকদার? আমি যেহেতু একনিষ্ঠভাবে আমার প্রতিপালকের 'ইবাদত করি; তার জন্যে আমার দ্বীনকে নিরংকুশ ভাবে অর্পণ করি এবং মূর্তি ও দেব-দেবীর পূজা অর্চনা থেকে নিজেকে মুক্ত রেখেছি, সেহেতু আমি কি নিরাপত্তার বেশী হকদার নই? না তোমরা যারা আল্লাহ ব্যতীত এমন মূর্তিদের 'ইবাদত কর, যাদের ইবাদত করার জন্যে আল্লাহ তা'আলা তোমাদের পক্ষে কোন প্রকার সনদ বা দলীল প্রদান করেননি যদি তোমরা আমার একথাকে সত্য বলে জান এবং আমি তোমাদের কাছে যে প্রমাণ পেশ করছি তার প্রকৃত অর্থ অনুধাবন কর তাহলে আমাকে বলে দাও যে, দুই দলের কে নিরাপত্তার দিক দিয়ে অর্ধিক হকদার?

আমাদের উপরোক্ত তাফসীর মুহাম্মদ ইবন ইসহাক (র) এর বর্ণনার সাথে সম্পূর্ণ সামঞ্জশ্যপূর্ণ। এ প্রসংগে নিম্নবর্ণিত হাদীসটি প্রণিধানযোগ্য।

যাঁরা এমত পোষণ করেন,তাদের মধ্যে মুহম্মদ ইবনে ইসহাক বলতেন ঃ

১৩৪৬৭. মুহাম্মদ ইসহাক (র) হতে বর্ণিত। তিনি অত্র আতায়ংশ وَكَيْفَ اَخَافُ مَا اَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُوْنَ اَنَّكُمْ اَشْرَكْتُمْ بِاللّٰهِ এর তাফসীর প্রসংগে বলেন, এটার অর্থ হচ্ছে— আমি কেমন করে এমন মূর্তিকে ভয় করব, আল্লাহ ব্যতীত তোমরা যার ইবাদত কর, যে কোন প্রকার ক্ষতি সাধন করতে পারে না কিংবা কারো কোন উপকারও করতে পারে না। আর তোমরা ঐ সত্তাকে ভয় কর না যিনি উপকার ও ক্ষতি সাধন করতে পারেন। তাঁর সাথে তোমরা এমন বস্তু সকলকে শরীক করছ, যারা উপকার কিংবা অপকার কিছুই করতে পারে না। কাজেই এখন বিশ্লেষণ করে দেখ, কোন পক্ষ দুনিয়া ও আখিরাতে আল্লাহ তা'আলার আযাব থেকে নিরাপদে রয়েছে। যে আল্লাহ তা'আলাকেই মাবূদ হিসেবে গণ্য করে, যে আল্লাহর হাতেই কারো উপকার ও অপকার সাধন ন্যস্ত, না ঐ ব্যক্তি যে মূর্তিকে মাবূদ হিসেবে গণ্য করে যে কোন প্রকার উপকার কিংবা অপকার সাধন করতে পারে না। আল্লাহ তা'আলা তাদের জন্যে উপমা বর্ণনা করেন এবং তাদেরকে উপদেশ প্রদান করেন, যাতে তারা উপলব্ধি করতে পারে যে, আল্লাহ তা'আলাকেই একমাত্র ভয় করার এবং আল্লাহ ব্যতীত অন্যদের ইবাদত না করে আল্লাহ তা'আলা রইবাদত করাই শ্রেয়ঃ।

১৩৪৬৮. আর-রাবী (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইব্‌রাহীম (আ)-এর সম্প্রদায় যখন ইব্‌রাহীম (আ) এর সাথে বিতর্কে উপনীত হয় তখন আল্লাহ তা'আলা ইব্‌রাহীম (আ) কে জয়যুক্ত করেন। ইব্‌রাহীম (আ) বলেন, তোমরা যাদেরকে শরীক মনে কর তাদেরকে আমি কেমন করে ভয় করি? তোমরা আল্লাহ তা'আলার সাথে কাউকে শরীক করতে ভয় কর না, অথচ এ সম্পর্কে তোমাদেরকে আল্লাহ তা'আলা কোন প্রকার সনদ প্রদান করেননি। সুতরাং বুঝে দেখ আমরা দুই দলের মধ্যে কোন দল নিরাপত্তার বেশী অধিকারী? অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'এটাই' আমার যুক্তি প্রমাণ যা আমি ইব্‌রাহীম (আ) কে তাঁর সম্প্রদায়ের মুকাবিলায় প্রদান করেছিলাম।

১৩৪৬৯. মুজাহিদ (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইব্‌রাহীম (আ) তাঁর সম্প্রদায়কে প্রশ্ন করেছিলেন فَاَىُّ الْفَرِيْقَيْنِ اَحَقُّ بِالْاَمْنِ অর্থাৎ দুইটি দলের কোনটি নিরাপত্তার বেশী অধিকারী? আর এটাই ছিল ইবরাহীম (আ) এর প্রধান যুক্তি প্রমাণ।

১৩৪৭০. অন্য এক সনদে মুজাহিদ (র) হতে বর্ণিত। তিনি অত্র আয়াতাংশ فَاَىُّ الْفَرِيْقَيْنِ اَحَقُّ بِالْاَمْنِ এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, এটাই ছিল স্বীয় সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে ইব্‌রাহীম (আ) এর জয়যুক্ত যুক্তি প্রমাণ।

১৩৪৭১. ইবন জুরাইজ (র) হতে বর্ণিত। তিনি অত্র আয়াতাংশ فَاَىُّ الْفَرِيْقَيْنِ اَحَقُّ بِالْاَمْنِ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, কোন দিন নিরাপত্তার অধিক অধিকারী? যেই দল এক প্রতিপালকের ইবাদত করে, না যেই দল বহু প্রতিপালকের ইবাদত করে? এ প্রশ্নের উত্তরে ইব্‌রাহীম (আ) এর সম্প্রদায় বলে, তারাই নিরাপত্তার অধিক অধিকারী, যারা এক প্রতিপালকের ইবাদত করে।

১৩৪৭২. ইবন যায়দ (র) হতে বর্ণিত। তিনি অত্র আয়াতাংশ فَاَىُّ الْفَرِيْقَيْنِ اَحَقُّ بِالْاَمْنِ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, প্রশ্ন হচ্ছে কে নিরাপত্তার বেশী অধিকারী? যে আল্লাহ ব্যতীত অন্যকে ভয় করে কিন্তু আল্লাহকে ভয় করে না, কিংবা যে আল্লাহকে ভয় করে এবং আল্লাহ ব্যতীত অন্যকে ভয় করে না। পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ তা'আলা উত্তরে বলেন ঃ

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوْا اِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ الاية

ঈমানদার এবং তাদের ঈমানকে জুলুম দ্বারা কুলষিত করেনি।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

(٨٢) اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَلَمْ يَلْبِسُوْٓا اِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ اُولٰٓئِكَ لَهُمُ الْاَمْنُ وَهُمْ مُّهْتَدُوْنَ ۝

৮২. যারা ঈমান এনেছে এবং তাদের ঈমানকে জুলুম দ্বারা কলুষিত করেনি নিরাপত্তা তাদের জন্যেই। তারাই সৎপথ প্রাপ্ত।

ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, "ব্যাখ্যাকারীগণ অত্র আয়াত اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَلَمْ يَلْبِسُوْا اِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ الاية এর তাফসীর প্রসঙ্গে মতবিরোধ করেছেন যে, এ বাণীটি কার

Contents

উক্তি? তাদের কেউ কেউ বলেন, যখন আল্লাহ তা'আলার ইবাদতের শরীকে বিশ্বাসী ইব্রাহীম (আ) এর সম্প্রদায়, ইব্রাহীম (আ) এর সাথে বিতর্কে উপনীত হয় তখন ইব্রাহীম (আ) ও তার সম্প্রদায়ের মধ্যে আল্লাহ তা'আলা উপরোক্ত ফয়সালা দেন। যখন তাঁর সম্প্রদায়কে ইব্রাহীম (আ) বললেন, তোমরা যাকে শরীক কর তাকে আমি কেমন করে ভয় করি? কিন্তু তোমরা আল্লাহ তা'আলার সাথে শরীক করতে ভয় কর না অথচ এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে কোন প্রকার সনদ দেননি; যদি তোমরা নিশ্চিত জান তাহলে বল, দুই দলের মধ্যে কোন্ দল নিরাপত্তা লাভের অধিক অধিকারী? তখন আল্লাহ তা'আলা তাদের মধ্যে ফয়সালা করার জন্যে বললেন, যারা আল্লাহ তা'আলাকে সত্য বলে স্বীকার করেছে এবং তাঁর জন্যে ইবাদতকে একনিষ্ঠ করেছে; তাঁর ইবাদতে অন্য কাউকে শরীক করেনি কিংবা আল্লাহর প্রতি তাদের ঈমানকে জুলুম দ্বারা কলুষিত করেনি; তারাই নিরাপত্তা লাভের অধিক হকদার? অতঃপর তারা তাদের ইবাদতকে আল্লাহর জন্যে একনিষ্ঠ করেছে; তারা স্বীয় প্রতিপালকের আযাব থেকে রক্ষা পাওয়ার ক্ষেত্রে ঐ সব মুশরিক থেকে অধিক নিরাপত্তার অধিকারী, যারা নিজেদের ইবাদতে মূর্তি, প্রতিমূর্তি ও দেব-দেবীদেরকে আল্লাহ তা'আলার সাথে শরীক করে। কেননা তাদের অনভিপ্রেত ইবাদতের কারণে আল্লাহ তা'আলার প্রেরিত আযাবকে তারা ভয় করে। এ আযাব আল্লাহর গজব আকারে দুনিয়ায়ও হতে পারে। এজন্যেই আল্লাহ তা'আলার গজবের শিকার হওয়াকে তারা ভয় করে। আর আখিরাতের আযবের ব্যাপারে তারা দৃঢ় বিশ্বাস রাখে যে, অবাধ্যদের জন্যে আল্লাহ তা'আলার মর্মন্তুদ আযাব রয়েছে।

যারা এমত পোষণ করেন ঃ

১৩৪৭৩. মুহম্মদ ইবন ইসহাক (র) হতে বর্ণিত। তিনি অত্র আয়াতাংশ اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَلَمْ يَلْبِسُوْا اِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, যারা ইব্রাহীম (আ)-এর ন্যায় আল্লাহ তা'আলার একত্ত্ববাদ ও ইবাদতে একনিষ্ঠতা অর্জন করেছে এবং ঈমানকে যুলুম দ্বারা কুলষিত করেনি, আযাব থেকে তারাই নিরাপত্তা লাভ করবে এবং তারাই খোদা প্রাপ্তি জ্ঞানের মাধ্যমে শত্রুর বিরুদ্ধে দলীল পেশ করতে সক্ষম। আর নিশ্চিতভাবে ক্ষেত্রে তার সৎপথ প্রাপ্ত।

তারপর আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ এবং এটা আমার যুক্তি প্রমাণ যা আমি ইব্রাহীমকে প্রদান করেছিলাম তাঁর সম্প্রদায়ের মুকাবিলায়; যাকে ইচ্ছা মর্যাদায় আমি উন্নীত করি; হে নবী! জেনে রাখুন, আপনার প্রতিপালক প্রজ্ঞাময়, জ্ঞানী।

১৩৪৭৪. ইবন যায়দ (র) হতে বর্ণিত। তিনি অত্র আয়াতাংশ فَاَىُّ الْفَرِيْقَيْنِ اَحَقُّ بِالْاَمْنِ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, অত্র আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা প্রশ্ন করেন, যদি তোমরা জান তাহলে এই দুই দলের মধ্যে কে বেশী নিরাপত্তার অধিকারী? তারপর নিজেই উত্তর দেন বা মীমাংসা করে দেন, যারা ঈমান এনেছে এবং তাদের ঈমানকে যুলুম দ্বারা কুলষিত করেনি, নিরাপত্তা তাদের জন্যেই এবং তারাই সৎপথ প্রাপ্ত। অত্র আয়াতে উল্লেখিত যুলুম এর অর্থ হচ্ছে শিরক। কেননা শিরক ভিন্ন অন্য পাপ থেকে কেউ একেবারে পবিত্র নয়।

আবার কেউ কেউ বলেন, এ আয়াতাংশটি হচ্ছে ইব্রাহীম (আ)-এর সম্প্রদায় কর্তৃক ইব্রাহীম (আ) এর প্রশ্নের প্রতিউত্তর। যখন তাদেরকে তিনি বলেন, فَاَىُّ الْفَرِيْقَيْنِ اَحَقُّ بِالْاَمْنِ প্রতিউত্তরে তারা বলেঃ যারা আল্লাহ্ তা'আলার একত্ববাদকে স্বীকার করেছে তারাই নিরাপত্তার বেশী হকদার। কেননা তারা যুল্ম দ্বারা নিজেদের ঈমানকে কুলষিত করেনি।

যারা এমত পোষণ করেন ঃ

১৩৪৭৫. ইবন জুরাইজ (র) হতে বর্ণিত। তিনি আলোচ্য আয়াতাংশের তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, এর অর্থ হচ্ছে, যিনি একক প্রতিপালকের ইবাদত করেন কিংবা যিনি বহু প্রতিপালকের ইবাদত করেন, এদের মধ্যে কে নিরাপত্তার অধিক হকদার? উত্তরে তাঁর সম্প্রদায় তাঁকে বলল, যারা ঈমান এনেছে এবং তাদের ঈমানকে যুল্ম দ্বারা কলুষিত করেনি। অর্থাৎ দেব-দেবী ও মূর্তি সমূহের ইবাদত দ্বারা নিজ ঈমানকে কলুষিত করেনি। অন্যদিকে এটা ইব্রাহীম (আ) এরও মতামত। এজন্যই পরবর্তী আয়াতাংশে বলা হয়েছে যে, তাদের জন্যই নিরাপত্তা রয়েছে এবং তারাই সৎপথ প্রাপ্ত।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, উপরোক্ত দুইটি মতামতের মধ্যে আমার নিকট ঐ মতামতটি শুদ্ধতার দিক্ দিয়ে উত্তম, যেখানে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে নিরাপত্তা অর্জনকারী বেশী হকদারদের সম্বন্ধে এটা একটি ঘোষণামাত্র এবং ইব্রাহীম (আ) ও তাঁর সম্প্রদায়ের মাঝে মতবিরোধেরও একটি সমাধান মাত্র। অন্যদিকে এটা যদি ইব্রাহীম (সা) এর দেব-দেবীর পূজারী সম্প্রদায় ও আল্লাহ তা'আলার ইবাদতে অংশ গ্রহণকারী সম্প্রদায়ের কথা হয়ে থাকে তাহলে তারা অবশ্যই আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদকে স্বীকার করত এবং তাওহীদ সম্বন্ধে বিরোধীয় বিষয়ে তারা ইব্রাহীম (আ) এর অনুসরণ করত। তাই পূর্বে আমি যেই ব্যাখ্যা প্রদান করেছি, তা-ই বেশী গ্রহণীয়।

অত্র আয়াতাংশ وَلَمْ يَلْبِسُوْا اِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তাফসীরগণ একাধিক মত পোষণ করেন। বলেন, অত্র আয়াতে উল্লেখিত بِظُلْمٍ শব্দটি দ্বারা بِشِرْكٍ বুঝানো হয়েছে অর্থাৎ এখানে যুলম দ্বারা শিরক বুঝানো হয়েছে।

যারা এমত পোষণ করেন ঃ

১৩৪৭৬. আবদুল্লাহ ইবন মাস'উদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি আলোচ্য আয়াত اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَلَمْ يَلْبِسُوْا اِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, যখন অত্র আয়াত اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَلَمْ يَلْبِسُوْا اِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ অবতীর্ণ হয়, রাসূলুল্লাহ (সা) এর সাহাবীগণ দুশ্চিন্তাগ্রস্থ হয়ে পড়লেন। বর্ণনাকারী বলেন, তখন এই পরিপ্রেক্ষিতে রাসূল (সা) এরশাদ করেন, তোমরা লুকমান (র) এর উক্তির প্রতি লক্ষ্য কর না কেন? লুকমান (র) তাঁর পুত্রকে বলেছিলেন, اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ (অর্থাৎ নিশ্চয় শিরক চরম যুলম) (সূরা লুকমান আয়াত ১৩) অন্য কথায় এখানে ظُلْمٌ দ্বারা شِرْكٌ বুঝানো হয়েছে। তাই দুশ্চিন্তার কোন কারণ নেই।

১৩৪৭৭. উপরোক্ত আয়াতে উল্লেখিত যুল্‌ম শব্দটির ব্যাখ্যা সম্বন্ধে আমাশ (র) হতেও অনুরূপ বর্ণিত রয়েছে।

১৩৪৭৮. অন্য এক সনদে আবদুল্লাহ ইবন মাস'উদ (রা) হতে বর্ণিত রয়েছে। তিনি বলেন, যখন অত্র আয়াত إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ। অবতীর্ণ হয়, মুসলমানগণ খুবই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়লেন এবং তাঁরা রাসূলের দরবারে আরয করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই, যে যুল্‌ম করে না। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, এখানে যুল্‌ম দ্বারা সাধারণ যুল্‌ম বুঝানো হয়নি। অর্থাৎ যুল্‌ম দ্বারা চরম যুল্‌ম বা শির্‌ক বুঝানো হয়েছে। তোমরা কি শুননি লুকমান (র) তাঁর পুত্রকে কি বলেছিলেন? তিনি তাঁর পুত্রকে বলেছেন إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ। অর্থাৎ নিশ্চয়ই শিরক চরম যুল্‌ম।

১৩৪৭৯. অন্য এক সনদে আবদুল্লাহ ইবন মাস'উদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন আলোচ্য আয়াতখানী অবতীর্ণ হয় তখন রাসূল (সা) এর সাহাবীগণ চরমভাবে দুশ্চিন্তাগ্রস্থ হয়ে পড়েন এবং 'আরয করলেন, আমাদের মধ্যে কে এমন আছে, যে নিজের উপর যুলম করে না? বর্ণনাকারী বলেন, 'তখন রাসূল (সা) বলেন, তোমরা যেরূপ ধারণা করছ, বিষয়টি এরূপ নয়। বরং এর অর্থ হচ্ছে তা, যা লুকমান (র) নিজের পুত্রকে বলেছিলেন ঃ لَاتُشْرِكْ بِاللّٰهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ অর্থাৎ তুমি কাউকে আল্লাহর সাথে শরীক করবে না, নিশ্চয়ই শিরক চরমমূলক জুলুম।

১৩৪৮০. অন্য এক সনদে 'আবদুল্লাহ ইবন মাস'উদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয় এতে লোকজন দুশ্চিন্তাগ্রস্থ হয়ে অশ্বস্তিবোধ করতে লাগলেন। তারা আরয করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের মধ্যে এমন কয়জন রয়েছে যে, নিজের আত্মার প্রতি যুল্‌ম করেনি। রাসূল-ল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন, তোমরা যেরূপ বুঝতেছ ব্যাপারটি কিন্তু এ ধরনের নয়। তোমরা কি আল্লাহ তা'আলার একজন নেককার বান্দা কি বলেছেন তা শুননি? আল্লাহর নেককার বান্দা লুকমান (র) তাঁর পুত্রকে বলেছিলেন يَابُنَيَّ لَاتُشْرِكْ بِاللّٰهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ অর্থাৎ সুরা লুকমানের ১৩নং আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে যে লুকমান (র) তাঁর পুত্রকে বলেন, "হে বৎস! কাউকে আল্লাহ তা'আলার শরীক করবে না। নিশ্চয় শিরক চরম যুল্‌ম।" অত্র আয়াতে উল্লেখিত চরম যুল্‌ম এর অর্থ হচ্ছে শিরক।

১৩৪৮১. আলকামা (র) হতে বর্ণিত। তিনি অত্র আয়াত اَلَّذِينَ اٰمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ। এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, অত্র আয়াতে উল্লেখিত بِظُلْمٍ এর অর্থ بِشِرْكٍ

১৩৪৮২. ইব্‌রাহীম (র) হতে বর্ণিত। তিনি অত্র আয়াত اَلَّذِينَ اٰمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ। এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, অত্র আয়াতে উল্লেখিত بِظُلْمٍ এর অর্থ হচ্ছে بِشِرْكٍ

১৩৪৮৩. আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) হতে অন্য এক সনদে বর্ণিত রয়েছে। তিনি বলেন, যখন অত্র আয়াত اَلَّذِينَ اٰمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ অবতীর্ণ হয় তখন রাসূল (সা) এর সাহাবীগণ দুশ্চিন্তাগ্রস্থ হয়ে উৎকণ্ঠা বোধ করতে লাগলেন এবং বলতে লাগলেন, আমাদের মধ্যে কে এমন রয়েছে যে, তার ঈমানকে যুল্‌ম দ্বারা কলুষিত করেনি। রাসূল (সা) বললেন, বিষয়টি এরূপ নয় তোমরা

কি লুকমান (র) এর কথা শুননি? লুকমান (র) বলেছিলেন إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ নিশ্চয় শিরক চরম যুল্‌ম।

১৩৩৮৩. আবূ বকর ইবন আবূ মূসা আশয়ারী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আয়াত অত্র اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَلَمْ يَلْبِسُوْا اِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ-এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, অত্র আয়াতে উল্লেখিত بِظُلْمٍ এর অর্থ হচ্ছে بِشِرْكٍ

১৩৪৮৫. অন্য এক সনদে উরোক্ত আবূ বরক (র) হতে বর্ণিত। তিনি অত্র আয়াত اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَلَمْ يَلْبِسُوْا اِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, অত্র আয়াতে উল্লেখিত بِظُلْمٍ এর অর্থ হচ্ছে بِشِرْكٍ

১৩৪৮৬. যায়দ ইবন সূহান (র) হতে বর্ণিত। তিনি সালমান ফারসী (রা) কে প্রশ্ন করেন, হে আবদ-ল্লাহর পিতা! আল্লাহ তা'আলার কিতাবের একটি আয়াত আমাকে যার কারণে উদ্বিগ্ন করেছে। আর সেই আয়াতটি হল اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَلَمْ يَلْبِسُوْا اِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ সালমান ফার্সী (রা) বলেন, অত্র আয়াতে উল্লেখিত ظُلْمٍ এর অর্থ হচ্ছে شِرْكٍ তখন যায়দ ইবন সূহান (র) বলেন, যদি আমি তোমার কাছ থেকে এই হাদীসটি না শুনতাম এবং আমি যা কিছু চাইতাম তারই যদি মালিক হয়ে যেতাম তাহ-লেও আমি এরূপ খুশী হতাম না যেরূপ এ হাদীস প্রাপ্তির কারণে খুশী হয়েছি।

১৩৪৮৭. সালমান (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, অত্র আয়াতে উল্লেখিত بِظُلْمٍ এর অর্থ হচ্ছে بِشِرْكٍ

১৩৪৮৮. হুযাইফা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি অত্র আয়াতাংশ وَلَمْ يَلْبِسُوْا اِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, অত্র আয়াতে উল্লেখিত بِظُلْمٍ এর অর্থ হচ্ছে بِشِرْكٍ

১৩৪৮৯. অন্য এক সনদে হুযাইফা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি অত্র আয়াতাংশ وَلَمْ يَلْبِسُوْا اِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, অত্র আয়াতে উল্লেখিত بِظُلْمٍ এর অর্থ হচ্ছে شِرْكٍ অর্থাৎ ظُلْمٍ এর অর্থ শিরক।

১৩৪৯০. সায়ীদ ইবন জুবাইর (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস বলতেন যে, অত্র আয়াত اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَلَمْ يَلْبِسُوْا اِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ এ উল্লেখিত بِظُلْمٍ এর অর্থ হচ্ছে بِشِرْكٍ

১৩৪৯১. আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা) থেকে অন্য এক সনদে বর্ণিত রয়েছে। তিনি বলেন, অত্র আয়াত اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَلَمْ يَلْبِسُوْا اِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ এ উল্লেখিত بِظُلْمٍ এর অর্থ হচ্ছে بِكُفْرٍ

১৩৪৯২. অন্য এক সনদে আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, অত্র আয়াত اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَلَمْ يَلْبِسُوْا اِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ এর অর্থ হচ্ছে لَمْ يَلْبِسُوْا اِيْمَانَهُمْ بِشِرْكٍ অতঃপর তিনি নিম্নবর্ণিত আয়াতটি তিলাওয়াত করেন إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ (সূরা লু-কমান, আয়াতনং ১৩)

১৩৪৯৩. আল মুসাইব (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) অত্র আয়াতটি তিলাওয়াত করেন اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَلَمْ يَلْبِسُوْٓا اِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ এ আয়াতটি তিলাওয়াত করার পর তিনি ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়লেন এবং উবাই ইবন কা'ব (রা) এর কাছে প্রত্যাগমন করেন ও বলেন, 'হে আবূ মুনযার! আমি আল্লাহ তা'আলা প্রদত্ত কিতাবের একটি আয়াত পাঠ করলাম এখন প্রশ্ন হচ্ছে কে এটা থেকে নিরাপদ থাকতে পারবে? প্রতি উত্তরে বললেন, আয়াতটি কি তিনি আমাকে বলুন। তখন তিনি উক্ত আয়াতটি তিলাওয়াত করলেন এবং বললেন আমাদের মধ্যে কে এমন আছে যে নিজের আত্মার উপর জুলুম করে না? তিনি বললেন, আপনাকে আল্লাহ তা'আলা ক্ষমা করুন আপনি কি শুনেননি আল্লাহ তা'আলা কি ইরশাদ করেছেন? আল্লাহ তা'আলা সূরা লুকমানের ১৩নং আয়াতে ইরশাদ করেন اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ। সুতরাং আয়াতের অর্থ হল, 'যারা নিজেদের ঈমানকে শিরকের সাথে মিশ্রিত করে কুলষিত করেনি।

১৩৪৯৪. 'আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন উমর (রা) তাঁর ঘরে প্রবেশ করেন ও কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করেন। যখন তিনি অত্র আয়াত اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَلَمْ يَلْبِسُوْٓا اِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ এ পৌছেন তখন তিনি উবাই ইবন কা'বের (রা) নিকট প্রত্যাগমন করেন ও এ আয়াতের ভাবার্থ সম্বন্ধে তাঁর উৎকণ্ঠা প্রকাশ করেন। তখন উবাই-ইবন কা'ব (রা) বলেন, হে আমীরুল মুমিনীন! এখানে ظُلْم এর অর্থ হচ্ছে شِرْك

১৩৪৯৫. ইবন মিহরান (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমর (রা) যখন ঘরে প্রবেশ করতেন কুরআন শরীক তিলাওয়াত করতেন। একদিন তিনি স্বীয় ঘরে প্রবেশ করেন ও কুরাআন শরীফ তিলাওয়াত শুরু করেন। যখন তিনি অত্র আয়াত اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَلَمْ يَلْبِسُوْٓا اِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ اُولٰٓئِكَ لَهُمُ الْاَمْنُ। পর্যন্ত পৌছলেন। কুরআন তিলাওয়াত বন্ধ করে জামা কাপড় পরলেন। অতঃপর তিনি উবাই ইবন কা'ব (রা) এর কাছে পৌছলেন এবং অত্র আয়াত اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَلَمْ يَلْبِسُوْٓا اِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ তিলাওয়াত করেন তখন তিনি বললেন, হে আবুল মুনযার। তুমি অনুধাবন করতে পার যে, আমরা সকলে অল্প বিস্তর জুলুম করে থাকি, আমরা এটা করি; ওটা করি; তখন উবাই (রা) বললেন, হে আমীরুল মু-মিনীন! ব্যাপারটি আসলে এরূপ নয়। আল্লাহ তা'আলা সূরা লুকমানের ১৩নং আয়াতে ইরশাদ করেন اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ। আর এখানে যুলুম অর্থ শিরক।

১৩৪৯৬. আমর ইবন সালিম (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার উমার ইবন আল-খাত্তাব (রা) আলোচ্য আয়াত পাঠ করলেন ও বললেন, "যিনি তার ঈমানকে যুলম এর দ্বারা কলুষিত করেননি তিনিই কৃতকার্য হয়েছেন। তখন উবাই (রা) বলেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! এখানে যুল্ম অর্থ হচ্ছে শিরক।

১৩৪৯৭. অন্য এক সনদে আমর ইবন সালিম (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার উমর ইবন আল-খাত্তাব (রা) আলোচ্য আয়াতখানী তিলাওয়াত করেন। তারপর তিনি পূর্বের হাদীসের ন্যায় হাদীসটি বর্ণনা করেন।

১৩৪৯৮. আবূ মাইসারাহ (র) হতে বর্ণিত। তিনি আলোচ্য আয়াতাংশের তাফসীর প্রসঙ্গে বলেনঃ অত্র আয়াতে উল্লেখিত ظلم এর অর্থ শিরক।

১৩৪৯৯. অন্য এক সনদেও আবূ মাইসারাহ (র) হতে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

১৩৫০০. ইবরাহীম (র) হতে বর্ণিত। তিনি আলোচ্য আয়াতাংশের তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, এখানে উল্লেখিত যুলমের অর্থ হচ্ছে শিরক।

১৩৫০১. কাতাদাহ (র) হতে বর্ণিত। তিনি আলোচ্য আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, অত্র আয়াতে উল্লেখিত ظلم এর অর্থ হচ্ছে শিরক।

১৩৫০২. আবূ মাইসারাহ (র) হতে অন্য এক সনদে অনুরূপ হাদীস বর্ণিত যা রয়েছে।

১৩৫০৩. মুজাহিদ (র) হতে বর্ণিত। তিনি আলোচ্য আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, অত্র আয়াতে উল্লেখিত بظلم এর অর্থ হচ্ছে عبادة الأوثان। অর্থাৎ দেব-দেবী ও মূর্তিসমূহের পূজা-অর্চনা।

১৩৫০৪. অন্য এক সনদেও মুজাহিদ (র) থেকে অনুরূপ বর্ণনা বর্ণিত রয়েছে।

১৩৫০৫. আল্লামা সুদ্দী (র) হতে বর্ণিত। তিনি আলোচ্য আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, এতে উল্লেখিত بظلم এর অর্থ হচ্ছে شرك

১৩৫০৬. ইবন যায়দ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি আলোচ্য আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, "অত্র আয়াতে উল্লেখিত بظلم এর অর্থ হচ্ছে بشرك

১৩৫০৭. আল-আ'মাশ (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'আবদুল্লাহ ইবন মাস'উদ (রা) বলেছেন, যখন আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয় মুসলমানদের কাছে এটা একটা কঠোর ব্যবস্থা বলে অনুভূত হতে লাগল। তাই তাঁরা রাসূল (সা) এর দরবারে আরয করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের মধ্যে এমন কে আছে যে তার আত্মার উপর যুলুম করে না? মহানবী (সা) বলেন, "তোমরা কি শুননি বিজ্ঞ লুকমান (র) তাঁর পুত্রকে কি বলেছিলেন? তিনি বলেছিলেন ঃ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ অর্থাৎ নিশ্চয়ই শিরক চরম যুলম। অন্য কথায় এখানে যুল্‌ম দ্বারা শিরক বুঝানো হয়েছে।

১৩৫০৮. অন্য এক সনদে মুজাহিদ (র) হতে বর্ণিত। তিনি আলোচ্য আয়াতাংশের তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, অত্র আয়াতাংশে উল্লেখিত যুল্‌মের দ্বারা দেব-দেবীর পূজা-অর্চনা বুঝানো হয়েছে।

১৩৫০৯. আবূ আবদুর রহমান (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, অত্র আয়াতাংশে উল্লেখিত ظلم এর দ্বারা শিরক বুঝানো হয়েছে।

১৩৫১০. ইবন ইসহাক (র) হতে বর্ণিত। তিনি অত্র আয়াতাংশের তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, অত্র আয়াতাংশে উল্লেখিত بظلم এর অর্থ হচ্ছে بشرك

আবার কেউ কেউ বলেন, বরং এটার অর্থ হচ্ছে, 'তারা যুল্‌ম এর কোন অংশের সাথে তাদের ঈমান মিশ্রিত করেনি। আর তা হচ্ছে আল্লাহ তা'আলা যা করতে বলেছেন তা না করা কিংবা যা করতে নিষেধ

করেছেন তা করা। তারা আরো বলেন, অত্র আয়াতের হুকুম সর্ব সাধারণের জন্যে নিবেদিত। কেননা আল্লাহ তা'আলা যুলম এর কোন অংশের সাথে কাউকে বিশেষিত করেননি। তারা আরো বলেন, যদি কেউ আমাদেরকে প্রশ্ন করেন, এই আয়াতে কি এরূপ বুঝা যায় না যে, যে ব্যক্তি কাবীরাহ কিংবা সাগীরাহ গুনাহ করেনি শুধু তার জন্যেই আখিরাতে নিরাপত্তার ব্যবস্থা রয়েছে। অন্য কথায় যে আল্লাহ তা'আলার সাথে নিস্পাপ অবস্থায় দেখা করবে তার জন্যেই নিরাপত্তা এ উত্তরে বলা যায় যে, 'অত্র আয়াতে আল্লাহ তা'আলা তাঁর মাখলূকের মধ্য থেকে বিশেষ ব্যক্তিকে বুঝিয়েছেন, সকলকে নয়। এই আয়াতে যাকে বুঝানো হয়েছে এবং যার সম্বন্ধে বলা হয়েছে তিনি হলেন তাঁর খলীল, ইব্রাহীম (আ)। তবে অন্যান্য ব্যক্তির মধ্য থেকে যে কেউ আল্লাহ তা'আলা সামনে হাজির হবেন অথচ তিনি আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করেননি, তিনি আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছাধীন থাকবেন। যদি তিনি এমন কিছু পাপ সহকারে হাজির হন, যা শিরকের পর্যায় পৌছেনি তাহলে যদি আল্লাহ তা'আলা ইচ্ছা করেন তাকে নিজ আযাব থেকে পরিত্রাণ দেবেন না কিংবা যদি ইচ্ছা করেন তার প্রতি মেহেরবান হবেন এবং তাকে ক্ষমা করে দেবেন।

তারা আরো বলেন, এটা আমাদের পূর্ব পুরুষদের একদল ওলামার মতামত যদিও তারা আয়াতের অর্থ নিয়ে মতভেদ করেছেন। তাদের মধ্য থেকে কেউ কেউ বলেন, এই আয়াতে ইব্রাহীম (আ) কে বুঝানো হয়েছে।

আবার কেউ কেউ বলেন, এই আয়াতে রাসূল (সা) এর সাহাবীদের মধ্য হতে মুহাজিরদেরকে বুঝানো হয়েছে।

যারা এমত পোষণ করেন ঃ

যে, অত্র আয়াতে আল্লাহর খলীল ইব্রাহীম (আ) কে বুঝানো হয়েছে তারা স্বীয় অভিমতের যথার্থতা প্রমাণের জন্যে নিম্নবর্ণিত হাদীসটি উপস্থাপন করেন ঃ

১৩৫১১. আলী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এই আয়াতটি বিশেষ করে ইব্রাহীম (আ) এর ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছে। এর মধ্যে উম্মতে মুহাম্মদীর জন্যে কোন কিছু নেই।

যারা এ মত পোষণ করেন যে, অত্র আয়াতে মুহাজিরদেরকে বিশেষরূপে বুঝানো হয়েছে তারা স্বীয় অভিমতের যথার্থতা প্রমাণের জন্যে নিম্নে বর্ণিত হাদীসটি উপস্থাপন করেছেন।

১৩৫১২. ইকরামা (র) হতে বর্ণিত। তিনি অত্র আয়াতে اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَلَمْ يَلْبِسُوْٓا اِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ। এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, এই আয়াতটি ঐসব ব্যক্তি সম্বন্ধে অবতীর্ণ হয়েছিল, যারা মদীনায় হিজরত করেছিলেন।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, এ সম্পর্কে শুদ্ধতার দিক দিয়ে উত্তম মতবাদ হল ঐ খবরটি যা রাসূলুল্লাহ (সা) হতে শুদ্ধরূপে বর্ণিত হয়েছে। আর এ খবরটিকে আবদুল্লাহ ইবন মাস'উদ (র) বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, এ স্থানে আল্লাহ তা'আলা যুল্‌ম শব্দটি ব্যবহার করেছেন এবং এ যুল্‌ম দ্বারা শিরক বুঝানো হয়েছে।

পরবর্তী আয়াতাংশে আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, যারা ঈমান আনয়ন করেছেন এবং তাদের ঈমানকে শিরক দ্বারা কলুষিত করেননি, কিয়ামতের দিবস আল্লাহ তা'আলার আযাব থেকে তাদের জন্যে রয়েছে নিরাপত্তার ব্যবস্থা। তাঁরাই সৎপথ প্রাপ্ত হয়েছেন এবং তারা পরিত্রানের দুর্গম পথে পদচারণা করছেন।

মহান আল্লাহর বাণী—

(٨٣) وَتِلْكَ حُجَّتُنَآ اٰتَيْنٰهَآ اِبْرٰهِيْمَ عَلٰى قَوْمِهٖ ؕ نَرْفَعُ دَرَجٰتٍ مَّنْ نَّشَآءُ ؕ اِنَّ رَبَّكَ حَكِيْمٌ عَلِيْمٌ ○

৮৩. এবং এটা আমার যুক্তি প্রমাণ যা ইব্রাহীম (আ) কে দিয়েছিলাম তাঁর সম্প্রদায়ের মুকাবিলায়; যাকে ইচ্ছে মর্যাদায় আমি উন্নীত করি; তোমার প্রতিপালক প্রজ্ঞাময়, জ্ঞানী।

ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, উপরোক্ত আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেন যে, মুশরিক প্রতি পক্ষ সম্প্রদায়ের যুক্তির বিরুদ্ধে ইব্রাহীম (আ) প্রশ্ন তোলেন, যে ব্যক্তি একাগ্রচিত্তে একনিষ্ঠভাবে এক আল্লাহর ইবাদত ও আরাধনা করেন, তিনিই নিরাপত্তা লাভের বেশী হকদার, না ঐ ব্যক্তি যে তথাকথিত বহু প্রতিপালকের পূজা অর্চনা করে থাকে। তারপর তাঁর প্রশ্নের উত্তরে তারা জবাব দেয় যে, যে ব্যক্তি এক প্রভুর একাগ্রচিত্তে ইবাদত করবে সে-ই নিরাপত্তার বেশী হকদার। এরূপে তারা নিজেদের বিরুদ্ধেই নিজেরা অভিমত প্রকাশ করে। ফলতঃ তাদের ওযর আপত্তি পন্ড হয়ে গেল এবং তাদের যুক্তি প্রমাণ আসারে পরিণত হল। অন্যদিকে ইব্রাহীম (অ) এর যুক্তি প্রমাণ প্রভাব বিস্তার করল। আর এই যুক্তি প্রমাণ আল্লাহ তা'আলা ইব্রাহীম (আ)-কে তার সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে প্রদান করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে নিম্ন বর্ণিত হাদীস দুইটি প্রণিদানযোগ্য ঃ

১৩৫১৩. মুজাহিদ (র) হতে বর্ণিত। তিনি অত্র আয়াতাংশ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا اٰتَيْنٰهَا اِبْرٰهِيْمَ عَلٰى قَوْمِهٖ এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, অত্র আয়াতে উল্লেখিত যুক্তি প্রমাণ হচ্ছে اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَلَمْ يَلْبِسُوْا اِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ اُولٰئِكَ لَهُمُ الْاَمْنُ وَهُمْ مُّهْتَدُوْنَ

১৩৫১৪. অন্য এক সনদে মুজাহিদ (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন ইব্রাহীম (আ) প্রশ্ন করার জন্যে বলেন فَاَىُّ الْفَرِيْقَيْنِ اَحَقُّ بِالْاَمْنِ আর এই প্রশ্নটাই তাঁর যুক্তি প্রমাণ। আয়াতাংশ اٰتَيْنٰهَا اِبْرٰهِيْمَ عَلٰى قَوْمِهٖ এর অর্থ হচ্ছে ইব্রাহীম (আ) কে তা শিক্ষা দিয়েছি, এটা সম্বন্ধে জ্ঞান দান করেছি এবং তাকে তাঁর সম্প্রদায় থেকে তা বুঝবার ক্ষমতা বেশী দিয়েছি।

পরবর্তী আয়াতাংশ نَرْفَعُ دَرَجٰتٍ مَّنْ نَّشَاءُ এর কিরা'আত সম্পর্কে মতবিরোধ পরিলক্ষিত হয়। হিজায ও বসরার সাধারণ কিরা'আত বিশেষজ্ঞগণ الدرجات কে من এর প্রতি اضافة করে পাঠ করেন যেমন نَرْفَعُ دَرَجٰتِ مَّنْ نَّشَاءُ অর্থাৎ যাকে ইচ্ছা মান-মর্যাদায় আমি তাকে উন্নতি দান করি।

কূফার সাধারণ কারীগণ دَرَجَات কে تـنـويـن দিয়ে পাঠ করেন। যেমন نَـرفَـعُ دَرَجَـتٍ مَّـن نَّـشَـاءُ অর্থাৎ যাকে ইচ্ছে আমি মর্যাদা উন্নত করি।

وَالدَّرَجَات শব্দটি বহুবচন। এক বচনে হবে درجـة তার অর্থ হচ্ছে মর্যাদা। প্রকৃত পক্ষে সিঁড়ির বিভিন্ন ধাপকে درجـة বলা হয়। তারপর ঘর এবং মর্যাদা উন্নত করার ব্যাপারে তা ব্যবহৃত হয়ে আসে।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, আমার নিকট এ ব্যাপারে সঠিক মতামত হল একথা স্বীকার করে নেয়া যে, দুটো কিরাআতকে কিরাতের নিজ নিজ ইমামগণ গ্রহণ করেছেন এবং দুটো কিরাতের অর্থই পরস্পর নিকটবর্তী। কেননা যার মর্যাদা উন্নত করা হয় তাকে মর্যাদায় উন্নত করা হয়। অনুরূপভাবে যাকে মর্যাদায় উন্নত করা হয় তার মর্যাদা উন্নত করা হয়। সুতরাং কোন পাঠক যেই কিরাতই পাঠ করুক না কেন এ ব্যাপারে সে সঠিক পথে রয়েছে।

উপরোক্ত আলোচনার ভিত্তিতে আয়াতের অর্থ হবে নিম্নরূপ ঃ এবং এটা আমার যুক্তি প্রমাণ যা ইব্রাহীম (আ)-কে আমি প্রদান করেছিলাম তাঁর সম্প্রদায়ের মুকাবিলায়। তারপর এর দ্বারা আমি তাঁর মর্যাদা তাদের উপর উন্নত করেছিলাম এবঙ এর দ্বারা আমি তাঁকে দুনিয়া ও আখিরাতে তাদের চেয়ে অধিক সম্মানিত করেছিলাম। তবে দুনিয়ায় আমি তাঁকে তার প্রতিদান দিয়েছি, এবং আখিরাতে আমি তাকে নেক বান্দাদের মধ্যে গণ্য করব। এ কাজ বা অন্য কাজ সম্পাদন করার দরুণ আমি যাকে ইচ্ছে মর্যাদায় উন্নত করে থাকি।

পরবর্তী আয়াতাংশ إِنَّ رَبَّـكَ حَكِـيمٌ عَلِـيمٌ এর মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেন, হে মুহাম্মদ! নিশ্চয়ই আপনার প্রতিপালক তাঁর মাখলুকের প্রশাসনে, স্বীয় প্রতিপালকের একত্ত্ববাদকে অস্বীকারকারী বান্দা সকলের বিরুদ্ধে তাদের নিকট প্রেরিত আল্লাহ তা'আলার আম্বিয়ায়ে কিরামের এ সম্পর্কে ও অন্যান্য বিষয়ের প্রশিক্ষণে আপনার প্রতিপালক প্রজ্ঞাময়। আর তাঁর রাসূলগণ ও যাদের কাছে তারা প্রেরিত হয়েছেন তাদের মধ্যে আবর্তিত বিষয়াবলীর ভবিষ্যতরূপ ও কর্মপন্থা নির্ধারণে—বান্দাগণ তাদের অস্বীকৃতিকে আকড়িয়ে ধরে রেখে ধ্বংশের পথকে ইখতিয়ার করা কিংবা আল্লাহ তা'আলার প্রতি তাদের নিজেদের আত্ম সমর্পণ করা; আল্লাহ তা'আলার একত্ত্ববাদ ও রাসূলদের রিসালাতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা ও আল্লাহ তা'আলা আনুগত্যের প্রতি প্রত্যাগমন করা ইত্যাদি সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা জ্ঞানী।

মহান আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবী মুহাম্মদ (সা) কে লক্ষ্য করে বলেন, হে মুহাম্মদ! আপনার বেঈমান সম্প্রদায় ও মুশরিকদের ক্ষেত্রে আপনার পিতা ও আমার খলীল ইব্রাহীম (আ) এর আদর্শ অবলম্বন করুন। তাদের পক্ষ থেকে আপনি যত প্রকারের দুঃখ দুর্দশার শিকার হন না কেন তাতে তাঁর ন্যায় ধৈর্য ধারণ করুন। কেননা আপনার ও তাদের ব্যাপারটি শেষ পর্যন্ত কতদূর গড়াবে এবং আপনার ও তাদের মাঝে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে সেই সম্পর্কে আমি মহা জ্ঞানী।

মহান আল্লাহর বাণী—

(٨٤) وَوَهَبْنَا لَهٗۤ اِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ ؕ كُلًّا هَدَيْنَا ۚ وَنُوْحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهٖ دَاوٗدَ وَسُلَيْمٰنَ وَاَيُّوْبَ وَيُوْسُفَ وَمُوْسٰى وَهٰرُوْنَ ؕ وَكَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ ۙ

৮৪. এবং তাঁকে দান করেছিলাম ইসহাক ও ইয়া'কূব; এদের প্রত্যেককে সৎপথে পরিচালিত করেছিলাম; পূর্বে নূহকেও সৎপথে পরিচালিত করেছিলাম এবং তাঁর বংশধর দাউদ, সুলাইমান, আইয়ূব, ইউসুফ, মূসা ও হারুণকেও; আর এভাবেই আমি সৎকর্মপরায়ণদেরকে পুরস্কৃত করি।

ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, অত্র আয়াতের মাধ্যমে মহান আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন যে, শুধু আমার আনুগত্য করার ও স্বীয় প্রতিপালকের একত্বের একাগ্রতার জন্যে এবং আল্লাহর অংশীদারীত্বে বিশ্বাসী স্বীয় সম্প্রদায়ের ধর্ম বিচ্ছেদের কারণে আমি ইব্‌রাহীম (আ) কে পুরস্কৃত করেছি। ফলতঃ আমি তার মর্যাদাকে ইল্লীন পর্যন্ত উন্নত করেছি, দুনিয়ায় তাঁকে তাঁর মজুরী প্রদান করেছি। তাকে এমন আওলাদ প্রদান করেছি, যাদেরকে নবূয়তের আসনে বিশেষায়িত করেছি এবং এমন বংশধর দান করেছি, যাদেরকে সম্মানে ভূষিত করেছি ও সারা জগতে মর্যাদাবান করেছি।

তাদের মধ্যে তাঁর পুত্র ইসহাক (আ) তাঁর পুত্রের পুত্র ইয়া'কূব (আ) তাদের সকলকে সৎ পথে পরিচালিত করেছি এবং তাদেরকে সঠিক ও সত্য দ্বীন অবলম্বন করার তাওফীক প্রদান করেছি। ইবরাহীম (আ), ইসহাক (আ) ও ইয়া'কূব (আ) কে পূর্বে যেরূপ সঠিক ও সত্য পথের সন্ধান দিয়েছি। ইব্‌রাহীম (আ), ইসহাক (আ) ও ইয়া'কূব (আ) এর পূর্বে নূহ (আ) কেও সঠিক এবং সত্য পথে চলার তাওফীক প্রদান করেছিলাম।

আয়াতাংশ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهٖ دَاوٗدَ এর ه এর مرجع সম্বন্ধে ইমাম তাবারী (র) বলেন, ه-এর مرجع হচ্ছে نوح কেননা দাউদ (আ) ছিলেন নূহ (আ)-এর বংশধর। তিনি ইব্‌রাহীম (আ)-এর বংশধর ছিলেন না। ৮৬নং আয়াতে আল্লাহ তা'আলা লূত (আ) এর কথা উল্লেখ করেছেন। ইরশাদ হচ্ছে وَاِسْمٰعِيْلَ وَالْيَسَعَ وَيُوْنُسَ وَلُوْطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعٰلَمِيْنَ অথচ এটা জানা কথা যে লূত (আ) ইব্‌রাহীম (আ) এর বংশধর ছিলেন না। তথাপি ইব্‌রাহীম (আ) এর বংশের সদস্যদের উপর عطف করা হয়েছে। অন্যপক্ষে এতে সন্দেহ নেই যে, যদি ইব্‌রাহীম (আ)-এর বংশধরদের কথাই বলা হত তাহলে ইউনুস (আ) ও লূত (আ) কে তাদের মধ্যে উল্লেখ করা হত না। এজন্যই وَمِنْ ذُرِّيَّتِهٖ دَاوٗدَ এর ه এর مرجع হবে من ذكر نوح তাই আয়াতের অর্থ হবে নিম্নরূপ আমি ইব্‌রাহীম (আ), ইসহাক (আ) ও ইয়া'কূব (আ)-এর পূর্বে নূহ (আ) কে সঠিক ও সত্যপথের প্রতি তাওফীক দিয়েছিলাম এবং নূহ (আ)-এর বংশধর দাউদ (আ) ও সুলায়মান (আ)কে ও পথ প্রদর্শন করেছিলাম।

দাউদ (আ)-এর পরিচয় সম্পর্কে ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, তিনি ছিলেন দাউদ ইবন ইশা। আর সুলায়মান (আ) ছিলেন তাঁর পুত্র। অন্য কথায় সুলাইমান ইবন দাউদ (আ)।

আয়ূব (আ) এর বংশ হচ্ছে ঃ আয়ুব ইবন মূসা ইবন রাযিহ ইবন 'ঈসা ইবন ইসহাক (আ)

আবার ইউসুফ (আ) এর বংশ হচ্ছে ঃ ইউসুফ ইবন ইয়া'কূব ইবন ইসহাক ইবন ইব্রাহীম (আ) পুনরায় মূসা (আ) এর বংশ হচ্ছে ঃ মূসা ইবন ইমরান ইব্ন ইয়াসহার ইবন কাহিত ইবন লাওয়ী ইবন ইব্রাহীম (আ)। আর হারুণ (আ) ছিলেন তাঁর ভ্রাতা।

আয়াতাংশ وَكَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ এর মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন যে, নূহ (আ) কে আমার রাহে পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছি; এ পরীক্ষায় তিনি ধৈর্য ধারণ করে উত্তীর্ণ হয়েছেন বিধায় আমি তাকে পুরস্কৃত করেছি ও সঠিক পথে পৌঁছার তাওফীক প্রদান করেছি। যারা আমার নাফরমানী করেছে ও আমার হুকুম লংঘন করেছে তাদেরকে সত্য পথ থেকে বিমুখ হতে হয়েছে। আমি নূহ্ (আ) কে তাঁর সম্প্রদায়ের অনিষ্ট থেকে রক্ষা করেছি। তারপর তার বংশধরদেরকে তারই ন্যায় সৎপথে চলবার তাওফীক দিয়েছি। উপরোক্ত ব্যক্তিবর্গকে যেমনটি তাদের একনিষ্ঠ ও নিরংকুশ আনুগত্যের জন্যে এবং আমার রাহে সামগ্রিকভাবে যাবতীয় কায়ক্লেশ সহ্য করার জন্যে পুরস্কৃত করেছি তেমনিভাবে প্রত্যেক সৎকর্ম পরায়নকে তার সৎকর্ম পরায়নতার জন্যে পুরস্কার দিয়ে থাকি। অন্য কথায় আমি উত্তম কাজের জন্যে উত্তম পুরস্কার দিয়ে থাকি।

মহান আল্লাহর বাণী—

(৮৫) وَزَكَرِيَّا وَيَحْيٰى وَعِيْسٰى وَاِلْيَاسَ ۚ كُلٌّ مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ ۙ

৮৫. এবং যাকারিয়া ও ইয়াহ্য়া, 'ঈসা এবং ইলয়াসকে সৎপথে পরিচালিত করেছিলাম। তারা সকলেই সজ্জনদের অন্তর্ভুক্ত।

ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, অত্র আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন যে, নূহ (আ) কে যেরূপ সঠিক ও সত্য পথে পরিচালিত করেছি, তদ্রূপ তাঁর বংশধরদের মধ্যে যাকারিয়া ইবন ইদ্দু ইবন বারখীয়া, ইয়াহ্য়া ইবন যাকারিয়া, 'ঈসা ইবন মারয়াম বিনতে ইমরান ইবন ইয়াশহাম ইবন আমূন ইবন হাযকীয়া এবং ইলয়াস কে সৎপথে পরিচালিত করেছি।

ইলয়াস (আ)-এর পরিচয় সম্বন্ধে একাধিক মত রয়েছেঃ প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ইবন ইসহাক (র) বলেন, তিনি হচ্ছেন ইলয়াস ইবন ইয়াসি ইবন ফিন্হাস ইবন আল-ইযার ইবন হারুণ ইবন 'ইমরান, আল্লাহর নবী মূসা (আ) এর ভাই হারুণের বংশধর। আবার কেউ কেউ বলেন, তিনি হচ্ছেন, ইদরীস (আ)। যাঁর এ মত পোষণ করেন ঃ তাদের মধ্যে বিখ্যাত হলেন, আবদুল্লাহ ইবন মাস'উদ (রা)। এ প্রসংগে নিম্নবর্ণিত হাদীসটি প্রণিধানযোগ্য।

১৩৫১৫. আবদুল্লাহ ইবন মাস'উদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'ইদরীস (আ) হচ্ছেন ইল্য়াস (আ) এবং ইসরাঈল (আ) হচ্ছেন ইয়া'কূব (আ)।

Contents

তবে বংশ পরিচিতি বিশেষকগণ বলেন, ইদরীস (আ) হচ্ছেন নূহ ইবন লামাক ইবন মুতাও সালাখ ইবন আখনুখের দাদা। কেননা আখনুখই হচ্ছেন ইদরীস ইবন ইয়ার্দ ইবন মাহলাইল। অনুরূপ বর্ণনা ওহাব ইবন মুনাব্বাহ হতেও বর্ণিত রয়েছে। বংশ পরিচিতি বিশেষজ্ঞগণ যা বলেছেন তা সঠিকতার নিকটবর্তী। কেননা আল্লাহ তা'আলা অত্র আয়াতে ইলয়াস (আ) এর বংশকে নূহ (আ) পর্যন্ত বর্ণনা করেছেন এবং ইলয়াস (আ) কে নূহ (আ) এর বংশধরের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। বিশেষজ্ঞদের নিকট নূহ (আ) ইদরীস (আ) এর পুত্র। সুতরাং স্বীয় পিতার দাদা তার বংশধরের মধ্যে গণ্য হওয়া সম্ভব নয়।

পরবর্তী আয়াতাংশ كُلٌّ مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ এর অর্থ হচ্ছে, যাদের কথা উপরে বর্ণনা করা হয়েছে অর্থাৎ যাকারিয়া, ইয়াহয়া, 'ঈসা ও ইলয়াস (আ) হচ্ছেন সজ্জনদের অন্তর্ভুক্ত।

নবম খণ্ড সমাপ্ত

ইফাবা (উ.) /১৯৯৯-২০০০/অঃ সঃ/৪৪১৭-৬২৫০